

পদ্ম পুষ্কর

সংস্কৃত

বঙ্গভাষায়

মহাভারত-কৃষ্ণাৰ্জুন-বেদব্যাস-বিরাট

ভট্টপন্ন-নিবাসি-

পণ্ডিতপ্রবর-শ্রীযুক্ত-পঞ্চানন-তর্করত্ন-

সম্পাদিত

দ্বিতীয় সংস্করণ

কলিকাতা,

১৯১২ নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট “বঙ্গবাসী ইলেকট্রো প্রেসে”

শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

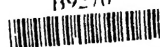
সন ১৩২২ সাল।

প্রকাশকের নিবেদন ।

* প্রথম সংস্করণ পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড নিঃশেষিত হওয়ায় ইহার বিত্তীয়
সংস্করণ প্রকাশিত হইল । ইতি

প্রকাশক ।

B9270



ভূমিকা ।

অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে পদ্মপুরাণই সকল রকমে সর্বোত্তম। অষ্টাদশ মহাপুরাণ-রচয়িতা শ্রীমদ্বর্ষি বেদব্যাস স্বয়ং এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি অষ্টাদশ মহাপুরাণের মাহাত্ম্য কীর্তনস্থলে বলিয়াছেন,—“ভূত পাদ্মং পরং মহৎ” সেই পুরাণ সকলের মধ্যে পদ্ম-পুরাণই পরম মহৎ। অষ্টাদশ মহাপুরাণের ত্রৈলোক্যভাগ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—“গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বারাহং শুভদর্শনং। সাত্ত্বিকানি পুরাণানি”, “সাত্ত্বিকা মোক্ষদাঃ প্রোক্তাঃ” অর্থাৎ—গারুড়পুরাণ, বরাহপুরাণ, পদ্মপুরাণ, এই সকল সাত্ত্বিক পুরাণ। সাত্ত্বিক পুরাণ সকল মোক্ষপ্রদ। আবার পুরাণরূপী ভগবানের রূপ বর্ণনায় বলিয়াছেন,—“হৃদয়ং পদ্মসংজিতম্।”—পদ্মপুরাণই সেই ভগবানের হৃদয় ; ভগবানের হৃদয় জানিতে হইলে পদ্মপুরাণই পড়িতে হয়।

মহর্ষি আরও বলিয়াছেন যে,—“সৰ্বং পুরাণমাকৰ্ণ্য যৎ কলং লভতে নরঃ। তৎ সৰ্বং সমবাপ্নোতি ঋত্বা পাদ্মমহো দ্বিজাঃ ॥ সমগ্রং পাদ্মমাকৰ্ণ্য যৎ কলং সমবাপ্নুয়াৎ। আদি-স্বৰ্গমিমং ঋত্বা তৎ কলং লভতে নরঃ ॥” অর্থাৎ—পদ্মপুরাণ পাঠে অষ্টাদশ মহাপুরাণ পাঠের ফল হয়। আর স্বর্গখণ্ড পাঠে সমগ্র পদ্মপুরাণ পাঠের ফল লাভ করা যায়। অতএব স্বর্গখণ্ড হিন্দুর পরম আদরের ধন। হিন্দু জাতির ধর্মবিপ্লব জনিত এই চরম দুর্য্যদে এই স্বর্গখণ্ড পাঠ করিলে স্বর্গীয়মৃত পান-পিপাসা মিটিবে। হিন্দু এই স্বর্গখণ্ড পাঠে উন্মুক্ত স্বর্গদ্বার দেখিতে পাইবেন। স্বদেশহিতৈষী আখ্য-সন্তান স্বদেশ-হিতসাধনের পরমোপকরণ এই স্বর্গখণ্ড পাঠে প্রাপ্ত হইবেন।

স্বধর্ম পালনে উদ্যোগ করিয়া হিন্দু সমাজ এক্ষণে এমন শক্তিশীল হইয়া পড়িয়াছে যে, এখন জ্ঞানেকই সুদীর্ঘ উপাখ্যান মনোযোগ সহকারে পাঠ বা শ্রবণপূর্বক অন্তঃকরণে আদ্যন্ত ধারণ করিতে বা তৎসঙ্গে গৃহ উপদিষ্ট দ্রুত তত্ত্ব সকল সম্যক বুঝিয়া লইতে অক্ষম। স্বর্গখণ্ড ভাষ্যদেব-সুখমন্দপ্রদ গ্রন্থ। এমন সরল অথচ সারগর্ভ, শিক্ষাপ্রদ মনোহর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাখ্যান আর কোনও পুথিতে দৃষ্ট হয় না। কোতুলোদ্ধোপক বিবিধ ঘটনা এই স্বর্গখণ্ডে আছে। জ্ঞানী, কন্মী, বিদ্বান্ মুখ্য, ধনী, দারিদ্র, সকলেই এ গ্রন্থ পাঠে অপার আনন্দ অল্পভব করিবেন। শাক্ত-বৈষ্ণবো দ্বন্দ্ব এ গ্রন্থ পাঠে ঘুটিবে; সকলেই আপন আপন অবলম্বনীয় পথ সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইবেন। কাব্যাপকরণাধেয়ী কবি, থিয়েটার বা যাত্রা-দলের অধ্যক্ষ ও ধর্মপ্রচারক কবক প্রভৃতি সকলেই এই স্বর্গখণ্ড পাঠে প্রকৃত উপকার লাভ করিবেন। কলিকালে বিপুল বৈভব ও প্রভূত উপকরণ-সাধ্য যজ্ঞ করণে অসমর্থ শক্তিশীল নীন মানবগণের যজ্ঞকলতুলা ফললাভের অনায়াসসাধ্য উপায় এই “স্বর্গখণ্ড”ই বিশদরূপে বর্ণিত। বৈষ্ণব-সাধনায় বিধি-ব্যবস্থা এই স্বর্গখণ্ডে সবিস্তর বিবৃত আছে।

শাস্ত্রের গভীরতত্ত্বদর্শী স্বধর্মনিষ্ঠ সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস শাস্ত্রী এই মহা সম্পদের প্রবক্তা। সাংসারিক স্বর্গখণ্ড পাঠে পাঠকগণের ধর্মবিষয়ে উপকার হইলে পরম আনন্দিত হইব। ইতি—

সম্পাদক

শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য
ভাটশালা।

মুচিপত্র ।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১ম অধ্যায়ঃ স্মৃত-শৌনক-সংবাদ, সৃষ্টির পূর্বাবস্থা ও ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তিপ্রক্রিয়া- বর্ণন	১	১৪শ অঃ। যমুনামাহাত্ম্য কীর্তন	১১
২য় অঃ। পঞ্চ মহাভূতের গুণ, পৃথিবীর পরিমাণ, নদ নদী পর্বত কানন দ্বীপ বর্ষ জনপদ ও তত্ত্বতা অধিবাসী- দিগের আকার আচরণ আহার বিহার আয়ু বলাদি-বিবরণ	৪	১৫শ অঃ। যমুনামাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে বিকুণ্ডল- চরিত বর্ণন ও দেবদুত-বিকুণ্ডল- সংবাদে যমলোকগতিনিবারণোপায়, গঙ্গা, শালগ্রামশিলা, বিষ্ণু ও বৈষ্ণব- মাহাত্ম্য-বিবরণ	১৭
৩য় অঃ। ভারতবর্ষের পরিমাণ, নদ নদী পর্বত ও অধিবাসীদিগের সবিশেষ বিবরণ	১২	১৬শ অঃ। সুগন্ধাদি বিবিধ তীর্থমাহাত্ম্য- কীর্তন	১১৪
৪র্থ অঃ। ভূমণ্ডলের সমগ্র বিবরণ	১৭	১৭শ অঃ। বারাণসীমাহাত্ম্য-কথন	১১৭
৫ম অঃ। নারদ-যুধিষ্ঠির সংবাদে বশিষ্ঠ- দিলীপ-সংবাদ, দিলীপ কর্তৃক যজ্ঞ করিতে অসমর্থ দরিদ্রগণের সর্দশয়- কল লাভোপায় প্রশ্ন, ভক্ততরে বসিষ্ট কর্তৃক তীর্থ-বিবরণ, তীর্থযাত্রাপ্রণালী ও পুঙ্খর তীর্থ-বিবরণ	২২	১৮শ অঃ। বারাণসী-মাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে পঞ্চায়- তন বিবরণ, কুন্তিবাসেশ্বর ও কপদী- শ্বরের ইতিহাস, ব্রহ্মপার স্তোত্র, মধ্যমেশোপাখ্যান ও তত্ত্বতা অদ্ভুত তীর্থ-বিবরণ	১২২
৬ষ্ঠ অঃ। নানা তীর্থ ও নন্দ্যামাহাত্ম্য কীর্তন	২৬	১৯শ অঃ। গয়াদি নানাবিধ তীর্থ বিবরণ ও অগম্য তীর্থে গমনোপায় নির্দেশ	১২৩
৭ম অঃ। ত্রিপুরদাহ ও রুদ্রকোটি বিবরণ	৩১	২০শ অঃ। যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয় সংবাদে প্রয়াগমাহাত্ম্য-কথন	১৪৩
৮ম অঃ। কাবেরী ও নন্দ্যার সঙ্গম- মাহাত্ম্য কথন	৩২	২১শ অঃ। প্রয়াগমাহাত্ম্য কথন প্রস্তাবে তীর্থকৃত্য নির্দেশ ও তত্ত্বতা নানা তীর্থ-বিবরণ	১৪২
৯ম অঃ। নন্দ্য তীর্থমাহাত্ম্য কথন প্রসঙ্গে ভৃগুতীর্থ, রুদ্রবেদ্য ও করুণাভূদয় স্তোত্র ও অদ্ভুত নানাবিধ তীর্থের বিবরণ	৪২	২২শ অঃ। প্রয়াগে অনশনাদি বিবিধ ব্রতের ফল-কীর্তন	১৫৪
১০ম অঃ। রেবা-মাহাত্ম্য কথন প্রসঙ্গে গন্ধর্বকন্যাদিগের ঋশ্যচন্দ-ইতিহাস	৬২	২৩শ অঃ। সর্বতীর্থোপেক্ষা প্রয়াগের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্তন, সর্বদেবগণসহ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের তথায় অবস্থিতি হেতু কথন ও তীর্থফল লাভের অধিকারি- নির্দেশ	১৫১
১১শ অঃ। বরদানাদি বিবিধ তীর্থমাহাত্ম্য কথন	৭৩	২৪শ অঃ। সর্বতীর্থফলপ্রদ বিষ্ণুভজন- মহিমা কীর্তন	১৬২
১২শ অঃ। ব্রহ্মকেন্দ্র প্রভৃতি নানা তীর্থ বিবরণ	৭৮	২৫শ অঃ। কশ্ম্মযোগ কথন	১৬৫
১৩শ অঃ। মঙ্গলক তীর্থের ইতিহাস ও পুঙ্খকীর্তি তীর্থ-বিবরণ	৮৫	২৬শ অঃ। বিবিধ সপাচার ধর্মকথন	১৭০
		২৭শ অঃ। গৃহস্থধর্ম কীর্তন	১৮০
		২৮শ অঃ। তাক্যাক্ষ্য নিয়ম কথন	১৮১
		২৯শ অঃ। দামধর্ম মাহাত্ম্য কীর্তন	১৯৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
৩০শ অঃ। বানপ্রস্থ ধর্ম কথন	১৯৮
৩১শ অঃ। সন্ন্যাসি-ধর্ম কথন	২০১
৩২শ অঃ। যোষিৎসঙ্কের দোষ এবং হরি, ব্রাহ্মণ ও পুরাণ মাহাত্ম্য কথন	২০৬
৩৩শ অঃ। ভগবানের পুরাণরূপ হ'ও পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ডের মাহাত্ম্য কীর্তন	২১৩
৩৪শ অঃ। কালকালদ্রাণোপায় বর্ণন	২১৫
৩৫শ অঃ। হরিমন্দির লেপনমাহাত্ম্য- প্রসঙ্গে দণ্ডকেন উপাখ্যান বর্ণন	২১৭
৩৬শ অঃ। কার্তিক মাস মাহাত্ম্য ও হরিগৃহে দীপদান ফল কথন প্রসঙ্গে মৃষিকোপাখ্যান কথন	২২০
৩৭শ অঃ। জয়ন্তীর মাহাত্ম্য কীর্তন	২২২
৩৮শ অঃ। নিঃসন্তান হ'ওয়া হেতু এবং সন্তানলাভের উপায় কীর্তনপ্রসঙ্গে রাজার উপাখ্যান কথন	২২৬
৩৯শ অঃ। হরিমন্দিরে চূর্ণলেপনাদি সংস্কার-মাহাত্ম্য কথন প্রসঙ্গে চকলা- পাক্সী গণিকার উপাখ্যান বর্ণন	২২৮
৪০শ অঃ। রাধাপ্রীতির কথন প্রসঙ্গে লীলাবতীর উপাখ্যান বর্ণন	২৩১
৪১শ অঃ। সমুদ্রমথন বর্ণন প্রস্তাবে ইন্দ্রের প্রতি কুম্ভাসার অভিলাপ, মহেশ্বর কর্তৃক কালকূট পান, অলক্ষ্মীর উৎপত্তি ও বাসস্থান নিরূপণ, ঐরাবত উঠেঃঋষা ধর্মতুরি পারি- জাত সুরতি ও লক্ষ্মীর উৎপত্তি, অলক্ষ্মী ও লক্ষ্মীর বিবাহ, দেবগণের অমৃত পান ও চন্দ্র-তর্জি-মাহাত্ম্য- বর্ণন	২৩৪
৪২শ অঃ। লক্ষ্মীর বিবরণ প্রসঙ্গে ভয়ঋষা রাজার উপাখ্যান বর্ণন	২৩৯
৪৩শ অঃ। ব্রাহ্মণের প্রার্থনাক্রমে ফল কীর্তন প্রসঙ্গে দীননাথ রাজার	

বিষয়	পৃষ্ঠা
নরমেধ যজ্ঞ-রক্তান্ত ও ত্রীকুণ্ডলমার্গমা ব্রত প্রসঙ্গে চিত্রসেন রাজার উপা- খ্যান বর্ণন	২৪৫
৪৪শ অঃ। ব্রাহ্মণমাহাত্ম্য কথন প্রসঙ্গে ভীম নামক শূদ্রের উপাখ্যান ও একাদশীমাহাত্ম্য কথন প্রসঙ্গে হেম- প্রভার উপাখ্যান বর্ণন	২৫৫
৪৫শ অঃ। ঔর্ধ্বরিকে লাজ-বরাটকা দানের ফল কীর্তন প্রসঙ্গে কাল- দ্বিজের উপাখ্যান ও বিষ্ণুচরণোদক- মাহাত্ম্য কথন প্রসঙ্গে সুদর্শন বিপ্রের উপাখ্যান বর্ণন	২৬১
৪৬শ অঃ। বিবিধ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কীর্তন ও কার্তিক মাসে রাধাদামো- দরের সপর্ধন ফল কীর্তনপ্রসঙ্গে কলিপ্রহার উপাখ্যান বর্ণন	২৬৫
৪৭শ অঃ। কার্তিকব্রতাবধি কথন ও তুলসীমাহাত্ম্য কথনপ্রসঙ্গে তুলসী- মূলগত জলপানে চণ্ডালের বৈবৃদ্ধ লাভোপাখ্যান বর্ণন	২৭১
৪৮শ অঃ। বিষ্ণুপঞ্চক-কথনপ্রসঙ্গে দণ্ড- করের উপাখ্যান, হরিনামমাহাত্ম্য, নামাপরোধ ও নামাপরোধ নিবারণ রহস্যোপায়, পুরাণ পাঠ শ্রবণের ফল ও পুরাণ পাঠ করাষ্টবার বিধিক কীর্তন	২৭৬
৪৯শ অঃ। প্রতিজ্ঞা ও শপথ করার দোষ, প্রতিজ্ঞা পালন করার ফল, প্রতিজ্ঞা পালন না করার দোষ, দক্ষিণ হস্ত প্রদানপূর্বক সত্য করিয়া তৎপ্রতি- পালন না করার দোষ এবং উহা প্রতিপালনের ফলকথনপ্রসঙ্গে বীর- বিক্রমের কৃষ্ণপ্রাপ্তিবিবরণ এবং স্বর্গ- খণ্ড পাঠের ও শ্রবণের ফল কীর্তন	২

পদ্মপুরাণম্

স্বর্গখণ্ডঃ ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরকৈব নরোত্তমম্ ।

দেবীং সরস্বতীকৈঃ ততো জয়মদীরয়েৎ ॥

একদা মুনয়ঃ সর্কে জলজ্জলনসন্নিভাঃ ।
হিমবত্বাসিনঃ সর্কে মুনয়ো বেদপারগাঃ ॥ ১
ত্রিকালজ্ঞা মহাত্মানো নানাপুণ্যাশ্রমাজ্ঞয়াঃ ।
মহেন্দ্রাদিরতা যে চ যে চ বিদ্ব্যানিবাসিনঃ ॥ ২
যেৎসুদারণ্যানিবতাঃ পুঙ্করারণ্যবাসিনঃ ।
জম্বুগর্গতা যে চ কুরুক্ষেত্রনিবাসিনঃ ॥ ৩
এতে চাত্তে চ বহবঃ শিষ্যা মুনয়োহমলাঃ ।
নৈমিষঃ সমুপায়তাঃ শৌনকঃ দ্রুম্যংসুকাঃ ॥ ৪
তং পূজয়িত্বা বিধবন্তেন তে চ সুপূজিতাঃ ।
আসনেষু বিচিত্রেষু বৃষাদিবু যথাক্রমম্ ॥ ৫

প্রথম অধ্যায় ।

• একদা হিমাচলবাসী জলদগ্নিকল্প বেদ-
পারগ ত্রিকালজ্ঞ মহাত্মা মুনিগণ এবং
মহেন্দ্রাচল, বিদ্ব্যাশ্রম, অর্কুদারণ্য, পুঙ্কর-
ারণ্য, জম্বুগর্গ, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি নানাপুণ্যা-
শ্রমবাসী অমলাত্মা মুনিগণ শৌনক ঋষির
দর্শনাভিলাষে সোৎসুকচিত্তে শিষ্যাগণ সহ
নৈমিষারণ্যে সমাগত হইলেন। তাঁহারা
শৌনক ঋষির যথাযোগ্য পূজা করিলে
শৌনকও তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য পূজা
করিয়া বৃষী প্রভৃতি নানাবিধ বিচিত্র আসন

শৌনকেন প্রদত্তেষু আসীনাস্তে তপোধনাঃ ।
কৃষ্ণাশ্রিতাঃ কথাঃ পুণ্যাঃ পরস্পরমথাক্রবন্ ॥
কথাস্তেষু ততস্তেষাং মুণীনাং ভাবিতাত্মনাম্ ।
আজগাম মহাতেজাঃ সূতস্তত্র মহাত্মাতিঃ ॥ ৭
ব্যাসশিষ্যাঃ পূবানজ্ঞো রামহর্ষণসংজ্ঞকঃ ।
তান প্রণম্য যথাত্মায় স তৈশ্চৈকান্তিপূজিতঃ
উপবিষ্টঃ যথাযোগ্য শৌনকাদ্যা মহর্ষয়ঃ ।
ব্যান্ধিশাঃ সুখাসীনঃ ২৩২ বৈ রোমহর্ষণম্ ॥
তং পপ্রচ্ছন্ন ভাগাঃ শৌনকাদ্যাস্তপোধনাঃ ॥
ঋষয় উচুঃ ।

পৌৰাণিক মহাবুদ্ধে রোমহর্ষণ সূত্রত ।

প্রদান করিলেন। তপোধন মূর্খগণ সেই
সকল আসনে আসীন হইয়া পরস্পর কৃষ্ণ-
বিষয়ক পবিত্র কথোপকথন করিতে লাগি-
লেন। সেই ভাবিতাত্মা মুনিগণের কথাব-
সরে মহাত্মাতি মহাতেজা সূত অসিদ্ধা
উপস্থিত হইলেন। ব্যাসশিষ্য পূবানজ্ঞ
রোমহর্ষণ নামক সেই সূত সেই মুনিগণকে
যথাযোগ্য প্রণাম করিলেন এবং সেই মুনিগণ
কর্তৃক যোগ্যরূপে সৎকৃত হইলেন। তিনি
উপবিষ্ট হইলে শৌনকাদি মহাত্মা তপো-
ধন মহর্ষিগণ সেই ব্যাসশিষ্য রোমহ

পদ্মপুরাণম্

যন্তঃ স্ততা মহাপুণ্যাঃ পুরা পৌরাণিকীঃ কথাঃ
সাম্প্রতিক প্রবৃত্তঃ স্ম কথায়াম্ সক্ষণা হবেরে ।
স বৈ পুংসাঃ পরো ধর্মো যতোভক্তিরধোক্জে
পুনঃ পুরাণমচক্ হরিবার্তাসমবিতম্ ।
হরিরক্তকথা স্ততঃ শ্রাণানসদৃশী স্মৃতা ॥ ১০
হরিতীর্থস্বরূপেণ স্ময়ং তিষ্ঠতি তচ্ছ্রুতম্ ।
তীর্থানাং পুণ্যদাতৃণাং নামানি কিল কীর্তয় ॥
কুত এতৎ সমুৎপন্নং কেন বা পরিপাল্যতে ।
কাস্মিন নয়ং সমর্চ্যে জগদেতচ্চবাচবম্ ॥ ১৫
ক্ষেত্রানি কানি পুণ্যানি কে চ পূজ্যাঃ শিপো-
জয়াঃ ।
নদাশ্চ কাঃ পমাঃ পুণ্যা নৃণাং পাপহরাঃ শুভাঃ
এতৎ সঙ্গং মহাভাগ কথয়স্ব যথাক্রমম্ ॥ ১৭
স্ব - উবাচ ।
অদ্য স্বর্গমহাং তাবৎ কথয়ামি দ্বিজোত্তমাঃ ।

স্বত্বে এক করিলেন । ১—১০ । অগিগণ
বলিলেন,—হে সূত্রত মহাবুদ্ধে পৌরাণিক
রোমহর্ষণ! আমরা পূর্বে তোমার নিকট
মহাপুণ্যা পৌরাণিকী কথা শুনিয়াছি ।
সম্প্রতি আমাদের অবকাশ আছে, এ নিমিত্ত
হরিকথা শ্রবণের জন্য উৎসুক হইয়াছি ।
মানবগণের তাহাই পরম ধর্ম, যাহা দ্বারা
অধোক্জে হরির প্রীতি ভক্তি ওয়ে ।
অতএব তুমি পুণ্যায় হরিবার্তাসমবিত পুর্বাণ
কীর্তন কর । হে সূত্র! হরিকথা ব্যতীত
অন্যকথা শ্রাণানসদৃশ । হরই স্ময়ং তীর্থ-
রূপে অবস্থান করেন । ইহা আমরা শুনি-
য়াছি । তুমি পুণ্যপ্রদ তীর্থ সকলেয় নাম
কীর্তন কর । এই চর্য্যচর জগৎ কোথা
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে? কাহা দ্বারা
পরিপালিত হয়? কোথায়ই বা লয় প্রাপ্ত
হয়? কোন্ কোন্ ক্ষেত্র পূণ্যজনক?
কোন্ কোন্ পরত পূজ্য? কোন্ কোন্
নদী মানবগণের শুভ পুণ্যপ্রদ এবং পাপ-
নাশক? হে মহাভাগ! এই সকল বৃত্তান্ত
যথাক্রমে কীর্তন কর । ১১—১৭ । সূত্র
বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! আমি অদ্য

জ্ঞায়তে যেন ভগবান্ পরমাত্মা সনাতনঃ ॥ ১৮
সৃষ্টেযু প্রলয়াদূর্জং নাসীৎ কিঞ্চিদজৌহম্যঃ
ব্রহ্মসংজ্ঞমভূৎ জ্যোতির্বৈ সর্গকারকম্ ॥ ১৯
নিত্যং নিরঞ্জনং শাস্তং নিৰ্ভুগং নিত্যানির্মলম্
আনন্দম্ পুংস্ব সচ্ছং যৎ কাঙ্ক্ষান্তি মুমুক্শবঃ ॥
সর্বজ্ঞঃ জ্ঞানরূপহাননন্তমজমব্যয়ম্ ।
অবিনাশি সদাশ্চক্ষমচ্যুতং ব্যাপকং মহৎ ॥ ২১
সর্গকালে তু সম্প্রাপ্তে জাহ্নবা তং জ্ঞানরূপকম্
অক্সালীনাং বিকারকং তৎ স্ট্রিমুপচক্রেম ॥ ২২
তস্মাৎ প্রধানমুদ্ভূতং ততশ্চাপি মহানভূৎ ॥ ২৩
সাবিকো রাজশৈশব তামসশ্চ ত্রিধা মহান ।
প্রধানতশ্চেন্দ্রিয় সমং হৃদা বীজমিববর্তম্ ॥ ২৪
বৈকারিকতৈজসশ্চ ভূতাদিশৈশব তামসঃ ।
বিবিধোৎসবমহঙ্কারো মহন্তত্বাদিজ্যৈত ॥ ২৫
যথা প্রবাহেন্নেদ্র্য মহান মহত্বা স তথাবৃত্তঃ ॥ ২৬

স্বর্গ (স্বর্গখণ্ড) বলিব; যাহা দ্বারা সনাতন
পরমাত্মা ভগবানকে জানিতে পারা যায় ।
হে দ্বিজোত্তমগণ! সৃষ্টি-প্রলয়ের পূর্বে
কিছুই ছিল না । পরে ব্রহ্ম নামক সর্ব-
কারক এক জ্যোতি হইল । উহা নিত্য,
নিরঞ্জন, শাস্ত, নিৰ্ভুগ, নিত্যানির্মল, আনন্দ-
নিকেতন, সচ্ছ, সর্বজ্ঞ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত,
অজ, অব্যয়, অবিনাশী, সদাশ্চক্ষ, অচ্যুত,
ব্যাপক ও মহৎ । মুমুক্শগণ উহাই আকাঙ্ক্ষা
করিয়া থাকেন । সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে
সেই ব্রহ্ম নিজেকে নিজে জ্ঞানস্বরূপ এবং
বিকারগর্ভ জ্ঞানিয়া সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত
হইলেন । সেই ব্রহ্ম হইতে প্রধান (প্রকৃতি)
উদ্ভূত হইলেন । তাহা, হইতে মহান
(মহন্তত্ব) হইল । সেই মহন্তত্ব সাত্ত্বিক,
রাজস, তামস এই তিন প্রকার । উহা
প্রধান তত্ত্বের দ্বারা এক দ্বারা বীজের দ্বারা
আবৃত্ত । মহন্তত্ব হইতে বৈকারিক, তৈজস,
ভূতাদি—ভামস, এই তিন প্রকার অহঙ্কার
উৎপন্ন হয় । মহন্তত্ব যেমন প্রধান দ্বারা
আবৃত্ত, তক্রপ অহঙ্কারিতত্বও মহন্তত্ব দ্বারা

ভূতাদিঃ বিকূর্ষণঃ শব্দঃ তন্মাত্রকঃ ততঃ ।
 সসজ্জ শব্দ তন্মাত্রাদাকাশঃ শব্দলক্ষণম্ ॥ ২৭
 শব্দমাত্রঃ তথাকারঃ স্পর্শমাত্রঃ সসজ্জ হ ।
 বলবানভবদ্বায়ুস্তস্মৈ স্পর্শো গুণো মতঃ ॥ ২৮
 আকাশঃ শব্দমাত্রস্ত স্পর্শমাত্রঃ সমারণোৎ ॥ ২৯
 ততো বায়ুবিকূর্ষণো রূপমাত্রঃ সসজ্জ হ ।
 জ্যোতিরুৎপাদাতে ব যোস্তদ্রূপগুণমুচ্যতে ॥ ৩
 স্পর্শমাত্রস্ত বৈ বায়ু রূপমাত্রঃ সমারণোৎ ॥
 জ্যোতিঃস্পর্শাণি বিকূর্ষণাণি রসমাত্রঃ সসজ্জ হ ॥
 সম্ভবন্তি ততোহস্তাংসি রসমাত্রাণি তানি তু ।
 রসমাত্রাণি চান্ধার্যসি রূপমাত্রঃ সমারণোৎ ॥ ৩২
 বিকূর্ষণাণি চান্ধার্যসি গন্ধমাত্রঃ সসজ্জ হ ।
 তন্মাত্রাত্মা মহী চেৎ সর্বভূতগুণাবিকা ॥ ৩৩
 সঙ্গাদ্যাতো যতস্তন্মাত্রাক্ষ গন্ধো গুণো মতঃ ॥
 তস্মিন্স্থস্মিন্স্থ তন্মাত্রাঃ স্তন তন্মাত্রাঃ স্মৃতা ।
 তন্মাত্রাণ্যবিশেষাণি বিশেষাঃ ক্রমশোহপযাঃ

আবৃত । উক্ত ভূতাদি অঙ্কার বিকৃত হইয়া
 শব্দতন্মাত্র উৎপাদন করিল ; উহা হইতে
 শব্দগুণ আকাশ উৎপন্ন হইল । উক্ত শব্দ-
 তন্মাত্র হইতে স্পর্শতন্মাত্র জন্মিল, উহা হইতে
 স্পর্শগুণ বলবান বায়ু উদ্ভূত হইল । উক্ত
 শব্দ তন্মাত্র আকাশ স্পর্শতন্মাত্রকে আবরণ
 করিল । অনন্তর বায়ু বিকৃত হইয়া রূপ-
 তন্মাত্র উৎপাদন করিল । উহা হইতে
 রূপগুণ জ্যোতিঃ উৎপন্ন হইল । স্পর্শ-
 তন্মাত্র বায়ু উক্ত রূপতন্মাত্রকে আবরণ
 করিল । উক্ত জ্যোতিঃ বিকৃত হইয়া
 রসতন্মাত্র সৃষ্টি করিল । উহা হইতে
 রসগুণ জল উৎপন্ন হইল । উক্ত রূপ-
 তন্মাত্র রসতন্মাত্রকে আবৃত করিল । উক্ত
 জল বিকৃত হইয়া গন্ধতন্মাত্র সৃষ্টি করিল ।
 উহা হইতে সর্বভূতাপেক্ষা অধিকগুণবিধিষ্টা
 এই পৃথিবী জন্মিল । সঙ্গবশতঃ উৎপন্ন
 হইয়াছে বলিয়া উহার গুণ গন্ধ । সেই
 সেই ভূতে (স্বাক্ষরূপে) বিধিৎ বিধিৎ
 আছে, এই নিমিত্ত তন্মাত্র নাম হইল ।
 তন্মাত্র সকল অবিশেষ ; উহা হইতে উৎপন্ন

ভূততন্মাত্রসর্গোৎপন্নহস্তারাত্ত্ব তামসঃ ॥
 কীর্তিতঃ সমাসেন মূনিবধ্যস্তপোধনাঃ ॥ ৩৬
 তৈজসানীল্লিঙ্গাণ্যাহুদেবা বৈকারিকা দশ ।
 একাদশঃ মনশ্চাত্ত কীর্তিতঃ তদ্বচিস্তকৈঃ ॥ ৩৭
 জ্ঞানেশ্রিয়াণি পঞ্চাশ পঞ্চ কশ্মোন্ধ্যাণি চ ।
 তানি বক্ষ্যামি তেষাঞ্চ বক্ষ্যামি কুলপাবনাঃ ॥
 শ্রবণং বক্তৃচক্ষুঃশ্রবণা নাসিকা চৈব পঞ্চমী ।
 শব্দাদিজনাসিদ্ধার্থঃ বাক্ষ্যুক্তানি পঞ্চ বৈ ॥ ৩৯
 পায়পন্থং হস্ত পাদৌ কীর্তিতা বাক্ চ পঞ্চমী ।
 বিসর্গানন্দসিদ্ধিচ গত্যাকৌ কশ্ম তৎস্মৃত্য ॥ ৪০
 আকাশবায়ুতেজাংসি সলিলং পৃথিবী তথা ।
 শব্দাদিভির্গুণৈঃ প্রাঃ সংযুক্তা উত্তরোত্তরৈঃ ॥
 নানাবীঘাঃ পৃথগ্ভূতান্ততন্তে সংহতিং বিনা ।
 নাশক্রবন্ প্রজাঃ সষ্টুমসমাগতা কুৎসস্তঃ ॥ ৪২
 সমেতাঃ স্তোত্রসংযোগঃ পবম্পরমধাশ্রয়াৎ ॥
 একসংখ্যঃ সঙ্গক্ষাশ্চ সম্ভ্রাট্টপাক্ষমশেষতঃ ॥ ৪৩

বিশেষ সকল পরে বলিতেছি । যে
 তপোধন মূনিবধ্যগণ ! তামস অঙ্কার
 হইতে উৎপন্ন এই ভূততন্মাত্র-সর্গ সংক্ষেপে
 কীর্তিত হইল । ১৮—৩৬ । তৈজস অঙ্কার
 হইতে দশ ইন্দ্রিয়, এবং বৈকারিক অঙ্কার
 হইতে (ইন্দ্রিয়বিদ্যাত্ত) ইন্দ্রাদি দশ দেবতা
 (উভয়ায়াক) মন উৎপন্ন হইল । ইহা
 তদ্বজ্জগৎ কাহ্নন বারিমাছেন । হে কুল-
 পাবনগণ । (এক্ষণে) পঞ্চ জ্ঞানেশ্রিয় ও
 পঞ্চ কশ্মোন্ধ্য এবং তাহাদের কশ্ম বলি-
 নোছি । শ্রোত্র, বক্তৃ, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা,
 এই পাঁচটা দ্বারা শব্দাদি (পঞ্চ বিষয়ের)
 জ্ঞান সিদ্ধ হয় । পায়, উপন্থ, হস্ত, পদ,
 বাক্য, এই পাঁচটা দ্বারা বিসর্গ (মনস্ত্যাগ),
 আনন্দ, সিদ্ধি (আদান), গতি, উক্ত—এই
 পাঁচ কশ্ম সিদ্ধ হয় । আকাশ, বায়ু, তৈজ, জল,
 পৃথিবী ইহার, উত্তরোত্তর শব্দাদি গুণে
 সংযুক্ত । বিভিন্নগুণযুক্ত ও পৃথক ভাবে
 অবস্থিত উক্ত ভূত মুক পবম্পর মিলিত
 না হইয়া বিচ্ছিন্ন সৃষ্টি করিতে সক্ষম
 হইল না ! পরে পবম্পর আশ্রয়-আশ্রিত

পুরুষাধিষ্ঠিতবাক প্রধানানুগ্রহেণ চ ।
 মহাদাদ্যো বিশেষান্তাদগুণুপাদয়ন্তি তে ॥৪৪
 তৎক্রমেণ বিরুদ্ধস্ত জলবৃদ্ধবদবচলম্ ।
 ক্রুতেভ্যোহগুং মহাপ্রাজ্ঞা বুদ্ধং তদ্বদকেশয়ম্
 প্রাকৃতং ব্রহ্মরূপশ্চ বিশ্ণোঃ স্থানমভ্যুতমম্ ॥৪৬
 তজ্জীবাক্তব্রহ্মপোহসৌ বিষ্ণুবিবেশ্বরঃ প্রভুঃ ।
 ব্রহ্মরূপং সমাস্থায় স্বয়মেব ব্যবস্থিতঃ ॥ ৪৭
 শ্বেদজাণ্ডমভুতস্ত জরায়ুশ্চ মহীধরঃ ।
 গর্ভোদকং সমুদ্রাশ্চ তস্তাত্মহদাশ্রয়ঃ ॥ ৪৮
 সাদ্রিষীপসমুদ্রাশ্চ সজ্যোতির্লোকসংগ্রহঃ ।
 তন্নিম্নগেহভবৎ সর্বং সন্দেবানুরমাহুযম্ ॥৪৯
 অনাদিনিধনশ্চৈব বিকোণীভেঃ সমুখিতম্ ।
 যৎ পদ্মং তদ্রূপমণ্ডমভুতীকেশবেচ্ছয়া ॥ ৫০
 ব্রজোত্তমধরো দেবঃ স্বয়মেব হরিঃ পরঃ ।
 ব্রহ্মরূপং সমাস্থায় জগৎ সৃষ্টঃ প্রবর্ততে ॥ ৫১
 সৃষ্টিক যাত্যনুগুণং যাবৎ কল্পবিবল্লন ।

ভাবে ক্রমে মিলিত হইয়া একীভূত হইল ;
 কিন্তু তাহাদের পরস্পরের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ
 বৈলক্ষণ্যও রহিল। পুরুষের অধিষ্ঠান বশতঃ
 ও প্রধানের অনুগ্রহে উক্ত মহাদাদি (অবি-
 শেষ স্বয়ং ভূত) বিশেষ (স্থূল ভূত)
 দ্বারা একটি অণু উৎপাদন করিল। হে
 মহাপ্রাজ্ঞগণ! উক্ত অণু ক্রমে ঐ সকল
 ভূত হইতে বৃদ্ধি লাভ করত জলবৃদ্ধবদবৎ
 জলে ভাসিতে লাগিল। উক্ত অণুই
 প্রাকৃত ব্রহ্মরূপধারী বিষ্ণুর অনুত্তম স্থান।
 অব্যক্ত স্বরূপ বিবেশ্বর প্রভু সেই বিষ্ণু স্বয়ংই
 ব্রহ্মা রূপে উহাতে অবস্থিত হইলেন।
 উক্ত মহাত্মা হইতে শ্বেদজ, অণুজ, জরায়ুজ,
 মহীধর, গর্ভোদক, সমুদ্র, এই সকল উৎপন্ন
 হইল। উক্ত অণু মধ্যে অদ্রি, দ্বীপ, সমুদ্র,
 জ্যোতিঃ, দেবতা, অনুর, ও মাছুষাদি
 সহিত সমস্ত লোক উদ্ভূত হইল।
 ত্রীকেশবের ইচ্ছায় অনাদিনিধন বিষ্ণুর
 নানি হইতে যে একটি পদ্ম জন্মিল, উহাই
 একটি স্বর্ণ-অণুব্রূপ। উহাতে পরম দেব
 হরি স্বয়ংই ব্রহ্মা রূপে অবস্থান করত চগৎ-

নারসিংহাদিরূপেণ ক্রতুরূপেণ সংহরেৎ ॥ ৫২
 স ব্রহ্মরূপং বিসৃজয়হাত্মা
 জগৎসমস্তং পরিপাতুমিচ্ছন ।
 রামাদিরূপং স তু গৃহ্য পাতি
 বভূব ক্রদ্রো জগদেতদধুম্ ॥ ৬০
 ইতি ত্রীপাদ্যে স্বর্ণধাতু ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তি-
 বর্ণনং নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

অথয় উচুঃ ।

নদীনাং পরিতানাক নামধেয়ানি সর্বশঃ ।
 তথা জনপদানাক যে চাত্তে কুমিমাশ্রিতাঃ ॥ ১
 প্রমাণক প্রমাণস্ত পৃথিব্যাঃ কিল সর্বতঃ ।
 নিখিলেন সমাচক্ষ কাননানি চ সত্তম ॥ ২
 সূত উবাচ ।

পঞ্চোমানি মহাপ্রাজ্ঞা মহাত্মানি সংগ্রহাৎ ।

সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি এই
 জগৎ (কল্পিত) যুগে যুগে সৃষ্টি করেন
 এবং কল্পে কল্পে নরসিংহাদি রূপে বা
 ক্রতুরূপে সংহার করিয়া থাকেন। তিনি
 ব্রহ্মা রূপে এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করত
 পালনেচ্ছায় রামাদিরূপ ধারণপূর্বক পালন
 করেন এবং সংহার কামনায় ক্রতুরূপ
 হইয়া থাকেন। ৩৭—৫০।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত । ১ ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ।

অধিগণ বলিলেন,—হে সত্তম! পৃথি-
 বীতে স্থিতি নদী, পরিত ও জনপদ সকলের
 নাম এবং ইহে প্রমাণস্ত! সমগ্রা পৃথিবীর
 সমস্ত পরিমাণ এই সকল বিষয় আমাদের
 নিকটে সম্যক্রূপে কীর্তন কর। সূত
 বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞগণ। পণ্ডিতেরা
 বলেন যে, উক্ত পঞ্চ ভূতই সমস্তাবে এই

জগতীহানি সর্গানি সাম্যাত্তাহরনৌষিণঃ ॥ ৩
 ভূমিরাপস্তথা বায়ুঃগ্নিরাকাশমেব চ ॥
 গণৌত্তরাণি সর্গানি তেষাং ভূমিপ্রধানতঃ ॥ ৪
 শব্দঃ স্পর্শঃ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ পঞ্চমঃ ॥
 ভূমেরেতে গুণাঃ প্রোক্তা ঋষিভিস্তববেদিভিঃ
 চত্বারোহপ্ ৩ গুণা বিপ্রা গন্ধস্তত্র ন বিদ্যতে
 শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ তেজসোহথ গুণাস্তয়ঃ ॥ ৬
 শব্দঃ স্পর্শশ্চ বায়েস্ত আকাশে শব্দ এব চ ॥
 এতে পঞ্চ গুণা বিপ্রা মহাত্মতেষু পঞ্চম্ ॥
 বর্তন্তে সর্বলোকেষু যেষু ভূতাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৮
 অস্ত্রোত্তেনাত্তিবর্তন্তে সাম্যং ভবতি বৈ তদা
 যদা তু বিষমীভাবমাবিশন্তি পবম্পরম্ ॥
 তদা দেহৈর্দেহবস্তো ব্যতিহারোহস্তি নাস্তথা
 আত্মপূর্ব্যা বিনশন্তি জায়ন্তে চাত্মপূর্বশঃ ॥
 সর্বাণ্যপরিমেয়ানি তদেষাং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ১০
 যত্র যত্র হি দৃশ্যন্তে ধাবন্তি পাঞ্চভৌতিকাঃ ॥
 তেষাং মনুষ্যাত্তর্কেণ প্রমথানি প্রচক্ষতে ॥ ১১

জগতের সর্ব বস্তুরূপে পরিণত হইয়াছে।
 ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ,—ইহাদের
 পূর্ব পূর্বী গুণে মণিক। শব্দ, স্পর্শ, রূপ,
 রস, গন্ধ, এই পাঁচটি ভূমির গুণ, ইহা
 তত্ত্বদানী ঋষিগণ বলিয়া থাকেন। হে বিপ্র-
 গণ! গন্ধ ব্যতীত অস্ত্র চারিটি জলের
 গুণ; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, এই তিনটি তেজের
 গুণ; শব্দ ও স্পর্শ এই দুইটি বায়ুর গুণ;
 আকাশ, এই একটা আকাশের গুণ। হে
 বিপ্রগণ! পঞ্চ মহাত্মতে স্ত্রুত এই পাঁচটি
 গুণই সর্বলোকে বর্তমান। এই পঞ্চ গুণেই
 সমস্ত প্রাণী প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যখন
 এই সকল গুণ পরস্পর পরস্পরকে অভিতব
 করে না, তখন উহাদ্বিগের সাম্য ভাব বলা
 যায়; কিন্তু যখন ইহারা অস্ত্রোত্তে বিষম
 ভাব প্রাপ্ত হয়, তখন দেহীদিগেরও ব্যতি-
 ক্রম হয়। তাহারা আত্মপূর্বীক্রমে বিনষ্ট হয়,
 এবং জন্মিয়া থাকে। উক্ত পঞ্চভূত প্রত্যেক-
 টাই অপরিমেয়; অতএব উহারাই ঈশ্বরের
 রূপ। যেখানে যেখানেই দেখ, সর্বত্রই

অচিন্ত্যঃ খলু যে ভাবান্তর তর্কেণ সাধয়েৎ
 সূদর্শনং প্রবক্ষ্যামি দ্বীপং তু মূনিপুঙ্খবাঃ ॥
 পরিমণ্ডলো মহাভাগা দ্বীপোহসৌ চক্রসংস্থিতঃ
 নদীজলপরিচ্ছন্নঃ পঙ্কতৈশ্চাক্ষরিতৈঃ ॥
 পুটৈশ্চ বিবিধাকারৈ রম্যৈর্জনপদৈস্তথা ॥ ১৪
 বৃকৈঃ পুষ্পকলোপেতৈঃ সম্পন্নো ধনধান্তবান্
 লবণেন সমুদ্রেন সমস্তাং পাবিবারিতঃ ॥ ১৫
 যথা হি পুরুষঃ পশ্চোদাদর্শে মুখমাস্থনঃ ॥
 এবং সূদর্শনো দ্বীপো দৃশ্যতে চক্রমণ্ডলঃ ॥ ১
 দ্বিরংশে পিঙ্গলস্তত্র দ্বিরংশে চ শশো মহান্ ॥
 সর্কোষধিঃ সমাদায় সর্বতঃ পরিবারিতঃ ॥ ১৭
 আপস্ততোহস্তা বিজ্ঞেয়াঃ শেষঃ সংক্ষেপ
 উচ্যতে ॥ ১৮

ঋষয় উচুঃ ॥

উক্তো যস্ত চ সংক্ষেপো বুদ্ধিমন্ বিধিবশ্যা ॥
 তত্ত্বজ্ঞানি সর্বত্র বিস্তরং স্ত্রুত নো বদ ॥ ১৯

পাঞ্চভৌতিক পদার্থনিচয় (ইত্যন্ততঃ) ধাবিত
 হইতেছে, দেখিতে পাইবে। মানবগণ তর্ক
 দ্বারা ইহা প্রমাণ করিয়া থাকে। যাহা
 অচিন্ত্য সে বিষয়ের তর্ক দ্বারা মীমাংসা
 করিতে চেষ্টা করিবে না। হে মূনিপুঙ্খবগণ!
 এক্ষণে সূদর্শন দ্বীপের বিষয় বলিতেছি।
 হে মহাভাগগণ! উক্ত দ্বীপ চক্রবৎ মণ্ডল-
 কারে অবস্থিত। উহা নদী, জল, স্রুহৎ
 পঙ্কত, নানাবিধ পুর, রম্য জনপদ, পুষ্প
 কলোপেত রক্ষ ও ধন-ধান্তাদি-সমারিত,
 চতুর্দিকে লবণ সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। মামব
 যেমন আদর্শে নিজ মুখ দর্শন করে, তদ্রূপ
 এই সূদর্শন দ্বীপ চক্রমণ্ডলবৎ দৃষ্ট হয়।
 উহার দুই অংশে পিঙ্গল এবং দুই অংশে
 মহান্ শশ বর্তমান আছে। উক্ত শশ সর্কো-
 ষধি গ্রহণপূর্বক সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। তত্ত্ব
 অপর অংশ জল। এক্ষণে অবশিষ্টাংশ
 সংক্ষেপে বলিতেছি। ঋষিগণ বলিলেন,—
 হে বুদ্ধিমন্ স্ত্রুত! তুমি সর্ববিষয়ের তত্ত্ব
 অতএব যাহা যাহা সংক্ষেপে বলিলে, সেই

যাবান্ ভূম্যবকাশোহয়ং দৃষ্টতে শশলক্ষণে ।
তস্ত প্রমাণং প্রকৃতি ততো বক্ষ্যাসি পিঙ্গলম্ ॥
এবং তৈঃ কিল পৃষ্টৈঃ স সূতো বাক্যমথাত্মবীণ
সূত উবাচ ।

প্রাগায়তা মহাপ্রাজ্ঞাঃ যজুতে রত্বপৰ্বতাঃ ।
অবগাঢ়া হ্যভয়তঃ সমুদ্রৌ পূৰ্ব্বপশ্চিমৌ ॥২২
হিমবান্ হেমকূটশ্চ নিমগ্ধশ্চ নগোত্তমঃ ।
নীলশ্চ বৈদূৰ্য্যময়ঃ শ্বেতশ্চ শশিসন্নিভঃ ॥ ২৩
সৰ্ব্বধাতুপিনদ্ধশ্চ শৃঙ্গবান্ নাম পৰ্বতঃ ।
এতে বৈ পৰ্বতা বিপ্রাঃ সিদ্ধচারণসেবিতাঃ ।
তেষামন্তরবিষ্কম্বো যোজনানি সহস্রণঃ ।
তত্র পুণ্যা জনপদান্তানি বর্ষাণি সন্তমাঃ ॥ ২৫
বসন্তি তেযু লবানি নানাজাতীনি সৰ্ব্বশঃ ।
ইদম্ভ ভারতং বর্ষং ততো হৈমবতং পরম্ ॥২৬
হেমকূটাৎ পরকৈব হরিবর্ষং প্রচক্ষতে ।
দক্ষিণেন তু নীলশ্চ নিমগ্ধশ্চোত্তরেণ চ ॥ ২৭
প্রাগায়তো মহাভাগা মাল্যবান্ নাম পৰ্বতঃ ।
ততঃ পরং মাল্যবতঃ পৰ্বতো গঙ্ঘমাদনঃ ॥২৮

সকল বিষয়ই আমাদের নিকটে বিস্তাররূপে
বল। শশ-লক্ষণে ভূমির যত অবকাশ দেখা
যায়, তাহার প্রমাণ প্রকৃষ্টরূপে কীৰ্ত্তন কর।
পশ্চাৎ পিঙ্গলের বিষয় বলিবে। সেই মুনি-
গণ কর্তৃক এইরূপে পৃষ্ট হইয়া সূত প্রত্যুত্তর
করিলেন। ১—২১। সূত বলিলেন—হে
মহাপ্রাজ্ঞ মুনিগণ! এই ছয়টি রত্বপৰ্বত
পূর্বায়াত, পূর্ব ও পশ্চিম উভয় সমুদ্রের মধ্যে
প্রবিষ্ট। হিমবান্, হেমকূট, নগোত্তম নিমগ্ধ,
বৈদূৰ্য্যময় নীল, শশিসন্নিভ শ্বেত, সৰ্ব্বধাতু-
মণ্ডিত শৃঙ্গবান্, এই কয়টি পৰ্বত সিদ্ধচারণ-
সেবিত। ইহাদের অন্তরবিষ্কম্ব বহুসহস্র
যোজন। হে সন্তমগণ! তন্মধ্যে পুণ্যা জন-
পদ ও কতকগুলি বর্ষ আছে। এই সকলের
সৰ্ব্বজ্ঞ নানাজাতি প্রাণী বাস করে। এইটী
ভারতবর্ষ। ইহার পর হৈমবত বর্ষ। হেম-
কূটের পর হরিবর্ষ, এইরূপ কথিত আছে।
নীল পৰ্বতের দক্ষিণে এবং নিমগ্ধ পৰ্বতের
উত্তরে পূর্বাধিকে আয়ত মাল্যবান্ নামে

পরিমণ্ডলস্তয়োর্বধ্যে মেকঃ কনকপৰ্বতঃ ।
আদিত্যতরুণাভাসৌ বিধুম্ ইব পাবকঃ ॥ ২৯
যোজনানাম্ সহস্রাণি চতুরশীতিক্রিয়তঃ ।
অধস্তান্চতুর্শীতিযোজনানাম্ দ্বিজোত্তমাঃ ॥৩০
উৰ্দ্ধমগ্ধশ্চ তিৰ্য্যাক্ চ লোকানারূতা তিষ্ঠতি ।
তস্ত পার্শ্বমৌ দ্বীপাশ্চদ্বারঃ সংস্থিতা দ্বিজাঃ ।
ভদ্রাঃ কেতুমালশ্চ জম্বুদ্বীপশ্চ সন্তমাঃ ।
উত্তরাশ্চৈব কুববঃ কৃতপুণ্যপ্রতিশ্রয়াঃ ॥ ৩২
বিহঃ সুমুখো যন্ত সুপার্ষস্তান্মজঃ কিল ।
স বৈ বিচিন্ত্যমাস সৌবর্ণান্ প্রেক্ষ্য বায়সান্ ॥
মেককৃতমমধ্যানামমধ্যানাক্ষ পক্ষিণাম্ ।
অবিশেষকরো যস্মাত্তস্মাদেনং ত্যজাম্যহম্ ॥
তমাদিত্যোহনুপৰ্য্যেতি সততং জ্যোতিষাঃবর
চন্দ্রমাস সনক্ষজ্ঞৌ বায়ুশ্চৈব প্রদক্ষিণঃ ॥ ৩৫
স পৰ্বতো মহাপ্রাজ্ঞা দিব্যপুংসমধিতঃ ।
ভবনৈরারূতঃ সৰ্বৈর্জাভুনদময়েঃ শুভৈঃ ॥ ৩৬

পৰ্বত আছে। মাল্যবান্ পৰ্বতের পর গঙ্ঘ-
মাদন পৰ্বত। এই দুই পৰ্বতের মধ্যে
মণ্ডলাকারে অবস্থিত মেক নামে কনক-
পৰ্বত আছে। উহা তরুণাদিত্যসন্নিভ, এবং
বিধুম্ পাবকের স্তায়। হে দ্বিজোত্তমগণ!
উহা চতুরশীতিসহস্র যোজন উন্নত এবং উহার
অধোভাগের পরিমাণ চতুরশীতি যোজন।
এই পৰ্বত উৰ্দ্ধ, অধ ও তিৰ্য্যাক্ ভাবে লোক
সকল আরূত করিয়া বর্তমান আছে। হে
দ্বিজগণ! সেই পৰ্বতের পার্শ্বে পুণ্যজন-
সেবিত ভদ্রাঃ, কেতুমাল, জম্বুদ্বীপ ও উত্তর
কুব্ব (হরিবর্ষ), এই চারটি দ্বীপ বর্তমান
রহিয়াছে। সুপার্ষের পুত্র সুমুখ নামে যে
বিষ্ণু ছিল, সে সুবর্ণ-বর্ণ বায়ু সকল দেখিয়া
চিন্তা করিল যে, এই মেক উত্তম মধ্যম
অধম এই তিন শ্রেণী কিছুমাত্র ভেদ করে
না, অতএব আমি ইহাকে পরিত্যাগ করি।
উক্ত মেক পৰ্বতকে জ্যোতিঃপদার্থনিচয়ের
প্রধান আদিত্য, নক্ষত্রগণ সহ চন্দ্রমা ও বায়ু
নিয়ত প্রদক্ষিণ ভাবে পরিক্রমণ করিয়া
থাকেন। হে মহাপ্রাজ্ঞগণ! সেই পৰ্বত

তত্র দেবগণা বিপ্রা গন্ধৰ্বানুসরাকাসাঃ ।
 অম্পরোগণসংযুক্তাঃ শৈলে ক্রৌঞ্চস্তি সৰ্বদা ॥
 তত্র ব্রহ্মা চ কল্পশ্চ শক্রশ্চাপি সুরেশ্বরঃ ।
 সমেতা বিবিধৈর্ধর্মৈর্জগন্তেহনেক-ক্ষিপৈঃ ॥৩৮
 তুষ্ণুর্কর্ণারিদশ্চৈব বিশ্বাবসুর্হাং হুহুঃ ।
 আভগম্যামরশ্রেষ্ঠঃ শ্ববন্তি বিবিধৈঃ স্তবৈঃ
 সপ্তর্ষয়ো মহাশ্বানঃ কল্পপশু প্রজাপতিঃ ।
 তত্র গচ্ছন্তি ভদ্রং বঃ সদা পরশি পক্ষিণি ॥৪০
 ভাস্ত্রৈব মুর্দ্ধন্যশনা কাব্যো দৈত্যৈর্হায়াতে ।
 তন্ত হৈমানি রত্নানি তন্ত্রৈস্তে রত্নপর্কতাঃ ॥ ৪১
 তস্মাৎ কুবেরো ভগবাঃশতভুখঃ ভাগমম্মুতে ।
 ততঃ কলাংশং বিস্তৃত্য মনুষ্যভোভাঃ প্রয়চ্ছতি ॥
 পশুস্তম্ভাস্তরে দিবাং সর্পর্কুসুমৈশ্চিত্রম্ ।
 কর্ণকারবনং রম্যং শিলাজালসমৃদ্ধতম্ ॥ ৪৩
 তত্র সাক্ষাৎ পশুপতিদিব্যভূতৈঃ সমারুহঃ ।
 উমাস্থাযো ভগবান্ রমতে ভূভগাবনঃ ॥ ৪৪

দিব্যপুষ্পসমষ্টিত এবং স্বর্গময় শুভ ভবন-নিচয়ে
 আবৃত। হে বিপ্রগণ! এই পর্বতে দেব,
 গন্ধর্ব, অনুসর, রাক্ষস ও অম্পরোগণ সহ
 মিলিত হইয়া নিহত ক্রৌঞ্চ করে। সেখানে
 ব্রহ্মা, কল্প, এবং সুরেশ্বর শক্র সমাগত হইয়া
 বহুদক্ষিণাসমষ্টিত বিবিধ যজ্ঞের অমুষ্ঠান
 করিয়া থাকেন। তুষ্ণু, কর্ণ, বিশ্বাবসু, হাহা,
 হুহু (প্রভৃতি) তথায় আসিয়া অমরশ্রেষ্ঠকে
 বিবিধ স্তবিত্যকো স্তব করিয়া থাকে। (হে
 ক্রৌঞ্চগণ!) আপনাদের মঙ্গল হউক। তথায়
 মহাশ্বা সপ্তর্ষীগণ এবং প্রজাপতি কল্পক
 পক্ষি পক্ষি সমাগত হইয়া থাকেন। সেই
 পর্বতের মুর্দ্ধভাগে-উশনা কাব্য দৈত্যগণ
 দ্বারা পুজিত হন। স্বর্গ, রত্ন ও রত্নপর্কত
 সবল ভাঁহারই (অংশ জানিও)। ভগবান্
 কুবের এই পর্বতের (রত্নাদির) চতুর্ভাগ
 ভোগ করেন এবং এই সকল ধনের ঘোড়-
 শাংশ মনুষ্যাদিগকে (ভোগার্থ) প্রদান
 করেন তদ্বাধ্যো সর্পর্কুসুম-কুম্মরাজ-
 রাজিত শিলাজালসমৃদ্ধিত দিব্যরম্য কর্ণ-
 কার বন বর্তমান আছে। সেখানে দিব্য

কর্ণকারময়ীং মালাং বিজ্ঞাপাদলঘিনীম্ ।
 ত্রিভিনৈর্দৈঃ কৃতোদ্যোতজিহ্বিঃ সূর্যো-
 রিবোদিতৈঃ ॥ ৪৭
 তমুগ্রতপসঃ সিদ্ধাঃ সুরভাঃ সত্যাবদিনঃ ।
 পশুন্তি ন হি দ্রুহন্তৈঃ শক্যো জঙ্ঘুঃ মহেশ্বরঃ ॥৪৮
 তন্ত শৈলশ্চ শিখরাং কীরধারা বিজোন্তমাঃ ।
 বিশ্বরূপাং পরিমিতা ভীমনির্ধাতনিশ্বনা ॥ ৪৭
 পুণ্যাপুণ্যাতমৈজঙ্ঘী গঙ্গা ভাগীরথী শুভা ।
 প্রবন্তৌ প্রকীর্ত্তগেণ হ্রদে চন্দ্রমসঃ শুভে ॥ ৪৮
 তথা হ্যংপাদিতঃ পুণ্যঃ স হ্রদঃ সাগরোপমঃ ॥
 তাং ধারয়ামাস তদা হৃক্ষরাং পক্ষতৈরপি ।
 শতং বর্ষমহত্যাশি শিরসৈব পিনাকধ্বক্ ॥ ৫০
 মেরোশ্চ পশ্চিমে পাশ্বে কেতুমালো বিজো-
 স্তমাঃ ।
 জম্বুখণ্ডে তু তত্রৈব মহাজনপদো দ্বিজাঃ ॥ ৫১
 আয়ুর্দশসহস্রাণি বর্ষাণাং তত্র সন্তমাঃ ।
 সূবর্ণবর্ণাশ্চ নরাঃ স্থিযশ্চাপ্রসঙ্গা সমাঃ ॥ ৫২

কৃতগণে সমাবৃত উমা-সহায় ভূভগবান্ ভগ-
 বান্ পশুপতি ক্রৌঞ্চ করিয়া থাকে। ত্রি-
 আপাদলঘিনী কর্ণকারময়ী মালা সূর্যপূর্বক
 উদিত সূর্য্যোদয়ের দ্বারা নেত্রদ্বয় দ্বারা আলো-
 কিত করিয়া বিরাজ করেন। উগ্রতপাঃ সুরভ
 সত্যবাদী সিদ্ধগণ তাহাকে দেখিতে পায়।
 হৃক্ষস্তগণ সেই মহেশ্বরকে দেখিতে সম-
 র্থ হই না। "হে বিজোন্তমগণ! সেই শৈলো
 শিখরদেশ হইতে বিশ্বরূপ-পরিমিতা কীর-
 ধারাসদৃশী ভীমনির্ধাত-নিশ্বনা পুণ্যজন-
 সেবিতা পুণ্যা শুভা ভাগীরথী গঙ্গা যেন
 লক্ষদান করিতে করিতে মহাবেগে চন্দ্রহ্রদে
 পতিত হইয়াছেন। তিনিই সেই সাগরো-
 পম পুণ্য হ্রদ উৎপাদন করিয়াছেন। পর্ব-
 সকলও তাহাকে ধারণ করিতে অক্ষম, তাদৃশ
 সেই গঙ্গাকে পিনাকধ্বক মস্তকে শতসহস্র ব-
 ধারণ করিয়াছিলেন। ২২—৫০। হে বিজো-
 স্তমগণ! মেরুপর্বতের পশ্চিম পাশ্বে কেতু-
 মাল বর্ষ। দ্বিজগণ! তদন্তর্গত জম্বুখণ্ডে
 মহান জনপদ আছে। হে সন্তমগণ! সেখা

অনাময়া বীতশোকা নিত্যং মুদিতমানসাঃ ।
 জায়ন্তে মানবাস্তত্র নিমন্তপুজনকপ্রভাঃ ॥ ৫৩
 গন্ধমাদনশৃঙ্গেষু কুবেরঃ সহ রাক্ষসৈঃ ।
 সম্পন্নহিমরসাং সন্তোষমোদতে গুহ্যকাধিপঃ ॥
 গন্ধং দনপাশে তু পূরে দিব্যোপপাতকাঃ
 একাদশসহস্রাণি বর্ষণাং পরমাযুযঃ ॥ ৫৫
 তত্র কৃষ্ণা নরা বিপ্রাস্তে জ্যোত্স্না মহাবলঃ ।
 ত্রিযশোৎপলপত্রাভাঃ সর্বাঃ সুপ্রিয়দর্শনাঃ ॥ ৫৬
 নীলোৎপলধরং শ্বেতং শ্বেতাদিক্রিয়ধরং বরম্ ।
 বর্ষমেবাবতং বিপ্রা নানাঞ্জনপদারতম্ ॥ ৫৭
 ধনুযী হে মহাভাগা দেবর্ষেদক্ষিণোত্তরে ।
 ইলারতং মধ্যগন্তু পঞ্চ বর্ষণি চৈব হি ॥ ৫৮
 উত্তরোত্তরমেতেভ্যা বর্ষমুদ্রিচ্যতে শুভৈঃ ॥ ৫৯
 আয়ুঃপ্রমাণমারোগ্যা ধর্ম্যতঃ কামতোষর্থতঃ ।
 সমধিতানি ভূতানি তেষু সর্বেষু সন্তমাঃ ॥ ৬০
 এবমেবা মহাভাগাঃ পক্ষতেঃ পৃথিবী চিতা ॥ ৬১

(মানবগণের) আয়ুঃ দশসহস্র বর্ষ। তথ কার
 নরগণ সুবর্ণবর্ণা; স্বর্গগণ অম্পরোগণভূতা।
 তথায় মানবগণ তপ্তকনকপ্রভ, অনাময়,
 শোকারহিত এবং সতত প্রমুদিতচিত্ত হইয়া
 থাকে। গন্ধমাদনেব শৃঙ্গদেশে গুহ্যকাধিপ
 কুবের রাক্ষসগণ সহ অম্পরঃসঙ্গে সমান্ত
 হইয়া সতত আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন।
 হে বিপ্রগণ! গন্ধমাদনের পাশে যে সকল
 পুর আছে, তাহাতে দিব্যভোগসম্বিত
 একাদশসহস্র বর্ষ আয়ুঃসম্পন্ন কৃষ্ণকায় মানব-
 গণ তেজোযুক্ত ও মহাবল; স্বীসকল
 উৎপলপত্রাভ এবং সকলেই প্রিয়দর্শন।
 শ্বেতপর্বত অপেক্ষাও শ্বেতবর্ণ, বজ্রলনীলোৎ-
 পল-বিরাজিত, প্রভৃতিহরণ্য-সমধিত, শ্রেষ্ঠ,
 নানাঞ্জনপদারত ঐরাবত নামে বর্ষ আছে।
 দেব-ঋষিনিবন্থের দক্ষিণোত্তরে দুই ধনুঃ-
 প্রমাণ মধ্যভাগবর্তী ইলারত বর্ষ। এই
 পাঁচটি বর্ষ কথিত হইল। এই সকল বর্ষের
 পর পরটি শুভে শ্রেষ্ঠ। হে সন্তমগণ! সেই
 সকল বর্ষে প্রাণিগণ যথাযোগ্য আয়ু, ধর্ম্য,
 কাম ও কামে সমধিত। হে মহাভাগগণ!

হেমকূটঃ স্মমহান কৈলাসো নাম পর্বতঃ ।
 ক্ষেত্রে বৈশ্রবণো দেবো গুহ্যকৈঃ সহ মোদতে
 অস্ত্যন্তরেণ কৈলাসং মৈনাকং পর্বতং প্রতি ।
 হিরণ্যশৃঙ্গঃ স্মমহান দিব্যো মণিময়ো গিরিঃ ॥
 তত্র পার্শ্বে মহাদিব্যাং শুভ্রং কাঞ্চনবালুকম্ ।
 রমাং বিষ্ণুসরো নাম যত্র রাজা ভগীরথঃ ।
 দৃষ্টা ভাগীরথীং গঙ্গামুখাস বহুলাঃ সমাঃ ॥ ৬৪
 যুগা মণিময়াস্তত্র ক্ষেত্রাশ্চাপি হিরণ্যগাঃ ।
 তত্রেষ্টা তু গাতঃ সিন্ধিঃ সহস্রাক্ষো মহাযশাঃ ॥
 স্রষ্টা ভূতপতির্থত্র সর্বলোভৈঃ সনাতনঃ ।
 উপাস্ততে ত্রিগতেজা যত্র ভূতৈঃ সমস্ততঃ ।
 নরনারায়ণৌ ব্রহ্মা মনু স্থাবৃশ্চ পঞ্চমঃ ॥ ৬৬
 তত্র দিব্যা ত্রিপথগা প্রথমস্ত প্রতিষ্ঠিতা ।
 ব্রহ্মলোকাদিপাত্রাক্ষা সপ্তধা প্রতিপদ্যতে ॥ ৬
 বটোদকা সা নলিনী পাবনী চ সরস্বতী ।
 জম্বুনদী চ সীতা চ গঙ্গা সিদ্ধুশ্চ সপ্তমী ॥ ৬৮

পৃথিবী এইরূপে পর্বতনিচয়ে পরিব্যাপ্ত।
 স্মমহান হেমকূট ও কৈলাস নামক পর্বতের
 মধ্যবর্তী ক্ষেত্রে বৈশ্রবণ দেব গুহ্যকগণ সহ
 আনন্দানুভব করেন। কৈলাসের উত্তরে
 মৈনাক পর্বতের নিকটে স্মমহান মণিময়
 হিরণ্যশৃঙ্গ গিরি অবস্থিত। তাহার পার্শ্বে
 কাঞ্চনবালুকাসম্বিত শুভ্র দিব্য রমা বিষ্ণুসরঃ
 নামে সরোবর আছে। সেখানে রাজা
 ভগীরথ ভাগীরথী গঙ্গাকে দেখিয়া বহু বৎসর
 বাণ করিয়াছিলেন। সেখানে যুগ সকল
 মণিময় ও ক্ষেত্র সকল হিরণ্যময়। মহাযশা
 সহস্রাক্ষ সেখানে যত্র করিয়া সিদ্ধিলাভ
 করিয়াছিলেন। ৬১—৬৫। এখানে সমস্ততঃ
 ভূতগণে পরিবারিত সনাতন-ত্রিগতেজা
 ভূতপতি স্রষ্টা এবং নর, নরায়ণ, ব্রহ্মা, মনু
 ও স্থাবৃ—ইত্যরা সর্বলোক কর্তৃক উপাসিত
 হইয়া থাকেন। দিব্যা ত্রিপথগা, ব্রহ্মলোক
 হইতে পতিতা হইয়া সেখানেই প্রথমে প্রতি-
 ঠিতা ছিলেন; পরে তিনি বটোদকা, নলিনী,
 পবিত্রকারিণী সরস্বতী, জম্বুনদী, সীতা, গঙ্গা,
 সিদ্ধু, এই সপ্ত নামে সপ্তধা বিভক্ত হন।

অচিন্ত্য দিব্যসংজ্ঞা সা প্রভাবৈশ্ব সমৰিতা ।
উপাসতে যত্র সত্যং সহস্রযুগপৰ্য্যয়ে ॥ ৬৯
ঈশ্বাদৃশ্য চ ভবতি তত্র তত্র সরস্বতী ।
এতা দিব্যাঃ সপ্তগন্ধাশ্চিধু লোকেষু বিজ্ঞাতাঃ
বৃক্ষাংসি বৈ হিমবতি হেমকূটে চ শুভকাঃ ।
সর্পা নাগাশ্চ নিষধে গোকর্ণঞ্চ তপোবনম্ ।
দেবাসুরাণাং সর্ষেযাং শ্বেতঃ পৰ্ব্বত উচ্যতে
গন্ধৰ্বা নিষধে নিত্যা নীলে ব্রহ্মর্ষয়ন্তথা ।
শৃঙ্গবান্ মহাভাগা দেবানাং প্রতিসংকরঃ ॥ ৭২
ইত্যেতানি মহাভাগাঃ সপ্ত বর্ষাণি ভাগশঃ ।
কৃত্যহ্মপনিবষ্টানি গতিমন্তি ধ্রুবাণি চ ॥ ৭৩
তেষামুজ্বলবিধা দৃশ্যতে দেবমাহুয়া ।
অশক্যং পারসংখ্যাতুং ব্রহ্মেরা-তু বৃভূষত ॥ ৭৪
যান্ত পৃচ্ছষ মাং বিপ্রা দিব্যামেতাং শশাকৃতিম্
পার্শ্বে শশশ্চ ধে বর্ধে উক্রে যে দক্ষিণাত্মরে
কর্ণে তু নাগদ্বীপশ্চ কাশ্যদ্বীপ এব চ ॥ ৭৬

তিনি অচিন্ত্য, দিব্যপদবাচ । ও বহুপ্রভাব-
সমৰিতা । ইহাব তোরে যুগসহস্রান্তে যজ্ঞ
অমুষ্টিত হয় । সরস্বতী স্থানে স্থানে দৃশ্য ও
অদৃশ্য হইয়া থাকেন । এই দিব্য সপ্ত গন্ধা-
তিন লোকে বিখ্যাত । হিমালয়ে ব্রাহ্মসগণ,
হেমকূটে শুভকগণ, নিষধে সর্প ও নাগগণ
বাস করে । দেবতা ও অসুরগণের তপো-
বন গোকর্ণ, বাসস্থান শ্বেত পৰ্ব্বত ; এইরূপ
কথিত আছে । নিষধে গন্ধৰ্বগণ ও নীল
পুষ্কতে ব্রহ্মর্ষগণ নিত্য বাস করেন ।
হে মহাভাগগণ ! শৃঙ্গবান পৰ্ব্বত দেবতা-
দিগের বিহারস্থান । হে মহাভাগগণ !
ভাগক্রমে এই সপ্ত বর্ষ এবং তত্রত্য চর
অচর ভুতনিচয়ের উপনিবেশ সকল কথিত
হইল । তাহাদের দেব-মাহুযোচিত বহুবিধ
সম্পদ দেখিতে পাওয়া যায় । তাহা বর্ণন
করা অসম্ভব ; তাদৃশসম্পদভিলাষী ব্যক্তি
এ বিষয়ে ব্রহ্মা করিবেন । হে বিপ্রগণ !
আপনারা যে আমাকে দিব্য শশ-আকৃতির
বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এই তাহা
বলিলাম । দক্ষিণ ও উত্তর ভাগস্থ দুইটি

কর্ণদ্বীপশিলো বিপ্রাঃ স্রীমান্ মলয়পৰ্ব্বতঃ ।
এতদ্বিতীয়দ্বীপশ্চ দৃশ্যতে শশসংস্থিতম্ ॥ ৭৭
ঋষয় উচুঃ ।
মেরোরবোত্তরং পশ্চাৎ পূৰ্ব্বমাচক্ষু সূত নঃ ।
নিখিলেন মহাবুদ্ধে মালাবকঞ্চ পৰ্ব্বতম্ ॥ ৭৮
সূত উবাচ ।
দক্ষিণেন তু নীলশ্চ মেঘাঃ পার্শ্বে তথোত্তরে
উত্তরাঃ কুরবো বিপ্রাঃ পুণ্যাঃ সিদ্ধিনিষেবিতাঃ
তত্র বৃক্ষা মধুকলা নিত্যপুষ্পফলোপগাঃ ।
পুষ্পাণি চ সুগন্ধান রসবন্তি ফলানি চ ॥ ৮০
সৰ্বকামফলাস্তত্র কোচদবৃক্ষা দ্বিজোত্তমাঃ ।
অপরে ক্ষীরিণো নাম বৃক্ষাশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ ॥
যে ক্ষরন্তি সদা ক্ষীরং তত্র পঞ্চামৃতোপমম্ ।
বপুর্গাণি চ ঋষ্যস্তে ফলেষ্বাতরগানি চ ॥ ৮২
সৰ্বা মণিময়ী ভূমিঃ স্তম্ভকাক্ষণবালুকা
সৰ্বভূসুখসংস্পর্শা নিম্নালা চ তপোধনাঃ ॥ ৮৩

বর্ষ ঐ শেষের দুই পার্শ্ব, নাগদ্বীপ ও কাশ্যদ্বীপ-
দ্বীপ উহার দুই কর্ণ ; স্রীমান্ মলয় পৰ্ব্বত
উক্ত কর্ণদ্বীপদ্বয়ের মধ্যভাগে মস্তকরূপে
বর্তমান । ইহার বিপরীত দিকে আর একটা
দ্বীপ থাকায় সমুদায়ের একটা শেষের আকারে
দৃষ্ট হয় । ৬৬-৭৭ । মুনিগণ বলিলেন,—
হে মহাবুদ্ধি সূত ! মেরুর উত্তর, পশ্চিম ও
পূর্বভাগ এবং মালাবান্ পৰ্ব্বতের বিষয়
সম্পূর্ণরূপে আমাদের নিকটে বর্ণিত কর ।
সূত বলিলেন,—ব্রহ্মগণ । নীল পৰ্ব্বতের
দক্ষিণ দিকে মেরুর উত্তর পার্শ্বে পুণ্য সিদ্ধ-
নিষেবিত উত্তর কুরু অবস্থিত । সেখানে
বৃক্ষ সকল মধুমা ফল প্রসব করে এবং
নিত্যই পুষ্প-ফল-সমধিত থাকে । সেই সকল
পুষ্প সুগন্ধ ও ফল রস-পূরিত । দ্বিজো-
ত্তমগণ । সেখানে কোন কোন বৃক্ষ সৰ্ব-
কামফলপ্রদ, অপরগুলির নাম ক্ষীরী ।
উহার স্তম্ভ, পঞ্চামৃতোপম ক্ষীর ক্ষরণ
করে । উহাদের ফলে বস্ত্র ও আভরণ
সকল প্রসূত হয় । তত্রত্য সকল ভূমি
মণিময়ী, ও স্তম্ভ কাক্ষণবালুকা সমধিত ।

দেবলোকচ্যুতাঃ সৰ্গে জায়ন্তে তত্র মানবাঃ ।

শুক্রাভিজনসম্পরাঃ সৰ্গে সুপ্রিয়দৰ্শনাঃ ॥ ৮৪

মিথুনান চ জায়ন্তে দ্বিযশ্চাপ্রসোপমাঃ ।

তেষাং তে কীরিণাং কীরং পিবন্ত্যমৃতসন্নিভম্

মিথুনং জায়তে কালে সমস্তাক্ষ প্রবৰ্দ্ধতে ।

তুল্যরূপভোগোপেতং সমবেশং তথৈব চ ॥ ৮৬

একমেবামুরূপঞ্চ চক্রবয়সমং দ্বিজাঃ ।

নিরাময়াশ্চ তে লোকা নিত্যং মুদিতমানসাঃ ॥

দশবর্ষসহস্রাণি দশ বর্ষণতানি চ ।

জীবন্তি তে মহাভাগা ন চাশ্রোন্ত্যঃ জহত্যাৎ ॥

নাম শকুনাস্তীক্ষুতুণ্ডা মহাংলাঃ ।

তান্ নির্যস্তৌহ মৃতান্ দরীযু প্রক্ষিপন্তি চ ॥ ৮৯

উক্তরাঃ কুরবো বিপ্রা ব্যাখাতান্তে সমাসতঃ

যেরোঃ পার্শ্বমহং পূৰ্বং বক্ষ্যে মাথ যথা তথম্ ॥

তস্মা মুর্দ্ধাভিষেকস্ত ভদ্রাশ্বস্ত তপোবনাঃ ।

তপোধনগণ! এই স্থান সকল ঋতুতেই সুখ-

সেবা ও নিৰ্ম্মল। দেবলোক হইতে চ্যুত

হইয়া সেখানে মানবরূপে জন্মগ্রহণ করে।

তাহারা শুক্রবর্ণ ও শুক্কৰ্ম্মা এবং সকলেই

সুপ্রিয়দৰ্শন। তাহারা পরস্পর মিথুনভাবে

বাস করে। তত্রত্য স্বীগণ অপ্সরোগণে-

পম। তাহারা সে কীরী বৃক্ষের অমৃততুল্য

কীর পান করে। কা ক্রমে তাহাদের

মিথুনরূপে সন্তান জন্মে এবং অতি সম্বর

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। হে দ্বিজগণ এই মিথুন

রূপ গুণ ও বেশে পরস্পর তুলা; যেন

একাকৃতি চক্রবাকবয়। সেই সকল লোক

নিরাময় ও নিত্য মুদিতচিত্ত। সেই মহাভাগ

মানবগণ দশসহস্র বর্ষ ও দশশত বর্ষ

জীবিত থাকে, কখনই পরস্পর পরস্পরকে

ভাগ করে না। তাহারা মৃত হইলে

ভাকুণ্ডা নামে তীক্ষ্ণতুণ্ড মহাবল পক্ষীগণ

উহাদিগকে লইয়া যায় এবং পক্ষতকন্দরে

ফেলিয়া দেয়। হে বিপ্রগণ! এই উত্তর

বৃক্ষের কথা আপনাদিগের মিকটে সংক্ষেপে

ব বিবৃত করিলাম। এক্ষণে যেক্ষণ পৃষ

বৃক্ষার্থের বিষয় যথাযথরূপে বলিতেছি। হে

ভদ্রশালবনং যত্র কালাম্রশ্চ মহাক্রমঃ ॥ ৯১

কালাম্রশ্চ মহাভাগা নিত্যপুষ্পকলঃ শুভঃ ।

ক্রমশ্চ যোজনোৎসেধঃ সিদ্ধচারণসেবিতঃ ॥ ৯২

তত্র তে পুরুষাঃ শ্বেতাশ্চেজ্যোত্স্ব মহাবলাঃ

দ্বিযঃ কুমুদবর্ণাশ্চ সুন্দর্যাঃ প্রিয়দৰ্শনাঃ ॥ ৯৩

চন্দ্রবর্ণাশ্চতুৰ্ভাঃ পূর্ণচন্দ্রনিভানমাঃ ।

চন্দ্রশীতলগাত্ৰাশ্চ নৃত্যগীতবিশারদাঃ ॥ ৯৪

দশ বর্ষসহস্রাণি তজ্জায়দ্বিজসন্তমাঃ ।

কালাম্রর সঙ্গীতান্তে নিত্যং সংস্রতযৌবনাঃ ॥ ৯৫

দক্ষিণেন তু নীলশ্চ নিষধস্তোত্তরেণ তু ।

সুদৰ্শনো নাম মহান্ জম্বুবৃক্ষঃ সনাতনঃ ॥ ৯৬

সকল মকলঃ পূৰ্ণাঃ সিদ্ধচারণসেবিতঃ ।

তস্মা নাম সমাখ্যাতো জম্বুবীপঃ সনাতনঃ ॥ ৯৭

যোজনানাং সহস্রঞ্চ শতঞ্চ দ্বিজসন্তমাঃ ।

তথা মালাবতঃ শৃঙ্গে পূৰ্ণপূৰ্ণাচ্ছগান্তকাঃ ॥ ৯৮

যোজনানাং সহস্রাণি পঞ্চাশন্মালাবান্ দ্বিজাঃ ।

তপোধনগণ! সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ ভদ্রাশ্ব বর্ষে ভদ্র-

শাল নামে বন ও কালাম্র নামে মহান্

বৃক্ষ আছে। মহাভাগগণ। শুভ কালাম্র

নিমিত্ত পুষ্পকলে সুশোভিত। এই বৃক্ষ

এক যোজন উচ্চ, উহা সিদ্ধ-চারণগণ-

সেবিত। সেখানে পুরুষগণ শ্বেতবর্ণ,

তেজোযুক্ত মহাবল; স্বীগণ কুমুদবর্ণ, প্রিয়-

দৰ্শন ও সুন্দর্য্যসম্বিত। তাহারা ধর্ম্ম

জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য এই গুণচতুষ্টয়ে বিভূ-

ষিত, পূর্ণচন্দ্রনিভানন, চন্দ্রবর্ণ শীতলগাত্ৰ, ও

নৃত্য-গীত-বিশারদ। দ্বিজসন্তমগণ! সেইখানে

আয়ু দশ সহস্র বর্ষ। তাহারা কালাম্রর স-

পান করিয়া নিত্য হিহর যৌবনে থাকে।

নীল পক্ষতের দক্ষিণে নিষধ পক্ষতের

উত্তরে সনাকামকলপ্রদ পূৰ্ণা সিদ্ধ-চারণ-

সেবিত সনাতন মহান্ দৰ্শন নামে জম্বুবৃক্ষ

আছে; সনাতন এই বীপ তাহাই নামে

জম্বুবীপ বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। হে দ্বিজ-

সন্তমগণ! মালাবান্ পক্ষতের পূৰ্ণশৃঙ্গের

একসহস্র একশত যোজন পূৰ্ণদিকে উহা

অবস্থিত। দ্বিজগণ! মালাবান্ পক্ষত

মহারজতনুজ্ঞান্তে জায়ন্তে তত্র মানবাঃ ॥১১
 ব্রহ্মলোকচ্যুতাঃ সর্গে সর্গে চ ব্রহ্মবাদিনঃ ।
 তপস্তপ্যন্তি তে দিব্যং ভবন্তি হ্যকীরেতসঃ ॥
 রক্ষণার্থন্তু তু তানি প্রবিশন্তি দিবাকরম্ ॥
 যষ্টিস্তানি সহস্রাণি যষ্টিরেব শতানি চ ॥ ১০১
 অরুণশ্চাগ্রতো যান্তি পরিবার্যা দিবাকরম্ ॥১০২
 যষ্টিবর্ষসহস্রাণি যষ্টিবর্ষণ্তানি চ ।
 আদিত্যতাপতপ্তান্তে বিশস্তি শশিমণ্ডলম্ ॥
 অথ উচুঃ ।
 বর্ষণাটেকব নামানি পর্বতানাক্ সত্তম ।
 আচক্ষু নো যথা তত্ত্বং যে চ পর্বতবাসিনঃ ॥ ১০৪
 সূত উবাচ ।
 দক্ষিণেন তু শ্বেতশ্চ নিষধস্তোত্তরেণ তু ।
 বর্ষং রমণকং নাম জায়ন্ত তত্র মাং বাঃ ॥১০৫
 কুপ্তাভিজনসম্পন্নঃ সর্গেহাঃ প্রিয়দর্শনাঃ ।
 নিঃসপত্নাশ্চ তে সর্গে জায়ন্তে তত্র মানবাঃ ॥
 দশ বর্ষসহস্রাণি শতানি দশ পঞ্চ চ ।
 জীবন্তি তে মহাভাগা নিত্যং মুদিতমানসাঃ ॥

পঞ্চাশদস্যযোজন । তত্রত্য মানবগণ মহা-
 রজত নামে প্রসিদ্ধ । তাঁহারা সকলেই
 ব্রহ্মলোকচ্যুত, সকলেই ব্রহ্মবাদী, সকলেই
 উর্দ্ধরেতা এবং দিব্য তপস্তা করিয়া থাকেন ।
 রক্ষা কামনায় যষ্টিসহস্র যষ্টিশত ভূত দিবা-
 করে প্রবিষ্ট হয় ; তাহারা অরুণের অগ্রে
 অগ্রে দিবাকরকে পরিবারিত করিয়া গমন
 করেন । তাহারা যষ্টিসহস্র যষ্টিশত বৎসর
 আদিত্যতাপে তপ্ত হইয়া শশিমণ্ডলে প্রবিষ্ট
 হয় । ১৮—১০৩ । অগ্নিগণ বলিলেন,—হে
 সত্তম । বর্ষ ও পর্বত সকলের নাম এবং
 পর্বতবাসীদিগের বিবরণ যথায়রূপে কীর্ত্তন
 কর । সূত বলিলেন,—হে পর্বতের
 দক্ষিণে ও নিষধ পর্বতের উত্তরে রমণক
 নামে বর্ষ আছে । তথাকার মানবগণ যষ্টির
 মধ্যে অতি প্রিয়দর্শন ও কুপ্তাভিজনসম্পন্ন ।
 তাহারা সকলেই পত্ন্যর বৈরভাবরহিত ।
 হে মহাভাগবৎ ! তাহারা দশসহস্র দশশত
 দশপঞ্চ বৎসর নিত্য মুদিত চিত্তে জীবিত

দক্ষিণেন তু নীলশ্চ নিষধস্তোত্তরেণ তু ।
 বর্ষং হিরণ্যং নাম যত্র হৈরবৃত্তী নদী ॥ ১০৮
 যত্র চায়ং মহাপ্রাজ্ঞাঃ পক্ষিরাহি পতগোত্তমাঃ ॥
 যক্ষাশ্চুগা বিপ্রবর ধন্যনঃ প্রিয়দর্শনাঃ ।
 মহাবলান্তত্র জনা বিপ্রা মুদিতমানসাঃ ॥ ১১০
 একাদশ সহস্রাণি বর্ষণাং তে তপোধনাঃ ।
 আয়ুঃপ্রমাণং জীবন্তি শতানি দশ পঞ্চ চ ॥ ১১১
 শৃঙ্গাণি চ বিচিত্রাণি ত্রৌণেব দ্বিজপুঙ্গবাঃ ।
 একং মণিময়ং তত্র তথৈকং কঙ্কমদুতম্ ॥১১২
 সর্বরত্নময়কৈকং ভবনৈরুপশোভিতম্ ।
 ত্রয়ম্প্রভা দেবী নিত্যং বসতি শৃঙ্গী ॥
 উত্তরেণ তু শৃঙ্গশ্চ সমুদ্রান্তে দ্বিজোত্তমাঃ ।
 বর্ষমৈব বতং নাম তস্মাক্ষুবতঃ পরম্ ॥ ১১৫
 ন তু তত্র সূর্য্যগতির্ন জীর্ঘ্যন্তি চ মানবাঃ ।
 চন্দ্রমাশ্চ সনক্ষহো জ্যোতির্ভূত ইবারতঃ ॥১১৬
 পদ্মপ্রভাঃ পদ্মবর্ণাঃ পদ্মপত্রনিভেকণাঃ ।

থাকে । নীল পর্বতের দক্ষিণে নিষধ
 পর্বতের উত্তরে হিরণ্য বর্ষ ; সেখানে
 হৈরবৃত্তী নদী অবস্থিত । হে মহাপ্রাজ্ঞ
 সকল ! সেইখানেই সেই পতগোত্তম পক্ষি-
 রাজ গরুড় থাকেন । বিপ্রবরগণ ! তত্রত্য
 জনগণ যক্ষাশ্চুগ, ধন্যধারী ও প্রিয়দর্শন ।
 তাহারা নিত্য মুদিতচিত্ত ও মহাধনসম্পন্ন ।
 তপোধনগণ । তাহারা একাদশসহস্র পঞ্চদশ-
 শত বর্ষ আয়ুঃপ্রমাণে জীবিত থাকে ।
 দ্বিজপুঙ্গবগণ ! উহার তিনটি শৃঙ্গ বিচিত্র ।
 তন্মধ্যে একটি মণিময় একটি কঙ্কময়, আর
 একটি অদ্বুত সর্বরত্নময় ও নানাবিধ ভবনে
 উপশোভিত । এই শৃঙ্গত্রয়ের স্বামিনী ত্রয়-
 ম্প্রভা দেবী নিত্য তথায় বাস করেন ।
 দ্বিজোত্তমগণ ! সেই শৃঙ্গবান পর্বতের উত্তর
 দিকে সমুদ্রসন্ধিধানে উৎকৃষ্ট ঐরাবত বর্ষ ।
 সেখানে সূর্য্যের গতি নাই । তত্রত্য মাং-
 বৎসর ভরযুক্ত হয় না । নক্ষত্রগণ সহ-
 চন্দ্রমা যেন তথায় সাধারণ জ্যোতিঃ স্বরূপ
 (নিপ্প্রভ) হইয়া তমোজ্বালে আবৃত রহিয়া-
 ছেন । সেখানে যে সকল মানব জন্ম

পদ্মপদ্মগন্ধাশ্চ জায়ন্তে তত্র মানবাঃ ॥ ১১৭
 অনিপ্প্রা নষ্টগন্ধা নিরাহারা জিতেন্দ্রিয়াঃ ।
 দেবলোকচ্যুতাঃ সর্ষে তথা বিরহসো বিজাঃ ॥
 ত্রয়োদশসহস্রাণি বর্ষাণাং তে দ্বিজন্তমাঃ ।
 আয়ুঃপ্রমাণং জীবন্তি নরা ধার্মিকপুঙ্গবাঃ ॥ ১১৯
 কীরোদ সমুদ্রস্ত তথৈবোত্তরতঃ প্রভুঃ ।
 হরির্বসতি বৈকুণ্ঠঃ শকটে কনকাময়ে ॥ ১২০
 অষ্টচক্রং হি তদ্যানং ভূতযুক্তং মনোজবম্ ।
 অগ্নিবর্ণং মহাতেজো জাপ্তদবিভূষিতম্ ॥ ১২১
 স প্রভুঃ সর্বভূতানাং বিভূশ্চ দ্বিজসন্তমাঃ ।
 সঙ্কেপো বিস্তরশ্চৈব কর্তা কারয়িতা তথা ॥
 পৃথিব্যাপস্তথাকাশং বায়ুস্তেজশ্চ সন্তমাঃ ।
 স যজ্ঞঃ সর্বভূতানামাস্তং তস্য হৃতাননং ॥ ১২৩

ইতি শ্রীপাদো স্বর্গখণ্ডে বর্ষাদিবর্ণনং নাম
 দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তাহারা পদ্মবর্ণ, পদ্মপ্রভ, পদ্মপদ্মনিভে-
 ক্ষণ, পদ্মপত্রবৎ সুগন্ধ-বিশিষ্ট । কিন্তু যত
 দিন তাহারা পূর্ণাবয়ব না হয়, ততদিন
 তাদৃশ গন্ধবিশিষ্ট হয় না । দ্বিজগণ !
 তাহারা সকলেই নিরাহার, জিতেন্দ্রিয়,
 বিরজা ও দেবলোকচ্যুত । হে ধার্মিক-
 পুঙ্গব দ্বিজগণ ! তাহারা তাহাদের আয়ু-
 প্রমাণ ত্রয়োদশসহস্র বর্ষ জীবিত থাকে ।
 কীরোদ সমুদ্রের উত্তর দিকে প্রভু হরি
 কনকময় শকটে বাস করেন । সেই রথ
 অষ্টচক্র, ভূতযুক্ত, মনোজব, জাপ্তদবিভূষিত,
 মহাতেজঃসম্পন্ন ও অগ্নিবর্ণ । দ্বিজোত্তমগণ !
 সেই প্রভু সংক্ষেপ-বিস্তারের (সৃষ্টিপ্রলয়ের)
 কর্তা এবং কারয়িতা । হে সন্তমগণ ! তিনিই
 পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশস্বরূপ,
 এবং সর্বভূতের যজ্ঞ (উপাস্ত) । অগ্নি
 তাহার মুখ । ১০৪—১২৩ ।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । ২ ।

তৃতীয়োধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

যদিদং ভারতং বর্ষং পুণ্যং পুণ্যবিধায়কম্ ।
 তৎসর্ষং নঃ সম্যচক্ষুঃ হি নো বুদ্ধিমান্ মরুতঃ
 সূত উবাচ
 অত্র তে কীর্ত্তয়িষ্যামি বর্ষং ভারতমুত্তমম্ ॥ ২
 প্রিয়মিত্রস্ত দেবস্ত মনোবৈবশ্বতস্ত চ ।
 পুথোশ্চ প্রাজ্ঞ-বৈণ্যস্ত তথেক্ষাকোর্মহাস্থনঃ ॥
 যযাতেরশ্বরীষস্ত মাধ্বাতুর্নহষস্ত চ ।
 তথৈব মুচুকুন্দস্ত কুবেরোদীনরস্ত চ ॥ ৪
 ঋষভস্ত তথৈলস্ত নৃগস্ত নৃপতেস্তথা ।
 কুশিকশ্চৈব রাজর্ষেগার্ধেষ্টেচ মহাস্থনঃ ॥ ৫
 সোমস্ত চৈব রাজর্ষেদিদীপস্ত তথৈব চ ।
 অশ্বেষাঞ্চ মহাভাগাঃ ক্ষত্রিয়্যাণং বলীয়সাম্ ॥
 সর্ষেযামেব ভূতানাং প্রিয়ং ভারতমুত্তমম্ ।
 ততো বর্ষং প্রবক্ষ্যামি যথাক্রমমহো দ্বিজাঃ ॥
 মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহঃ শুক্রিমানুক্ষবানপি ।
 বিক্ষ্যাস্ত পারিষাতস্ত সন্তেতে কুলপর্ষতাঃ ॥ ৮
 তেনাং সহস্রশো বিপ্রাঃ পর্বতান্তে সমীপতঃ ॥

তৃতীয় অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন—আমাদের মতে তুমিই
 বুদ্ধিমান, অতএব পুণ্য ও পুণ্যবিষয়ক এই
 যে ভারতবর্ষ, ইহার বিষয় সমস্ত বর্ণন কর।
 সূত বলিলেন,—আপনাদের নিকটে আমি
 উত্তম ভারতবর্ষের বিষয় কীর্ত্তন করি।
 এই ভারতবর্ষ—দেব প্রিয়মিত্র, বৈবশ্বত, মনু,
 পৃথু, বুদ্ধিমান, বৈণ্য, মহাত্মা ইক্ষাকু, যযাতি
 অশ্বরীষ, মাধ্বাতা, নহষ, মুচুকুন্দ, কুবের
 উদীনর, ঋষভ, ঐল, নৃপতি নৃগ, কুশিক,
 রাজর্ষি গার্ধী, মহাত্মা সোম, রাজর্ষি দিলীপ
 এবং হেদেভাগ সকল ! অস্তান্ত বলবান
 ক্ষত্রিয় ও সর্বভূতের প্রিয় ; অতএব আমি
 যেমন শুনিয়াছি, তদনুরূপ বলিতেছি ।
 মহেন্দ্র, মলয়, সহ, শুক্রিমান, ঋক্ষবান, বিক্ষ্য,
 পারিষাত, এই সাতটা কুলপর্ষত । ইহা-
 দিগের সন্নিহিত ভাগে আরও সহস্র সহস্র

অবিজ্ঞাতাঃ সারবস্তো বিপুলান্চিত্রসমনবঃ ॥ ১০ ॥
অন্তে তু যে পরিজ্ঞাতা হৃৎখাদুঃখোপজীবিনঃ
আহস্নেচ্ছাংশ ধন্যজ্ঞান্তে মিথ্যাঃ পুরুষা দ্বিজাঃ
নদীং পিষন্তি বিপুলাং গঙ্গাং সিদ্ধুং সরস্বতীম্
গোদাবরীং নর্মদাঞ্চ বাহদাঞ্চ মহানদীম্ ॥ ১১ ॥
শতক্রং চন্দ্রভাগাঞ্চ যমুনাঞ্চ মহানদীম্ ।
দৃষতীং বিপাশাঞ্চ বিপাপাং স্বচ্ছবালুকাম্ ॥
নদীং বেদ্রবতীকৈব কৃষ্ণাং বেগাঞ্চ নিয়গাম্ ।
ইরাবতীং বিতস্তাঞ্চ পরোক্ষীং দেবিকামপি ॥
বেদস্মৃতিং বেদশিরাং ত্রিদিবাং সিদ্ধলাকৃতিম্ ।
করীষিণীং চিত্রবহাং ত্রিসেনাকৈব নিয়গাম্ ॥ ১৪ ॥
শ্রোমতীং ধৃতপাপাঞ্চ চন্দনাঞ্চ মহানদীম্ ।
কৌশিকীং ত্রিবহাং হৃদ্যাং নাচিতাং

লোহিতারবীম্ ॥ ১৫ ॥

রহস্তাং শতকৃষ্ণাঞ্চ সরযুঞ্চ দ্বিজোত্তমাম্ ।
চর্ম্মধতীং বেদ্রবতীং হস্তিসোমাং দিশাং তথা ॥
শরাবতীং পরোক্ষীঞ্চ ভীমাং ভৌমরথীমপি ।
কাবেরীং বালুকাঞ্চাপি বাপীং শতমলীমপি ॥

পর্যন্ত আছে। এই সকল পরন্ত অবিজ্ঞাত,
সারবস্ত, বিপুল ও বিচিত্র-সাহ-সুশোভিত ।
আরও যে সকল পরিজ্ঞাত পরন্ত আছে,
হে ধর্ম্মজ্ঞ দ্বিজগণ! তাহাতে বর্ণসঙ্কর ও
স্নেহ সকল বাস করে; এইরূপ বখিত হয় ।
তত্ত্ব মানবগণ যে সকল নদীর জল পান
করে, তাহা বলিতেছি। বিপুলা গঙ্গা, সিদ্ধু,
সরস্বতী, গোদাবরী, মহানদী নর্মদা, বাহদা,
শতক্র, চন্দ্রভাগা, মহানদী যমুনা, দৃষতী,
বিপাশা, স্বচ্ছবালুকা, বিপাপা, বেদ্রবতী,
কৃষ্ণবেগা, ইরাবতী, বিতস্তা, পরোক্ষী,
দেবিকা, বেদস্মৃতি, বেদশিরা, ত্রিদিবা,
সিদ্ধলা, কুমি, করীষিণী, চিত্রবহা, ত্রিসেনা,
গোমতী, ধৃতপাপা, মহানদী চন্দনা, কৌশিকী,
বহা, হৃদ্যা, নাচিতা, লোহিতারবী, রহস্তা,
শতকৃষ্ণা, কেদ্বিজোত্তমগণ! সরযু, চর্ম্মধতী,
হস্তিসোমা, দিশা, শরাবতী, পরোক্ষী, ভীমা,
ভৌমরথী, কাবেরী, বালুকা, বাপী, শতমলী,

নীবারাং মহিতাঞ্চাপি সুপ্রয়োগাং তথা নদীম্
পরিজ্ঞাং কৃষ্ণলাং সিদ্ধুং বাজিনীং পুরুমাণিনীম্
পুষ্কান্তিরামাং বীরাঞ্চ ভীমাং মালাবতীং তথা
পলাশিনীং পাপহরাং মহেন্দ্রাং পাটলাবতীম্
করীষিণীমসিক্রীঞ্চ কুশবীরাং মহানদীম্ ।
মরুদ্রাং প্রবরাং মেনাং হেমাং স্তুতবতীং তথা
অনাটীকমল্লকাঞ্চ সেব্যাং কাশ্মীঞ্চ সন্তমাম্ ।
সদাবীরাং মধুবাঞ্চ কুশবীরাং মহানদীম্ ॥ ২১ ॥
রথচিত্রাং জ্যোতিরথাং বিশ্বামিত্রাং কপিঞ্জলাম্
উপেন্দ্রাং বহলাকৈব কুবীরামমুবাহিনীম্ ॥ ২২ ॥
বৈনন্দীং পিঞ্জলাং বেগাং তুঙ্গবেগাং মহানদীম্
বিদিশাং কৃষ্ণবেগাঞ্চ তাম্রাঞ্চ কপিলামপি ॥ ২৩ ॥
ধেহুং সকামাং বেদশাং হবিঃশ্রাবাং মহাপথাম্
শিপ্রাঞ্চ পিচ্ছলাকৈব ভারদ্বাজীঞ্চ নিয়গাম্ ॥
কৌশিকীং নিয়গাং শোণাং বাহদামঞ্চ চন্দ্রমাম্
দুর্গমাস্তাশিলাকৈব ব্রহ্মমেধ্যাং দৃষতীম্ ॥ ২৫ ॥
পরোক্ষামথ রোহীঞ্চ তথা জম্বুনদীমপি ।
সুনাঙ্গাং তাপসাং দানীং সামান্দ্রাং বক্রাণামসৌম্
নীলাং ধৃতিকরীকৈব পর্ণাশাঞ্চ মহানদীম্ ।
মানবীং দৃষতাং ভাষাং ব্রহ্মমেধ্যাং দৃষতীম্

নীবারা, মহিতা, সুপ্রয়োগা, পরিজ্ঞা, কৃষ্ণলা,
বাজিনী, পুরু-মালিনী, পুষ্কান্তিরামা, বীরা,
ভীমা মালাবতী, পলাশিনী, পাপহরা, মহেন্দ্রা,
পাটলাবতী, করীষিণী, অসিক্রী, মহানদী
কুশবীরা, মরুদ্রা, প্রবরা, মেনা, হেমা, স্তুত-
বতী, অনাতকী, অল্লকা, সেব্যা, কাশ্মী, যে
সন্তমগণ! সদাবীরা, অধুবা, মহানদী, কুশ-
বীরা, রথচিত্রা, জ্যোতিরথা, বিশ্বামিত্রা,
কপিঞ্জলা, উপেন্দ্রা, বহলা, কুবীরা, অমু-
বাহিনী, মৈনন্দী, পিঞ্জলা, বেগা, মহানদী
তুঙ্গবেগা, বিদিশা, কৃষ্ণবেগা, তাম্রা, কপিলা,
ধেহু, সকামা, বেদশা, হবিঃশ্রাবা, মহাপথ,
শিপ্রা, পিচ্ছলা, ভারদ্বাজী, কৌশিকী,
শোণা, বাহদা, চন্দ্রমা, দুর্গমা, অন্তঃশিলা,
ব্রহ্মমেধ্যা, দৃষতী, পরোক্ষা, রোহী, জম্বু-
নদী, সুনাঙ্গা, তাপসা, দানী, সামান্দ্রা, বক্রা,
অসৌ, নীলা, ধৃতিকরী, মহানদী পর্ণাশা

এতান্চাত্তাশ্চ বহবো মহানদোঃ স্বিজর্ষভাঃ । ২৮
 সপানিরাময়াং কৃষ্ণাং মন্দগাং মন্দবাহিনীম্ ।
 ব্রাহ্মণীমহাগৌরীং তুর্ণীং পি চ সন্তমঃ ॥ ২৯
 চিত্রোৎপলাং চিত্ররথাং মঞ্জুলাং রোহিণীং তথা
 মন্দাকিনীং বৈতরণীং কোকাং কাপ মহাদীম্ ॥
 মুক্তিমতীমনঙ্গাঞ্চ তথৈব বুযসং হ্রস্বম্ ॥
 লোহিত্যাং করতোয়াঞ্চ তথৈব বুযসং হ্রস্বম্ ॥
 কুমারীম্বিস্কুল্যাঞ্চ মারিষ্যাঞ্চ সরস্বতীম্ ।
 মন্দাকিনীং সুপুণ্যাঞ্চ সর্বাং গঙ্গাঞ্চ সন্তমঃ ॥
 বিশ্বস্ত্র মাতরঃ সর্বাঃ সর্বাশ্চৈব মহাকলাঃ ।
 তথানদ্যাঃ স্বপ্রকাশাঃ শতশাংস্থ সংশ্রবঃ ॥ ৩৩
 ইত্যেতাঃ সৰিতো বিপ্রাঃ সমাখ্যাতা যথাস্মৃতি
 অত উদ্ধং জনপদান নিবোধ গদতো মম ॥ ৩৪
 তত্বেম কুরুপাঞ্চালাঃ শাশ্বমাংস্ত্রেয়জাঞ্চলাঃ ।
 শূরসেনাঃ পুলিন্দাশ্চ বোধো মালান্ত্রথৈব চ ॥ ৩৫
 মৎস্তাঃ কুশটীঃ সৌগন্ধ্যাঃ কুন্তযাঃ কাশ-
 কোশলাঃ ।

বুযভা, ভাব, ব্রহ্মমেধা, বুযদভা ।
 হে স্বিজর্ষভগণ ! এই সকল এবং আরও
 বহু বহু নদী তথায় আছে । হে সন্তমগণ !
 সপানিরাময়া, কৃষ্ণা, মন্দগা, মন্দবাহিনী,
 ব্রাহ্মণী, মহাগৌরী, তুর্ণী, চিত্রোৎপলা, চিত্র-
 রথা, মঞ্জুলা, রোহিণী, মন্দাকিনী, বৈতরণী,
 মহানদী কোকা, মুক্তিমতী, অনঙ্গা, বুযা,
 লোহিত্যা, করতোয়া, বুযস, কুমারী, ঋষি-
 কুল্যা, মারিষা, সরস্বতী, মন্দাকিনী, সুপুণ্যা,
 সর্বা, গঙ্গা । হে সন্তমগণ ! এই সকল নদী
 জনপদের মাতৃতুল্যা এবং সকলেই মহাকল-
 প্রদা । এতদ্ভিন্ন আরও শত সহস্র প্রসিদ্ধ
 নদী আছে । বিপ্রগণ ! এই আমি স্মৃতি-
 শক্তি অঙ্গসাহে নদী সকলের বিষয় বলি-
 লাম । অতঃপর জনপদ সকল বলিতেছি,
 আপনারা অবধারণ করুন । ১—৩৪ । সে
 সকল এই,—কুরুপাঞ্চাল, শাশ্ব, মাংগ্রেয়,
 জাঞ্চল, শূরসেন, পুলিন্দ, বোধ, মাল, মৎস্ত,
 কুশটী, সৌগন্ধ্য, কুন্তি, কাশি, কোশক, চেদি,
 মৎস্ত, কুরুষ, ভোজ, সিন্ধু, পুলিন্দক, উত্তম,

চেদিমৎস্তকুরুষাশ্চ ভোজাঃ সিন্ধুপুলিন্দকাঃ ॥ ৩৬
 উত্তমাশ্চ দশার্ণাশ্চ মেকলাশ্চোৎকলৈঃ সহ
 পঞ্চালাঃ কোশলাশ্চৈব নৈকপৃষ্ঠযুগন্ধরাঃ ॥ ৩৭
 বোধো মদ্রাঃ কলিঙ্গাশ্চ কাশ্যোহপরাশাশ্বঃ ।
 জঠরাঃ কুরুশাশ্চৈব সদশাৰ্ণাঃ সুসন্তমঃ ॥ ৩৮
 কুরুশোহবস্ত্রশ্চৈব তথৈবাপবকুন্তযাঃ ।
 গোমস্তা মল্লকাঃ পুণ্ড্রা বিদর্ভা নৃপবাটিকাঃ ॥ ৩৯
 অশ্বকঃ সোত্তরাশ্চৈব গোপরাষ্ট্রাঃ কনীয়দাঃ ।
 অধিরাজ্যকুশটীশ্চ মল্লরাষ্ট্রাশ্চ কেবলাঃ ॥ ৪০
 মালবাশ্চোপবাস্তাশ্চ বক্রা বক্রাতপাঃ শকাঃ ।
 বিদেহা মাগধাঃ সদ্মা মলজা বিজয়াস্তথা ॥ ৪১
 অঙ্গা বঙ্গাঃ কলিঙ্গাশ্চ যকুল্লোমিন এব চ ।
 মল্লাঃ সুদেহাঃ প্রহ্লাদা মহিষাঃ শশকাস্তথা ॥
 বাহ্লিকা বাটধানাশ্চ আভীরাঃ কালতোয়াশ্চ
 অপবাস্তাঃ পরাস্তাশ্চ পঞ্চলাশ্চ চণ্ডগবাঃ ॥ ৪২
 অটবীশেখরাশ্চৈব মেকহুতশ্চ সন্তমঃ ।
 উপারূতাপারূতাঃ সুরাষ্ট্রাঃ কেকয়াস্তথা ॥ ৪৪
 কুটাপরাস্তা মাংহেয়াঃ কক্ষাঃ সামুদ্রনিষ্কৃষ্টাঃ ।
 অঙ্গাশ্চ বহবো বিপ্রা অন্তর্গির্ঘাত্তথৈব চ ॥ ৪৫
 বহির্গির্ঘোহঙ্গমলদা মগধা মালবার্ঘাটীঃ ।
 সৰ্বতরাঃ প্রারুষেয়া ভার্গবাশ্চ স্বিজর্ষভাঃ ॥ ৪৬

দশার্ণ, মেকল, উৎকল, পঞ্চাল, কোশল,
 নৈকপৃষ্ঠ, যুগন্ধর, বোধ, মদ্র, কলিঙ্গ, কাশী,
 অপরকাশী, জঠর, কুরুব, দশার্ণ, সুসন্তম,
 কুন্তি, অবস্তী, অপরকুন্তি, গোমস্ত, মল্লক,
 পুণ্ড্র, বিদর্ভ, নৃপবাহিক, অশ্বক, উত্তরাশ্চন্দ্র,
 ক্ষুদ্র, গোপরাষ্ট্র, অধিরাজ্য, কুশট, মল্লরাষ্ট্র,
 কেবল, মালব, উপবাস্ত, বক্র, বক্রাতপ,
 শক, বিদেহ, মাগধ, সদ্মা, মলজা, বিজয়া, অহি,
 বঙ্গ, কলিঙ্গ, যকুল্লোম, মল্ল, সুদেহ, প্রহ্লাদ,
 মহিষ, শশক, বাহ্লিক, বাটধান, আভীর,
 কালতোয়াকু, অপবাস্ত, পরাস্ত, পঞ্চল, চণ্ড-
 চণ্ডক, অটবীশেখর, মেকহুত, উপারূত,
 অঙ্গপারূত, সুরাষ্ট্র, কেকয়, কুট, অপরকুট,
 মাংহেয়, কক্ষ, সামুদ্র, নিষ্কুট, অঙ্গি, বহু, এই
 সকল দেশ ; এবং হে বিপ্রগণ ! অন্তর্গিরি,
 বহির্গিরি, অঙ্গমলদ, মগধ, মালব, অধাটী,

পুণ্ড্র ভার্গাঃ কিরাতাশ্চ সুদেবো ভাসুরাস্তথা
শকা নিষাদাঃ নিষাভ্যন্তেবানন্তনৈখ্যভাঃ ॥ ৪৭
পূর্ণাঃ পুতিমৎস্তাশ্চ কুন্তলাঃ কুশকাস্তথা ।
তীরগ্রন্থাঃ শূরসেনা ঙ্গৈজকঃ কল্পকারণাঃ ॥ ৪৮
তিলভাগাঃ মসারাস্চ মধুমতাঃ ককুন্দ ১ঃ ।
কাশ্মীরাঃ সিদ্ধুসৌবীরা গাঙ্কারা দর্শকাস্তথা ॥ ৪৯
অভীসারাঃ কুদ্ভুতাশ্চ সৌমিলা বাহ্লিকাস্তথা ।
দক্কী চ মালবা দর্শা বাতজামরথেরগাঃ ৫০
বলরাট্টাস্তথা বিপ্রাঃ সুদামানঃ সুমল্লিকঃ ।
বন্ধাঃ করীকষাট্টেব কুলিন্দা গঙ্গিকাস্তথা ॥ ৫১
বানায়বো দশাঃ পার্শ্বরোমণঃ কুশবিন্দবঃ ।
কাচ্ছা গোপালকচ্ছাশ্চ জাদলাঃ কুরুবর্ণকাঃ ॥
কিরাতা বর্ষরাঃ সিদ্ধা বৈদেহাস্তাশ্চালিগুকাঃ ।
ঔড়ম্লেচ্ছাঃ সৈরিন্দ্ৰাঃ পার্শ্বতীয়শ্চ সন্তমাঃ ॥
তথাপরে জনপদা দক্ষিণা মুনিপুঞ্জবাঃ ।
দ্রাবিটাঃ কেরলাঃ প্রাচ্যা মুযিকা বালমুযিকাঃ ॥
কর্ণাটিকা মাহিষকা বিকঙ্কা মুযিকাশ্চ ১ ।
হাল্লিকাঃ কুন্তলাশ্চৈব সৌহদ্রা নলকাননাঃ ॥ ৫২

সমস্তর, প্রা মেঘ ভার্গবঃ হে দ্বিজভগব !
পুণ্ড্র, ভার্গ, কিরাত, সুদেব, ভাসুর, শক,
নিষাদ, নিষা, নর্ত্ত, নৈখ্য, পূর্ণা, পুতি-
মৎস্তা, কুন্তল, কুশক, তীরগ্রাঃ, শূরসেন,
ঙ্গৈজক, কল্পকারণ, তিলভাগ, মসার, মধুমত,
ককুন্দক, কাশ্মীর, সিদ্ধুসৌবীর, গাঙ্কার,
দর্শক, অভীসর, কুদ্ভুত, সৌমিল, বাহ্লীক,
দক্কী, মালবা, দর্শা, বাতজামরথ, উরগ,
বলরাট্টাঃ হে বিপ্রগণ ! আর সুদামা, সুমল্লিক,
বন্ধ, করীকষ, কুলিন্দ, গঙ্গিক, বানায়ব, দশ,
পার্শ্বরোমা, কুশবিন্দু, কাচ্ছ, গোপকচ্ছ,
জাদলা, কুরুবর্ণক, কিরাত, বর্ষর, সিদ্ধ,
বৈদেহ, তাম্রলিগুকঃ এবং হে সন্তমগণ !
ঔড়ম্লেচ্ছ, সৈরিন্দ্র ও পার্শ্বতীয় এই সকল
জনপদ বর্তমান । ৩৫—৫৩ । হে সমস্ত মুনি-
পুঞ্জবগণ ! অতঃপর দক্ষিণদেশস্থিত জন-
পদ সকলের বিষয় বলিতেছি । দ্রাবিড়,
কেরল, প্রাচ্য, মুযিক, বালমুযিক, কর্ণাটক,
মাহিষক, বিকঙ্ক, মুযিক, হাল্লিক, কুন্তল,

কোকুটকাস্তথা চোলাঃ কোকণা মণিবালবাঃ ।
সমঙ্গাঃ বনকাশ্চৈব কুকুরাঙ্কারমারিষাঃ ॥ ৫৬
ধ্বজহৃত্যংসবসঙ্কেতাঃ দ্বিজার্ভা মাল্যসেনয়াঃ ।
বাঃকাঃ কোবকাঃ প্রাষ্ঠাঃ সজ্জবেগধরাস্তথা ॥
তথৈব বন্ধাকলিকাঃ পুলিন্দা বহ্মলৈঃ সহ ।
মালবা মলয়াশ্চৈব তথৈবাপরবর্তকাঃ ॥ ৫৮
কুলিন্দাঃ কালদাশ্চৈব চণ্ডকাঃ কুরটাস্তথা ।
মুশল স্তনবালাশ্চ সতীর্থাঃ পুতঃস্বয়য়াঃ ॥ ৫৯
অনিদায়াঃ শিবাটাশ্চ তপানাঃ সূতপাস্তথা ।
য ১৮ বিদর্ভাশ্চ তঙ্গনাঃ পরতঙ্গকাঃ ॥ ৬০
উত্তরাশ্চাপরে ম্লেচ্ছা জনা হি মুনিপুঞ্জবাঃ ।
জবনাশ্চ সকাষোজা দাক্ষণা ম্লেচ্ছজাতিয়ঃ ॥ ৬১
সকৃৎসুহাঃ কুলটাশ্চ হুণাঃ পারসীকৈঃ সহ ॥
তথৈব রমণাশ্চান্তান্তাস্তথা চ দশমানিকাঃ ॥ ৬২
কত্রিয়োপনিবেশাশ্চ বৈশ্যশূদ্রকুলানি চ ।
শূরাভীরাশ্চ দরদাঃ কাশ্মীরাঃ পশ্চাতিঃ সহ ॥ ৬৩
খাণ্ডীকশ্চ তুম্বারাশ্চ পদ্মাবাঃ গিরিগচ্ছায়াঃ ।
আত্রেয়াঃ সভরদ্বাজাস্তথৈব স্তনপোষকাঃ ॥ ৬৪
দ্রোণকাশ্চ কলিঙ্গাশ্চ কিরাতানাঞ্চ জাতিঃ ॥

সৌহদ্র, নলকানন, কোকুটক, চোল,
কোকণ, মণিবালব, সমঙ্গ, বনক
কুকুর, অঙ্কার, মারিষ, ধ্বজিনী, উৎসব-
সঙ্কেত, দ্বিজার্ভা, মাল্যসেনি, ব্যাটক, কোরক,
প্রাষ্ঠ, সজ্জবেগধর, দ্বিজা, কলিক, পুলিন্দ,
বহ্মল, মালব, মলয়, অপরবর্তক, কুলিন্দ,
কালদ, চণ্ডক, কুরট, মুশল, স্তনবাল, তীর্থা-
পুতি, স্বয়য়, অনিদায়, শিবাট, তপান, সূতপা,
খয়িক, বিদর্ভ, তঙ্গন, পরতঙ্গক । হে মুনি-
পুঞ্জবগণ ! অতঃপর উত্তরদিকে যে সকল
ম্লেচ্ছগণের বাসস্থান আছে তাহা বলিতেছি ;
জবন, কাষোজ, দাক্ষণ ম্লেচ্ছ জাতির
বাসস্থল সকৃৎসুহ, কুলটা, হুণ, পারসীক,
রমণ, দশমানিক, এবং কত্রিয়দিগের উপ-
নিবেশ, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের বাসস্থল, শূর,
আভীর, দরদ, বগপশু-সম্বর্ত কাশ্মীর,
খাণ্ডীক, তুম্বার, পদ্মাব, গিরিগচ্ছার, আত্রেয়,
ভরদ্বাজ, স্তনপোষক, দ্রোণক, কলিঙ্গ

তোমরা হস্তমানাশ্চ তথৈব করভঞ্জকঃ ॥ ৬৫
এতে চাত্তে জনপদাঃ প্রাচ্যোদীচ্যাস্থতৈব চ
উদ্দেশ্যম ত্রৈণ ময়া দেশাঃ সঙ্কীৰ্তিতা দ্বিজাঃ ॥
যথাশুণবলঃ বাপি দ্বিবর্গস্ত মহাকলম্ ॥ ৬৭

ঋষয় উচুঃ ।

ভারতশাস্ত্র বর্ষস্ত তথা হৈমবতশ্চ চ ।
প্রমাণমায়ুযঃ সূত বলঞ্চাপি শুভাস্তভম্ ॥ ৬৮
অনাগতমজিক্রান্তং বর্তমানঞ্চ সন্তম ।
আচক্ষু নো বিস্তরেন হরিবর্ষং তথৈব চ ॥ ৬৯
সূত উবাচ ।

চহারি ভারতে বর্ষে যুগানি মুনিপুঙ্গবাঃ ।
কৃতং ত্রৈতা দ্বাপরঞ্চ কলিঞ্চ বিজসন্তমঃ ॥ ৭০
পূৰ্ণং কৃতযুগং নাম তত্স্নেহায়ুগং দ্বিজাঃ ।
তৎপশ্চাদ্ধাপবন্ধাথ ততস্ত্রিযাঃ প্রবর্ততে ॥ ৭১
চহারি তু সহস্রানি বার্ষাণাং মুনিপুঙ্গবাঃ ।
আয়ুঃসংখ্যা কৃতযুগে সংখ্যাতা হি তপোধৄতাঃ
তথা ত্রিণি সহস্রানি ত্রৈতায়ামায়ুযো বিদুঃ ।

কিরাত জাতির বাসস্থল, তোমর, হস্তমান, করভঞ্জক, এই সকল এবং আরও প্রাচ্য ও উদীচ্য নানাদেশ আছে। হে দ্বিজগণ! আমি শুণ ও বলান্নসারে দ্বিবর্গসাধনকর্ম দেহসমূহের বিবরণ সংক্ষেপে এই বলিলাম। ৫৪—৬৭। ঋষিগণ বাসলেন,—হে সন্তম সূত! এই ভারতবর্ষে এবং হৈমবত বর্ষের অতীত অনাগত ও বর্তমান আয়ু, বল এবং শুভাশুভাদির পরিমাণ আর হরিবর্ষের বিবরণ বিস্তরক্রমে বল। সূত বলিলেন,— হে দ্বিজসন্তম মুনিপুঙ্গবগণ! ভারতবর্ষে চারিটা যুগ, কৃত, ত্রৈতা, দ্বাপর ও কলি। দ্বিজগণ! প্রথম যুগের নাম কৃত (সত্য), তদনন্তর ত্রৈতা, তৎপশ্চাৎ দ্বাপর, পরে ত্রিযা (কলি) প্রবর্ত হয়। হে তপোধন মুনিপুঙ্গবগণ! কৃতযুগে আয়ুঃসংখ্যা চারি-সহস্র বৎসর নিরূপিত আছে। ত্রৈতায়ুগে আয়ুঃপরিমাণ তিন সহস্র বৎসর নির্দিষ্ট। পৃথিবীতে সম্ভ্রতি বর্তমান দ্বাপরযুগে আয়ুঃ-সংখ্যা দুইসহস্র বৎসর। হে মুনিপুঙ্গবগণ!

হে সহস্রে দ্বাপরে তু ভূবি তিষ্ঠন্তি সাম্প্রতম্ ॥
ন প্রমাণস্থিতিহাস্তি ত্রিযো তু মুনিপুঙ্গবাঃ ।
গর্ভস্থান্চ ত্রিযস্তুহত্র তথা জাতা ত্রিযন্তি চ ॥ ৭৪
মহাবলা মহাসম্ভাঃ প্রজ্ঞাশুণসমাম্বিতাঃ ।
প্রজায়ন্তে চ জাতান্চ শতশোহব্ধ সহস্রশঃ ।
দ্বিজাঃ কৃতযুগে বিপ্রা বলিনঃ প্রিয়দর্শনাঃ ॥ ৭৫
প্রজায়ন্তে চ জাতান্চ মুনয়ো বৈ তপোধনাঃ ।
মহোৎসাহা মহাত্মানো ধার্মিকাঃ সত্যবাদিনঃ
প্রিয়দর্শা বপুশ্চন্তো মহাবীৰ্যা ধনুর্ধরাঃ ।
বীরা হি যুধি জায়ন্তে কলিয়াশ্চাক্রসম্বিতাঃ ॥ ৭৬
ত্রৈতায়ান্চ কলিয়াস্তাবৎ সর্বে বৈ চক্রবর্তিনঃ ।
সর্ববর্গাশ্চ জায়ন্তে সটৈব দ্বাপরে যুগে ।
মহোৎসাহা বীৰ্যবন্তঃ পরম্পরবর্ধৈর্ধনঃ ॥ ৭৭
তেজসাঞ্জন সংযুক্তাঃ ক্রোধনাঃ পুরুষাঃ কিল
লুকাশ্চান্ধিকটৈশ্চৈব ত্রিযো জায়ন্তি ভো দ্বিঃ ॥
ঈর্ষ্যা মানস্তথা ক্রোধো মায়াম্হয়া তথৈব চ ।
ত্রিযো ভবন্তি ভূতানাং রাগো লোভশ্চ সন্তমঃ

কলিযুগে আয়ুর কোন নিরূপিত পরিমাণ নাই। কলিযুগে মানব গর্ভস্থ থাকিয়াও মরে, জন্ম মাত্রও মরে। সত্যযুগে মহাবল, মহাসম্ভ, প্রজ্ঞাশুণসমাম্বিত, বহু মানব জন্মিয়া-ছেন, এবং জন্মিয়া থাকেন। হে দ্বিজগণ! সত্যযুগে ব্রাহ্মণগণ—বলবান্ প্রিয়দর্শন, মহোৎসাহসম্পন্ন, মহাত্মা, ধার্মিক ও সত্যবাদী এবং সকলেই তপোধন মুনিরূপে জন্মিয়া থাকেন এবং এরূপ অনেকে জন্মিয়া-ছেন। কলিযুগ—প্রিয়দর্শন, দীর্ঘদেহশালী, মহাবীৰ্য্য ধনুর্ধর, সজ্জনসম্মত এবং 'বুদ্ধে' বীর হইয়া থাকেন। ত্রৈতায়ুগে কলিযুগ সকলেই রাজচক্রবর্তী হন। দ্বাপরযুগে সকল বর্ণের মহোৎসাহসম্পন্ন, বীৰ্যবন্ত, পরম্পর বর্ধৈর্ধী। কলিযুগে সকল ব্যক্তিই বৃথা অভিমানে অন্ধপ্রায়, ক্রোধী, লুকা ও মিথ্যাবাদী, হইয়া থাকে। হে দ্বিজসন্তমগণ! ঈর্ষ্যা, অভিমান, ক্রোধ, কাপট্য, রাগ (আসক্তি), লোভ এই সকল দোষ কলি-যুগে প্রাণিমাতে ত্রেই জন্মিয়া থাকে। হে

সঙ্কেপো বর্ততে বিপ্রা দ্বাপরে যুগমধ্যকে ।
 গুণোক্তয়ঃ হৈমবতঃ হরিবর্ষঃ ততঃ পরম্ ॥ ৮২
 ইতি ত্রীণ্যুদয়ে স্বর্গখণ্ডে ভারতবর্ষবর্ণনঃ
 নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

জম্বুদ্বীপস্থিতা প্রোক্তো যথাবদিতঃ সন্তম ।
 • বিকল্পস্ত চ প্রকৃতি পরিমাণস্ত তদ্বতঃ ॥ ১
 সমুদ্রস্ত প্রমাণঞ্চ সমাগচ্ছদ্দর্শন ।
 শাকদ্বীপঞ্চ নো ক্রীহ কুশদ্বীপঞ্চ ধার্মিক ।
 শাল্লীদ্বীপে তৎকেন ক্রৌঞ্চদ্বীপং তথৈব চ ॥ ২
 সূত উবাচ ।
 বিপ্রাঃ সুবহবো দ্বীপা যৈরদং সন্ততং জগৎ ।
 সপ্ত দ্বীপান্ প্রবক্ষ্যামি শৃণু ত্বিহ পুংসব ॥ ৩
 অষ্টাদশসহস্রাণি যোজ্যানি দ্বিজোত্তমাঃ ।

বিপ্রগণ! যুগচতুষ্টয়ের মধ্যভাগ দ্বাপরযুগে
 উক্ত গুণদোষাদি সকলই সংক্ষিপ্ত ভাবে
 থাকে। ভারতবর্ষ অপেক্ষা হৈমবত এবং
 তদপেক্ষা হরিবর্ষ গুণে শ্রেষ্ঠ ॥ ৮—৮২ ।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । ৩ ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

ঋষগণ! বলিলেন,—হে সন্তম! তুমি
 জম্বুদ্বীপের বৃত্তান্ত যথাবৎ কীর্তন করিলে,
 এখন যথাযথরূপে উহার বিকল্পের পরিমাণ
 বল । তুমি অচ্ছদ্দর্শন ও ধার্মিক ।
 অতএব আমাদের নিকটে যথাযথরূপে
 সমুদ্রের প্রমাণ এবং শাকদ্বীপ, কুশদ্বীপ,
 শাল্লীদ্বীপ ও ক্রৌঞ্চদ্বীপের বিবরণ ও বর্ণন
 কর । সূত বলিলেন,—হে দ্বিজপুংসব
 বিপ্রগণ! দ্বীপ সুবহল; উহাদের দ্বারা
 এ জগৎ বাপ্ত রহিয়াছে। সাতটি দ্বীপের
 কথা বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন ।

ষট্শতানি চ পূর্ণানি বিকল্পো জম্বুপর্বতঃ ॥ ৪
 লবণস্ত সমুদ্রস্ত বিকল্পো দ্বিগুণঃ সূতঃ ॥ ৫
 নৈকধাতুবিচিত্রৈশ্চ পর্বতৈরুপশোভিতঃ ।
 সিদ্ধচারণসকীর্ণঃ সাগরঃ পরিমণ্ডলঃ ॥ ৬
 শাকদ্বীপঞ্চ বক্ষ্যামি যথাবদিতঃ সন্তম ।
 শৃণু তাদ্য যথাত্মায়াং ক্রবতো মম ধার্মিক ॥ ৭
 জম্বুদ্বীপপ্রমাণেন দ্বিগুণঃ স দ্বিজর্ষভাঃ ।
 বিকল্পেণ মহাভাগাঃ সাগরোহপি বিভাগশঃ ।
 ক্ষৌরোদো মুনিশাঙ্গীলা যেন সম্পরিবারিতঃ ॥ ৮
 তত্র পূর্ণা জনপদাস্তত্র ন শ্রিয়তে জননঃ ।
 কুত এব হি হৃভিক্ষা ক্রমাতেজোযুতা হি তে ॥
 শাকদ্বীপস্ত সঙ্কেপো যথাবদুনিঃসন্তম ॥
 উক্ত এষ মহাভাগাঃ কিমন্ত্য কথয়ামি বঃ ॥ ১০
 ঋষয় উচুঃ ।

শাকদ্বীপস্ত সঙ্কেপো যথাবদিতঃ ধার্মিক ।
 উক্তস্বা মহাপ্রাজ্ঞ বিস্তরং ক্রহি তবতঃ ॥ ১১

দ্বিজোত্তমগণ! জম্বু পর্বত পূর্ণ অষ্টাদশ-
 সহস্র ষট্শত যোজন বিকল্পবিশিষ্ট । লবণ
 সমুদ্রের বিকল্প ইহার দ্বিগুণ কথিত হয় ।
 ঐ সাগর অনেকধাতুবিচিত্র পর্বতনিচয়ে
 উপশোভিত, সিদ্ধচারণগণে সমাকীর্ণ এবং
 মণ্ডলাকারে অবস্থিত । হে সন্তম সকল!
 অন্য যথাযথরূপে শাকদ্বীপের বিষয় বলি-
 তেছি, ধার্মিক আপনারা শ্রবণ করুন ।
 দ্বিজর্ষভগণ! সেই দ্বীপ জম্বুদ্বীপের দ্বিগুণ
 অল্পরূপ বিকল্পপ্রমাণে অবস্থিত । মুনিশাঙ্গীল-
 গণ! বিভাগ অল্পসারে ক্ষৌরোদ সাগরেরও
 অল্পরূপবিকল্পপ্রমাণ জানিবেন । উহা দ্বারা
 শাকদ্বীপ পরিবেষ্টিত । সেখানে পূর্ণ
 জনপদ সকল অবস্থিত; সেখানে মানব
 মৃত হয় না । তথায় হৃভিক্ষা কোথায়?
 তাহারা ক্রমাতেজসমবিত! হে মহাভাগ
 মুনিঃসন্তমগণ! যথাযথ সঙ্কেপে শাকদ্বীপের
 বিবরণ এই কথিত হইল; আর আপনাদের
 নিকটে কোন কথা বলিব? ঋষিগণ বলিলেন
 —হে ধার্মিক মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি সঙ্কেপে
 শাকদ্বীপের বিষয় বলিয়াছ, এক্ষণে বিস্তর-

স্বত উবাচ ।

তথৈব পরিতা বিপ্রাঃ সন্তোজ মণিপৰ্বতাঃ ।
 ঐশ্বাকরাস্তথা নদাস্তেষাং নামানি বর্ণয়ে ॥ ১২
 অতীব গুণবৎসলঃ তব পৃচ্ছথ ধার্মিক্যকঃ ।
 দেবসিগন্ধৰ্ব্যুতঃ প্রথমো মেককচাতে ॥ ১৩
 প্রাগায়তো মহাতাগা মলয়ো নাম পৰ্বতঃ ।
 ততো মেঘাঃ প্রবৰ্ত্তন্তে প্রবৰ্ষন্ত চ সঙ্গাঃ ॥ ১৪
 ততঃ পরেণ মুনয়ো জলধারো মহাগিরিঃ ।
 ততো নিতামুপাদন্তে বাসবঃ পরমং ভলম্ ॥ ১৫
 ততো বৰ্ষং প্রবৰ্ত্ততি বৰ্ষাকালে দ্বিজোত্তমাঃ
 উচ্চৈর্গিরী রৈবতকো যত্র নিত্যং প্রতিষ্ঠিতম্ ।
 রেবতী দিবি নক্ষত্রং পিতামহকৃতাবধি ॥ ১৬
 উত্তরেণ তু বিপ্রেন্দ্রাঃ শ্রামো নাম মহাগিরিঃ
 নবমেঘপ্রভঃ প্রাণ্ডঃ স্রীমাৎস্রজস্বিনীগ্রহঃ ॥ ১৮
 যত্র শ্রামব্রহ্মাপরঃ প্রজা মুদিতমনসাঃ ॥ ১৯

রূপে যথাযথ কীর্তন কর। ১—১১। স্বত বলিলেন,—হে বিপ্রগণ! এখানেও সেইরূপ (জম্বুদ্বীপের ভায়ে) সাতটি মণিপৰ্বত আছে, রত্নাকর ও নদী আছে। তাহাদের নাম বর্ণন করিতেছি। হে ধার্মিকগণ! আগ্রা নারী অতীব গুণবৎ তব সকল আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। প্রথম দেবসিগন্ধৰ্ব্য-যুক্ত মেক পৰ্বত। হে মহাতাগ সকল! তৎপরে পূজ্যত মলয় নামক পৰ্বত। মেঘ সকল এই পৰ্বতে থাকে এবং সৰ্বত্র বৰ্ষণ করে। হে মুনিগণ! তৎপরে জলধার নামে মহান পৰ্বত। বাসব এই পৰ্বত হইতেই নিত্য উৎকৃষ্ট জল গ্রহণ করেন। দ্বিজোত্তমগণ! তাহাতেই বৰ্ষাকালে বৃষ্টি হইয়া থাকে। পরে, অত্যুচ্চ রৈবতক গিরি অবস্থিত, যাহার উর্দ্ধভাগে আকাশে রেবতী নামে নক্ষত্র আছে। পিতামহ কর্তৃক উক্ত নক্ষত্রে ঐ স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! তাহার উত্তরে শ্রাম নামে মহান গিরি; উহা নবমেঘপ্রভ, অত্যুন্নত, স্রীমান ও উজ্জলকান্তিসমবিত। সেখানে প্রজাসকল শ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার

ঋষয় উচুঃ ।

সুমহান সংশয়োহস্মাকং প্রাপ্তোহয়ং স্বত যন্তথা
 প্রজাঃ কথং স্বত সম্যকসম্প্রাপ্তাঃ শ্রামতামিহ
 স্বত উবাচ ।
 সর্বেষেব মহাপ্রাজ্ঞা দ্বীপেষু মুনিপুঙ্গব্যুঃ ।
 গৌরঃ কৃষ্ণঃ পতগো তয়োবর্ণাস্তরে দ্বিজাঃ ॥
 শ্রামো যস্মাৎ প্রবৃন্তো বৈ তস্মাচ্ছ্রামগিরিঃ
 স্মৃতঃ ॥ ২২
 ততঃ পরং মুনিশ্রেষ্ঠাঃ তুর্গটৈশ্চো মহোদয়ঃ ।
 কেশরী কেশরযুতো যতো বাতঃ প্রবৰ্ত্ততে ॥ ২৩
 তেযাং যোজনবিক্রান্তো দ্বিগুণঃ প্রবিভাগণঃ ।
 বর্ষণ তেষু বিপ্রেন্দ্রাঃ সন্তোজানি মনীষিতঃ
 মহামেকরমহাকাশো জলদঃ কুমুদোত্তরঃ ।
 জলধারো মহাপ্রাজ্ঞাঃ স্কুমার ইতি স্মৃতঃ ॥ ২৫
 রৈবতস্ত তু কোমারঃ শ্রামস্তা মণিকাঞ্চনঃ ।
 কেশরস্তাথ মোদাকী পরেণ তু মহান সুরান ॥

নিয়ত মুদিতচিত্ত। ঋষিগণ কহিলেন,—
 হে স্বত! তুমি যে এই বলিলে, ইহাতে আমাদের সুমহান সংশয় উপস্থিত হইল; তথাবার প্রজা সকল কেমন করিয়া সম্যক শ্রাম প্রাপ্ত হইল? স্বত বলিলেন,—
 হে মহাপ্রাজ্ঞ মুনিপুঙ্গবগণ! সকল দ্বীপেই গৌর ও কৃষ্ণ পতঙ্গ (পৃথগ্নি) বর্ণান্তর উৎপাদনের কারণ। এখান হইতে শ্রাম প্রবৃত্ত হইয়াছে, এ নিমিত্ত ইহার নাম শ্রাম-গিরি। মুনিশ্রেষ্ঠগণ! তাহার পুত্র, মহোদয় তুর্গটৈশ। পরে যেখান হইতে বায়ু প্রবৃত্ত হয়, বহু-কেশরসমবিত সেই কেশরী পৰ্বত। এই সকলের বিকল্পপ্রমাণ এক যোজন এবং বিভাগ, অনুসারে পর পর দ্বিগুণ। হে বিপ্রেন্দ্র সকল! মনীষিগণ তাহারে যে সকল বর্ণ আছে, তাহা বলিয়াছেন। হে মহাপ্রাজ্ঞগণ! মহামেকর মহাকাশ, মলয়ের কুমুদোত্তর, জলধারের স্কুমার, এবং রৈবত পৰ্বতেই কোমার, শ্রামের মণিকাঞ্চন, কেশবের মোদাকী; উহা মহান পর ভাগ দ্বারা সুরলোক পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত

পরিবার্য তু বিপ্রেস্ত্রা দৈর্ঘ্যঃ কৃষ্ণমেব চ ।
জম্বুদ্বীপেন সংখ্যাতস্ত্রয়ো মধ্যো মহাক্রমঃ ॥ ২৭
শাকো নাম মহাপ্রাজ্ঞাঃ প্রজ্ঞাস্তস্য সহানুগাঃ ॥
তত্র পুণ্য জনপদাঃ পূজ্যতে তত্র শকরঃ ।
তত্র গচ্ছন্তি সিদ্ধাশ্চ চারণা দৈবতানি চ ॥ ২৯
ধার্মিকাস্চ প্রজাঃ সর্বাশ্চ হারিত্ত্ব সন্তমাঃ ।
বর্ণাঃ স্বকর্ম্মনিরতা ন চ স্তেনোহহং দৃষ্টতে ॥ ৩০
দীর্ঘায়ুষো মহাপ্রাজ্ঞা জরাং ত্যাবিবজ্জিতাঃ ।
প্রজ্ঞাস্তত্র বিবর্জ্যস্তে বর্ষাশ্চৈব সমুদ্রগাঃ ॥ ৩১
পুণ্য জলাস্তত্র গঙ্গা চ বহধা গতা ।
সুকুমারী কুমারী চ সীতা শিবোদকা তথা ॥ ৩২
মহানদী চ ভো বিপ্রাস্তথা মণিজলা নদী ।
ইক্ষুবর্জানিকা চৈব নদী মূনিবরাঃ স্মৃতা ॥ ৩৩
ততঃ প্রবৃত্তাঃ পুণ্যোদা নদ্যাঃ পরমশোভনাঃ
সহস্রাণাং শতাশ্চেব বতো বর্ষতি বাসবঃ ॥ ৩৪
ন তাংস্বে নামধেয়ানি পরিমণং তথৈব চ ।
শক্যত পবিসংখ্যাতুং পুণ্যাস্তাহি সবিসরাঃ ॥

করিয়া অবাস্তত। হে মহাপ্রাজ্ঞ বিপ্রেস্ত্র-
গণ! তন্মধ্যে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ পরিমাণে
জম্বুদ্বীপের তুল্য শাক নামে মহান কৃষ্ণ
আছে। তথায় প্রজাগণ পরস্পর দূর সৌহৃদে
অবস্থিত। সেখানে পুণ্য জনপদ সকল
আছে। শকর তথায় পূজিত হইয়া থাকেন
এবং সিদ্ধ, চারণ ও দেবতা সকলে স্বাভাৱ্যত
করেন। সন্তমগণ! তত্রত্য চতুর্ধ্ব প্রজা
সকলেই ধার্মিক। সকল জাতিই স্ব স্ব
কর্মে নিরত, তথায় চোর দেখিতে পাওয়া
যায় না। বর্ষাকালে নদী সকলের স্রাব
তত্রত্য প্রজাগণ নিয়ত বর্ধিত হয়। তাহার
সকলেই দীর্ঘায়ু, মহাপ্রাজ্ঞ, জরাং ত্যাবিব-
জ্জিত। সেখানে নদী সকল পুণ্যজলা,
গঙ্গা ও তথায় বহধা বিভক্ত হইয়াছেন। হে
বিপ্রগণ! সুকুমারী, কুমারী, সীতা, শিবো-
দকা, মহানদী মণিজলা, ইক্ষুবর্জানিকা, এই
সকল নদী বিখ্যাত। হে মূনিবরগণ! এখান
হইতে পরমশোভনা পুণ্যজলা শত সহস্র
নদী প্রবাহ হইয়াছে। বাসব এই সকল নদী

ততঃ পুণ্য জনপদাশ্চাত্তরো লোকবিজ্ঞতাঃ ।
মৃগাশ্চ মশকাশ্চৈব মানসা মল্লকাস্থতা ॥ ৩৬
মৃগাশ্চ ব্রহ্মভূমিষ্ঠাঃ স্বকর্ম্মনিরতা দ্বিজাঃ ।
মশকেষু তু রাজন্তা ধার্মিকাঃ সর্বকামদাঃ ॥ ৩৭
মানসাশ্চ মহাভাগা বৈষ্ণবধ্মোপজীবিনঃ ।
সর্বকামসমায়ুক্তাঃ শূরা ধর্ম্মার্থনিশ্চিতাঃ ॥ ৩৮
শূদ্রাশ্চ মল্লকা নিত্যং পুরুষা ধর্ম্মশীলিনঃ ॥ ৩৯
ন তত্র রাজা বিপ্রেস্ত্রা ন দণ্ডো ন চ দণ্ডকাঃ
স্বধর্ম্মেণৈব ধর্ম্মজ্ঞাস্তে রক্ষন্তি পরস্পরম্ ॥ ৪০
এতাবদেব শক্যস্ত তত্র স্বপে প্রভাষিতুম্ ।
এতদেব চ শ্রোতব্যং শাকরূপে মহোজসি ॥ ৪১
উত্তরেষু চ ভো বিপ্রা স্বপেষু জ্ঞয়তে কথা ।
এবং তত্র মহাভাগা ত্রবতস্তন্নিবোধত ॥ ৪২
দ্রুতভোয়ঃ সমুদ্রোহহং দধিমণ্ডোদকোহপয়ঃ ।
সুরোদঃ সাগরশ্চৈব তথাহো হৃদ্যসাগরঃ ॥ ৪৩

হইতেই বর্ণ করিয়া থাকেন। সেই সকল
সরিষরা পুণ্যকরী। তাহাদের নাম ও
পরিমাণ নিরীচন করিতে পারা যায় না।
তৎপরে মৃগ, মশক, মানস ও মল্লক, এই
চারিটি লোকবিজ্ঞত পুণ্য জনপদ আছে।
হে দ্বিজগণ! মৃগ জনপদ ব্রাহ্মভূমিষ্ঠ,
তাঁহার স্বকর্ম্মনিরত। মশক জনপদে ধার্মিক
সত্যবাদী সর্বকামপুরুষ কত্রিগণ বাস
করেন। মানস জনপদবাসী মানবগণ বৈষ্ণ-
বধ্মোপজীবী। তাঁহার শূর, সর্বকামসমর্ষিত
এবং ধর্ম্মার্থে আসক্ত। মল্লক জনপদবাসী
পুরুষগণ শূদ্র। তাহার নিয়ত ধর্ম্মশীল। হে
বিপ্রেস্ত্রগণ! তথায় রাজা নাই, দণ্ডার্থ ব্যক্তি
নাই এবং দণ্ডকর্ত্তাও নাই। সেই ধর্ম্মজগণ
স্বধর্ম্মবশেই পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিয়া
থাকে। সে জীপ সম্বন্ধে এই পর্য্যন্তই বলা
যায়। শাকরূপ সম্বন্ধে ইহাই শ্রোতব্য।
হে মহাভাগ বিপ্রগণ! উত্তরদিকে অবস্থিত
দ্বীপ সকলের কথা যেমন শুনা যায়, আমি
তাঁহা বর্ণিতেছি, অবধারণ করুন। ১২—৪২।
এখানে দ্রুতভোয়, দধিমণ্ডোদক, সুরোদ
এবং হৃদ্যসাগর এই চারিটি সাগর আছে।

পরম্পরেন দ্বিগুণাঃ সর্বে দ্বীপা দ্বিজর্ষভাঃ ।
 পর্বতাশ্চ মহাপ্রাক্ষাঃ সমুদ্রৈঃ পরিবারিতাঃ ॥৪৪
 গৌরব মধ্যমে দ্বীপে গিরির্ননাশিলো মহান্ ।
 পর্বতঃ পশ্চিমে কৃষ্ণো নারায়ণসখো দ্বিজাঃ ॥৪৫
 তত্র রত্নানি দিব্যানি স্বয়ং রক্ষতি কেশবঃ ।
 প্রসন্নচৈতন্যতত্ত্ব প্রজানাং ব্যদধাৎ সুখম্ ॥৪৬
 শরদীপে কুশস্তম্বে মধ্যে জনপদস্য হ ।
 সম্পূজ্যতে শাল্মলিষ্ঠ দ্বীপে শাল্মলিকে দ্বিজাঃ
 ক্রৌঞ্চদ্বীপে মহাক্রৌঞ্চো গিরি রত্নচ্যাবকঃ ।
 সম্পূজ্যতে ভো বিপ্রেন্দ্রাশ্চাতুর্ধর্মেণ নিত্যদা
 গোমন্তঃ পর্বতো বিপ্রাঃ সুমহান্ সর্ষবাতুকাঃ ।
 যত্র নিত্যং নিবসতি জীমান কমলোচনঃ ॥ ৪৯
 মোক্ষাভিঃ সঙ্গতো নিত্যং প্রভূর্নারায়ণো হরিঃ
 শরদীপে তু বিপ্রেন্দ্রাঃ পর্বতো বিজটমশ্চিতঃ
 সুনামা চ সুহৃদ্বিধৌ দ্বিতীয়ো হেমপর্বতঃ ।
 দ্বা তমান্নাম বিপ্রেন্দ্রাশ্চতীযঃ কুমুদো গিবিঃ ॥৫১

হে মহাপ্রাক্ষ দ্বিজর্ষভগণ! উক্ত দ্বীপ সকল
 পরম্পর দ্বিগুণ এবং পর্বত সকল সমুদ্র
 দ্বারা পরিবারিত। মধ্যমদ্বীপে গৌরবর্ণ
 মহান্ মনঃশিল পর্বত আছে। দ্বিজগণ!
 পশ্চিমদিকে নারায়ণসখা কৃষ্ণপর্বত অবস্থিত।
 কেশব স্বয়ং প্রসন্ন হইয়া প্রজাদিগের সুখ
 বিধান ও তত্ত্বতা রত্নবাজির রক্ষা করিয়া
 থাকেন। শর দ্বীপে জনপদের মধ্যে
 কুশস্তম্ব বর্তমান। দ্বিজগণ! শাল্মলী দ্বীপে
 শাল্মলী বৃক্ষ পূজিত হইয়া থাকে। হে
 বিপ্রেন্দ্রগণ! ক্রৌঞ্চদ্বীপে চতুর্ধর্ষ প্রজা রত্ন-
 নিকরাকর মহাক্রৌঞ্চ গিরির নিয়ত পূজা
 করিয়া থাকে। বিপ্রেন্দ্রগণ! যেখানে কমল-
 লোচন প্রভু জীমান্ নারায়ণ হরি মোক্ষা-
 কাঙ্ক্ষিগণের সহিত নিয়ত নিবাস করেন,
 সেই সর্ষবাতুসম্বিত সুমহান্ গোমন্ত পর্বত
 আছে। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! শরদীপে অব-
 স্থিত উক্ত পর্বত বিজটমশ্চিত। প্রথম
 সুহৃদ্বর্ষ সুনামা, দ্বিতীয় দ্ব্যতিমান্ নামে হেম-
 পর্বত, তৃতীয় কুমুদ গিরি, চতুর্থ পুষ্পবান,

চতুর্থঃ পুষ্পবান্নাম পঞ্চমস্ত কুশেশয়ঃ ।
 ষষ্ঠো হরিগিরির্নাম ষড়্ভূতে পর্বতোত্তমাঃ ॥ ৫২
 তেষামন্তরবিক্রান্তো দ্বিগুণঃ পর্বতাংশগঃ ॥ ৫৩
 ঐন্দ্ৰিদং প্রথমং বর্ষং দ্বিতীয়ং রেণুমণ্ডলম্ ।
 তৃতীয়ং সুরথং নাম চতুর্থং লবণং স্মৃতম্ ॥ ৫৪
 দ্ব্যতিমং পঞ্চমং বর্ষং ষষ্ঠং বর্ষং প্রত্যাকরম্ ।
 সপ্তমং কাপিলং বর্ষং সপ্তৈশ্চৈত বর্ষলক্ষকাঃ ॥ ৫৬
 এতেষু দেবগন্ধর্ব্বাঃ প্রজাশ্চ মুদিতা দ্বিজাঃ ।
 বিহরন্তি রমন্তে চ ন তেযু ম্রিয়তে জনঃ ॥ ৫৬
 ন তেব দম্যবঃ সন্তি শ্লেচ্ছজাত্যোহপি বা
 দ্বিজাঃ ।
 গৌরঃ প্রায়ো জনঃ সর্বঃ সুকুমারশ্চ সন্তমাঃ ॥
 অবশিষ্টেষু সর্ষেযু বক্ষ্যামি দ্বিজপুঙ্গবাঃ ।
 বখ্যাস্তং মহাপ্রাক্ষা বর্ণ্যতে শৃণুত দ্বিজাঃ ॥ ৫৮
 ক্রৌঞ্চদ্বীপে মহাভাগাঃ ক্রৌঞ্চো নাম
 মহাগিরিঃ ।
 ক্রৌঞ্চাৎ পরো বামনকো বামনাদঙ্ককারকঃ ॥
 অঙ্ককারাৎ পরো বিপ্রো মৈনাকঃ পর্বতোত্তমাঃ

পঞ্চম কুশেশয়, ষষ্ঠ হরি গিরি, এই কয়টাই
 পর্বতোত্তম। এই সকল পর্বতের অন্তর
 বিক্রান্ত অংশানুসারে পর্বতের দ্বিগুণ। প্রথম
 ঐন্দ্ৰিদং, দ্বিতীয় বেণুমণ্ডল, তৃতীয় সুরথ,
 চতুর্থ লবণ, পঞ্চম দ্ব্যতিমান্, ষষ্ঠ প্রত্যাকর,
 সপ্তম কাপিল, এই সাতটাই প্রধান বর্ষ।
 দ্বিজগণ! এই সকল বর্ষে দেব, গন্ধর্ব্ব এবং
 প্রজাসকল, সানন্দ অন্তরে বিহার ও ক্রীড়া
 করে। দ্বিজগণ! তথায় কেহই মৃত হয় না।
 এ সকল স্থানে দম্য নাই এবং শ্লেচ্ছ
 জাতিও নাই। হে সন্তমগণ! তত্ত্বতা
 জনগণ প্রায় সকলেই গৌরবর্ণ ও সুকুমার-
 কৃতি। দ্বিজপুঙ্গবগণ! অবশিষ্ট পর্বত
 সকলের বিষয় বলা যাইতেছে। দ্বিজগণ!
 আমি যেমন শুনিয়াছি তদনুসারে বলিতেছি,
 আপনারা শ্রবণ করুন। হে মহাভাগগণ!
 ক্রৌঞ্চদ্বীপে ক্রৌঞ্চ নামক মহান্ গিরি অব-
 স্থিত। ক্রৌঞ্চের পরে বামনক, বামনের
 পর অঙ্ককারক; হে বিপ্রেগণ! অঙ্ককারক

মৈনাকাং পরতো বিপ্রা গোবিন্দো গিরিকান্তমঃ
 পুরতাদ্বিগুণস্তেষাং বিকীর্ণো মুনিপুঙ্গবঃ ।
 দেশাংস্তত্র প্রবক্ষ্যামি তয়ে নিগদতঃ শৃণু ॥ ৬১
 ক্রৌঞ্চস্ত কুশলো দেশো বামনস্তা মনোহরগঃ ।
 মনোহুপাং পরো দেশ উকো নাম তপোধনাঃ
 উকাং পরঃ প্রাবরকঃ প্রাবরাদঙ্ককারকঃ ।
 অঙ্ককারকদেশাত্ম মুনিদেশঃ পরঃ স্মৃতঃ ॥ ৬৩
 মুনিদেশাং পরশ্চৈব প্রৌচ্যাতে হৃদুভিস্বনঃ ॥
 সিদ্ধচারণসঙ্কীর্ণো গোরঃ প্রাযো জনঃ স্মৃতঃ ॥
 ঐতে দেশাঃ সমাখ্যাতা দেবগঙ্ধর্বসেবিতাঃ ॥
 পুঙ্করে পুঙ্করো নাম পরতো মণিরত্ববান্ ।
 তত্র নিত্যং প্রসরতি স্বয়ং দেবঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৬৭
 পর্ষুপাসন্তি তে নিত্যং দেবাঃ সর্বো মহর্ষয়ঃ ।
 বাগ্ভূতির্মনোহরকুলাভিঃ পূজয়ন্তো দ্বিজোত্তমাঃ
 জম্বুদ্বীপাং প্রবর্তন্তে রত্নানি বিবিধানি চ ।
 দ্বীপেষু তেষু সর্বেষু প্রজানাং মুনিসত্তমাঃ ॥ ৬৮

পর পরতোত্তম মৈনাক । বিপ্রগণ! মৈনাকের পর গোবিন্দ নামে উত্তম গিরি আছে । মুনিপুঙ্গবগণ! উহাদের বিকীর্ণ পূর্ব পূর্ব অপেক্ষা পর পর দ্বিগুণ । এখন তত্রত্য দেশ সকল বলিতেছি শ্রবণ করুন । ৪৩—৬১ ।
 হে তাপসগণ! ক্রৌঞ্চের কুশল দেশ, বামনের মনোহরগ, মনোহুগের পর উকদেশ, উকেশ্বর পর প্রাবরক; প্রাবরকের পর অঙ্ককারক । উক্ত অঙ্ককারকের পর মুনিদেশ প্রসিদ্ধ । মুনিদেশের পর হৃদুভিস্বন নামে দেশ উক্ত হয় । এই দেশ সিদ্ধচারণগণে সঙ্কীর্ণ, তত্রত্য জনগণ প্রায়ই গোরবর্ণ । দেবগঙ্ধর্বসেবিত এই সকল দেশ আখ্যাত হইল ।
 পুঙ্করে পুঙ্কর নামে মণিরত্ববান্ পরতো আছে । দেব প্রজাপতি স্বয়ং নিত্য তথায় যাইয়া থাকেন । হে দ্বিজোত্তমগণ! তথায় সমস্ত দেবগণ ও মহর্ষিগণ মনঃপ্রীতিকর বাক্যে নিত্য তাঁহার উপাসনা করেন । মুনিসত্তমগণ! প্রজাদিগের অভিষিক্ত বিবিধ রত্ন জম্বুদ্বীপ অপেক্ষা এই সকল দ্বীপে প্রচুর পরিমাণে বর্তমান আছে । এই সকল দ্বীপ

বিপ্রাণাং ব্রহ্মচর্যেণ সত্যেন চ দমেন চ ।
 আরোগ্যায়ুঃপ্রমাণাভ্যাং দ্বিগুণং দ্বিগুণং ততঃ
 এতে জনপদা বিপ্রা দ্বীপেষু তেষু সত্তমাঃ ।
 উক্তা জনপদা যেষু ধর্মশ্চৈকঃ প্রবর্ততে ॥ ৭০
 ঈশ্বরো দণ্ডমুদ্যম্য স্বয়মেব প্রজাপতিঃ ।
 দ্বীপানেতান্ মুনিবরা রক্ষন্তিষ্ঠতি সর্বদা ॥ ৭১
 স রাজা স শিবো বিপ্রাঃ স পিতা স পিতামহঃ
 গোপায়তি দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ প্রজাঃ স দ্বিজপণ্ডিতাঃ
 ভোজনমহ বিপেন্দ্রাঃ প্রজাঃ স্বয়মুপস্থিতম্ ।
 সিদ্ধমেব মহাভাগা ভুঞ্জতে তদ্ধি নিত্যদা ॥ ৭৩
 ততঃ পরং মহাশৈলো দৃষ্টতে লোকসম্বিতিঃ
 চতুরশ্রো মহাপ্রাজাঃ সর্বতঃ পরিমণ্ডলঃ ॥ ৭৪
 তত্র তিষ্ঠন্তি বিপ্রেন্দ্রাশ্চত্বারো লোকসম্বতাঃ ।
 দিগ্গজা হি মুনিশ্রেষ্ঠা বামনৈবাবতাদয়ঃ ॥ ৭৫
 সুপ্রতীকস্তথা বিপ্রাঃ প্রতিম্বকরটামুখাঃ ।
 তস্মাতঃ পরিমাণস্ত ন সন্ধ্যাতুমিহোৎসাহে ॥ ৭৬
 অসন্ধ্যাতঃ স নিত্যং হি তির্ধ্যা গৃহ্মমথস্তথা ।

বিপ্রাদিগের ব্রহ্মচর্য, সত্য, দম, এবং আরোগ্য ও আয়ুঃপ্রমাণে পর পর দ্বিগুণ । হে সত্তমগণ! সেই সকল দ্বীপে একই ধর্ম প্রবর্তিত আছে । দ্বীপ সকলের ও তত্রত্য জনপদনিচয়ের বিষয় এই কথিত হইল । হে মুনিবরগণ! প্রজাপতি ঈশ্বর স্বয়ংই সর্বদা দণ্ড উদাত করিয়া এই সকল দ্বীপ রক্ষা করেন । বিপ্রগণ! তিনিই রাজা, তিনিই শিব, তিনিই পিতামহ । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! তিনিই ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতাদি সমস্ত প্রজা প্রতিপালন করেন । হে মহাভাগ বিপ্রেন্দ্রগণ! তথায় সুসিদ্ধ ভোজ্য সকল স্বয়ংই উপস্থিত হয়, জনগণ প্রতিদিন তাহাই ভোজন করিয়া থাকে । হে মহাপ্রাজগণ! তৎপরে লোকমর্যাদা স্বরূপ চতুরশ্র সর্বতঃ মণ্ডলাকারে অবস্থিত মহাশৈল দৃষ্ট হয় । হে মুনিশ্রেষ্ঠ বিপ্রেন্দ্রগণ! তথায় বামন, ঐরাবত সুপ্রতীকাদি সপ্তমা মদম্বাবী লোকসম্বত দিগ্গজ-চতুষ্টয় বর্তমান আছে । আমি তাহার পরিমাণ করিতে উৎসাহ করি না । সেই পরতোত্তম

তত্র বৈ বায়বো বাস্তু দিগ্ভ্যাঃ স্ফীভ্য এব চ
 অসম্বন্ধা মুনিশ্রেষ্ঠাস্তারিগুরুস্থি তে গজাঃ ।
 পূকরৈঃ পদ্মসঙ্কটৈর্বির্কণ্ড স্ত মণ্ডপ্রভৈঃ ॥ ৭৮
 শতধা পুনবেবাণ্ড তে তান্মুখতি নিত্যধাঃ ।
 স্বসত্ত্বির্মুখনাসাভ্যাং দিগ্গজৈরহি মারুতাঃ ॥ ৭৯
 আগচ্ছন্তি দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তত্র তিষ্ঠন্তি বৈ প্রজাঃ ।
 বথোচ্ছন্তিঃ ময়া প্রোক্তং সনির্মাণমিদং জগৎ ॥
 জগদেদং পৃথিবীমানং পুণ্যদঞ্চ মনোহরুগম্ ।
 জীমান্তরতি বিপ্রেন্দ্রাঃ সিদ্ধার্থঃ সাধুসম্বতঃ ॥
 আয়ুর্লব্ধ কৌর্তিশ্চ তন্ত্র তেজশ্চ বর্দ্ধতে ॥ ৮২
 যঃ শৃণোতি সমাখ্যানং পর্বণীদং ধৃঃত্বতঃ ।
 জীয়েন্তে পিতরন্তস্ত তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৮৩
 ইতি জীপায়ে স্বর্গবণ্ডে ভূবর্ণনং
 নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

তির্যাক্, উর্দ্ধ ও অধোভাগের পরিমাণ-সংখ্যা
 করা যায় না। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! সেই উর্দ্ধম
 গজ সকল পদ্মসন্নিভ শুণ্ড দ্বারান্বিত আক-
 র্ষণ করে বলিয়া বায়ুসকল সর্বদিক্ হইতে
 সমাগত হইয়া তথায় প্রবাহিত হয়। আবাব
 সেই দিগ্গজগণ মুখ ও নাসিকা দ্বারা পুন-
 রায় যখন ভ্যাগ করে, তখন ঝটিতি সর্বদিকে
 প্রবাহিত হয়। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! তথায়
 নানা স্থান হইতে প্রজা সকল আগমনপূর্বক
 বাস করে। আমি এই নির্মাণপ্রণালী সহ
 জগতের বিষয় সংক্ষেপে কৌর্তন করিলাম।
 হে বিপ্রেন্দ্রগণ! পুণ্যদ মনোহরুগ পৃথিবী-
 পরিমাণ শ্রবণ করিয়া মানব জীমান, সিদ্ধার্থ
 ও সাধুসম্বত হয় এবং পরিভ্রাণ পায়; তাহার
 আয়ু, বল, তেজ ও কৌর্তি বর্দ্ধিত হয়। যে
 ব্যক্তি পর্বদিনে ব্রতধারণপূর্বক এই আখ্যান
 শ্রবণ করে, তাহার পিতৃ-পিতামহগণ জীতি
 লাভ করেন। ৬২—৮৩।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪।

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

অথ উচুঃ ।

পৃথিব্যা হি পরীমাণং সংস্থানং সন্নিবৃত্তত্বাৎ ।
 বস্তঃ জগদা মহাভাগ অমৃতং পীতমেব চ ॥ ১
 তত্র ভূমৌ চ তীর্থানি পাবনানীতি নঃ জ্ঞাতম্ ।
 আচক্ষু তানি সর্কানি যথাকলকরাণি চ ।
 সবিশেষং মহাপ্রাজ্ঞ জ্যোতুর্মিচ্ছামহে তব ॥ ২
 সূত উবাচ ।
 ধন্তং পুণ্যং মহাখ্যানং পৃষ্টমেব তপোধনাঃ ।
 যথামতি প্রবক্ষ্যামি যথাযোগং যথাক্রমতম্ ॥ ৩
 পুরাতনং প্রবক্ষ্যামি দেবর্ষেণারদন্ত হি ।
 যুধিষ্ঠিরেণ সংবাদং শৃণুত দ্বিজসন্তমাঃ ॥ ৪
 হুতরাজ্যাঃ পাণ্ডুপুত্রা বনে তস্মিন্মহারথাঃ ।
 নিবসন্তি মহাভাগা জ্যোপদাঃ সহ পাণ্ডবাঃ ॥ ৫
 অথাপঞ্জরায়স্থানং দেবর্ষিঃ তত্র নারদম্ ।
 দীপ্যমানং ত্রিধা ব্রাহ্ম্য দীপ্তারিসমতেজসম্ ॥

পঞ্চম অধ্যায় ।

অধিগণ বলিলেন,—হে মহাভাগ! তোমার
 নিকট পৃথিবীর পরিমাণ এবং সারৎ, সকলের
 সংস্থান শ্রবণ করিয়া অমৃতপানের জায় তৃপ্তি
 লাভ করিয়াছি। এই পৃথিবীতে অনেক
 পাবন তীর্থ আছে, ইহা শুনিয়াছি। এক্ষণে
 সেই সকলের বিষয় কলঙ্কতি অল্পসারে কৌর্তন
 কর। হে মহাপ্রাজ্ঞ। আমরা উহা তোমার
 নিকট সবিশেষ শুনিতে ইচ্ছা করি। সূত
 বলিলেন,—হে তপোধনগণ! আপনারা জীতি
 ধন্ত, পুণ্য, মহাখ্যান আমাকে প্রস্ত করিয়া-
 ছেন। তাহা আমি যেমন শুনিয়াছি, তদনু-
 ক্রম যৎযোগ্য ভাবে যথামতি বলিতেছি।
 দ্বিজসন্তমগণ! যুধিষ্ঠিরের সহিত দেবর্ষি
 নারদের যে পুরাতন সংবাদ হইয়াছিল, তাহা
 বলিতেছি, শ্রবণ করুন। মহাভাগ মহারথ
 পাণ্ডুপুত্রগণ হুতরাজ্য হইয়া যখন জ্যোপদীর
 সহিত বনে বাস করিতেছিলেন, তখন একদা
 তথায় ব্রাহ্ম্য জীতে দীপ্যমান দীপ্তারিসম

স তৈঃ পরিবৃতঃ স্রীমান্ ভ্রাতৃভিঃ কুরুনন্দনঃ ।
দিবি ভাতি হি দীপ্তোজা দেবৈরিব শতজতুঃ
যথা চ দেবান্ সাবিজী যাজ্ঞসেনৌ তথা পতীন্
ন জহৌ ধর্মতঃ পার্শ্বান্ মেকমর্কপ্রভা যথা ॥৮
প্রতিগৃহ্য ততঃ পূজাং নারদো ভগবানুবিঃ ।
আশ্বাসয়দ্ব্যপুং যুক্তরূপপ্রিয়েণ চ ॥ ৯
উবাচ চ মহাত্মানঃ ধর্মরাজঃ যুধিষ্ঠিরম্ ।
‘জাহি ধর্মভূতাং শ্রেষ্ঠ কিং প্রার্থ্য কিং

দদামি তে ॥ ১০

অথ ধর্মসুতো রাজা প্রণম্য ভ্রাতৃভিঃ সহ ।
উবাচ প্রাজ্ঞলিখিক্যং নারদং দেবসম্বিতম্ ॥ ১১
‘স্মরি তুষ্টে মহাভাগ সর্বলোকোত্তমপুজিতে ।
কৃতমিত্যেব মন্তো হি প্রসাদান্তব সূত্রত ॥ ১২
যদি স্বয়ামুগ্রাহোহস্মি ভ্রাতৃভিঃ সহিতোহনঘ
‘সন্দেহঃ মে মুনিশ্রেষ্ঠ হৃদিস্থং চ্ছেদ্যমুহসি ॥ ১৩
প্রদক্ষিণাং যঃ কুরুতে পৃথিবীং তীর্থতৎপরঃ ।

ভেজন্তৌ দেবসি নারদকে দেখিতে পাইলেন ।
সেই দীপ্তোজা স্রীমান্ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণে
পরিবৃত হইয়া স্বর্গস্থ দেবরাজের স্নান শোভা
হাঁইতেছিলেন । অর্কপ্রভা যেমন মেক
পর্কতকে কখনও ত্যাগ করে না, তজ্জপ
সাবিজী সদ্গুণী সেই যাজ্ঞসেনৌ সেই দেবতুল্য
পার্শ্বপতিগণকে ধর্মতঃ ত্যাগ করেন নাই ।
ভগবান্ নারদ ঋষি তাঁহাদের নিকট যথোপ-
যুক্ত পূজা গ্রহণ করিয়া যুক্তিযুক্ত অথচ প্রিয়
বাক্যে ধর্মপুত্রকে আশ্বাসিত করিলেন এবং
ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,—হে ধার্মিক-
প্রবর ! তোমার প্রার্থনীয় কি ? তোমাকে
কি দিব ? অনন্তর ধর্মসুত রাজা যুধিষ্ঠির
ভ্রাতৃগণ সহ প্রণতিপূর্বক কৃতাজলি সহকারে
‘দেবসম্বিত নারদকে’ এই বাক্য বলিলেন ।
—হে সূত্রত মহাভাগ ! সর্বলোকোত্তমপুজিত
আপনি তুষ্ট হইয়াছেন, সূত্রতা আপনার
প্রসাদে আমার সকলই যেন সম্পন্ন হই-
য়াছে ; মনে কষ্ট । হে অনঘ মুনিশ্রেষ্ঠ !
আমি যদি ভ্রাতৃগণ সহ আপনার অমুগ্রাহ
হইয়া থাকি তবে আমার হৃদয়স্থিত একটী

কিং ফলং তন্ত্ কাংক্ষ্যেয়ং তদ্ব্রহ্মীন্ বক্তুমুহসি
নারদ উবাচ ।

পূণ্ণ রাজস্রবহিতো দিলীপেন যথ পুরা ।
বসিষ্ঠস্ত সকাশাধৈ সর্বমেতদুপজতম্ ॥ ১৫
পুরা ভাগীরথীতীরে দিলীপো রাজসন্তমঃ ।
ধর্ম্যঃ ব্রতং সমাশ্রায় শ্রবসমুনিবস্তদা ॥ ১৬
শুভে দেশে মহারাজ পুণ্যে দেববিপুজিতে ।
গঙ্গাধারে মহাতেজা দেবগন্ধর্বসেবিতো ॥ ১৭
স পিতৃঃশতর্ণয়ামাস দেবাংশ্চ পরমহুতিঃ ।
ঋষীংশ্চ তর্ণয়ামাস বিধিদৃষ্টেন কর্মণা ॥ ১৮
কশ্চচিবধ কালস্ত জপদেব মহামনাঃ ।
দদর্শ ভূতসঙ্কাশং বসিষ্ঠমুষিমুস্তমম্ ॥ ১৯
পুরোহিতং স তং দৃষ্ট্বা দীপ্যমানামব জিয়া ।
প্রহর্মমতুলং গেভে বিশ্বম্যং পরমং যযৌ ॥ ২০
উপাশ্রুতং মহারাজ পূজয়ামাস ভাতে ।
স হি ধর্মভূতাং শ্রেষ্ঠে বিধিদৃষ্টেন কর্মণা ॥ ২১

সন্দেহ ছেদন করা আপনার কর্তব্য হই-
তেছে । হে ব্রহ্মন ! যে তীর্থতৎপর ব্যক্তি
পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, তাহার কি ফল
লাভ হয়, তাহা আপনি সম্যকরূপে বলুন ।
১—১৪ । নারদ বলিলেন,—হে রাজন !
পুরাকালে বসিষ্ঠের নিকট হইতে রাজসন্তম
দিলীপ এ বিষয় সম্পূর্ণরূপে যেমন শুনিয়া-
ছিলেন, আমি তাহা বলিতেছি ; আপনি
অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন । পূর্বকালে
রাজসন্তম দিলীপ ভাগীরথীতীরে ধর্ম্য ব্রত
ধারণপূর্বক মুনিবৎ অবস্থিত ছিলেন । হে
মহারাজ ! সেই মহাতেজা পরমহুতি দিলীপ
দেববিগণপুজিত পুণ্য শুভ দেবগন্ধর্বসেবিত
গঙ্গাধারে অবস্থানপূর্বক বিধিবিহিত কর্ম
দ্বারা পিতৃগণ, দেবগণ ও ঋষিগণের তর্ণন
করিলেন । অনন্তর এক দিন তিনি জপ
করিতে করিতে ভূতসঙ্কাশ শ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠ
ঋষিকে দেখিলেন । তিনি দেহকান্তিতে
দীপ্যমান পুরোহিত সেই বসিষ্ঠকে উপাশ্রুত
দেখিয়া অতুল আনন্দ লাভ করিলেন এবং
অতিশয় বিস্মিত হইলেন । হে ভারত মহা-

শিরসা চার্ঘ্যাদায় শুচিঃ প্রযতমানসঃ ।
নাম সঙ্কীর্ণ্যামাস তস্মিন ব্রহ্মবিস্তম্ ॥ ২২
দিলীপোহংস্থ ভদ্রং তে দাসৌহস্মি তব সুব্রত
তব সন্দর্শনাৎ ব মুক্তোহং সর্বাঙ্কলিষে ॥ ২৩
এবমুক্তা মহারাজ দিলীপো দ্বিপদাং বরঃ ।
বাগ্‌যতঃ শ্রাজ্জগিত্ত্বা ত্বয়ীমাসীদৃগ্‌বস্তিরঃ ॥ ২৪
তং দৃষ্ট্বা নিয়মেনাথ স্বাধ্যায়েন চ কথিতম্ ।
দিলীপঃ নৃপতিশ্রেষ্ঠঃ মুনিঃ প্রীতমনাভবৎ ॥ ২৫
বসিষ্ঠ উবাচ ।

অনেন তব ধর্ম্মজ্ঞ প্রশ্নয়েৎ দধেন চ ।
সত্যেন চ মহাভাগ তুষ্টৌহস্মি তব সর্ম্মণঃ ॥ ২৬
যশ্চেদৃশস্তে ধর্ম্মোহয়ং পিতবস্তু রিতাস্থয়া ।
তেন পশ্যসি মাং পুং রাজ্যচ্যাসি মমানঘ ॥ ২৭
প্রীতির্মে বর্জ্যেতে তেহদা ক্রহি কিং কববাণি তে
যদ্ব্যাসি নরশ্রেষ্ঠ তত্ত্বা দাতাস্মি তেহনঘ ॥ ২৮

রাজ! পরে ধর্ম্মজ্ঞ শ্রেষ্ঠ সেই দিলীপ বিহিত
বিধানে তাঁহাকে পূজা করিলেন। তিনি শুচি
ও প্রযতচিত্তে সেই ব্রহ্মবিস্তমসমূহে নিজ
মস্তকে অর্ঘ্য ধারণপূর্বক বলিলেন,—হে
সুব্রত! আমি দিলীপ, আপনার দাস,
আপনার মঙ্গল হউক; আপনার দর্শনেই
আমি সর্ব পাপ হইতে মুক্ত হইলাম। হে
মহারাজ যুধিষ্ঠির! দ্বিপদবর দিলীপ এই
কথা বলিয়া অঞ্জলি বন্ধনপূর্বক মৌনবল্লভন
করিয়া রহিলেন। মুনি সেই নৃপতিশ্রেষ্ঠ
দিলীপকে নিয়ম ও স্বাধ্যায় দ্বারা কৃশ দেখিয়া
প্রীতমনা হইলেন। বসিষ্ঠ বলিলেন,—হে
মহাভাগ ধর্ম্মজ্ঞ! আমি তোমার এই বিনয়
দম ও সত্য দ্বারা সন্তোষিত হইয়াছি।
হে অনঘ পুত্র! তোমার উদৃশ্য ধর্ম্মাঙ্গুষ্ঠানে
পিতৃগণ তারিত হইয়াছেন, তজ্জন্তই তুমি
আমাকে দেখিতে পাইলে। এক্ষণে তুমি
আমার যাজ্ঞ্য হইয়াছ। অদ্য আমার প্রীতি
বর্জিত হইতেছে; অতএব তুমি বল, তোমার
কে ন কাণ্ড্য করিব? হে অনঘ নরশ্রেষ্ঠ!
তুমি যাঁহা বলিবে, আমি তাহাই তোমাকে
দিব। দিলীপ বলিলেন,—হে প্রভু বসিষ্ঠ!

দিলীপ উবাচ ।

প্রীতে হ্যয় বসিষ্ঠাদ্যু সর্বলোকান্তিপূজিতে ।
কৃতমিতোব মত্তে হি যদহঃ পৃষ্টবান্ প্রভু ॥ ২৯
যদি ব্রহ্মহুগ্রাহতব ধর্ম্মভূতাং বর ।

বক্ষ্যামি হংস্থঃ সন্দেহঃ তন্মে হং বক্তুমহসি ।
অস্তি মে ভগবন কীর্তীর্থতোয়া ধর্ম্মসংশয়ঃ ।
তদহং শ্রোতুমচ্ছামি পৃথক্ সঙ্কীর্তনং ত্বয়া ॥ ৩১
প্রদক্ষিণঃ যঃ পৃথিবীং করোতি দ্বিজসত্তম ।
কিং ফলং তস্য প্রিপ্রবে তন্মে ক্রহি তপোধন ।

বসিষ্ঠ উবাচ ।

কথয়িষ্যামি তদহমুবাণং যৎ পরায়ণম্ ।
তদেকাগ্রমনান্তাত শূণ্ণ তীর্থেষু যৎ ফলম্ ॥ ৩৩
যত্র হস্তৌ চ পাদৌ চ মনশ্চৈব সুসংযতম্ ।
বিদ্যা তপশ্চ কীর্তিঞ্চ স তীর্থকলমশ্রুতে ॥ ৩৪
প্রতিগ্রহাদুপারতা সম্বন্ধো নিয়তঃ শুচিঃ ।
অহঙ্কাবনিবৃত্তশ্চ স তীর্থকলমশ্রুতে ॥ ৩৫
অকল্লিকা নিরাহারো লকাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ

আপনি যখন অদ্য প্রীত হইয়াছেন, তখন
আমি যাঁহা প্রশ্ন করিব, তাঁহা যেন সম্পূর্ণ
হইয়াছে বলিয়াই মনে করি! হে ধর্ম্মভূতাং!
যদি আমি আপনার অহুগ্রহযোগ্য হই,
তবে আমার হৃদয়ই যে সন্দেহটী আছে,
তাঁহা বলিতেছি, আপনি তাঁহার প্রত্যুত্তর
বলুন। হে ভগবন! তীর্থ সকলের সম্বন্ধে
আমার মহান ধর্ম্ম-সংশয় আছে, অতএব
তদ্বষয় পৃথক্ পৃথক্ কীর্তন করুন; আমি
শুনিতে ইচ্ছা করি। হে দ্বিজসত্তম! যে
ব্যক্তি পৃথিবীর প্রদক্ষিণ করে, হে তপোধন
বিপ্রবে! তাঁহার কি ফল লাভ হয়, তাঁহা
আমাকে বলুন। ১৫—৩২। বসিষ্ঠ বলি-
লেন,—হে তাত! তুমি একাগ্র মনে অবগু-
কর। ঋষিদিগের যাঁহা পরায়ণ, সেই তীর্থ
সকলের ফল আমি বলিতেছি। যাঁহা
হস্তদ্বয়, পাদদ্বয়, ও মন সুসংযত এবং বিদ্যা
তপশ্চ ও কীর্তি আছে, সে ব্যক্তিই তীর্থকল
লাভ করে। যে ব্যক্তি প্রতিগ্রহ হইতে
নিবৃত্ত, সম্বৃত্তচেতা, সংযমযুক্ত, শুচি ও অহ-
ঙ্কারবিহীন, সে তীর্থকল পায়। যে ব্যক্তি

বিমুক্তঃ সৰ্বদোষৈৰ্ঘঃ স তীৰ্থকলমশুভে ॥ ৩৬
অক্রোধনশ্চ রাজেন্দ্র সত্যশীলো দৃঢ়ব্রতঃ ।
অশ্বোপমশ্চ ভূতেনু স তীৰ্থকলমশুভে ॥ ৩৭
ঋষিভিঃ ক্রতবঃ প্রোক্তা দেবেষু যথাক্রমম্
কলৈৰ্ধেব যথাভবঃ প্রেতা চেহ চ সৰ্বশঃ ॥ ৩৮
ন তে শক্যা দরিদ্রেণ যজ্ঞাঃ প্রাপ্তুং মহাপতে
বহুপকরণা যজ্ঞা নানাসম্ভারবিস্তরাঃ ॥ ৩৯
প্রাপ্যন্তে পার্থিবৈরেকৈ সমুদৈৰ্বা নরৈঃ কচিৎ
ন নিরুদৈর্নরগণৈরেকাক্ষভিরসাবনৈঃ ॥ ৪০
যো করিদ্ভোপি বিধিঃ শাখ্যঃ প্রাপ্তুং জনেশ্বর
তুল্যো যজ্ঞকুলৈঃ পুণ্যৈস্তং নিবোধ মহাপতে
ঋষীণাং পরমং গুহ্যমিদং ধর্মভূতাং বর ।
তীৰ্থাভিগমনং পুণ্যং যজ্ঞেরপি বিশিষাতে ॥ ৪১
অহ্মাশোষা ত্রিরাত্রাণি তীৰ্থাভিগমনেন চ ।
অদ্বা কাঞ্চনং গাশ্চ দরিদ্রো নাম জায়তে ॥
অগ্নিষ্টোমাদিভির্ঘজৈবিত্ত্বা বিপুলদক্ষিণৈঃ ।

কাপট্যরহিত, স্বল্পাধারী, অযাচিতাহারী,
জিতেন্দ্রিয় এবং সৰ্বদোষমুক্ত, সে তীর্থকল
পায়। হে রাজেন্দ্র! যে ব্যক্তি অক্রোধী,
সত্যবাদী, দৃঢ়ব্রত এবং সমভূতে আকৃত্য
সে তীর্থকল পায়। ঋষিগণ
দেবতা ও মানবগণের জন্ত নানা যজ্ঞের
বিধান এবং ইহপর উভয়লোকে উগ্গাদের
সমস্ত কল যথাক্রমে যথায়থরূপে বলিয়াছেন,
কিন্তু হে মহাপতে! ঐ সকল যজ্ঞ বহুপ-
করণযুক্ত এবং নানাসম্ভারসম্বিত, সুতরাং
দরিদ্র ব্যক্তি উহার অল্পটান করিতে সক্ষম
হয় না। সমুদ্র মানব অথবা রাজগণই
উহার অল্পটান করিতে সক্ষম। সম্ভার-
সংগ্রহীনির্জন নরগণ একাগ্রচিত্ত হইলেও
কোন ক্রমে তাহাদের সঞ্চয় নাই।
হে জনেশ্বর! দরিদ্রেও যাহার অল্পটান
করিতে পারে, অথচ যাহা যজ্ঞকলের তুল্য
পুণ্যকলপ্রদ, হে মহাপতে! তাহা অবধারণ
কর। হে ধর্মভূত! এই পুণ্যপ্রদ তীৰ্থাভি-
গমন ঋষিদিগের পরম গোপ্য বিষয়; ইহা
বল্য অপেক্ষাও বিশিষ্ট কলপ্রদ। তীর্থে

ন তৎ কলমবাপ্নোতি তীৰ্থাভিগমনেন যৎ ॥
নুলোকে দেবলোকস্তা তীর্থঃ ত্রৈলোক্যাবিস্কৃতম্
পুন্সরং তীর্থমাসাদ্য দেবদেবসমো ভবেৎ ॥ ৪৫
দশকোটিসহস্রাণি তীর্থানঃ বৈ মহাপতে ।
সারিধ্যং পুন্সরে যেযাং ত্রিসন্ধ্যাং সূর্য্যবংশজ ॥
আদিতাঃ বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যাশ্চ সমরুপগাঃ ।
গন্ধর্বাশ্চ পুন্সরে তত্র সন্নিহিতাঃ প্রভো ॥ ৪৭
যত্র দেবাস্তপস্তপ্ত্বা দৈত্যা ব্রহ্মর্ষয়স্তথা ।
দিব্যাযোগা মহারাজ পুণ্যেন মহতা ধিজাঃ ॥ ৪৮
মনসাপ্যভিকামস্ত পুন্সরাণি মনোযিণঃ ।
পুনাস্ত সঙ্গপাপান নাকৃপুষ্ঠে ন পূজাতে ॥ ৪৯
অশ্মিন্তীর্থং মহাভাগ নিত্যমেব পিতামহঃ ।
উবাস পরমজীতো দেবদানবসম্মতঃ ॥ ৫০
পুন্সরেব মহাভাগ দেবাঃ সর্ঘ্যপুরোগমাঃ ।
সিকিঁ পরমিকান্ ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যেন মহতাধিতাঃ

গমনপূর্ব্বক ত্রিরাত্র উপবাস ও কাঞ্চন এবং
গোদান না করিলে দরিদ্র হইয়া জন্ম
গ্রহণ করে। তীৰ্থাভিগমনে যে কল হয়,
বিপুল দক্ষিণাবুক্ত অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞাভুটান
করিলেও তাদৃশ কল হয় না। নুলোকে
অবস্থিত ত্রৈলোক্যাবিস্খাত দেবলোকের তীর্থ
পুন্সরতীর্থে গমন করিয়া মাত্র দেবদেব হয়।
হে সূর্য্যবংশজ মহাপতে! পুন্সরে ত্রিসন্ধ্যায়
দশকোটি সহস্র তীর্থেব সারিধ্য হইয়া
থাকে। হে প্রভো! আদিতা, বসু, রুদ্র,
সাধ্য, মরুৎ, গন্ধর্বা ও অপ্সরোগণ সকলেই
তথায় নিয়ত সন্নিহিত থাকেন। হে মহারাজ!
তথায় দেব, দৈত্য, ব্রহ্মর্ষি ও দ্বিজ সকল
তপস্ত্রাহটান দ্বারা মহাপুণ্যো দিব্যাযোগ লাভ
করিয়াছেন। যদি কেহ মনে মনেও পুন্সরে
যাইতে অভিলাষ করে, তবে সেই মনোযী
ব্যক্তি সঙ্গপাপ হইতে মুক্ত হয় এবং স্বর্গ-
ধামে পূজিত হইয়া থাকে। ৩৩—৪৯।
হে মহাভাগ! এই তীর্থে দেবদানবসম্মত
পিতামহ পরমজীত চিত্তে নিত্য বাস করেন।
হে মহাভাগ! পুন্সরে দেবগণ ও ঋষিগণ
মহাপুণ্যসম্বিত হইয়া পরমা সিদ্ধি লাভ

তত্রাতিবেকঃ যঃ কুৰ্ব্বাৎ পিতৃদেবার্চনে রতঃ
 অশ্বমেধাদশগুণং প্রবদন্তি মনোযিগঃ । ৫২
 অপ্যেকঃ ভোজয়েদ্বিপ্রাং পুঙ্করায়ণ্যাম্ভিতঃ ।
 তেনাপ্নোত্যজিতান্নৌকান্ ব্রহ্মণঃ সদনেস্থিতান
 সাযং প্রাতঃ স্নেদেদ্বশ পুঙ্করানি কৃতাজলিঃ ।
 উপস্পৃষ্টং ভবেত্তেন সৰ্ব্বভৌর্থে পৃথিবী ॥ ৫৪
 জয়প্রভৃতি ৪৭ পাপং দ্বিগুণং বা পুঙ্করম্ভ বা ।
 পুঙ্করে গতমাত্রস্ত সৰ্বমেব প্রপত্তি ॥ ৫৫
 বধা সুরাণাং সৰ্ব্বেযামাদিত্য মধুসূদনঃ ।
 তথৈব পুঙ্করঃ রাজ্যস্তীৰ্ণান্যাদিকৃত্যতে ॥ ৫৬
 উষ্ট্রঃ স্বাদশবর্ষানি পুঙ্করে নিয়তঃ স্ততিঃ ।
 ক্রতুং সৰ্বানবাপ্নোতি ব্রহ্মলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥
 স্বত্ব বর্ষশতং পূর্ণমগ্নিহোত্রমুপাচরেৎ ।
 কার্ত্তিকীঃ বা বসেদেকাং পুঙ্করে সময়েব তৎ ॥
 হুঙ্করং পুঙ্করং গচ্ছতঃ হুঙ্করং পুঙ্করে তপঃ ।
 হুঙ্করং পুঙ্করে দানং বস্ত্রং চৈব সুহুঙ্করম্ ॥ ৫৯

করিয়াছেন। পিতৃ-দেবার্চনে রত ব্যক্তি
 ভাষায় জান করিলে অশ্বমেধ অপেকা দশগুণ
 অধিক পুণ্য লাভ করে। মনোযিগণ এইরূপ
 বলিয়া থাকেন। পুঙ্করায়ণ্যে একটা ভ্রাম্মণকে
 ভোজন করাইলে, সেই ফলে ব্রহ্মসদনস্থিত
 অজিত লোক প্রাপ্ত হয়। হে পৃথিবী! যে
 ব্যক্তি সাযংকালে ও প্রাতঃকালে করযোড়ে
 পুঙ্করের স্নেদন করে, তাহার সৰ্ব্বভৌর্থে আচ-
 মনেন্দ্র ফল লাভ হয়। কি স্ত্রী, কি পুঙ্কর,
 সকলেরই পুঙ্করে গমন মাত্র অজন্মকৃত পাপ
 সমস্ত প্রনষ্ট হয়। রাজন! মধুসূদন যেমন
 দেবতাদিগের আদি, তেমনি পুঙ্করও সকল
 ভৌর্থে আদি বলিয়া কথিত। শুচি এবং
 সংযতচিত্ত হইয়া স্বাদশবর্ষ পুঙ্করে বাস করিলে
 সৰ্ব্বযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় এবং ব্রহ্মলোকে
 গমন করে। যে ব্যক্তি পূর্ণ শত বর্ষ অগ্নি-
 হোত্র পালন করে, আর যে পুঙ্করে কার্ত্তিকী
 (কৃত্তিকানক্ষত্রযুক্ত উত্তর-সমষ্টি) রাত্রি মাত্র
 বাস করে, এতদুভয়ের ফল তুগুণ্য। পুঙ্করে
 গমন করা হুঙ্কর, পুঙ্করে তপস্করণ হুঙ্কর,
 পুঙ্করে দান করাও হুঙ্কর; আর বাস করা

জৌনি শূকানি শুভাগ্নি জৌনি প্রসবণানি চ ।
 পুঙ্করাণ্যাদিতীর্ধানি ন বিদ্যন্ত্যত্র কার্ণবম্ ॥ ৬০
 উষ্ট্রঃ স্বাদশ বর্ষানি নিয়তো নিয়তাননঃ ।
 স যুক্তঃ সৰ্ব্বপাপেভ্যঃ সৰ্ব্বকৃত্তফলং লভেৎ ॥
 ইতি জীর্ণায়ৈ স্বর্গধণ্ডে পুঙ্করভৌর্থেমহাশ্রাবণন-
 নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

প্রদক্ষিণমুপারুস্তো জম্বুমাগঃ সমাবিশেৎ ॥ ১
 জম্বুমার্গঃ সমাবিশ্য পিতৃদেবর্ষিপূজিতম্ ।
 অশ্বমেধমবাপ্নোতি বিষ্ণুলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ২
 তত্রোষ্য রজনীঃ পঞ্চ বর্ষে কালেহম্বু বহ্নয়ঃ ।
 ন হুর্গতিমবাপ্নোতি সিদ্ধিলাপ্নোত্যম্বুস্তমাম্ ॥
 জম্বুমার্গাহুপারুস্তো গচ্ছেত্তুগুলিকাশ্রমম্ ।
 ন হুর্গতিমবাপ্নোতি স্বর্গলোকে চ পূজ্যতে ॥ ৪
 অগস্ত্যাশ্রমমাসাদ্য পিতৃদেবার্চনে রতঃ ।

সু-হুঙ্কর। পুঙ্কর আদি ভৌর্থে; উহার তিনটি
 শব্দ শুভ, তিনটি শব্দ প্রসবণযুক্ত; ইহার
 কারণ বুঝিতে পারি না। যদি কেহ স্নেদন
 ও সংযতাহার ইইয়া স্বাদশ বর্ষ পুঙ্করে বাস
 করে, তবে সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়।
 সকল ক্রতুর ফল লাভ করে। ৫০—৬১।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

বসিষ্ট বলিলেন, মানব পৃথিবীপ্রদক্ষিণে
 প্রবৃত্ত হইয়া জম্বুমার্গে প্রবিষ্ট হইবে। দেব-
 ঋষিপূজিত জম্বুমার্গে প্রবিষ্ট হইলে অশ্ব-
 মেধ যজ্ঞের ফল পায় এবং বিষ্ণুলোকে গমন
 করে। তথায় ষষ্ঠ কালে আহার করত
 পঞ্চ রজনী বাস করিলে, মানব হুর্গতি প্রাপ্ত
 হয় না এবং অত্যন্তমো সিদ্ধি লাভ করে।
 জম্বুমার্গ হইতে তুগুলিকাশ্রমে যাইবে
 তাহা হইলে হুর্গতি প্রাপ্ত হইবে না এবং
 স্বর্গলোকে পূজিত হইবে। হে রাজন!

ত্রিরাড্রোপোসিতো রাজরয়িষ্টোমকলং লভেৎ
শাকুন্তিঃ কলৈবাপি কেদারং বিকতে পবম্ ।
কস্তাশ্রমং সমাসাদ্য ত্রিপুরং লোকপুজিতম্ ॥ ৬
ধর্ম্মারণ্যং হি তৎ পুণ্যমাদ্যক পার্শ্ববর্ষত ।
যজ্ঞ প্রবিষ্টমাত্রো বৈ পাপেভ্যো বিপ্রমুচ্যতে ॥
অর্চয়িত্বা পিতৃন দেবান্নিয়তো নিয়তাননঃ ।
সর্বকামসমৃদ্ধস্ত যজ্ঞস্ত ফলমশ্নুতে ॥ ৮
প্রদক্ষিণং ততঃ কৃত্বা যযাতিপতনং ব্রজেৎ ।
হয়মেধস্ত যজ্ঞস্ত ফলং প্রাপ্নোতি তত্র বৈ ॥ ৯
মহাকালং ততো গচ্ছেন্নিয়তো নিয়তাননঃ ।
কৌটিতীর্থমুপস্পৃশ্য হয়মেধকলং লভেৎ ॥ ১০
ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজঃ স্থানং তীর্থমুপপতেঃ ।
নায়া ভদ্রবটং নাম ত্রিষু লোকেষু বিজ্ঞতম্ ॥ ১১
ভদ্রাভিগম্যা স্বীশানং গোসহস্রকলং লভেৎ ।
মহাদেবপ্রসাদাচ্চ গাণপত্যমবাধুয়াৎ ॥ ১২
সমৃদ্ধমসপত্রস্ত ত্রিষা যুক্তং নরোত্তম ॥ ১৩
নশ্বদাস্ত সমাসাদ্য নদীং ত্রৈলোক্যবিজ্ঞতাম্ ।

অগস্ত্যাশ্রমে আসিয়া পিতৃদেবার্চনে ব্রত
হইয়া ত্রিরাড্র উপবাস করিলে অগ্নিষ্টোম
যজ্ঞের ফল লাভ করিবে । ত্রীসম ব্রত
লোকপুজিত কস্তাশ্রম প্রাপ্ত হইয়া শাক বা
কল ভোজনপুঙ্ক ব্রহ্মচর্য্য করিলে মুক্তি
লাভ হয় । হে পার্শ্ববর্ষত ! উক্ত আশ্রমই
ধর্ম্মারণ্য পুণ্য ও সর্বোত্তম ! তথায় প্রবেশ
মাত্রই পাপ হইতে মুক্ত হয় । সযত ও
সংযত হইয়া তথায় পিতৃ ও দেবগণের
অর্চনা করিলে সর্বকামসমৃদ্ধ যজ্ঞের ফল
প্রাপ্ত হয় । অনন্তর নিয়ত ও নিয়তানন
হইয়া মহাকাল তীর্থে যাইবে । তাহাতে
কৌটিতীর্থে আচমন এবং অবমেধ যজ্ঞ
করার ফল প্রাপ্ত হয় । অনন্তর ধর্ম্মজ
উপপতের বাসস্থান ত্রৈলোক্যবিজ্ঞত ভদ্রবট
নামে তীর্থে যাইবে । তথায় ঈশান দেবের
নিকট যাইয়া সহস্র গোদানের ফল লাভ
করিবে, আর মহাদেবের প্রসাদে গাণপত্য
পদ লাভ করিতে পারিবে । হে নরোত্তম !
উহা সমৃদ্ধ অসপত্র ও ত্রীসমব্রত । ত্রৈলোক্য-

তর্পয়িত্বা পিতৃন দেবান্নিয়ষ্টোমকলং লভেৎ ॥ ১৪
বৃধষ্টির উবাচ ।
বসিষ্ঠেন দিলীপায় কথিতং তীর্থমুত্তমম্ ।
নশ্বদেতি চ বিখ্যাতং পাপপঞ্চদশারমম্ ॥ ১৫
ভৃশ্চ শ্রোতুমিচ্ছামি তমে কথয় নারদ ।
নশ্বদায়াঃ মহাশ্রম্যং বসিষ্ঠোক্তং দ্বিজোত্তম ॥
কথমেবা মহাপুণ্য্য নদী সর্বত্র বিজ্ঞতা ।
নশ্বদা নাম বিখ্যাতা তয়ম ক্রাই নারদ ॥ ১৭
নারদ উবাচ ।
নশ্বদা সবিভাং শ্রেষ্ঠা সঙ্গপাপ প্রণাশিনী ।
তাংয়েৎ সর্বভূতানি স্বাবরাণি চরাণি চ ॥ ১৮
নশ্বদায়াস্ত মাহ শ্রম্যং বসিষ্ঠোক্তং যদা শ্রুতম্ ।
তদেতদ্ধি মহারাজ সর্বং হি কথয়ামি তে ॥ ১৯
পুণ্য্য কনথলে গঙ্গা কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী ।
গ্রামে বা যদি বারণো পুণ্য্য সর্বত্র নশ্বদা ॥ ২০
ত্রিভিঃ সারস্বতং তোয়ং সপ্তাশেন তু যামুং ॥
সদ্যঃ পুণ্যতি গাঙ্গেয়ং দর্শনাদেব নার্দ্যম্ ॥ ২১

বিজ্ঞতা নশ্বদায় গমনপুঙ্ক পিতৃ ও দেব-
গণের তর্পণ করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল
প্রাপ্ত হয় । ১—১৪ । বৃধষ্টির বলিলেন,—
হে নারদ ! পাপপঞ্চদশারম নশ্বদা নামে
বিখ্যাত তীর্থের মাহাশ্রম্য দিলীপের নিকটে
বসিষ্ঠ বাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমি
বিস্তররূপে শুনে ইচ্ছা করি ; তে দ্বিজো-
ত্তম ! আপনি সেই বসিষ্ঠোক্ত নশ্বদামাহাশ্রম্য
কীর্তন করুন । হে নারদ ! এই পুণ্য্য নদী
কিরূপে সর্বলোকে বিজ্ঞতা হইল, আর
কেনই বা নশ্বদা নামে বিখ্যাতা হইল, তাহা
আমাকে বলুন । ১৫—১৭ । নারদ বলি-
লেন,—নশ্বদা সবিৎসমূহের শ্রেষ্ঠা, সর্বপ-
প্রণাশিনী । ইনি স্বাবর জন্ম সর্বভূতের
জ্ঞান করেন । হে মহারাজ ! বসিষ্ঠোক্ত
নশ্বদামাহাশ্রম্য আমি যেমন শুনিয়াছি, সেই
সমস্তই এই তোমার নিকট বলিতেছি ।
গঙ্গা কনথলেই পুণ্য্য, সরস্বতী কুরু-
ক্ষেত্রেই পুণ্য্য, কিন্তু নশ্বদা গ্রামেই হউক
বা অরণ্যেই হউক, সর্বত্রই পুণ্য্য । সরস্বতীর

কলিঙ্গদেশে পশ্চাদ্ধে পৰ্বতেঃমরকটক্ষে ।
 পুণ্যা চ ত্রিষু লোকেষু রমণীয়া মনোরমা ॥২২
 সন্দেবাসুরগন্ধৰ্বা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ।
 তপস্তপ্তা মহারাজ সিদ্ধিঞ্চ পরমাং গতাঃ ॥২৩
 তত্র স্নাত্বা মহারাজ নিয়মস্থো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
 উপোষ্য রজনীমেকাং কুলানাং তারয়েচ্ছতম্
 জনেশ্বরে নরঃ স্নাত্বা পিণ্ডং দধা যথাবিধি ।
 পিতরস্তস্মৈ তৃপ্যন্তি যাবদাভূতসংপ্রবম্ ॥২৫
 পৰ্বতস্ত সমস্তান্তু রুদ্রকোটিঃ প্রতিষ্ঠিতা ।
 স্নানং যঃ কুরুতে তত্র গন্ধমালাবুলেপনম্ ॥২৬
 প্রীতস্তস্মৈ ভবেৎ সৰ্ব্বো রুদ্রকোটিন্ সংশয়ঃ ।
 পৰ্বতে পশ্চিমশান্ত্রে স্বয়ং দেবো মহেশ্বরঃ ॥২৭
 তত্র স্নাত্বা ভূচিৰ্ভূত্বা ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
 পিতৃকাষ্ঠান্ত কুৰ্ব্বীত বিধিদৃষ্টেন কৰ্ম্মণা ॥ ২৮
 তিলোদকেন তত্রৈব তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ ॥

জল তিন দিনে, যমুনার জল সাত দিনে,
 গন্ধার জল সদা, আর নৰ্ম্মদার জল দর্শন
 স্নাত্বই পবিত্র করিয়া থাকে । কলিঙ্গ দেশের
 পশ্চাদ্ভাগে এবং অমরকটক পৰ্বতে
 রমণীয়া মনোরমা নৰ্ম্মদা ত্রিলোকপাবনী ।
 হে মহারাজ! তথায় দেখ, অশ্বা, গন্ধৰ্ব
 এবং তপোধন ঋষিগণ তপস্তা করিয়া পরমা
 সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন । হে মহারাজ!
 সেখানে নিয়মস্থ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া এক
 রাত্রি বাস করত শত কুলের পরিভ্রাণ করে ।
 মর জনেশ্বর তীর্থে স্নান কর্ক যথাবিধি
 পিণ্ডদান করিলে তাহার পিতৃলোক মধা-
 প্রলয় পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন । পৰ্বতের
 চতুর্পার্শ্বে রুদ্রকোটী (কোটি শিবলিঙ্গ)
 প্রতিষ্ঠিত আছে, যে ব্যক্তি তথায় স্নান
 করত গন্ধ-মালাবুলেপনে রুদ্রকোটির
 পূজা করে, তাহার প্রতি রুদ্র প্রীত হন ;
 সন্দেহ নাই । পৰ্বতের পশ্চিমদিকের শেষ-
 ভাগে স্বয়ং দেব মহেশ্বর বিরাজিত আছেন ।
 তথায় স্নানপূর্বক শুচি, ব্রহ্মচারী ও জিতে-
 ন্দ্রিয় হইয়া বিহিত বিধানে পিতৃকৰ্ম্মের অমু-
 ঠান করিবে । তথায় তিলোদক দ্বারা পিতৃ-

আসপ্তমং কুলং তস্য স্বর্গে তিষ্ঠতি পাণ্ডব ।
 যষ্টিবর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৩০
 অপ্সরোগণসঙ্কীর্ণো দিব্যাস্ত্রীপরিবারিতঃ ।
 দিব্যগন্ধাভুলিপ্তশ্চ দিব্যালঙ্কারভূষিতঃ ॥ ৩১
 ততঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টো জায়তে বিপুলে কূলে ।
 ধনবান্ দানশীলশ্চ ধার্ম্মিকশ্চৈব জায়তে ॥ ৩২
 পুনঃ স্মরতি ততীর্থং গমনং তত্র কুৰ্ব্বতে ।
 তারয়িত্বা কুলান সপ্ত রুদ্রলোকং স গচ্ছতি ॥
 যোজনানান্ শতং সাগ্ৰং জায়তে সরিতোত্তমা
 বিস্তারেষ তু রাজেন্দ্র যোজনদ্বয়মন্তরম্ ॥ ৩৪
 যষ্টিস্তীর্থসহস্রাণি যষ্টিঃ কোট্যন্তর্থেষ চ ।
 পৰ্বতস্ত সমস্তান্তু তিষ্ঠন্ত্যমরকটক্ষে ॥ ৩৫
 ব্রহ্মচারী ভূচিৰ্ভূত্বা জিতকোষো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
 সৰ্ব্বহিংসানিবৃত্তশ্চ সৰ্ব্বভূতহিতে রতঃ ॥ ৩৬
 এবং সৰ্বসমাচারঃ ক্ষেত্রপালান্ পরিব্রজেৎ ।
 তস্মৈ পুণ্যফলং রাজান্ শৃণুস্বাবহিতো হি মে ॥৩৭
 শতং বর্ষসহস্রাণাং স্বর্গে মোদেত পাণ্ডব ।

দেবতাদিগের তর্পণ করিলে, হে পাণ্ডব!
 আসপ্তম কুল স্বর্গে বাস করে এবং সে
 অপ্সরোগণে সঙ্কীর্ণ, দিব্য স্ত্রীজনে পরি-
 বারিত, দিব্যগন্ধে অহুলিপ্ত ও দিব্যালঙ্কারে
 ভূষিত হইয়া যষ্টিসহস্র বর্ষ স্বর্গলোকে পূজিত
 হয় । পরে স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া শ্রেষ্ঠ বংশে
 জন্ম লাভ করে এবং ধনবান্ দানশীল ও
 ধার্ম্মিক হয় । সে পুনরায় সেই-তীর্থ স্মরণ
 করত তথায় গমন করে এবং সপ্তকুলের
 পরিভ্রাণ করিয়া রুদ্রলোক প্রাপ্ত হয় । হে
 রাজেন্দ্র! শুনা যায়, এই সরিতোত্তমা শত
 যোজনেরও অধিক দীর্ঘ এবং উহার অন্তর্ভুক্ত
 বিস্তার দুই যোজন । অমরকটক পৰ্বতের
 চতুর্দিকে যষ্টিকোটী যষ্টিসহস্র তীর্থ বর্তমান ।
 ব্রহ্মচারী, শুচি, জিতকোষ, জিতেন্দ্রিয়,
 সৰ্ব্বহিংসা নিবৃত্ত, সৰ্ব্বভূতের হিতসাধনে
 রত এবং সমস্ত বিহিত আচারে সমন্বিত
 হইয়া ক্ষেত্রপালদিগের সন্নিধানে যাইবে ।
 রাজান! সেই ব্যক্তির পুণ্যফল আমার

অপ্সরোগণসঙ্কীর্ণে দিব্যাস্ত্রপরিবারিতে ॥ ৩৮
দিবাগন্ধাঙ্গুলিপ্ত দিব্যালঙ্কারভূষিতঃ ।
ক্রৌড়তে দেবলোকে তু দৈবতৈঃ সহ মোদতে
ততঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টো রাজা ভবতি বোধীবান্
গৃহঞ্চ লভতেহসৌ বৈ নানারত্নবিভূষিতম্ ॥ ৪০
স্তম্ভৈর্মণিময়ৈর্দিব্যৈর্জুবৈর্দূষ্যভূষিতৈঃ ।
আলেক্যসহিতঃ দিব্যং দাসীদাসসমম্বিতম্ ॥ ৪১
মন্ত্রমাতঙ্গশব্দৈশ্চ হৃদ্যানাং হ্রেষিতেন চ ।
কৃত্যতে তস্মৈ তদ্বারমিস্তস্মৈ ভবনং যথা ॥ ৪২
রাজ্যরাজেশ্বরঃ ক্রীমান্ সর্বসৌজন্যবল্লভঃ ।
তস্মিন্ গৃহে ভূষিতা তু ক্রৌড়াভোগসমম্বিতঃ ॥ ৪৩
জীবৈর্ঘর্ষশতঃ সাগ্রং সর্বরোগবিবর্জিতঃ ।
এবং ভোগো ভবেত্তস্মৈ যো যুতেহমরকণ্টকে
অগ্নিপ্রবেশেহ ধ্বজে লতা চৈব অনাশনে ।
তিষ্ঠতি ভবনে তস্মৈ প্রেমণঃ প্রার্থয়ন্তি চ ।
অগ্নিবর্জিকা গতিস্তস্মৈ পরিতস্তাদ্বরে, যথা ॥ ৪৫

নিকট অবস্থিত হইয়া শ্রবণ কর। পাণ্ডব।
সে অপ্সরোগণসমাকর্ষণ ও দিব্যাস্ত্রপরিবারিত
স্বর্গে মুদিত হয়। সে দিব্য গন্ধে অঙ্গুলিপ্ত
ও দিব্য অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া দেবলোকে
দেবগণ সহ বিহার করত আনন্দ উপভোগ
করে। পরে স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া
বোধীবান্ রাজা হইয়া জন্মে। সে হোরক-
বৈদূষ্যাদিভূষিত, দিব্য মণিময় স্তম্ভে বিরা-
জিত, নানারত্নশোভিত, দাসীদাসসমম্বিত
ভবন লাভ করে। ইহু ভবনের স্তায় তদীয়
সেই ভবনের দ্বার মন্ত্র-মাতঙ্গসমূহের নাদে
ও ঋষিচয়ের হ্রেষিত শব্দে কোমল থাকে।
সে ক্রৌড়া-ভোগ-সমম্বিত সর্বসৌজন্যের বল্লভ
ক্রীমান্ রাজ্যরাজেশ্বররূপে সমগ্র শতবর্ষ
সর্বরোগরহিত হইয়া জীবিত থাকে। যে
ধ্যাক্তি অমরকণ্টকে যুত হয়, তাহার এইরূপ
ভোগ হইয়া থাকে। তথায় অগ্নিপ্রবেশ,
ধ্বজপ্রবেশ অথবা অনাশনে প্রাণ বিসর্জন
ফিলেও পরিতের, যেমন আকাশে গতি

পতনং পততে যন্ত মানবো মানবাধিপ ।
কস্তাস্ত্রাণি সহস্রাণি একৈক্যত্রিংশি চাপরে ॥ ৪৬
দিব্যভোগসমুৎপন্নঃ ক্রৌড়তে কালমক্ষয়ম্ ॥ ৪৭
পৃথিব্যাম্যাসমুজ্জায়ামীনুশো নৈব জায়তে ।
ঈদৃশোহয়ং নরশ্রেষ্ঠ পরিত্যক্তমরকণ্টকে ॥ ৪৮
কোটিতীর্থস্ত বিজ্ঞেয়ং পরিত্যক্ত তু পশ্চিমে ।
কুদ্রো জালেখরো নাম ত্রিষু লোকেষু বিজ্ঞাতঃ
তস্মৈ পিণ্ডপ্রদানেন সঙ্কোপাসনকর্ণণা ।
পিতরো দশবর্ষাণি তর্পিতাস্ত ভবন্তি তে ॥ ৫০
দক্ষিণে নর্মদায়াঙ্ক কপিলাখ্যা মহানদী ।
সরলার্জুনসঙ্করা নাতিদূরে ব্যবস্থিতা ।
অস্তি পুণ্যা মহাভাগা ত্রিষু লোকেষু বিজ্ঞাতা ॥
তত্র কোটিশতং সাগ্রং তীর্থানাস্ত বুধিষ্টিব ।
পুণ্যে শ্রয়তে রাজান সর্বং কোটিগুণং ভবেৎ

অনিবার্য * তজ্জপ তাহার স্বর্গগতি অপ্র-
তিহত। হে মানবাধিপ! যে মানব তথায়
ভূতপাত বিধানে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ
করে, সে দিব্যভোগসমম্বিত হইয়া অনন্ত কাল
স্বর্গে ক্রৌড়া করে। তাহার ভবনে তিন-
সহস্র কস্তা এবং তাহাদেরও অনেক দাস-
দাসী বিরাজিত থাকিয়া তাহার আদেশ
শ্রুতিপালন করে। পৃথিবীতে এমন স্থান
আর নাই। হে নরশ্রেষ্ঠ! অমরকণ্টক
পরিত্যক্ত ঈদৃশ মহিমাশ্রিত, উহার পশ্চিমদিকে
কোটি তীর্থ আছে, জানিবে। তথায়
ত্রিলোকবিজ্ঞাত জালেখর নামে কুদ্র বিরা-
জিত আছেন। তথায় পিতৃ প্রদান ও
সঙ্কোপাসনা করিলে পিতৃগণ দশ বর্ষ তৃপ্তি
লাভ করেন। নর্মদার দক্ষিণদিকে অমতি-
দূরে সরল-অর্জুনাদি বৃক্ষগণে সমাজ্জয়া
ত্রিলোকবিজ্ঞাতা মহাভাগা পুণ্যা কপিলা
নামে মহানদী বর্তমান। হে বুধি-
ষ্টিব! তথায় শতকোটিরও অধিক তীর্থ

* পরিতের আকাশে গতি ওদ্রভ্য দ্বারা।
পরিত যেমন উন্নত হইয়া আকাশে বিরাজিত
থাকে।

তস্মাস্তীরে তু যে বৃক্ষাঃ পতিতাঃ কাসপর্ষায়াৎ
নর্মদাতোয়সংযুক্তান্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্
দ্বিতীয়া তু মহাভাগা বিশল্যকরণা শুভা ।
তত্র তীরে নরঃ স্নান্না বিশল্যো ভবতি কণাৎ
তত্র দেবগণাঃ সর্বৈ সন্ধিরমহোরগাঃ ।
যক্ষরাক্ষসগন্ধর্ব্বা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ॥ ৫৫
সর্বৈ সমাগতাশ্চ পরিতোমরকণ্টকে ।
তৈশ্চ সর্বৈঃ সমাগম্য মুনিভিশ্চ তপোধনৈঃ ॥ ৫৬
নর্মদাসংখ্রিতা পুণ্যা বিশল্যা নাম নামতঃ ।
ঊৎপাদিতা মহাভাগা সর্বপাপপ্রণাশিনী ॥ ৫৭
তত্র স্নান্না নরো রাজন্ ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
উপোষ্য ব্রজনীমেকাং কুলানাং তারয়েচ্ছতম্ ॥
কপিলা চ বিশল্যা চ শ্রবতে রাজসত্তম ।
ঈশ্বরেণ পুরা প্রোক্তে লোকানাং হিতকাম্যয়া
তত্র স্নান্না নরো রাজরম্যমেধকলং নভেৎ ॥ ৫৯
অনাশনম্ যঃ কুর্ধ্যাত্তস্মিন্স্তীর্থং নরাধিপ ।

আছে। সেখানে সমস্ত পুণ্য কর্ম্ম কোটিগুণ
ফল প্রদান করে। হে রাজন্! পুরাণে এইরূপ
গুণিতে পাওয়া যায়। তাহার তীরে যে সকল
বৃক্ষ কালবণে পতিত হইয়া নর্মদার জল স্পর্শ
করে, তাহারাও পরমা গতি প্রাপ্ত হয়।
১৮—৫৩। তত্রত্য দ্বিতীয়া নদী বিশল্যকরণা
নামে প্রসিদ্ধা, ঐ মহাভাগা নদী শুভদরী।
তাহার তীরে বাসপূর্ব্বক স্নান করিলে মাংস
ক্ষণমাত্রে বিশল্য হয়। আমরকণ্টক পরিত
সমাগত সমস্ত দেব, কিন্নর, মহোরগ, যক্ষ,
রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব ও তপোধন ঋষিগণ তত্রত্য
তপোধন মুনিগণের সহিত মিলিত হইয়া নর্মদা-
সংলগ্ন মহাভাগা পুণ্য সর্বপাপনাশন বিশল্যা
নামে তীর্থ সৃষ্টি করেন। হে রাজন্! তথায়
স্নানপূর্ব্বক ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া এক-
রাত্রি বাস করিলে শতকুল পরিত্রাণ পায়।
হে রাজসত্তম! গুণিতে পাওয়া যায়, পুরাকালে
ঈশ্বর লোকহিতকামিনায় কপিলা ও বিশল্যা
এই দুইটা তীর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। রাজন্!
তথায় স্নান করিয়া মানব অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল

সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা ইন্দ্রলোকং সমগচ্ছতি ॥ ৬০
নর্মদায়াঙ্ক রাজেন্দ্র পুরাণে যজ্ঞতঃ স্নান্না ।
তত্র তত্র নরঃ স্নান্না অশ্বমেধকলং নভেৎ ॥ ৬১
যে বসন্তাত্তরে কুলে ইন্দ্রলোকে বসন্তি তে ॥ ৬২
সরস্বত্যাঙ্ক গঙ্গায়াং নর্মদায়া যুবিষ্টির ।
সমং স্নানঞ্চ দানঞ্চ যথা মে শঙ্করোহব্রবীৎ ॥ ৬৩
পরিভ্রাজতি যঃ প্রাণান্ পরিতোমরকণ্টক ।
বর্ষকোটিশতং সাগ্রমিষ্টলোকে মহীয়তে ॥ ৬৪
নর্মদায়া জলং পুণ্যং কেনোর্ষিসমলকৃতম্ ।
পবিত্রং শিরসা বন্দ্য সর্বপাপৈঃ প্রমমুচাত্ ॥
নর্মদা সর্বপুণ্যা চ ব্রহ্মহত্যাপহারিণী ।
অহোরাত্রোপবাসেন মুচাতে ব্রহ্মহত্যা ॥ ৬৬
এবং পুণ্যা চ রম্যা চ নর্মদা পাণ্ডুনন্দন ।
জ্ঞান্যামপি লোকানাং পূন্যতোযা মহানদী ॥
বটেশ্বরে মহাপুণ্যে গঙ্গাধারে তপোবনে ।

লাভ করে। হে নরাধিপ! সেই তীর্থে যে
ব্যক্তি অনশন ব্রত করে, সে সর্বপাপমুক্ত
ও বিশুদ্ধাত্মা হইয়া ইন্দ্রলোকে গমন করে।
হে রাজেন্দ্র! মানব নর্মদার সেই সেই তীর্থে
স্নান করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে।
আমি পুরাণে ইহা শুনিয়াছি, তাহার নর্মদার
উত্তরকূলে বাস করে তাহার দেহান্তে ইন্দ্র-
লোক প্রাপ্ত হয়। হে যুবিষ্টি! শঙ্কর আমার
নিকটে বলিয়াছেন, সরস্বতীতে, গঙ্গায় ও নর্মদা
তীর্থে স্নান ও দানের ফল তুল্য। যে ব্যক্তি
অমরকণ্টক পরিত প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে
সমগ্র শতকোটি বর্ষ ইন্দ্রলোকে সম্মানিত হয়।
নর্মদার ফেন-তরঙ্গ-সমলকৃত জলও পুণ্য জনক;
ঐ পবিত্র জল ভক্তি সহকারে মস্তকে ধারণ
করিলে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। নর্মদা সর্বল
পুণ্যপ্রদায়িনী ও ব্রহ্মহত্যাপহারিণী; তথায়
অহোরাত্র উপবাস করিলে ব্রহ্মহত্যা হইতে
মুক্ত হওয়া যায়। হে পাণ্ডুনন্দন! নর্মদা
এইরূপ পুণ্যকরী ও রমণীয়া, এই নদী স্নান
লোক পাবত্র করে। মহাপুণ্য বটেশ্বর, গঙ্গা-
ধার, তপোবন, এই সকল স্থানে তাহার

এতেষু সর্বস্থানেষু যেষাং তাসাং সংশিতব্রতাঃ ।
অয়তে দশগুণং পুণ্যং নন্দোদাসসঙ্গমে ॥ ৮

ইতি ত্রীপাদৌ স্বর্গখণ্ডে নন্দোদাসাহাঙ্ক্যে
ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

নন্দোদাস তু নদীশ্রেষ্ঠা পুণ্যা পুণ্যতমা ত্রিষু ।
মুনিভিঃ মহাভাগৈর্বিভক্তা ধর্ম্মকাক্ষিণিভিঃ ॥ ১
যজ্ঞোপবীতমত্রাণি প্রবিভক্তানি পাণ্ডব ।
তেষু স্নাত্বা তু রাজেন্দ্র সর্বপাপৈঃ প্রচমুতে
জলৈশ্বরং পরং তীর্থং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্
তস্মাৎপত্তিং কথয়তঃ শৃণু পাণ্ডবনন্দন ॥ ৩
পুরা মুনিগণাঃ সেষে সেন্ধ্যাশ্চৈব মরুদগণাঃ ।
অবন্তি তে মহাত্মানং দেবদেবং মহেশ্বরম্ ॥ ৪

প্রশস্ত ব্রত ধারণপূর্বক ক্ষীণ হন, তাঁহারাও
পবিত্র হন, কিন্তু শুনা যায়, এই সকল স্থান
'অপেক্ষা নন্দোদাসসঙ্গমে দশগুণ অধিক
পুণ্য হয় । ৫৪—৬৮ ।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত । ৬ ।

সপ্তম অধ্যায় ।

নারদ বলিলেন,—ধর্ম্মকাক্ষী মহাভাগ
মুনিগণ ত্রিলোকমধ্যে পুণ্যতমা শ্রেষ্ঠা পুণ্যা
নন্দোদাস নদীকে বিভাগ করিয়াছেন । হে
পাণ্ডব ! এই নদী যজ্ঞোপবীত পরিমানে
বিভক্তা হইয়াছে । হে রাজেন্দ্র ! সেই সকল
স্থানে স্নান করিলে সর্বপাপ হইতে মুক্ত
হওয়া যায় । হে আনন্দবর্দ্ধন পাণ্ডব !
জলৈশ্বর নামে ত্রিলোকবিস্থা ত যে পরম তীর্থ
আছে, আমি তাহার উৎপত্তির বিবরণ
বলিতেছি, শ্রবণ কর । পুরাকালে মুনিগণ
ও ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলে মিলিত হইয়া এই
স্থানে দেবদেব মহাত্মা মহেশ্বরের স্তব করিতে

স্তবমানন্ত সন্তোষো তত্র দেবো মহেশ্বরঃ ।
বিজ্ঞাপয়ন্তি দেবেশং সেন্ধ্যাক্তে তু মরুদগণাঃ ।
ভয়োদ্বিগ্নান্ বিরূপাক্ষ পরিভ্রাযশ্চ নঃ প্রভো ॥ ৫
ঈশ্বর উবাচ ।

স্বাগতস্ত মুনিশ্রেষ্ঠাঃ কিমর্থমিহ চাগতাঃ ।
কিং হুংখং কো হু সন্তাপঃ কুতো বা ভয়মগতস্ত
কথয়ধ্বং মহাভাগা এতদিচ্ছামি বেদিতুম্ ।
এবমুক্তাঃ কজ্জেনাকথয়ন্নমিতব্রতাঃ ॥ ৭

ঈশ্বর উচুঃ ।

অপি ঘোরো মেহাবৌর্যো দানবো বলদর্পিতঃ ।
বাণো নামেতি বিখ্যাতো যন্ত বৈ ত্রিপুরং পরম
গগনে তু বসেদ্বিবাং ভ্রমতে ভ্রষ্ট তেজসা ।
তস্মাদভীতা বিরূপাক্ষ ত্র্যমেষ শরণং গতাঃ ॥ ৯
ত্রাযশ্চ মহতো হুংখাদ্বেব হুংখি পরা গতিঃ ।
এবং প্রসাদং দেবেশ সন্মেষাং কর্তুমর্হসি ॥ ১০

লাগিলেন । দেবদেব মহেশ্বর তাঁহাদের
স্তবে তুষ্ট হইয়া তথায় আবির্ভূত হইলেন ।
তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ সহ মুনিগণ সেই
দেবেশকে বলিলেন,—হে বিরূপাক্ষ ! আমরা
ভয়োদ্বিগ্ন হইয়াছি, আমাদের গের পরিভ্রাণ
করুন । মহেশ্বর বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ।
তোমাদের সুখে আগমন হইয়াছে ত ? কি
নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ ? তোমাদের হুংখ
কি ? সন্তাপই বা কি ? ভয়ই বা কিসের ?
কোথা হইতেই বা ভয় উপস্থিত হইয়াছে ?
হে মহাভাগগণ । তোমরা এ সকল বল,
আমি ইহা জানিতে ইচ্ছা করি । রূদ্র এইরূপ
বলিলে অমিতব্রত মুনিগণ বলিলেন,—হে
বিরূপাক্ষ ! বাণ নামে বিখ্যাত ঘোর দানব
মহাবৌর্য এবং বলদর্পিত । ত্রিপুর নামে
তাহার দিব্য পুর তদীয় তেজঃপ্রভাবে গগন-
তলে যথেষ্ট বিচরণ করিয়া থাকে । আমরা
তাহার ভয়ে ভীত হইয়া আপনার শরণাপন্ন
হইলাম । হে দেব ! আপনিই আমাদের গের
পরমা গতি ; আপনি এই মহৎ হুংখ হইতে
আমাদিগকে জ্ঞান করুন । হে দেব ! আমরা-
দের সকলের প্রতি আপনার এতাদৃশ অনু-

যেন দেবাঃ সুপ্রসন্নাঃ সুখমেধন্তি শকর ।
পর্য্যঃ নির্গতিমায়ান্তি তৎপ্রভো কৰ্ত্তুমর্হসি ॥১১

ঈশ্বর উবাচ ।

এতৎ সৰ্বং করিষ্যামি মা বিষাদং করিষ্যথ ।
অচিরেণৈব কালেন কৃত্যং যুগ্মং মুখাবহম্ ॥১২
আশাসয়িত্বা তান্ সৰ্বান্নরদাতটমাশ্বিতঃ ।

চিন্তামাস সর্বেশস্তদ্বধঃ প্রতি পাণ্ডব ।

কথং কেন প্রকারেণ হস্তব্যাপ্তুং ময়া ॥ ১৩

এবং সঙ্কিত্য ভগবান্নারদং শ্রবতে তদা ।

শ্রবণাদেব সম্প্রাপ্তো নারদঃ সমুপস্থিতঃ ॥ ১৪

নারদ উবাচ ।

আজ্ঞাপয় মহাদেব কিমর্থং সংযুতো হৃদম্ ।

কিং কার্যান্ত ময়া দেব কর্তব্যং কথম্বশমে ॥১৫

ঈশ্বর উবাচ ।

গচ্ছ নারদ তত্রৈব যত্র ত্রিপুরং পুরম্ ।

বাণস্ত দানবেন্দ্রস্ত শীঘ্রং গচ্ছাথ তৎ বক ॥১৬

গ্রহ করা কর্তব্য । হে প্রভো শকর । দেবগণ
যাহাতে সুপ্রসন্ন মনে সুখ ভোগ করিতে
পারেন এবং পরমা নির্বাপ্তি প্রাপ্ত হন,
তাহা করা আপনার কর্তব্য হইতেছে ।
১—১১ । মহেশ্বর বলিলেন,—তোমরা
বিষাদ করিও না ; তোমাদের সুখবহ এই
সমস্তই আমি অচিরকাল মধ্যেই করিব । হে
পাণ্ডব ! সর্ব্বেশ মহেশ্বর তাঁহাদের
সকলকে এইরূপে আশ্বাসিত করিয়া নরদা-
তটে অবস্থানপূর্ব্বক সেট বাণাসুরের বধ
বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে,—
আমি কি উপায়ে কোন প্রকারে ত্রিপুরকে
বিনষ্ট করিব । ভগবান্ এইরূপ চিন্তা
করত নারদকে শ্রবণ করিলেন । শ্রবণ
মাজেই নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।
নারদ বলিলেন,—হে মহাদেব ! আজ্ঞা
করুন, আমাকে কি নিমিত্ত শ্রবণ করিয়া-
ছেন ? হে দেব ! তুলুন, আমি কোন
কার্য্য সম্পাদন করিব ? ঈশ্বর বলিলেন,—
হে নারদ ! তুমি হারায় দানবেন্দ্র বাণের
সেই ত্রিপুর পুর যেখানে অবস্থিত, তথায়

ভর্তারো দেবতাভ্যশ্চ দ্বিঘৃষ্টাপ্রসঙ্গোপমাঃ ।

নাসাং বৈ তেজসা বিধি ভ্রমন্তে ত্রিপুরঃ দিবি

তত্র গতা তু বিপ্রেন্দ্র মন্ত্রমন্তঃ প্রচোদয় ॥ ১৮

দেবস্ত বচনং শ্রুত্বা মুনিশ্বরিতবিক্রমঃ ।

স্ত্রীণাং হৃদয়নাশায় প্রবৃষ্টস্তৎ পুরঃ প্রতি ॥১৯

শোভিতে তৎপুং দিব্যঃ নানারত্নোপ-

শোভিতম্ ।

শতযোজনবিস্তীর্ণং ততো দ্বিগুণমায়তম্ ॥ ২০

ততঃ পশ্চতি তত্রৈব বাণস্ত বলদর্পিতম্ ।

মালাকুণ্ডলকেয়ূরৈর্মুকুটেন বিরাজিতম্ ॥

হাররত্নৈশ্চ সজ্জং চন্দ্রকান্তবিভূষিতম্ ॥ ২১

রসনা তস্তা রত্নাঢ্যা করাঃ কনকমণ্ডিতাঃ ।

উপস্থিতো নারদঃ দৃষ্ট্বা দানবেন্দ্রো মহাবলঃ ॥২২

বাণ উবাচ ।

স দেবসিঃ স্বয়ং প্রাপ্তো মদগৃহং প্রতি সম্প্রতি

অর্থাৎ পাদ্যং যথাস্থায়ং ক্রিয়তাং দ্বিজসন্তম্ ॥

গমন কব, এবং সেই কার্য্য সম্পাদন কব ।
ঐ ত্রিপুরবাসী পুরুষগণ দেবতাভ্য ও রমণী-
গণ অপ্সরোগণসন্নিভ । হে বিপ্র ! সেই
রমণীগণের তেজঃপ্রভাবে সেই ত্রিপুর পুর
নভোমণ্ডলে ভ্রমণ করিয়া থাকে । হে
বিপ্রেন্দ্র ! তুমি তথায় গমনপূর্ব্বক অস্ত্র-
রূপ (অজ্ঞানমূলক) মন্ত্রণা প্রদান কর ।
নারদ মুনি মহেশ্বর দেবের বাক্য শুনিয়া
হরিতগমনে তত্রতা রমণীগণের হৃদয় কলুষ-
যিত করণ মানসে সেই ত্রিপুরপুং প্রবৃষ্টি
হইলেন । সেই দিব্য পুং নানারত্নে উপ-
শোভিত । উহার বিস্তার শত যোজন,
দৈর্ঘ্য তাহার দ্বিগুণ । মুনি তন্মধ্যে মালা,
কুণ্ডল, কেয়ূর ও মুকুটে বিরাজত, বিবিধ-
রত্নরাজিসন্নিভ হার দ্বারা সমাজ্জং, চন্দ্রকান্ত-
মণিবিভূষিত বলদর্পিত বাণাসুরকে দেখিয়া
পাইলেন । তাহার কটিদেশ রত্নাঢ্য-রসনা-
সমন্নিভ, বাহু কনকালঙ্কারে মণ্ডিত । সেই
মহাবল দানবেন্দ্র নারদকে দেখিয়া গাত্ৰো-
থানপূর্ব্বক বলিলেন,—দেবসি নারদ সম্প্রতি
আমার ভবনে স্বয়ং সমাগত হইয়াছেন !

চিরাৎ সমাগতে। বিপ্রঃ স্বীয়তামিদমাসনম্ ।
এবং সম্ভাবয়িত্বা তু নারদং সমুপস্থিতম্ ।
তস্তু ভাষ্য মহাদেবী অনৌপম্যা তু নামতঃ ॥
অনৌপম্যোবাচ ।
ভগবন্মাতৃষে লোকে দেবান্ধ্যাক্ষি কেন বৈ ।
ব্রতেন নিয়মেনাপি দানেন তপসাথবা ॥ ২৫
নারদ উবাচ ।
তিলধেহুংক যো দদ্যাদ্ভ্রাক্ষণে বেদপারগে ।
সমাগরা নবদ্বীপা দত্তা ভবতি মেদিনী ॥ ২৬
সূর্য্যাকোট্রিপ্র নীকাটশিবিমাতৈঃ সার্ককামিকৈঃ ।
মোহতে চাক্ষুঃ কালং সূচিরং কৃতশাসনঃ ॥
আত্মাতককপিথানি কদলীবনমেব চ ।
কদম্বচম্পকশোকানি অনেকবিবিধক্রমঃ ॥ ২৮
অষ্টমী চ চতুর্থী চ দ্বাদশী চ তথা উভে ।
সংক্রান্তিবিষুবক্ষেব দিনচ্ছিন্নমুখং তথা ॥ ২৯
পুণ্যান্তেতানি সর্বাণি উপবাসন্তি যাঃ শ্রিয়ঃ ।

হে দ্বিজসত্তম। জ্ঞানানুসারে অর্ঘ্য ও পাদ-
গ্রহণ করুন। ১২—২৩। তদীয় মহিষীর
নাম অনৌপম্যা, গুণেও তিনি অনৌপম্যা।
তিনি নারদকে দেখিয়া হে বিপ্র। আপনি
বহুদিন পরে আগমন করিয়াছেন; এই
আসনে উপবেশন করুন। এইরূপ
সমাদর করত বলিলেন,—ভগবন। মন্ত্রযা-
লোকে ব্রত, নিয়ম, দান বা তপস্যা এমন
কোন কার্য আছে, যাহাতে দেবতাবা তুষ্ট
হন। নারদ বলিলেন,—যে ব্যক্তি বেদ-
পারগসাক্ষণকে তিলধেহু দান করে, তৎ-
কর্তৃক এই নবদ্বীপা সমাগরা ধরা দান করা
হয়। সে সার্ককামপ্রভৃৎ সূর্য্যাকোট্রি সম
সমুজ্জ্বল বিমানে অক্ষয় কাল বিহার কবে;
আর কদলীবন, আম্রাতক, কপিথ, কদম্ব,
চম্পক, অশোক ইত্যাদি অনেকবিধ ক্রম
দান করিলেও সূচির কাল জগন্মণ্ডলের
শাসন কার্য সম্পাদন করে। শুক্রাষ্টমী,
শুক্রা চতুর্থী, উভয়পক্ষের দ্বাদশী, মহাবিশুব
সংক্রান্তি, ও জলবিষুব সংক্রান্তি এবং
জ্যৈষ্ঠমণি এই সকল দিন পুণ্যজনক। যে

ভাসান্ত ধর্ম্মযুক্তানাম্ স্বর্গে যাসো ন সংশয়ঃ ॥ ৩০
কলিকালান্তে নিপুণতাঃ সর্বপাপবিবর্জিতাঃ ।
উপবাসন্তা নার্যো নোপসর্গন্তিতাপনাঃ ॥ ৩১
এবং শ্রদ্ধা তু সূত্রোণি যথেষ্টং কর্তুমর্হসি ॥ ৩২
নারদস্ত বচঃ শ্রুত্বা রাজ্ঞী বচনমব্রবীৎ ।
শ্রুত্বাদং কুরু। বপ্রেন্দ্র দানং গুরু যথোপ্ততম্ ॥
সুবর্ণমণিরত্নানি বস্ত্রাণ্যাতবর্ণানি চ ।
বতে দান্তামাহং বিপ্র যচ্চাত্তদপি তুর্লভম্ ।
প্রতিগুরু দ্বিজশ্রেষ্ঠ প্রীয়েন হরিশঙ্করো ॥ ৩৪
নারদ উবাচ ।
অন্ত্যৈ দীর্ঘতাং ভদ্রে ক্ষণবৃত্তিচ যো দ্বিজঃ
বয়স্তু শীলসম্পন্নঃ ভক্তিস্তু ক্রিয়তে মম ॥ ৩৫
এবং তাসাম্ মনো হৃদা সর্বাসামুপাশ্রিত্বা বা ।
জগাম ভরতশ্রেষ্ঠ স্বকীয়ং স্থানকং পুনঃ ॥ ৩৬
অত্রাষ্টমী, স্তব্রাস্তান্তান্ত গুরু আগতমানসাঃ ।
পুণ্যচ্ছিন্নং সমুৎপন্নং বাণস্তু তু মহাশ্বনঃ ॥ ৩৭

সকল নার। উক্ত দিনে উপবাস করে,
তাঁহার ধর্ম্মলাভ করত স্বর্গে বাস কবিত্তে
পরে, সন্দেহনাষ্ট। উপবাসন্তা রমণীগণ
কালভয়ান্ত ও পাপবিবর্জিত হয়।
কোন দুঃখই তাহাদের নিকটে যাইতে
সক্ষম হয় না। হে সূত্রোণি! এই আমি
বলিলাম, তুমি শুনিলে, এখন যেমন ইচ্ছা
কবিত্তে পার। রাজ্ঞী নারদের এই কথা
শ্রুতিয়া বলিলেন,—হে বিপ্র। আপনি একটু
অগ্রগ্রহণ করুন; যাহা ইচ্ছা কিছু দান
গ্রহণ করুন। সুবর্ণ, মণি, রত্ন, বস্ত্র, আভ-
রণ আর যে কোন তুল্য বস্তু হউক না
কেন, যাহা চাহিবেন, তাহাষ্ট দিব। হে
দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি গ্রহণ করুন। হরি
ও শঙ্কর প্রীত হউন। নারদ বলিলেন,—
ভদ্রে! অস্ত্র কোন অল্পজীবকাসম্পন্ন
ব্রাহ্মণকে দেও, আমাদের স্বভাব প্রথম
ধন, আমাকে কেবল ভক্তি করাই কর্তব্য।
হে ভরতশ্রেষ্ঠ! নারদ এইরূপ উপদেশে
সেই সমস্ত রমণী প্রেম মন হৃৎপূর্ণক পুন-
রায় স্বর্গের স্থানে গমন করিলেন। সেই

দয়া' পুচ্ছসি কোন্তেয় তন্নিবোধ চ উচ্চল ॥ ৮
 এতশ্চিৎকৃত্যে কদো নন্দ্যদাহটমাস্থিতঃ ।
 নান্য মন্থেধরং স্থানং ত্রিস্থ লোকেষু বিজ্ঞতম ॥
 তন্মিন স্থানে মহাদেবচিন্তয়ঃ সৈবপুং বধম্ ।
 গাণ্ডীবং মন্দরং কৃহা গুণং কৃহা তু বাসুকিম্ ॥
 স্থানং কৃহা তু বৈশাখং বিষ্ণুং কৃহা শরোত্তমম্
 অগ্রে চারিঃ প্রতিষ্ঠাপ্য মধো বায়ুঃ সমর্পিতঃ ॥
 কৃশাশ চতুরো বেদাঃ সৰ্বদেবময়ঃ বধম্ ।
 চক্রগো চারিনো দেবো অক্ষ চক্রধঃ স ম্
 স্বয়মিন্দ্রাশ চাপাস্তে বাণে বৈশ্রাণঃ শিঃ ॥
 যমশ্চ দক্ষিণে হস্তে বামে কালশ্চ দাক্ষণঃ ॥ ১৩
 চক্রয়োঃস্বয়ং ক্রান্ত গন্ধদা লোকবিজ্ঞতাঃ ।
 প্রজাপতী যথেষ্টে ব্রহ্মা চৈব তু সারথিঃ ॥ ১৪
 এব ক্রতু দেবেণঃ সৰ্বদেবময়ঃ বধম্ ।
 সোহ তন্তং স্বাগৃভূতো হি সহস্রঃ পরিবৎসরান্

বাণপুরবাসিনী রমণীগণ এই সকল উপবাস-
 দিতে আসক্ত হইয়া পড়িল, সৰ্বদা
 এই সকল বিষয়ই ভাবিতে লাগিল ।
 ইহাই মহাত্মা বাণের পুরে ছিদ্মস্বরূপ
 হইল । হে কোন্তেয় । তুমি যাহা
 জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে তাহা শ্রবণ কর ।
 ২৪—৩৮ । এই সময় রুদ্রদেব নন্দ্যদাহট
 ত্রিলোকবিজ্ঞ মন্থেধর নামে স্থানে অবস্থান-
 পূর্বক ত্রিপুর-বধ বিষয়ে চিন্তা কবত মন্দর
 পক্ষতকে ধনু করিয়া বাসুকিকে তাহার গুণ
 করিলেন, 'বৈশাখ' নামক স্থানে (যুদ্ধকালীন
 অবস্থান-ক্রম) অশ্রয় করত বিষ্ণুকে উক্তন
 বাণ করিলেন । তিনি উগ্রব অগ্রভাগে
 অশ্বি ও মধ্যভাগে বায়ুকে স্থাপন করিলেন ।
 তাহার রথখানি সৰ্বদেবময়, চারি বেদ এই
 রথের চারি অশ্ব ; চন্দ্র স্বর্ঘ্য উহার দুইটা
 চক্র, স্বয়ং চক্রধর অক্ষ সকল এবং গন্ধধ্বজ
 অরসমূহ হইলেন । ঐ ধনুতে স্বয়ং ইন্দ্র,
 বাণে বৈশ্রবণ এবং দাক্ষিণ হস্তে যম ও
 বামহস্তে দাক্ষণ কাল অবস্থিত রহিলেন ।
 ব্রহ্মা উহার সারথি হইলেন । সেই দেব
 এইরূপ সৰ্বদেবময় রথে স্থাগ্রভূতায় নিশ্চল-

যদা জীর্ণ সমেতানি অস্ত্রবীকচরাণি বৈ ।
 ত্রিপুরাণ ত্রিশল্যেন তদে তানি বিহেদ সঃ ॥
 শরঃ প্রচোদিতস্তত্র ক্রতুণ ত্রিপুরং প্রতি ।
 ভ্রষ্টতেজঃ স্ত্রিয়ো জাতা বলং তেষাং ব্যাধীর্ঘাত
 উৎপাতাশ্চ পুরে তস্মিন প্রাহুর্ভূতাঃ সহস্রশঃ ।
 ত্রিপুরস্ত বিনাশায় কালরূপোহভবত্তদা ॥ ৪৮
 অট্টহাসঃ প্রমুগন্তি ভীতাঃ কষ্টময়াস্তথা ।
 নিমেষোন্মেষণকৈব কুরুন্তি চিত্তকর্মণা ॥ ৪৯
 স্বপ্নে পশ্যন্তি চান্মানং রক্তাধরবিভূষিতম্ ।
 স্বপ্নে পশ্যন্তি তে চৈবং বিপরীতানি যানি তু ॥
 এতান্ পশ্যন্তি উৎপাতাঃস্তত্রস্থানেতু যেক্জনঃ
 তেষাং বলঞ্চ বুদ্ধিঞ্চ হরঃ ক্রোধাদনাশয়ৎ ॥ ৫১
 সংবর্তকো নাম বায়ুর্গাশ্চ প্রতিমো মহ ন ।
 সমারিতোহনলশ্রেষ্ঠ উত্তমাক্ষেযু বার্যত ॥ ৫২
 জলান্ত পাদপান্তত্র পতন্তি শিখবাণি চ ।
 সংবর্তব কুলীভূতং গাংগা কারমচেতনম্ ॥ ৫৩

ভাবে সহস্র বৎসর অবস্থিত রাহিলেন ।
 অস্ত্রবীকচর সেই পুরত্রয় যখন একত্রিত
 হইল, তখন তিনি শল্যত্রয় দ্বারা তাহা ভেদ
 করিলেন । সেই রুদ্র ত্রিপুরের প্রতি শর
 নিক্ষেপ করিলে তত্রতা স্বা সকলের তেজ
 ভ্রষ্ট হইয়া গেল । তাহাদের বল ক্ষীণ
 হইল । সহস্র সহস্র উৎপাত প্রাহুর্ভূত হইল ।
 সেই বাণ ত্রিপুরের বধ বিষয়ে কালস্বরূপ
 প্রতিভাত হইতে লাগিল । চিত্র-পুস্তলিকা
 সকল যেন ভয়প্রযুক্ত কষ্টব্যঞ্জক অট্টহাস্ত
 এবং নিমেঘ-উন্মেষ করিতে লাগিল ।
 হর ক্রোধবশে পুরবাসীদিগের বুদ্ধি "ও বল
 হরণ করিলেন, তাহার স্বপ্নে নিজ নিজকে
 রক্তাধর-বিভূষিত এবং আরও যে নানাবিধ
 বিপরীত লক্ষণ আছে, সেই সকল দেখিতে
 লাগিল । ৩৯—৫১ । সেই বাণ প্রক্ষিপ্ত
 হইলে সম্বর্তক নামে যুগা ওপ্রতিম বহি-
 জলময় বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল ।
 ঐ বায়ু সকল পদার্থেরই উত্তমাক্ষে পীড়া-
 দায়ক । তখন বৃক্ষ সকল জালিয়া উঠিল,
 সম্বর্তব্যাকুল প্রজাকুল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া

ভয়োদ্যানানি সৰ্বাণি কিপ্রভ প্রজলন্তি চ ।
 তেনৈব দীপিতং স জলতে বিশিথৈঃশিথৈঃ
 ক্রমা আৰামগণানি গৃহাণি বিবিধানি চ ।
 দশদিক্ প্রবৃত্তোহয়ং সমিক্তো হব্যবাহনঃ ॥৫৫
 মনঃশিলাপ্রভায়ন্তে দিশো দশ বিভাগতঃ ।
 শিখাসহস্রৈরত্যাগৈঃ প্রজলান্তহতাশনৈঃ ॥ ৫৬
 সৰ্বং কিংকরসম্প্রাণ্য জলিতং দৃশ্যতে পুরম্ ।
 গৃহাদগৃহান্তরকৈব গন্ত্য ধূমৈর্ন শক্যতে ॥ ৫৭
 হরকোপানলাদম্ব্য ক্রন্দমানঃ সুতঃখিতম্ ।
 প্রদীপ্তঃ সমতো দিক্ দহতঃ ত্রিপুর পুরম্ ॥
 প্রাসাদশিখরাগ্ৰাণি বিশীর্ণান্তি সহস্রাণি ।
 নানারম্ভবিচিত্রাণি বিমানান্তপ্যনেকবা ॥ ৫৯
 গৃহাণি চৈব রমানি দহন্তে দীপ্তবাহুনা ।
 বাহতো ক্রমখণ্ডেযু জনস্থানে তথৈব চ ॥ ৬০
 দেবাগ্নারেযু সর্কেযু প্রজলন্তে জলন্ত্যপি ।

হাঁহাকার করিতে লাগিল। সকলেই
 ভয়োদ্যোগ হইয়া পড়িল, সহসা সকলেই
 জলিয়া উঠিতে লাগিল। সেই বাণের যে
 সকল শিখা বহির্গত হইতেছিল, তাহাতেই
 চতুর্দিক্ জলিয়া প্রদীপিত হইল। ক্রম,
 আৰাম, গণ্ডগ্রাম, বিবিধ গৃহ সকলই জলিত
 লাগিল। দশদিক্ অগ্নিরয় হইয়া পড়িল।
 দশদিক্ স্থানে স্থানে মনঃশিলাপ্রভ হইল।
 অত্যাগ্ৰ হতাশন সহস্র শখা বিস্তার করিয়া
 জলিতে থাকিলে সমগ্রপুর কিংকরকুমুম
 সদৃশ দৃষ্ট হইতে লাগিল। ধূমে দশদিক্
 এমন আচ্ছন্ন হইল যে, এক গৃহ হইতে
 গৃহান্তরে গমাগমনের সামর্থ্য রহিল না।
 হরকোপানলদম্ব্য ক্রন্দমান সুতঃখিত ত্রিপুর
 পুর সকলদিকে প্রদীপ্ত হইয়া দহত হইতে
 লাগিল। সহস্র সহস্র প্রাসাদের শিখরাগ্ৰ-
 ভাগ বিশীর্ণ হইয়া পড়িতে লাগিল। নানা-
 রম্ভবিচিত্র অনেকানেক বিমান জ্বলিত হইয়া
 পড়িতে লাগিল ॥৫২—৬১২৥ রম্য গৃহ সকলও
 দীপ্তি বহি দ্বারা দহত হইতে লাগিল।
 ক্রমে পুরের বহির্ভাগে ক্রমখণ্ড (বন),

কদম্ব চানলম্পৃষ্টাঃ ক্রন্দন্তি-বিবিধৈঃ শব্দৈঃ ।
 গিরিকূটনিভান্তত্র দৃশ্যন্তেহকাররাশয়ঃ ॥
 ভবন্তি দেবেদেবেশং পরিভ্রাযস্ব মাং প্রভো ॥
 অস্তোভ্যং পরিষজ্য হতাশনপ্রসীড়িতাঃ ।
 দহন্তে দানবান্তত্র শঃশোহথ সহস্রশঃ ॥ ৬৩
 হংসকরগুবাকীর্ণা নলিনী সহপঙ্কজা ।
 দহন্তেহনলদম্বানি পুরোদ্যানানি দীর্ঘিকাঃ ॥৬৪
 অগ্ন্যনৈঃ পঙ্কজৈচ্ছিন্না বিস্তীর্ণা যোজনৈঃশতৈঃ
 গিরিকূটনিভান্তত্র প্রাসাদা রত্নভূষিতাঃ ।
 পতন্ত্যানলনিদম্বা নিস্তোয়া জলদা ইব ॥ ৬৬
 স হ স্বীযাবরুদ্ধেযু গোযু পক্ষিযু বাজিযু ॥
 নিদ্রিযো দহতে বহিহরকোপেণ প্রেরিতঃ ॥৬৭
 সপত্নশ্চৈব সুপুত্র সংসুতা বহবো জনাঃ ।
 পুত্রমালিন্য তে গাঢ়ং দহন্তে ত্রিপুরারিণা ॥৬৮
 অথ তান্ময় পুরে দীপ্তে ত্রিপুরাপ্রসেপমাঃ
 অগ্নি জালাহতান্তত্র পতন্ত ধরণীতলে ॥ ৬৯

শোণালয়, দেবালয়—সকল স্থানই পরস্পর
 জ্বলিতে লাগিল এবং জালাইতে লাগিল।
 দেবত্যাগ অনলে লম্পষ্ট হইয়া ক্রন্দন করিতে
 লাগিলেন। তাঁহারা স্থানে স্থানে গিরিকূট
 সদৃশ অঙ্গাররাশি দেখিতে পাইলেন। তখন
 “হে প্রভো! পরিভ্রাণ করুন” বলিয়া দেব-
 দেব বেশের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।
 হতাশনপ্রসীড়িত শত সহস্র দানব অস্তোভ্য
 আনিদ্রন করত দম্ব হইতে লাগিল।
 পুরোদ্যান, হংসকারগুবাকীর্ণা পঙ্কজসমবিতা
 নলিনী, অগ্ন্যানপঙ্কজচ্ছিন্না শতযোজনবিস্তীর্ণা
 দীর্ঘিকা সকলও দহত হইতে লাগিল। গিরি-
 কূটনিভ রত্নভূষিত প্রাসাদসমূহ অনলে দহত
 হইয়া নির্জল জলদের স্থায় পতিত হইতে
 লাগিল। হরকোপপ্রেরিত সেই বহি
 স্বীলোক, বালক, বৃদ্ধ, গো, পক্ষী, অশ্ব
 ইত্যাদি সকলকেই নিদ্রিতভাবে দহত করিতে
 লাগিল। পরস্পরকে আনিদ্রন করিয়া
 সুপুত্র পতি, পত্নী, পিতা, পুত্র ইত্যাদি বহু
 বহু জন তখন ত্রিপুরারি কড়ক দহত হইতে
 লাগিল। এদিকে পুরমধ্যভাগ প্রদীপ্ত হইয়া

কাঁচিচ্ছ্যামা বিশালাক্ষী মুক্তাবলিবিভূষিতা ।
ধূমেনাকুলিতা সা তু পতিতা ধরণীতলে ॥ ৭০ ॥
অস্তা গৃহাতস্তা তু সখী দহতি বালকে ।
অনেকদৈবাকুপিণ্যাং দৃষ্টা মৰ্ঘবমোহিতা ॥ ৭১ ॥
শিরসা প্রাজ্ঞাপিং কৃত্বা বিজ্ঞাপয়তি পাবকম্ ॥
যদি স্মিচ্ছসে বৈরং পুরুষেষুপাতিবু ।
হ্রিয়ঃ কিমপরাধাস্তে গৃহপঞ্জরকোকিলাঃ ॥ ৭২ ॥
পাপ নির্দয় নির্লজ্জ কস্তে কোপঃ স্ত্রিয়োপরি ॥
ন দাক্ষিণ্যং ন তে লজ্জা ন সত্যঃ শোচবর্তিতা
অনেকরূপবর্ণাঢ্যা উপালকো বদন্ত হ ॥ ৭৩ ॥
কিং ইয়া ন ক্ষতংলোকে অবধ্যাঃসংস্থিযোষিতঃ
কিস্ত তুভ্যাং গুণা য়েতে দহনং হৃদয়ং প্রতি ॥
ন কারুণ্যং দয়া বাপি দাক্ষিণ্যং বা স্ত্রিয়োপরি
দয়াঃ কুর্যন্তি স্নেচ্ছাং দহনং প্রেক্ষ্য যোষিতঃ ॥

পড়িলে, অঙ্গরোপম কত কত রমণী জালা-
হত হইয়া ধরণীতলে পতিত হইল। মুক্তা-
বলিবিভূষিতা তপ্তকাক্ষনবর্ণা বিশালাক্ষী
কোনও যুবতী ধূমে অকুল হইয়া ধরণীতলে
পতিত হইল। অস্তা সখী দ্বারা গৃহাতস্তা
কোনও সখী অনেকদৈবাকুপিণী অপরা
সখীকে ও বালককে দগ্ধ হইতে দেখিয়া
শোক বিমোহিতা হইয়া মস্তকে অঞ্জলি
বন্ধনপূরক পাবককে বিজ্ঞাপন করিতে
লাগিল ১৬০—৭২। তুমি যদি বৈর নির্ধাতন
বরিতে ইচ্ছা এবং, তবে যাহারা তোমাদের
অপকার করিয়াছে, সেই পুরুষদিগের প্রতি
যাহা ইচ্ছা কর। গৃহপঞ্জরকোকিলা মহিলা
তোমাৎ কি অপরাধ করিয়াছে? রে পাপ
নির্দয় নির্লজ্জ! স্ত্রীলোকের প্রতি তোমার
করুণ ক্রোধ! তোমার দাক্ষিণ্য নাই, লজ্জা
নাই, গুচি-অগুচি বিচার নাই; তোমার রূপ
ও ব্যবহার বহুবধ। তোমাকে কত তিরস্কার
করিতেছি। তুমি বল দেখি, লোকে
স্ত্রীলোক সবল অবধ্য; ইহা কি তুমি শুন
নাই? তোমার যত গুণ স্ত্রীজনের পীড়ন-
কার্য্যেই প্রকাশিত, স্ত্রীজনের প্রতি কর্তব্য
দাক্ষিণ্য, কারুণ্য বা দয়া তোমার নাই।

স্নেচ্ছানামপি কষ্টোহসি হুনিবার্য্যো হৃতেতনঃ ।
এতে চৈব গুণাশ্চ ভ্যাং হনোৎসাদনঃ প্রতি ।
আসামপি হ্রাচর স্ত্রীণাং কিঞ্চ নিপাতনে ॥ ৭৩ ॥
হুষ্টে নিদ্রণ নির্লজ্জ হতাশ মন্দভাগ্যক ।
নিরাশ হং হ্রাচার বালান দহসি নির্দয় ॥ ৭৪ ॥
এবং বিলপমানাং তাং জল্পমানাং বহুবরম্ ।
অস্তাঃকৌশল্যসংক্ৰুদ্ধা বালশোকেন মোহিতা
দহতে নির্দয়ো বহিঃ সংক্ৰুদ্ধঃ সঙ্গশত্রবৎ ॥ ৭৫ ॥
পুরুষিণ্যা জলে জালা রূপেষুপি তথৈব চ ।
অস্মান্দেহ স্নেচ্ছাং কাং গতিং প্রাপয়িষ্যসি
এবং প্রলপতাং তাসাং বহির্বচনমত্রবৎ ॥ ৭৬ ॥
বৈশ্বানব উবাচ ।

স্ববশো নৈব যুযাকং বিনাশন্ত করোয়ামহম্ ।
অহমাদেশকর্তা বৈ নাহং কর্তাস্মান্নগ্রহম্ ॥ ৭৭ ॥
অত্র ক্রোধসমাবষ্টো বিচরামি যথেক্ষ্মা ॥ ৭৮ ॥

রে দহন! স্নেচ্ছগণও স্ত্রীজন দেখিয়া দয়া
করে: তুমি হুনিবার্য্য, অজ্ঞান, স্নেচ্ছেরও
অধম! রে হ্রাচার! দহন ও উৎসাদন-
যোগ্য গুণগুলি তুমি এই সকল স্ত্রীলোকের
প্রতি কেন প্রয়োগ কর? রে হুষ্ট হ্রাচার
নির্দয় নিদ্রণ নির্লজ্জ মন্দভাগ্য হতাশ হতা-
শন! তুই বালকগুলিকেও দগ্ধ করিতে-
ছিস। এইরূপ নানাবিধ স্বরে প্রলাপ-
ভাষণী বিলাপকারিণী রমণীকে বালকেব
শোকে মোহিতা অস্তা রমণী সক্রোধে
ডাকিতে লাগিল। কেহ বলিল,—বহিঃ
শত্রবৎ সংক্ৰুদ্ধ হইয়া নির্দয় ভাবে দগ্ধ
করিতেছে। পুরুষিণীর জলে, এমন কি
রূপে পর্য্যন্ত জালা! রে স্নেচ্ছ! আমাদিগকে
অতি বদম্যরূপে দগ্ধ করিয়া তুই কোন
গতি পাইবি? তাহারা এইরূপ প্রলাপ
করিতে থাকিলে তখন বহিঃ এই কথা বলি-
লেন। ৭৩—৭৪। বহিঃ বলিলেন,—আমি
স্ববশ থাকিয়া তোমাদের বিনাশ করি-
তেছি না; আমি আদেশপালক মাত্র, অহ-
গ্রহকর্তা নহি। তাই, আমি এখানে ক্রুদ্ধ-
ভাবে যথেক্ষ বিচরণ করিতেছি। পরে

ততো বাণো মহাদেবো জাপ্তিপুং বীক্য দীপিতম্
 আসনস্থে হস্তবৌদেহমহং দেবে বিনাশিতঃ ॥৮৭
 অঙ্গসঠির্হুঁ রাচারৈরীশ্বরস্ত নিবেদিতঃ ।
 অপরীক্য হুং দক্ষঃ শঙ্করেন মহাত্মন ।
 নাস্ত্যঃ শক্তস্ত মাং হস্ত্যঃ বজ্রয়িত্বা মহেশ্বরম্ ॥
 উখিতঃ শিরসা কুহা লিঙ্গং ত্রিভুবনেশ্বরম্ ।
 নির্গতঃ স পুরদ্বারাং পরিত্যজ্য সূং স্বয়ম্ ॥৮৯
 যন্তানি তু বিচিহ্নানি স্ত্রিয়ো নানাবিধাস্তথা ।
 গৃহীত্বা শিবসা লিঙ্গং স্ত্যস্ত নাগরমণ্ডলে ।
 জ্বতে দেবদেবেশং ত্রৈলোক্যাধিপতিং শিবম্
 হরং বীথ্যং নির্দম্বো যদি বধোহস্মি শঙ্কর ।
 স্বং প্রসাদান্নদেব মা মে লিঙ্গং বিনশ্তু ॥৯১
 অর্চিতং হি মহাদেব ভক্ত্যা পরময়া সদা ।
 স্ময়া যদ্যপি বধোহহং মা মে লিঙ্গং বিনশ্তু ॥
 প্রার্থ্যমেতন্মহাদেব স্বং পাদগ্রহণং মম ।

আসনস্থ মহাতেজা বাণাসুর, ত্রিপুর এইরূপে
 প্রদীপিত হইয়া উঠিল, দেখিয়া এই কথা
 বলিলেন,—দেবতাদের দ্বারা আমি বিনা-
 শিত হইলাম । অঙ্গসার (সুদ্রভেতা) দুর্বা-
 চারগণ শঙ্করকে গিয়া বলিয়াছে ; মহাত্মা
 শঙ্কর আমাকে পরীক্ষা না করিয়াই দক্ষ
 করিলেন । মহেশ্বর ব্যতীত আর কেহই
 আমাকে হনন করিতে সমর্থ নহে । তিনি
 এই বলিয়া ত্রিভুবনেশ্বর শিবলিঙ্গ স্বয়ং
 মর্তকে করিয়া উত্থান করত সূর্যদগণকে
 পরিত্যাগপূর্বক পুরদ্বার হইতে বহির্গত
 হইলেন । তিনি বিচিত্র বিবিধ রত্ন ও
 নানাবিধ স্ত্রীলোক এবং মস্তকধৃত সেই শিব-
 লিঙ্গ নগরমণ্ডলে স্থাপনপূর্বক ত্রৈলোক্যা-
 ধিপতি দেবদেবেশ শিবকে স্তব করিতে
 আরম্ভ করিলেন । তিনি সেই দেব পরমে-
 শ্বরকে ভোটকচ্ছন্দে স্তব করিয়া বলিলেন,—
 হে হর ! আমি যদি তোমার বধ্য হই,
 তবে আমাকে তুমি মিশেষরূপে দক্ষ কর ;
 কিন্তু হে মহাদেব ! তোমার প্রসাদে আমার
 এই লিঙ্গটি যেন বিনষ্ট না হয় । হে মহা-
 দেব ! এই লিঙ্গটিকে সন্তত পরমভক্তি

জন্ম জন্ম মহাদেব স্বং পাদনিষ্পতো হুহম্ ॥৯৩
 ভোটকচ্ছন্দসা দেবং স্তব্যা তু পরমেশ্বরম্ ॥৯৪
 শিব শঙ্কর সর্বকরায় নমো
 ভবভীম মহেশ্বর ভীম নমঃ ।
 কুসুমায়ুধদেহবিনাশকর
 ত্রিপুরাস্তকরাকচূর্ণকর ॥ ৯৫
 প্রমদাপ্রিয়-কামবিভক্ত নমো
 হি নমঃ সূঃসিদ্ধগণৈর্নমিতঃ ।
 হরবানরসিংহগজেন্দ্রমুখৈ-
 রতিত্বে হুঃসুদীর্ঘমুখৈশ্চ গণৈঃ ॥ ৯৬
 উপলকুমুশকাতরৈরশুরৈঃ
 ব্যাধিতো ন শরীরশতৈর্বহতিঃ ।
 প্রণতো ভগবন্ বহুভক্তিমতা-
 চলচন্দ্রকলধর দেব নমঃ ॥ ৯৭

সহকারে অর্চনা করিয়াছি ; আমি যদিও
 বধ্য হই, কিন্তু আমার এই লিঙ্গটি যেন
 বিনষ্ট না হয় । হে মহাদেব ! আমি যেন
 জন্মে জন্মে তোমার পাদগ্রহণ লাভ করি,
 তোমার চরণে রত হই, ইহাই আমার
 প্রার্থনা । ৮৫—৯৪ । সে স্তবটি এই,—হে
 শিব শঙ্কর ! আপনি সর্বকর ; আপনাকে
 নমস্কার । হে ভবভীম ভীমাকার মহেশ্বর !
 আপনাকে নমস্কার । হে কুসুমায়ুধদেহ-
 বিনাশকর ! হে ত্রিপুরাস্তক ! হে অক্ষক-
 চূর্ণকর ! হে প্রমদাপ্রিয় কামনায় বিভক্ত
 (অর্দনারীশ্বর) কপধর ! আপনাকে নম-
 স্কার । হর-বানর-সিংহ-গজেন্দ্রমুখ, অতি-
 হুঃসুখ ও সুদীর্ঘমুখ গণগণ এবং সিংহগণ
 কর্তৃক আপনি নমিত, আপনাকে নমস্কার
 করি । আপনি ত্রিস্কারের অযোগ্য হই-
 লেও অশক্যতরবক্ষিপীড়াপ্রপীড়িত অনুরগণ
 যে আপনাকে ত্রিস্কার করিতেছে, ইহাতে
 আমি বহু শত শরীর ধারণ করিয়া যে
 হুঃখ বোধ করিয়াছি তদপেক্ষাও অধিক
 হুঃখ বোধ করিতেছি । আমি বহু ভক্তি
 সহকারে প্রণত হইলাম ; হে অচল-চন্দ্র-
 কলধর দেব ! আপনাকে নমস্কার । হে

সহ পুত্রকলত্রকলাপধনৈঃ

সততং জয় দেব অমৃতস্রবণম্ ।

ব্যাখিতোহস্মি শরীরশক্তিবর্হাভি-

গমিতাদ্য মহানরকস্ত গতিম্ ॥ ১৮

ন নিবর্ত্ততি যন্মম পাপগতিঃ

ওচি কৰ্ম্ম বিগুহ্মমপি ত্যজতি ।

অমৃতকম্পাতি দিগ্ভ্রমতি ভ্রমতি

ভ্রম এষ কুবুদ্ধি নিবারয়তি ॥ ১০০

যঃ পঠেত্তোটকং দিব্যং প্রযতঃ শুচিমানসঃ ।

বাণেশ্বর যথা রুদ্রস্তেশ্বর বরদো ভবেৎ ॥ ১০১

ইমং স্তবং মহাদিব্যং শ্রদ্ধা দেবো মহেশ্বরঃ ।

প্রসন্নস্ত তদা তস্তা স্বয়ং দেবো মহেশ্বরঃ ॥ ১০২

ঈশ্বর উবাচ ।

ন ভেতব্যং ভয়া বৎস সৌবর্ণে তিষ্ঠ দানব ।

পুত্রপৌত্রৈঃ সপত্নীকৈর্ভাৰ্যাভিঃ স্বজনৈঃ সহ ॥

অদ্য প্রভৃতি বাণ অমবধ্যন্বিদশৈরপি ।

ভূয়স্তস্মৈ বরো দন্তো দেবদেবেন পাণ্ডব ॥ ১০৪

দেব! আপনার জয় হউক। আমি যেন পুত্র-কলত্র-ধনকলাপে সমন্বিত থাকিয়া সতত আপনার স্মরণ করিতে পারি। আমি বহুশত শরীর ধাবণে ব্যাখিত হইয়া পড়িয়াছি, এক্ষণে নরকের গাত প্রাপ্ত হইব; কারণ, আমার বুদ্ধি পাপকৰ্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইতেছে না; বিগুহ্ম পুণ্য কৰ্ম্মও ত্যাগ করিতেছে। দিক্ভ্রমগ্রস্ত সদৃশ সংসার-চক্রে নিরন্তর ভ্রমণ ভ্রমভ্রান্ত অমৃতকম্পাই আমার ঐ কুবুদ্ধি আপনি নিবারণ করুন। যে ব্যক্তি এই দিব্য তোটক স্তব প্রযত ও শুচি মানসে পাঠ করে, রুদ্র বাণের স্তায় তাহাকেও বর প্রদান করেন। তখন দেব মহেশ্বর স্বয়ং এই মহাদিব্য স্তব শ্রবণ করিয়া তাহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। ১৫—১০০। ঈশ্বর কহিলেন,—বৎস!

তোমার ভয় নাই। হে দানব! তুমি সপত্নীক পুত্র পৌত্র ভাৰ্যা ও স্বজনবর্গের সহিত সৌবর্ণপুরে অবস্থান কর। হে বাণ! অদ্য প্রভৃতি তুমি ত্রিদশগণেরও অবধ্য

অক্ষয়শাব্যো লোকে বিচারণ হ নির্ভয়ঃ ।

ততো নিবাঃয়ামাস রুদ্রঃ সপ্তশিখং তথা ॥ ১০৫

তৃতীয়ং রক্ষিতং তস্তা শঙ্করেন মহামুখা ।

ভ্রমতে গগনে নিত্যং রুদ্রভেজঃপ্রভাবতঃ ॥

এবমুত্র ত্রিপুরং দধ্বং শঙ্করেন মহামুখা ।

জালামালাপ্রদীপ্তস্ত পতিতঃ ধরণীতলে ॥ ১০৬

একঃ নিপাতিতঃ তস্তা ত্রিশৈলে ত্রিপুরাস্তকে ।

দ্বিতীয়ং পাতিতঃ তত্র পর্বতেহমরকটকে ॥

দধ্বৎ তু ত্রিপুরে রাজন রুদ্রকোটীঃ প্রতিষ্ঠিতা

জলন্তং পাতিতঃ তত্র তেন জালেশ্বরঃ স্মৃতঃ ॥

উর্দ্ধস্ত প্রস্থিতা তস্তা দিব্যা জালা দিশঃ গতা,

হাহাক রন্তদা জাতো দেবাসুরসকিন্নরান্ ॥ ১০৭

তং শরং স্তম্ভয়েজ্জম্বো মাহেশ্বরে পুরোত্তমে ॥

এবং ব্রজেত যস্তাস্মিন পর্বতেহমরকটকে ।

চতুর্দশ ভুবনানি স ভুত্বা পাণ্ডুনন্দন ॥ ১০৮

হইল। হে পাণ্ডব! দেবদেব তাহাকে আরও অনেক বর দিলেন। এ নিমিত্ত সে অক্ষয় অবায় হইয়া জগতে বিচরণ করিতে লাগিল। তার পর রুদ্র সেই সপ্তশিখ সঙ্কটক বাহুকে নিবর্ত্তিত করিলেন। মহামুখা শঙ্কর সেই বাণাসুরের তৃতীয় পুরী রক্ষা করিলেন। উহা রুদ্রভেজঃপ্রভাবে গগনে নিয়ত পরিভ্রমণ করে। মহামুখা শঙ্কর কর্তৃক ত্রিপুর এই ভাবে দগ্ধ হইয়াছিল। উহা জালামালায় প্রদীপ্ত হইয়া ধরণীতলে পতিত হইয়াছিল। রুদ্র উহার এক খণ্ড ত্রিপুরাস্তক ত্রিশৈলে এবং দ্বিতীয় খণ্ড অমরকটক পর্বতে পাতিত করিলেন। হে রাজন! ত্রিপুর যে স্থানে দগ্ধ হইয়াছিল, তথায় রুদ্রকোটী প্রতিষ্ঠিত হইল। ত্রিপুর সেখানে জলিতে জলিতে পড়িয়াছিল, এক্ষণে জালেশ্বর নাম হইয়াছে। উহার উর্দ্ধভাগ দিব্যা জালাময় হইয়া স্বর্গে গেল; তখন দেবাসুর-কিন্নরদিগের হাহাকার পড়িয়া গেল। রুদ্র সেই শরকে পুরোত্তম মাহেশ্বরপুরে স্তম্ভিত করিলেন। ১০৫—১১১। হে পাণ্ডুনন্দন! যে ব্যক্তি সেই অমর-

বর্ষকোটিসংস্রজ জিহ্বাকোট্যন্তথাপরাঃ ।

ততো মণীতলঃ প্রাপ্য রাজা ভবতি ধার্মিকঃ

পৃথিবীমেকচ্ছত্রেণ ভুভুক্ষে নান্যত্র সংশয়ঃ ।

এবং পুণ্যো মহারাজ পৰ্বতেহমরকটকঃ ॥

চন্দ্রসূর্য্যোপরাগেযু গচ্ছেদ্যোহমরকটকম্ ।

অশ্বমেধাদ্ধনশুণং প্রদবন্তি মনীরিণঃ ॥ ১১৫

স্বর্গলোকমবাপ্নোতি দৃষ্ট্ব তত্র মহেশ্বরম্ ॥ ১১৬

সম্বিত্যাগমিষ্যন্তি রাহগ্রস্তে দিবাকরে ।

তদেব নিখিলং পুণ্যং পৰ্বতেহমরকটকে ॥ ১১৭

পুণ্ডরীকস্ত যজ্ঞশ কলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ।

তত্র জালেশ্বরো নাম পৰ্বতেহমরকট ক ॥ ১১৮

তত্র স্নাত্ব দিবং যান্তি যে মৃত্যুস্তেহপুনর্ভবাঃ ॥

জালেশ্বরে মহারাজ যন্ত প্রাণান পরিত্যজেৎ

চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে তু ভক্ত্যপি শৃণু ত কলম্ ॥

অমরা নাম দেবাস্তে পৰ্বতেহমরকটকে ।

কুডলোকমবাপ্নোতি যাবদাভূতসংস্রবম্ ॥ ১২১

কটক পৰ্বতে যায়, সে সমস্ত কোটি এবং

জিহ্বা কোটি বৎসর সমগ্র চতুর্দশ ভুবন ভোগ

করিয়া পরে মণীতলে ধার্মিক রাজা হইয়া

একচ্ছত্রে পৃথিবী ভোগ করে । ইহাতে

সংশয় নাই । হে মহারাজ ! সেই অমর-

কটকপৰ্বত এইরূপ পুণ্যপ্রদ । চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহণে

অমরকটকে গমন করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞ

অপেক্ষা দশগুণ অধিক কল লাভ হয় । মনীষি-

গণ এইরূপ বলেন । তত্রত্য মহেশ্বরকে

দেখিলে স্বর্গলোক লাভ ঘটে । সূর্য্যগ্রহণ

সময়ে নি-দানাদি বিহিত কাহ্য সকল

করিলে যে কল হয়, অমরকটকে গমন মাত্রই

ঔৎসমস্ত কলপ্রাপ্তি হয়, অধিকন্তু পুণ্ডরীক

যজ্ঞের কল লাভও হয় ! সেই অমরকটক

পৰ্বতে জালেশ্বর (শিব) আছেন । সেখানে

স্নান করিলে স্বর্গে গমন করে । যে ব্যক্তি

মৃত হয়, তাহার আত্মা জন্ম হয় না । হে

মহারাজ ! যে ব্যক্তি চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহণকালে

ভক্তিপূর্ব্বক জালেশ্বরে প্রাণত্যাগ করে,

তাহার কল ভ্রবণ কর । ঐ সকল ব্যক্তিই

সেই অমরকটক পৰ্বতে অমর নামে দেবতা

অমরেশ্বরস্ত দেবস্তা পৰ্বতেহত্থ তটে জলে ।

কোটশ ঋষিযুখ্যাস্তে তপন্ত্যস্তি সুব্রতাঃ ॥

সমস্তাদ্যোজনং রাজন ক্ষেত্রেণামরকটকম্ ॥

অকামো বা সকামো বা নশ্মাদায়াঃ শুভে জলে

স্নাত্বা মৃত্যেত পাপেভ্যো কুডলোকং স গচ্ছতি

ইতি ত্রীপাদ্যে স্বর্গখণ্ডে ত্রিপুরদহনঃ নাম

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

স্বত উবাচ ।

পৃচ্ছন্তি তে মহাত্মানো নারদং হি মহাজনাঃ ।

যুধিষ্ঠিরপরাঃ সধে ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ॥ ১

আখ্যাহি ভগবন্তখ্যং কাবেরীসঙ্গমং মহৎ ।

লোকানাঞ্চ হিতার্থায় অস্মাকঞ্চ বিবুদ্ধয়ে ॥ ২

সদা পাপরতা যে তু নরা দৃষ্টিকারিণঃ ।

মৃত্যুস্তে সৰ্বপাপেভ্যো গচ্ছন্তি পরমং পদম্ ॥ ৩

তথ এবং মহাপ্রলয় পর্যান্ত কুডলোকে বাস

করে । অমরেশ্বর দেবের বাসস্থান টঙ্ক

পৰ্বতে এবং তত্রত্য জলে স্নাত্তে সুব্রত

কোটি কোটি ঋষি নিয়ত তপস্বী করিয়া

থাকেন । এই অমরকটক ক্ষেত্রেই পবিত্র

মাণ চতুর্দিকে এক যোজন । অকামেই

হউক আর সকামেই হউক, তথায় নশ্মাদা

নদীর শুভ জলে স্নান করিলে মানব

সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া কুডলোকে

বাস করে । ১১২—১২৪ ।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭ ।

অষ্টম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠিরপক্ষীয় মহাত্মা তপোধন ঋষিগণ

ও সমস্ত মহাজনবর্গ নারদকে জিজ্ঞাসা

করিতে লাগিলেন । তাঁহারা বলিলেন,—

হে ভগবন্ ! লোক সকলের হিতকামনায়

এবং আমাদের আনন্দবর্দ্ধনার্থ আপনি

যাহার সেবনে নিয়ত পাপরত দৃষ্টিকারী

এতদিক্কাং বিজ্ঞাতুং ভগবন্ বক্রুমহিসি ॥ ৪

নারদ উবাচ ।

শুশ্রূষ্যে সহিতঃ সর্বৈ যুধিষ্ঠিরপূরোগমাঃ ।

অত্র কুয়া মহাযজ্ঞঃ কুবেরঃ সত্যবিক্রমঃ ॥ ৫

ইদং শীঘ্রমুদ্রাপ্য সাম্রাজ্যাদধিকৌহতবৎ ।

শিখং প্রপ্তো মহারাজ তন্মৈ নিগদতঃ শৃণু ॥

কাবেরী নন্দায়া যত্র সঙ্গতা লোকবিশ্বাঃ ।

তত্র শ্রাদ্ধা শুচিভূব কুবেরঃ সত্যবিক্রমঃ ॥ ৭

তপস্তপ্যাত যক্ষেশো দিব্যং বর্ণনাতঃ মহৎ ॥

তস্ত তুষ্ণো মহাদেবঃ প্রদদ্যাৎস্বশ্রুতম্য ॥ ৮

ভো ভো যক্ষ মহাসম্ বরং ক্রহি যথোপ্তম্য ।

ক্রহি কার্যং যথেষ্টং যদা মনসি বর্ততে ॥ ৯

কুবের উবাচ ।

যদি তুষ্ণোহসি দেবেশ যদি দেযো বরো মম ।

আদিক্কাচৈব সঙ্কেমাং যক্ষাণামধিপো ভবেৎ ॥

কুবেরস্ত বচঃ শ্রাদ্ধা তুষ্ণো দেবো মহেশ্বরঃ ।

মানবগণ সৰ্বগণ হইতে মুক্ত হয় ও পরমপদ লাভ করে, সেই মহৎ কাবেরীসঙ্গম বিষয় যথার্থরূপে কীৰ্ত্তন করুন। হে ভগবন্! আমরা ইহা জানিতে ইচ্ছা করি। আপনার ইহা কীৰ্ত্তন করা যোগ্য হইতেছে। ১—৪।

নারদ বলিলেন,—হে যুধিষ্ঠিরপূরোগম ব্যাক্ত-গণ! আপনারা সমাহিত হইয়া একলে শ্রবণ করুন। সত্যবিক্রম কুবের এখানে মহাযজ্ঞ করিয়াছিলেন। তিনি এই তীর্থে এমন সিক্তি লাভ করিয়াছেন যে, তাহা সাম্রাজ্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ! হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! আমি তাহা বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। যেখানে লোকবিশ্বাত্মা কাবেরী নদী নন্দাদার সহিত মিলিত হইয়াছে সেই স্থানে যক্ষেশ কুবের দিব্য শত বর্ষ মহৎ তপস্তা করেন। পরে মহাদেব তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া উত্তম বর দিতে উদ্যত হন। তখন কুবের বলিলেন,—হে দেবেশ! আপনি যদি তুষ্ণ হইয়া থাকেন, যদি আমাকে আপনার বর দেওয়া যোগ্য বোধ হয়; তবে, আমি সমস্ত যক্ষের

এবমস্ত ততশো ক্রা তাম্রনাভবদীয়ত ॥ ১১

সোহপি লব্ধবরো যক্ষঃ শ্রেষ্ঠঃ যক্ষকুণ্ড গাঃ ।

পুঞ্জিতঃ সর্বযক্ষেশ্বরাতিবিক্রান্ত পার্থিবঃ ॥ ১২

কাবেরীসঙ্গমঃ তত্র সৰ্বপাপপ্রণাশনম্ ।

যে নরা নাভিজানান্ত বাক্তান্ত ন সংশয়ঃ ॥

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন তত্র গম্যত মানবঃ ।

কাবেরী চ মহাপুণ্যঃ শ্রাদ্ধা চ মহানদী ॥ ১৪

তত্র শ্রাদ্ধা তু রাজেন্দ্র পুচ্চৈরদ্রবভধ্বজম্ ।

অশ্বমেধকলং প্রাপ্য ক্রুদলোক মহীয়তে ॥ ১৫

অগ্নিপ্রবেশং যঃ কুর্যাদযজ্ঞ কুর্যাদানুশ্রমঃ ।

অনিবক্তা গতিস্তত্তা যথ মে শঙ্করোহরবীৎ

সেব্যমানো বরহ্যোত্তরোদতে দিব্য ক্রুদবৎ ॥

যষ্টিবর্ষসংশ্রাণি যষ্টিং টা শুখাপরে ।

মোদতে ক্রুদলোকেশো যত্র যদ্রবংচ্ছাত ॥ ১৮

আদি কৰ্ত্তা এবং অধি তি হই, এই বর

প্রদান করুন। অনন্তর দেব মহেশ্বর

কুবেরের বাক্য শ্রবণে সন্তুষ্ট চিন্তে 'তাংসি

হইবে' বলিয়া বরদানপুষ্পক সেই স্থানে

অন্তর্হিত হইলেন। সেই যক্ষ কুবেরও বর

লাভ করিয়া হরায় এককূলে যাইলেন।

সমস্ত যক্ষগণও তাঁহা ক পূজা সহকারে

তাহাদের নুপতিপদে অভিযুক্ত করিলেন।

সেই কাবেরীসঙ্গম সৰ্বপাপন শক; যে সকল

মানব ইহা জেনে না, তাহার নিশ্চয়ই

প্রতারণিত। অতএব মানব সম প্রযত্ন

তথায় গমন করবে। কাবেরী ও মহানদী

নন্দায়া, ইহারা মহাপুণ জননী। হে রাজেন্দ্র!

সেখানে গমন করিয়া বৃহত্তরভজকে অর্চনা

করিবে। তাহা হইলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল

লাভ করত ক্রুদলোকে পূজিত হয়। যে

ব্যক্তি অগ্নিপ্রবেশ করে, কিবা অনশ্রু-ক-

করে, তাহার পুনর্বার্ত্তি-রহিত গতি লাভ

হয়। ইহা শঙ্কর আমাকে বলিয়াছেন।

সে ব্যক্তি বর জীর্ণে সেব্যমান হইয়া স্বর্গ-

লোকে ক্রুদবৎ আনন্দ ভোগ করে। সে

যষ্টি সহস্র ও যষ্টি কোটি বৎসর ক্রুদলোকে

থাকিয়া যেখানে যেখানেই যাউক না কেন,

পুণ্যক্ষয়ঃ পশ্যন্তো রাজা ভবতি ধার্মিকঃ ।
ভোগবান্ ধর্ম্মশীলকং যথাশ্রিত্য কুলোত্তমঃ ॥ ১৯ ॥
তত্র পীড়া জনং সম্যক চান্দিয়ণকলং লভেৎ
স্বর্গং গচ্ছতি তে মর্ত্য্য য়ে পিবন্তি জলং শুভম্
গঙ্গায়মুনয়োর্মধ্যে যৎকলং যাতি মানবঃ ।
কাবেরীসঙ্গমে ন্নাহা তৎকলং তস্মৈ ভাষ্যত ॥
এবম্ তস্মৈ রাজেন্দ্র কাবেরীসঙ্গমং মহৎ ।
পুণ্যং মহৎকলং তত্র সর্গপাপপ্রণাশনম্ ॥ ২২ ॥
উত্তরে নর্ম্মদাকূলে তীর্থে যোজনং বহুতম্ ।
পত্রেশ্বরেতি বিখ্যাতং সর্গপাপহরং পরম্ ॥ ২৩ ॥
তত্র ন্নাহা নরো রাজন্ দৈবভৈঃ সহ মোদতে
পঞ্চবর্ষদৃশ্যানি ক্রৌড়েতে কামরূপধ্বক ॥ ২৪ ॥
গর্জন্ত ততো গচ্ছেদ্বদ্যং মেঘ উপস্থিতঃ ।
ইন্দ্র জন্মাম সস্তাপ্তং স্ত তার্থপ্রভাবতঃ ॥ ২৫ ॥
মেঘরাবং ততো গচ্ছেদ্বদ্যং মেঘাভিগজ্জতম্
মেঘনাদো গণস্তত্র বরসম্পন্নতঃ গতঃ ॥ ২৬ ॥

সমগ্রই পরম সুখে কালান্ধিপাত করে ।
পরে পুণ্যক্ষেয়ে তথ্য হইতে পরিব্রষ্ট হইয়া
মহাকূলে জন্মগ্রহণপূর্বক ভোগবান্ ও ধর্ম্ম-
শীল রাজা হইল ॥ ১৯ ॥ সেখানেই জল
পান করিলে সম্পূর্ণ চান্দিয়ণের ফল লাভ
হয় । যথারা সেই শুভ জল পান করে,
সেই সকল মানব স্বর্গে গমন করে । মানব
গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম স্থলে স্নান করিয়া
যে ফল পায়, কাবেরীসঙ্গমে স্নান করিয়াও
সেই ফল লাভ করে । সেই স্থান পুণ্য-
জনক, মহাকলপ্রদ ও সর্গপাপনাশক । হে
রাজন্ ! নর্ম্মদার উত্তর কূলে পত্রেশ্বর নামে
বিখ্যাত যোজনং-বিস্তৃত সর্গপাপহর পরম তীর্থ
অছে । রাজন্ ! তথায় স্নান করিয়া পঞ্চ
সহস্র বৎসর দেবগণ সহ কামরূপী হইয়া
বিহার করত সানন্দে অবস্থান করে ।
অনন্তর গর্জন তীর্থে যাইবে । রাবণতনয়
মেঘনাদ এই তীর্থপ্রভাবে ইন্দ্রজিৎ নাম
লাভ করিয়াছিল । পরে মেঘরাব তীর্থে
যাইবে । সেখানে মেঘগর্জনবৎ শব্দ শুনিতে
পাওয়া যায় । মেঘনাদ নামক গণ সেই

ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ব্রহ্মাবর্তমিতি শ্রুতম্ ।
তত্র সন্নিহিতো ব্রহ্মা নিত্যমেব কুর্বিতি ॥ ২৭ ॥
তত্র স্নানাত্ত রাজেন্দ্র ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ২৮ ॥
ততোহঙ্গারেশ্বরে তীর্থে নিয়তো নিয়তাপনঃ
সর্গপাপবশঙ্কায় কল্পলোকং স গচ্ছতি ॥ ২৯ ॥
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র কপিলাতীর্বনুত্তমম্ ।
তত্র স্নান্য নরো রাজন্ গোপ্রদানকলং লভেৎ
ক কীতীর্থং ততো গচ্ছেদেববিগণসেবিতম্ ।
তত্র স্নান্য নরো রাজন্ গোলোকং সমবাপুয্যৎ
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র কুণ্ডলেশ্বরমুত্তমম্ ।
তত্র সন্নিহিতো কদ্রস্তিত্তে উময়া সহ ॥ ৩২ ॥
তত্র স্নান্য তু রাজেন্দ্র অবধ্যগ্রন্থদৈবগণি ।
পিপ্পলেশ্বরং ততো গচ্ছেৎ সর্গপাপপ্রণাশনম্ ॥
তত্র গঙ্গা তু রাজেন্দ্র কদ্রগোকে মহীয়তে ।
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র বিমলং বিমলেশ্বরম্ ॥
তত্র দেবশিখা রম্যা ঈশ্বরেণ নিপাতিতা ।

স্থানে বর লাভ করত সফলমনোরথ হইয়া-
ছিল । হে রাজেন্দ্র ! পরে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মাবর্তে
যাইবে । হে যুধিষ্ঠির ! তথায় ব্রহ্মা নিত্যই
সন্নিহিত থাকেন । হে রাজেন্দ্র ! সেখানে
স্নান করিলে ব্রহ্মলোকে পূজিত হয় । তার
পর অঙ্গারেশ্বর তীর্থে যাইবে । যে ব্যক্তি
নিয়তচিত্ত ও নিয়তাহার হইয়া সে স্থানে যায়,
সে সকল পাপ হস্তে মুক্ত হইয়া কদ্রলোকে
শাস করে । হে রাজেন্দ্র ! তার পর উত্তম
কপিলা তীর্থে যাইবে । রাজন্ ! সেখানে
স্নান করিয়া মানব গোপ্রদানের ফল লাভ
কবে । পরে দেববিগণসেবিত কাঞ্চী তীর্থে
যাইবে । রাজন্ ! সেখানে স্নান করিয়া
মানব গোলোক প্রাপ্ত হয় । রাজেন্দ্র !
অনন্তর উত্তম কুণ্ডলেশ্বর তীর্থে যাইবে ।
কদ্র উমার সহিত তথায় সন্নিহিত থাকেন ।
হে রাজেন্দ্র ! তথায় স্নান করিলে মানব
দেবগণেরও অবধ্য হয় । তার পর সর্গপাপ-
নাশন পিপ্পলেশ্বর তীর্থে যাইবে । হে
রাজেন্দ্র ! সেখানে গমন করিলে কদ্রলোকে
সম্মানিত হয় । রাজেন্দ্র ! তার পর বিমল

তত্র প্রাণান পরিত্যজ্য কল্পলোকমবাধুয়াং ৩৫।
 ততঃ পুষ্করিণীং গচ্ছেত্তত্র স্নানং সমাচরেৎ ।
 স্নানমাজ্ঞে নরস্তত্র ইন্দ্রস্ফাৰ্দ্ধাসনং লভেৎ ৩৬।
 নৰ্ম্মদা সরিতাং শ্রেষ্ঠা কল্পদেহাধিনিঃসৃত্য ।
 তারয়েৎ সৰ্ব্বভূতানি স্বাবরাণি চরাণি চ ৩৭।
 সৰ্ব্বদেবাতিদেবেন ঈশ্বরেণ মহাস্থনা ।
 কথিতা ঋষিসম্ভব্য অস্মাকঞ্চ বিশেষতঃ ৥
 মুনিভিঃ সংস্কৃতা হেমা নৰ্ম্মদা প্রবরা নদৌ ।
 কল্পদেহাধিনিক্রান্তা লোকানাং হিতকাম্যয়া ৥
 সৰ্বপাপহরা নিত্যং সৰ্ব্বলোকনমস্কৃতা ।
 সংস্কৃতা দেবগণৈঃ সিব্রহ্মরোভিস্তথৈব চ ৪০।
 নমঃ পুণ্যজলে আদ্যো নমঃ সাগরগামিণি ।
 নমোহস্ত তে ঋষিগণৈঃ শঙ্করদেহিনিঃসৃতে ৪১।
 নমোহস্ত তে ধৰ্ম্মভূতে বরাননে,
 নমোহস্ত তে দেবগণৈকবন্দিতে ।

বিমলেশ্বর ভীর্থে যাইবে। ঈশ্বর ঐ স্থানে
 রম্যা দেবশিখা নিপাতিত করিয়াছেন।
 সেখানে প্রাণ পরিত্যাগ করিলে কল্পলোক
 প্রাপ্ত হয়। তার পর পুষ্করিণী ভীর্থে যাইবে।
 সেখানে স্নান করিবে। স্নান মাছেই মানব
 ইন্দের স্ফাৰ্দ্ধাসন লাভ করিতে পারিবে।
 ২০—৩৬। সরিৎগণের শ্রেষ্ঠা নৰ্ম্মদা কল্প-
 দেহ হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছেন। ইনি
 স্বাবর ৫৭ সৰ্ব্বভূতেরই পবিত্রাণ করেন।
 সৰ্ব্বদেবাতিদেব মহাত্মা ঈশ্বর ঋষিগণের ও
 আমাদের নিকট ইহঁর মহাত্মা বিশেষরূপে
 কাহিয়াছেন। মুনিগণ-সংস্কৃতা নদীপ্রবরা
 এই নৰ্ম্মদা লোকহিত কামনায় কল্পদেহ
 হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছেন। ইনি নিত্য
 সৰ্বপাপহর, সৰ্ব্বলোকনমস্কৃতা ও দেব-গন্ধৰ্ব-
 অম্পরোগণ কর্তৃক সংস্কৃতা। হে পুণ্য-
 জলে! আদ্যো। তোমাকে নমস্কার। হে
 সাগরগামিণি! তোমাকে নমস্কার। হে
 ঋষি কর্তৃক শঙ্করদেহ হইতে নিঃসারিতে!
 তোমাকে নমস্কার। হে ধৰ্ম্মভূতে বরাননে!
 তোমাকে নমস্কার। হে দেবগণৈকবন্দিতে!

নমোহস্ত তে সৰ্ব্ববিজ্ঞাপাবনে,
 নমোহস্ত তে সৰ্ব্বজগৎসুপুজিতে ৪২।
 যশ্চেনং পঠতে স্তোত্রং তনিত্যং শুক্লেনঃমানবঃ
 ব্রাহ্মণো বৈশ্যাপ্রাতি কত্রিণো বিজয়ী ভবেৎ
 বৈশ্রাভ লভতে লাভঃ শূদ্রশ্চৈব শুভাং গতিম্
 অন্নানী লভতে হ্রদঃ স্মরণাদেব নিত্যশঃ ৪৪।
 নৰ্ম্মদাং সেবতে নিত্যং স্বয়ং দেবো মহেশ্বরঃ ।
 তেন পুণ্যা নদী শ্রেয়া ব্রহ্মহত্যাপহারিণী ৪৫।
 ইতি জীপাদ্যে সৰ্ব্বথগে নৰ্ম্মদামাহাভ্যো
 অষ্টমোহধ্যায়ঃ ৮ ॥

নবমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

তদাপ্রভৃতি ব্রাহ্মদ্যা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ।
 সেবন্তে নম্মদাং রাজন্ কামকোৰ্ধাববজ্জিতঃ ॥
 তস্মৈ ম্পতিতং দৃষ্ট্বা শূলং দেবস্ত ভূতলে ।
 তস্ত পুণ্যং সমাধাভ্যং শঙ্করেণ মহাস্থনা ২ ॥

তোমাকে নমস্কার। হে সৰ্বপবিত্রপাবনে!
 তোমাকে নমস্কার। হে সৰ্ব্বজগৎসুপুজিতে!
 তোমাকে নমস্কার। এই স্তোত্র শুদ্ধভাবে
 নিত্য পাঠ করিলে, ব্রাহ্মণ বেদাবদ্যা প্রাপ্ত
 হয়, কত্রিয় বিজয়ী হয়, বৈশ্য লাভ (সম্পদ)
 লাভ করে এবং শূদ্র শুভা গতি প্রাপ্ত হয়।
 প্রতিদিন স্মরণ করিলে অন্নানী ব্যক্তিও অন্ন
 লাভ করে। দেব মহেশ্বর স্বয়ং নিয়ত
 নৰ্ম্মদাকে সেবা করে। সেই জন্তই এই
 নদী পুণ্যা এবং ব্রহ্মহত্যাপহারিণী,
 জ্ঞানবে। ১৭—৪২।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮।

নবম অধ্যায় ।

নারদ বলিলেন,—হে রাজন! তদবধি
 ব্রাহ্ম প্রভৃতি কামকোৰ্ধবজ্জিত তপোধন
 ঋষিগণ নম্মদাং সেবা করিয়া থাকেন। দেব
 মহেশ্বরের শূল তদ্য ভূতলে পতিত

শূলভেদেতি বিখ্যাতঃ তীর্থং পুণ্যতমং মহৎ ।

তত্র নীহার্চ্চযেদেবং গোহসহস্রকলং লভেৎ ॥ ৩

ত্রিরাত্রঃ কারয়েদযশ্চ তস্মিন্তীর্থে নরাধিপ ।

অর্চ্চয়িত্বা মহাদেবং পুনর্জন্ম ন বিদ্যাতে ॥ ৪

ভীমেশ্বরঃ ততো গচ্ছেন্নর্যদেবশ্বরমুত্তমম্ ।

আদিত্যেশ্বরং মহাপুণ্যং তথা জ্যামধনা সমম্ ।

মল্লিকেশ্বরং পরিত্যজ্য পর্যাপ্তং জন্মতঃ ফলম্

করণেশ্বরং ততঃ পশ্চেন্নীরাঞ্জে শ্বরমুত্তমম্ ।

সর্বতীর্থকং তন্তু পঞ্চায়তনদর্শনাৎ ॥ ৬

ততো নীচত্ব রাজেন্দ্র যুদ্ধং বৈ যঃ সাধিতম্

কোটিতীর্থস্ত বিখ্যাতমশ্রুয়া যত্র যোষিতাঃ ॥ ৭

যত্র তে নহতা রাজান্ দানবা বলদর্পিতাঃ ।

তেষাং শিরাংসি গৃহ্যন্তে নিহতাস্তে সমাগতাঃ

ঐহিকং সৎস্বাপিতো দেবঃ শূলপার্শ্বির্নৃপেশ্বরঃ ।

হইয়াছিল দেখিয়া মহাশয় শঙ্কায় উঠাব পুণ্য

কীর্তন করিয়াছেন। এই তীর্থ শূলভেদ

নামে বিখ্যাত। উহা পুণ্যতম মহৎ তীর্থ।

তথায় জ্ঞান করিয়া দেবতার অর্চ্চনা করিলে

সহস্র গোদানের কল লাভ হয়। হে নরা-

ধিপ! যে ব্যক্তি সেট তীর্থে মহাদেবের

অর্চ্চনাপূর্বক ত্রিরাত্র এক করে, তাহার আর

পুনর্জন্ম হয় না। অনন্তর ভীমেশ্বর তীর্থে

যাইবে। পরে উত্তম নর্যদম্বরে গমন

করিবে। তার পর মহাপুণ্য আদিত্যেশ্বরে

যাইয়া স্বতঃস্ফূর্ত সহকারে তাহার অর্চ্চনা

করিবে। যে ব্যক্তি মল্লিকেশ্বর তীর্থে গমন

করে, তাহার জন্ম পর্যাপ্তকপে সফল

জানিবে। অনন্তর করুণেশ্বরকে দর্শন

করিবে। পরে উত্তম নীরাঞ্জেশ্বরকে দেখিবে;

তদীয় পঞ্চায়তন দেখিলে সর্বতীর্থজনিত

ফল লাভ হয়। ১—৬। হে রাজেন্দ্র! তার

পর যেখানে দেবাসুরে তুৎল যুদ্ধ হইয়াছিল,

সেই কোটিতীর্থে যাইবে। হে রাজন! ঐ

যুদ্ধে বলদর্পিত কোটি দানব নিহত হইয়া-

ছিল। তাহাদের মুণ্ড সকল একত্রিত করিয়া

তদুপরি শূলপার্শ্ব মহেশ্বর প্রতিষ্ঠিত হইয়া-

কোটিবিনিহিতা তত্র তেন কোটিশ্রুং স্মৃতাঃ ॥ ১০

দর্শনাত্ত তীর্থস্ত সন্দেহঃ স্বর্গমাবহেৎ ॥ ১০

তদা ইন্দ্রেণ ক্ষুদ্রত্বাযজ্ঞকীলেন যজিতঃ ।

তদা প্রভৃতি লোকানাং স্বর্গমহং নিবারিতম্ ॥

সমুত্তং ত্রীকলং দত্ত্বা গহ্বা চান্ত্রে প্রদক্ষিণম্ ।

সর্বতঃ সহ দেবেন শিরসাদাধ ধারয়েৎ ॥ ১২

সর্বকামেণ সম্পূর্ণো রাজা ভবতি পাণ্ডব ।

মৃতো রুদ্র ইমাপ্পোতি ন চেহ জায়তে পুনঃ ॥

স্বর্গং গহ্বা ততো রাজাঃ কুহাগত্য ততো দিবঃ

মহাদেবং ততোপাস্ত্র ত্রয়োদশ্যাং হি মানবঃ ।

সাতমাত্রো নরস্তত্র সর্বযজ্ঞকলং লভেৎ ॥ ১৪

ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র তীর্থং পরমশোভনম্ ।

নরাণাং পাপনাশায় অগস্ত্যেশ্বরমুত্তমম্ ॥ ১৫

তত্র স্নাত্বা নরো রাজান্ মৃত্যুতে ব্রহ্মহত্যা ॥ ১৬

কার্ত্তিকস্ত তু মাসস্ত কৃষ্ণপক্ষচতুর্দশীম্ ।

শ্রুতেন স্নাপয়েদেবং সমাধিস্থো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥

ছেন। এ নিমিত্ত তাঁহার কোটিশ্রু নাম

হইয়াছে। সেট তীর্থ দর্শন করিলে স-শরীরে

স্বর্গে যাইতে পারে। ইহা দেখিয়া ইন্দ্র ভগ্ন

ক্ষুদ্রতা বশত বজ্রকীল দ্বারা ক্রুদ্ধ করেন।

তদবধিলোক সকলে স্বর্গগমনসামর্থ্য নিবা-

রিত হইয়াছে। সমুত্তং ত্রীকল দানপূর্বক

পূজা করত পশ্চাৎ যথাবিধি প্রদক্ষিণ করিয়া

নিম্নালি মন্তকে ধারণ করিলে সন্দকামনা

সফল হয়। হে পাণ্ডব! সে ব্যক্তি রাজা

হয় এবং মরণান্তে রুদ্র ই লাভ করে। এ

জগতে আর জন্মিতে হয় না। কোটিশ্বর

দর্শনে মানব স্বর্গে গমন করে, পর ইহ-

লোকে অগস্ত্য রজা প্রাপ্ত হয়। মানব

ত্রয়োদশী তথ্যে মহাদেবের উপাসনাপূর্বক

তথায় জ্ঞান করিবামাত্র সর্ব যজ্ঞে ফল

প্রাপ্ত হয়। ৭—১৪। রাজেন্দ্র! তার পর

নরগণের পাপনাশ বিষয়ে পরম শোভন

উত্তম অগস্ত্যেশ্বর তীর্থে যাইবে। রাজন!

সেখানে জ্ঞান করিয়া মানব ব্রহ্মহত্যা হইতে

মুক্তি লাভ করিতে পারে। কার্ত্তিক মাসের

কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশী তিথিতে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি

একবংশকুলোপেতো ন মুচ্যেদৈশ্বর্যং পদাৎ
 যানং চোপানহৌ হুঃ পদ্যাক্ স্তবকাঞ্চনম্ ।
 ভোজনকৈব বিপ্রাণাং সর্বং কোটিগুণং ভবেৎ
 ভক্তো গচ্ছেত রাজেন্দ্র রবিস্তবমুত্তমম্ ।
 তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ সিংহাসনগতির্ভবেৎ ॥
 নগ্নদাদক্ষিণে কূলে তীর্থং শক্রস্ত বিকৃতম্ ।
 উপোষ্য ব্রহ্মনোমেকাং স্নানং তত্র সমাচরেৎ ॥
 স্নানং কৃৎযা যথাশ্রাদ্ধমর্চয়েত্তু জনাৰ্দ্দনম্ ।
 গোসহস্রকলং তস্ত বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥২২
 ঋষিতীর্থে ততো গচ্ছেৎ সর্বপাপহরং নৃণাম্ ।
 স্নাতমাত্রো নরস্তত্র শিবলোকে মহীয়তে ॥ ২৩
 নারদস্ত চ তর্জিব তীর্থং পরমশোভনম্ ।
 স্নাতমাত্রো নরস্তত্র গোসহস্রকলং লভেৎ ॥২৪
 দেবতীর্থে ততো গচ্ছেদব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পুরা ।
 তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥

স্বতঃ স্বায়া অগস্ত্যেশ্বর দেবকে স্নান করা-
 ইবে, তাহা হইলে একবংশতি পুরুষ যাবৎ
 ঐশ্বর্য পদ (শিবলোকে বাস, বা রাজহ)
 হইতে চ্যুত হয় না। যান, পাদুক, ছত্র,
 স্তব ও কাঞ্চন দান করিলে এবং ব্রহ্মণ
 ভোজন করাইলে কোটিগুণ কল লাভ হয়।
 হে রাজেন্দ্র! তার পর অল্পতম রবিস্তব
 তীর্থে যাইবে। রাজন্! সেখানে স্নান করিয়া
 মানব সিংহাসন লাভ করিতে পারে। নগ্ন-
 দাদক্ষিণ কূলে বিখ্যাত শক্রতীর্থ আছে,
 তথায় একরাত্রি উপবাসপূরক স্নান করিবে।
 স্নানান্তে যথাবিধি জনাৰ্দ্দনের অর্চনা
 করিবে। তাহা হইলে সে সহস্র গোদান জন্ত
 কল লাভ করত বিষ্ণুলোকে গমন করিতে
 পারে। তার পর মানবগণের সর্বপাপহর
 ঋষিতীর্থে যাইবে। সেখানে কেবল স্নান
 মাত্র করিলেই মানব শিবলোকে পূজিত হয়।
 সেইখানেই নারদের পরমশোভন তীর্থ
 আছে, সেখানে স্নান করা মাত্রই মানব
 সহস্র গোদান জন্ত কল লাভ করে। ১৫—
 ২৪। পরে দেবতীর্থে গমন করিবে। ঐ তীর্থ
 পুরাকালে ব্রহ্মা কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

অমরকণ্টকং ততো গচ্ছেদমরহাপিতং পুরা ।
 স্নাতমাত্রো নরস্তত্র গোসহস্রকলং লভেৎ ॥২৬
 ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র বামনেশ্বরমুত্তমম্ ।
 তত্র চায়তনং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যায়া ॥ ২৭
 ঋষিতীর্থং ততো গচ্ছেদ্বীশানেশং পুমান্ ঐশ্ব-
 বটেশ্বরং ততো দৃষ্ট্বা পর্যাপ্তং জয়নঃ কলম্ ॥
 ভীমেশ্বরং ততো গচ্ছেৎ সর্বব্যাবিধিনাশনম্
 স্নাতমাত্রো নরো রাজন্ সর্বদুঃখাৎ প্রমুচ্যতে
 ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র বাবণেশ্বরমুত্তমম্ ।
 তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ সর্বদুঃখাৎ প্রমুচ্যতে ॥
 সৌমতীর্থে ততো গচ্ছেৎ পশ্চত চন্দ্রমুত্তমম্ ।
 তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ ॥
 তৎক্ষণাদিবাদেহস্থঃ শিববল্লোদতে চিরম্ ।
 যষ্টিবর্ষসহস্রাণি শিবলোকে মহীয়তে ॥ ৩২
 ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র পিঙ্গলেশ্বরমুত্তমম্ ।

রাজন্! নব সেখানে স্নান করিয় ব্রহ্মলোকে
 পূজিত হইবে। অনন্তর অমরগণ কর্তৃক পুরা-
 কালে নির্ম্মিত অমরকণ্টক তীর্থে যাইবে।
 নর তথায় স্নান করিবামাত্র সহস্র গোদান
 জনিত কল পায়। হে রাজেন্দ্র! তার
 পর উত্তম বামনেশ্বর তীর্থে যাইবে।
 তাঁহার আয়তন দেখিলে ব্রহ্মহত্যা হইতে
 মুক্ত হয়। মানব তথা হইতে যেখানে
 ঈশানেশ অবস্থিত, সেই মুক্তিপ্রদ ঋষি-
 তীর্থে যাইবে। পরে বটেশ্বরকে দর্শন
 করিবে। তাহা হইলে জন্মের পর্যাপ্তরূপে
 সার্থকতা হয়। তার পর সর্বব্যাবিধিনাশন
 ভীমেশ্বর তীর্থে যাইবে। নর সেখানে
 স্নান করা মাত্র সর্বদুঃখ হইতে মুক্তি হয়।
 রাজেন্দ্র! তথা হইতে উত্তম বামনেশ্বর
 তীর্থে যাইবে। রাজন্! তথায় স্নান করিয়া
 নর সর্বদুঃখ হইতে মুক্ত হয়। পরে উত্তম
 সৌমতীর্থে যাইবে, তথায় নর পরমভক্তি
 সহকারে স্নানপূরক চন্দ্র দর্শন করিবে।
 তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ দিব্য দেহ ধারণ-
 পূরক দীর্ঘকাল শিবরূপে মুদিত চিত্তে বিহার
 করত যষ্টিবর্ষ সহস্র বর্ষ শিবলোকে পূজিত হয়।

অহো রাজোপবাসেনাশ্রিতা কলমাধুয়াৎ ॥ ৩৩ ॥
তস্মিন্স্থিতীর্থে তু রাজেন্দ্রকপিলাং যঃ প্রযচ্ছতি
যাবন্তি তন্ত্রোমাণি ঠং প্রসূতকুলন্ত চ ।
তাবৎসহস্রাণি ক্রদলোকে মহীয়তে ॥ ৩৪ ॥
যন্ত প্রাণপরিভ্যাগং তত্র কুর্বাৎসরাধিপ ।
অক্ষয়ং মোদতে কালং যাবচ্ছন্দ্যিবাকরৌ ॥ ৫৫ ॥
নন্দদাতটমাজিতা তিষ্ঠন্তি যে তু মানবাঃ ।
তে মৃত্যুঃ স্বর্গমাস্তি তথা শ্রুতিং নো যথা ॥ ৩৬ ॥
সুযতিক্ষেপঃ গচ্ছেদ্রাধকং কোটিকেশবম্ ।
গল্গাবতরণে তত্র দিনে পুণ্যো ন সংশয়ঃ ॥ ৩৭ ॥
নন্দিতীর্থে ততো গচ্ছেৎ স্নানং তত্র সমাচরেৎ
তুযাতে তন্ত্র নন্দীশঃ সোমলোকে মহীয়তে ॥
ততো দ্বাপেশবঃ গচ্ছেদ্রাসতীর্থে তপোবনম্ ।
নিবর্তিতা পুরা তত্র ব্যাসভীতা মহানদী ॥ ৩৮ ॥

হে রাজেন্দ্র! অনন্তর উত্তম পিতৃলেশ্বর
তীর্থে যাইবে। এখানে অহোরাত্র উপ-
বাস করিলে অতিরাত্র যজ্ঞের কল লাভ
হয়। হে রাজেন্দ্র! যে ব্যক্তি সেই তীর্থে
কপিলা গো প্রদান করে, সেই পুত্র এবং
তাহার সন্তানবর্গের যত রোম, তত সহস্র
বৎসর ক্রদলোকে পূজিত হয়। হে নরা-
ধিপ! যে ব্যক্তি তথায় প্রাণ পরিভ্যাগ
করে, চন্দ্র-সুহৃদ্যেয় স্থিতিকাল পর্যন্ত সে
অক্ষয় আনন্দ ভোগ করে। ২৫—৩৫। যে
সকল মানব নন্দদার তটস্থি আশ্রয় করিয়া
থাকে, তাহারা মরণান্তে শ্রুতী ব্যক্তি-
বর্গের স্তায় স্বর্গে গমন করে। তথা হইতে
সুযতিক্ষেপের, পরে নারক তীর্থে এবং
কৌটিকেশবের যাইবে। সেখানে স্নান
করিলে দশহরা দিনে স্নানের কল হয়;
সংশয় নাই। তথা হইতে নন্দিতীর্থে গমন
করিলে। সেখানে স্নান করিলে। এরূপ
করিলে নন্দীশ তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হন।
সে ব্যক্তি সোমলোকে পূজিত হয়। আর
পর ব্যাসতীর্থে দ্বাপেশবের যাইবে। উহা
ব্যাসের তপোবন। মহানদী ঐ স্থান দিয়া
প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিলে ব্যাস হুঙ্কার

হুঙ্কারিতা তু ব্যাসেন দক্ষিণেন ততো গতা ॥ ৩৯ ॥
প্রদক্ষিণন্ত যঃ কুর্বাৎস্মিন্স্থিতীর্থে নরাধিপ ।
ব্যাসস্তত্র ভবেৎপ্রীতো বাহিতংলভতে কলম্
সুহৃদেণ বেষ্টয়েদ্যন্ত দীপ্তং দেবং সবেদিকম্ ।
ক্রীড়তে চাক্ষয়ং কালং যথা ক্রদন্তধেব সং ॥ ৪০ ॥
ততো গচ্ছেৎ রাজেন্দ্র এরণ্ডতীর্থমুত্তমম্ ।
সঙ্গমে তু নরঃ স্নাত্বা মৃত্যুতে সর্গপাতকৈঃ ॥ ৪১ ॥
এরণ্ডী ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতা পাপনাশিনী ।
অথবাশ্বমুজে মাসি শুক্লপক্ষান্ত চাষ্টমী ॥ ৪২ ॥
শুচীর্হা নরঃ স্নাত্বা চোপবাসপরায়ণঃ ।
ব্রাহ্মণং ভোজয়েদেকং কোটিভবতি ভোজিতঃ
এরণ্ডীসঙ্গমে স্নাত্বা ভক্তিতাবাহুরজিতঃ ।
মুক্তিকাঃ শিরসি স্থাপ্য অবগাহ চ বৈ জলম্ ।
নন্দদোদকসমিশ্রয় মৃত্যুতে সর্গকিঞ্চিৎ ॥ ৪৩ ॥
প্রদক্ষিণন্ত যঃ কুর্বাৎস্মিন্স্থিতীর্থে নরাধিপ ।
প্রদক্ষিণীকৃত্য তেন সপ্তদ্বাপা বহুক্ষরা ॥ ৪৪ ॥

দ্বারা নিবারণ করায় আশ্রমের দক্ষিণ দিক
দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। সেই তীর্থে
প্রদক্ষিণ করিলে ব্যাস প্রীত হন এবং সে
ব্যক্তি বাহিত কল লাভ কবে। যে মানব
দীপ্ত দেবকে বেদির সহিত বেষ্টন করে, সে
ক্রদবৎ অক্ষয় কাল ক্রীড়া করে। হে
রাজেন্দ্র! তার পর উত্তম এরণ্ডী তীর্থে
যাইবে। উক্ত এরণ্ডীসঙ্গমে স্নান করিলে
মানব সর্গপাতক হইতে মুক্ত হয়। এরণ্ডী
তীর্থ পাপনাশক বলিয়া ত্রিলোকে বিখ্যাত।
আশ্বিন-মা.সর শুক্লপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে
মানব স্নানপূরক শুচি ও উপবাসপরায়ণ
হইয়া একটি ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে;
তাহা হইলে কোটি ব্রাহ্মণ ভোজনের কল
লাভ হয়। এরণ্ডীসঙ্গমে ভক্তিতাবে অশ্ব-
রক্ত চিত্তে স্নানপূরক মন্তকে মুক্তিকা স্থাপন
করিয়া নন্দদোদকমিশ্র জলে অবগাহন করিলে
সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। হে নরাধিপ!
যে ব্যক্তি সেই তীর্থে প্রদক্ষিণ করে, তৎ-
কর্তৃক সপ্তদ্বাপা সমগ্র বহুক্ষরাই প্রদক্ষিণ
করা হয়। তার পর সুবর্ণতিলকে স্নানপূরক

‘ততঃ সুবর্ণভিলকে স্নানং দদ্যাৎ চ কাঞ্চনম্ ।
কাঞ্চনেন বিমানেন রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥৪৮
ততঃ সৰ্গচ্যুতঃ কালাব্রাজা ভবতি বীৰ্য্যবান্ ।
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ইক্ষুনদ্যাং সঙ্গমম্ ।
ত্রৈলোক্যে বিজ্ঞাতং দিব্যং তত্র সন্নহিতঃ শি :
তত্র স্নানং নরো রাজন্ গাণপত্যমবাগ্নুয়াৎ ॥ ১
হৃদযজ্ঞতীৰ্থে ততো গচ্ছেৎ সৰ্গপাপ প্রণাশনম্ ।
আজগম্যনঃ কৃত’ পাপং স্নানমাত্রা দ্ব্যপোহতি ॥৫২
আদ্বিহস’ ততো গচ্ছেৎ স্নান’ তত্র সমাচরেৎ
গোসহস্রকলং তস্তা রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥ ৫৩
লাঙ্গলতীৰ্থং ততো গচ্ছেৎ সৰ্গপাপপ্রণাশনম্
তত্র গহা তু রাজেন্দ্র স্নানং তত্র সমাচরেৎ ।
সপ্তজয়কৃতঃ পাপৈর্ঘৃচ্যুতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৪
বটেশ্বরঃ ততো গচ্ছেৎ সৰ্গতীৰ্থেঘ্নন্তমম্ ।
তত্র স্নানং নরো রাজন্ গোসহস্রকলং লভেৎ ॥
সঙ্গমেশ্বরঃ ততো গচ্ছেৎ সৰ্গপাপহরঃ পরম্

কাঞ্চন দান করিবে। তাহা হইলে কাঞ্চন-
বিমানে আরোহণ করত রুদ্রলোকে পূজিত
হয়। পরে কালে তথা হইতে চ্যুত হইয়া
বীৰ্য্যবান রাজা হয়। রাজেন্দ্র! তৎপরে
ত্রৈলোক্য-বিখ্যাত দিব্য ইক্ষু নদীর সঙ্গম-
স্থলে যাইবে; তথায় শিব সন্নহিত আছেন,
রাজন্! সেখানে স্নান করিয়া নর গাণপত্য
প্রাপ্ত হয়। ৩৬—৫১। তথা হইতে সৰ্গপাপ-
নাশন হৃদযজ্ঞতীৰ্থে যাইবে। সেখানে স্নান
করা মাত্র আজগরুত পাপ হইতে মুক্তি লাভ
করে। তার পর আদ্বিহস তীৰ্থে যাইবে।
সেখানে স্নান করিবে। সে ব্যক্তি সহস্র
গো দান জন্ত কল লাভ করত রুদ্রলোকে
পূজিত হয়। পরে সৰ্গপাপনাশক লাঙ্গল
তীৰ্থে যাইবে। রাজেন্দ্র! সেখানে যাইয়া
স্নান করিবে; তাহা হইলে সপ্তজয়কৃত পাপ
হইতে মুক্ত হয়; সংশয় নাই! অনন্তর
তীৰ্থ সকলের মধ্যে সর্বোত্তম বটেশ্বর তীৰ্থে
যাইবে। রাজন্! সেখানে স্নান করিয়া
সহস্র গো দান জন্ত কল লাভ করে। তথা
হইতে সৰ্গপাপহর সঙ্গমেশ্বর তীৰ্থে যাইবে।

তত্র স্নানং নরো রাজন্ ব্রততে নাত্র সংশয়ঃ ।
ভদ্রতীৰ্থং সমাসাদ্য দানং দদ্যাৎ যো নরঃ ।
তস্ত তীৰ্থপ্রত্যবেশ সৰ্গঃ কোটিভুগং ভবেৎ ।
অথ নারী ভবেৎ কালী তত্র স্নানং সমাচরেৎ
গৌরীতুল্যা ভবেৎ সা তু কল্পপত্নী ন সংশয়ঃ
অঙ্গারেশ্বরং ততো গচ্ছেৎ স্নানং তত্র
সমাচরেৎ ।

স্নাতমাত্রো নরস্তত্র রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥ ৫২
অঙ্গারকচতুর্থাঙ্ক স্নানং তত্র সমাচরেৎ ।
অক্ষয়ং মোদতে কালঃ সু বিকৃতশাসনঃ ॥ ৫৩
অযোনিসঙ্গমে স্নানং ন পশ্চাদ্ যানি মন্দিরম্ ।
পাণ্ডবেশ্বরকং গহা স্নানং তত্র সমাচরেৎ ।
অক্ষয়ং মে দতে কাগমবধ্যস্ত সুরাসুরৈঃ ॥ ৫৪
বিষ্ণুলোকং ততো গহা ক্রৌড়াভোগসমবিতঃ ।
তত্র ভুক্তা মহাভোগাশ্রমেষু রাজাভিজায়তে
কন্থাতিকেশ্বরং গচ্ছেৎ স্নানং তত্র সমাচরেৎ
উত্তরায়ণে সম্প্রাপ্তে যদিচ্ছেতস্ত তদ্ববেৎ ॥ ৫৫

রাজন্! সেখানে স্নান করিলে মানব
কৈবলা লাভ করে; সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি
ভদ্রতীৰ্থে যাইয়া দান করে, ঐ তীৰ্থপ্রভাবে
তাহার সকল দানেরই কোটিভুগ ফল লাভ
হয়। কোন কৃৎসর্ণা রমণী যদি সেই তীৰ্থে
স্নান করে তবে সে গৌরীতুল্যা হয়; সে
সাক্ষাৎ রুদ্রপত্নী; ইহাতে সংশয় নাই।
তথা হইতে অঙ্গারেশ্বর তীৰ্থে যাইবে।
সেখানে স্নান করিবে। মানব সেখানে
স্নান মাত্র করিলেই রুদ্রলোকে স্নানিত
হয়। অঙ্গারকচতুর্থাঙ্কে সেখানে যে স্নান
করে, সে বিষ্ণুপার্বদরূপে মুদিত হয়।
অযোনিসঙ্গমে গমন করিলে আর যোনি-
মন্দির দেখিতে হয়না। পাণ্ডবেশ্বরে যাইয়া
স্নান করিবে। তাহা হইলে সুরাসুরের
অবধ্য হইয়া অক্ষয় কাল মুদিত হয়; পরে
বিষ্ণুলোকে গমনপূর্বক ক্রৌড়াভোগে সমবিত
হয়। সেখানে মহাভোগ সকল ভোগ
করিয়া মর্ষ্যে রাজা হইয়া জন্মে। কন্থাভি-
কেশ্বরে যাইবে। উত্তরায়ণ প্রাপ্ত হইলে

শ্রেষ্ঠাঙ্গাং ততো গচ্ছৈৎ স্নানং তত্র সমাচরেৎ
 হাতশুষ্কো নরস্তত্র স্নানলোকে মহীয়তে । ৬৫
 হস্তে গচ্ছন্তু রাজেন্দ্র তীর্থে শক্রস্ত বিজ্ঞতম্ ।
 গুঞ্জিতং দেবরাজেন দেবৈরপি নমস্কৃতম্ । ৬৬
 তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ দানং দত্ত্বা চ কঞ্চনম্
 দধ্বা নীলবর্ণাভং বৃষভং যঃ সমুৎসৃজেৎ ।
 যতন্তু তু সোমসি তৎপ্রস্থিতকুণ্ডলম্ ৮ । ৬৮
 চাবর্ষসহস্রাণি নরো হরপুরে বসেৎ ।
 চতঃ স্বর্গাৎপরিভ্রষ্টো রাজা ভবতি বোধীবান ।
 লক্ষ্মানং শ্বতবর্ণানাং সংশ্লেষু নরাধিপ ।
 স্বামী ভবতি মর্ত্যসু তস্ত তীর্থপ্রভাবতঃ ॥ ০
 ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ব্রহ্মবর্তমমৃতমম্ ।
 তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্তর্পণ্যে পিতৃদেবতাঃ
 উপোষ্য রজনীমেকাং পিণ্ডং দত্ত্বা যথাবিধি ।
 কঙ্কাগতে যথাদিত্যে অক্ষয়ং সঞ্চিতং ভবেৎ
 ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র কপিলাতীর্থমমৃতম্ ৭৩

সেখানে স্নান করিলে, যে যথা ইচ্ছা করে
 তাহাই তাহার লাভ হয়। তথা হইতে
 চন্দ্রভাগা তীর্থে যাইবে। সেখানেও স্নান
 করিবে। নর স্নান মাত্র করিয়াই সোম-
 লোকে সম্মানিত হয়। ৫২—৬৫। রাজেন্দ্র!
 অনন্তর 'দেবরাজ কর্তৃক প্রাজ্ঞত দেবগণ
 কর্তৃক নমস্কৃত বিখ্যাত শক্র তীর্থে যাইবে।
 রাজন্! সেখানে দান করা কর্তব্য। কঞ্চন
 দান করিবে। যে ব্যক্তি নীলবর্ণ বৃষ উৎ-
 সর্গ করে, সেই বৃষভের ও তাহার সন্ত-
 কর্গের যত সোম, তত সহস্র বৎসর নর
 হরপুরে বাস করে; পরে স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট
 হইয়া বোধীবান রাজা হয়। ঐ তীর্থের
 প্রভাবে শ্বতবর্ণ সহস্র অশ্বের স্বামী নর-
 ৬৮ হয়। রাজেন্দ্র! ত্বর শ্বর অমৃতম
 ব্রহ্মবর্ত তীর্থে যাইবে। রাজন্! সেখানে
 স্নান করিয়া পিতৃ-দেবতাগণের তর্পণ
 করিবে। একরাত্রি উপবাসপূর্বক যথাবিধি
 পিণ্ডদান করিবে। একরূপ করিলে, আদিত্য
 কঙ্কারশিতে গমন করিলে যেমন পৃথিবীর
 রসভাগ শোষণপূর্বক সঞ্চয় করেন, তদ্রূপ

তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ কপিলাং যঃ প্রযচ্ছতি
 সম্পূর্ণাং পৃথিবীং দত্ত্বা যৎকলং তদবাপুয়াৎ ৭৪
 নর্যদেবরং পরং তীর্থং ন কৃতং ন ভবিষ্যতি ।
 তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ বোধিবৎকলং লভেৎ ৭৫
 তত্র সঙ্গগতো রাজা পৃথুবায্যভিজায়তে ।
 সর্গলক্ষণসম্পূর্ণঃ সর্গব্যাধিবিক্রান্তঃ ৭৬
 নার্যদীয়োত্তে কুলে তং পরমশোভনম্ ।
 আদিত্যায়তনং রম্যমীশ্বরেণ তু ভাবিতম্ ৭৭
 তত্র স্নাত্বা তু রাজেন্দ্র দানং দত্ত্বা চ শক্তিতঃ ।
 তস্ত তীর্থপ্রভাবেণ দত্তং ভবতি চাক্ষয়ম্ ৭৮
 দরিদ্রা বাবিতা যে তু যে চ দ্রুতকর্মণঃ ।
 মুচ্যন্তে সর্গপাপেভ্যঃ সূর্যালোকং প্রয়াস্তি চ ।
 মাঘমাসে তু সম্প্রাপ্তে গুরুপক্ষা সপ্তমীম্ ।
 বসেদায়তনে যন্ত নিরাধারো জিতেন্দ্রিয়ঃ ৮০
 ন জায়তে ব্যাধিতশ্চ কাণোহন্ধো বা ধরন্তথা ।
 স্তুভগো রূপসম্পন্নঃ স্রীণাং ভবতি বলভঃ ৮১

অক্ষয় পূণ্য সঞ্চয় হয়। রাজেন্দ্র! তার পর
 উত্তম কপিলা তীর্থে যাইবে। রাজন্!
 সেখানে স্নান করিয়া কপিলা গাতী দান
 করিলে সম্পূর্ণা পৃথিবী দানে যে কল হয়,
 সেই কল লাভ হয়। নর্যদেবর পরম তীর্থ;
 একরূপ তীর্থ হয় নাই, হইবে না। রাজন্!
 সেখানে স্নান করিয়া নর অশ্বমেধ যজ্ঞের
 ফল লাভ করে এবং তৎকালে সমগ্র পৃথি-
 বীতে খ্যাত, সর্গলক্ষণসম্পন্ন ও সর্গ-
 ব্যাধিবিক্রান্ত রাজা হইয়া থাকে। ৬৬-৭৬।
 রাজেন্দ্র! নর্যার উত্তরকূলে আদিত্যায়তন
 নামে পরম শোভন রম্য তীর্থ আছে। ঐশ্বর
 তথায় বিরাজিত আছেন। সেখানে স্নান
 করিয়া যথাশক্তি দান করিতে হয়। সেই
 তীর্থের প্রভাবে দত্ত বস্ত্র অক্ষয়কলজনক
 হয়। দরিদ্র, ব্যাধিগ্রস্ত অথবা দ্রুতকারী
 ব্যক্তি সর্গপাপ হইতে মুক্ত হয় এবং সূর্য-
 লোকে গমন করে। মাঘমাসের গুরুপক্ষীয়
 সপ্তমী তিথিতে তদীয় আয়তনে নিরাধার
 ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া বাস করিলে যানব
 কখনও ব্যাধিগ্রস্ত, কাণ, অন্ধ বা বধির

ইদং তীর্থং মহাপুণ্যং মার্কণ্ডেয়ৈন ভাষিতম্ ।
 যেন যাস্তি চ রাজেন্দ্র বর্ধিতান্তে ন সংশয়ঃ ।
 মাসেশ্বরং ততো গচ্ছেৎ শ্রানং তত্র সমাচরেৎ
 স্নাতমাত্রো নরস্তত্র স্বর্গলোকমবাগ্নুয়াৎ ॥ ৮৩
 মোদতে স্বর্গলোকস্থো যাবদিশ্রান্ততুর্দশ ।
 ততঃ সমীপতঃ স্থিহা নাগেশ্বরং তপোবনম্ ।
 তত্র স্নাত্ব তু রাজেন্দ্র শুচিভূহা সমাহিতঃ ।
 বহুভির্নাগকন্ডাভিঃ ক্রুড়তে কালমক্ষয়ম্ ॥ ৮৫
 কুবেরভবনং গচ্ছেৎ কুবেরো যত্র ধোহুতঃ ।
 কালেশ্বরং পরং তীর্থং কুবেরো যত্র তোষিতঃ ॥
 যত্র স্নাত্ব তু রাজেন্দ্র সর্বসম্পদমাগ্নুয়াৎ ॥ ৮৭
 ততঃ পশ্চিমতো গচ্ছেৎকর্তালয়মুত্তমম্ ।
 তত্র স্নাত্ব তু রাজেন্দ্র শুচিভূহা সমাহিতঃ ॥ ৮৮
 কাঞ্চনস্ত ততো দদাদিমং শক্তিা তু বৃদ্ধিমান্ ।
 পুষ্পকোণে নিমানেন বায়ুলোকে স গচ্ছতি ॥ ৮৯

হয়না; সুভগ, রূপস পর এবং হ্রীজনের
 বসন্ত হয়। এই মহা পুণ্য তীর্থের বিষয়
 মার্কণ্ডেয় বর্ণন করিয়াছেন। যাঁহারা এ
 তীর্থে না যায় তাঁহারা বহুদুঃখই বঞ্চিত।
 ৭৭—৮২। তার পর মাসেশ্বর তীর্থে
 যাইবে। সেখানে শ্রান করিবে। সেখানে
 শ্রান মাত্র কবিতাই নর স্বর্গলোক প্রাপ্ত
 হয়,—চতুর্দশ ইন্দ্ৰের স্থিতিকাল পর্যন্ত পুণ্য
 ভোগ করে। হে রাজেন্দ্র! পবে তৎপরা-
 পুণ্য নাগেশ্বর তপোবনে যাইবে। সেখানে
 শ্রানপূর্বক শুচি ও সংযত ভাবে থাকিবে।
 তাহা হইলে বহু নাগকন্ডা সহ অক্ষয়কা
 ক্রীড়া করিতে পারে। তথা হইতে কুবের
 যেখানে বাস করেন, সেই কুবেরভবনে
 যাইবে। তথায় কালেশ্বর পরম তীর্থ, তিনিই
 কুবেরকে বরদানে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।
 হে রাজেন্দ্র! সেখানে শ্রান করিলে সকল
 সম্পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার পশ্চিম
 দিকে উত্তম মরুতালয় তীর্থে যাইবে।
 বৃদ্ধিমান্ ব্যক্তি তথায় শ্রানপূর্বক শুচি ও
 সমাহিত ভাবে শক্তি অল্পসারে কাঞ্চন ও
 স্নান দান করিবে। তাহা হইলে পুষ্পক

যমতীর্থে ততো গচ্ছেৎশ্রান্যাপে যুধিষ্ঠির ।
 কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশাং শ্রানং তত্র সমাচরেৎ ।
 নক্তং ভোজ্যং ততঃ কুর্ধ্যাদ গচ্ছেৎযোনি-
 সঙ্কটম্ ॥ ৯০
 অহল্যা তীর্থং ততো গচ্ছেৎ শ্রানং তত্র
 সমাচরেৎ ।
 স্নাতমাত্রো নরস্তত্র অপরেঃ সহ মোদতে ॥ ৯১
 পারমেশ্বরে তপস্তপ্তা অহল্যা মুক্তিমাগমৎ ॥ ৯২
 চৈত্রমাসে তু সম্প্রাপ্তে শুক্লপক্ষে জয়োদশী ।
 কামদেবদিনে তস্মিন্হল্যাস্ত প্রপূজয়েৎ ॥ ৯৩
 যত্র যত্র সবৎপন্নো নরস্তত্র প্রয়ো ভবেৎ ।
 হ্রীবল্লভো ভবেচ্ছ্রীমান্ কামদেব ইবাপরঃ ॥ ৯৪
 অযাধ্যাস্ত সমাদাদ্য তীর্থং একস্ত বিজ্ঞতম্ ।
 স্নাতমাত্রো নরস্তত্র গোসহস্রকলং লভেৎ ॥ ৯৫
 সৌমতীর্থে ততো গচ্ছেৎ শ্রানমাত্রং সমাচরেৎ
 স্নাতমাত্রো নরস্তত্র সন্যপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৯৬

বিমানে আরোহণপূর্বক বায়ুলোকে গমন
 করে। হে যুধিষ্ঠির! তথা হইতে যম তীর্থে
 যাইবে। মাঘ মাসে কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশী
 তিথিতে সেখানে শ্রান করিবে এবং নক্ত
 ভোজন করিবে। তাহা হইলে আর
 যোনিসঙ্কটে পড়িতে হয় না। ৮৩—৯০।
 তার পর অহল্যা তীর্থে যাইবে। সেখানে
 শ্রান করিবে। সেখানে মাত্র শ্রান করি-
 তেই অপসরোগণ সহ মুদিত হয়। ঐ
 পারমেশ্বর তীর্থে তপস্তা করিয়া অহল্যা মুক্তি
 লাভ করিয়াছেন। চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে
 জয়োদশী তিথি কামদেব-দিন, ঐ দিন
 পুণ্য পূজা করবে। এইরূপ করিলে
 মানব যে যেখানে জন্মিয়াছে, সে সেই স্থানে
 সাধারণের প্রিয় এবং হ্রীজনের বসন্ত, জীমান্
 অপর কামদেবের স্থায় হয়। পরে অযো-
 ধ্যায় যাইবে। সেখানে ইন্দ্ৰের বিখ্যাত
 তীর্থ আছে; তথায় শ্রান করিলে সন্ত
 গোদান জন্ত কল লাভ হয়। তথা হইতে
 সৌমতীর্থে যাইবে। সেখানে মাত্র শ্রান
 করিবে। চন্দ্রগ্রহণকালে সেখানে শ্রান

সৌম্যজ্ঞে তু রাজেন্দ্র পাপক্ষয়করং তবৈৎ ।
 ত্রৈলোক্যবিক্রমঃ রাজান্ সৌমতীর্থং মহাকলম্
 যন্ত চান্দ্ৰায়ণং কুর্ধ্যাত্তিস্তীর্থং নরাধিপ ।
 সৰ্বপাপবিনষ্টকাত্মা সৌমলোকং স গচ্ছতি ॥৯৮
 অগ্নিপ্রবেশে তু জলেপার্শ্ববাণি অনাশনে ।
 সৌমতীর্থৈ মৃতো যন্ত নাসৌ মৰ্ত্যোহতিজায়তে
 স্তম্ভতীর্থং ততো গচ্ছেৎ শ্রানং তত্র সমাচরেৎ
 নাতমাত্রে । নবস্তত্র সৌমলে কে মহীয়তে ॥১০০
 ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র বিষ্ণুতীর্থমমুত্তমম্ ।
 ঘোশানীপূরবিখ্যাতং বিষ্ণুতীর্থমমুত্তমম্ ।
 অনুরা যোধিতাস্তত্র বাসুদেবেন কোটিশঃ ॥
 তত্র তীর্থং সমুৎপন্নং বিষ্ণুঃ প্রীতো ভবেদিহ ।
 অহোরাত্রেপবাসেন ব্রহ্মহত্যা ব্যপোহতি ॥
 ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র তপসেধরমুত্তমম্ ।
 অমোহকমতি খ্যাতং পিতৃস্তত্র তু তর্পয়েৎ ॥
 পৌর্ণমাস্যমাবাস্তাং শ্রাদ্ধং কুর্ধ্যাদ্বিধাবিধি ।

করিলেই নর সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত হয় ।
 হে রাজেন্দ্র ! এই তীর্থ অতীব পাপক্ষয়কর ।
 রাজান্ ! সৌমতীর্থ ত্রৈলোক্যবিখ্যাত মহা-
 কলপ্রদ । হে নরাধিপ ! যে পিতৃ এই
 তীর্থে চান্দ্ৰায়ণ করে, সে সৰ্বপাপবিনষ্টকাত্মা
 হইয়া সৌমলোকে গমন করে । অগ্নিপ্রবেশ,
 জলপ্রবেশ বা অনাশনে, সৌমতীর্থে মৃত
 হইলে আর মর্ত্যালোকে জন্মে না । তার পর
 স্তম্ভতীর্থে যাইবে । তথায় শ্রান করিবে ।
 নর সেখানে শ্রান মাত্র করিলেই সৌমলোকে
 সংশ্রানিত হয় । ৯১—১০০ । হে রাজেন্দ্র !
 তার পর অমুত্তম বিষ্ণুতীর্থে যাইবে । এই
 অমুত্তম বিষ্ণু তীর্থ বোধানীপূরে বিখ্যাত ।
 এই স্থানে বাসুদেব কোটি কোটি অনুরের
 সঙ্গে বসু করিয়াছেন, এই জন্ত এই স্থান
 তীর্থ হইয়াছে । এই স্থানে অহোরাত্র উপ-
 বাস করিলে বিষ্ণু প্রীত হন, ব্রহ্মহত্যা পাপ
 বিদূরিত হয় । হে রাজেন্দ্র ! তথা হইতে
 অমোহক নামে খ্যাত উত্তম তপসেধর
 তীর্থে যাইবে । সেখানে পিতৃগণের তর্পণ
 করিবে । পুর্ণিমা ও অমাবস্তা তিথিতে যথা-

তত্র শ্রাদ্ধা নরো রাজান্ পিতৃপিতৃ দাপয়েৎ ।
 গজরূপাঃ শিলাস্তত্র ভোয়মথো প্রতিষ্ঠিতাঃ ।
 তস্মিংস্ত দাপয়েৎ পিতৃং বৈশাখে তু বিশেষতঃ
 তৃপ্যন্তি পিতরস্তাবদ্যাবন্তি ততি মেদিনী ॥১০৩
 ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র সিদ্ধেশ্বরমমুত্তমম্ ।
 তত্র শ্রাদ্ধা তু রাজেন্দ্র গণপত্যক্তিকং ব্রজেৎ ॥
 ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র লিঙ্গো যত্র জনাধিনঃ ।
 তত্র শ্রাদ্ধা তু রাজেন্দ্র বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥
 নৰ্ম্মদাদক্ষিণে কূলে তীর্থং পরমশোভনম্ ।
 কামদেবঃ স্বয়ং তত্র তপস্তপ্যাত্যসৌ মহান ॥১০৬
 দিব্যং বর্ষসহস্রং শতরং পূর্ণ্যপাসতে ।
 সমাধিপক্ষ দম্বন্ত শতরং মহাত্মনা ॥১১০
 বেতপক্ষ যমশ্চেব হতাশপক্ষপক্ষী ।
 এতে দম্বান্ত তে সর্গে কুসুমেশ্বরসংস্থিতাঃ ।
 দিব্যবর্ষসংশ্লেষে তুষ্টিস্তেষাং মহেশ্বরঃ ।
 উময়া সহিতো কদ্রস্তেষাং তুষ্টি বরপ্রদঃ ॥১১৩

বিধি শ্রাদ্ধ করবে । রাজান্ ! সেখানে শ্রান
 করিয়া পিতৃলোকের পিতৃ দান করিতে হয় ।
 সেখানে জলমধ্যে গজরূপা শিলা প্রতিষ্ঠিত
 আছে । সেই শিলায় সৰ্বকালেই বিশেষতঃ
 বৈশাখ মাসে পিতৃ দান করিতে হয় । তথা
 হইলে পিতৃগণ যাবৎকাল মেদিনী থাকিবে,
 তাবৎ কাল তৃপ্ত থাকেন । হে রাজেন্দ্র !
 তার পর অমুত্তম সিদ্ধেশ্বর তীর্থে যাইবে ।
 সেখানে শ্রান করিয়া মানব গণপতির সন্নি-
 ধানে বাস করে । রাজেন্দ্র ! তার পর
 যেখানে জনাধিন লিঙ্গ অবস্থিত সেই
 স্থানে যাইবে । তথায় শ্রান করিয়া
 বিষ্ণুলোকে গমন করে । ১০১—১০৮ ।
 নৰ্ম্মদার দক্ষিণকূলে পরম শোভন তীর্থ
 আছে । স্বয়ং মহাত্মা কামদেব সেই স্থানে
 তপস্তা করেন । তিনি দিব্য সহস্র বর্ষ শত-
 রের উপাসনা করিয়াছিলেন । সমাধিপক্ষ, যম-
 পক্ষ, বেতপক্ষ, হতাশপক্ষ ও গুরুপক্ষ, ইহারা
 মহাত্মা শতর কর্তৃক দম্ব হইয়া দিব্য সহস্র
 বর্ষ কুসুমেশ্বরে অবাশ্বত রহিল । তখন
 মহেশ্বর কদ্র উমার সহিত তুষ্টি হইয়া তাহা-

‘বিমোক্ষয়িষ্য। তান্ সর্গারক্ষণাতটমার্জিতান্ ।
 তন্ত তীর্থপ্রভাবেণ পুনর্দেবহমাগতঃ ॥ ১১৬
 স্বপ্ৰসাদান্নহাদেব তীর্থক ভবতুভয়ম্ ।
 অর্চনোজ্ঞনবিস্তীর্ণ তীর্থং দিক্ষু সমভূতঃ ॥ ১১৮
 ভস্মিত্তীর্থো নরঃ শ্রাস্তা উপবাসপরায়ণঃ ।
 কুসুমায়ুধরূপেণ কল্পলোকে মনীয়তে ॥ ১১৫
 বৈশ্বানরে যামনৈব কামদেবেন বায়বে ।
 তপতপ্তস্ত রাজেন্দ্র তথৈব চ পুরাণটৈঃ ॥ ১১৬
 অন্ধানস্ত সমীপে তু নাতিদূর তু তন্ত বৈ ।
 শ্রানং দানক তত্রৈব ভোজনং পিণ্ডপাতনম্ ।
 অগ্নিবেশে জলে বাপি অথবাপি অনাশনে ।
 অনির্বাহিকা গতিস্তন্ত মৃতস্তাপ্যর্কয়োজনে ।
 ত্রৈলোক্যকণে ভোয়েন শ্রাপয়েন্ন পুঙ্গব ।
 অন্ধানমূলে দক্ষা তু পিণ্ডটৈব যথাবিধি ।
 পিতরস্তন্ত তৃপ্যন্তি যাবচ্চন্দ্রবিদ্যাকরৌ ॥ ১১২
 উত্তরায়ণে তু সম্প্রাপ্তে তত্র শ্রানং কৰোতি যঃ

দিগকে বরদানে বিমুক্ত করিলেন। তাহার
 সকলে নৰ্ম্মদাতট আশ্রয় করিয়াছিল; কিন্তু
 ঐ তীর্থের প্রভাবেই পুনরায় দেবর প্রাপ্ত
 হইল। তাহার “হে মহাদেব! আগনার
 প্রসাদে এই তীর্থও উত্তম তীর্থ হউক” এই
 রূপ প্রার্থনা করিয়াছিল, তাই চতুর্দিকে
 অর্কয়োজন বিস্তীর্ণ ঐ তীর্থ হইয়াছে। নর
 ঐ তীর্থে শ্রান করিয়া উপবাসপরায়ণ হইলে
 কল্পলোকে কুসুমায়ুধরূপে সম্মানিত হয়।
 রাজেন্দ্র! ঐ স্থানে বৈশ্বানর, যম, কামদেব
 ও বায়ু ইহঁর এং পুরাতন আরও অনেক
 ব্যক্তি তপস্তা করিয়াছেন। অন্ধান তীর্থের
 সমীপে অতিদূরে শ্রান, দান, ব্রাহ্মণভোজন
 ও পিণ্ডদান করা কর্তব্য। সেখানে অর্ক-
 যোজন স্থানের মধ্যে অগ্নিপ্রবেশ, জলপ্রবেশ
 বা অনশন ব্রতে প্রাণ ত্যাগ করিলে তাহার
 পুনরাবিস্তারিত স্বর্গগতি হয়। হে নরপুঙ্গব!
 অন্ধানমূলে যথাবিধি পিণ্ডদানপুঙ্খ ত্র্য-
 কের শ্রানজলে পিতৃগণের শ্রান করাইবে।
 তদীয় পিতৃগণ চন্দ্র-সূর্যের স্থিতিকাল
 পর্যন্ত তৃপ্ত থাকেন। উত্তরায়ণ প্রবৃত্ত

পুরুষো বাঞ্ছনা বাপি যিসদায়তনে শুচিঃ ॥ ১২১
 সিন্ধেবরস্ত দেবস্ত প্রভাতে পূজয়েন্নরঃ ।
 স বাঃ গতিমবাপ্নোতি ম তাতঃ সূর্যোদয়কর্ত্তেঃ ।
 যদা চ তীর্থকালে ন রূপবান্ মৃতগো ভবেৎ ।
 মর্ত্যে ভবতি রাজাসবাসমুদ্রান্তগোচরে ॥ ১২২
 ক্ষেত্রপালং ন পশ্যেচ্চ দণ্ডপালং মহাবলম্ ।
 বুধা তন্ত ভবেদ্ব্যাজা অদৃষ্টা কর্ণকুণ্ডলম্ ॥ ১২৩
 এতস্তীর্থকলং জ্ঞাত্বা সশ্রে দেবাসঃ সমাগতাঃ ।
 মুকুন্তি পুষ্পরুষ্টিস্ত ভবন্তি কুসুমেশ্বরম্ ॥ ১২৪
 ভার্গবেশঃ ততো গচ্ছেচ্ছক্ত্যা যত্র চ বিকুনী ।
 হুচ্চারিতান্ত দেবেন দানবঃ প্রলয়ং গর্তীঃ ॥ ১২৫
 তত্র শ্রাস্তা তু রাজেন্দ্র সর্গপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ।
 শুক্রতীর্থস্ত চোৎপাস্তঃ শৃণু স্বং পান্দুনন্দন ॥ ১২৬
 হিমবাচ্ছবরে রম্যে নানাধাতুবিচিত্রেতে ।
 তরুণাদিত্যসঙ্কাশে তপ্তকাক্ষনসন্নভে ॥ ১২৭
 বজ্রফটিকসোপানে চিত্রপটশিলাতলে ।

হইলে শ্রানপুঙ্খ শুচি হইয়া কি স্ত্রী কি
 পুরুষ, যদি সিন্ধেবর দেবের আয়তনে
 বাস করে এবং প্রভাতে তাঁহার পূজা করে,
 তাহা হইলে এমন গতি প্রাপ্ত হয়, যাহা
 সমস্ত মন্যজ্ঞ করিয়াও লাভ করা যায় না।
 তীর্থকালের অর্চনা করিলে মর্ত্যলোকে
 রূপবান্ ও ভগ্ন হইয়া আসমুদ্র পৃথিবীর
 বাজ হয়। ক্ষেত্রপাল, মহাবল দণ্ডপাল ও
 কর্ণকুণ্ডল না দেখিলে তাহার ব্যাজাই বুধা
 হয়। এই তীর্থের ঈদৃশ কল জানিয়া সকল
 দেবগণ এখানে সমাগত হইয়াছেন। তাহার
 পুষ্পরুষ্টি মোচন ও কুসুমেশ্বরকে স্তব করেন।
 ১০১—১২৪। অনন্তর ভক্তিপুঙ্খ ভার্গ-
 বেশ তীর্থে যাইবে। ঐ স্থানে দেব বিকু-
 কর্ণকুণ্ডল হুচ্চারিত দেব দানব বিনষ্ট হইয়া
 ছিল। হে রাজেন্দ্র! সেখানে শ্রান করিয়া
 পাপ হইতে মুক্ত হয়। হে পান্দুনন্দন! সুমি
 শুক্রতীর্থের উৎপাস্তর বিবরণ শুন। একদা
 নানাধাতুবিচিত্র তরুণাদিত্যসঙ্কাশ তপ্ত-
 কাক্ষনসন্নভ হীরক-ফটিকাদিরচিত-সোপান-
 সমন্বিত বিচিত্র-পটশিলা-মণ্ডিত দিব্য জাম্বু-

জাহ্ননদময়ে দিব্যে নানাপুষ্পোপশোভিতে ।
 তুঙ্গসৌন্দর্য্যে বহুদেবঃ সুর্য্যজঃ প্রভুমব্যয়ম্ ।
 লোকান্তগ্রাহকঃ শান্তঃ গণবৃন্দৈঃ সমাবৃতম্ ।
 স্কন্দনন্দিমহাকাটিলবীরভজ্ঞগণাদিভিঃ ।
 উময়া সহিতঃ দেবঃ মার্কণ্ডঃ পরিপূজ্যতঃ ॥ ১৩০ ॥
 দেবদেব মহাদেব ব্রহ্মবিষ্ণুসংস্কৃত ।
 সংসারভয়ভীতোহহং সুখোপায়ঃ অবাহি মে ।
 ভগবন্ ভূতভব্যেণ সৰ্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ।
 তীর্থানাং পরমং তীর্থং তদ্বদস্ব মহেশ্বর ॥ ১৩১ ॥
 ঈশ্বর উবাচ ।
 শূনু বিপ্র মহাপ্রাজ্ঞ সৰ্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ।
 স্তানাদি হ্রীক গচ্ছ ভ্রম্বিসিদ্ধয়ে সমাবৃতঃ ॥ ১৩২ ॥
 মনজিষ্যজ্ঞবজ্যাস্ত কাঞ্চনশ্চৈব অস্ত্রিয়াঃ ।
 যমাপস্তমসঃস্বৰ্ভাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী ॥ ১৩৩ ॥
 নারদো গৌতমশ্চৈব পূজ্যন্তে ধৰ্ম্মকাক্ষিকঃ ॥
 গজা-কনথলৈ পুণ্যে প্রয়াগং পুঙ্করং গয়া ।
 কুরুক্ষেত্রং তথা পুণ্যং রাহগ্রন্থে দিবাকরে ॥

নদময় নানা-পুষ্পে সুশোভিত রমণীয় হিমা-
 লয় পরতে উমার সহিত সমাসীন, স্কন্দ
 নন্দী মহাকাল বীরভজ্ঞ প্রভৃতি গণগণে
 সমাবৃত, লোকান্তগ্রাহক, শান্ত সৰ্ব্বজ্ঞ প্রভু
 অব্যয় দেব মহাদেবকে মার্কণ্ড মুনি জিজ্ঞাসা
 করিলেন ;—হে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও ইন্দ্র কর্তৃক
 সংস্কৃত দেবদেব মহাদেব ! আমি সংসারভয়ে
 ভীত ; সংসারজ্ঞান বিষয়ে কোন সুখসাধ্য
 উপায় আমাকে বলুন । হে ভূতভব্যশ
 ভগবন্ ! যাহা সকল তীর্থের মধ্যে উৎকৃষ্ট,
 যাহা সৰ্ব্বপাপপ্রণাশন, এমন তীর্থের বিবরণ
 আমাকে বলুন ॥ ১২৫—১৩২ ॥ ঈশ্বর বলি-
 লেন,—হে সৰ্ব্বশাস্ত্রবিশারদ মহাপ্রাজ্ঞ বিপ্র !
 শুন! আমি স্তানাদি কর । ঋষিগণে সমাবৃত
 হইয়া যাও । মনু, অত্রি, যজ্ঞবল্ক্য, কাঞ্চন,
 অস্ত্রিয়া, যম, আপস্তম্ব, স্বৰ্ভ, কাত্যায়ন,
 বৃহস্পতি, নারদ, গৌতম, এই সকল ধৰ্ম্ম-
 কাক্ষী মুনিগণ এই বিষয় জানিতে ইচ্ছা
 করেন । গজা, কনথল, প্রয়াগ, পুঙ্কর, গয়া
 এবং কুরুক্ষেত্র এই সকল তীর্থ দিবাকর

দিবা বা যদি বা রাত্রে গুরুতীর্থ মহাকলম্ ।
 দর্শনাৎ স্পর্শনাচ্চ ব্রাহ্মণ্যাদ্যনুপোষ্যনাৎ
 হোমোচ্চৈবোপবাসাচ্চ গুরুতীর্থকলঃ মহৎ ॥
 গুরুতীর্থং মহাপুণ্যং নদ্যান্ত সংব্যবহৃতম্ ।
 চারণিকো নাম রাজর্ষিঃ সিদ্ধিঃ তত্র সমাগতঃ ।
 এতৎক্ষেত্রং সমুৎপন্নং যোজনানুভূতিসংহৃতম্ ॥
 গুরুতীর্থং মহাপুণ্যং সৰ্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ।
 পাদপাশ্রেণ দৃষ্টেন ব্রহ্মহত্যাং ব্যাপোহতি ॥ ১৪১ ॥
 অহমত্র ঋষিভ্যেষ্ঠ তিষ্ঠামীতুময়্য সহ ।
 বৈশাখে বিমলে মাসি কুরুক্ষেত্রে চতুর্দশী ।
 কৈলাসোচ্চাপি নির্গম্য তত্র সন্নিহিতো হুহম্ ॥
 দেবকিন্নরগন্ধর্বাঃ সিদ্ধবিদ্যাধরাস্তথা ।
 গণাশ্চঃস্পরসো নাগাঃ সৰ্ব্বদেবাঃ সমাগতাঃ ॥
 গগনমুখা তিষ্ঠন্ত বিমানৈঃ সার্বকামিনৈঃ ।
 গুরুতীর্থেষু বিপ্রেষু আগতা ধৰ্ম্মকাক্ষিকঃ ॥
 রজকেন যথা বসন্ত গুরুঃ ভবতি বারিণা ॥

রাজগুরু হইলে যেমন পুণ্যপ্রদ হয়, কি দিবা
 কি রাত্রি, গুরুতীর্থ সৰ্ব্বদাই তাদৃশ মহাকল-
 জনক । দর্শন, স্পর্শন, ব্রাহ্মণ্য, দান, তপস্যা,
 হোম, উপবাস সকল কথোই গুরু তীর্থ
 মহৎ কল প্রদান করে । নদৌপে অব-
 স্থিত গুরুতীর্থ মহাপুণ্যপ্রদ । এই তীর্থে
 চারণিকা নামক রাজর্ষি সিদ্ধি লাভ করিয়া-
 ছিলেন । এক যোজন স্থান ব্যাপি এই
 তীর্থ উপর হইয়াছে । এই গুরুতীর্থ মহা-
 পুণ্য, সৰ্ব্বপাপনাশক । দূর হইতে এই
 তীর্থের বৃক্ষাগ্রভাগ দর্শন করিলেও ব্রহ্ম-
 হত্যা দূরীভূত হয় । হে ঋষিভ্যেষ্ঠ ! আমি
 ঐ তীর্থে উমার সহিত থাকি বলিয়াই উহার
 এরূপ মাহাত্ম্য । বিমল বৈশাখ মাসে কুরু-
 ক্ষেত্রে চতুর্দশী তিথিতে আমি কৈলাস হইতে
 বহির্গত হইয়া তথায় গিয়া থাকি । হে
 বিপ্রেষু ! দেব, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, বিদ্যা-
 ধর, অসুর, নাগ ও গণ সকল ধৰ্ম্মকামনার
 ঐ গুরুতীর্থে সমাগত হইয়া সৰ্ব্বকামপ্রদ
 বিমানে অয়োহনপূর্ব্বক গগনে অবস্থান
 করে । রজক যেমন জলসংযোগে মলিন

আজ্ঞাসম্বিতং পাপং শুক্লতীর্থং ব্যপোহতি ॥
 স্নানং দানং মহাপুণ্যং মার্কণ্ডে ঋষিসত্তম ।
 শুক্লতীর্থাৎপৰং তীর্থং ন কৃতং ন ভবিষ্যতি ॥
 পূৰ্বে বয়সি কৰ্ম্মাণি কৃত্বা পাপানি মানবঃ ।
 অহোরাত্রোপবাসেন শুক্লতীর্থে ব্যপোহতি ॥
 তপসা ব্রহ্মচর্যেণ যজ্ঞেদানেন বা পুনঃ ।
 দেবদানেন বা পুষ্টিৰ্ন সা ক্রতুশ্চৈতরপি ॥ ১৪৮
 কার্ত্তিকশ্চ চ মাসস্ত কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশী ।
 স্মৃতেন সাপয়েদেবমুপোষ্য পরমেশ্বরম্ ।
 একবিশংলোপেতো ন চ্যবেচৈশ্বর্যং পদং
 শুক্লতীর্থং পৰং তীর্থম্বিসিদ্ধান্নিষেবিতম্ ।
 তজ্জান্না ততো রাজন্ পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥
 নান্না বৈ শুক্লতীর্থেহপি অর্চয়েদ্রবভক্ষজম্ ।
 জাগরং কারয়েত্তজ নৃত্যগীতাদিমঙ্গলৈঃ ॥ ১৫১
 প্রভাতে শুক্লতীর্থে তু স্নানং বৈ দেবতার্চনম্
 আচাৰ্য্যঃ ভোজয়েৎ পঞ্চাচ্ছিবতপঃ শুচিঃ

বস্তুকে শুক্ল করে, তদ্রূপ শুক্লতীর্থ আজন্ম-
 সন্ধিত পাপমল দূরীকৃত করে । হে ঋষি-
 সত্তম মার্কণ্ডে ! এই তীর্থে স্নানে দানে
 মহাপুণ্য । শুক্লতীর্থ অপেক্ষা উত্তম তীর্থ
 হয় নাই, হইবে না । মানব পূর্বে বয়সে পাপ
 কৰ্ম্ম সমস্ত করিয়া শুক্লতীর্থে অহোরাত্র উপ-
 বাস করাই পাপরহিত হয় । ১৩৩—১৪৭ ।
 নান্নং বন্ধিলেন,—তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, যজ্ঞ,
 দান বা শত শত ক্রতু করিলেও তাদৃশ
 পুষ্টি লাভ হয় না, এই তীর্থে দেবদান অর্থাৎ
 শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা ও নিত্য সেবার ব্যবস্থা
 প্রতিষ্ঠা করিলে যেমন হয় । কার্ত্তিক মাসের
 কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশী তিথিতে উপবাসপূর্বক
 দেব পরমেশ্বরকে স্মৃত হারা স্নান করাইবে ।
 তাহা হইলে একবিশতি পুরুষ যাবৎ ঐশ্বর
 পদ অর্থাৎ শিবলোকে বাস হইতে ভ্রষ্ট
 হয় না । রাজন্ ! শুক্লতীর্থ ঋষিসিদ্ধ-নিষেবিত
 পরম তীর্থ । সেখানে স্নান করিলে পুনরায়
 জন্ম হয় না । শিবব্রতপরায়ণ ব্যক্তি
 শুক্লতীর্থে স্নানপূর্বক শুচি ভাবে রুদ্রভক্ষ্যজের
 স্মরণ করিবে এবং মঙ্গল নৃত্য-গীতাদি

। ভোজনঞ্চ যথাশক্তি। বিন্ধ্যশাঠ্যং ন কারয়েৎ ।
 প্রদক্ষিণং ততঃ কৃত্বা শনৈর্দেবান্তিকং ব্রজেৎ
 এবং বৈ কুরুতে যন্ত তন্ত্ৰপুণ্যফলং শৃণু ॥ ১৫৪
 দিব্যযানসমারুঢ়ঃ স্তূয়মানোহম্পরোগগণৈঃ ।
 শিবতুল্যবলোপেতস্তিষ্ঠত্যাভূতসংপ্রবম্ ॥ ১৫৫
 শুক্লতীর্থে তু যা নারী দদতি কনকং শুভম্ ।
 স্মৃতেন সাপয়েদেবং কুমারকাভিপূজয়েৎ ॥ ১৫৬
 এবং যা কুরুতে ভক্তা। তস্তাঃ পুণ্যফলং শৃণু
 মোদতে দেবলোকস্থা যাবদিত্যশ্চতুর্দশ ॥ ১৫৭
 অর্চনে বা চতুর্দশ্যাং সংক্রান্তৌ বিযুবে তথা ।
 স্নাত্বাতু সোপবাসঃ সন্নিজ্জিতান্না সমাধিতঃ ।
 দানং দদ্যাদযথাশক্তিা স্ত্রীয়েতাং হরিশঙ্করৌ ।
 শুক্লতীর্থপ্রভাবেন সর্বং ভবতি চাক্ষয়ম্ ॥ ১৫৯
 অনাথং হৃগতং বিপ্রং নাথবস্তমথার্থি বা ।

দ্বারা জাগরণ করিবে । প্রভাতে পুনরায়
 শুক্লতীর্থে স্নান এবং দেবতার্চনপূর্বক আচা-
 র্য্যকে ভোজন বরাইবে এবং যথাশক্তি
 ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে । বিন্ধ্যশাঠ্য করিবে
 না । পরে দেবতা-সন্নিধানে যাইয়া একবার
 প্রদক্ষিণ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইবে । যে এরূপ
 করে, তাহার পুণ্যফল শুন । সে মহাপ্রলয়
 পর্য্যন্ত শিবতুল্যবলসম্পন্ন ও দিব্য যানে
 আরোহণ করত অম্পঃগোণে স্তূয়মান হইয়া
 অবস্থান করে । শুক্লতীর্থে নারীগণ শুভ
 কনক দান করিবে, দেব মহেশ্বরকে স্মৃত
 হারা স্নান করাইবে এবং কুমারকে পূজা
 করিবে । যে নারী ভক্তিপূর্বক এইরূপ অঙ্ক-
 ঠান করে, তাহার পুণ্য ফল শুন । সে দেব-
 লোকে থাকিবা চতুর্দশ ইন্দ্রের স্থিতিকাল
 পর্য্যন্ত মুদিত হয় । ১৪৮—১৫৭ । উত্তরায়ণ
 সংক্রান্তি, দক্ষিণায়ন, সংক্রান্তি, জলবিষুব
 সংক্রান্তি, মহাবিষুব সংক্রান্তি এবং চতুর্দশী—
 এই সকল দিবসে স্নানপূর্বক জিতেন্দ্রিয় ও
 সমাহিতচিত্তে 'হরি-শঙ্কর প্রীত হউন' এইরূপ
 কামনা সহকারে যথাশক্তি দান করিবে ।
 শুক্লতীর্থপ্রভাবে ঐ সফল দানই অক্ষয়
 হইবে । যে ব্যক্তি এই তীর্থে অনাথ

উদাহরতি যতীর্থে তত্ত পুণ্যকলং শৃণু ॥ ১৬০
 যাবত্তদ্রোমসংখ্যা তু তৎপ্রস্তুতকুলেষু চ ।
 তাবদ্বর্ষসংখ্যায়ৈ শিবলোকৈ মহীয়তে ॥ ১৬১
 ততস্ত নরকং গচ্ছেৎ স্নানং তত্র সমাচরেৎ ।
 স্নাতমাদ্যো নরস্তত্র নরকং ন চ পশ্জতি ॥ ৬২
 অস্ত তীর্থস্ত মাহাশ্মাৎ শৃণু যঃ পাতুনন্দন ॥ ১৬৩
 তস্মিন্তীর্থেষু তু রাজেন্দ্র যাস্তত্বানি বিনিকিপেৎ
 বিলয়ং যান্তি সর্গাণি রূপবান জায়তে নরঃ ॥
 গোতীর্থস্ত ততো গচ্ছেদদৃষ্ট্বা পাপাৎ প্রমুচ্যতে
 ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র কপিলাতীর্থমুত্তমম্ ।
 তত্র স্নানং নরো রাজন গোদ্রকলং লভেৎ ॥
 জ্যৈষ্ঠমাসে তু সমাপ্তে চতুর্দশাঃ বিশেষতঃ
 তত্রোপোষ্য নরো ভক্ত্যা কপিলাং যঃ
 প্রযচ্ছতি ॥ ১৬৭
 স্মৃতেন দীপং প্রজ্জাল্য স্মৃতেন আপ্যেচ্ছিবম্ ।
 সস্তুতং ত্রীকলং দশা কুয়া চান্তে প্রদক্ষিণম্ ॥

- হউক বা অভিভাবকযুক্তই হউক, ব্রাহ্মণ
 বালককে বিবাহিত করে, তাহার পুণ্যকল
 গ্রহণ কর। সেই ব্রাহ্মণের এবং তাঁর
 সন্ততিবর্গের রোমসংখ্যা যত, তত সহস্রবর্ষ
 শিবলোকে সম্বাসিত হয়। ১৫৮—১৬১।
 তৎপরে তথা হইতে নরক তীর্থে যাইবে।
 তথায় গিয়া স্নান করিবে। স্নান করিলেই
 আর তাহাকে নরক দেখিতে হইবে না।
 পাতুনন্দন! তুমি এই তীর্থের মাহাশ্মা গ্রহণ
 কর। হে রাজেন্দ্র! এই তীর্থে যে সকল
 অধি নিষ্কেপ করিবে, সেই সকল বিলীন
 হইয়া যাইবে, আর যাহার অস্থি, সে নর
 রূপবান হইবে। তার পর গোতীর্থে
 যাইবে। উহা দেখিলেই পাপ হইতে মুক্ত
 হইয়া যায়। হে রাজেন্দ্র! তথা হইতে
 উত্তম কপিলা তীর্থে যাইবে। রাজন! নর
 সেখানে স্নান করিয়া সহস্র গোদান জন্ত কল
 লাভ করে। বিশেষতঃ জ্যৈষ্ঠ মাসের চতু-
 র্দশী তিথিতে উপবাসপূর্বক ভক্তিতে
 কপিলা দান করিবে; স্মৃত দ্বারা দীপ জালিয়া
 স্মৃত দ্বারা শিবকে স্নান করাইবে; পূরে

ঘটাভরণসংযুক্তাঃ কপিলাং যঃ প্রযচ্ছতি ।
 শিবতুল্যো নরো কুয়া ন চেহ জায়তে পুনঃ ॥
 অঙ্গারকদিনে প্রাপ্তে চতুর্থাংশ বিশেষতঃ ।
 আপ্যিয়া শিবং ভক্ত্যা ব্রাহ্মণেভ্যস্ত ভোজনম্
 অঙ্গারকনবম্যাস্ত অমাবাস্ত্য তথৈব চ ।
 আপ্যেস্তত্র যত্নে ন রূপবান সুভগো ভবেৎ ॥
 স্মৃতেন আপ্যেচ্ছিবং পূজয়েত্তক্তিতো যিজানি ।
 পুষ্পকেণ বিমানেন সহস্রৈঃ পরিবারিতঃ ॥ ১৭২
 শৈবঃ পদমবাপ্রোতি নাত্র বাভিগতঃ ভবেৎ ।
 অক্ষয়ং মোদতে কালঃ যথা ক্রদন্তথৈব চ ॥ ১৭৩
 যদা তু কর্ম্মসংযোগামর্ত্যলোকমুপাগতঃ ।
 রাজা ভবতি ধর্ম্মিষ্ঠো রূপবান জায়তে বলী ॥
 ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ঋষিতীর্থমুত্তমম্ ॥
 তুণবিন্দু ঋষিনাম শাপদত্তো ব্যাবাস্ততঃ ।

সস্তুত ত্রীকল দানপূর্বক শিবকে প্রদক্ষিণ
 করিবে। এইরূপ করিয়া ঘটা ও আভরণ-
 সংযুক্তা কপিলা গাতী যে ব্যক্তি দান করে
 সে শিবতুল্য হয়, সে আর পুনরায় জন্ম
 গ্রহণ করে না। মঙ্গল্যাবে বিশেষতঃ ঐ
 দিন চতুর্থা তিথি হইলে ভক্তিপূর্বক শিবকে
 স্নান করাইয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইবে।
 মঙ্গলবারযুক্ত নবমী বা অমাবাস্ত্য তিথিতে
 যত্নপূর্বক স্নান করাইবে। তাহা হইলে
 রূপবান ও সুভগ হয়। স্মৃত দ্বারা লিঙ্গকে
 স্নান করাইবে এবং ভক্তিপূর্বক দ্বিজগণের
 পূজা করিবে। তাহা হইলে পুষ্প বিমানে
 সহস্র পরিজনে পরিবারিত হইয়া বিহার
 করে; শৈব পদ লাভ করে। তাহাকে
 আর এখানে আসিতে হয় না; সে অক্ষয়
 কাল ক্রদলোকে ক্রদবৎ মুদিত হয়। কর্ম্ম-
 সংযোগ বশতঃ যখন আবার মর্ত্যলোকে
 আসিতে হয়, তখন ধর্ম্মিষ্ঠ রূপবান বলবান
 রাজা হইয়া জন্ম লাভ করে। ১৬২—১৭৪।
 রাজেন্দ্র! তথা হইতে অল্পসম ঋষিতীর্থে
 যাইবে। তুণবিন্দু নামে ঋষি শাপে দত্ত
 হইয়া অবাস্তত ছিলেন। তিনি ঐ তীর্থে
 পবিত্র লাভ করেন। ঐ তীর্থ-প্রভাবে

তত্ত্ব তীর্থপ্রভাবেণ পাপমুক্তোহভবদ্বিজঃ ।
 ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র গণেশং মনুঃসমং ।
 জীবনে মাসি সম্প্রাপ্তে কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশীম্ ।
 স্নাতমাত্রে । নরস্তত্র কল্পলোকে মহীয়তে ।
 পিতৃণাং তর্পণং কৃৎবা মৃত্যতে চ ঋণহরাৎ ।
 গণেশ্বরসমীপে তু গজাবদনমুত্তমম্ ।
 অকামো বা সকামো বা তত্র স্নাত্বা তু মানবঃ
 আজগ্নসক্তিতঃ পাতঙ্গুণ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ।
 সর্বদা পূর্বদিবসে স্নানং তত্র সমাচরেৎ ।
 পিতৃণাং তর্পণং কৃৎবা মৃত্যতে চ ঋণহরাৎ ৷ ১৮০ ৷
 প্রয়াগে যৎ কলং দৃষ্টং শঙ্করেণ মহাত্মন ।
 তদেব নিখিলং পুণ্যং গঙ্গারাজহর্কসঙ্গমে ৷ ১৮১ ৷
 ভৈরবে পশ্চিমে স্থানং সমীপে নাতিদূরতঃ ।
 দশাশ্বমেধিকং নাম ত্রিষু লোকেষু বিজ্ঞতম্ ।
 উপোঃ রজনীমেকাং মাসি ভাদ্রপদে তথা ।
 অমাবান্ত্যঃ নরঃ স্নাত্বা ব্রজতে যত্র শঙ্করঃ ।
 সর্বদা পূর্বদিবসে স্নানং তত্র সমাচরেৎ ।

বিজ্ঞ ব্যক্ত পাপ হইতে মুক্ত হয় ! রাজেন্দ্র !
 তার পর অল্পতম গণেশ্বর তীর্থে যাইবে ।
 সেখানে জীবন মাসে কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশী
 তিথিতে স্নান মাত্র করিয়া নর কল্পলোকে
 সম্মানিত হয় । পিতৃগণের তর্পণ করিলে
 ঋণহর হইতে মুক্ত হইবে । গণেশ্বরের
 সমীপভাগে উত্তম গজাবদন তীর্থ । মানব
 অকাম বা সকাম হইয়া তথায় স্নান করিলেই
 আজগ্নসক্তিত পাপ সকল হইতে মুক্ত হয় ;
 এ বিষয়ে সন্দেহ নাই । তথায় পূর্বদিবসে
 সর্বদা স্নান করিবে । পিতৃলোকের তর্পণ
 করিলে ঋণহর হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হয় ।
 মহাত্মা শঙ্কর প্রয়াগে যে কল কীর্জন করিয়া-
 ছেন, গজাবদন তীর্থে সূর্যাগ্রহণকালে সেই
 সমস্ত কলই পাওয়া যায় । ১৭৫—১৮১ ।
 তাহারই সমীপে অনতিদূরে যে স্থান, তাহার
 নাম দশাশ্বমেধিক । উহা ত্রিলোকে বিখ্যাত ।
 ভাদ্র মাসে সেখানে এক রজনী উপবাস-
 পূর্বক অমাবস্তা তিথিতে স্নান করিলে, যেখানে
 শঙ্কর বাস করেন, তথায় গমন করে । পূর্ব-

পিতৃণাং তর্পণং কৃৎবা অশ্বমেধকলং লভেৎ ।
 দশাশ্বমেধাৎ পশ্চিমতে ভৃগুতীক্ষণসমুদয়ঃ ।
 দিব্যং বর্ষসহস্রং ঈশ্বরং পূর্ণ্যাপিতং ৷ ১৮২ ৷
 বন্ধ্যাকাবস্থিতচাসৌ দক্ষিণক নিকেতনম্ ।
 আশ্চর্য্যং মহাজ্ঞাতমুমায়াঃ শঙ্করস্ত চ ৷ ১৮৩ ৷
 গৌরী তু পৃচ্ছতে দেবঃ কোহয়মেব তু
 সংস্থিতঃ ।

দেবো বা দানবস্তাথ কথয়স্ব মহেশ্বর । ১৮৭
 ঈশ্বর উবাচ ।

ভৃগুর্নাম দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋষীণাং প্রবরো মুনিঃ ।
 ধ্যায়তে মাং সমাধিস্থো বরং প্রার্থয়ত্বে প্রিয়ে
 তত্র প্রহসিতা দেবী ঈশ্বরঃ প্রত্যভাষত ৷ ১৮৮ ৷
 ধুমবন্তু শিখা জাতা ততোহদ্যপি ন তুষ্যসি ।
 হরারার্থোহসি তেন ত্বং নাত্র কাশ্যঃ বিচারণা
 ঈশ্বর উবাচ ।

ন জ্ঞায়সে মহাদেবি অয়ং ক্রোধেন চেষ্টিতঃ ।

দিবসে সেখানে সর্বদা স্নান এবং পিতৃ-
 লোকের তর্পণ করিয়া মানব অশ্বমেধ
 যজ্ঞের কল লাভ করে । দশাশ্বমেধিক
 তীর্থের পশ্চিমদিকে অল্পতম ভৃগুতীর্থ । এই
 স্থানে ব্রাহ্মণসমুদয় ভৃগু দিব্য সহস্র বৎসর
 ঈশ্বরের তপস্বী করিয়াছিলেন । দক্ষিণদিকে
 স্থিত তদীয় নিকেতন এবং যে স্থানে তিনি
 বন্ধ্যাকে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছিলেন ;
 তাহা দেখিয়া উমা ও মহেশ্বরের মহান
 আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছিল । গৌরী দেবী
 মহেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এ কে অব-
 স্থিত রহিয়াছে ? দেবতা না দানব ? হে
 মহেশ্বর ! তাহা বলুন । ঈশ্বর বলিলেন,—
 প্রিয়ে ! ভৃগু নামক দ্বিজশ্রেষ্ঠ সমাধিস্থ হইয়া
 আমাকে ধ্যান করিতেছে, আমার নিকট
 বর প্রার্থনা করে । তখন দেবী শাস্ত করিয়া
 ঈশ্বরকে কাহলেন,—ইহার ধুমবৎ শিখা সকল
 জ্বলিয়াছে, এখনও তুমি ভৃগু হইতেছ না ?
 অতএব তুমি হরারার্থ ; এ বিষয়ে আর
 বিচার করা অনাবশ্যক । ১৮২—১৮৩ । ঈশ্বর
 বলিলেন,—মহাদেবি ! তুমি জ্ঞানিতভূক্ত না,

কর্ণদ্বারি যথা তথাঃ প্রিয়ং তে চ করোমহ্যম্ ।

স্মারিতো দেবদেবেন ধর্মরূপো বুভুক্ষম্ ।

অরণ্যকেন্দ্রবস্ত বৃক্ষ শীতশুশ্রুতঃ ॥ ১১২

বদন্তে মার্কটীঃ বাচমাংদেশো দীঘতাং প্রভো
বান্দ্যকৈঃ হাদিতো বিপ্র এনং হুমো নিশাতয়
যোগস্থ ততো ধ্যায়ন্ত হন্তেন নিপাতিতঃ ।

তৎকণাৎ ক্রোধসন্তপ্তো হস্তমুৎকিণ্ডবান বুধম্
এবং সন্ত্যমাণস্ত কুর গচ্ছসি তো বুধ ।

অদ্য স্বাম্য পাশ্যাম্ প্রত্যাক্ হন্যাহং বুধ ।

বধিতস্ত তদা বিপ্রো অন্তরিক্ণগতঃ বুধম্ ।

আকর্ষণে প্রেক্ষতে বিপ্র এতদভুতমুত্তমম্ ॥ ১১৬

ততঃ প্রুহসিতো রুদ্র স্বষেরগ্রে ব্যবস্থিতঃ ।

তৃতীয়লোচনং দৃষ্ট্বা বৈলক্যাত পতিতো ভুবি
প্রাণম্য দণ্ডবভূমৌ স্তবতে পঃমেশ্বরম্ ॥ ১১৮

এ ব্যক্তি ক্রোধ বশতঃ এরূপ তপস্তা করি-
তেছে। তোমার প্রিয়কামনায় যাছাতে
তোমার এ বিষয়ে বিশ্বাস জন্মে, আমি
তেমন কর্ম করিতেছি। তখন দেবদেব
ধর্মরূপী বুধভকে অরণ্য করিলেন। দেব-
দেবের অরণ্যমাত্রই বুধ সহর আসিয়া উপ-
স্থিত হইল এবং মানুষ্য, ভাষায় বলিল,—
প্রভো! আদেশ দিউন। ঈশ্বর বলিলেন,—
এই বিপ্র বন্ধাকে আচ্ছাদিত হইয়াছে,
ইহাকে ভূমিতে নিপাতিত কর। তখন বুধ
সেই ধ্যান-তৎপর যোগস্থ মুনিকে ভূমিতে
নিপাতিত করিল। ভৃগু তৎকণাৎ ক্রোধে
সন্তপ্ত হইয়া বুধকে মারিবার জন্য হাত উঠাই-
লেন এবং বলিলেন,—রে বুধ! কোথায়
যাইবি? রে বুধ! পাণ্ডিত্য, তোকে আজ আমি
প্রত্যেকেই বিনাশ করিব। বুধ কর্তৃক ধর্ষিত
ভৃগু এরূপ বলিতে বলিতেই দেখিলেন,—বুধ
অন্তরীকে অবস্থিত রহিয়াছে। তিনি তখন
আকাশে চাহিয়া এই অতীব অদ্ভুত ব্যাপার
দেখিতে লাগিলেন। তখন রুদ্র হাসিতে
হাসিতে স্বর অগ্রে অবস্থিত হইলেন।
ভৃগু তখন ত্রিলোচন পরমেশ্বরকে দেখিয়া
লক্ষ্যম্ ভূমিতলে পতিত হইলেন,—দণ্ডবৎ

• প্রাপিত্য জগদ্রাধঃ,

ভবোত্তবঃ স্বামহঃ দিব্যরূপম্ ।

ভবভীতো ভুবনপতে,

প্রভুতং বিজ্ঞাপয়ে কিঞ্চিৎ ॥ ১১৯

তদগুণনিকরান্ বক্ষুঃ,

কঃ শক্তো ভবতি মানুযো নাথ ।

বান্ধুকিরয়ঃ হি কদাচিদ্,

বদনসহস্রঃ ভবেদ্যন্ত ॥ ১২০

ভক্ত্যা তথাপি শঙ্কর,

ভুবনপতে তৎকর্ত্তো তু মুখরন্ত ।

বন্দ্য কমল ভগবন,

প্রসীদ মে তব চরণপতিতস্ত ॥ ১২১

সবঃ রজস্তমসঃ,

স্থিতুৎপত্তৌ বিনাশনে দেব ।

স্বাঃ যুক্তা ভুবনপতে

ভুবনেশ্বর নৈব দৈবতঃ কিঞ্চিৎ ॥ ১২২

যম-নিয়ম-যজ্ঞ-দানৈ-

র্বেদাভ্যাসাবধারণাদ্যোগাৎ ।

প্রণত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন।
১১১—১১৮। ভৃগু বলিলেন,—হে ভুবন-
পতে! আপনি জগদ্রাধ, ভবোত্তব, দিব্য-
রূপ; আমি ভবভীত, আমি আপনাকে
আমার মনের কথা কিঞ্চিৎ বিজ্ঞাপন করি-
তেছি। হে নাথ! কোন মানুষ তোমার
গুণনিকর বলিতে শক্ত হয়? যাহার সহস্র
বদন, সেই এই (শিবের হস্তস্থ অঙ্গদাকারে
স্থিত বান্দ্যকিকে দেখাইয়া) বান্দ্যক যদি
কখনও সক্ষম হয়। হে ভুবনপতে শঙ্কর!
তথাপি তোমার ভক্তির বশীভূত হইয়া স্তব
কাণ্ডে মুগ্ধ হইতেছি। হে বন্দ্য ভগবন!
আমি তোমার চরণে পতিত, আমাকে কদা
বর, প্রসন্ন হও। হে দেব! তুমি স্থিত, উৎ-
পত্তি ও বিনাশ কার্য নিমিত্ত সর্ব, রজঃ ও
তমঃ এই ত্রিগুণস্বরূপ হও। হে ভুবনপতে
ভুবনেশ্বর! ভুবন তোমা ব্যতীত আর
কোন দেবতাই নাই। যম, নিয়ম, যজ্ঞ, দান,
বেদাভ্যাস, ধারণা ও যোগ, এ সমস্ত কাণ্ড

যন্তোক্তে: সৰ্বমিদং,
 নাইতি কলাসহস্রাংশেন ॥ ২০৩
 উৎকৃষ্টরস-রসায়ন-
 খড়্গাজনপাত্ৰাদিসিদ্ধিবা ।
 চিহ্নানি ভবৎপ্রদর্শনানং,
 দৃশ্যন্ত ইহ জয়নি প্রকটম্ ॥ ২০৪
 শাঠ্যেন নমতি যদ্যপি,
 দদাস হং ধৰ্ম্মমিচ্ছতাং দেব ।
 ভক্তির্তবচ্ছেদকরী,
 মোক্ষায় বিনির্মিতা নাথ ॥ ২০৫
 পরদার-পংস্বরতং,
 পরিভবপাণ্ডুরশোকসম্ভ্রমম্ ।
 পরবদন-বাঞ্ছনপাং
 পরমেশ্বর মাং পরিত্রাহি ॥ ২০৬
 অলৌকাভিমানদম্ব,
 কণভঙ্গুরবিভববিলসিতং দেব ।
 ক্রুরং কুপখাতিমুখং,
 পতিতং মাং ত্রাহি দেবেশ ॥ ২০৭
 দীনেশ্বিয়গণসার্থে-
 বন্ধুজনৈরেব পুরিতা আশা ।
 তুচ্ছা তথাপি শব্দব,
 কিং মুঢ়ং মাং বিভূষয়সি ॥ ২০৮

তোমার ভক্তির সহস্রাংশেব একাংশতুল্যও
 নহে। যাগায় আপনাকে প্রণতি করে,
 তাহাদিগের ইহজন্মে রস, রসায়ন, খড়্গ,
 অজ্ঞান, পাত্ৰকা প্রভৃৎ উৎকৃষ্ট নানাবিধ
 সিদ্ধিচিহ্ন প্রকটরূপে দেখিতে পাওয়া যায়।
 হে দেব! যদি ধৰ্ম্মকামী কোন মানব শঠতা
 করিয়াও তোমাকে প্রণাম করে, হে নাথ!
 তথাপি তুমি তাহাকে মোক্ষলাভার্থ নির্মিতা
 ভবচ্ছেদকরী ভক্তি দান কর। হে পরমে-
 শ্বর! আমি পরদারে ও পরধনে রত, পরি-
 ভব হুং ও শোকে পরিতপ্ত, পরবদনবাঞ্ছন-
 পায়; আমাকে পরিত্রাণ করুন। হে দেব!
 আমি অলীক অভিমান দম্ব, কণভঙ্গুর
 বিভবের বিলাসে ব্যাকুল, ক্রুর, কুপখাতিমুখ
 পতিত; হে দেবেশ! আমাকে পরিত্রাণ

তুকাং হরস্ব নীত্রং,
 লক্ষ্মীং মাং দেহি হৃদয়বাসিনী নিতাম্ ।
 ছিন্তি মদ-মোহপাশা-
 হুস্তায় মাং মহাদেব ॥ ২০৯
 বক্রগাভ্রাদয়ং নাম,
 স্তোত্রমিদং সিদ্ধিদং দিব্যম্ ।
 যঃ পঠত ভক্তিযুক্ত-

স্তম্ভ তু তুষোদ্ভূগোষথা হি শিবাঃ ॥ ২১০

ঈশ্বর উবাচ ।

অহং তুষ্টোহস্মি তে বিপ্র প্রার্থয়শ্চৈপিভং বরং
 উময়া সহিতো দেবো বরং তস্মা হি দানয়েৎ ॥
 ভৃগুরুবাচ ।

যদি তুষ্টোহসি দেবেশ যদি দেখো বরো মম ।
 ক্রূদবেদী ভবদেব মহং সম্পাদয়স্ব মে ॥ ২১২

ঈশ্বর উবাচ ।

এবং ভবতু বিপ্রেন্দ্র কোৎস্থানং ভবিষ্যতি ।
 ন পিতাপুত্রয়োশ্চৈব একবাক্যং ভবিষ্যতি ॥

করুন। দীন ইন্দ্ৰিয়-গ ও বন্ধুজন দ্বারা
 আশা পুরিতা রহিয়াছে। এই আশা অতি
 তুচ্ছ। হে শঙ্কর! তথাপি মুঢ় আমি ক
 এই আশা দ্বারা নৈ প্রতারণিত করিতেছ?
 হে মহাদেব! নীত্র তুকাং হরণ কর, নিত্যা
 লক্ষ্মীকে আমার হৃদয়বাসিনী করিয়া দেও।
 মদ-মোহ-পাশ ছেদন কর! আমাকে
 উত্তরণ কর। বক্রগাভ্রাদয় নামক দিব্য
 সিদ্ধিপ্রদ এই স্তোত্র ভক্তিযুক্ত হইয়া। যে
 ব্যক্তি পাঠ করে, শিব ভৃগুর ত্রায়, তাঁহার
 প্রতিও তুষ্ট হন। ১১৯—২১০। তখন
 ঈশ্বর বলিলেন,—হে বিপ্র! আমি তুষ্ট হই-
 য়াছি। ঈপ্সিত বর প্রার্থনা কর। এই বলিয়া
 উমার সহিত দেব মহেশ্বর তাঁহাকে বর
 দান করেন। ভৃগু বলিলেন,—হে দেবেশ!
 যদি তুষ্ট হইয়া থাক, যদি আমাকে বর
 দেওয়া যোগ্য বোধ হয়, তবে এই স্থান
 ক্রূদবেদী হইবে। আমায় এই কামনা
 সম্পাদন কর। ঈশ্বর বলিলেন,—হে
 বিপ্রেন্দ্র! এইরূপই হউক, কিন্তু এই স্থান

তদাপ্রভৃতি ব্রহ্মদ্বাঃ সর্বৈ দেবাঃ সাক্ষরঃ ।
উপাসতে ভূগোষ্ঠাঃ তুহৌ যত্র মহেশ্বরঃ ॥২১৪॥
সন্ন্যাসিতঃ সর্গার্থঃ সর্গঃ পাপাৎ প্রচ্যতে ।
অবশ্যঃ স্ববশাৎপি ত্রিংশতে তত্র জন্তবঃ ।
গুহ্যতিগুহ্য গতিস্তেষাং নঃ সংশয়াৎ বেৎ ॥
এতৎ ক্ষেত্রং সুবিপুলং সন্ন্যাসপ্রদানম্ ।
কৃত্ব স্নাত্ব দিবং যান্তি যে মৃত্যুস্তেহপূনর্ভবাঃ ।
ঐশানং তদা যুগ্মং দেয়মমৃৎ কাঞ্চনম্ ।
ভোজনঞ্চ যথাশক্তি অন্নং তস্তু তন্তবেৎ ॥
সন্ন্যাসপরাগে যো দদ্যাদা ঐশব যথেষ্টম্ ।
তীর্থস্থানং যদানমক্ষয়ং তস্তু তন্তবেৎ ॥২১৬॥
চন্দ্রসুখোপরাগে যু যোৎসর্গমহুঃসমম্ ।
ন জানন্তি নরা মৃত্যু বিক্ৰম্যাবিমোহিতাঃ ॥২২॥
নন্দদায়্যঃ স্থিতং দিব্যং বৃহতীর্থং নবাধিপ ।
ভৃগুতীর্থস্ত মাহাত্ম্যং যঃ শৃণোতি নরঃ সত্বৎ ॥

ক্ষেত্রস্থান হইবে। এখানে পিতাপুত্রে
একবাক্য হইবে না। সেই হইতে কল্প-
গণ সহ ব্রহ্মদি সমস্ত দেবগণ যে স্থানে
মহেশ্বর তুষ্ট হইয়াছিলেন, সেই ভৃগুতীর্থের
উপাসনা করেন। সেই তীর্থদর্শন করিলে
সদ্যঃ পাপ হইতে মুক্ত হয়। ঐ তীর্থে জন্ম
সকল অবশ্য না স্ববশ যে ভাবেই মৃত হউক
না কেন, তাহাদিগের গুহ্যতিগুহ্য ব্রহ্মজ্ঞান
হারা লয় মুক্তি লাভ হয়, সংশয় নাই।
এই সুবিপুল ক্ষেত্র সন্ন্যাসপ্রদান।
এখানে স্নান করিলে স্বর্গে যায়, যাহারা
মরে, তাহারা আর জন্মে না। এষ্ট স্থানে
পাঙ্কজাযুগল অন্ন ও কাঞ্চন দান করা
কর্তব্য; আর যথাশক্তি ব্রাহ্মণ ভোজনও
করাইতে হয়। এষ্ট সকল দ্রব্য অক্ষয়ফল-
জনক হইয়া থাকে। সুধ্যগ্রহণকালে যে
ব্যক্তি ইচ্ছামুসারে ঐ তীর্থস্থান দান
করে, তাহার ঐ দান অক্ষয় হয়। মৃত
নরগণ বিক্ৰম্যায় বিমোহিত হইয়া নন্দদা-
য়িক দিব্য বৃহতীর্থকে জানে না। যে
নবাধিপ। এই স্থানে চন্দ্রসুখগ্রহণকালে
সকলকর্ম মুক্তবাসর্গ করিতে হয়। যে ব্যক্তি

বিমুক্তঃ সন্ন্যাসপেভ্যো কুড়লোকং স গচ্ছতি ।
ততো গচ্ছত রাজেন্দ্র গৌতমেশ্বরমুত্তমম্ ।
তত্র স্নাত্ব নরো রাজেন্দ্রপুত্রপুত্রবান্ ।
কাঞ্চনেন বিমানেন ব্রহ্মলোকে যতীয়তে ॥২২০॥
ধৌতপাপং ততো গচ্ছত্বোত্তমং যত্র বৃষেণ তু ।
নন্দদায়্যঃ স্থিতং রাজন্ সন্ন্যাসতকনাশনম্ ।
তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্ব ব্রহ্মহত্যাং ব্যাপোহতি ।
তাস্মাত্তীর্থে তু রাজেন্দ্রপ্রাণত্যাগ করোতি যঃ
চতুর্ভুজত্ৰিনেত্র কজতুলাবলো ভবেৎ ॥২২৩॥
বসেৎ কল্লাবুতঃ সগ্ৰঃ কজতুলাপত্রাক্রমঃ ।
কালেন মংতা প্রাপ্তঃ পৃথিব্যামেকরাড় ভবেৎ
ততো গচ্ছত রাজেন্দ্র এরণ্ডীতীর্থমুত্তমম্ ॥২২৮॥
প্রয়াগে যৎকলং দৃষ্টং মার্কণ্ডেয়ৈন ভাষিতম্ ।
তৎকলং লভতে ঐশান স্নাতমাত্তম মানবঃ ।
মসি ভাদ্রপদে চৈব শুক্লপক্ষ শু চষ্টমীম্ ।

ভৃগুতীর্থের মাহাত্ম্য এতাব্যস্ত শ্রবণ করে,
সে সর্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া কুড়লোকে
গমন করে ॥২১১—২২২॥ হে রাজেন্দ্র!
তার পর উত্তম গৌতমেশ্বর তীর্থে যাইবে।
রাজন্। তথায় স্নানপুষ্টক উপবাস করিলে
কাঞ্চনবিমানে বিহার করত ব্রহ্মলোকে
সম্মানিত হয়। তথা হইতে যম যে স্থানে
পাপ ধৌত করিয়াছিল, নন্দদায় স্থিত সন্ন্য-
াসতকনাশন সেই ধৌতপাপ তীর্থে যাইবে।
সেই তীর্থে স্নান করিয়া নর ব্রহ্মহত্যা হইতে
অব্যাহতি পায়। হে রাজেন্দ্র! সেই
তীর্থে যে ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করে, সে চতু-
র্ভুজ, ত্রিনেত্র, কজতুলা বলদাম্পর ও কজ-
তুলা-পত্রাক্রম হইয়া সমগ্র অযুঃকল্প ব্রহ্ম-
লোকে বাস করে। পরে সুদীর্ঘ কাল
তথা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতে একচ্ছত্র
রাজা হয়। হে রাজেন্দ্র! তার পর উত্তম
এরণ্ডী তীর্থে যাইবে। রাজন্! মার্কণ্ডেয়
বলিয়াছেন যে, প্রয়াগে যে কল লাভ হয়,
এখানেও স্নান করা মাত্র মানব সেই কল
পায়। ভাদ্র মাসে শুক্লপক্ষে চষ্টমী তিথিতে
একরাতি উপবাস করত সেখানে স্নান

‘উপোষ্য রজনীমেকা’ তত্র স্নান সমাচরেৎ ॥
 যমদূতৈর্ন বাধ্যত ইন্দ্রলোকঃ স গচ্ছতি ॥২০১
 ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র সিদ্ধো যত্র জনাৰ্দ্ধিনঃ ।
 হিরণ্যম্বোপবিখ্যাভঃ সৰ্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥২০২
 তত্র স্নাত্বা নরো রাজান ধনবান্ রূপবান্ ভবেৎ
 ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র তীৰ্থং কনখলং মহৎ ॥
 গরুড়েন তপস্তপ্তং তস্মিন্ স্তীৰ্ণে নরাধিপ ॥২০৪
 বিখ্যাভঃ সৰ্বলোকেষু যোগিনী তত্র তিষ্ঠতি ।
 ক্রৌড়তে যোগিভিঃ সার্বং শিবেন সহ নৃত্যতি ॥
 তত্র স্নাত্বা নরো রাজান্ রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥
 ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ঐশতীৰ্থমমুত্তমম্ ।
 ঐশন্তত্বে বিনিযুক্তো গতা উৰ্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥২০৭
 ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র সিদ্ধো যত্র জনাৰ্দ্ধিনঃ
 বারাহং রূপমাত্মায় অৰ্চিত্তঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ২০৮
 বারাহতীৰ্থে নরঃ স্নাত্বা ছাদম্ভাস্ত্র বিশেষতঃ ।
 বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি নরকঙ্ক ন গচ্ছতি ॥২০৯

করিবে। তাহা হইলে সে যমদূতগণ কর্তৃক
 পীড়িত হয় না এবং ইন্দ্রলোকে গমন করে ।
 ২২০—২০১। তে রাজেন্দ্র! তার পর
 যেখানে জনাৰ্দ্ধন সিদ্ধ হইয়াছিলেন সেই
 হিরণ্যম্বোপ নামে বিখ্যাত তীৰ্থে যাইবে।
 ঐ তীৰ্থে সৰ্বপাপপ্রণাশন। রাজান! সেখানে
 স্নান করিলে রূপবান্ ও ধনবান্ হয়।
 রাজেন্দ্র! তথা হইতে মহৎ কনখল তীৰ্থে
 যাইবে। হে নরাধিপ! ঐ তীৰ্থে গরুড়
 তপস্তা করিয়াছিল। ঐ তীৰ্থে সৰ্বলোক-
 বিখ্যাভ। ওখানে যোগিনী বাস করেন।
 সেই যোগিনী যোগিগণ সহ ক্রৌড়া করেন।
 শিবের সহিত নৃত্য করেন। রাজান! সেখানে
 স্নান করিয়া নর রুদ্রলোকে সম্মানিত হয়।
 হে রাজেন্দ্র! তার পর অমুত্তম ঐশতীৰ্থে
 যাইবে। ঐ স্থানে ঐশ মুক্ত হইয়া ব্রহ্ম-
 লোকে গমন করিয়াছেন। হে রাজেন্দ্র!
 তার পর বরাহরূপধারী জনাৰ্দ্ধন পরমেশ্বরের
 অৰ্চনা করিয়া যে স্থলে সিদ্ধ হইয়াছেন,
 সেই বরাহতীৰ্থে যাইবে। বরাহ-তীৰ্থে
 সকল সময়ে বিশেষত ছাদম্ভাস্ত্র দিনে স্নান

ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র সৌমতীৰ্থমমুত্তমম্ ॥
 পৌর্ণমাস্তাং বিশেষণে কৃত্ত স্নানঃ সমাচরেৎ ॥
 প্রণিপত্য চ ঐশানঃ বলিঃ তন্ত প্রদতি ॥২১১
 হরিশ্চন্দ্রপুরঃ দিব্যমন্তরীক্ষে তু দৃষ্টতে ।
 চক্রধ্বজে সমাবৃন্তে সুপ্তে নাগারিকেতনে ॥
 নশ্বদাতোয়বেগেন কক্ককচ্ছোপসেবিতৈঃ ।
 তস্মি স্তীৰ্ণে নিবাসকং বিষ্ণুঃ শঙ্করমন্তবীৎ ॥২১৩
 ষোপেশ্বরে নরঃ স্নাত্বা লভেৎসুসুবর্ণম্ ॥২১৪
 ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র কক্ককচ্ছাসুসুগমম্ ।
 স্নাতমাত্তো নরন্তত্র দেব্যাঃ স্থানমবাপ্নুয়াৎ ॥
 দেবতীৰ্থং ততো গচ্ছেৎ সৰ্বদেবনমস্কৃতম্ ।
 তত্র স্নাত্বা তু রাজেন্দ্র দেবতৈঃসহ মোদতে ॥
 ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র শিখিতীৰ্থমমুত্তমম্ ।
 তত্র বৈ দীযতে দানং সৰ্বং কোটিগুণং ভবেৎ
 অপরপক্ষেহমাবাস্তাঃ স্নানং তত্র সমাচরেৎ ॥

করিয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়;—নরকে গমন
 করে না। হে রাজেন্দ্র! তথা হইতে অমু-
 ত্তম সৌমতীৰ্থে যাইবে। বিশেষতঃ পূর্ণিমা
 দিনে সেখানে স্নান করিবে এবং ঐশানকে
 প্রণিপাতপূৰ্ব্বক ঐ উপহারে পূজা করিবে।
 তাহা হইলে ঐশান দেব প্রসন্ন হন। বিষ্ণু
 সুপ্ত হইলে চক্রধ্বজ তীৰ্থে যাইবে!
 সেখানে অন্তরীক্ষে দিবা হরিশ্চন্দ্রপুর দৃষ্ট
 হয়। ঐ তীৰ্থে নশ্বদার তেয়বেগে ধোত;
 উপহার কক্কপ্রদেশ কক্ক মৃগগণে উপসেবিত।
 বিষ্ণু শঙ্করকে বলিয়াছেন,—ঐ তীৰ্থে নিবাস
 করা পূণ্যজনক। নর ষোপেশ্বর তীৰ্থে স্নান
 করিলে বহু সুবর্ণ লাভ করে। ২১২—২১৪।
 হে রাজেন্দ্র! তার পর কক্ককচ্ছাসুগম তীৰ্থে
 যাইবে। নর সেখানে স্নানমাত্র করিলেই
 দেবীর স্থান প্রাপ্ত হয়। তৎপর সৰ্বদেব-
 নমস্কৃত দেবতীৰ্থে যাইবে! রাজেন্দ্র!
 সেখানে স্নান করিয়া দেবতাগণের সহিত
 মুদিত হয়। হে রাজেন্দ্র! তথা হইতে অমুত্তম
 শিখিতীৰ্থে যাইবে। সেখানে যাহা দান করা
 যায়, সকলই কোটিগুণ হয়। সেখানে
 অপর পক্ষে অমাবস্তা তিথিতে স্নান করিবে।

ব্রাহ্মণঃ ভোজয়েদেকং কোটির্ভবতি ভোজিতা
ভৃগুতীর্থে তু রাজেন্দ্র তীর্থকোটির্ব্যবস্থিতা ।
অকামো ব্যাপকামোহবা তত্র স্নাত্ত্ব মানবঃ ।
অশ্বমেধমকুপ্তোতি দৈবতৈঃ সহ মোহতে ॥২৪২॥
তত্র সিদ্ধিমবাপ্নোতি ভৃগুশ্চ মুনিপুঙ্গবঃ ।
অবতারঃ কৃতস্তেন শঙ্করেন মহাশ্বনা ॥ ২৪৩ ॥
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র বিহঙ্গেশ্বরমুত্তমম্ ।
দর্শনাত্তত্ত্ব রাজেন্দ্র মুচ্যতে সৰ্পপাতকৈঃ ॥ ২৪৪ ॥
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র নন্দেশ্বরমুত্তমম্ ।
তত্র স্নাত্ব নরো রাজন্ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥
অনন্তরং ততো গচ্ছেৎস্নানং তত্র সমাচরেৎ
সুভগো দর্শনীয়শ্চ ভোগবান্ জায়তে নরঃ ॥
পিতামহঃ ততো গচ্ছেদব্রহ্মণা নিশ্চিহ্নং পুরা ।
তত্র স্নাত্ব নরো ভক্ত্যা পিতৃপিতৃশ্চ দাপয়েৎ
তিলদর্ভবিমিশ্রস্ত উদকস্ত প্রদাপয়েৎ ।
তস্ত তীর্থপ্রভাবেণ সৰ্বং ভবতি চাক্ষয়ম্ ॥২৪৫॥

একটি ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে কোটি
ব্রাহ্মণকে ভোজন করান হয়। হে রাজেন্দ্র!
ভৃগুতীর্থে কোটি তীর্থ অবস্থিত আছে।
সকাম বা অকাম যে ভাবেই হউক, মানব
স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত
হয়; সুভগঃ দেবগণের সহিত মুদিত
হইয়া থাকে। এই স্থানে মুনিপুঙ্গব ভৃগু
সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এই স্থানেই
মহাশ্বনা শঙ্কর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। হে
রাজেন্দ্র! অনন্তর উত্তম বিহঙ্গেশ্বর তীর্থে
যাইবে। সেই তীর্থের দর্শনেই সৰ্পপাতক
হইতে মুক্ত হওয়া যায়। হে রাজেন্দ্র! তথা
হইতে উত্তম নন্দেশ্বর তীর্থে যাইবে।
রাজন্! সেখানে স্নান করিলে স্বর্গলোকে
সন্মানিত হয়। তার পর অশ্বতীর্থে যাইবে।
সেখানে স্নান করিবে। তাহা হইলে নর
সুভগ, দর্শনীয় ও ভোগবান্ হয়। পরে
পিতামহ তীর্থে যাইবে। এই তীর্থ পুরা-
কালে ব্রহ্মা নিঃস্রাব করিয়াছেন। নর সেই
তীর্থে স্নানপূরক ভক্তি সহকারে পিতৃ-
লোককে পিতৃদান করিবে এবং তিলদর্ভ-

সাবিত্রীতীর্থমাসাদ্য যন্ত স্নানং সমাচরেৎ ।
বিধুয় সৰ্পপাপানি ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ২৪৬ ॥
মনোহরক তত্রৈব তীর্থং পরমশোভনম্ ।
তত্র স্নাত্ব নরো রাজন্ পিতৃলোকে মহীয়তে ॥
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র মানসং তীর্থমুত্তমম্ ।
তত্র স্নাত্ব নরো রাজন্ কুঙ্গলোকে মহীয়তে ॥
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ক্রতুতীর্থমুত্তমম্ ।
বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু সৰ্পপাপপ্রণাশনম্ ।
যান যান প্রার্থয়তে কামান্ পশুপুত্রধনানি চ ॥
প্রাপ্নুযাতানি সৰ্পাণি তত্র স্নাত্ব নরাধিপ ॥ ২৪৭ ॥
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র দশকন্তেতি বিজ্ঞাতম্
তত্র তা ঋষিকন্তাস্ত তপোহতপাস্ত সুব্রততাঃ ॥
ভর্তা ভবতু সৰ্পসামীশ্বরঃ প্রভুরব্যয়ঃ ।
শ্রীতস্তাসাং মহাদেবো দণ্ডিরূপধরো হরঃ ।
বিকৃতাননবীভৎসস্তচ্চ তীর্থমুপাগতঃ ॥ ২৪৮ ॥
তত্র কন্তা মহারাজ বরায় পরমেশ্বরঃ ॥

মিষ্মিত জল দান করিবে। এই তীর্থের
প্রভাবে এই সকল কার্য অক্ষয় হয়। যে
ব্যক্তি সাবিত্রী-তীর্থে যাইয়া স্নান করে, সে
সমস্ত পাপ বিধৃত করিয়া ব্রহ্মলোকে সন্মান-
নিত হয়। এই স্থানেই পরম শোভন মনো-
হর তীর্থ আছে। রাজন্! সেখানে স্নান
করিয়া পিতৃলোকে সন্মানিত হয়। ২৪৬—
২৪৭। হে রাজেন্দ্র! তার পর উত্তম মানস-
তীর্থে যাইবে। রাজন্! সেখানে স্নান
করিয়া নর কুঙ্গলোকে সন্মানিত হয়। হে
রাজেন্দ্র! পরে ত্রিলোকে বিখ্যাত সৰ্পপাপ-
প্রণাশন অমুত্তম ক্রতুতীর্থে যাইবে। হে
নরাধিপ! সেখানে স্নান করিয়া পশু, পুত্র,
ধন ইত্যাদি যাহা যাহা কামনা করে সেই
সমস্তই প্রাপ্ত হয়। হে রাজেন্দ্র! তার
পর দশকন্তা নামে বিখ্যাত তীর্থে যাইবে।
সেখানে সেই সুব্রত ঋষিকন্তাগণ অব্যয়
প্রভু জৈম্বর আমাদিগের পতি হউন এইরূপ
কামনা করিয়া তপস্তা করিয়াছিলেন। মহা-
দেব হর তাঁহাদিগের প্রতি শ্রীত হইয়া
দণ্ডিরূপ ধারণ করত বিকৃতানন ও বীভৎস

কন্তাসিদ্ধং বরযতঃ কন্তাদানং প্রযচ্ছতি ॥২৬০
 তীর্থং তত্র মহারাজ দশকন্তেতি বিজ্ঞতম্ ।
 তত্র স্নানার্চয়েদেবং সর্বপাণৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
 ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র স্বর্গবিন্দুরিতি ক্রতম্ ।
 তত্র স্নানো নরো রাজান্ তুর্গতিক ন পশ্ছতি ॥
 অপ্সরেশং ততো গচ্ছেৎ স্নানং তত্র সমাচরেৎ
 ক্রৌড়তে নাগলোকেশঃ অপ্সরৈঃ সহ মোদতে ॥
 ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র নরকং তীর্থযুক্তমম্ ।
 তত্র স্নানার্চয়েদেবং নরকং ন গচ্ছতি ॥ ২৬১
 ভারভূতং ততো গচ্ছেৎপবাসপরায়াণঃ ॥ ২৬৮
 এততীর্থং সমাসাদ্য অবতারস্ত শান্তবম্ ।
 অর্চয়িত্ব বিরূপাক্ষং কদ্রলোকে মহীয়তে ॥
 তস্মিন্স্থীর্ণে নরঃ স্নানো ভারভূতে মহাশ্বনঃ ।
 যত্র তত্র মৃতস্তাপি ক্রবং গাণেশ্বরী গতিঃ ॥২৭০

বেশে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।
 হে মহারাজ ! সেই কন্তাগণ সেই পরমে-
 শ্বরকেই বররূপে বরণ করিয়াছিলেন ।
 বিবাহার্থী ব্যক্তি কন্তা কামনা করিয়া সেখানে
 স্নান করিলে বাঞ্ছিত কন্তা প্রাপ্ত হয় । হে
 মহারাজ ! এই জন্মই ঐ তীর্থ 'দশকন্তা'
 নামে বিখ্যাত হইয়াছে । সেখানে স্নান
 করিয়া দেব মহেশ্বরকে অর্চনা করিলে সর্ব-
 পাপ হইতে মুক্ত হয় । হে রাজেন্দ্র ! তার
 পর স্বর্গবিন্দু নামে বিখ্যাত তীর্থে যাইবে ।
 রাজন ! নর সেখানে স্নান করিলে আর
 নরক দর্শন করে না । পরে অপ্সরেশতীর্থে
 যাইবে । সেখানে স্নান করিবে । তাহা
 হইলে সে নাগলোকেশ হইয়া অপ্সরোগণের
 সহিত ক্রৌড়া করত মুদিত হয় । ২৫৮—২৬৬ ।
 অনন্তর উত্তম নরক তীর্থে যাইবে । সেখানে
 স্নানপূর্বক দেব মহেশ্বরকে অর্চনা করিবে ।
 এরূপ করিলে নরকে যাইতে হয় না । পরে
 ভারভূত তীর্থে যাইবে । মানব সেখানে স্নান-
 পূর্বক উপবাসপরায়াণ হইয়া শত্রুর অবতার
 বিরূপাক্ষকে অর্চনা করিবে । তাহা হইলে
 কদ্রলোকে সমানিত হয় । সেই তীর্থের
 যেখানে-সেখানে যুড়া হইলেও সেই মহাশ্বর

কাঙ্ক্ষিকস্ত তু মাসিত্ত অর্চয়িত্বা মহেশ্বরম্ ।
 অশ্বমেধচ্ছতশ্চণঃ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ২৭১
 দীপকানাং শতং কুর্য্যদ্ব্যতপূর্ণং দাপয়েৎ ।
 বিমাতৈঃ সূর্যাসক্তাশৈরজতে যত্র শকরঃ ॥২৭২
 বুধভং যঃ প্রযচ্ছেত শঙ্খকুন্দলুসস্নিতম্ ।
 বুধযুক্তেন যানেন কদ্রলোকং সগচ্ছতি ॥২৭৩
 চক্রমেকস্ত যো দদ্যাত্তাস্মিন্স্থীর্ণে নরাধিপ ।
 পায়সং মধুসংযুক্তং ভক্ষ্যাদি বিবিধানি চ ॥২৭৪
 যথাশক্ত্যা তু রাজেন্দ্র ভোজয়েৎ সহদক্ষিণম্
 তস্ত তীর্থসভাবেণ সর্বং কোটিভণং ভবেৎ ॥
 নর্যদায়া জলং সিদ্ধা অর্চয়িত্বা বুধবজ্রম্ ।
 তুর্গতিক ন পশ্ছন্তি তস্ত তীর্থপ্রভাবতঃ ॥ ২৭৬
 এততীর্থং সমাসাদ্য যত্র প্রাণান্ পরিজাজ্ঞেৎ ।
 সর্বপাপবিনষ্টকাত্মা ব্রজতে যত্র শকরঃ ॥ ২৭৭
 জলপ্রবেশং যঃ কুর্য্যাত্তস্মিন্স্থীর্ণে নরাধিপ ।

নিশ্চয়ই গাণেশ্বরী গতি—অর্থাৎ গণেশ-
 লোকে বাস হয় । ঐ তীর্থে কাঙ্ক্ষিক মাসে
 মহেশ্বরের অর্চনা করিলে অশ্বমেধ অপে-
 ক্ষাও শতশ্চণ অধিক ফল লাভ হয় ;
 মনীষিগণ ইহা বলিয়া থাকেন । ব্যতপূর্ণ
 শত দীপ প্রদান করিলে সূর্যাসক্তাশ বিমানে
 আরোহণপূর্বক শকর যোনে বাস করেন,
 তথায় গমন করে । যে ব্যক্তি শঙ্খ-কুন্দ-
 লুসস্নিত বৈতরণ বুধত প্রদান করে সে
 বুধযুক্ত যানে আরোহণপূর্বক কদ্রলোকে
 গমন করে । হে নরাধিপ ! যদি কেহ এই
 তীর্থে কেবল চক্র, মধুসংযুক্ত পায়স ও বিবিধ
 ভক্ষ্য জব্য যথাশক্তি দক্ষিণ দান সহকারে
 ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করায়, তবে ঐ তীর্থ-
 প্রভাবে এই সকল কার্য সমস্তই কোটিভণ
 ফলপ্রদ হয় । ২৬৭—২৭৫ । নর্যদায়া জল
 দ্বারা অতিশয়পূর্বক বুধবজ্রকে পূজা
 করিলে ঐ তীর্থের প্রভাবে নরকদর্শন
 করতে হয় না । যে ব্যক্তি ঐ তীর্থ প্রাপ্ত
 হইয়া প্রাণ পরিভ্যাগ করে, সে সর্বপাপ-
 বিনষ্টকাত্ম হইয়া শকর যেখানে থাকেন, তথায়

হংসযুক্ত যানেন কুন্ডলোকং স গচ্ছতি ॥২৭৮॥
 বাবুজ্ঞানচ সুবাস্ত হিমবাস্ত মহোদধিঃ ।
 গজাধাঃ ততো যাতিবৎসর্গে মহীয়তে ॥
 অনাশকুন্ত যঃ কুর্বাতিশ্রিত্তীর্থে নরাধিপ ।
 গর্তবাসে তু রাজেন্দ্র ন পুনর্জীয়তে নরঃ ॥২৮০॥
 ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র অটবীতীর্থযুক্তম্ ।
 তত্র শ্রাদ্ধা নরো রাজেন্দ্রশ্রাদ্ধাসনং লভেৎ ॥
 শূকতীর্থং ততো গচ্ছেৎ সর্বপাপপ্রণাশনম্ ।
 তত্রাপি শ্রাতমাত্রস্ত ক্রবৎ গণেশ্বরী গতিঃ ॥
 এতান্নিন্দ্রাদ্যাশ্চ সঙ্গমং লোকবিশ্রুতম্ ।
 তত্র তীর্থ মহাপুণ্যং সর্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ২৮৩ ॥
 উপবাসপরো ভূত্বা নিত্যং ব্রহ্মপরায়ণঃ ।
 তত্র শ্রাদ্ধা তু রাজেন্দ্র মৃত্যুতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥
 ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র নন্দোদগদগসঙ্গমম্ ।
 জমদগ্নিরিতি খ্যাতিং সিন্ধো যত্র জনাঙ্গিনঃ ॥
 যত্রৈব বহুভির্ঘোরে রজো দেবাধিপোহভবৎ ॥

গমন করে। হে নরাধিপ! সেই তীর্থে যে ব্যক্তি জলপ্রবেশ করে সে হংসযুক্ত যানে আরোহণপূরক কুন্ডলোকে গমন করে। যাবৎকাল চন্দ্র, সূর্য্য, হিমালয়, সমুদ্র ও গজাদি নদী সকল থাকিবে, সে তাবৎকাল স্বর্গে সম্মানিত হয়। হে নরাধিপ! সেই তীর্থে যে ব্যক্তি অনশন ব্রত করে, হে রাজেন্দ্র! সে নর আর গর্তবাস-যন্ত্রণা ভোগ করিতে জন্ম গ্রহণ করে না। হে রাজেন্দ্র! তার পর উত্তম অটবী তীর্থে যাইবে। রাজন! নর সেখানে স্নান করিয়া ইন্দ্রের আদ্যাসন লাভ করিতে পারে। তথা হইতে সর্বপাপপ্রণাশন শূকতীর্থে যাইবে। সেখানেও কেবলমাত্র স্নান করিলেই গণেশলোক প্রাপ্তি হয়; সন্দেহ নাই। এরতী ও নন্দাদি তীর্থের সঙ্গমস্থল মহাপুণ্য, সর্বপাপনাশক বলিয়া বিখ্যাত। রাজেন্দ্র! সেখানে নিত্য উপবাস-পূরক স্নান করিয়া ব্রহ্মপরায়ণ হইলে ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হইয়া যায়। হে রাজেন্দ্র! তথা হইতে নন্দাদি ও সাগরের সঙ্গমস্থলে যাইবে। ঐ স্থান জমদগ্নিতীর্থ নামে খ্যাত।

তত্র শ্রাদ্ধা নরো রাজেন্দ্রশ্রাদ্ধাসনম্ ।
 ত্রিগুণশ্রাদ্ধমেধস্ত কলং প্রাপ্নোতি যনিবঃ ॥
 পশ্চিমোদগিসায়ুজ্যং মুক্তিধারবিছাটনম্ ।
 তত্র দেবাঃ সগন্ধর্য্য ঋষয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ ॥২৮৮॥
 আরাধয়ন্তি দেবেশং ত্রিসত্যাং বিমলেশ্বরম্ ।
 সর্বপাপবিশুদ্ধায়া কুন্ডলোকে মহীয়তে ॥২৮৯॥
 বিমলেশ্বরশরং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥
 তত্রোপবাসং কুত্বা যো পশ্যতি বিমলেশ্বরম্ ।
 সর্বপাপবিশুদ্ধায়া কুন্ডলোকং ব্রহ্মকৃতি তে ॥
 ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র কেশিনীতীর্থযুক্তম্ ।
 তত্র শ্রাদ্ধা নরো রাজেন্দ্র উপবাসপরায়ণঃ ॥ ২৯২ ॥
 উপোষ্য রজনীমেকাং নিয়তো নিমত্তাশনঃ ।
 তত্র তীর্থপ্রভাবেণ মৃত্যুতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥ ২৯৩ ॥
 সর্বতীর্থভিষেকক যঃ পশ্যেৎ সাগরেশ্বরম্ ॥

যেখানে জনাঙ্গিন সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্র যেখানে বহুবিধ যন্ত্র করিয়া দেবাধিপতি হইয়াছেন, রাজন! সেই নন্দাদি ও সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে মানব স্নান করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের ত্রিগুণ অধিক ফল পায়। ২৭৮—২৮৭। পশ্চিম সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত মুক্তিধারের উদবাটক বিমলেশ্বর তীর্থ আছে। সেখানে দেব, গন্ধর্য্য, ঋষি, সিদ্ধ, চারণ প্রভৃতি সকলেই ত্রি-সত্যা সেই বিমলেশ্বরের আরাধনা করে। তাঁহার আরাধনা করিলে সর্বপাপ-বিশুদ্ধা হইয়া কুন্ডলোক বাস করিতে পারে। বিমলেশ্বর পরম তীর্থ; এরূপ তীর্থ হয় নাই, হইবেও না। সেখানে যাহারা উপবাস করিয়া বিমলেশ্বরকে সর্জন করে, তাহারা সর্বপাপ-বিশুদ্ধা হইয়া কুন্ডলোকে গমন করে। রাজেন্দ্র! তার পর উত্তম কেশিনী তীর্থ যাইবে। রাজন! সেখানে উপবাসপরায়ণ ব্যক্তি স্নানপূরক সংযত ও সংযতাহার হইয়া সেই তীর্থের প্রভাবে ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্তি লাভ করে। তথা হইতে একযোজনাত্মক অধিকারি অবস্থিত সাগরেশ্বর শিব আছেন। তাঁহাকে দেখিলে সর্বতীর্থ দর্শনের ফল

যোজনাত্মক্যে তিষ্ঠেদাবর্তসংস্থিতঃ শিবঃ ।
 তং বৃদ্ধা সৰ্বভীষণানি দৃষ্টানি স্থান্য সংশয়ঃ ।
 সৰ্বপাপবিনিশ্চুক্তো যত্র ক্রয়ঃ স গচ্ছতি ॥৩২৫
 নন্দ্যঙ্গসঙ্গমং যাবদ্যাবচ্চামরকটকম্ ।
 তজ্জ্ঞানেন মহারাজ তীর্থকোট্যো দশ স্থিতাঃ ।
 তীর্থাতীর্থটিমচৰ্য্যা ঋষিকে টিনিষেবিতঃ ।
 সান্নিহোত্রৈশ্চ দিব্যজৈঃ সৰ্বৈর্জ্ঞানপরায়ণৈঃ ।
 সেবিতান্তেন রাজেন্দ্র ঈশিতার্থপ্রদায়কঃ ।
 যশ্চেন্দ্রং বৈ পঠেদ্রিত্যং শৃণুয়াচ্চাপি ভক্তিতঃ ।
 তন্ত তীর্থানি সৰ্বানি অভিসিকন্তি পাণ্ডব ॥২২৮
 নন্দ্যঙ্গা চ সঙ্গা শ্রীতা ভবেদৈ নাত্র সংশয়ঃ ।
 শ্রীতস্তত্ত্ব ভবেদ্রদ্রো মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ ।
 বক্ষ্যা চ লভতে পুত্রান্ হৃতগা সুভগা ভবেৎ ।
 কুমারী লভতে ভর্ত্তাং যচ্চ যো বাঙ্কতে কলম্ ।
 তদেব লভতে সৰ্বং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥
 ত্রাঙ্কণো বেদমাপ্নোতি কত্রিয়ো বিজয়ী ভবেৎ

হয়ঃ—সৰ্বভীষণে মানজনিত পুণ্য প্রাপ্ত
 হওয়া যায় । ইহাতে সন্দেহ নাই । সে ব্যক্তি
 সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যেখানে ক্রয়
 থাকেন, তথায় গমন করে । হে মহারাজ !
 নন্দ্যঙ্গ-সঙ্গম অবধি অমরকটক পর্যন্ত
 স্থানের মধ্যে দশকোটি তীর্থ আছে । ২৮৮
 —২২৯ । হে রাজেন্দ্র ! তীর্থ হইতে তীর্থ-
 স্তরযাত্রা ঋষিকোটিনিষেবিত । দিব্যজ্ঞান-
 সম্পন্ন সৰ্বজ্ঞ জ্ঞানপরায়ণ অগ্নিহোত্রী প্রভৃতি
 সকলেই উহার সেবা করিয়া থাকেন ।
 অতএব উহা ঈশিতার্থপ্রদ জানিবে । হে
 পাণ্ডব ! যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে এই
 নন্দ্যঙ্গামাহাত্ম্য নিত্য পাঠ করে অথবা অবগ
 করে, তীর্থ সকল তাহাকে অভিসিক্ত করিয়া
 থাকে, নন্দ্যঙ্গ তাহার প্রতি শ্রীতা হইয়া
 থাকেন ; ইহাতে সংশয় নাই । তাহার প্রতি
 ক্রয় এবং মহামুনি মার্কণ্ডেয়ও শ্রীত হইয়া
 থাকেন । বক্ষ্যা নারী বহুপুত্র লাভ করে,
 হৃতগা সুভগা হয়, কুমারী অভিমত পতি
 প্রাপ্ত হয় ; যে যাহা বাঞ্ছা করে, সে তাহাই
 পায় ; ইহাতে বিচার করিবার প্রয়োজন

বৈজ্ঞানিক লভতে ধাতুঃ শূদ্রঃ প্রাপ্নোতি সঙ্গতির্ধ
 মূৰ্খস্ত লভতে বিদ্যাং ত্রিসন্ধ্যাং যঃ পঠেদ্রবঃ ।
 নরকঞ্চ ন পশ্যেত বিদ্বানিক গচ্ছতি ॥৩০৩
 ইতি শ্রীপাণ্ডবে সৰ্বধৰ্মো নন্দ্যঙ্গা তীর্থবর্ণনঃ
 নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

দশমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

এবং তে কথিতঃ রাজস্বর্গদাতীর্থমুত্তমম্ ।
 পুণ্য গচ্ছককস্তানাং শাপজং ভয়মুদাহ ॥ ১
 নাশিতং তন্নহরাজ রেবাজলকর্ণাশ্রিতা ।
 রেবাজলকর্ণশ্রীশ্রীমুক্তো ভবতি মানবঃ ॥ ২
 যুধিষ্ঠির উবাচ ।
 ভগবন্ ব্রহ্ম কস্তাভিঃ শাপোহলভি কথং হুত
 কস্তাপত্যানি তাস্তাসাং নাম কিং কীদৃশং বয়ঃ
 কথং রেবাজলশ্রীশ্রীশ্রীপাক্ষাপসত্তবাৎ ॥

নাই । ত্রাঙ্কণ বেদ প্রাপ্ত হয়, কত্রিয় বিজয়ী
 হয়, বৈজ্ঞানিক ধাতু লাভ করে, শূদ্র সঙ্গতি
 পায় । মূৰ্খ ব্যক্তিও বিদ্যা লাভ করিতে
 পারে । যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যায় পাঠ কর, সে
 নরক দর্শন করে না এবং নিকট
 যোনিতে জন্মে না । ২২৭—৩০৩ ।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত । ২ ।

দশম অধ্যায়ঃ ।

নারদ বলিলেন,—হে রাজন ! এই
 তোমাকে উত্তম নন্দ্যঙ্গা তীর্থের বিষয় কহি-
 লাম । হে মহারাজ ! পুরাকালে গচ্ছক-
 কস্তানিগের উৎকট শাপভর রেবাজলকর্ণাশ্র
 দ্বারা বিনাশিত হইয়াছিল । মানব রেব-
 জলকর্ণাশ্রী করিলেই মুক্ত হয় । যুধিষ্ঠির
 বলিলেন,—ভগবন্ ! সেই গচ্ছককস্তানি
 কি কারণে কোন জন্ম হইতে শাপগ্রস্ত
 হইয়াছিল, তাহা বলুন । তাহার কারণ
 অপত্য ? তাহাদের নাম কি ? বয়স

বিনম্রতাঃ কুজ ভাঃ সন্মুঃ সন্মুঃ মে কথং প্রভো
নর্যদা তীর্থমাধাভ্যাং চমৎকারকরং ভবেৎ ।
অবণাদপি পাণ্ডুনাং মনুমানমুচ্যতে ॥ ৫
নর্যদা নর্যদা শিখো যেন কেরাচচুচাতে ।
তন্ত স্ত জ্জ্বাভী মুক্তিধাবদাচল্লতারকম্ ॥ ৬
ব্যাহৃতঃ ভবতা পূর্নং রেবামাধাভ্যামুত্তমম্ ।
তথাপি চরিঃ সাধো যদেতত্তত্তরগদ্যতাম্ ॥ ৭
অথ চোত্তমবার্তা যা সেবিভবা মনোরিভিঃ ।
অতঃ পৃচ্ছামি বিপ্রেন্দ্র রেবামাধাভ্যামুত্তমম্ ॥
ইতিহাসং বদ বিভো কস্তানাং চরিতোজ্জলম্
নরদ উবাচ ।

অমৃত্যং রাজশাঙ্গীল ধর্মগর্তা পরা কথা ।
যথারণির্বিহুগর্তা ধর্মজ্ঞ ব্রহ্মসুখিব ॥ ১০
গচ্ছনঃ শুকসদ্বীতিস্তস্ত কস্তা প্রমোহিনী ।
সুশীলস্ত সুশীলা চ সুশ্রবা স্বরবেদিনঃ ॥ ১১

কত ? তাহারা রেবাজল স্পর্শে শাপসম্ভব
বিশাক হইতে বিমুক্ত হইল কিরূপে ?
কোথায়ই বা স্নান করিয়াছিল ? হে প্রভো !
সুমন্ত আশার নিকট বলুন । নর্যদা তীর্থের
মাধাভ্যা চমৎকারকর । উহা অবণ করিলেও
পাপমল বিনষ্ট হয় । কথিত হয়,—‘নর্যদা’
‘নর্যদা’ এরূপ শব্দ যে কোন ব্যক্তিই বলুক
না কেন, চল ও তারকাগণের স্থিতিকাল
পর্যন্ত জাহার শাস্তা মুক্তি হয় । হে সাধো !
আপনি পূর্বে উত্তম রেবা-মাধাভ্যা বলিয়া-
ছেন, তথ্যেই ঐ রেবার মাধা চরিত (বিশেষ
বিশেষ বিবরণ) অথচ যাহা মনোরিগণের
সেবনীয়, তাহা বর্ণন করুন । হে বিপ্রেন্দ্র !
আমি এই জন্ত জিজ্ঞাসা করিতেছি ; হে
বিভো ! সেই গচ্ছনকস্তাদিগের চরিতে
উজ্জল উত্তম রেবা-মাধাভ্যা ইচ্ছাস বলুন ।
১-১ । নরদ বলিলেন,—হে রাজশাঙ্গীল !
বহুগর্তা অরণির জায় ধর্মগর্তা পরম কথা
ইবণ করুন । ব্রহ্মসুখ ধর্মের জায় শুক-
নামক গচ্ছনের বস্তা প্রমোহিনী,
সুশীলের কস্তা সুশীলা, স্বরবেদীর কস্তা

সুতায়া চলকান্তস্ত চলিকা সুলভস্ত চ ।
ইমানি বরনামানি তাসাম্পন্নসং নৃপ ॥ ১২
কুমারীঃ পঞ্চ নর্যাস্তা বরসা সুলভাঃ পুনঃ ।
ভাষন্তে চ মিথস্তাভ্য ভগিন্ত ইব সন্নিধা ॥ ১৩
চল্লাদিব বিনিফ্রান্তাচল্লিকা ইব সোজ্জলাঃ ।
চল্লাননাঃ সুলেভস্ত চল্লিকা ইবোজ্জলাঃ ।
দেবেষেতা বিলাসিতাঃ কোদাঃ কৈরবেষিব ।
লাবণ্যাপণ্ডসুতা বহুরূপা মনোহরাঃ ॥ ১৪
উত্তরকুচপাদস্তাঃ কেতকা ইব মাধবে ।
উন্নীলদযোবনৈঃ কান্তা বল্লীব নবপন্নবৈঃ ॥ ১৫
হেমগোরাচ হেমাভা হেমাভরণভূষিতাঃ ।
হেমচম্পকমালিন্তো হেমজ্জ্বলিশুবাসনঃ ॥ ১৬
স্বরগ্রামাবলীহাসু বিবিধামুচ্ছিন্তাসু চ ।
তালবাদ্যাবনোদেষু বেণুবীণাশ্রবাননে ॥ ১৭
মৃদঙ্গনাদসম্ভিন্ন-লাস্তমধ্যলয়েষু চ ।
চিত্রাদিষু বিনোদেষু কলাসু চ বিশারদাঃ ॥ ১৮

সুশ্রবা, চলকান্তের কস্তা সুতায়া ও সুলভের
কস্তা চলিকা ; হে নৃপ ! সেই অম্পরাদিগের
এই কয়টা উৎকৃষ্ট নাম । এই পঞ্চ গচ্ছন-
কুমারী সকলেই পরস্পর পরস্পরকে সন্নিধি
ভগিনী বলিয়া ডাকিত এবং ভগিনীর জায়ই
ব্যবহার করিত । সেই চল্লাননা, সুলেখী,
চল্লকান্তিবৎ উজ্জলকান্তিসম্পন্ন কুমারীগণ
চল হইতে বিনিফ্রান্ত চল্লিকার জায় সন্মু-
জ্জল রূপবতী ! কৈরবগণের মধ্যে কোমল-
বৎ দেবগণ মধ্যে এই বিলাসিনীগণ মনোহরা
অতীব সুরূপা ; যেন লাবণ্যাপণ্ড হইতে সজ্জ
হইয়াছে । বৈশাখ মাসে কেতকীগণের জায়
তাহাদের কুচপাদ সকল স্বেৎ উদ্গত ;
তাহারা নবযোবনের আভির্ভাবে নব পন্নব
জায় বল্লীবৎ কমলীয়া । সকলেই হেমবৎ
গোয়বর্ণা, হেমাভা, হেমাভরণভূষিতা ও হেম-
চম্পক-মালাধারী এবং হেমকান্তিসম শোভন
বসন ব্যবহার করিত । সকলেই স্বর, গ্রাম,
মুচ্ছিন্তা, তাল, লয়, মৃদঙ্গাদি বাদ্য সহ জ্ঞাত
মধ্য বিলাসিত এই জীবিত জয়ের সহিত নৃত্য,
জাব, ভাব, বেণু বীণা বা অন্ত যন্ত্র বাদন

এবজ্ঞাতা তা কস্তাঃ স্মৃৎ ক্রৌড়মিবরিঃ ।

শিত্তিল্লীলং সন্নিবেশিত ধনদালয়ে ॥ ২০ ॥

কৌতুকাৎ কদা পক্ষ মিলিতা মাসি মাংসবে ।

কস্তা মন্দারপুষ্পাণি বিচিরতো বন জনম্ ॥ ২১ ॥

গৌরীঃ সমারাধয়িতুং সুবাকনাঃ

কদাচিদচ্ছোদ সরোবরং যযুঃ ।

হেমাঙ্কুরানি প্রবরাণি তাঃ পুন-

স্তম্মাঙ্গুশালায় বরোৎপলৈঃ সহ ॥ ২২ ॥

বৈদূষ্যাত্তক্ষকটিকপ্রকৃটৈ

মাক্ষা তু ষ্ট পারিধায় চান্দ্রম্ ।

মৌনেন চ স্তাণ্ডিলপাণ্ডিকাময়ীঃ

সুবর্ণমুক্তাভরণাঃ বিনির্মিতাঃ ॥ ২৩ ॥

সমর্চিতাঃ চন্দনগন্ধকুঙ্কুমৈ-

রভ্যর্জ্য গৌরীঃ বরপঙ্কজাদিভিঃ ।

নানোপহারৈশ্চ সুভক্তিতাবিতা

লাস্তপ্রয়োগৈর্ননুতঃ কুমারিকাঃ ॥ ২৪ ॥

গন্ধর্বমাস্রিত্য পরং স্বরং ততোঃ

গেয়ং সভাবন্ধনভিঃ সমুচ্চিনম্ ।

এবীদৃশস্তাঃ প্রজ্ঞাঃ কলাশ্রয়ঃ

তারপ্রবন্ধঃ গতিভিত্তিঃ সুবদনঃ ॥ ২৫ ॥

তস্মিন্ সুভাবে রসবর্ষহর্ষঃ

কস্তাশ্রয়ঃ নির্ভরচৈত্বরতিষু ।

অচ্ছোদতীর্থৈ প্রবরে তদাগতঃ

স্নাতুং মূনের্বৈদনিধেঃ সুতোবগ্রনঃ ॥ ২৬ ॥

রূপেণ নিঃসৌমতরো বরাননঃ

প্রফুল্লপদ্মায়তলোচনো যুবা ।

বিস্তীর্ণবক্ষাঃ সুভূজোহতিশুল্লবঃ

শ্রামচ্ছবিঃ কাম ইবাপরো হি সঃ ॥ ২৭ ॥

স ব্রহ্মচারী শৃণুখো হি শোভতে

দণ্ডেন যুক্তো ধর্ম্মষেব মন্থতঃ ।

এতাজিনপ্রাবরণঃ সমুজ্জ্বল-

হেমাভমোজ্জ্বলটিমেখলঃ পরঃ ॥ ২৮ ॥

তং দৃষ্টী ব্রাহ্মণঃ বালান্তান্ত্র সরসস্তটে ।

জহুঃ কৌতুকাবিধা অদ্বং নো ভবিতা তপিঃ

জিহ্বাবিদ্যা প্রভৃতি লোক-বিনোদন কলা

সকলে বিশায়দা । তাহারা সকলেই তাহা-

দের পিতৃগণ কর্তৃক লালিত হইয়া ধনদালয়ে

কিঞ্চিৎ উত্তম উত্তম ক্রীড়া দ্বারা সকলকে

মোহিত করত বিচরণ করিত । ১০—২০ ।

তাহারা একদা ঠৈ শাখ মাসে পক্ষ সখী

মিলিত হইয়া গৌরীর আরাধনা করণমানসে

কৌতুক বশতঃ মন্দার পুষ্পচয়নাভিলাষে

বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে

অচ্ছোদ সরোবরে যাইয়া উপস্থিত হইল ।

সেখানে অস্ত্রাঙ্কুর উপল সকলের সহিত

উত্তম হেমাঙ্কুরাঞ্জি চয়নপূরক বৈদূষ্য ও

তক্ষকটিকে বিনির্মিত ক্রীটম-(মেজে)

সম্পন্ন ঘাটে স্নানে করিল । পরে সেই

কুমারীগণ বহু পরিধানপূর্বক মৌনভাবে

সুবর্ণমুক্তা দ্বারা গৌরী-মূর্তি নির্মাণ করত সুবর্ণ

মুক্তাদি আভরণে ভূষিত করিয়া গন্ধ-চন্দন-

কুঙ্কুমাদি অঙ্কুরেপন, সেই সমস্ত পদ্ম এবং

নানাবিধ উপহার দ্বারা ভক্তিতাবে পূজা

করিল এবং বিবিধ কোশলে নৃত্য করিতে

লাগিল । তাব পর সেই হরিন-নয়নাগণ

অত্যন্তম গান্ধব স্বর-সংযোগে ভাবধ্বনি-

মুচ্ছনার্দি সহ উচ্চ অথচ মধুর স্বরে পদ

সকল স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করত বিবরণ লয়ে

গান করিতে লাগিল । এই কস্তাগণ এই-

রূপ সঙ্গীতরসে যখন নিঃশব্দ নিবিরচিত্ত

হইয়াছে, তখন মুনীর বেদনিধির জ্যেষ্ঠপুত্র

তীর্থপ্রবর অচ্ছোদ সরোবরে স্নান করিতে

আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তিনি অসৌম

রূপবান, বরানন, প্রফুল্লপদ্মায়তলোচন, যুবা,

বিস্তীর্ণবক্ষা ও মনোহর বাহুগুলসম্পন্ন—

অতিশুল্লব শ্রামচ্ছবি, বেন অপর কাশ-

দেব । শোভন-শিখাধরী সেই ব্রহ্মচারী

হস্তে দণ্ড থাকায় দ্বিতীয় মন্ত্রধের ভায় শোভা

পাইতেছিলেন । তাহার কটদেশ যুগাঙ্গিন

দ্বারা আবৃত এবং উহা উত্তম হেমাভ মোজা

মেখলা দ্বারা বদ্ধ । সেই বালিকাগণ সেই

সরোবরতটে তাহাকে দেখিয়া কৌতুকাবিষ্ট

চিত্তে এই ব্যক্তি বোধ হয় আমাদের অজিহ্ব

সমুজ্জীতনৃত্যাস্তান্তালোকনলালসাঃ ।
 হরিণো লুপ্তকেনেব বিদ্ধাঃ কামেন সায়কৈঃ ॥
 পশুপশুভিঃ পুংস্তোত্রৈঃ পঞ্চ সসম্ভবম্ ।
 তস্মিন বিপ্রবরে যুনি কামদেবভ্রমঃ যযুঃ ॥ ৩১
 পুনঃপুনস্তমভ্যর্চ্য নয়নৈঃ পঙ্কজৈরিব ।
 পশ্চাচ্ছিচারমারুক্ষম্পরোভিঃ প স্পরম্ ॥ ৩২
 যদ্যয়ং কামদেবো হি রতিহীনঃ কথং ভবেৎ ।
 অস্তথা স্বথিনো দেবো তাবুভো যুগ্মচারিণৌ ॥
 গচ্ছকঃ কিমরো বাব সিদ্ধো বা কামরূপধৃক্ ।
 স্ববিপুলজোহথবা কশ্চিৎ কশ্চিচ্চা মনুজোত্তমঃ ॥
 অস্তি বা কশ্চিদেবায় ধারা সৃষ্টো হি নঃ কুতঃ
 যথা ভাগ্যবতঃমর্থে নিধানং পুংস্কর্মাভিঃ ।
 তবাস্মাকং কুমারীণাং গোষ্ঠানীতো বরোত্তমঃ
 করুণাজলকজ্ঞোল-লজ্জাদ্রৌকিচিহ্নাঃ ।
 ময় বৃত্তস্তরা চাযং তয়া বৃত্তস্তথানয়া ॥ ৩৬

হইবে ভাবিয়া হুই হইল। তাহারা তখন
 নৃত্য-গীত পরিত্যাগপূর্বক তাঁহাকে দেখিবার
 জন্ত সমুৎসুক হইল; তখন তাহারা বাধ
 কর্তৃক হরিণীগণের স্থায় কাম কর্তৃক সায়ক
 দ্বারা বিদ্ধ হইল। সেই মুক্ত বালিকাগ।
 সেই যুবা, বিপ্রবরের প্রতি কামদেব ভ্রমে
 সসম্ভবে পরস্পর 'দেখ দেখ' এইরূপ বলিতে
 লাগিল। ২১—৩১। সেই অপ্সরোগণ
 পঙ্কজসদৃশ নয়ন দ্বারা পুনঃপুনঃ তাঁহার পূজা
 করিয়া পশ্চাৎ বিচার করিতে লাগিল যে, এ
 ব্যক্তি যদি কামদেব হইবে, তাহা হইলে
 ইহাবু সঙ্গে রতি নাই কেন? অথনৌকুমার-
 যুগল নহে, কারণ তাঁহারা যুগ্মচারী; অতএব
 এ গচ্ছক, কিম্বর, সিদ্ধ, অথবা কোন কাম-
 রূপধারী হইবে। অস্তথা এ কোন স্ববিপুল,
 কিম্বা কোন মনুজোত্তম হইবে। যেই হউক
 না, ভাগ্যবানদিগের জন্ত পুংস্কর্তন কৰ্ম্মনিচয়
 যেমন নির্দিষ্ট আনয়ন করে, তদ্রূপ বিধাতা
 আমাদিগের জন্তই সৃষ্টি করিয়াছেন।
 আমরা কুমারী; গৌরী আমাদিগের জন্ত
 এই উত্তম বর আনয়ন করিয়াছেন। সেই
 গৌরীর করুণা-জলকজ্ঞোলে আদ্রৌকিচিহ্না

এবং পঞ্চসু কস্তাসু বদন্তীষু নৃপোত্তম ।
 শ্রদ্ধা তদ্বচনং তত্র কৃতমাধ্যাত্মিকক্রিয়ঃ ।
 আলোক্য হৃদয়ে সোহপি বিস্ময়েতষিচিন্তিতম্
 ব্রহ্মবিষ্ণুগিরিশাদয়ঃ সুরা
 যেহপি সিদ্ধমুন্মথঃ পুরাতনঃ ।
 তেহপি যোগবালিনো বিমোহিতা
 লীলয়া তদবলাতিরতুতম্ ॥ ৩৮
 যোষিতাং নয়নতীক্ষ্ণসায়কৈ-
 ক্রলতাপ্রদৃঢ়চাপনির্গঠিতঃ ।
 ধাষিণা মকরকেতুনা হতঃ
 কস্ত নো পততি বা মনোযুগঃ ॥ ৩৯
 তাবদেব নয়বীবিরাজতে
 তাবদেব জনতাভঃ ভবেৎ ॥
 তাবদেব ধৃতচিন্তিতা ভূশঃ
 তাবদেব গণনা কুলশ্রু চ ॥ ৪০
 তাবদেব তপসঃ প্রগল্ভতা
 তাবদেব সমবেকতা নৃপাঃ ।
 যাবদেব লসিতেক্ষণাসবৈ-
 রাদ্যতেহদ্রুতমর্চনং পুংসবঃ ॥ ৪১

আমি ইহাকে বরণ করিলাম, তুমিও বরণ
 করিলে, সেও বরণ করিল, এও বরণ করিল;
 হে নৃপোত্তম! সেই পঞ্চকস্তা এইরূপ বাগতে
 থাকিলে সেই মুনিযুগ্মও মাধ্যাত্মিক ক্রিয়া
 সমাপন করত তাহাদের সেই কথা শুনিয়া
 এবং তাহাদিগকে দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে
 লাগিলেন যে,—কি আশ্চর্য! ব্রহ্মা, বিষ্ণু,
 শিব প্রভৃতি দেবগণ এবং যোগবলসম্পন্ন
 পুরাতন সিদ্ধ মুনিগণও অবলাদিগের লীলা
 দ্বারা বিমোহিত হন। ধর্ম্মধারী মকরকেতু
 কর্তৃক যোষিৎগণের জলতারূপ সুদৃঢ় ধনু
 দ্বারা নিষ্কণ্ড নয়নরূপ তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা আহত
 হইয়া কাহার মনোযুগ পতিত না হয়? নীত-
 জ্ঞান সেই কল পর্য্যন্তই বিবাজিত, সেই
 কাল পর্য্যন্তই লোকসমাজের ভয়, সেই কাল
 পর্য্যন্তই পুংস জিতেন্দ্রিয়তা, সেই কাল পর্য্যন্তই
 কুলমর্যাদা গণনা, সেই কাল পর্য্যন্তই তপ-
 স্য প্রগল্ভতা এবং সেই কাল পর্য্যন্তই

মোহয়ন্তি মদয়ন্তি রাগিণঃ
 যোষিতঃ স্বললিতৈর্জনোহরৈঃ ।
 মোহয়ন্তি মদয়ন্তি মামিমা
 ধর্মরক্ষণপরঃ হি বৈশ্বক্শেণঃ ॥ ৪২
 মাংসরক্তমলমূত্রনির্মিতে
 যোষিতঃ বশুধি নির্ভণেহুত্তো ।
 কামিনস্ত পরিকল্প্য চক্ৰতা-
 মাবিশন্তি সুবিমুঢ়চেতসঃ ॥ ৪৩
 দাক্ষণ্য হি পরিকারিতাজ্জনা
 সধৃতিবিমলবুদ্ধিভবুধৈঃ ।
 বাষদেব ন সমীপগাঙ্ঘ্রমা-
 স্তাবদেব হি গৃহং ব্রজমাম্বম্ব ॥ ৪৪
 সমীপং তস্ত যাবর আগচ্ছন্তি বরদ্বিধঃ ।
 বৈষ্ণবেন প্রভাবেন তাবদন্তর্দধে দ্বিজঃ ॥ ৪৫
 তস্ত যোগবলাদুপ গতস্তাদর্শনং ন দা ।
 দৃষ্ট্য তদন্তুতঃ কস্মৈ বৈষ্ণবব্রহ্মচারিণঃ ॥ ৪৬
 বিজ্ঞস্তনয়না বালাঃ কুরঙ্গা ইব কাতরাঃ ।

সামাজিকতা থাকে, পুরুষ যে পর্যন্ত রমণী-
 গণের ললিত চটাকনিকৈপুরুষ অদ্ভুত মদে
 মত্ত না হয়। যোষিদ্গণ স্বকীয় মনোহর
 হাবভাবে বিষয়ানুরাগী ব্যক্তিকে মোহিত
 করে,—মত্ত কবিষা ফেলে। আমি ধর্ম-
 রক্ষণে তৎপর হইলেও এই নারীগণ নিজ
 নিজ জ্ঞপে আমাকে মোহিত করিতেছে,—
 মত্ত কবিষা তুলিতেছে। (কি আশ্চর্য্য!)
 অধু মুঢ়চিত্ত কাম্য ব্যক্তিগণ, যোষিদ্গণের
 মাংস রক্ত মল মূত্রাদি দ্বারা মুনির্মিত নির্ভণ
 অশুচি শরীরে রমণীয়তা করিয়া করিয়া আবিষ্ট
 হইয়া থাকে। অঙ্গনাগর দাক্ষণ্য; বিমল-
 বুদ্ধি সাধুগণ এইরূপ কৌর্জন করেন। অতএব
 এই বরাজনাগর যে কালপর্যন্ত সমীপ গত না
 হয়, আমি তাবৎ গৃহে যাই। ৩২—৪৪। সেই
 ষিদ্ধ এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহার নিকটে
 আসিতে না আসিতেই বৈষ্ণবযোগ প্রভাবে
 অজ্ঞান হইলেন। হে ছুপ! সেই বৈষ্ণব
 ব্রহ্মচারী যোগবলে অর্ধদর্শন প্রাপ্ত হইলে,
 তার সেই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া সেই বালা
 সকল কুরঙ্গিবৎ কাতরভাবে চকল চক

সংক্রান্তনয়নাঃ শূভা দদুস্তা দিশো দশ ॥ ৪৭

৩৩০।

ইন্দ্রজালং কুং বেত যিযাং জ্যতি বা পুনঃ
 দৃষ্টোহ্যপ্যদৃষ্টরূপোহভূদিত্যুত্থাঃ পরম্পরম্ ॥
 ব্যাপ্তক হৃদয়ং ভাসাং তদৈব বিরহায়িত।
 জলদাবানলে নৈব স্নানং সর্ষকা নম্ ॥ ৪২
 ত্যজেন্দ্রজালিকাং বিদ্যাং কাস্ত দর্শয় মত্তরম্ ।
 আত্মানং ন হি তে যুক্তং প্রাগ্গ্ৰাসৈ মাঞ্চি-
 কোপমম্ ॥ ৫০
 হা কষ্টং দর্শিতঃ কস্মাক্ষাত্তা বঃ ঘটভঃ কৃতঃ ।
 জাতং মহারসস্তাপহতুর্নশ্বং নিশ্চিন্তিতঃ ॥ ৫১
 কচ্চিত্তে নির্দয়ং চেতঃ কচ্চিদস্মানু নো মতিঃ
 কচ্চিৎকুরোহসি হে কাস্ত কচ্চিন্মুখাসি নো মনঃ
 কচ্চিন্ন প্রাহ্যোহস্মানু কচ্চিদস্মান পরীক্ষসে।
 কচ্চিন্নশ্চমতাশীলঃ কচ্চিন্নায়াবিশারদঃ ॥ ৫৩

দৃষ্ট নিষ্কেপপূর্বক শূভ হৃদয়ে দর্শনিক
 দেখিতে লাগিল। তখন সেই কস্তগণ পর-
 স্পর বলিল,—এ নিশ্চয়ই ইন্দ্রজাল জানে
 অথবা মায়া জানে; নচেৎ এই দেখিলাম,
 আবার এখন অদৃষ্ট হইল! জলন্ত দাবা-
 নলে স্নান কানন যেমন ব্যাপ্ত হয়, তজপ
 তখন তাহাদের হৃদয় বিরহায়িত বাপ্ত
 হইয়া পড়িল। তাহার বলিল,—হে কাস্ত!
 ইন্দ্রজাল বিদ্যা ত্যাগ কর, সম্মত নিজ যুক্তি
 দেখাও। মধুব্যবসায়ী যেমন মক্ষিকীকুল
 মধুভক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেই মধু হরণ করিয়া
 লয়, তোমার তজপ করা উচিত নহে। হয়!
 কি কষ্ট! বিবাতা তোমাকে কেনই বা দেখাই-
 লেন? কি নিমিত্ত তোমাকে এখানে আনি-
 লেন? বুঝিচ্ছি,—আমাদিগের মহা সঙ্গাপ
 জন্মাইবার জন্যই তুমি নির্মিত হইয়াছ।
 তোমার চিত্ত কি দয়াহীন? আমাদের প্রতি
 কি তোমার মন নাই? হে কাস্ত! তুমি কি
 কুর? তুমি কি আমাদিগের মন হরণ করি-
 বার জন্য আসিয়াছিলে? তুমি কি আমা-
 দিগকে পরীক্ষা করিতেছ? আমাদের প্রতি
 কি তোমার বিশ্বাস নাই? তুমি কি নির্দয়-

কচ্ছিকিতে প্রবেষ্টং বেংসি বিজ্ঞানলীমবম্ ।
 কচ্ছিক্রমণোপায়ং ন জানাসি কৃতঃ পুনঃ ৫৪
 কচ্ছিক্রমণোপায়ং কিমুদ্যত প্রকৃপাসে ।
 কচ্ছিক্রমণং ন জানাসি পরেবাং বিপ্রলভনম্ ।
 স্বদর্শনং বিনা নষ্টা হৃদয়েষ্বর সাস্ত্রতম্ ।
 ন জীবামোহং জীবামঃ পুনঃস্বদর্শনাশয়া ৫৬
 বয়ং তত্র নীরস্তাং শীত্ৰং যত্র গতৌ ভবাম্ ।
 তদদর্শনহরো-ধাতা ব্যাবায়োদাকুরচ্ছিক্রমাম্ ৫৭
 সর্বথা দর্শনং দেহি করুণো ভব সর্বথা ।
 পর্যন্তং ন প্রপশ্যন্তি কন্তুচিং সজ্জনা চনাঃ ৫৮
 ইধি-খিলপ্য তাঃ কন্তাঃ প্রতীক্য চ বহুক্ষণম্
 পিতৃভয়াদগুহং গন্ত্য শীত্ৰমারেতিরে ততঃ ৫৯
 তৎপ্রেমনিগর্ভৈবকা ভূশং বিরহবিক্রবাঃ ।
 কথঞ্চিদ্ভয়মালম্ব্য তাঃ স্বং স্বং গৃহমাগতাঃ ৬০
 আগত্য পতিতাঃ সর্বা মাতৃগন্ত সমীপতঃ ।

স্বভাব ? না, মায়াবিশারদ ? তুমি কি চিতে
 প্রবেশ করিবার জন্য বিশেষ কৌশল অবগত
 আছ ? তাহা হইলে তুমি কেনই বা নিজ্জা-
 মণোপায় জান না ? তুমি কি বিনাপরাধে
 আমাদের প্রতি প্রকৃপিত হইয়াছ ? প্রভাবিত
 করিলে অপরের যে দুঃখ হয়, তাহা কি তুমি
 জান না ? হে হৃদয়েষ্বর । তোমার দর্শন
 ব্যতীত আমরা এখন বিনা হইলাম ।
 আর জীবিত থাকিব না । তথাপি তোমার
 পু দর্শন আশায় জীবিত রহিয়াছি । আপনি
 যেখানে গিয়াছেন আমাদের কাছে সেখানে
 লইয়া আসুন । (হায় !) বিধাতা তোমার
 দর্শন হরণ করিয়া আমাদের আনন্দাকুর
 ছিন্ন করিলেন । এক্ষণে যে ভাবে হউক,
 আমাদের কাছে দর্শন দেও, সর্বথা করুন হও ।
 সজ্জন জনগণ কাহারও সন্ত পর্যন্ত দেখেন
 না । ৪৫—৫৮ । সেই কন্তাগণ এইরূপ
 বিলাপ করত বহুক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া পরে
 পিতার ভয়ে শীত্ৰ গৃহে যাইতে আরম্ভ
 করিল । তাহারা সেই ভ্রান্ত বালকের
 প্রেম-নিগড়ে বদ্ধ ও বিরহে বিরূপ হইয়া
 কোনরূপে ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্বক নিজ নিজ

কিমেতন্নাত্তিঃ পুটীঃ কৃতঃ কালাত্যয়োহন্তবৎ
 ক্রীড়ন্ত্যঃ কিরীড়িত্ত সার্কং সন্ততিকে যদা ।
 সন্তিতান্তেন ন জাতৌ দিব্যচ্ছোদসরোবরে
 পথি শ্রান্তা বয়ং মাতঃ সন্তাপন্তেন ন স্তনৌ ।
 মোহেন মহতা বক্তুং ন কেনাপ্যংসহামহে ৬৩
 ইত্যুক্তা লুটিতাহ্রদে মণিভূমৌ কুমারিকাঃ ।
 আকারণং গোপয়ন্তাস্তা মুখা জল্পন্তি মাতৃভিঃ ।
 কাচিরন্তর্য্যাত ক্রীড়ামমুরং ন মুখা তদা ।
 ন পার্ষ্যতি তং কীরং পঙ্করসং কুতূহলাৎ ৬৪
 লালয়েন্নকুলং নাস্তা নোজ্ঞাপয়তি সারিকাম্ ।
 অপরাভীষ সমুদ্রা নৈব খেলতি সারসৈঃ ৬৬
 ভেজিরে ন বিনোহং তা যেরিরে নৈব মন্দিরে

গৃহে উপস্থিত হইল । তাহারা গৃহে
 গিয়া নিজ নিজ মাতার সমীপে উপ-
 স্থিত হইলে মাতৃগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—
 এ কি ? এত বিলম্ব হইল কেন ? তাহারা
 বলিল,—কিরীড়গণ সহ একত্রিত হইয়া
 অচ্ছোদ সরোবরে ক্রীড়া করিতেছিলাম,
 তাই বেলা হইয়াছে, বুঝিতে পারি নাই ।
 মাতঃ ! পথশ্রান্ত হইয়াছি বলিয়া শরীরে
 সন্তাপ জন্মিয়াছে, মহান্ মোহ উপস্থিত
 হইতেছে; কাহারও সহিত কথা কহিতে
 উৎসাহ হইতেছে না । সেই কুমারীগণ
 এইরূপ বলিয়া মণিময় ভূমিতে লুপ্তিত হইতে
 লাগিল । তাহারা মনোভাব গোপন করি-
 বার জন্য মাতৃগণ সহ এইরূপ কথোপকথন
 করিল । তখন কোন বালিকা নিজ ক্রীড়া-
 মমুরকে আর পূর্বের মত সানন্দে নিক্ষেপ
 করিল না । পঙ্করস্থিত ভব পক্ষীকেও
 পূর্বের স্থায় কুতূহলে পাঠ্য কাইল না ।
 অস্তা কস্তা নকুলকে আর পূর্ববৎ আদর
 করিল না ! কেহ বা সারিকাকে পূর্ববৎ
 পড়াইল না । অপরা বাল্য অভাব অন্ধ
 হওয়ায় সারসগণ সহ আর পূর্ববৎ খেলা
 করিল না । ৫৯—৬৬ । তাহারা কোন ক্রীড়া
 কোতুকে আসক্ত হইল না । মন্দিরেও

উচিরে বান্ধবৈর্নাং বীণাবাদ্যং ন চক্রিরে ॥
 কল্পক্ষমপ্রস্থং যং সঙ্গং তচ্চানলোপমম্ ॥
 মন্দারকুসুমামোদিন পপূর্বধ্বং মধু ॥ ৬৮
 যোগিত্য ই। তাঃ কথ্য। নাসাপ্রভন্তলোচনাঃ ।
 অলক্ষ্যধ্যানসন্তানাঃ পুরুষোত্তমমানসাঃ ॥ ৬৯
 চন্দ্রকান্তমণিচ্ছরে শ্ববছারিণি কন্দরে ।
 ক্ষণং বাহায়নে স্থিত্বা জলযজ্ঞগৃহে ধনম্ ॥ ৭০
 রচয়ন্তি ক্ষণং শয্যাং দীর্ঘকাস্তোজিনীদলেঃ ।
 বীজ্যমানাঃ সখীভিত্তাঃ নীতলৈর্নগিনীদলেঃ ॥
 ইথাং যুগসমং রাত্রিমনঃস্তা বরপ্রস্থং ।
 কথাক্ষিপারণ কুস্তা বিহ্বলাঃ সজরা ইব ॥ ৭২
 প্রাতর্বোমমাণং দৃষ্ট্বা মগ্ধ্যানাঃ স্বজীবিতম্ ।
 বিজ্ঞাপ্য মাতরং স্বাঃস্বাগৌণীং পূজয়িতুং গতাঃ
 স্নাত্বা তেন বিধানেন পুষ্পৈর্পৈস্তথা পুনঃ ।
 বিধায় পূজনং দেব্যা গায়ন্ত্য স্তত্র তাঃ স্থিতাঃ ।

আনন্দ বোধ করিল না। বান্ধবগণের
 সহিতও বেশী কথা বার্তা কহিল না। বীণা-
 বাদনও করিল না। কল্পক্ষমের কুসুম সকলও
 স্নানাদিগের অনলোপম বোধ হইল। তাহারা
 মন্দার কুসুমে আমোদিত মধুর মধুও পান
 করিল না। তাহারা যোগিনীগণের স্তায়
 নাসাপ্রদেশে লোচন স্থাপনপূর্বক পুরুষো-
 ত্তমে চিত্ত স্থাপন করত অনিচ্ছচর্চনীয় ধ্যান
 পরম্পরায় নিবল্ল হইল। তাহারা ক্ষণকাল
 বারিধারা-ক্ষরণকারী চন্দ্রকান্তমণিচ্ছরকন্দরে
 ক্ষণকাল বাতায়নে, ক্ষণকাল জলযজ্ঞ-গৃহে,
 এইরূপ এখানে ওখানে যাইতে লাগিল।
 কখনও বা দীর্ঘকাস্তোজিনীদলে শয্যা
 রচনাপূর্বক তাহাতে শয়ন করিল, সখীগণ
 কর্তৃক শীতল নগিনীদলে বীজ্যমান হইতে
 লাগিল। সেই বরপ্রস্থগণ এইরূপে জরাক্রান্তার
 স্তায় বিহ্বলচিত্তে যুগসম প্রতীয়মানা সেই
 ব্রাহ্মী কৌনমতে বৈধা ধরিয়া কাটাইল।
 ৬৭—৭২। প্রাতঃকালে বোমমার্গে সূর্য্যকে
 দেখিয়া জীবনে আশাবৃত্ত হইল; নিজ নিজ
 জননীকে জানাইয়া গৌরীকে পূজা করিবার
 জন্ত যাত্রা করিল। তাহারা পূর্ববৎ স্নান-

এতশ্রমস্তরে বিপ্রাঃ স্নাতুং সৌহৃদি সমাগতাঃ
 পিতৃরাজমতস্তস্মাদ্ভোদেহত্র সরোবরে ॥ ৭৩
 মিথঃ দৃষ্টেইব রাত্র্যন্তে ষোড়শাং ব্রত কথ্যকাঃ ।
 উৎফুল্লনয়না জাতাত্তং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মচারিণম্ ॥ ৭৬
 গতা তজ্জৈব তাঃ কথ্যঃ সমাপং ব্রহ্মচারিণঃ ।
 সব্যাপসব্যবন্ধেন ভূজপাশঞ্চ চক্রিরে ॥ ৭৭
 গতৌহসি প্রিয় পুরুষোত্তমদ্য ন লভ্যতে ।
 বৃত্তং নুনমস্মাভিনাত্র তেহস্তু বিচারণা ॥ ৭৮
 ইতুক্তো ব্রাহ্মণঃ প্রাহ প্রহসন্ বাহুপাশগঃ ।
 যুগ্মাভিক্রুচাতে ভদ্রমন্নকূলং প্রিয়ং বচঃ ॥ ৭৯
 প্রথমার্শ্মমাণ্ডস্ত কিন্তু নশ্চেত মে ব্রীতম্ ।
 বিদ্যাভ্যাসনশীলস্ত তিষ্ঠতচ্ গুরোঃ কূলে ॥ ৮০
 আশ্রমে যত্র যো ধর্ম্মো রক্ষণীয়ঃ স পণ্ডিতেঃ ।
 বিবাহোহয়মতো মম্মে ন ধর্ম্ম ইতি কথ্যকাঃ ॥
 আকণ্য বিপ্রবাক্যাণি বিপ্রমুচুব্রহ্মিণঃ ।

পূর্বক পুষ্প-ধুপাদি উপচারে দেবীর পূজা
 করিয়া গান করিতে লাগিল। ইত্যবসরে—
 সেই ব্রাহ্মণও পিতার আশ্রম হইতে সেই
 আচ্ছাদ সরোবরে স্নান করিবার জন্ত
 আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সেই
 কথ্যগণ রাত্রির অন্তে মিত্রদর্শনে পদ্মিনী-
 গণের স্তায় সেই ব্রহ্মচারীকে দেখিয়া উৎ-
 ফুল্লনয়না হইল। তাহারা সেই ব্রহ্মচারীর
 সমীপে যাইয়া পরম্পর বাম দক্ষিণ ভাবে
 হাত ধরাধরি করিয়া ভূজপাশ রচনাপূর্বক
 ভাঁহাকে বন্ধন করিল। বলিল,—প্রিয়! তুমি
 পূর্বদিন চলিয়া গিয়াছ, কিন্তু আজ আমার
 যাইতেপারিতেছ না। আমরা তোমাকে বরণ
 করিয়াছি; এ বিষয়ে আর কোন বিচার
 নাই। তখন বাহুপাশাগত সেই ব্রাহ্মণ
 বলিলেন,—তুমিরা অন্নকূল প্রিয় ভাল
 কথাই বলিতেছ; কিন্তু আমি ব্রহ্মচারী
 বিদ্যাভ্যাসশীল এবং গুরুকূলে বাস করি।
 আমার ব্রত নষ্ট হইবে। কথ্যগণ! যে
 আশ্রমে যে ধর্ম্ম বিহিত, পণ্ডিত ব্যক্তির তাহা
 পালন করা কর্তব্য। অতএবএই বিবাহ আমি
 ধর্ম্ম্য বলিয়া মনে করি না। সেই বরপ্রস্থগণ

সকলধ্বনি সোৎকর্থাঃ কোকিলা ইব মাধবে ।
 ধ্বন্যাদর্থোহর্থতঃ কামঃ কামাং সুখকলোদয়ঃ ।
 ইতেবিং নিচয়জ্ঞানেন বর্ণয়ন্তি বিপশিতঃ ॥৮৩
 স কামো যাবাহুল্যাং পুরতন্তে সমুখিতঃ ।
 সেব্যতাং বিবর্ধৈর্ভোগৈঃ স্বচ্ছা ভূমিরিয়ং যতঃ
 ক্রম্য তদ্বচনং তাসাং প্রাহ গম্ভীরয়া গিরা ।
 তথাং বো বচনং কিন্তু সমাপ্যাবশ্যকং ব্রতম্ ।
 প্রাপ্যাহুজ্ঞাং গুরোঃ কুর্ষে বিবাহকর্ম্ম নাশ্রযা
 ইত্যুক্তাঃ পুনরুচ্চাঃ স্মৃটং মূঢ়োহসি সুন্দর ॥
 সিদ্ধৌষধং ব্রাহ্মণিয়া রসায়নং
 সিদ্ধির্নিধিঃ সাধুকুলা বরাঙ্গনাঃ ।
 মন্ত্রস্তথা সিদ্ধরসশ্চ ধর্ম্মতো
 মূনে নিষেব্যাঃ সুধিয়া সমাগতাঃ ॥ ৮৭
 কার্যাস্ত দৈবাদ্যদি সিদ্ধিমাগতঃ
 তস্মিন্মুপেক্ষাং ন চ যাস্তি নীতিগাঃ ।
 যস্মাহুপেক্ষা ন পুনঃ ফলপ্রদা
 তস্মান্ন দৌষীকরণং প্রশংসতে ॥ ৮৮

ব্রাহ্মণের এই বাক্য শুনিয়া মাধব মাসে
 সোৎকর্থা কোকিলার স্থায় কল স্বরে তাঁহাকে
 বলিল—ধর্ম্ম হইতে অর্থ, অর্থ হইতে কাম
 ও কাম হইতে সুখরূপ ফল উৎপন্ন হয়;
 মামা'সাত্ত্বজ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ এইরূপ
 বলেন। তোমার ধর্ম্মবাহুলা প্রযুক্ত সেই
 কাম সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে; অতএব
 বিব্রিধ ভোগ সহ তাহার সেবা কর। যেহেতু
 এ ভূমি অতীব স্বচ্ছ। ব্রাহ্মণ তাহাদিগের
 সেই বাক্য শুনিয়া গম্ভীর বাক্যে তাহা-
 দিগকে বলিলেন,—তোমাদের বাক্য সত্য
 বটে, কিন্তু আমি আবশ্যক ব্রত সমাপন-
 পূর্ব্বক গুরুর অমুজ্ঞা লাভ করিয়া বিবাহ কর্ম্ম
 করিব; ইহার অন্তথা হইবে না। এইরূপ
 বলিলে সেই কস্তাগণ পুনরায় বলিল,—হে
 সুন্দর! তুমি স্পষ্ট মূঢ়। বেদজ্ঞ সুধী
 ব্যক্তির সিদ্ধ ঔষধ, সিদ্ধ রসায়ন, সিদ্ধ নিধি,
 সংকুলস্তুভা বরাঙ্গনা, সিদ্ধ মন্ত্র, সিদ্ধ রস,
 এই সকল ধর্ম্মতঃ সো। কার্য যদি দৈব
 বশতঃ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তবে নীতিজ্ঞ ব্যক্তি

কিনাদপ্যমিতং গ্রাহমমেধ্যাদপি কাক্ষনম্ ।
 নীচাদপ্যস্তমাং বিদ্যাং স্বীয়ন্তং হুঙ্কলাদপি ॥৮৯
 সাস্ত্রানুরাগাঃ কুলজ্ঞাননির্ম্মলাঃ
 ব্রোহ্মর্জিভ্যাস্তাঃ শ্রুগিরঃ স্বয়ং বরাঃ ।
 কস্তাঃ সুরূপাঃ খলু চাক্ষুযোবনা
 ধন্তা লভন্তেহত্র নরাস্ত নেতরে ॥ ৯০
 ক বয়ং সুরসুন্দর্যাঃ ক ভবাংস্তাপসো বটুঃ ।
 হৃদ্যটস্ত বিধানেন মচ্ছে ধাতব পণ্ডিতঃ ॥ ৯১
 তস্মাদস্মাদিধানীস্ত স্বীকৃধ্যায়ম্ভলং তবান্ ।
 গান্ধর্বেণ বিবাহেন অন্তথা নোপজীবনম্ ॥ ৯২
 ক্রম্য বাক্যং ততঃ প্রাহ ব্রাহ্মণো ধর্ম্মবিস্তমঃ
 ভো যুগাক্ষ্যঃ কথং ত্যাজ্যো ধর্ম্মো ধর্ম্মধনৈর্নরৈঃ
 ধর্ম্মশ্চাৰ্ধশ্চ কামশ্চ মোক্ষশ্চেতচ্চতুষ্টিয়ম্ ।
 যথোক্তং ফলদং জ্ঞেয়ং বিপরীতস্ত নিফলম্ ॥

তাহাতে উপেক্ষা করেন না; কারণ উপেক্ষা
 ফলপ্রদা হয় না; অতএব তাহাতে বিলম্ব
 করা প্রশংসনীয় নহে। বিষ হইতেও অমৃত
 গ্রাহ, অণবিজ স্থান হইতেও কাক্ষন গ্রহণ
 করা কর্তব্য, নীচের নিকট হইতেও উত্তমা
 বিদ্যা শিক্ষণীয় এবং নীচ কুল হইতেও স্ত্রীস্ব
 সংগ্রহ করা উচিত। এই জগতে ঈহারা
 ধন্ত, ঈহারাই কুল ও জন্মে নির্ম্মল,
 গাঢ়ানুরাগবতী, গৌর্ভাচিত্তা, মঞ্জুভাষিনী,
 সুরূপা, চাক্ষুযোবনা স্বয়ং বরা কস্তা লাভ
 করিতে পারেন, ইতরে পারে না। সুর-
 সুন্দরী আমরাই বা কোথায়? আর তাপস
 বটু আপনিই বা কোথায়? এই দুইটি
 ব্যাপারের ঘটনা বিধানে কেবল মাত্র বিধা-
 তাই পণ্ডিত; এরূপ বোধ হয়। এই সকল
 কারণে এখন আপনি এই মঙ্গল কর্ম্ম স্বীকার
 করুন। এখন গান্ধর্ব্ব বিবাহ ব্যতীত অন্য
 আর কোন জীবনোপায় নাই। ৭৩—৯২।
 তার পর ধর্ম্মবিস্তম সেই ব্রাহ্মণ তাহাদের
 সেই সকল বাক্য শুনিয়া বলিলেন,—হে
 যুগাক্ষিগণ! ধর্ম্মধন নরগণ ধর্ম্মত্যাগ করি-
 বেন কিরূপে? ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ,
 এই চারিটী যথাক্রমে উপাশিত হইলে ফল-

নাকারোহং ত্রী কুর্যামতো দারপরিগ্রহম্ ।
ন ক্রিয়াকলমাপ্নোতি ক্রিয়াকালং ন বেতি যঃ
যতো ধর্মবিচারেহস্মিন প্রসক্তঃ মম মানসম্ ।
তস্মাচ্ছূতং হে কস্তা ন সমীহে স্বয়ংবরম্ ॥১৬
এবং জ্ঞানশযং তস্মা সমীকৈব পরম্পরম্ ।
করাং করং বিমুচ্যথ জগৎপ্রাণজিহ্বাঃ প্রমোহিনী
ভুজো জগৎহৃদস্ত সুনীলা সুস্বরা তথা ।
আলিঙ্গন সুতার চ বন্ধঃ চুষতি চন্দ্রিকা ॥১৭
তথাপি নিক্কিরোরোসো প্রলয়ানলসন্নতঃ ।
শশাপ ব্রহ্মচারী তাঃ কোধেনাতাস্তমুচ্ছিতঃ ॥
শিশাচ ইব মাং লগ্নাস্তং পিশাচ্যো ভবিষ্যথ
এবং তেনাস্ত শপ্তাস্তাস্তং ত্যক্তা পুরতঃ স্থিতাঃ
কিমতেচ্চেষ্টিতঃ পাপং হৃদাগসি বিচেষ্টিয়া ।
প্রিয়কৃতোহপ্রিয়ং কস্তা বিক্ হাং ধর্মকৃতাস্তকঃ

প্রদ হয়, বিপরীত করিলে নিফল । এই জন্ত
আমি ত্রী, অকালে দার পবিগ্রহ করিব না ।
যে ব্যক্তি ক্রিয়-কাল জ্ঞাত নহে, সে ক্রিয়া-
কল পায় না । যে হেতু আমার মন এই
ধর্ম-বিচারে প্রসক্ত হইয়াছে, অতএব হে
কস্তাগণ! তোমরা শুন, আমি স্বয়ংবর ইচ্ছা
করি না । সেই ব্রাহ্মণ বালকের এইরূপ আশর
জানিয়া কস্তাগণ পরস্পর পরস্পরকে চাওয়া
দেখিল; পরে প্রমোহিনী হাত ছাড়িয়া দিয়া
সেই ব্রাহ্মণের পদদ্বয় ধবিল । সুশীল ও
সুস্বরা তাঁহার বাহুদ্বয় গ্রহণ করিল । সুতরাং
তাঁহাকে আলিঙ্গন করিল; চন্দ্রিকা মুখে
চুষন করিতে লাগিল । সেই ব্রাহ্মণ তথাপি
নিক্কিরার । কিন্তু ক্রমে সেই ব্রহ্মচারী প্রলয়ান-
ল-সন্নত হইলেন; কোধে অত্যন্ত মুচ্ছিত
(কর্তব্যজ্ঞান-হীন) হইয়া তাহাদিককে শাপ
দিলেন,—“তোরা পিশাচীর স্থায় আমাতে
লয় হইয়াছিস, অতএব পিশাচী হইবি।”
ব্রাহ্মণ কর্তৃক এইরূপে শপ্ত হইয়া সেই কস্তা-
গণ আত্ম তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া তাঁহার
পুরোভাগে অবস্থিত হইল । বলিল,—রে
পাপ! তোর হিত-চেষ্টাকারী অনপরাধ
আমাদিগের প্রতি তুই একি করিলি? তুই

অস্বরক্তেযু ভক্তেযু মিত্রেযু দ্রোহকারিণঃ ।
পুংসে লোকোত্তমো সৌখ্যং নাশমেতীতি
নঃ ঐহিকম্ ॥ ১০২
তস্মান্মমপি নঃ শাপাৎ পিশাচো ভব সহরম্ ।
ইত্থাক্ষাপ চ তা বাল্য নিঃসত্যঃ কুধাকুলাঃ
তদৈবাত্তোস্তসংস্রস্তাস্তস্মিন সরসি পার্শ্বি ।
তাঃ কস্তা ব্রহ্মচারী চ সর্কে পৈশাচ্যমাংগতাঃ ॥
স পিশাচঃ পিশাচাস্তাঃ ক্রন্দমানাঃ সুদারুণম্
ক্ষয়ন্তি বিপাকাস্তান পুধোপান্তম্ কর্ণণঃ ॥
সকালে প্রভবতোব পুরোপান্তং শুভাস্তম্
স্বচ্ছায়ামব হৃদ্যার দেবানামপি পার্শ্বি ॥ ১০৬
ক্রন্দন্ত পিতরস্তাসাং মাতরস্ত তত্র চ ।
ভাতরশ্চৈব বালানাং দৈবং হি দ্রবতিক্রমম্ ॥
অত উক্সং পিশাচাস্তা আহারার্থং সুতঃস্থিতাঃ ।
ইতস্ততশ্চ ধাবন্ত্যো বসন্তি সরসন্তটে ॥ ১০৮

প্রিয়কারীর অপ্রিয় করিয়া ধর্মের কৃতান্ত
স্বরূপ হইয়াছিস; হোক বিক! আমরা
শুনিয়াছি—অস্বরক্ত, ভক্তজন ও মিত্রের
দ্রোহ করিলে, পুরুষের ইহ-পর উভয়
লোকে নাশ প্রাপ্ত হয় । অতএব তুইও আমা-
দের শাপে সহর পিশাচ হ । কুধাকুলা সেই
বাল্য সকল এই বলিয়া তখনই সেই সরো-
বরে পরস্পর মগ্ন সংস্রস্ত আশ্রয় করিল ।
হে পার্শ্বি! সেই কস্তাগণ ও ব্রহ্মচারী সক-
লেই পিশাচ হ প্রাপ্ত হইল! সেই পিশাচ
ও পিশাচাগণ সুদারুণ ক্রমে ক্রন্দন কহিতে
করিতে পুরোপান্ত কর্ণের বিপাক ক্ষয়
করিতে লাগিল । হে পার্শ্বি! পুরোপান্ত
শুভাস্ত কৰ্ম্ম সকল নিজ নিজ নিরূপিত
কালে প্রভাব বিস্তার করবেই । উহা স্বকীয়
চ্ছায়ার স্থায় দেবত্যাগণেরও হৃদ্যার । তাহা-
দের পিতা, মাতা, ভাতা, সকলেই সুতঃস্থিত
চিত্তে সেই সেই স্থানে যাইয়া ক্রন্দন বরিতে
লাগিল । দৈব নিশ্চয়ই দ্রবতিক্রম । তার
পর সেই পিশাচ পিশাচাগণ সেই সরোবর-
তটে আহারার্থ ইতস্ততঃ ধাবন করত অতি
স্থঃস্থিত চিত্তে বাস করিতে লাগিল ।

এবং বহুতীথে কালে লোমশো মুনিসন্তমঃ ।
 আগতশ্চ মহাভাগো যদৃচ্ছিকো মুনিঃ ॥১০১॥
 তং দৃষ্ট্বা ব্রাহ্মণঃ সর্ষে পিশাচঃ ক্ষুণ্ণসমাকুলাঃ
 ধাবন্তো হৃষ্টকামাস্তে মিলিত্বা যুধবর্ভিনঃ ॥১০২॥
 দহমানাঃ স্ত্রীতীর্থেণ হেজসা লোমশস্ত তু ।
 অসমর্থ্যঃ পুনঃ স্মৃত্যুঃ তে সর্ষে দূরতঃ স্থিতাঃ
 তত্র পূর্বকর্মবল্লাৎ পিশাচঃ সহৈব দ্বিজঃ ।
 সমীক্ষ্য লোমশং রাজ্ঞান্ সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্য চ
 উবাচ স্মৃতাং বাচং বন্ধা শিরস চাঞ্জলিম্ ।
 মহাভাগ্যোদয়ঃ বিপ্র সাধুনঃ সঙ্গতির্ভবেৎ ॥
 গঙ্গাদিপুণ্যাতীর্থেষু যো নবঃ স্নাত্তি সর্বদা ।
 যঃ করোতি সত্যং সঙ্গং তথাঃ সংসঙ্গ মা ব :
 গুরুণাং সঙ্গমো বিপ্র দৃষ্টাদৃষ্টকলো ভুবি ।
 স্বর্গদা রোগহারী চ কিং তমোপহরেৎ । মহঃ ॥
 ইতুক্ষা কথয়ামাস পূর্ববৃত্তান্তমদ্ভুতম্ ।
 ইমা গঙ্গার্ককন্তাস্তা মূনে সৌহং দ্বিজাশ্রজঃ ॥

১০—১০৮। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে
 যদৃচ্ছাবিহারী মহাভাগ মুনিসন্তম লোমশ
 মুনি তথায় উপস্থিত হইলেন। সেই ব্রাহ্মণকে
 দেখিয়া ক্ষুধা-কাতর সেই পিশাচগণ ভক্ষণ
 কামনায় সকলে দল বাধিয়া ধাবিত হইল,
 কিন্তু মুনিসন্তম লোমশেব স্ত্রীতীর্থে তেজে
 দহমান হইয়া নিকটে গাট চ সক্ষম হইল
 না। স্মৃতাং সকলে দূরে অবস্থিত হইল।
 রাজ্ঞান্! তন্মধ্যে এই পিশাচ ব্রাহ্মণ পূর্বকর্ম-
 প্রভাবে লোমশকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণি-
 পাত করিল এবং মস্তকে গঞ্জলি বন্ধন-
 পূর্বক স্মৃতাং বাক্য বলিতে লাগিল,—হে
 বিপ্র! মহাভাগ্যোদয় হইলে সাধুদিগের
 সঙ্গতি ঘটে। যেনর সঙ্গদা গঙ্গাদি পুণ্য-
 তীর্থে স্নানস্বকরে, আর যে সাধুগণের সঙ্গ
 করে, ইহাদের মধ্যে সাধুসঙ্গকারীই শ্রেষ্ঠ।
 বিপ্র! গুরুদিগের সঙ্গ ভুলোকে দৃষ্টাদৃষ্ট-
 কলজনক, স্বর্গপ্রদ এবং রোগহারী। উহা যে
 তমঃ (অজ্ঞান ও তজ্জন্ত হুংখাদি) অপহরণ
 করে, তাহা আর কি বলিব? এই বলিয়া
 অদ্ভুত পূর্ববৃত্তান্ত কীর্তন করিল। বলিল—

সর্ষে পিশাচরূপমিথঃ শাপবিমোহিতাঃ ।
 দীনাননাং স্মৃতিষ্ঠামন্তবাস্ত্রে মুনিসন্তমঃ ॥১০৭॥
 উদর্শনে বালানাং নিস্তারো ন ভবিষ্যতি ।
 স্বর্ঘ্যোদয়ে তমস্তোমঃ কিং ন নস্ত্রুত পুঙ্কলঃ ।
 ক্ষতৈতল্লোমশো বাক্যং কৃপাদ্রীকৃতমানসঃ ।
 প্রত্যাচ মহাতেজাঃ হুংখিতং তং মূনে স্মৃতম্
 মৎপ্রসাদার্চ সর্ষেয়াং স্মৃতিঃ সপদি জায়তাম্
 ধর্ম্মে চ বর্ত্ততাং যেন মিথঃ শাপো লয়ং ব্রজেৎ
 পিশাচ উবাচ ।
 মহর্ষে কথ্যতাং ধর্ম্মো মুচ্যাম যেন কিশিবাৎ ।
 নাযং কালো বিলম্বস্ত শাপাশ্রিতকরণো যতঃ ॥
 লোমশ উবাচ ।
 ময়া সার্কং প্রকৃষন্ত রেবান্নানং বিধানতঃ ।
 শাপায়োক্ষ্যতি বো রেবা নান্তথা নিকৃতির্ভবেৎ
 শৃণুস্বাবহিতো বিপ্র শাপনাশো ধ্রুবো নৃণাম্ ।
 রেবান্নানেন জায়েত ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ।

মূনে! এই সেই গঙ্গার্ককন্তাগণ। আমি
 সেই দ্বিজাশ্রজ। মুনিসন্তম! আমরা সকলে
 পরস্পর শাপবিমোহিত হইয়া পিশাচরূপে
 দীন বদনে তোমার অগ্রে অবস্থিত হই-
 য়াছি। তোমার দর্শনে এই বালকদিগের
 কি নিস্তার হইবে না? স্বর্ঘ্যোদয়ে কি
 পুঙ্কল তমঃস্তোমের নাশ হইবে না? মহা-
 তেজা লোমশ মুনি এই বাক্য শুনিয়া কৃপায়
 আদ্রীকৃতচিত্ত হইলেন; হুংখিত সেই মুনি-
 পুত্রকে বলিলেন,—আমার প্রসাদে এখনই
 সকলের স্মৃতি (জ্ঞান) হউক, এবং উহা
 ধর্ম্মে থাকুক; ইহাতেই শাপ লয় পাইবে।
 ১০৯—১২০। পিশাচ বলিল—মহর্ষে! ধর্ম্ম
 বলুন, যাহা দ্বারা কিশিষ হইতে মুক্ত হই।
 এ কাল বিলম্বযোগ্য নহে; যেহেতু শাপাশ্রি-
 দাক্রণ। লোমশ বলিলেন,—আমার সঙ্কে
 বিধান অহুসারে রেবান্নান কর। রেবা
 তোমাদিগকে শাপ হইতে মুক্ত করিবে;
 অন্তথা নিকৃতি হইবে না। বিপ্র! অবস্থিত
 হইয়া শুন। রেবান্নানে মানবগণের নিশ্চয়ই
 শাপনাশ হয়। ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সপ্তজন্মকৃতং পাপং বর্তমানঞ্চ পাতকম্ ।
 বেবান্নানং দত্তং সৰ্বং তুলরাশিমিবানলঃ ॥১২৪॥
 প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যতি যস্মিন পাপে পিশাচক ।
 তৎসৰ্বং নশ্বদাতোয়ে স্নানমাত্রেই নশ্চতি ॥
 ত' নশ্বদান্নানমতো মোক্ষফলা দি সা ॥১২৬॥
 হিমব প্ৰত্যর্থানি সৰ্বপাপহরাণি বৈ ।
 ইন্দ্রলোকপ্রদং হীদং নশ্বিতং ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥
 সৰ্বকামফলা বেবা মোক্ষদা পরিকীৰ্ত্তিতা ।
 পাপহরা পাপহরণী সৰ্বকামফলপ্রদা ॥ ১২৮ ॥
 বিষ্ণুলোকপ্রদা অগ্নিবো নার্দদঃ পাপনাশনঃ ।
 ষামুনঃ সূর্যালোকপ্রদা বদান্ধ্রাণ উত্তমঃ ॥ ১২৯ ॥
 সারস্বতোহঘবিষংসী ব্রহ্মলোককলপ্রদা ।
 বিশালফলদা প্রোক্তা বিশালা হি পিশাচক ॥
 পাপেদ্ধনদবারিষ্ণু গৰ্ভহেতুক্ৰিয়াপহঃ ।
 বিষ্ণুলোকায় মোক্ষায় নার্দদঃ পারকীৰ্ত্তিতঃ ॥
 সরস্বগুণ্ডী সিন্ধুচন্দ্রভাগা চ কৌশিকী ।
 তাপী গোদাবরী ভীমা পয়োকী কৃষ্ণবেণকা ॥

অনলে তুলরাশি দগ্ন করার স্থায় বেবান্নান
 সপ্তজন্মকৃত পাপ এবং বর্তমান পাতক
 সমস্তই দগ্ন করে। পিশাচ! পণ্ডিতগণ যে
 পাপে প্রায়শ্চিত্ত দেখিতে পান না, সে সকল
 পাপও নশ্বদাতোয়ে স্নান মাত্রেই বিনষ্ট হয়!
 নশ্বদান্নান জ্ঞানকণ্ড, অতএব মোক্ষফল-
 জনক। হিমবৎ প্রভৃতি পুণ্য তীর্থ সকল সৰ্ব-
 পাপহর, কিন্তু এই তীর্থ ইন্দ্রলোকপ্রদ। ব্রহ্ম-
 বাদিগণ ইহা বলেন বেবা সৰ্বকামফলপ্রদা
 ও মোক্ষদা; এইরূপ পরিকীৰ্ত্তিত হয়। বস্ত-
 তই উহা পাপহরা, পাপহরণী, সৰ্বকাম-
 ফলপ্রদা: ১২৪—১২৫। নশ্বদাজলে স্নান
 পাপনাশক ও বিষ্ণুলোকপ্রদ, উত্তম ষমুনা-
 ন্নান সূর্যালোকপ্রাপক। সারস্বত জলে স্নান
 অঘবিষংসী, ব্রহ্মলোককলপ্রদ। হে পিশাচ!
 বিশালা বিশালফলপ্রদা বলিয়া কীৰ্ত্তিত হয়।
 নার্দদ স্নান পাপেদ্ধনদবারিষ্ণু গৰ্ভহেতুক্ৰিয়া-
 পহ (পুনর্জন্ম নাশক), বিষ্ণুলোকপ্রাপক
 ও মুক্তিকর। ইহা কীৰ্ত্তিত হয়। সরযু,
 গাণ্ডকী, সিন্ধু, চন্দ্রভাগা, কৌশিকী, তাপী,

কাবেরী তুঙ্গভদ্রা চ অশ্বাশ্বাপি সমুজ্জগাঃ ।
 তান্ন রেবা পরা প্রোক্তা বিষ্ণুলোকপ্রদায়িনী
 রেবা তু প্রাপ তে পুণ্যঃ পুৰ্ণজন্মকৃতৈষিজ
 অপুনর্ভবদং তত্র মজ্জন মুনিপুত্রক ॥ ১৩৪ ॥
 গায়ন্তি দেবাঃ সততং নিবিন্ধি ।
 রেবা কদা মজ্জনদা হি নো ভবেৎ ।
 স্নাতা নরা যত্র ন গৰ্ভবেদনাং
 পশ্যন্তি তিষ্ঠন্তি চ বিষ্ণুসম্মিধৌ ॥ ১৩৫ ॥
 মজ্জন্তি যে প্রত্যহমত্র মানবা
 রেবাসুতোয়ে বহুপাপকঙ্করাঃ ।
 মজ্জন্তি তে নো নিরয়েষু ধৰ্ম্মভঃ
 স্বর্গে তু চৈ চাকু চরন্তি দেববৎ ॥ ১৩৬ ॥
 তত্রৈবৈতৈর্দানতপোভিরক্ষরৈঃ
 সান্ধিং বিধাতা তুলয়া যুতা পুরা ।
 রেবা পিশাচাশু তয়োহ যোরভুদ-
 রেবা বরা তত্র চ মোক্ষসাধিকা ॥ ১৩৭ ॥
 • নারদ উবাচ ।

এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তত্ত্ব লোমশস্ত পিশাচকঃ ।

গোদাবরী, ভীমা, পয়োকী, কৃষ্ণবেণা,
 কাবেরী, তুঙ্গভদ্রা এবং অশ্বাশ্ব যে সকল
 সমুদ্রগা নদী আছে, তাহাদের মধ্যে রেবাই
 পরা বলিয়া উক্ত হয়। উহা বিষ্ণুলোক-
 প্রদায়িনী। দ্বিজ! পূৰ্ণজন্মকৃত পুণ্যের
 ফলে, রেবাতীর্থ লাভ হয়। মুনিপুত্রক!
 সেখানে মজ্জন পুনর্জন্মনিবারক। দেবগণ
 সতত গান করেন যে, রেবা কবে আমাদের
 মজ্জনদা হইবে। যেখানে স্নাত নরগণ পুন-
 রায় গৰ্ভবেদনা দেখে না এবং বিষ্ণুসম্মিধান্নে
 বাস করে; যে সকল বহুপাপকঙ্কর মানব-
 গণ প্রত্যহ সেই রেবার নিম্নল জলে স্নান
 করে, তাহারা তজ্জনিত ধৰ্ম্মবশতঃ নিরয়ে
 নিমগ্ন হয় না; দেববৎ স্বর্গে চাকু চিরঞ্
 করে। পুরাকালে বিধাতা, তীর্থ ভ্রত, দান,
 তপ, অধ্বর প্রভৃতির সহিত রেবাকে তুলা-
 দণ্ডে ধারণ করিয়াছিলেন; হে পিশাচ!
 সেই ছই ভাগের মধ্যে মোক্ষসাধিকা রেবা
 বরা হইয়াছিল। ১২৬—১৩৭। নারদ বল-

তেন সার্ক যঃ শীতঃ রেবামজ্জনহেতবে ॥ ১৩৮

ততো দৈবাৎ সমুৎপন্নো রেবারোধসি মারুতঃ

তেবাং প্রবাহন্তুপীনাং গাত্রে জলকণপ্রদঃ ॥ ১৩৯

রেবাজলকণ্পার্শাৎ তৈশ্চাচ্যন্তে বিমোচिताঃ

তৎক্ষণাদিবাবপুয়ঃ প্রশংসুশ্চ নর্ষদাম্ ॥ ১৪০

ততো লোমশবাক্যেন তাস্চ গন্ধর্ষকন্তকাঃ ।

পারগীতঃ সুখং তেন বিশ্লেপ নর্ষদাতটে ॥ ১৪১

উবাস সূচয়ং কালং স্নানপানাবগাহনৈঃ ।

অর্চিস্বা নর্ষদামত্র বিম্বলোকং গতাস্চ তে ॥

এবং তে কথিতো রাজনর্ষদাঙ্গসংশ্রয়ঃ ।

ইতিহাসো মহাপুণ্যঃ শ্রবণং পাপনাশনঃ ॥ ১৪২

ইতি শ্রীমে স্বর্গশ্লোকে রেবামাহাশ্রয়বর্ণনে

দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

লেন,—পিশাচগণ লোমশের। এই বাক্য
শুনিয়া তাঁহার সহিত রেবামজ্জনার্থে শীত
প্রস্থান করিল। তারপর দৈবাৎ রেবাতীবে
বায়ু (ঝড়) সমুৎপন্ন হইল। উহা বেবা-
প্রবাহে স্পৃষ্ট হইয়া তারহু সেই পিশাচ
দিগের গাত্রে জলকণা প্রদান করিল।
তাহারাও বেবাজলকণা স্পর্শে তৎক্ষণাৎ
পিশাচ হইতে মুক্ত হইল,—দিব্য দেহ
ধারণপূর্বক নর্ষদাকে প্রশংসা করিতে
লাগিল। তারপর লোমশের বাক্য অল্পসারে
সেই বিশ্রু সূপে সেই কন্তাগণকে পরিণয়
করিলেন। তাহার। নর্ষদাতটেই সুচির
কাল স্নান-পান-অবগাহনে বাস করিতে
লাগিলেন। তাহার। তথায় নর্ষদাকে অর্চনা
করিয়া বিম্বলোকে গমন করিয়াছেন;
রাজন! এই আমি তোমার নিকটে নর্ষদা-
ঙ্গ সফলিত, শ্রবণ মাত্রে পাপনাশক মহাপুণ্য
ইতিহাস কহিলাম। ১৩৮—১৪০।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

অথাত্মনি তু তীর্থানি বসিষ্ঠোক্তানি মে বদ ।

ঋত্বা যানি চ পাপানি বিলয়ং যান্তি নারদ ॥

নারদ উবাচ ।

শৃণুযাত্র হি তীর্থানি বসিষ্ঠোক্তানি পার্থব ॥ ২

দাক্ষণং সিদ্ধুমাাদ্য ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥

অগ্নিষ্টোমবাপ্নোতি বিমানঞ্চাধিরোহতি ॥ ৩

চর্ষুথতীং সমস্যাদ্য নিয়তো নিয়তানশনঃ ।

রত্নিদেবাত্যুজ্ঞাতো অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥

ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ হিমবৎসু তমর্ষুদম্ ।

পৃথিব্যা যত্র বৈ ক্ষিদ্দং পূর্বমসৌদ্রযুধিষ্ঠির ॥ ৫

তত্রাশ্রমো বসিষ্ঠস্ত ত্রিষু পোকেষু বিজ্ঞতঃ ।

তত্রোষ্য রজনীমেকাং গোসহস্রফলং লভেৎ ॥

পিঙ্গাতীর্থম্পস্পৃশ্য ব্রহ্মচারী নরাধিপ ।

কপিলানাং নরবাঘ শতশ্চ কামাপ্নুয়ৎ ॥ ৭

ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ প্রভাসং লোকবিশ্রুতম্

একাদশ অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির বললেন,—নারদ! আর যে

সকল তীর্থের বিষয় শুনিবে পাপ সকল বিলয়

প্রাপ্ত হয়, বসিষ্ঠ-কথিত সেই সকল তীর্থের

বিষয়ও আমাকে বলুন। নারদ বলিলেন,—

পার্থিবা! বসিষ্ঠোক্ত তীর্থ সকল শ্রবণ কর।

ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয় মানব দক্ষিণ সিদ্ধিতে

যাইয়া অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল পায় এবং

বিমানে আবোহণ করে। চর্ষুথতীতে যাইয়া

নিয়ত ও নিয়তানশন হইলে রত্নিদেবের অভ্য-

জ্ঞাত ক্রমে অগ্নিষ্টোম-ফল লাভ করিবে।

হে ধর্ম্মজ্ঞ! তার পর হিমবৎসপর্বতের সূত

অর্ষুদ পর্বতে যাইবে। যুধিষ্ঠির! পূর্বে

এই স্থানে পৃথিবীর ছিদ্র ছিল। এই স্থানে

বসিষ্ঠের ত্রিলোকবিখ্যাত আশ্রম সেখানে

একরাত্রি বাস করিয়া গোসহস্রের (সহস্র

গোদানের) ফল লাভ করিবে। নরাধিপ!

পিঙ্গাতীর্থে উপস্পর্শ করিয়া ব্রহ্মচারী হইলে

শত কপিলা দানের ফল পায়। ধর্ম্মজ্ঞ!

যত্র সন্নিহিতো নিত্যঃ স্বধমেব হুতাশনঃ ।
 দেবতানাং মুখং বীর অনলোহনিলসারথিঃ ॥১৭
 তাম্ৰিস্তীৰ্ণবরে স্নাত্বা শুচিঃ প্রযতমানসঃ ।
 অগ্নিষ্টোমাত্রিরাহ্নাত্যাং কলং প্রাপ্নোতি মানবঃ
 ততো গহ্না সরস্বত্যাঃ সাগরস্ত চ সঙ্গমম্ ।
 গোসহস্রকলং প্রাপ্য স্বর্গলোকে মহায়তে ॥১৮
 দীপ্যমানোহগ্নিবান্নিত্যঃ প্রভয়া ভরতর্ষভ ।
 তীর্থে সলিলরাজস্ত স্নাত্বা প্রযতমানসঃ ॥১৯
 ত্রিরাত্রমুখিতস্তত্র তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ ।
 বিরাজতি যথা সোমো বাজমেধকং বিন্দতি ॥২০
 বরদানং ততো গচ্ছেত্তীর্থং ভরতসন্তম ।
 বিকোদ্রুক্ষাদসা যুত্র বধো দন্তো যুধিষ্ঠির ॥২১
 বরদানে নরঃ স্নাত্বা গোসহস্রকলং লভেৎ ॥২২
 ততো দ্বাববতীং গচ্ছেন্নিত্যঃ নিয়তাননঃ ।
 পিণ্ডারকে নরঃ স্নাত্বা লভেদ্বহু সুবর্ণকম্ ॥২৩
 তাম্ৰিস্তীর্থে মহারাজ পদ্মলক্ষণপাক্ষিতাঃ ।

তথা হইতে যেখানে হুতাশন নিত্য স্বয়ং
 সন্নিহিত, সেই লোকবিশ্রুত প্রভাসে
 যাইবে। হে বীর! অনিলসারথি অনলই
 দেবতাদিগের মুখ। মানব সেই বরতীর্থে
 শুচি ও প্রযত ভাবে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোম
 এবং অতিরাত্র যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। হে
 ভরতর্ষভ! তাব পর সরস্বতী ও সাগরবেব
 সঙ্গমে গমনপূর্বক গোসহস্রের ফল লাভ
 করত দেহপ্রভায় নিত্য দীপ্যমান অগ্নিবৎ
 হইয়া স্বর্গলোকে সম্মানিত হয়। এই সমুদ্র-
 তীর্থে স্নানপূর্বক প্রযত মানসে ত্রিরাত্র বাস
 করত পিতৃ-দেবতাদিগের তর্পণ করিবে।
 তাহা হইলে সে সোমের ত্রায় বিরাজ করে
 এবং অশ্বমেধ যজ্ঞেব ফল প্রাপ্ত হয়।
 ১—২২। ভরতসন্তম যুধিষ্ঠির! তাব পর
 যে স্থলে দ্বাববতী বিষ্ণুকে বহু দিয়াছিলেন,
 সেই বরদান তীর্থে যাইবে। নর বরদানে
 স্নান করিয়া গোসংস্রের ফল লাভ করে।
 পরে যিত ও নিষাশন থাকিয়া দ্বাববতী
 গমন করিবে। পিণ্ডারকে স্নান করিয়া নর
 বহু সুবর্ণ লাভ করিতে পারে। মহারাজ!

অদ্যপি মুদ্রা দৃষ্টান্তে তঁদন্তমবিনন্দম ॥ ১৬
 ত্রিশূলানি পদ্মানি দৃষ্টান্তে কুরুনন্দন ।
 মহাদেবস্ত সান্নিধং তজ্জৈব ভরতর্ষভ ॥ ১৭
 সাগরস্ত চ সিদ্ধোশ্চ সঙ্গমং প্রাপ্য ভারত ।
 তীর্থে সলিলরাজস্ত স্নাত্বা প্রযতমানসঃ ॥ ১৮
 তর্পয়িত্বা পিতৃন দেবানুযায়্য চ ভরতর্ষভ ।
 প্রাপ্নোতি বাকুণং লোকং দীপ্যমানং স্বতেজসা
 শঙ্কুর্গণেশ্বরং দেবমর্চ্ছয়িত্ব যুধিষ্ঠির ।
 অশ্বমেধ দশগুণং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ২০
 প্রাক্ষিপণ্মুপাত্তং গচ্ছেত ভরতর্ষভ ।
 তীর্থং কুরুবরশ্রেষ্ঠ ত্রিষু লোকেষু বিষ্ণুত্মকং ॥ ২১
 ত্রিমূর্তি নাট্য বিখ্যাতং সর্বপাপপ্রমোচনম্ ।
 যত্র ব্রহ্মাদয়ো দবা উপাসন্তে মহেশ্বরম্ ॥ ২২
 তত্র স্নাত্বা চ কুরুদং দেবগণৈরুত্তমম্ ।
 জন্মপ্রভৃতি পাপান কৃতানি হুদতে নরঃ ॥ ২৩
 ত্রিমুর্ত্য রশ্রেষ্ঠ সর্বদেবৈরাভিষ্ঠিতঃ ।
 তত্র স্নাত্বা নরশ্রেষ্ঠ হয়মেধমবাগুয়াং ॥ ২৪
 জিহ্বা তত্র মহাপ্রাজ্ঞ বিষ্ণুনা দিতিনন্দনম্ ।

সেই তীর্থে পদ্মাদি চিহ্নে চিহ্নিত মুদ্রা সকল
 অদ্যপি দেখা যায়, অবিন্দম। ইহা অদ্ভুত!
 কুরুনন্দন! যেখানে ত্রিশূলচিহ্ন ও পদ্মচিহ্ন
 দেখা যায়, সেই স্থানেই মহাদেবের সান্নিধ্য।
 হ ভারত। সাগর ও সিদ্ধুর সঙ্গম পাইয়া
 সাগর তীর্থে স্নানপূর্বক প্রযত মানসে পিতৃ-
 দেব-ঋষিগণের তর্পণ করিলে, হে ভরতর্ষভ!
 নিজতেজে দীপ্যমান হইয়া বাকুণলোক
 লাভ করে। যুধিষ্ঠির! শঙ্কুর্গণেশ্বরকে
 অর্চনা করিলে দশগুণ ফল লাভ হয়;
 মনীষিগণ একপ ব বলেন। হে ভরতর্ষভ! যে
 স্থানে ব্রহ্মাদি দেবগণ মহেশ্বরকে উপাসনা
 করেন, সেই ত্রিম নামে ত্রিলোকবিশ্রুত
 সর্বপাপবিমোচন তীর্থে প্রদক্ষিণভাবে
 যাইবে। নর তথায় স্নানপূর্বক দেবগণের নৃত
 কুরুদকে অর্চনা করিয়া জন্ম প্রভৃতি কৃত পাপ
 সকল পরিত্যাগ করে। নরশ্রেষ্ঠ! এই
 পৃথিবীতে ত্রিম তীর্থ সর্বদেবগণের অভি-
 ষ্টুত, সেখানে স্নান করিয়া অশ্বমেধ প্রাপ্ত

পূবা শৌচঃ কৃতঃ রাজন হুয়া দৈবতকণ্টকম্ ।
ততো গচ্ছেত ধর্ম্যজ্ঞ বসুধারামভিষ্টতাম্ ।
গমনাদেবতৃত্যং হি হ্রমেধমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৬
স্নাত্বা কুরুধরশ্রেষ্ঠ প্রযতাত্মা তু মানবঃ ।
তর্পয়িত্বা পিতৃন দেবান বিষ্ণুলোকে মহীধতে ॥
তীর্থকাপ্যপবঃ তত্র বসুনাং ভরতর্ষভ ।
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ বসুনাং সম্যতো ভবেৎ
সিদ্ধুতমমিতি খ্যাতং সর্ষপাপপ্রণাশনম্ ।
তত্র স্নাত্বা নরশ্রেষ্ঠ লভেদ্বহু সুবর্ণকম্ ॥ ২৭
ব্রহ্মতুঙ্গ সমাসাদ্য শুচিঃ প্রযতমানসঃ ।
ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি সুকৃতি বিরজা নবঃ ॥ ৩০
কুমারিকাণাং শক্রস্তা তীর্থং সিদ্ধনিষেবিতম্ ।
তত্র স্নাত্বা নরশ্রেষ্ঠ শক্রলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩১
রেণুকায়শ্চ তৈব তীর্থং দেবনিষেবিতম্ ।
স্নাত্বা তত্র ভবেদ্বিপ্রে বিমলাশ্রমশ্চ ইব ॥ ৩২
অথ পানদং গাহা নিয়তো নিযুতাশনঃ ।

হয়। হে মহাপ্রাজ্ঞ রাজন! পূবাকালে বিষ্ণু
দ্বিভিনন্দনকে পরজিত করত দৈবতকণ্টক
দানবদিগকে বিনাশ করিয়া এই স্থানে শৌচ
করেন। ধর্ম্যজ্ঞ! তার পর ভিষ্টতা বসু-
ধারা তীর্থে যাইবে। সেখানে গমন মাত্রই
হ্রমেধ যজ্ঞের ফল পাইবে। কুরুধরশ্রেষ্ঠ!
প্রযতাত্মা মানব তথায় স্নানপূর্বক পিতৃগণ
ও দেবগণের তর্পণ করিলে বিষ্ণুলোকে
সম্মানিত হয়। ভরতর্ষভ! সেখানে আবণ্ড
একটা বসুদিগের তীর্থ আছে। তথায়
স্নান এবং পান করিলে বসুদিগের সম্মত
হইতে পারে। ২২—২৮। সিদ্ধুতম নামে
খ্যাত তীর্থ সর্ষপাপপ্রণাশন। নরশ্রেষ্ঠ!
সেখানে স্নান করিলে বহু সুবর্ণ লাভ করিতে
পারিবে। শুচি প্রযতমানস মানব ব্রহ্মতুঙ্গ
তীর্থে যাইয়া সুকৃতিসম্পন্ন ও বিরজা হইয়া
ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। কুমারিকা ও শক্র
তীর্থ সিদ্ধনিষেবিত। নরশ্রেষ্ঠ! সেখানে
স্নান করিলে শক্রলোক প্রাপ্ত হয়। সেখা-
নেই রেণুকার তীর্থ আছে। তাহা দেব-
নিষেবিত; তথায় স্নান করিয়া বিপ্র বিমল

পঞ্চযজ্ঞানবাপ্নোতি ক্রমশো যে তু কীর্তিঃ ॥
ততো গচ্ছেত ধর্ম্যজ্ঞ ভীমায়াঃ স্ব নমুতমম্ ।
তত্র স্নাত্বা ন যোচ্ছাং বৈ নরো ভরতসন্তম্ ।
দেবাঃ পুত্রো ভগ্নদ্রাজ স্তত্র কণ্ডলবিপ্রকঃ ।
গবাং শতঃ হস্তস্ত ক ঐকবাণুয়ামহৎ ॥ ৩৫
গিরিকুঞ্জং সমাসাদ্য ত্রিষু লোকেষু বিজ্ঞতম্ ।
পিতামহং নমস্কৃত্য গোসহস্রকলং কভেৎ ॥ ৩৬
ততো গচ্ছেত ধর্ম্যজ্ঞ বমলং তীর্থযুতমম্ ।
অদ্যাপি যত্র দৃশ্যন্তে মৎস্তাঃ সৌবর্ণর জতাঃ ॥
তত্র স্নাত্বা নরশ্রেষ্ঠ বাজপেয়মবাপ্নুয়াৎ ।
সর্ষপাপবিন্ডকাত্মা গচ্ছেৎ পরমিকাং গতিম্ ॥
বিতস্তাঞ্চ সমাসাদ্য সন্তুর্ণা পিতৃদেবতাঃ ।
নরঃ ফলমবাপ্নোতি বাজপেয়স্ত ভারত ॥ ৩৭
কাশ্মীরেষেব নাগস্ত ভবনং তক্ষকস্ত চ ।
বিতস্তাখ্যামিতি খ্যাতং সর্ষপাপপ্রমোচনম্ ॥ ৪০
তত্র স্নাত্বা নবো নুনং বাজপেয়মবাপ্নুয়াৎ ।
সর্ষপাপবিন্ডকাত্মা গচ্ছেৎ পবম্যং গতিম্ ॥ ৪১

চন্দ্রমাবৃত্তায় হয়। অনন্তর নিযত ও নিঃতাশন
মানব পঞ্চনদে যাইয়া ক্রমান্বসারে কীর্তিত
পঞ্চযজ্ঞ প্রাপ্ত হয়। ধর্ম্যজ্ঞ! তার পর ভিষ্টতম
ভমার স্থানে যাইবে। ভরতসন্তম! তথায়
স্নান করিয়া নর আর যোনিতে বাস করে
না। রাজন! সে ননোহর মূর্তি ধারণ-
পূর্বক দেবীর পুত্র হয় এবং শত সহস্র গোদা-
নের মত ফল লাভ করে। হে
তার পর অদ্যাপি যেখানে সৌবর্ণ ও রাজত
মৎস্ত সকল দৃষ্ট হয়, সেট উত্তম বিমল
তীর্থে যাইবে। নরশ্রেষ্ঠ! তথায় স্নান
করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় এবং
সর্ষপাপবিন্ডকাত্মা হইয়া পরমা গতি লাভ
করে। ভারত! নর বিতস্তা তীর্থে যাইয়া
পিতৃদেবতাদিগের তর্পণ করত বাজপেয়
যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। ২৯—৩১। কাশ্মীর
দেশে তক্ষক নাগের বিতস্তা নামে সর্ষ-
পাপপ্রমোচন ভবন আছে। নর তথায়
স্নান করিলে নিশ্চিত বাজপেয় যজ্ঞের ফল
পায় এবং সর্ষপাপবিন্ডকাত্মা হইয়া পবম্য

ততো গচ্ছেত মলদং ত্রিষু লোকেষু বিজ্ঞতম্
পশ্চিমায়াস্ত সঙ্ঘায়ামুপস্পৃশ্য যথাবিধি ॥ ৪২
চক্ৰং সপ্তার্চিষে রাজ্ঞ ন যথাশক্তি নিবেদয়েৎ
পিতৃণামক্ষয়ং দানং প্রবদন্তি মনৌষিণঃ ॥ ৪৩
গবাং শতসহস্রেন রাজস্বয়শতেন চ ।
অশ্বমেধসহস্রেন শ্রেয়ান্ সপ্তার্চিযশ্চক্ৰঃ ॥ ৪৪
ততো নিরুতা রাজেন্দ্র কঙ্কাম্পদমথাবিশেৎ ॥
অভিগম্য মহাদেবমশ্ব মধুকলং লভেৎ ॥ ৪৫
মণিমস্তং সমাসাদ্য ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ।
একগাত্রোষিতো রাজন্নগ্নিষ্টৌমফলং লভেৎ ॥
অথ গচ্ছেত রাজেন্দ্র দেবিকাং লোক বিজ্ঞতাম্
প্রস্তুত্বৈব বিপ্রাণাং শ্রবতে ভরতর্ষভ ॥ ৪৬
ত্রিশূলপাণেঃ স্থানঞ্চ যত্র লে কেযু বিজ্ঞতম্ ।
দেবিকায়ান্নরঃ ব্রাহ্মা ত্ভার্চ্য চ মহেশ্বরম্ ।
যথাশক্তি নরস্তত্র নিবেদ্য ভরতর্ষভ ।
সর্বকামসমৃদ্ধস্তা যন্তস্তা লভতে ফলম্ ॥ ৪৯

গতি লাভ করে। তাব পব তি লোকে
বিজ্ঞত মলদ ভীর্থে যাইবে। রাজন।
সেখানে সায়সঙ্ঘা সময়ে যথাবিধি স্নান-
আচমনপূর্বক যথাশক্তি চক্ৰ প্রস্তুত করিয়া
সপ্তার্চির উদ্দেশ্যে অগ্নিকে নিবেদন করিবে।
মনৌষিণ বলেন,—ইহা পিতৃলোকের অক্ষয়
দান। শত সহস্র গোদান, শত রাজস্বয়
বা সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষাও উক্ত নিয়মে
সপ্তার্চি চক্ৰ দান শ্রেয়স্বব। বাজেস্ত।
সে স্থান হইতে নিবৃত্ত হইয়া পরে কঙ্কাম্পদ
ভীর্থে যাইবে। সেখানে মহাদেবের ভূতি-
গমন করিয়া অশ্বমেধের ফল পাইবে।
রাজন। মণিমস্ত ভীর্থে যাইয়া ব্রহ্মচারী ও
সমাহিত ভাবে একগাত্র বাস করিলে
যজ্ঞেব ফল লাভ হয়। হে
ভরতর্ষভ। অনন্তর যেখানে বিপ্রগণের
প্রথম উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়
এবং যাহা ত্রিশূলপাণবু স্থান বলিয়া লোকে
বিখ্যাত, হে রাজেন্দ্র। সেই লোকবিজ্ঞতা
দেবিকা ভীর্থে যাইবে। হে ভরতর্ষভ।
দেবিকা ভীর্থে স্নানপূর্বক যথাশক্তি

কামাধ্যং তত্র কুদ্রস্ত ভীর্থে দেবর্ষিসম্মতম্ ।
তত্র ব্রাহ্মা নরঃ কিং প্রং সিদ্ধিমাশ্নোতি আত
যজ্ঞন যাজ্ঞনং গম্মা তথৈব ব্রহ্মবালকম্ ।
পুশ্পস্তাস উপস্পৃশ্য ন শোচেন্নরঃ ততঃ ॥ ৪১
অর্দ্ধযোজনবিস্তারং পঞ্চযোজনম যতীম্ ॥
এলাবদেবিকামাহঃ পুণ্যং দবর্ষিসম্মতাম্ ॥ ৪২
ততো গচ্ছেত ধর্মজ্ঞ দীর্ঘসম্মতং যথাক্রমম্ ॥ ৪৩
যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ
দীর্ঘসম্মতুপাস্তে দীক্ষিতা যিযত্নতঃ ॥ ৪৪
গমনাদেব বাজেস্ত দীর্ঘসম্মতমিন্দম্ ।
রাজস্বয়শ্রমেভ্যাত্যং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ
ততো বিনশনং গচ্ছেন্নয়তো নিযতীশনঃ ।
গচ্ছত্যন্তহিতা যত্র মরুপৃষ্ঠে সরস্বতী ॥ ৪৬
চমসে চ শিবোত্তেদে নাগোত্তেদে চ দৃশ্যতে
ব্রাহ্মা তু চমসোত্তেদে অগ্নিষ্টৌমফলং লভেৎ
শিবোত্তেদে নবঃ ব্রাহ্মা গোহসহস্রফলং লভেৎ

উপহার দানে মহেশ্বরকে পূজা করিয়া সর্ব-
কামসমৃদ্ধ যজ্ঞেব ফল লাভ করে। ভাবত।
সেখানে দেবর্ষিসম্মত, কাম নামে খ্যাত
কুদ্রব ভীর্থে আছে। নর সেখানে স্নান
ক'বয় কিপ্র সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ৪০.—৫০।
যত্র, যাজ্ঞা, ব্রহ্মবালক এবং পুশ্পস্তাস
ভীর্থে যাইয়া স্নান করিলে মরণ জন্ত আর
শোক ক'বতে হয় না। দেবর্ষিসম্মত পুণ্য
দেবিক, অর্দ্ধ যোজন বিস্তারযুক্তা ও পঞ্চ
যোজন আঘাত্য এইরূপ কথিত হয়। হে
ধর্মজ্ঞ। তার পব যথাক্রমে যে স্থানে ব্রহ্মাদি
দেবগণ, সিদ্ধগণ ও পরমর্ষগণ দীক্ষিত ও
নিযত্নত হইয়া দীর্ঘসম্মতের উপাসনা করিয়া-
ছিলেন, সেই দীর্ঘসম্মত ভীর্থে যাইবে। হে
অরিন্দম রাজেন্দ্র। দীর্ঘসম্মত গমন যাত্রাই
মানব রাজস্বয় এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল
পায়। তার পব সরস্বতী যে স্থানে মরুভূমিতে
অন্তর্হিতা হইয়া প্রবাহিতা, সেই বিনশন
ভীর্থে যাইবে। চমসে, শিবোত্তেদ ও
নাগোত্তেদে তিন দৃশ্য হইয়াছেন। চমসো-
ত্তেদে স্নান করিলে অগ্নিষ্টৌমফল লাভ

নাগোত্তেদে নরঃ সার্বা নাগলোকমবাপুনাথঃ ।
শশযানক রাজেন্দ্র তীর্থাসাদ্য হৃদভয় ।
শশরূপপ্রতিচ্ছিন্নাঃ পুরুষা যত্র ভাবত ॥ ৫৯
সরসত্যায় মহাভাগে অহিসংবৎসরং হি তে ।
অন্যন্তে ভবকুশেষ্ঠে রক্তাঃ বৈ কাটিকীং সদা ।
তত্র সার্বা নরব্যাঘ্র দ্যোততে শিববৎ সদা ।
গোমহশ্রকলকৈব প্রাপ্তুয়ন্তরতর্ঘত ॥ ৬১
কুমারকোটিয়াসাদ্য নিয়তঃ কুরুনন্দন ।
তত্রাতিবেকঃ কুবীত পিতৃদেবার্চনে রতঃ ॥
গবামঘুতমাপোতি কুলকৈব সমুদ্রবেৎ ।
ততো গচ্ছত ধর্ম্যত্র রুদ্রকোটিং সমাহিতঃ ॥
পুত্রা যত্র মহারাজ ঋষিকোটিং সমাহিতা ।
হর্ষেণ চ সমাবিষ্টা দেবদর্শনকাঙ্ক্ষয়া ॥ ৬৪
অহং পূর্বমহং পূর্বং ত্র্যক্ষ্যামি বৃষভধ্বজম্ ।
এবং সম্প্রস্থিতা রাজর্ষয়ঃ কিল ভাবত ॥ ৬৫
ততো যোগীশ্বরোপি যোগমায়ায় ভূপতে ।

হয় । নব শিবোত্তেদে স্নান করিয়া গো-
সহস্রের ফল পায়, আব নাগোত্তেদে স্নান
করিলে নাগলোক প্রাপ্ত হয় । হে ভারত ।
অনন্তব যেখানে পুরুষ সকল শশরূপে
প্রতিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে, সেই শশযান তীর্থে
যাইবে । তথায় সবস্বতীতে সাধুগণ প্রতি-
বৎসর কার্তিক মাসে সতত স্নান করেন ।
হে নরব্যাঘ্র । সেখানে স্নান করিলে শিববৎ
জ্যোতিসম্পন্ন হয় । হে ভরতর্ঘত । আর
গোমহশ্র দানের ফলও পায় । ৫১—৬১ ।
কুরুনন্দন । কুমারকোটি তীর্থে যাইয়া নিয়ত
ভাবে “স্নানপূর্বক পিতৃ-দেবার্চনে রত
হইবে । তাহা” হইলে অমৃত গোদান জন্ম
ফল প্রাপ্ত হয় এবং কোটি কুল উদ্ধার
করে । হে ধর্ম্যজ ! তার সমাহিত নর
রুদ্রকোটি তীর্থে যাইবে । হে মহারাজ !
প্রসিদ্ধি আছে যে, পুরাকালে ঐ স্থানে সমা-
হিত ভাবে কোটি ঋষি দেবদর্শন কামনায়
মহার্ষে সমাবিষ্ট হইয়া বৃষধ্বজকে “আমি
অগ্রে দেখিব, আমি অগ্রে দেখিব” এইরূপ

তেষাং মহাপ্রাশান্ত্যর্থমুদ্যোতং ভবিতাম্ভবাম্ ॥
হুতা তু কোটি রুদ্রাণামুদ্যোতমগ্নতঃ স্থিতা ।
মহা পুংসঃ হরো দৃষ্ট ইতি তে মেনিবে পৃথক্ ॥
তেষাং তুষ্টো মহাদেবঃ স্বর্গাণামুগ্ধতেজসাম্ ।
ভক্তাণাং ময়া বাজ্ঞং ববৎ তেষাং প্রদত্তবান্
অদ্যপ্রভৃতি যুগ্মকং ধর্ম্যত্র কর্তব্য ইতি ॥ ৬৯
তত্র সার্বা নরব্যাঘ্র রুদ্রকোটিং নবঃ শুচিঃ ।
অশমেমবাপোতি কুলকৈব সমুদ্রবেৎ ॥ ৭০
ততো গচ্ছত রাজেন্দ্র সঙ্গমং লোকবিশ্রুতম্
সরসত্যায় মহাপুণ্যমুপাসীত জনার্দনম্ ॥ ৭১
যত্র ত্র্যক্ষাদয়ো দেবা ঋষয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ ।
অভিগচ্ছান্ত রাজেন্দ্র চৈত্রে শুক্লচতুর্দশীম্ ॥ ৭২
তত্র সার্বা নবব্যাঘ্র বিশেষতঃ সুবর্ণকম্ ।
সম্পাপবিশুদ্ধায়া শিবলোকক গচ্ছতি ॥ ৭৩

বলিতে বলিতে প্রস্থিত হইয়াছিলেন ।
ভূপতে । তখন যোগীশ্বর হবও সেই ভাবিতাম্ভা
মুনিগণের মহা (হুঃখ) প্রশান্ত নিমিত্ত
কোটি রুদ্র হুষ্টি করিলেন, রুদ্রগণ ঋষি-
গণের অগ্রভাগে অবস্থিত হইলেন । মুনি-
গণও প্রত্যেকেই “হর ক আমিই অগ্রে
দেখিলাম” বলিয়া মনে করিলেন । রাজ্ঞ !
মহাদেব সেই উগতেজা ঋষিগণের পরম
ভক্তি বশে তুষ্ট হইয়া ত্র্যাক্ষাদগকে বর
দিলেন ;—“অদ্য প্রভৃতি তোমাদিগের ধর্ম্য
বুদ্ধি পাইবে ।” হে নরব্যাঘ্র । সেই রুদ্র-
কোটিতে শুচি নব স্নান করিলে অশমেম
যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় এবং কুল উদ্ধার
করিতে পারে । রাজেন্দ্র । তাব পর মহাপুণ্য
লোকবিশ্রুত সবস্বতীসঙ্গম তীর্থে যাইবে ;
সেখানে জনার্দনের উপাসনা করিবে ।
রাজেন্দ্র ! ঐ স্থানে ত্র্যাক্ষাদি দেব ও ঋষি-
সিদ্ধ-চারণগণ চৈত্র মাসে শুক্ল চতুর্দশী দিনে
গমন করেন । হে নরব্যাঘ্র । সেখানে স্নান
করিয়া বহু সুবর্ণলাভ করিতে পারে এবং
সম্পাপবিশুদ্ধায়া হইয়া শিবলোকে গমন

অধীশাঃ যত্র সত্যানি সমাধানি নরাধিপ !
তত্রাবসানমাসাদা গোসহস্রকলং লভেৎ ॥ ৭৪ ॥
ইতি ত্রীপাশ্বে স্বর্গশ্চে তীর্থমহাশ্বে
একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

ষাটশোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র কুরুক্ষেত্রে মতিষ্ঠিতম্ ।
পাপেভ্যো বিপ্রমুচ্যন্তে তপাতাঃ সর্বজন্তবঃ ॥ ১ ॥
কুরুক্ষেত্রে গমিষ্যামি কুরুক্ষেত্রে বসামহম্ ।
য এবং সততং ক্রয়াৎ সন্ন্যাসিনৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২ ॥
তত্র মাসং বসেকীরঃ সরস্বত্যাং নরাধিপ ।
যত্র ব্রহ্মাদি দেবা যত্র ব্রহ্মর্ষিচারণাঃ ॥ ৩ ॥
গন্ধর্বাপ্রবসো যক্ষাঃ পদ্মগান্ধ মহীপতে ।
ব্রহ্মক্ষেত্রে মহাপুণ্যমভিগচ্ছন্ত ভারত ॥ ৪ ॥
মনসাপাভিকামস্ত কুরুক্ষেত্রে যুযিষ্ঠির ।
পাপানি বিপ্রগুপ্তি ব্রহ্মলোককং গচ্ছতি ॥ ৫ ॥

কবে । নরাধিপ ! ঋষিদিগের যেখানে সত্য
সকল সমাপ্ত হইয়াছিল, সেই স্থলে অবসান
(যজ্ঞ) প্রাপ্ত হইলে সহস্র গোদানের ফল
লাভ করে । ৬২—৭৪ ।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

ষাটশ অধ্যায় ।

নারদ বলিলেন,—রাজেন্দ্র ! তার পর
অভিষ্ঠিত কুরুক্ষেত্রে তীর্থে যাইবে । সেখানে
গত সকল জন্মই পাপ হইতে বিমুক্ত হয় ।
যে ব্যক্তি “কুরুক্ষেত্রে যাইব, কুরুক্ষেত্রে বাস
করিব” সতত একপ বলে, সেও সর্ব পাপ
হইতে প্রমুক্ত হয় । হে ভারত নরাধিপ
মহীপতে ! ব্রহ্মাদি দেবগণ ও ব্রহ্মর্ষি, চারণ,
গন্ধর্ব, অঙ্গর, যক্ষ, পদ্মগা প্রভৃতি সকলেই
যে পুণ্য ব্রহ্মক্ষেত্রে অভিগমন করেন, ধীর
নর সরস্বতীর সেই তীর্থে এক মাস বাস
করিবে । যুযিষ্ঠির ! মানব মনে মনেও
যদি কুরুক্ষেত্রে গমন করে, তবে পাপ

গত হি ব্রহ্মা যুক্তঃ কুরুক্ষেত্রে কুরুধহ ।
রাজহুয়াধমেধাত্যাং কলং প্রাপ্নোতি মানবঃ
ততো মন্তর্ণকং রাজন্ দ্বারপালং মহাকলম্ ।
যং বৈ সমভিবাদৈব গোসহস্রকলং লভেৎ ॥ ৭৭ ॥
ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ বিকোঃ স্থানমহুতমম্ ।
সততং নাম রাজেন্দ্র যত্র সন্ন্যাসিনো হরিঃ ॥ ৮ ॥
তত্র স্নাত্বা চ দৃষ্ট্বা চ ত্রিলোকপ্রভবং রিম্ ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি বিষ্ণুলোককং গচ্ছতি ॥ ৯ ॥
ততঃ পারিপ্রবং গচ্ছেতীর্থং ত্রৈলোক্যবিজ্ঞতম্
অগ্নিষ্টোমতিরাষ্ট্রাত্যাং কলং প্রাপ্নোতি
মানবঃ ॥ ১০ ॥

পৃথিব্যাত্তীর্ণমান্য গোসহস্রকলং লভেৎ ১১
ততঃ শাধিকিনিং গতা তীর্থসেবো নরাধিপ ।
দশাশ্ব মরিকৈ স্নাত্বা তদেব লভতে কলম্ ॥ ১২ ॥
সর্পির্নদীং সমাসদ্য নাগানাং তীর্থমুত্তমম্ ।
অগ্নিষ্টোমমবাপ্নোতি নাগলোককং গচ্ছতি ॥ ১৩ ॥

সকল বিনষ্ট হয় এবং সে ব্রহ্মলোকে
যায় । কুরুধহ ! ব্রহ্মযুক্ত মানব কুরুক্ষেত্রে
গমন কলে রাজহুয়া ও অশ্বমেধ যজ্ঞের
ফল প্রাপ্ত হয় । রাজন্ ! পরে দ্বার-
পাল নামে মহাকল মন্তর্ণক তীর্থে যাইবে
সেই তীর্থের অভিবাদন মাত্র করিবে ই
গোসহস্রের ফল লাভ হয় । হে ধর্ম্মজ
রাজেন্দ্র ! তথা হইতে হরি যেখানে নগ্নিহিত
বিষ্ণুর অহুতম স্থান সেই সতত নামক তীর্থে
যাইবে । সেখানে শ্রানপূর্বক ত্রিলোকপ্রভব
হরিকে দর্শন কবিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল
প্রাপ্ত হয় এবং বিষ্ণুলোকে গমন করে ।
পরে মানব ত্রৈলোক্যবিজ্ঞত পারিপ্রব তীর্থে
যাইবে । সেখানে অগ্নিষ্টোম ও অতিব্রাহ্ম
যজ্ঞের ফল পাইবে । পরে পৃথিবীর তীর্থে
যাইয়া গোসহস্রের ফল লাভ করিবে ।
নরাধিপ ! তার পর তীর্থসেবো মানব শাধি-
কিনি তীর্থে যাইয়া দশাশ্বমেরিক তীর্থ শ্রান
করিলেও পুরুষের ফল লাভ করে ।
১—১২ । নাগগণের উত্তম তীর্থ সর্পির্নদীতে
স্নান করিয়া অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়

ততো গচ্ছেত ধর্মজ্ঞঃ ধারণালয়ত্বকম্ ।
 তত্রোহা রজনীমেকাঃ গোসহস্রকলং লভেৎ
 ১৩ঃ পঞ্চনদং গঙ্গা নিয়তো নিয়তাননঃ ।
 কোটিতীর্থপুণ্ড্রং হর্যমেষকলং লভেৎ ৥ ১৪ ৥
 অগ্নিনোক্তাধিগম্যা রূপবানভিজায় ৮ ।
 ততো গচ্ছেত ধর্মজ্ঞঃ বারাহং তীর্থমুত্তমম্ ১৫
 বিষ্ণুর্বারাহরূপেণ পুরা যত্র স্থিতোহভবৎ ।
 তত্র স্থিহা নরব্যাঘ্র অগ্নিষ্টোমকলং লভেৎ ৬ ।
 ততো জয়িত্বাং রাজেন্দ্র সোমতীর্থ সমাধিণেৎ
 স্নানাদা কলম প্ৰাপ্তি রাজেন্দ্রযন্ত মানবঃ ১৮
 একহস্তে নরঃ স্নানাদা গোসহস্রকলং লভেৎ ৭ ।
 কৃতশৌচং সমাসাদ্য তীর্থসেবী কুরুদহ ।
 পুণ্ড্রবীকমবাপ্তোতি কৃতশৌচো ভবেচ্চ সঃ ১২০
 ততো বৃজীবটং নাম মহাদেবস্ত ধীমতঃ ।
 তত্রৈব য় রজনীমেকাং গাণপত্যমবাপুযাৎ ২১
 তত্রৈব চ মহারাজ পম্পা লোকপরিষ্কৃতাম্ ।

এবং নাগলোকে গমন করে । হে ধর্মজ্ঞ ।
 তথ্য হইতে ধারণালয় নামক অতর্কিক তীর্থে
 যাইবে । তথ্য এক রজনী বাস করিলে
 গোসহস্র কল লাভ হয় । তাব পর নিয়ত
 ও নিয়তানন মানব পঞ্চনদ তীর্থে স্নানাদি
 করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের কল পাইবে ।
 অগ্নিনোকুমাভবয়ের তীর্থে যাইলে মানব
 রূপবান হইয়া থাকে । হে ধর্মজ্ঞ । তার
 পুর পুরাকালে বিষ্ণু ববারূপে যে স্থানে
 অবস্থিত ছিলেন, সেই উত্তম বরাহ তীর্থে
 যাইবে । হে নরব্যাঘ্র । তথ্য স্থিত করিলে
 অগ্নিষ্টোমের কল লাভ হয় । রাজেন্দ্র ।
 তথ্য হইতে জায়নী দেশে স্থিত দেব তীর্থে
 প্রবিষ্ট হইবে । মানব তথ্য স্নান বরিয়া
 রাজেন্দ্র যজ্ঞের কল প্রাপ্ত হয় নর একহস্ত
 তীর্থে স্নান করিলে গোসহস্রকলানের কল প্রাপ্ত
 হয় । হে কুরুদহ । তীর্থসেবী মানব কৃতশৌচ
 তীর্থে যাইয়া পুণ্ড্রবীক যজ্ঞের কল পায় এবং
 কৃতশৌচ হয় । তার পর ধীমান মহাদেবের
 বৃজীবট নামে যে তীর্থ আছে, তথ্য যাইয়া
 এক রজনী বাস করিলে গাণপত্য প্রাপ্ত হয় ।

স্বাধীতিগম্যা রাজেন্দ্র সর্বকামাবাপুযাৎ ২২
 কুরুকৃত্য তদ্বারং বিষ্কৃতং ভরতবর্ষ ২৩
 প্রদক্ষিণাপাণ্ড্য তীর্থসেবী সমাহিতঃ ।
 সংযুক্ত পুরুগাণ্ড্য স্বাধীর্জ্য পিতৃদেবতাঃ ।
 জামদগ্ন্যোন রামেণ আহুতে বৈ মহাশ্রমা ।
 কৃতকৃত্যো ভবেজাজয়মেষক বিলতি ২৫
 ততো বামহুদং গচ্ছতীর্থসেবী নরাধিপ ২৬
 যত্র বামগ রাজেন্দ্র তরঙ্গা দীপ্ত তজঙ্গা ।
 ৭ ত্রয় সর্ঘ্য বৌধেয় ভূগা পঞ্চ নিবেদিতাঃ ২৭
 পু যিহা নরব্যাঘ্র কথিরেণেতি নঃ ক্ষতম্ ।
 পিতরস্তর্পিতাঃ সর্গে তথৈব প্রশিতামহাঃ ২৮
 ৩০ ত পিতরঃ স্ত্রীতা রামমূর্ছহীপতে ।
 রাম রাম মহাভাগ স্ত্রীতাঃ স্ম তব ভার্গব ২৯
 অন পিতৃভক্ত্যা চ বিক্রমণ চ তেহ ৩১
 বরঃ বৃগীষ ভদ্রং তে কিমিচ্ছসি মহামতে ৩০
 এ যুক্তঃ স রাজেন্দ্র রামঃ প্রবলতাঃ বরঃ ।

রাজেন্দ্র । তত্রত্য লোকপরিষ্কৃতাম্ পম্পা
 তীর্থে অস্তিগমনপূর্বক স্নান করিলে সর্বকাম
 প্রাপ্ত হয় । ১৩—২০ । হে ভরতবর্ষ ।
 ঐ তীর্থ কুরুক্ষেত্রের দ্বার বলিয়া বিষ্কৃত ।
 মহাত্মা জামদগ্ন্য রাম ঐ স্থানে পুরুর তীর্থে
 আস্থান করিয়াছিলেন, এইরূপ ক্ষত হয় ।
 তীর্থসেবী মানব প্রদক্ষিণ ক্রমে সেই পম্পা
 সরোবরে যাঁয় স্নানপূর্বক পিতৃদেবতা-
 দিগের তর্পণ কারবে । তাহা হইলে কৃতকৃত্য
 হইবে এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের কল লাভ
 কারবে । হে নরাধিপ ! অনন্তর তীর্থসেবী
 মানব বামহুদে যাইবে । হে রাজেন্দ্র !
 জামদগ্ন্য ওনিয়াছি, দীপ্ততেজা রাম বৌধে-
 যপ্রভাবে বলপূর্বক ক্ষত্রকুল উৎসারণ করত
 তাহাদের কাষরে পূর্ণ পাঁচটা হুদ নির্মাণ
 করিয়া সেই রক্তে সমস্ত পিতৃগণ ও পিতামহ-
 গণের তর্পণ করিয়াছিলেন । হে মহাপ্রভে !
 তাহাতে তাঁহার পিতৃগণ স্ত্রীত হইয়া রামকে
 বলিলেন,—রাম ! রাম ! হে মহাভাগ
 ভার্গব । আমরা তে,মার এই পিতৃভক্ত
 এবং বিক্রম দ্বারা স্ত্রীত হইয়াছি ; হে অনন্য !

অববীং প্রাঞ্জলিবাং পিতৃন স গগনে
স্থিতান্ ॥

ভবন্তো যদি মে প্রীতা যদ্যগ্রাহতা ময়ি ।
পিতৃপ্রসাদাদিচ্ছং তপসাপায়নং পুণ্যং ॥ ৩২
যচ্চ রোষাভিভূতেন ক্ষত্রমুৎসাদিতং ময়া ।
ততশ্চ পাপান্মুচ্যেয়ং যুগ্মাকং তেজসা হহম্ ॥
হৃদাশ্চ তীর্থভূতা মে ভবেয়ুর্ভুবি ঋতাঃ ॥ ৩৪
এতচ্ছ্রুত্বা শুভং বাকাং রামস্ত পিতরস্তদা ।
প্রত্যাচুঃ পরপ্রীতা রামং তোষসমম্বিতাঃ ॥ ৩৫
তপশ্চে বর্ধিতাঃ ভূয়ঃ পিতৃভক্তাঃ বিশেষতঃ ।
যচ্চ রোষাভিভূতেন ক্ষত্রমুৎসাদিতং ময়া ॥ ৩৬
ততশ্চ পাপান্মুক্তস্তং নিহতাস্তে শকম্ভবাঃ ।
হৃদাশ্চ তব তীর্থস্থং গা ময্যাপ্তান সংশয়ঃ ॥ ৩৭
হৃদেষেতেষু যঃ শ্রীত্বা পিতৃন সন্তর্পর্যযাতি ।

বর গ্রহণ কব, তোমার ভাল হউক । হে
মহামতে ! তুমি কি ইচ্ছা কর ? রাজেন্দ্র !
বক্তৃশ্রেষ্ঠ রাম পিতৃগণ কর্তৃক এইরূপ উক্ত
হইয়া গগনে স্থিত সেই পিতৃগণকে কৃতজ্ঞালি
সহকারে এই বাক্য বলিলেন :—আপনাবা
যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন,
আমি যদি আপনাদিগের অমুগ্রাহ হই, তবে
আমি পিতৃগণের প্রসাদে আমার তপস্কার
আপায়ন ইচ্ছা বরি। আর আমি যে
রোষাভিভূত হইয়া ক্ষত্রকুল উৎসাদিত
করিয়াছি, আপনাদিগের তেজঃপ্রভাবে সে
পাপ হইতেও যেন মুক্ত হই। আর আমার
এই হৃদকণ্ঠীও তীর্থভূত হইয়া ভূমণ্ডলে
বিস্তৃত হইবে। ৩২—৩৪। তখন তোষ-
সমম্বিত পিতৃগণ রামের এই বাক্য শ্রবণে
পরম প্রীত হইয়া রামকে বলিলেন,—তোমার
এই সবিশেষ পিতৃভক্তি, প্রভা ব তপস্যা
পুনরায় বর্ধিত হউক। তুমি যে রোষসম্বিত
হইয়া ক্ষত্রকুলের উৎসাদন করিয়াছ, সে পাপ
হইতে মুক্ত হইলে। তাহার। নিজ কণ্ঠেই
নিহত হইয়াছে। তোমার এই হৃদ কণ্ঠীও
তীর্থস্থ প্রাপ্ত হইল, সংশয় নাই। এই
সকল হৃদে মান করিয়া যে ব্যক্তি পিতৃ-

পিতরস্তত্ত্ব বৈ প্রীতা দম্ভস্তি ভুবি দুর্লভম্ ।
ঈপ্সিতং মনসঃ কামং স্বর্গলোককঞ্চ শার্ভতম্ ॥ ৩৩
এবং দশা বরং রাজন, রামস্ত পিতরস্তদা ।
আমস্ত্য ভার্গবং প্রীতাস্তত্বেবাঙ্কুরবৃন্ততঃ ॥ ৩৪
এবং রামহৃদাঃ পুণ্য ভার্গবস্ত মহাশ্রুতঃ ॥ ৪০
শ্রীত্বা হৃদেষু রামস্ত ব্রহ্মচারী শুভব্রতঃ ।
বামমভ্যর্চ্য রাজেন্দ্র লভেদহং সুবর্ণকম্ ॥ ৪১
বংশমূলং সমাসাদ্য তীর্থসেবী কুরুহ ॥
স্ববংশদ্বরেজাজন শ্রীত্বা বৈ বংশমূলকে ॥ ৪২
কায়শোধনমাসাদ্য তীর্থং ভরতসন্তম ।
শরীরশুদ্ধিমাপ্নোতি স্নাত্ত্যশ্মিন্ন হংশয়ঃ ।
শুদ্ধদেহস্য সংঘাতি শুভালোকানমুন্মতান্ ॥ ৪৩
ততো গচ্ছত রাজেন্দ্র তীর্থং ত্রৈলোক্য-
দুর্লভম্ ।
লোক। যত্রোদ্ধতাঃ পূর্ণা বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥
লোকোদ্ধারং সমাসাদ্য তীর্থং ত্রৈলোক্য-
বিস্তৃতম্ ।

গণের সম্যক তর্পণ করিবে, পিতৃগণ তাহার
প্রতি প্রীত হইয়া পৃথিবীতে যাহা যাহা দুর্লভ
পর্যাপ্তরূপে সেই সকল মনোভীষ্ট এবং
শাস্ত স্বর্গলোক প্রদান করিবেন। রাজন !
রামের পিতৃগণ এইরূপ বরদানপূর্বক
ভার্গবকে আমন্ত্রণ করিয়া প্রীত চিত্তে সেই
স্থলেই অন্তহিত হইলেন। মহাত্মা ভার্গবকৃত
পুণ্য রামহৃদ কয়ীর বিবরণ এইরূপ।
রাজেন্দ্র। ব্রহ্মচারী শুভব্রত মানব রামহৃদ
মান করিয়া রামের পূজা করিলে বহু সুবর্ণ
লাভ করিতে পারে। হে কুরুহ রাজন !
তীর্থসেবী মানব বংশমূল, তীর্থে যাইবে।
বংশমূল তীর্থে মান করিলে স্ববংশ
উদ্ধার করিতে পারে। ৩৫—৪২। ভরত-
সন্তম ! কায়শোধন তীর্থে যাইয়া মানব
দেহশুদ্ধি লাভ করিতে পারে, সন্দেহ নাই।
শুদ্ধদেহ মানব শুভ অমুন্মত লোক সকলে
গমন করে। রাজেন্দ্র ! তথা হইতে ত্রৈলোক্য
দুর্লভ লোকোদ্ধার তীর্থে যাইবে। পুরাকালে
প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু ঐ স্থানে অবস্থানপূর্বক লোক

স্বর্গাচারী রাজা জোকাহরতে স্বর্গান্ ।
 শ্রীতীর্থ সমাসাদ্য বিন্দতে অগ্নিস্তম্ভম্ ॥ ৪৭
 কপিলাতীর্থমাসাদ্য ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ।
 তত্র স্নানার্থমিহা চ দেবানিহ পিতৃস্তুত্বা ॥ ৪৮
 কপিলানাং সহস্রশ্চ কলং বিন্দতি মানবঃ ।
 সূর্য্যতীর্থ সমাসাদ্য স্নান নিয়তমানসঃ ॥ ৪৯
 অর্চয়িত্বা পিতৃন দেবানুপবাসপরাধণঃ ।
 অগ্নিষ্টোমবাপ্রোতি সূর্যালোকঞ্চ গচ্ছতি ॥
 গবাং ভবনমাসাদ্য তীর্থসেবী যথাক্রমম্ ।
 তত্রাভিষেকং কুর্মাণো গোহসম্ভবলং লভেৎ
 গঙ্গাতীর্থে সমাসাদ্য তীর্থসেবী নরাধিপ ।
 কোত্তাস্তীর্থ নরঃ স্নান লভতে বীর্ঘ্যমুত্তমম্ ॥
 ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র দ্বারপালং সর্বকম্ ।
 তস্ত তীর্থং সরস্বত্যাং যথেষ্টম্ মহাশ্বনঃ ॥ ৫৩
 তত্র স্নানো নরো রাজরয়িষ্টোমকলং লভেৎ ॥
 ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ ব্রহ্মাবর্তং নরাধিপ ।

সকলের উদ্ধার করিয়াছিলেন। রাজনু! ব্রহ্মলোকাবিষ্কৃত উক্ত তীর্থের লোকোদ্ধারে যাইয়া স্নানপূর্ব্বক স্বকীয় লোক সকলের উদ্ধার করিতে পারে। শ্রীতীর্থে যাইয়া উত্তম শ্রী লাভ করিতে পারা যায়। ব্রহ্মচারী সমাহিত মানব কপিলা তীর্থে যাইয়া স্নানপূর্ব্বক দেব-পিতৃগণের অর্চনা করত সহস্র কপিলাদানের কল প্রাপ্ত হয়। নিয়ত মানসে সূর্য্য তীর্থে যাইয়া স্নানপূর্ব্বক পিতৃদেবগণের অর্চনা করিয়া উপবাসপরাধণ হইলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের কল প্রাপ্ত হয় এবং সূর্যালোকে গমন করে। তীর্থসেবী মানব যথাক্রমে গো-ভবন তীর্থে যাইয়া তথায় স্নান করিলে গো-সহস্রের কল প্রাপ্ত হয়। হে নরাধিপ! তীর্থসেবী মানব গঙ্গা তীর্থে যাইয়া তত্রত্য কোন তীর্থে স্নান করিলে উত্তম বীর্ঘ্য লাভ করে। ৪৩—৫২। রাজেন্দ্র! তার পর অতি প্রশস্ত দ্বারপাল তীর্থে যাইবে। ঐ তীর্থ মহেন্দ্রতীর্থের সরস্বতীতে অবস্থিত। রাজনু! - তথায় স্নান করিয়া নর অগ্নিষ্টোমের কল প্রাপ্ত হয়। হে ধর্ম্মজ্ঞ নরাধিপ! তার

ব্রহ্মাবর্তে নরঃ স্নান ব্রহ্মলোকমবাপ্তম্ ॥ ৫৫
 ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ সূতীর্থকমমুত্তমম্ ।
 যত্র সন্নিহিতা নিত্যা পিতরো দৈবতৈঃ সহ ॥ ৫৬
 তত্রাভিষেকং কুবীত পিতৃদেবার্চনে রতঃ ।
 অশ্বমেধবাপ্রোতি পিতৃলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৫৭
 ততোহহস্ততীর্থং ধর্ম্মজ্ঞ সমাসাদ্য যথাক্রমম্ ।
 কানীশ্বরস্ত তীর্থেষু স্নানো ভরতসত্তম ।
 সর্বব্যাদিবিনির্মুক্তো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ৫৮
 মাতৃতীর্থং তত্রৈব যত্র স্নাতস্ত পার্থিব ।
 প্রজা বিবর্জিতে রাজন্ স্বর্গাতিং সমবাপ্তম্ ॥ ৫৯
 ততঃ শীতবনং গচ্ছেন্নয়তো নিরতাপনঃ ।
 তীর্থং তত্র মহারাজ মহদশুভ্র হৃদভম্ ।
 পুনর্নতি দর্শনাদেব দণ্ডেনৈকং নরাধিপ ॥ ৬০
 কেশানভ্যর্চ্য বৈ তান্নিন পুত্রো ভবতি
 ভারত ।
 তত্র তীর্থবরকাম্যং স্নাতলোকান্তিহং স্মৃতম্ ॥

পর ব্রহ্মাবর্ত তীর্থে যাইবে। নর ব্রহ্মাবর্তে স্নান করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তার পর যেখানে পিতৃগণ দেবগণ সহ নিত্য সন্নিহিত, সেই অমুত্তম সূতীর্থক তীর্থে যাইবে। তথায় স্নান করিবে; পিতৃদেবার্চনে রত হইবে। তাহা হইলে মানব অশ্বমেধ যজ্ঞের কল প্রাপ্ত হয় এবং পিতৃলোকে গমন করে। তার পর যথাক্রমে অশ্ব সকল তীর্থে যাইবে। হে ভরত-সত্তম! কানীশ্বরের তীর্থ সকলে স্নান করিয়া মানব সর্বব্যাদি হইতে মুক্ত হয় এবং ব্রহ্মলোকে সন্মান লাভ করে। রাজনু! যেখানে স্নান করিলে প্রজা বিবর্জিত হয় এবং স্বর্গে গমন করে। হে পার্থিব! সেই মাতৃতীর্থও তথায় অবস্থিত। মহারাজ! তার পর নিরত ও নিরতাপন মানব শীতবন তীর্থে যাইবে। ঐ তীর্থের স্নান মহৎ তীর্থ অমুত্তম হৃদভ। হে নরাধিপ! উদ্ধার দর্শন যাত্রা মানব একদণ্ড মধ্যে পবিষ্ট হয়। ভারত! সেই তীর্থে কেশ সকলের অভ্যর্চনা (হেদনপূর্ব্বক তীর্থে নিক্ষেপ)

- তত্র বিপ্রা নরব্যাঘ্র বিধাংসন্তবৃত্তংপরাম্।
 গতিং গচ্ছন্তি পরমাং স্নাত্বা ভরতসন্তম্ ॥ ৬২
 স্বর্ণলোমাপনয়নে তীর্থে ভরতসন্তম্।
 প্রাণায়ামৈর্নির্হরন্তি স্বলোমানি বিজ্ঞোক্তমাঃ ॥
 পুত্ৰান্নান্দ্র রাজেন্দ্র প্রযান্তি পরমাং গতিম্।
 দশাধমৈধিকে চৈব তস্মিন্তীর্থে মহীয়তে ॥ ৬৪
 তত্র স্নাতা নরব্যাঘ্র গচ্ছন্তি পরমাং গতিম্।
 ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র মাহুযং লোকবিজ্ঞতম্
 তত্র কৃক। মুগা রাজন্ ব্যাদেন শরপীড়িতাঃ।
 বিগাহ তস্মিন্ সরসি মাহুযমুগাগতাঃ ॥ ৬৬
 তস্মিন্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
 সর্গপাপবিমুক্তায়া স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৬৭
 মাহুযস্ত তু পুরেষণ ক্রোশমাত্রে মহাপতে।
 অপগা নাম বিখ্যাতা নদা দিক্কাণ্যেবিভিতা ॥ ৬৮
 স্নানাক্রোশভোজনং তত্র যঃ প্রযচ্ছতি মানবঃ।
 দেবান্ পতন্তু সমুদিক্শ্চ তস্ত ধর্ম্মফলং মহৎ ॥ ৬৯

করিলে পবত্র হয়। সেইখানেই আর
 একটা বরতীর্থ আছে, তাহা স্নাত-লোকার্ভিহ
 নামে স্মৃত হয়। হে ভরতসন্তম নরব্যাঘ্র!
 সেখানে বিদ্বান্ তব্বৎপর বিপ্রগণ স্নান
 করিয়া পরমা গতি প্রাপ্ত হন। ৫০—৬২।
 ভরতসন্তম! স্বর্ণলোমাপনয়ন তীর্থে বিজ্ঞো-
 ক্তমগণ প্রাণায়াম করিয়া স্বকীয় লোম (পাপ)
 সকল নিহরণ করেন এবং হে রাজেন্দ্র!
 পুত্ৰায়া হইয়া পরমা গতি প্রাপ্ত হন। হে
 মহাপতে! ঐ স্থানে দশাধমৈধিক নামে তীর্থ
 আছে; হে নরব্যাঘ্র! তথায় স্নান করিয়া
 মানব পরমা গতি প্রাপ্ত হয়। রাজেন্দ্র!
 ভরতের লোকব্রজত মাহুয তীর্থে যাইবে।
 রাজন্। সেখানে কৃক মুগগণ ব্যাধশরে
 পীড়িত হইয়া সেই সরোবরে অবগাহন করত
 মাহুয লাভ করিয়াছিল। ব্রহ্মচারী ও
 সমাহিত নর সেই তীর্থে স্নান করিলে সর্গ-
 পাপবিমুক্তা হইয়া স্বর্গলোকে সম্মানিত
 হয়। মহাপতে। মানব তীর্থের ক্রোশমাত্র
 পুর্নদিকে অপগা নামে সিদ্ধনিষেবিতা নদী
 আছে। যে মানব সেখানে দেব-পিতৃগণের

ঐকর্ষন ভোজিতে বিপ্রৈ কোটিভবতি

ভোজিতা।

তত্র স স্বার্জয়িত্বা চ দেবতানি পিতৃগণা।
 উষিত্বা ব্রহ্মনামেকামগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥ ৭১
 ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ ব্রহ্মণঃ স্থানমুত্তমম্।
 ব্রহ্মাহুযমিত্যেবং প্রকাশং ভূবি ভারত ॥ ৭২
 তত্র সপ্তর্ষিকুণ্ডে স্নাত্বা ভরতবৃত্ত।
 কেদারে চৈব রাজেন্দ্র কশিলস্ত মহাস্থনঃ ॥ ৭৩
 ব্রহ্মাণমভিগম্যাধ গুটিঃ প্রযতমানসঃ।
 সর্গপাপবিমুক্তায়া ব্রহ্মলোকে প্রপদ্যতে ॥ ৭৪
 কপিঠলস্ত কেদারঃ সমাসাদ্য সুদুর্লভম্।
 অন্তর্দ্বান্মবাগ্নোতি তপসা দম্বকির্ষিযঃ ॥ ৭৫
 ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র সরসং লোকবিজ্ঞতম্
 কৃকপক্ষে চতুর্দশমভিগম্য বৃষধ্বজম্।
 লভতে সর্গকামান্ হি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥
 তিশঃ কোট্যাশ্চ তীর্থানাং সর্গা হি কুরুনন্দন।

উদ্দেশে স্নানাক্রোশ প্রদান করে,
 তাহার ধর্ম্মফল আত মহৎ। একটি বিপ্রকে
 ভোজন করাইলেই কোটি বিপ্র ভোজিত
 হয়; সেখানে স্নানপূর্বক দেব ও পিতৃগণের
 অর্চনা করিয়া এক রাজি বাস করিলে
 অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়। হে
 ধর্ম্মজ্ঞ। তার পর পৃথিবীতে ব্রহ্মাহুযের
 নামে যাহার প্রকাশ, হে ভারত! ব্রহ্মার
 স্থান সেই উত্তম তীর্থে যাইবে। ভরতবৃত্ত!
 তথায় সপ্তর্ষিকুণ্ডে কেদারে এবং মহাস্থা
 কপিলের তীর্থে স্নান করিয়া গুণে গুটি ও
 প্রযতমানসে ব্রহ্মার নিকটে গমন করিলে
 সর্গপাপবিমুক্তা হইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত
 হয়। কপিঠলের কেদার তীর্থ সুদুর্লভ;
 তথায় যাইয়া তপঃপ্রভাবে দম্বকির্ষি হয়
 এবং অন্তর্দ্বান্ লাভ করে। রাজেন্দ্র!
 তার পর লোকবিজ্ঞত সরস তীর্থে যাইবে।
 তথায় কৃকপক্ষে চতুর্দশম ভিগমে বৃষধ্বজের
 অভিগমন করিলে সর্গকাম লাভ করে এবং
 স্বর্গলোকে গমন করিতে পারে ৬৩—৭৬।
 হে কুরুনন্দন! তিনকোটি তীর্থ সমস্তই কুরু-

করকোট্যাং তথা কূপে হুদেয় চ সমস্ততঃ ॥ ১৭
হন্যাম্যদঃ তদৈব ভাষ্যং ভবতসত্তম ॥ ১৮
তত্র স্নানার্থায়িত্বা চ দ্রবতানি পিতৃনপি ।
ন দুর্গতিমুদ্রাপ্রোতি বাজপেয়ঞ্চ বিদতি ॥ ১৯
কিন্দানে চ নরঃ স্নানার্থা কিংযজ্ঞে চ মহীপতে ।
অপ্রমেয়মবাপ্রোতি দানং যজ্ঞং তদৈব চ ॥ ২০
কলস্রাং বায়ুপশ্প্রা কলং প্রাপ্রোতি মানবঃ
সরকস্ত তু পূর্বেণ নারদস্ত মহাত্মনঃ ।
কুরুশ্রেষ্ঠ শুভং তীর্থং রামজন্মৈতি বিজ্ঞতম্ ॥
তত্র তীর্থে নরঃ স্নানার্থা প্রাণাংশ্চোৎসৃজ্য
ভারত ।
নারদেন্নাত্যজ্ঞাতো লোকানাপ্রোতি
দুর্গতান ॥ ২৩
গুরুশ্রেষ্ঠ দশমাস্ত পুণ্ডরীকং সমাবিশেৎ ।
তত্র স্নান্য নরো রাজন্ পুণ্ডরীককলং লভেৎ
ততঃস্রবষ্টপং গচ্ছেদ্রিষু লোকেষু বিজ্ঞতম্ ।
তত্র বৈতরণী পূণ্য। নদী পাপপ্রমোচনী ॥ ২৪

কোটিতে কূপে ও হুদেয় ইত্যন্ততঃ অবস্থিত
আছে। ভারতসত্তম। সেখানেই হন্যাম্যদ
তীর্থ আছে। তথায় স্নানপূর্বক দেবতা ও
পিতৃগণের অর্চনা করিলে দুর্গতি প্রাপ্ত
হয় না এবং বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ
করে। মহীপতে! কিন্দান তীর্থে এবং
কিংযজ্ঞ তীর্থে স্নান করিলে নর দান এবং
যজ্ঞের অপ্রমেয় ফল প্রাপ্ত হয়। কনসী
তীর্থের জলে উপস্পর্শ করিলে মানব বহু
কল লাভ করে। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! সরক
তীর্থের পূর্বদিকে রামজন্ম নামে বিজ্ঞত
মহাত্মা নারদের শুভ তীর্থ আছে; হে
ভাবত! নর সেই তীর্থে স্নান এবং প্রাণ-
বিসর্জন করিলে নারদ কর্তৃক অত্যজ্ঞাত
হইয়া দুর্গত লোক সকল প্রাপ্ত হয়। রাজন্!
গুরুপক্ষে দশমী তিথিতে পুণ্ডরীক তীর্থে
প্রব্রষ্ট হইবে; নর সেখানে স্নান করিলে
পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। তার পর
ত্রিলোকে বিজ্ঞত ত্রিষ্টপ তীর্থে যাইবে।
তথায় পাপপ্রমোচনী পূণ্য। বৈতরণী নদী

তত্র স্নানার্থায়িত্বা চ শূলপাণিং বৃষধ্বজম্ ।
সর্বপাপবিমুক্তাত্মা গচ্ছেচ্চ পরম্যঃ গতিম্ ॥ ২৬
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র কলকৌবনমুদ্রমম্ ।
তত্র দেবাঃ সদা রাজন্ কলকৌবনমাজ্ঞাতাঃ ।
তপশ্চরন্তি বিপুলং বহুবর্ষসহস্রকম্ ॥ ২৭
দৃষদ্বতাং নরঃ স্নানার্থা তর্পয়িত্বা চ দেবতাঃ ।
অগ্নিষ্টোম্যতিরাত্নাত্মা কলং বিদতি মানবঃ
তীর্থে চ সর্বদেবানাং স্নানার্থা ভরতসত্তম ।
গোমহস্রস্ত রাজেন্দ্র কলমাপ্রোতি মানবঃ ॥ ২৯
পাণিধাতে নরঃ স্নানার্থা তর্পয়িত্বা চ দেবতাঃ ।
অবাপুতে রাজস্বয়মিলোকঞ্চ গচ্ছতি । ৩০
ততো গচ্ছেত ধর্ম্যজ্ঞ মিজ্ঞকং লোকবিজ্ঞতম্ ।
তত্র তীর্থানি রাজেন্দ্র মিজ্ঞতানি মহাত্মনা ॥ ৩১
ব্যাসেন নৃপশাব্দুলং দ্বিজায়মিতি নঃ শ্রুতম্ ।
সর্বতীর্থেষু স স্নতি মিজ্ঞকে স্নতি যো নরঃ ।
ততো ব্যাসবনং গচ্ছেন্নয়তো নিয়তশনঃ ।

আছে; সেখানে স্নান করিয়া বৃষধ্বজ শূল-
পাণিকে অর্চনা করিলে সর্বপাপবিমুক্তাত্মা
হইয়া পরমা গতি প্রাপ্ত হয়। রাজেন্দ্র!
তার পর উত্তম কলকৌবন তীর্থে যাইবে।
সেই কলকৌবন আশ্রয় করিয়া দেবগণ সদা
বহু সহস্রবর্ষ বিপুল তপশ্চরণ করেন।
মানব দৃষদ্বতীতে স্নানপূর্বক পিতৃ-দেবতা-
গণের তর্পণ করিয়া অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্রি
যজ্ঞের ফল পায়। ১৭—২৮। হে ভারত-
সত্তম রাজেন্দ্র! মানব সর্বদেব তীর্থে স্নান
করিলে গোমহস্রের ফল প্রাপ্ত হয়। পাণি-
ধাত তীর্থে স্নানপূর্বক দেবতাগণের তর্পণ
করিলে রাজস্বয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়
এবং ঋণীকে গমন করে। হে
ধর্ম্যজ্ঞ! পরে লোকবিজ্ঞত মিজ্ঞক তীর্থে
যাইবে। হে নৃপশাব্দুল! তথায় মহাত্মা ব্যাস
দ্বিজগণের নিমিত্ত সমস্ত তীর্থ মিশ্রিত করি-
য়াছেন; ইহা আশ্রয় অনিবার্য। যে নর
মিজ্ঞকে স্নান করে, তাহার সর্বতীর্থে স্নান
করা হয়। অনন্তর নিয়ত ও নিয়তশন

মনোজবে নরঃ স্নাত্বা গোসহস্রফলং লভেৎ ॥ ১০৩ ॥
 গম্বা মধুবতীকপি দেব্যাঃ স্থানং নরঃ শুচিঃ ।
 তত্র স্নাত্বা কৌশিক্যৈঃ পিতৃশ্চ নিরতঃ শুচিঃ ॥
 স দেব্যা সমুজ্জাতো গোসহস্রফলং লভেৎ ॥
 কৌশিক্যাঃ সঙ্গমে বস্ত্র দৃষত্যাশ্চ ভারত ।
 স্নাতো বৈ নিয়তাহারঃ সৰ্পপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
 ততো ব্যাসস্থলী নাম যত্র ব্যাসেন ধীমতা ।
 পুষ্কর্যাকাভিতপ্তেন দেহত্যাগায় নিশ্চয়ঃ ॥ ১০৭ ॥
 কৃতো নৈবৈশ্ব রাজেন্দ্র পুনরুৎপাদিতত্বা ।
 অভিগম্য স্থলীং তস্তা গৌহস্রফলং লভেৎ ॥ ১০৮ ॥
 ঋণান্তঃ কৃপমাসাদ্য তিলপ্রস্থং প্রদায় চ ।
 গচ্ছেত পরমাং সিদ্ধিমর্গৈর্মুক্তো নরেশ্বর ॥ ১০৯ ॥
 বেদীতীর্থে নরঃ স্নাত্বা গোসহস্রফলং লভেৎ
 অহস্তু দুদিনশ্চৈব হে তীর্থে তু সুহৃৎভবে ।
 তয়োঃ স্নাত্বা নরশ্রেষ্ঠ সূর্যালোকমবাপুয়াৎ ॥
 বৃগধমং ততো গচ্ছেদ্বিষু লোকেষু বিষ্ণুতম্ ।

হইয়া ব্যাসবনে যাইবে । মনোজব তীর্থে
 স্নান করিলে গৌ-সহস্রের ফল প্রাপ্ত হয় ।
 শুচি নর দেবীর স্থান মধুবতী তীর্থে যাইবে ;
 তথায় স্নানপূর্বক সংযত ও শুচিভাবে পিতৃ-
 গণের ও দেবগণের অর্চনা করিবে । এরূপ
 করিলে সে দেবীর অনুজাত হইয়া গৌ-
 সহস্রের ফল প্রাপ্ত হয় । ভারত ! যে মানব
 কৌশিকী ও মধুবতী নদীর সঙ্গম স্থলে স্নান
 করিয়া নিয়তাহার হয়, সে সৰ্পপাপ হইতে
 মুক্ত হইয়া থাকে । হে রাজেন্দ্র ! তার পর
 যে স্থলে ব্যাস পুত্রশোকো সন্তপ্ত হইয়া দেহ-
 ত্যাগে কৃতনিশ্চয় হন, পরে দেবগণ তাঁহাকে
 পুনরায় উত্থাপিত করেন, সেই ব্যাসস্থলী
 তীর্থে যাইবে । তথায় গৌসহস্রের ফল
 প্রাপ্ত হয় । নরেশ্বর ! ঋণান্ত কূপে যাইয়া
 তিলপ্রস্থ প্রদান করিলে ঋণ হইতে মুক্ত
 হয় এবং পরম সিদ্ধি লাভ করে । নর বেদী
 তীর্থে স্নান করিয়া গোসহস্রের ফল প্রাপ্ত
 হয় । ১০১—১০০ । নরশ্রেষ্ঠ ! অহঃ এবং
 দুদিন, এই দুইটি তীর্থ সুহৃৎভব । ঐ দুই
 তীর্থে স্নান করিলে সূর্যালোক প্রাপ্ত হয় ।

তত্র কল্পপদে স্নাত্বা সমভ্যর্চ্য চ মানবঃ ।
 শূলপাণিঃ মহাস্থানমশ্বমেধফলং লভেৎ ॥ ১০২ ॥
 কোটিতীর্থে নরঃ স্নাত্বা গোসহস্রফলং লভেৎ
 অথ বামনকং গম্বা ত্রিষু লোকেষু বিষ্ণুতম্ ॥
 তত্র বিষ্ণুপদে স্নাত্বা সমভ্যর্চ্য চ বামনম্ ।
 সৰ্পপাপবিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকমবাপুয়াৎ ॥ ১০৪ ॥
 কুলম্পুনে নরঃ স্নাত্বা পুন তি স্বকুলং নরঃ ॥
 পবনস্ত হ্রদং গম্বা মকুতাং তীর্থমুত্তমম্ ।
 তত্র স্নাত্বা নরব্যাত্র বায়ুলোকে মহীয়তে ॥ ১০৬ ॥
 অমরাণাং হ্রদে স্নাত্বা সমভ্যর্চ্যামরাধিপম্ ।
 অমরাণাং প্রভাবেণ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ১০৭ ॥
 শালিহোত্রস্ত রাজেন্দ্র শালিসূর্য্যে যথাবিধি ।
 স্নাত্বা নরবরশ্রেষ্ঠ গোসহস্রফলং লভেৎ ॥ ১০৮ ॥
 ত্রীকুঞ্জঞ্চ সরসভ্যাং তীর্থং ভরতসন্তম ।
 তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্নগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥
 ততো নৈমিষকুঞ্জঞ্চ সমাসাদ্য সুহৃৎভম্ ।

পরে ত্রিলোকাবখ্যাত বৃগধম তীর্থে যাইবে ।
 তথায় কল্পপদে স্নানপূর্বক মহাস্থান শূলপাণিকে
 অর্চনা করিলে মানব অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত
 হয় । নর কোটি তীর্থে স্নান করিয়া গৌ-
 সহস্রের ফল লাভ করে । তার পর
 ত্রিলোকাবখ্যাত বামনক তীর্থে যাইবে ।
 সেখানে বিষ্ণুপদে স্নান করিয়া বামনকে
 অর্চনা করিলে সৰ্পপাপবিশুদ্ধাত্মা হইয়া
 বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয় । নর কুলম্পুন তীর্থে
 স্নান করিয়া নিজ কুল পবিত্র করিতে পারে ।
 হে নরব্যাত্র ! মকুদগণের উত্তম তীর্থ
 পবন হ্রদে যাইয়া স্নান করিলে বায়ুলোকে
 সম্মানিত হয় । অমর হ্রদে গমনপূর্বক
 অমরাধিপের অর্চনা করিয়া অমরগণের
 প্রভাবে স্বর্গলোকে সন্মান লাভ করে । হে
 নরবরশ্রেষ্ঠ ! রাজেন্দ্র ! শালিহোত্রের তীর্থ
 শালিসূর্য্যে যথাবিধি স্নান করিলে গোসহস্রের
 ফল লাভ হয় । হে ভরতসন্তম রাজন !
 সরসতীর ত্রীকুঞ্জ তীর্থে যাইয়া স্নান করিলে
 নর অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় ।
 অনন্তর সুহৃৎভব নৈমিষকুঞ্জ তীর্থে যাইবে ।

ঋষয়ঃ কিল বাজেস্ব নৈমিষেয়াস্তপোধনাঃ ।
 তীর্থযাত্রাঃ পুণ্যকৃত্য কুরুক্ষেত্রে গতাঃ পুরা ।
 ততঃ কুঞ্জঃ সরস্বত্যাং কুতো ভরতসন্তম ॥১১১
 ঋষীগামবকাঃ স্তাদ্যথা তুষ্টিকরো মহান ।
 তস্মিন কুঞ্জে নরঃ স্নাত্বা গোসহস্রকলং লভত
 ইতি ত্রিণাম্বে স্বর্গখণ্ডে তীর্থমাধ্যায়-
 বর্ণনে দ্বাদশোধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ ।

নাবদ উবাচ ।

ততো গচ্ছেত ধর্ম্যজ্ঞ কস্তা তীর্থমুত্তমম্ ।
 কস্তাতীর্থে নরঃ স্নাত্বা অগ্নিষ্টোমকলং লভেৎ
 ততো গচ্ছেন্নরব্যাজ্র ব্রহ্মণঃ স্থানমুত্তমম্ ।
 তত্র বর্ণাববঃ স্নাত্বা ব্রাহ্মণ্যং লভতে নবঃ ॥ ২
 ব্রাহ্মণস্ত বিস্তুদ্ধাত্মা গচ্ছেত পরমাং গতিম্ ॥ ৩

শুনিতে পাওয়া যায়, পুণ্যকালে নৈমিষারণ্য-
 বাসী তপোধন ঋষিগণ তীর্থযাত্রা অবলম্বন
 করিয়া কুরুক্ষেত্রে গমন কবেন, তাঁ'র
 সরস্বতীতীরে কুঞ্জ রচনা বিদ্যাছিলেন।
 হে ভরতসন্তম । ঋষিগণের যখন অবকাশ
 হইত তাঁহারা উক্ত তুষ্টিকর মহাকলপ্রদ
 কুঞ্জে বিশ্রাম করিতেন। নব সেই
 কুঞ্জে স্নান করিলে গোসহস্রের কল প্রাপ্ত
 হয় ॥ ১০১—১১২ ॥

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

নাবদ বলিলেন,—হে ধর্ম্যজ্ঞ । অনন্তর
 অজ্ঞান কস্তা তীর্থে যাইবে। নর কস্তাতীর্থে
 স্নান করিয়া অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের কললাভ
 করিতে পারে। নরব্যাজ্র । তার পর ব্রহ্মার
 অজ্ঞান স্থানে যাইবে। সেখানে অববর্ণ
 নর স্নান করিলে ব্রাহ্মণ্য লাভ করে। ব্রাহ্মণ
 স্নান করিলে বিস্তুদ্ধাত্মা হইয়া পরমা গতি

ততো গচ্ছেন্নরব্যাজ্র সোমতীর্থমুত্তমম্ ।
 তত্র স্নাত্বা নরো রাজান্ সোমলোকমবাধুমাৎ
 সপ্তসারস্বতং তীর্থং ততো গচ্ছেন্নরাধিপ ।
 যত্র মঙ্গলকঃ সিদ্ধো ব্রহ্মবিশ্লোকবিশ্রুতঃ ॥ ৫
 পুরা মঙ্গলকো বাসন কুশাগ্রেণোতি বিজ্ঞাতম্ ।
 কতঃ কলঃ করে বাজস্তস্ত শাকরসোহশ্রবৎ
 স বৈ শাকরসঃ দৃষ্ট্য হর্ষাবিষ্টো মহাতপাঃ ।
 প্রনৃত্য কিল বিপ্রার্ধির্বিষ্ময়োৎফুল্ললোচনঃ ॥ ৭
 ততস্তস্মিন প্রনৃত্যো বৈ স্বাবরং জঙ্গমকং যৎ ।
 প্রনৃত্যমুভয়ং বীর হেজসা তস্ত মোহিতম্ ॥ ৮
 ব্রহ্মাদিতিস্ততো দেবৈশ্চ মিত্রিচ তপোধনৈঃ ।
 বিজ্ঞপ্তে বৈ ঋষয়র্থে মহাদেবো নবাধিপ ॥ ৯
 নাযং নুতেদ্যথা দেব তথা ত্বং কর্তুমর্হসি ॥ ১০
 ততো দেবো মুনিঃ দৃষ্ট্য হর্ষাবিষ্টো চেতসা ।
 নৃত্যস্তমববাজেনং সুবাপাং হিতকাম্যয়া ॥ ১১

প্রাপ্ত হয়। হে নরব্যাজ্র । পরে অজ্ঞান
 সোম তীর্থে যাইবে। রাজান। সেখানে
 স্নান করিলে সোমলোক প্রাপ্ত হয়। নরা-
 ধিপ । পরে যে স্থানে লোকবিশ্রুত মঙ্গলক
 ব্রহ্মর্ষি সিদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই সপ্তসারস্বত
 তীর্থে যাইবে। রাজান । আমরা শুনিয়াছি,
 পুরাকালে মঙ্গলক ঋষির হস্তে কুশাগ্র বিদ্ধ
 হওয়ায় ক্ষতস্থান হস্তে শাকরস ক্ষরিত
 হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া সেই মহাতপা
 ঋষি হর্ষাবিষ্ট হইয়া বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে
 নৃত্য করিতে লাগিলেন। হে বীর ! তিনি
 নৃত্য করিতে থাকিলে তদীয় ভেজঃপ্রভাবে
 মোহিত হইল। স্বাবর জঙ্গম উভয়ই নৃত্য
 কবিত্তে লাগিল। ৫ নরাধিপ । পরে
 ব্রহ্মাদি দেবগণ ও তপোধন ঋষিগণ ঐ
 ঋষির নিমিত্ত মহাদেবকে বিজ্ঞাপন
 করিলেন। তাঁহারা বলিলেন,—হে দেব
 এই ঋষি যাঁহাতে নৃত্য না করেন, আমরা
 তাহা করা কর্তব্য। হইতেছে। ১—১০
 পরে দেব মহেশ্বর সুরগণের হিতকামনা
 সেখানে যাইয়া সেই মুনিকে হর্ষাবিষ্ট চিত্তে

অহো মহর্ষে ধর্মপুত্র কিমর্থঃ নৃত্যতে ভবান্ ।

তর্ষহা ২ কিমর্থঃ বা ভবাদা মুনিপুত্রব ॥ ১২

ঋষিকৃপাচ ।

তপস্বিনো ধর্মপতে স্থিতস্য দ্বিজসন্তম ।

কিং মে নাত্যঃ সমো ব্রহ্মন্ কতাচ্ছাকর-

সোহশ্রবৎ ।

যং দৃষ্ট্বা সন্তানুতোঃ ২২ হর্ষেণ মহতাষিতঃ ॥ ১৩

তং প্রহস্তাত্রবীন্দেব ঋষিঃ রাগেণ মোহিতম্ ।

অহন্ত দিম্ময়ং বিপ্রং গচ্ছামৌহ পশু মাং ॥ ১৪

এবমুক্তা নাশ্রেষ্ঠ মহাদেবেন বৈ তদা ।

অজূল্যাগ্রেণ রাজেন্দ্রে সাক্ষাৎসাক্ষিতোহনঘ ॥ ১৫

ততো ভস্ম কতাদ্রাজদ্বিঃস্বতঃ হেমসন্নিভম্ ।

তদৃষ্ট্বা ব্রীড়িতো রাজন্ স মুনিঃ পাদয়োর্গতঃ ॥

নাত্যং দেবমহং মস্তে কদ্রাৎ পরতরং মহৎ ।

সুরাসুরস্ত জগতো গতিত্বমসি শূলধৃক্ ॥ ১৭

তয়া সৃষ্টমিদং বিশ্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ।

নৃত্য করিতে দেখিয়া বলিলেন,—হে ধর্মপুত্র

মহর্ষে! আপনি কি নিমিত্ত নৃত্য করিতে-

ছেন? হে মুনিপুত্রব! আজি তোমার এত

হর্ষ বা কি নিমিত্ত? ঋষি বলিলেন,—দ্বিজ-

সন্তম! আমি তপস্বী, ধর্মপথে স্থিত; আজি

জানিলাম,—আমার তুল্য আর কেহই নাই।

আমার ক্ষত হইতে শাকরস বহির্গত হই-

য়া ছ। তাহা দেখিয়াই আমি মহাহর্ষে অধিত

হইয়া সম্যক প্রকারে নৃত্য করিতেছি। তখন

দেব মহেশ্বর ধাত্তপূর্বক রাগে মোহিত সেই

ঋষিকে বলিলেন,—বিপ্র! আমি কিন্তু

ইহাতে কিছুমাত্র বিস্মিত হই নাই; তুমি

আমাকে দেখ। হে নরশ্রেষ্ঠ রাজেন্দ্র!

মহাদেব সেই ঋষিকে এই কথা বলিয়া তখন

অজুলার অগ্রভাগ দ্বারা নিজ অশ্রুত তাড়িত

করিলেন। হে অনঘ রাজন্! তখন সেই

ক্ষত হইতে হেমসন্নিভ ভস্ম নিঃসৃত হইল।

রাজন্! তাহা দেখিয়া সেই মুনি তাঁহার পদ-

দ্বয়ে পতিত হইলেন। বলিলেন,—আমি

কৃত্র অপ্রাণ। অস্ত্র কোন দেবতাকেই পরতর

দুঃখ বলিয়া মনে করি না। শূলধৃক্ তুমি

স্বামেব ভগবন্ সর্বো প্রবিশন্তি যুগক্ষয়ে ॥ ১৮

দৈবৈরিণি ন শক্যন্তঃ পরিত্যক্তঃ কুতো ময়া ।

অয়ি কেশ দৃষ্টান্তে নৃবা ব্রহ্মাদমোহনঘ ॥ ১৯

সর্গত্বমসি লোকানাং কর্তা কারয়িতা বহম্ ।

স্বপ্নপ্রসাদাৎ সুরাঃ সর্বো মোদন্তীহা-

কুতোভয়াঃ ॥ ২০

এবং ভক্তা মহাদেবঃ স ঋষিঃ প্রাণভেদব্রবীৎ

স্বং প্রসাদান্নহাদেব তপো মে ন কয়েত বৈ ॥

ততো দেবঃ প্রহৃষ্টাত্মা ব্রহ্মবিমিদমব্রবীৎ ।

তপস্তে বর্জতাং বিপ্রা মৎপ্রসালাৎ সহস্রধা ।

আশ্রমে চেহ বৎস্তামি ত্বয়া সাক্ষং মহায়ুনে ॥ ২২

সপ্তসারস্বতে স্নান্বা অর্চয়িষ্যন্তি যে তু মাং ।

ন তেষাং দুর্লভং কিঞ্চিদিহ লোকে পরজ বা ।

গচ্ছেৎ সারস্বতঞ্চাপি লোকো নাত্যত্র সংশয়ঃ

এবমুক্তা মহাদেবস্তত্বেবাস্তুরবীয়ত ॥ ২৪

সুরাসুর সমাধত এই জগতের গতি। তুমিই

এই সচরাচর সমগ্র ত্রৈলোক্য সৃষ্টি করিয়াছ।

হে ভগবন্! যুগক্ষয় কালে, সকলে তোমা-

তেই প্রবেশ করে। তোমাকে দেবগণও

পরিত্যক্ত নহেন, সুরা আমি কিরূপে

জানিব? হে অনঘ সর্বেশ! ব্রহ্মাদি দেবগণ

সকলই তোমাতে দৃষ্ট হয়। তুমি সর্বস্বরূপ;

প্রতিনিয়ত লোক সকলের কর্তা এবং কার-

য়িতা। এই জগতে সুরগণ তোমারই

প্রসাদে বিচরণ করিয়া থাকেন। ১১—২০।

সেই ঋষি মহাদেবকে উক্ত প্রকারে স্তব

করিয়া ভক্তি সহকারে প্রণত হইয়া বলিলেন,

—হে মহাদেব! তোমার প্রসাদে যেন

আমার তপস্বী করিত না হয়। পরে দেব

মহাদেব প্রহৃষ্টাত্মকরণে সেই ব্রহ্মর্ষিকে

বলিলেন,—হিৎ! আমার প্রসাদে তোমার

তপস্বী সহস্রধা বর্জিত হউক। হে মহায়ুনে!

আর আমি তোমার সঙ্গ এই আশ্রমও বাস

করিব। সপ্তসারস্বতে স্নান করিয়া যাওয়া

আমার পূজা করিবে, তাহাদের ইহলোকে

বা পরলোকে কোন স্থানেই কিছুমাত্র দুর্লভ

থাকিবে না। অতএব লোক সারস্বত তীর্থে

ততঃশোনসং গচ্ছেজিহ্ব লোকেশু বিজ্ঞতম্ ।
 যত্র ব্রহ্মাদিত্যো দেবা স্বয়ম্শচ উপাধনাঃ ॥ ২৫
 কার্তিকেশ্বরঃ ভগবাং হ্রিস্ক্যং কিল ভারত ।
 সান্নিধ্যমকুরোস্তত্র ভার্গবপ্রিয়কামায়া ॥ ২৬
 কপালমোচনঃ তীর্থং সৰ্বপাপপ্রণাশনম্ ।
 তত্র স্নাত্বা নরব্যাভ্র সৰ্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২৭
 অগ্নিতীর্থং ততো গচ্ছেৎ স্নাত্বা চ ভরতর্ষভ ।
 অগ্নিলোকমবাপ্নোতি কুলশৈব সমুদরেৎ ॥ ২৮
 বিখ্যামিত্যস্ত তত্রৈব তীর্থং ভরতসন্তম ।
 তত্র স্নাত্বা মহারাজ ব্রাহ্মণ্যভিজায়তে ॥ ২৯
 ব্রহ্মযোনিং সমাসাদ্য গুচিঃ প্রয়তমানসঃ ।
 তত্র স্নাত্বা নরব্যাভ্র ব্রহ্মলোকং প্রপদ্যতে ৩০
 পুনাত্যাসপ্তমশৈব কুলং নান্দ্যত্র সংশ : ॥ ৩১
 ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র তীর্থং ত্রৈলোক্য-
 বিজ্ঞানম্ ।
 পৃথ্বদকমিতি খ্যাতং কার্তিকেশ্বরং বৈ নৃপ ॥ ৩২

যাইবে। উহা যে সকল গুণ বীৰ্ত্তন করা
 হইল, ইহাতে কিছু মাত্র সংশয় নাই। মহা-
 দেব এই বলিয়া সেইখানেই অজ্ঞহিত হই-
 লেন। হে ভারত। তার পর ত্রিলোক-
 বিখ্যাত ঔশনস তীর্থে যাইবে; যেখানে
 ব্রহ্মদি দেবগণ, তপাধন স্বয়িগণ ও ভগ-
 বান্ কার্তিকেশ্ব, ইহার ভার্গবের প্রিয় কাম-
 নায় ব্রহ্মলোকে ঐ তীর্থে সান্নিধ্য করিয়া
 থাকেন। নরব্যাভ্র। কপালমোচন তীর্থ
 সৰ্বপাপপ্রণাশন। তথায় স্নান করিয়া সৰ্ব-
 পাপমুক্ত হইতে মুক্ত হয়। হে ভরতর্ষভ! তার
 পর অগ্নিতীর্থে যাইবে। সেখানে স্নান
 করিয়া অগ্নিলোক প্রাপ্ত হয় এবং কুল উদ্ধার
 করিতে পারে। ভরতসন্তম! সেইখানেই
 বিখ্যামিত্যেব তীর্থ আছে। মহারাজ! তথায়
 স্নান করিলে ব্রাহ্মণ্য জন্মে গুচি ও প্রয়ত-
 মানস মানব ব্রহ্মযোনি তীর্থে যাইবে। নর-
 ব্যাভ্র। সেখানে স্নান করিলে ব্রহ্মলোক
 প্রাপ্ত হয় এবং আসপ্তম কুল পবিত্র করে।
 ইহাতে সংশয় নাই। ২১—৩১। রাজেন্দ্র!
 তার পর ত্রৈলোক্যবিজ্ঞাত পৃথ্বদক নামে

জ্যোতির্দৈকং কুর্য্যত পিতৃদেবার্চনে রতঃ ॥
 অজ্ঞানাজ্ঞানচো বাপি হ্রিষা বা পুরুষেণ বা
 যৎকিঞ্চিদন্তং কর্ম কৃতং মাহুযবৃদ্ধিণা ॥ ৩৩
 তৎ সৰ্বং নশ্ততে তত্র স্নাতমাত্মন ভারত ।
 অশ্বমেধকলকাপি লভতে স্বর্গমেব চ ॥ ৩৪
 পুণ্যামাতঃ কুরুক্ষেত্রং কুরুক্ষেত্রং সরসতীম্ ।
 সরসত্যাশ্চ তীর্থানি তীর্থৈশ্চ পৃথ্বদকম্ ॥ ৩৫
 উভমে সৰ্বতীর্থানাং যন্ত্যাজেদানন্দমুদম্ ।
 পৃথ্বদকে জপ্যপনো নৈব সংসরণং লভেৎ ॥ ৩৬
 গীতং সনৎকুমারেণ ব্যাসেন চ মহামুনা ।
 বেদে চ নিয়তং রাজরতিগচ্ছেৎ পৃথ্বদকম্ ॥ ৩৭
 পৃথ্বদকং পুণ্যতমং নাত্তীর্থং নরোত্তম ।
 এতন্মোহাৎ পবিত্রঞ্চ পাবনঞ্চ ন সংশয়ঃ ॥ ৩৮
 তত্র স্নাত্বা দিবং যাস্তি অপি পাপকতো জনাঃ
 পৃথ্বদকে নরশ্রেষ্ঠ প্রাহরেবং মনীরিণিঃ ॥ ৩৯
 মধুপুত্রস্ত তত্রৈব তীর্থং ভরতসন্তম ।
 তত্র স্নাত্বা নরো রাজন গোসংস্রকলং লভেৎ
 ততো গচ্ছেন্নরশ্রেষ্ঠ তীর্থং দিব্যং যথাক্রমম্ ॥

খ্যাত কার্তিকেশ্বরের তীর্থে যাইবে। নৃপ!
 তথায় স্নান করিয়া পিতৃদেবার্চনে রত
 হইবে। হ্রী বা পুরুষ, অজ্ঞানে অথবা
 জ্ঞানতঃ মাহুযবৃদ্ধিতে যে কিছু অন্তত কর্ম
 করে, সে সমস্তই তথায় স্নান করা মাত্র নষ্ট
 হয়; আর অশ্বমেধ-কল লাভ করিয়া স্বর্গ
 ভোগ করে। মনীরিগণ বলিয়াছেন—
 কুরুক্ষেত্র পুণ্য, কুরুক্ষেত্র অপেক্ষাও সর-
 সতী পুণ্য, সরসতী অপেক্ষাও তীর্থ সকল
 পুণ্য আর তীর্থ সকল অপেক্ষাও পৃথ্বদক
 তীর্থ পুণ্য। নরোত্তম! পৃথ্বদক অপেক্ষা
 পুণ্যতর আর কোন তীর্থ নাই। এই তীর্থ
 মধ্যে, পবিত্র ও পাপনাশক। ইহাতে
 সংশয় নাই। নরশ্রেষ্ঠ! সেখানে স্নান
 করিয়া পাপকারী নরগণও স্বর্গে গমন করে।
 মনীরিগণ এইরূপ বাণী থাকেন। ভরত-
 সন্তম! সেখানেই, মধুপুত্র তীর্থ আছে।
 রাজন! সেখানে স্নান করিয়া নর গোসংস্রের
 কল লাভ করে। নরশ্রেষ্ঠ! তার পর যথা-

‘সরসত্যাক্রণায়াক্ সঙ্গমং লোকবিশ্ৰুতম্ ॥’ ৪১
 ত্রিরাত্রোপোষিতঃ স্নানো মৃত্যুতে ব্রহ্মহত্যা
 অগ্নিষ্টোম ত্রিরাত্রাভ্যাং ফলকৈব সমমুতে ।
 পুনাত্যাসপ্তমকৈঃ কুলং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৩
 অকৌণ্ড তত্রৈব তীর্থং কুরুকুলোদ্বহ ।
 বিপ্রাণামমুকম্পার্থং দর্ভিণা নির্মিতং পূৰ্ব ॥ ৪৪
 ব্রতোপনয়নান্ত্যাকাপ্যাপবাসেন বা দ্বিজঃ ।
 ক্রিয়ামদৈশ্চ সংযুক্তো ব্রাহ্মণঃ স্থানং সংশয়ঃ ॥ ৪৫
 ক্রিয়ামম্ভবিত্বনোহপি তত্র স্নানো নরবর্ত ।
 চৌণব্রতো ভবেদ্বিপ্রো দৃষ্টমেতৎ পুরাতনম্ ॥
 সমুদ্রাশ্চ পি চত্বারঃ সমানীতাশ্চ দর্ভিণা ।
 তত্র স্নানো নরবাস্ত্র ন তুর্গতিমবাণুয়াৎ ॥ ৪৭
 কলানি গোসহস্রাণাং চতুর্ণাং বিন্দতে চ সং ॥
 ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র তীর্থং শতসহস্রকম্ ।
 সাহস্রকঞ্চ তত্রৈব হে তীর্থো লোকবিশ্ৰুতে ॥ ৪৯
 উভয়োহি নরঃ স্নানো গোসহস্রকং লভেৎ ॥

ক্রমে দেবী সরস্বতী ও অকারণ লোকবিশ্রুত
 সঙ্গম তীর্থে যাইবে । সেখানে ত্রিরাত্র উপবাস
 করিলে ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হওয়া যায় ।
 সে অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্র যজ্ঞের ফলভোগ
 কবে; আর আসপ্তম কুল পবিত্র কবে,
 ইহাতে সংশয় নাই। ৩২—৪৩। কুরুদ্বহ!
 সেই স্থলেই অবকৌণ্ড তীর্থ আছে। পূবা-
 কালে বিপ্রগণের দ্বিত কামনায় দর্ভি খসি
 উহা নির্মাণ করিয়াছেন। ক্রিয়া ও মন্ত্রাদি
 সংযুক্ত দ্বিজগণ সেখানে ব্রত, উপনয়ন ও
 উপবাস করিলে ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন হয়।
 ইহাতে সংশয় নাই। নরবর্ত! ক্রিয়া-মজ্জ-
 বিহীন ব্যক্তিও সেখানে স্নান করিয়া ব্রত
 আচরণ করিলে বিপ্র হয়; পুরাতন ঋষিগণ
 ইহা দেখিয়াছেন। সমুদ্রচতুষ্টয়ও দর্ভি
 কর্তৃক তথায় সমানীত হইয়াছিল। নর-
 ব্যাহ! সেখানে স্নান করিলে তুর্গত পায়
 না; আর চারিটা গোসহস্রের ফলও লাভ
 করিতে পারে। রাজেন্দ্র! তার পর শত-
 সহস্রক তীর্থে যাইবে; তথায় সহস্রক তীর্থও
 আছে। এই দুইটা তীর্থ লোকবিশ্রুত।

‘দানং বাপ্যাপবাসো বা সহস্রগুণিতো ভবেৎ ॥
 ব্রতো গচ্ছেত রাজেন্দ্র রেণুকাভীর্ষমুত্তমম্ ॥
 তত্রোভ্যেষকং কুরুত পিতৃদেবকর্চনে ব্রতঃ ।
 সর্গপাশবিশুদ্ধাত্মা অগ্নিষ্টোমকলং লভেৎ ॥ ৫২
 বিমোচন উপাস্ত্র জিতমহ্যাজিতেশ্বরঃ ।
 প্রতিগ্রহকৃতৈঃ পাপৈঃ সর্গৈঃ সম্প্রিয়চ্যুতে ॥
 ততঃ পঞ্চবটং গতা ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
 পুণ্যেন মহতা যুক্তঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৫৪
 যত্র যোগেশ্বরঃ স্থাপ্তঃ স্বয়মেধ বৃষধ্বজঃ ।
 তমর্চয়িত্ব দেবেশং গমনাদেব সিধ্যতি ॥ ৫৫
 তৈজসং বাকুণং তীর্থং দীপ্যতে যেন তেজসা
 যত্র ব্রহ্মাদিত্রিদেবৈশ্চাখিভিঃ তপোধনৈঃ ॥
 সৈনাপতো চ দেবানামভিষিক্তো গুহস্তদা ॥ ৫৬
 তৈজসস্ত তু পূর্বেণ কুরুতীর্থং কুরুদ্বহ ॥ ৫৭
 কুরুতীর্থে নরঃ স্নানো ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
 সর্গপাশবিশুদ্ধাত্মা কুরুলোকে প্রপদ্যতে ॥ ৫৮

নর উক্ত উভয় তীর্থে স্নান করিয়া গো-
 সহস্রের ফল লাভ করে। তথায় দান বা
 উপবাস সহস্রগুণিত হয়। রাজেন্দ্র! তার
 পর উত্তম রেণুকাভীর্থে যাইবে। সেখানে
 স্নান করিলে, পিতৃ-দেবকর্চনে ব্রত হইবে।
 এরূপ করিলে সে ব্যক্তি সর্গপাশবিশুদ্ধাত্মা
 হইয়া অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করিলে।
 জিতমহ্য (ক্রোধহীন) ও জিতেন্দ্রি হইয়া
 বিমোচন তীর্থে স্নান করিলে প্রতিগ্রহ-
 জনিত সমস্ত পাপ মুক্ত হওয়া যায়। তার
 পর পঞ্চবট তীর্থে যাইয়া ব্রহ্মচারী এবং
 জিতেন্দ্রিয় হইলে মহাপুণ্যে যুক্ত হইয়া
 স্বর্গলোকে সম্মানিত হয়। যেখানে যোগেশ্বর
 স্থাপ্ত বৃষধ্বজ স্বয়ং অবস্থিত, সেখানে কেবল-
 মাত্র গমন ও তাঁহাকে অর্চনা করিলেই
 সিদ্ধ হয়। তৈজস বাকুণ তীর্থ স্নায় তেজে
 দীপ্যমান। এই স্থানে ব্রহ্মাদি দেবগণ
 ও তপোধন ঋষিগণ দেবতাদিগের সৈন্য-
 পতি পদে গুহ্যক অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।
 কুরুদ্বহ! তৈজস তীর্থে পূর্বেদিকে কুরুতীর্থ।
 ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয় নর কুরুতীর্থে স্নান

স্বর্গদ্বার ততো গচ্ছন্নিত্যতো নিয়তাননঃ ।
 অগিষ্টোমমবাপ্নোতি ব্রহ্মলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥৫১
 ততো গচ্ছন্ননরকং তীর্থসেবী নরাধিপ ।
 তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ন তুর্গতিমবাণুয়াৎ ॥ ৬০
 তত্র ব্রহ্মা স্বয়ং নিত্যং দেবৈঃ সহ মহীপতে ।
 অথ্যাস্তে পুরুষব্যাঘ্র নারায়ণ পুরোগমৈঃ ॥৬১
 সান্নিধ্যাক্ষেব রাজেন্দ্র ক্রদ্রবেদ্যাং কুরুহঃ ।
 অভিগম্য তু তান্ দেবান্ ন তুর্গ তমবাণুয়াৎ ॥
 তত্রৈব চ মহারাজ বিধেঃশ্রমুমাপতিয্ম ।
 অভিগম্য মহাদেবং যুষ্যতে সন্নিকিষিবেঃ ॥৬৩
 নারায়ণকৃতাভিগম্য পদ্মনাভম'রন্দম ।
 শোভমানো মহারাজ বিবুলোসং প্রপদ্যতে ॥
 তীর্থেষু সর্কদেবানাং স্নাতমাত্রো নর ধিপ ।
 সর্বহুঃখপরিত্যক্তো দ্যোততে শিববৎ সদা ॥
 তৎস্বস্থিপুরং গচ্ছন্তীর্থসেবী নরাধিপ ।
 পাবনং তীর্থমাসাদ্য তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ ॥

করিলে সর্বপাপ বশুদ্ধাত্মা হইয়া ক্রদ্রলোক
 প্রাপ্ত হয়। তার পর নিয়ত ও নিয়তানন
 হইয়া স্বর্গদ্বার তীর্থে যাইবে। সেখানে
 অগিষ্টোমের ফল প্রাপ্ত হয় এবং ব্রহ্মলোকে
 গমন করে। নরাধিপ! তাব পর তীর্থসেবী
 নর—অনরক তীর্থে যাইবে। রাজন্!
 সেখানে স্নান করিলে তুর্গতি প্রাপ্ত হয় না।
 হে পুরুষব্যাঘ্র মহীপতে! সেখানে ব্রহ্মা
 স্বয়ং নারায়ণপুরোগম দেবগণ সহ নিত্য
 অধিষ্ঠিত আছেন। কুরুহঃ। ক্রদ্রবেদীতে
 দেবীর সদা সান্নিধ্য রহিয়াছে। সেই দেবীর
 অভিগমন (যথোচিত পূজাদি) করিলে
 তুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। মহারাজ! সেখানেই
 উমাপতি বিধেঃশ্রমের যথোচিত অর্চনা
 করিলে সর্বপাপে মুক্ত হওয়া যায় ১৪৪—৬৩।
 অরিন্দম মহারাজ! পদ্মনাভ নারায়ণের
 অভিগমনপূর্বক যথোচিত পূজা করিলে
 শোভমান হইয়া বিবুলোক প্রাপ্ত হয়।
 নরাধিপ! নর সর্কদেব তীর্থে স্নান করা
 মাত্র সর্বহুঃখে পরিত্যক্ত হয়; শিববৎ
 সদা দ্র্যাত বিস্তার করে। নরাধিপ! তীর্থসেবী

অগিষ্টোমী ব্রহ্ম কলমাপ্নোতি ভারত ।
 গঙ্গাভ্রদশ তত্রৈব কৃপক ভরতর্ভত ॥ ৬৭
 তিশঃ কোট্যন্ত তীর্থানাং তান্ন কৃপে
 : হীপতে ।
 তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ন ব্রহ্মলোকং প্রপদ্যতে
 আপগায়াং নরঃ স্নাত্বা অর্চন্যৈব মহেশ্বরম্ ।
 গতিং পরামবাপ্নোতি কুলকৈব সমুদ্বরেৎ ॥৬৯
 ততঃ স্বাগৃবটং গচ্ছন্তিষু লোকেষু বিষ্ণতম্ ।
 তত্র স্নাত্বা স্থিতো বাত্রিঃ ক্রদ্রলোকমবাণুয়াৎ
 বদরীণাং বনং গচ্ছন্তিস্ত্রাশ্রমং ততঃ ।
 বদরী ভক্ষ্যেৎ যত্র জিরাজ্রোপোষিতৈর্নরৈঃ ॥
 সম্যগ্হাদশবর্ষানি বদরীঃ ভ য়েভু যঃ ।
 জিরাজ্রোপোষিতৈ'চব ভবেভুলো নরাধিপ ॥
 ইন্দ্রমার্গং সমাসাদ্য তীর্থসেবী নবাধিপ ॥৭২
 অহোরাত্রোপবাসেন স্বর্গলোকে মহীযতে ॥
 একরাত্রং সমাসাদ্য একরাত্রোষিতো নরঃ ।

নর তর পর অস্থিপুয়ে গমন করিবে।
 পাবন তীর্থে যাইয়া পিতৃদেবতাদিগের
 তর্পণ করিবে। ভরত! সে অগিষ্টোম
 যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। ভরতর্ভত! সেখা-
 নেই গঙ্গাভ্রদ ও কৃপ তীর্থ আছে। মহা-
 পতে! তিন কোটি তীর্থ সেই কৃপে বর্তমান।
 রাজন্। নর সেখানে স্নান করিয়া ব্রহ্মলোক
 প্রাপ্ত হয়। আপগা তীর্থে স্নান করিয়া
 মহেশ্বরকে অর্চনা করিলে পরা গতি প্রাপ্ত
 হয় এবং কুল উদ্ধার বশিতে পারে। তার
 পর তিনলোকে বিখ্যাত স্বাগৃবট তীর্থে
 যাইবে। সেখানে স্নান করিয়া একরাত্রি
 বাস করিলে ক্রদ্রলোক প্রাপ্ত হয়। তার
 পর যে স্থানে তিন রাত্রি উপবাসপূর্বক
 বদরী ভক্ষণ করিতে হয়, বিশিষ্টের আশ্রম
 সেই বদরাবনে যাইবে। নরাধিপ! যে
 ব্যক্তি সম্যক্ হাদশবর্ষ বদরী ভক্ষণ করে;
 আর যে তথায় জিরা জ্র উপবাস করে,
 তাহার উভয়ে তুল্য। নরাধিপ! তীর্থসেবী
 মানব ইন্দ্রমার্গ তীর্থে যাইয়া অহোরাত্র
 উপবাস আরা স্বর্গলোকে সম্মানিত হয়।

নিয়তঃ সত্যবাদী চ ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥৭৪
তথা গচ্ছত রাজেন্দ্র তীর্থে ত্রৈলোক্যবিশ্ৰুতম্
আদিত্যশ্রমো যত্র তেজোরার্শের্বাহ্মনঃ ॥
তস্মিন্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা পূজয়িত্বা বিভাবনু ॥
অদিত্যালোকঃ ব্রজতি কুলকৈব সমুদয়েৎ ॥৭৬
সোমতীর্থে নরঃ স্নাত্বা তীর্থে সৌ কুরুষহ ॥
সোমলোকমবাপ্নোতি নরো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥
ততো গচ্ছত ধর্মজ্ঞ দধীচন্ত নরাধিপ ॥
তীর্থে পুণ্যতমং রাজন পাবনং লোকবিশ্ৰুতম্
যত্র সারস্বতো জাতঃ সিদ্ধিরাই তপসো নিধিঃ
তস্মিন্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা বাজপেয়কলং লভেৎ
সারস্বতীং গতিকৈব লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥
ততঃ কস্তাজ্ঞমং গম্য নিয়তো ব্রহ্মচর্যয়া ॥৮০
ত্রিরাত্রমুষিতো রাজমুপবাসপরায়ণঃ ॥
লভেৎকস্তাশতং দিব্যং ব্রহ্মলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥
ততো গচ্ছত ধর্মজ্ঞ তীর্থে সন্নহিতার্মপ ॥৮২

একরাত্র তীর্থে যাইয়া সংযত ও সত্যবাদী
নর একরাত্র মাত্র বাস করিলেই ব্রহ্মলোকে
সন্মানিত হইতে পারে ॥ ৬৪—৭৪ ॥
রাজেন্দ্র! তেজোরার্শি মহাত্মা আদিত্যের
ষেখানে আশ্রম, সেই ত্রৈলোক্যবিশ্রুত তীর্থে
যাইবে। নর সেই তীর্থে স্নানপূরক বিভাবনু
আদিত্যকে পূজা করিলে আদিত্যালোকে
গমন করে এবং কুল উদ্ধার করিতে পারে ॥
কুরুষহ! তীর্থসেবী নর সোমতীর্থে স্নান
করিয়া সোমলোক প্রাপ্ত হয়। ইহাতে সংশয়
নাই। হে ধর্মজ্ঞ নরাধিপ! তার পর মহাত্মা
দধীচ মুনির লোকবিশ্রুত পুণ্যতম পাবন
তীর্থে যাইবে। ঐ স্থানে তপোনিধি সার-
স্বত সিদ্ধিগণের রাজা হইয়াছিলেন। নর
সে তীর্থে স্নান করিলে বাজপেয় যজ্ঞের কল
লাভ করে; আর সারস্বতী গতিও প্রাপ্ত
হয়; সন্দেহ নাই। রাজন! নিয়ত ও ব্রহ্ম-
চর্যমবধিত নর তার পর কস্তাজ্ঞমং খাইবে।
সেখানে উপবাসপরায়ণ হইয়া ত্রিরাত্র বাস
করিলে দিব্য শত কস্তা লাভ করে এবং ব্রহ্ম
লোক প্রাপ্ত হয়। ধর্মজ্ঞ! তারপর সন্নহিতা

যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ॥
মাসি মাসি সমেয্যন্তি পুণ্যেন মহতাধিতাঃ ॥৮৩
সন্নহিতায় যুগপ্তমুত্তমং রাহগ্রস্তে দিবাকরে ॥
অবমেধশতং তেন ইষ্টং ভবতি শার্খিতম্ ॥৮৪
পৃথব্যাং যানি তীর্থানি অন্তরিক্ষচরাণি চ ॥
উদপানান্ত কৃপান্ত পুণ্যান্তারতনানি চ ॥৮৫
নিঃসংশয়মাবান্তাং সমেয্যন্তি নরাধিপ ॥
মাসি মাসি নরব্যাক্ত সন্নহিতায়াং জনেশ্বর ॥৮৬
তীর্থসন্নয়নাদেব সন্নহিতা ভুবি বিশ্রুতা ॥
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥৮৭
অমাবান্তাং তথা চৈব পাতকান্তে দিবাকরে ॥
যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে মর্ত্যাস্তস্ত পুণ্যকলং শৃণু ॥৮৮
অবমেধসহস্রস্ত সমাগিষ্টম্ যৎকলম্ ॥
নাত এব তদাপ্নোতি কৃদা শ্রাদ্ধক মাংসং ॥৮৯
যৎকিঞ্চিদুদ্বৃত্তং ওষ্ম হিমা বা পুরুষস্ত বা ॥
স্নাতমাত্রস্ত তৎসকলং নস্তাত নাত্র সংশয়ঃ ॥৯০
পদ্মবর্ণেন যানেন ব্রহ্মলোকং গচ্ছতি ॥৯১

তীর্থে যাইবে। তথায় ব্রহ্মাদি দেবগণ ও
তপোধন ঋষিগণ মাসে মাসে আসিয়া মহা-
পুণ্যে অধিত হইয়া থাকেন। যে নর দিবা-
কর রাহগ্রস্ত হইলে স্নানাদি করে, তৎকর্তৃক
ব্রহ্মলোক প্রদ শত অবমেধ যজ্ঞ অন্তর্গত
হয়। ৭৫—৮৪। হে নরাধিপ! পৃথবীতে
যে সকল অন্তরিক্ষচর তীর্থ, কুপ, হ্রদ ও পুণ্য
আস্রতনাদি আছে, হে জনাধিপ! তাহারা
সকলেই মাসে মাসে অমাবস্তা দিনে সেই
সন্নহিতায় সমাগত হয়। সকল তীর্থ সন্নহিতা
হয় বলিয়াই এই তীর্থ সন্নহিতা নামে ভূতলে
বিশ্রুত। তথায় স্নান পান করিলে স্বর্গলোকে
সন্মানিত হয়। যে মর্ত্য অমাবস্তা দিনে
এবং দিবাকর রাহগ্রস্ত হইলে তথায় শ্রাদ্ধ
করে, তাহার পুণ্যকল শুন। যথার্থি
সহস্র অবমেধ যজ্ঞ করিলে যে কল হয়,
মানব সেখানে স্নান ও শ্রাদ্ধ করিয়া সেই কল
পায়। স্ত্রী বা পুরুষ যে কোন্ দ্রব্য কৰ্ম্মই
করুক না কেন, স্নান মাত্র করিলেই সে সমস্ত
নষ্ট হয়, ইহাতে সংশয় নাই। সে পদ্মবর্ণ

অভিবাধ্য ততো গন্ধা ধারপালং মচক্রুৰ্ভব ।
 গন্ধাভদ্রশ্চ তদৈব তীৰ্ধং ভবতসন্তম ॥ ১২
 তত্র স্মারীত ধৰ্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মচারী সমাহিতঃ ।
 রাজস্বয়ম্বেদাভ্যাং কলং বিন্দতি মানবঃ ॥
 • পৃথিব্যাং নৈৰ্ব্বিৎ পুণ্যমন্তরিকে চ পুৰুষব ।
 জ্ঞাপ্যামি লোকানাং কুরুক্ষেত্রং বিশিষ্যতে ॥
 পাংশবোহপি কুরুক্ষেত্রে বায়ুনাতিসমীরিতাঃ
 অপি দ্রুতকৰ্ম্মণঃ নয়ন্তি পরমাং গতিম্ ॥ ১৫
 দক্ষিণেন সরস্বত্যা উত্তরেণ সরস্বতীম্ ।
 যে বসন্তি কুরুক্ষেত্রে তে বসন্তি ত্রিবিষ্টপে ॥
 • কুরুক্ষেত্রং গমিষ্যামি কুরুক্ষেত্রে বসাম্যহম্ ।
 অপ্যেব বাসুদেবজ্য স্বৰ্গলোকে মহীয়তে ॥
 ব্রাহ্মবেদ্যাং কুরুক্ষেত্রং পুণ্যং ব্রাহ্মসেবিতম্
 তস্মিন্ বসন্তি যে রাজান তে শোচ্যাঃ কথঞ্চন
 • তরুণকারণকয়োদশতরুঃ,
 রামভদ্রানাকং মচক্রুৰ্ভবস্ত চ ।

যাচিন্ আরো গপুৰ্ব্বক ব্রাহ্মলোকে গমন
 করে। অনন্তর ধারপাল মচক্রুৰ্ভব তীৰ্ধে
 যাইয়া অভিবাধন করিবে। ভবতসন্তম!
 সেখানেই গন্ধাভদ্র তীৰ্ধ বিরাজিত। হে
 ধৰ্ম্মজ্ঞ! মানব ব্রাহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া
 সেখানেই কলি লোকে রাজস্বয় ও অশ্বমেধ
 যজ্ঞের ফল লাভ করে। ৮৫—১০। নিম্ন
 তীৰ্ধ পৃথিবীতে পুণ্য, পুৰুষ তীৰ্ধ অন্তরিকে ও
 পুণ্য; তিন লোকে কুরুক্ষেত্রই বিশিষ্ট
 পুণ্য তীৰ্ধ। কুরুক্ষেত্রের বায়ু-সমীরিত
 পাংশব সকলও দ্রুতকৰ্ম্ম। মানবকে পরমাগতি
 প্রাপ্ত করায়। সরস্বতীর দক্ষিণে ও উত্তরে
 স্থিত কুরুক্ষেত্রে যাহারা বাস করে, তাহারা
 স্বৰ্গ লোকেই বাস করে। “আমিও কুরু-
 ক্ষেত্রে যাইব, কুরুক্ষেত্রে বাস করিব,” এই
 রূপ বাক্য প্রয়োগ করিলেও স্বৰ্গলোকে সম্ভা-
 নিত হয়। ব্রাহ্মবেদীতে অবস্থিত কুরুক্ষেত্র
 ব্রাহ্মসেবিত পুণ্য তীৰ্ধ; রাজান! সেখানে
 যাহারা বাস করে তাহারা কখনই কোনরূপে
 শোচ্য হয় না। তরুণ ও অরুণক এবং
 রামভদ্র ও মচক্রুৰ্ভব, ইহাদ্বিগের স্বৰ্গ-

এতৎকুরুক্ষেত্রসমস্তপঞ্চকং,
 পিতামহস্তোত্রবৈদিকচ্যুতে ॥ ১১
 ইতি ত্রিপায়ে স্বৰ্গযজ্ঞে তীৰ্ধকীৰ্ত্তনে
 জয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

ততো গচ্ছত ধৰ্ম্মজ্ঞ ধৰ্ম্মতীৰ্ধং পুরাতনম্ ।
 যত্র ধৰ্ম্মো মহাভাগন্তপ্তবাহুস্তমঃ তপঃ ॥ ১
 তেন তীৰ্ধং কৃতং পুণ্যং স্মেন নার্য চ চিহ্নিতম্
 তত্র স্মারা নরো রাজন্ ধৰ্ম্মশীলঃ সমাহিতঃ ॥ ২
 আসন্তমং কুলকৈব পুনীতে নাত্র সংশয়ঃ ।
 ততো গচ্ছত ধৰ্ম্মজ্ঞঃ কলাপবনমুত্তমম্ ॥ ৩
 কুরুক্ষেত্র মহতা গন্ধা তত্র স্মারা সমাহিতঃ ।
 অগ্নিষ্টোমবাপ্নোতি বিষ্ণুলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৪
 সৌগন্ধিকং বনং রাজন্ততো গচ্ছত মানবঃ ।

বস্তী ভূতগুণ কুরুক্ষেত্র,—সমস্তপঞ্চক নামে
 প্রসিদ্ধ। উহা পিতামহের উত্তর বেদী বলিয়া
 কথিত হয় ॥ ১৪—২২ ॥

জয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্দশ অধ্যায় ।

নারদ বলিলেন,—হে ধৰ্ম্মজ্ঞ! তার
 পর মহাভাগ, ধৰ্ম্ম বেখানে উত্তম তপস্বী
 করিয়াছিলেন, সেই পুরাতন ধৰ্ম্মতীৰ্ধে
 যাইবে। ধৰ্ম্ম নিজ নামে চিহ্নিত এই পুণ্য
 তীৰ্ধ নির্মাণ করেন। রাজান! ধৰ্ম্মশীল
 সমাহিত মানব তথায় স্নান করিয়া আসন্তম
 কুল পবিত্র করে; ইহাতে সংশয় নাই।
 অনন্তর ধৰ্ম্মজ্ঞ নর উত্তম কলাপবন তীৰ্ধে
 যাইবে। মহাকষ্টে সেই স্থানে যাইয়া সমা-
 হিত ভাবে তথায় স্নান করিলে অগ্নিষ্টোম
 যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় এবং বিষ্ণুলোকে
 গমন করে। রাজান! তার পর বেখানে

যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা ঋষয়শ্চ তপোধর্ম্যঃ ॥ ৫
 সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বাঃ কিরীটঃ সমহোরগাঃ ।
 তখনঃ প্রবিশন্তেব সর্ষপাশৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৬
 ততো হি সা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা নদীনাযুতমা নদী ।
 প্রকাশদেবী সূতা রাজস্বহাপুণ্যা সরস্বতী ॥ ৭
 তত্রাভিষেকং কুর্বীত বল্লীকান্নিসৃত জলে ।
 অর্চয়িত্বা পিতৃন দেবানঞ্চমেধকলং লভেৎ ॥ ৮
 ঈশানাযুযিতং নাম তত্র তীর্থং সুহর্লভম্ ।
 যদুগুণং যাতি পাতেষু বল্লীকাদিহি নিশ্চয়ঃ ॥ ৯
 কপিলানাম্ সহস্রঞ্চ বাজিমেষধং বিন্দতি ।
 তত্র স্নানান্ন নরব্যাঘ্র দৃষ্টমেতৎপুরাতনৈঃ ॥ ১০
 সুগন্ধাং শতকুস্তীঞ্চ পঞ্চযজ্ঞঞ্চ ভারত ।
 অভিজয়া নরশ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ১১
 ত্রিশূলপাতং তত্রৈব তীর্থমাসাদ্য দুহ্লভম্ ।
 তত্রাভিষেকং কুর্বীত পিতৃদেবার্চনে রতঃ ।
 গাণপত্যঞ্চ লভতে দেহং ত্যক্তা ন সংশয়ঃ ॥ ১২

ব্রহ্মাদি দেবগণ, তপোধন ঋষিগণ ও
 মহোরগাদিগণ সহ সিদ্ধ-চারণ-গন্ধর্ব্বগণ
 যাইয়া থাকেন, মানব সেই সৌগন্ধিক বনে
 যাইবে। সেখানে প্রবেশ মাত্রেই সরপাপে
 মুক্ত হওয়া যায়। রাজন! তার পর নদী
 সকলের উত্তমা মহাপুণ্যা সরস্বতী যে স্থলে
 সরিচ্ছ্রেষ্ঠা প্রকাশদেবী নামে খ্যাত হইয়া-
 ছেন, তথায় যাইয়া বল্লীকান্নিসৃত জলে
 স্নানপূর্ব্বক পিতৃগণ ও দেবগণের অর্চনা
 করিলে অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয়।
 সেখানে ঈশানাযুযিত নামে সুহর্লভ তীর্থ
 আছে, তথায় বল্লীক হইতে পতিত হইলে
 (ভূগুপাত অপেক্ষা) ছয়গুণ অধিক ফল
 লাভ হয়। ইহা নিশ্চিত। আর সহস্র
 কপিলাদানের এবং অশ্বমেধের ফলও প্রাপ্ত
 হয়; ইহা পুরাতনগণ দেখিয়াছেন। ১—১০।
 যে নরশ্রেষ্ঠ ভারত! সুগন্ধা, শতকুস্তা ও
 পঞ্চযজ্ঞ তীর্থে যাইলে, স্বর্গলোকে সম্মানিত
 হয়। যেখানে হর্লভ ত্রিশূলপাত তীর্থ আছে,
 তথায় স্নানপূর্ব্বক পিতৃ-দেবার্চনে রত হইলে
 দেহত্যাগান্তে গাণপত্য প্রাপ্ত হয়; সংশয়

ততো রাজগৃহং গচ্ছেদেব্যাঃ স্থানং সুহর্লভম্
 শাকন্তরীতি বিখ্যাতা ত্রিষু লোকেষু বিজ্ঞতা ॥
 দিব্যং বর্ষসহস্রং হি শত্বেন কিল ভারত ।
 আহারং সা কৃতবন্তী মাসি মাসু নরাধিপ ॥ ১৩
 ঋষমোহিত্যাগতস্তজ্ঞ দেব্যা ভক্তান্তপোধনঃ
 আতিথ্যঞ্চ কৃতং তেষাং শাকেন কিল ভারত
 ততঃ শাকন্তরীত্যেবং নাম তস্তাঃ প্রতিষ্ঠিতম্
 শাকন্তরীং সমাসাদ্য ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ।
 ত্রিরাত্রমুযিতা শাকং ভক্ষয়েদ্বিধতঃ শুচিঃ ॥ ১৭
 শাকাহারস্ত যৎসম্যগুবর্ষেষ্বাদশভিঃ ফলম্ ।
 তৎফলং তস্ত ভবতি দেব্যাশ্চন্দ্রেন ভারত ॥ ১৮
 ততো গচ্ছেৎ সুবর্ণাখ্যং ত্রিষু লোকেষু বিজ্ঞতম্
 যত্র বিষ্ণুঃ প্রসাদার্থং রুদ্রমাদাধয়ৎ পুরা ॥ ১৯
 বরাংশ্চ সুবহুন লেভে দেবৈরপি সুহর্লভান্ ।
 উক্তশ্চ ত্রিপুরয়েন পরিতুষ্টেন ভারত ॥ ২০
 অপি চায়া প্রিয়তরো লোকে কৃষ্ণ ভবিষ্যতি

নাই। পরে যেখানে তিন লোকে বিজ্ঞতা
 শাকন্তরী দেবী বিরাজিতা, সেই দেবীর স্থান
 সুহর্লভ রাজগৃহ তীর্থে যাইবে। ভারত
 নরাধিপ! প্রসিদ্ধি আছে যে, সেই দেবী
 দিব্য সহস্র বৎসর মাসে মাসে শাকমাত্র
 আহার করিয়াছিলেন। তখন দেবীর ভক্ত
 ঋষিগণ তথায় আগমন করিয়াছিলেন, দেবী
 শাকমাত্র দ্বারা তাঁহাদিগের আত্মিক সম্পা-
 দন করেন। এই জন্তই তাঁহার শাকন্তরী
 নাম প্রতিষ্ঠিত হয়। সংযত ও শুচি মানব
 শাকন্তরী তীর্থে যাইয়া ব্রহ্মচারী ও সমাহিত
 ভাবে তিন রাত্রি বাস করত শাকমাত্র আহার
 করিবে। দ্বাদশ বর্ষ যথাবিধি শাকাহার
 করিলে যে ফল পাওয়া যায়, হে ভারত!
 দেবীর অহুগ্রহে তাহার সেই ফলই লাভ
 হয়। অন্তর ত্রিলোকবিজ্ঞত সুবর্ণাখ্য
 তীর্থে যাইবে। পুরাকালে বিষ্ণু ঐ স্থানে
 প্রসাদ কামনায় রুদ্রের আরাধনা করিয়া-
 ছিলেন; তিনি দেবগুণেরও হর্লভ সুবহু
 বর প্রাপ্ত হন। ভারত! ত্রিপুরারি তাঁহার
 প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিয়াছিলেন,—হে কৃষ্ণ!

ইন্দ্রক জগৎকৃৎসং তবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥২১
তত্রাভিগম্য রাজেন্দ্র পূজয়িষ্য বৃষধ্বজম্ ।
অখমেধমবাপ্নোতি গুণপত্যক বিদতি ॥ ২২
ধুমবতী তন্তুতা গচ্ছেদ্রিরাত্রমুখি তা নরঃ ।
মনসা প্রাথিতান কামান লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥
দেব্যাঙ্ক দক্ষিণার্দ্ধেন বথাবর্ত্তো নবাধিপ ।
তত্রাগত্য তু ধর্ম্মজ্ঞ শ্রদ্ধদানো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
মহাদেবপ্রসাদাচ্ছ গচ্ছেত পরমাং গতিম্ ॥২৪
প্রদক্ষিণমুপাবৃত্য গচ্ছেত ভরতর্ষভ ।
ধারাং নাম মহাপ্রাজ্ঞ সর্বপাপপ্রণাশিনীম্ ॥২৫
তত্র প্রাধ্বজবব্যাঘ্র ন শোচতি নবাধিপ ॥ ২৬
ততো গচ্ছন্নরব্যাঘ্র নমস্কৃত্য মহাগিবিম্ ।
স্বর্গদ্বাংগে তন্তুলাং গঙ্গাধ্বাং ন সংশয়ঃ ॥ ২৭
তত্রাভিষেকং কুব্বীত কোটিতীর্থে সমাহিতঃ ।
লভতে পুণ্ডরীকস্ত কুলকৈব সমুদ্রেণ ॥ ২৮
উষ্যেকাং রজনীং তত্র গোসহস্রফলং লভেৎ

লোকে সকলেরই যেমন আত্মা প্রিয়তম
তজপ এই কৃৎস জগৎ তোমার প্রাতি অমু-
রক্ত হইবে। ইহাতে সংশয় নাই ১১—২১।
রাজেন্দ্র। সেখানে গমনপূরক বৃষধ্বজেব
অর্চনা করিলে অখমেধ যজ্ঞের ফল এবং
গাণপত্য লভ্য করিতে পাবে। পবে ধুম-
বতী তীর্থে যাইবে। নব তথাষ ত্রিবাঞ
বা ক্রিষ্টা মনে মনে পার্থিত্য সংসৃত্য বায়
লভ্য করে। ইহাতে সংশয় নাই। নবাধিপ।
দেবীর দক্ষিণ অংশে বথাবর্ত্ত তীর্থ, হে
ধর্ম্মজ্ঞ। তবয় যাইয়া শ্রদ্ধালু জিতেন্দ্রিয় মানব
মহাদেবের প্রসাদে পরা গতি প্রাপ্ত হই।
হে মহাপ্রাজ্ঞ ভরতর্ষভ। তথা হইতে প্রদ-
ক্ষিণ ভাবে সর্বপাপনাশিনী ধারা তীর্থে
যাইবে। হে নরাধিপ নবব্যাত্র। তথায়
গ্নান করিলে শোক করিতে হয় না। নর-
ব্যাত্র। অনন্তর মহাগিরকে নমস্কার করিবে।
গঙ্গাধ্বা তীর্থে স্বর্গদ্বার তুল্য। তথায় কোটি
তীর্থে সমাহিত ভাবে গ্নানাদি করিতে। পুণ্ড-
রীক যজ্ঞের ফল পায় এবং কুল উদ্ধার
করিতে পারে। তথায় একরজনী বাস

সপ্তগণ্ডে ত্রিগণ্ডে চ শ্রদ্ধাবর্ত্তে চ তর্পয়ন্ ।
দেবান্ পিতৃশ্চ বিধিবৎপুণ্যালোকে মহীয়তে ॥
তঃ কনথলে স্নাত্বা ত্রিবাঞোপোষিতো নরঃ ।
অখমে মচাপ্নেতি স্বর্গলোকক গচ্ছতি ॥ ৩১
কপিলাব স্ত গচ্ছেত তীর্থসেবী নরাধিপ ।
উষ্যেকাং বজনীং তত্র গোসহস্রফলং লভেৎ
নাগরাজস্ত রাজেন্দ্র কপিলস্ত মহাদ্বনঃ ।
তীর্থং কুব্বাশ্রেষ্ট সর্বলোকেষু বিজ্ঞতম্ ॥ ৩৩
তত্রাভিষেকং কুব্বীত নাগতীর্থে নরাধিপ ।
কপিলানাং সহস্রস্ত ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥
ততো ললতিকাং গচ্ছেচ্ছনোত্তীর্থমুত্তমম্ ।
তত্র স্নাত্বা নবো রাজন্ন হর্গতিমবাধুয়াৎ ॥ ৩৫
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র কালন্দীতীর্থমুত্তমম্ ।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ন হর্গতিমবাধুয়াৎ ॥ ৩৬
পুন্ডর তু কুব্বাক্ষেত্রে স্নদ্ধাবর্ত্তে পৃথুদকে ।
আবমুক্তে স্নবর্ণাখ্যে যৎফলং নো নভেদ্রয়ঃ ।
তৎফলং সমবাপ্নোতি যমুনায়াং নরোত্তম ॥৩৭

কবিলে গোসহস্রের ফল লাভ হয়। সপ্তগণ্ড
ত্রিগণ্ড ও শ্রদ্ধাবর্ত্ত তীর্থে বিধিবৎ দেব-
পিতৃগণের তর্পণ করিলে পুণ্যালোকে সম্ভা-
তি হয়। ২২—৩০। তার পর নর কন-
থলে স্নান ব'বয়া ত্রিবাঞ উপবাস করিলে
অখমেধের ফল পায়, স্বর্গলোকেও যা তে
পারে। নবাধিপ। তীর্থসেবী মানব কপিলা-
বট তীর্থে যাইবে। সেখানে এক বজনী বাস
করিয়া গোসহস্রের ফল লাভ করিবে। হে
কুব্ববরশ্রেষ্ঠ রাজেন্দ্র। মহাত্মা নাগরাজ
পিলের তীর্থ সর্বলোকে বিজ্ঞত। নরা-
ধিপ। সেখানে সেই নাগতীর্থে স্নানাদি
করিবে, তাহাতে সে সহস্র কপিলা দানের
ফল পাইবে। তার পর উত্তম ললিতিকা
তীর্থে যাইবে। ইহা শতভূর উত্তম তর্ক।
রাজন্। সেখানে গ্নান করিয়া নর হর্গতি পায়
না। রাজেন্দ্র। তার পর উত্তম কালন্দী
তীর্থে যাইবে। রাজন্ সেখানে গ্নান করি-
য়াও নর হর্গতি পায় না। পুন্ডর, কুব্বাক্ষেত্রে,
স্নদ্ধাবর্ত্ত, পৃথুদক, অবিস্কৃত এবং স্নবর্ণ তীর্থে

‘স্বর্গভোগেহতিরাগো বৈ যেহাং মনসি বর্ততে
যমুনায় বিশেষেণ স্নানদানেন সত্তম ॥ ৩৮
আয়ুরারোগ্যসম্পত্তৌ রূপযৌবনভাণ্ডণে ।
যেহাং মনোরথন্তেষু ন ত্যাগ্যং যামুনং জলম্
যে বিভ্রাত নরকাদেদারিজ্য দ্বেষে জ্ঞসন্তি চ ।
সর্বথা তৈঃ প্রযত্বেন তত্র কার্থ্যং নিমজ্জনম্ ॥
দারিজ্যাপাদোভোগ্যপঙ্কপ্রক্ষালনায় বৈ ।
ঋতে বৈ যামুনং তোয়ং ন চাত্তোহন্তি যুধিষ্ঠির
শ্রদ্ধাহীনানি কর্ম্মাণি মতান্তরকলানং বৈ ।
কলং দদাতি সম্পূর্ণং যামুনং স্নানমাত্রতঃ ॥ ৪৩
অকামো বা সকামো বা যামুনে সলিলে নৃপ ।
ইদামুত্র চ তুংখানি মজ্জনায়ৈব পশ্যতি ॥ ৪৩
পঞ্চদশে যথা চন্দ্রঃ ক্রীড়তে বর্দ্ধতে যথা ।
পাতকং নশ্রুতে তত্র স্নানং পুণ্যং বিবর্দ্ধতে ॥

যে কল না পায়, নরোত্তম! যমুনার নর সেই
কল পায়। স্বর্গ ভোগ বিষয়ে যাহাদিগের
মনে অত্যন্ত অল্পরাগ আছে, হে সত্তম!
যমুনা বিশেষরূপে স্নান-দান দ্বারা তাহা-
দিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। আয়ু, আরোগ্য
(এই দুইটা) সম্পত্তি এবং রূপ, যৌবন,
(এই দুইটা) শুণে যাহাদিগের মনোরথ
আছে, তাহাদিগের যমুনার জল ত্যাজ্য
নহে। যাহারা নরকাদি হইতে ভয় করে
আর যাহারা দারিজ্যাদি হইতে ত্রাসযুক্ত
হয়, তাহাদিগের তথায় যত্পূর্বক নিম-
জ্জন কর্তব্য। যুধিষ্ঠির! দারিজ্যাপা-
দোভোগ্যরূপ পঙ্ক প্রক্ষালনের নিমিত্ত
যামুন তোয় ব্যতীত আর কিছুই নাই।
শ্রদ্ধাহীন কর্ম্ম সকল অল্পকল বলিয়া নিরূ-
পিত; কিন্তু যামুন জল (শ্রদ্ধায়ই হউক,
বা অশ্রদ্ধায়ই হউক) স্নান মাত্রেই সম্পূর্ণ
কল প্রদান করে। ৩৮—৪২। নৃপ!
যামুন সলিলে অকাম বা সকাম, যে ভাবেই
হউক না, মজ্জন করিলে ইহ পর কোন
কালেই ক্ষুণ্ণ পায় না। চন্দ্র যেমন পঞ্চদশে
ক্রীড় ও বর্দ্ধিত হন, তজ্জপ তথায় স্নান
করিলে পাতক নষ্ট হয়, আর পুণ্য বর্দ্ধিত

যথাকো স্তুখমায়ান্তি রত্নানি বিবিধানি চ ।
আয়ুবিস্তং কলত্রাণি সম্পদঃ সত্তবন্তি চ ॥ ৪৫
কামধেহুর্ধ্বা কামং চিন্তামণিবিচিন্তিতম্ ।
দদাতি যমুনাস্নানং তদ্বৎ সর্বং মনোরথম্ ॥ ৪৬
কৃতে তপঃ পরং জ্ঞানং ত্রেতায়াং যজ্ঞনং তথা
দ্বাপরে চ কলৌ দানং কালিন্দী সর্বদা শুভা ॥
সক্রেহাং সর্ববর্ণানামাত্রমাণাঞ্চ ভূপতে ।
যামুনে মজ্জনং ধর্ম্মং ধারান্তিঃ ধনুর্বার্যতি ॥ ৮
অশ্বিনে বৈ ভারতে বর্ষে কর্ম্মভূমে বিশেষতঃ
কালিন্দ্যাস্নায়িনাং পুণ্যং নিমফলং জন্মকীর্তিতম্
নৈবধ্বং গগনে যদ্বক্ষ্যেহম্যায়ান্ত মণ্ডলে ।
তদ্বৎ ভাতি সংকর্ম্ম যমুনামজ্জনং বিনা ॥ ৫০
ত্রৈতৈদানৈস্তপোভিচ্চ ন তথা প্রীরতে हरिঃ ।
তত্র মজ্জনমাত্রেন যথা প্রীণাতি কেশবঃ ॥ ৫১
ন সমং বিদ্যাতে কিকিন্তেজঃ সৌরেন তেজসা
তদ্বৎ যমুনাস্নানসমানাং ক্রতুজাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৫২

হয়। অকিতে যেমন বিবিধ রত্ন অক্রেপে
আসিয়া উপস্থিত হয়, তজ্জপ আয়ু, বিস্ত,
কলত্র ও সম্পদ সকল যমুনাস্নাত মানবে
সমুত্ত হয়। কামধেহু যেমন কাম সম্পাদন
করে, চিন্তামণি যেমন বিচিন্তিত প্রদান
করে, যামুন স্নানও তজ্জপ সর্ব সম্পদ দান
করিয়া থাকে। সত্যযুগে তপস্যা, ত্রেতায
জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞন এবং কলিকু, দান
প্রশস্ত; কিন্তু কালিন্দী সর্ব কালেই শুভ।
হে ভূপতে! যমুনা-জলে মজ্জন সর্ব বর্ণের,
সকল আশ্রমের, সমস্ত মানবেরই ধর্ম্ম-ধারা
বর্ষণ করে। এই কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে
যাহারা কালিন্দীজলে স্নান না করে, তাহা-
দিগের জন্ম নিভান্ত নিমফল; এইরূপ
কীর্তিত হয়। অমাবস্যা যেমন চন্দ্রমণ্ডলে
কোন ঐশ্বর্য্যে প্রকাশ হয় না, তজ্জপ-সংকর্ম্ম
সকলও যমুনামজ্জন ব্যতীত শোভা পায়
না। কেশব হরি তথায় মজ্জন মাত্রেই
যেমন প্রীত হন; ব্রত, দান, তপস্যা প্রভৃতি
সংকর্ম্ম সকল দ্বারা তেমন প্রীতি লাভ
করেন না। যেমন সূর্য্যের তেজের দ্বারা

জায়তে বাবুদেবস্ত সর্গপাপাশুস্তরে ॥ ৫২
কালিন্দ্যাং মজ্জনং কুর্থাৎ স্বর্গলোকায় মানবঃ
কিং রক্ষিতেন দৈতেন সুপুটেন বলীয়সা ।
অক্রবেণ সুপুটেন যমুনামজ্জনং বিনা ॥ ৫৪
অস্থিস্তম্ভং স্নায়বন্ধং মাংসকৃতজলেপনম্ ।
চর্ম্মাবনদ্ধং দুর্গন্ধপূর্ণং মূত্রপূরীযয়োঃ ॥ ৫৫
জরাসোকবিপদ্যাপ্তং রোগমন্দিরমাতুরম্ ।
রাগমূলমনিভ্যাক্ত সর্গদোষসমাজ্জম্ ॥ ৫৬
পরোপতাপপাপার্তিপরজ্রোহপরেষিকম্ ।
লোলুপঃ পিণ্ডনং ক্রুরং কৃতব্রং কণিকং তথা ॥
নির্ভরং দুর্দ্ধরং দুষ্টং দোষত্রয়বিদূষিতম্ ।
অন্তচি চাপি দুর্গন্ধি তাপজয়বিমোহিতম্ ॥ ৫৮
নিসর্গতোহুৎসর্গরতঃ তৃকাশতসমাকুলম্ ।
কামকোষমহালোভ-নরকদ্বারসং স্তবম্ ॥ ৫৯
কৃমিবর্চ্ছ ভস্মাদিপরিশামণপাবহম্ ।
ঈদৃক্ শরীরং ব্যর্থং হি যমুনামজ্জনং বিনা ॥ ৬০

আর কোন তেজই নাই, তজপ ক্রতু প্রভৃতি
অন্ত কোন কণ্ঠই যমুনান্নান তুল্য নহে ।
মানব বাবুদেবের জীতি, সর্গপাপের
অপনোদন এবং স্বর্গলোক লাভ নিমিত্ত
যুনায় মজ্জন করিবে । ৪৩—৫০ । যে
দেহে যমুনামজ্জা ঘটিল না, বলবান সুপুট
মনোহর হইলেও সেই অক্রব দেহ রক্ষা
করার কল কি? অস্থিনিচয় যাহার স্তম্ভ
স্বরূপ, স্নায়ুগুণল যাহার বন্ধন সদৃশ, মাংস
ও রক্ত যাহার লেপ তুল্য, যাহা চর্ম্ম দ্বারা
আবৃত ও মূত্র-পূরীষ-দুর্গন্ধে পূর্ণ, জরা শোক
ও বিপদে যাহা ব্যাপ্ত, রোগমন্দা, কাল-
শুল্ক, বিষয়াসক্তির মূল স্বরূপ, অনিত্য,
সর্গদোষের সমাজ্রয়, অপরের উপতাপ পাপ
পীড়ন পরজ্রোহ দৈর্ঘ্যাদি দোষযুক্ত, লোলুপ,
পিণ্ডন, ক্রুর, কৃতব্রং, কণিক, নির্ভর, দুর্ধে
রক্ষণীয়, দুষ্ট, দোষত্রয়ে বিদূষিত, অন্তচি,
দুর্গন্ধি, তাপজয়ে বিমোহিত, স্বভাবতই
অধর্মে রত, তৃকাশত-সমাকুল, কাম কোষ
লোভ মোহাদি নরকদ্বারে আবৃত, কৃমিপূর্ণ,
এবং যাহা পরিণামে ভস্মাদিরূপে পরিণত

বাবুদেব ইব তোয়েষু প্রত্যাতা ইব পক্ষিষু ।
জায়তে মরণাদেব যমুনান্নানবর্জিতাঃ ॥ ৬১
অবৈকবো হতো বিশ্রো কৃত আকমপিণ্ডিতম্
অক্রবঃ ২ হতঃ ক্রমমনাচারহঃ কুলম্ ॥ ৬২
সদন্তঃ হতো বর্ষঃ ক্রোধেনৈব হতঃ তপঃ ॥
অদৃঢ়ঃ হতঃ জ্ঞানঃ প্রমাদেন হতঃ ক্রতম্ ॥ ৬৩
পরভক্ত্যা হতা নারী ব্রহ্মচারী : দোহকৃতঃ ।
অদীপ্তেহগৌ হতো হোমো হতা ভক্তিঃ

সমায়িকা ॥ ৬৪

উপজীব্যা হতা কস্তা স্বার্থে পাকক্রিয়া হতা ।
শুদ্ধভিক্ষার্থতো যোগঃ কৃপণস্ত হতঃ ধনম্ ॥ ৬৫
অনভ্যাসহতা বিদ্যা হতো বোধো বিরোধকৃৎ
জীবনার্থঃ হতঃ তীর্থঃ জীবনার্থঃ হতঃ ব্রতম্ ॥
অসত্যা চ হতা বাণী তথা পৈণ্ডিতবাদিনী ।
যট্ঠকর্ণগো হতো মথো ব্যগ্রচিন্তো হতো জপঃ
হতমশ্রোত্রিষো দানং হতো লোকশ্চ নাস্তিকঃ ॥

হয়, এবিধ শরীর যমুনামজ্জন ব্যতীত
নিতান্তই ব্যর্থ । জগে ববুদেবের জ্ঞায় এবং
পক্ষিগণে প্রত্যগের (পুরুষসংযোগ ব্যতীত
যে অণু উৎপন্ন হয় তাহার) জ্ঞায় যমুনা-
ন্নান বর্জিত মানব কেবল মরণ নিমিত্তই
জন্ম লাভ করে । তে নৃপ ! যেমন অবৈকব
বিপ্র হত, পিণ্ড বর্জিত আক হত, আকণ-
রক্ষাবিহীন কক্রিয় হত, আচার পরিশুদ্ধ
কুল হত, সদন্ত বর্ষ হত, ক্রোধযুক্ত তপস্তা
হত, অদৃঢ় জ্ঞান হত, প্রমাদ সম্বিত ক্রত
(শাস্ত্রাত্যাস) হত, পরজনে আসক্তা নারী
হতা, মদবশত ব্রহ্মচারী হত, অদীপ্ত অগ্নিতে
হোম হত, কাপট্যযুক্ত ভক্ত হতা, পরোপ-
জীব্যা কস্তা হতা, নিজার্থে কৃত পাকক্রিয়া
হতা, শূদ্র হইতে ভিক্ষাগ্রাহীর যোগ হত,
কৃপণের ধন হত, অনভ্যাসে বিদ্যা হতা,
বিরোধকৃৎ বোধ হত, জীবনোপায় জন্ত
তীর্থ হত, জীবিকার্থে ব্রত হত, অসত্যা
পৈণ্ডিতবাদিনী বাণী হতা, যট্ঠকর্ণগত মথ
হত, ব্যগ্রচিন্তে কৃত জপ হত, অশ্রোত্রিযো
দান হত, নাস্তিক মানব হত, অজ্ঞান ব্রহ্ম

‘অজ্ঞান্য হতঃ সর্বঃ যৎকৃতঃ পারলৌকিকম্’ ৬৮
 ইহলোকে: হতো নৃণাং দরিদ্রাণাং যথা নৃপ ।
 মধুৰ্যাণাং হতঃ জন্ম কালিন্দীমজ্জনং বিন ।
 উপপাতকসৰ্বাণি পার্শ্বকানি মহান্তি চ ।
 ভস্মীভবন্তি সৰ্বাণি যমুনামজ্জনমূপ ॥ ৭০
 বেশস্তে সৰ্বপাপানি যমুনায় গতে নরে ।
 নাশকে সৰ্বপাপানাং যদি শাস্তিঃ বাগিনি ॥ ৭১
 পাবক ইব দীপ্যন্তে যমুনায় নরোত্তমাঃ ।
 বিমুক্তাঃ সৰ্বপাপেভ্যো মেঘেভ্য ইব চন্দ্রমাঃ ॥
 আর্জুকলধুসূলাং বাহুনাঃ কশ্মাতিঃ কৃতম্ ।
 ভদ্র স্নানং দহেৎ পাপং পাবকঃ সমিধো যথা ॥
 প্রামাদিকঞ্চ যৎপাপং জ্ঞানাজ্ঞানকৃতঞ্চ যৎ ।
 স্নানমাত্রেণ নশ্তেত যমুনায় নৃপোত্তম ॥ ৭৪
 নিম্পাপাস্তিবিং যান্তি পাপিষ্ঠা যান্তি শুদ্ধতাম্
 সন্দেহো নাত্ত কৰ্ত্তব্যঃ স্নানে বৈ যমুনাঞ্জে ॥

পারলৌকিক কার্য সকল হত, আর দরিদ্র
 নরগণের ইহলোক যেমন হত, তদ্রূপ
 মধুৰ্যগণের কালিন্দীমজ্জন ব্যতীত জন্ম
 হত জানিবে। নৃপ! সমস্ত উপপাতক ও
 মাপাতক, যমুনাস্নানে ভস্মীভূত হয়। নর
 যমুনায় গত হইলে ‘সৰ্বপাপনাশক জলে
 যদি স্নান করে’ এই ভয়ে, সমস্ত পাপ
 কাম্পিত হইতে থাকে। ৫৪—৭১। নরো-
 ত্তমগণ যমুনায় স্নান করিলে পাবকাদি দীপ্তি
 প্রাপ্ত হয়, সকল পাপে মুক্ত হইয়া মেঘমুক্ত
 চন্দ্রমার স্থায় বিরাজ করে। সেখানে স্নান
 করিলে পাবক যেমন সমিধ দহন করে,
 তদ্রূপ বাক মন কায দ্বারা কৃত আর্জ, শুক,
 লঘু, স্থূল, ঘেরূপই হউক না কেন, সমস্ত পাপ
 দহন হয়। নৃপোত্তম! যাহা প্রমাদকৃত বা
 বাহ্য জ্ঞানাজ্ঞানকৃত, সে সমস্ত পাপই যমুনায়
 স্নান মাত্রে বিনষ্ট হয়। • যমুনাঞ্জে স্নান
 করিলে যাহারা নিম্পাপ তাহারা ত্রিবিধধামে
 গমন করে, আর যাহারা পাপিষ্ঠ তাহারা
 শুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়। ইহাতে সন্দেহ করা
 কৰ্ত্তব্য নহে। নৃপ! বিমুক্তভক্তি বিষয়ে

সৰ্বোৎসাহকারিণো হস্ত বিমুক্তভক্তৌ যথা নৃপ ।
 সৰ্বেষাং সৰ্বদা দেবী যমুনা পাপনাশিকা ॥ ৭৬
 এষ এব পরো যন্ত এতচ্চ পরমতপঃ ।
 প্রায়শ্চিত্তং পরশ্চৈব যমুনাস্নানমুত্তমম্ ॥ ৭৭
 নৃণাং জন্মান্তরাভ্যা সাং কালিন্দীমজ্জনে মতিঃ
 অধ্যাত্মজ্ঞানকৌশল্যাং জন্মান্তরাগাদযথা নৃপ ॥
 সংসারকৰ্ম্মমালেপ-প্রক্ষালনবিশারদম্ ।
 পাবনং পাবনানাঞ্চ যমুনাস্নানমুত্তমম্ ॥ ৭৯
 স্নাতান্তত্র চ য়ে রাজন্ সৰ্বকামফলপ্রদে ।
 শুভাংশ্চ ভুঞ্জতে ভোগাংশ্চ সূৰ্য্যগ্রহোপমান ॥
 যমুনা মোক্ষদা প্রোক্তা মধুরাসঙ্গতা যদি ।
 মধুরায়াঞ্চ কালিন্দী পুণ্যার্থিস্ত্রিবিবর্দ্ধিনী ॥ ৮১
 অন্তত্র যমুনা পুণ্যা মহাপাতকহারিণী ।
 বিমুক্তভক্তপ্রদা দেবী মধুরাসঙ্গতা ভবৈৎ ॥ ৮২
 ভক্তিভাবেন সংযুক্তঃ কালিন্দ্যাং যদি মজ্জয়েৎ
 কল্পকোটিসংস্রাণি বসতে সন্নিধৌ হরেঃ ॥ ৮৩
 যুক্তিং প্রযান্তি মহাজা নুনং সান্ধ্যোদয় বর্জিতাঃ

যেমন সকলেই অধিকারী, তদ্রূপ যমুনাস্নানেও
 সৰ্বমানবই অধিকারী। দেবী যমুনা সক-
 লের সকল সময়েই পাপনাশিকা এই উত্তম
 যমুনাস্নান পরম যন্ত রূপ, ইহাই পরম
 তপস্ব্য এবং ইহাই পরম প্রায়শ্চিত্ত। নৃপ!
 মানবগণের পূৰ্বজন্মের সংস্কার বশতঃ যেমন
 অধ্যাত্মজ্ঞান-কৌশল হয়, তদ্রূপ জন্মান্তরাগ
 অভ্যাশের ফলে কালিন্দীমজ্জনে মতি জন্মে।
 উত্তম যমুনাস্নান সংসারকৰ্ম্মমালেপের ক্ষালনে
 বিশারদ এবং পাবনগণেরও পাবন। রাজন্!
 সৰ্বকামফলপ্রদ সেই যমুনায় যাহারা স্নাত
 হয়, তাহারা চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহের স্থায় শুভ ভোগ
 সকল ভোগ করে। ৭২—৮০। মধুরাসঙ্গতা
 যমুনা মোক্ষদা বলিয়া প্রোক্ত হয়। মধুরাতে
 কালিন্দী অধিক পুণ্যবর্দ্ধিনী। অন্তত্র যমুনা
 পুণ্যা এবং মহাপাতকহারিণী; কিন্তু মধুরা-
 সঙ্গতা হইলে ঐ দেবী বিমুক্তভক্তপ্রদা হন।
 যদি ভক্তিভাবে যুক্ত হইয়া কালিন্দীতে
 মজ্জন করে, তবে স্বেচ্ছাকোটি কল্প হরি-

শিত্তরস্ত তুণ্যস্ত তুণ্ডাঃ কল্পশৈলিবি ॥ ৮৪
যে পিবন্তি নরা রাজন যমুনাশলিলং শুভম্ ॥
পক্ষগবাসহৈশ্চ সেবিতৈঃ কিং প্রয়োজনম্ ৮৫
কোটিতীর্থসংক্রমে সেবিতৈঃ কিং প্রয়োজনম্
তত্র দানকু হোমশ্চ সনঃ কোটিগুণং ভবেৎ ॥

ইতি জীপায়ৈ স্বর্গবণ্ডে যমুনাশাহায়ে
চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

অত্র তে তর্জয়িষ্যামি ইতিহাসং পূর্বাতনম্ ॥ ১
পুরা রত্নমুদ্রো রাজস্রিষধে নগবে ববে ।
আশৌদেবঃ কুবেরাতো নামতো হেমকুণ্ডলঃ ॥ ২
কুণ্ডলঃ সংক্রিয়ো দেবদ্বিজপাবকপূজকঃ ।
কৃষিবান্জ্যকর্তাসৌ বহুধা ক্রয়বিক্রয়ো ॥ ৩

সম্বিৎ তেন বাস কবে । যমুনাশানে মানবগণ
সাংখ্যজ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান) বজ্জিত হইয়াও নিশ্চয়ই
মুক্তি প্রাপ্ত হয় । তাহা দগেব পিতৃগণ
শতকোটি কল্প স্বর্গটাকে তুণ্ড থাকেন ।
রাজন । যে সকল মানব শুভ যমুনাশলিল
পান করে, তাহাদিগের পক্ষগবাসহস্র সে-
নেই বা কোন্ প্রয়োজন ? আর সহস্র কাটি
তীর্থ সঙ্ক্রমণই বা কি প্রয়োজন ? সেই যমু-
নাশ দান হোম প্রভৃতি সকল কার্যই বোটি-
গুণ ফলপ্রদ হয় । ৮০-৮৬ ।

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

নারদ বলিলেন,—রাজন ! এ বিষয়ে
একটা পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করত
তোমার তৃপ্তি সম্পাদন করিতেছি । পুরা-
কালে সত্যযুগে নিষধ নগরবরে কুণ্ডল,
সংক্রিয়বিত ও কুবেরজ-পাবকপূজক হেম-
কুণ্ডল নামে কুবেরাত এক বৈষ্ণব ছিল ।
সে কৃষি, বাণিজ্য, নানাবিধ ক্রয়-বিক্রয় এবং

গোবৎসিকমহিষাদি পশুপোষণভংগরঃ ।
পদোদবানি তক্তাদি গোময়ানি তুণানি চ ॥ ৪
কাষ্ঠানি কলমুদানি লবণাঙ্গীদিপিল্লনীঃ ।
বাস্তানি শাকতৈলানি বস্ত্রাণি বিবিধানি চ ।
ধাতু-ক্ষুবিকারান্চ বিক্রয়ীতে স সর্বদা ॥ ৫
ইথং নানাবিধৈবৈক উপায়ৈরপটৈস্তথা ।
উপাজ্জয়ামাস সদা অষ্টৌ হাটককোটিম্ ॥ ৬
এবং মহাধনঃ সোহথ হাকর্ণপলিতোহভবৎ ॥
পশ্চাচ্চিচাধ্য সংসারকণিকবৎ স্মৃতেতি ॥ ৭
তদ্ধনস্ত বড়ংশেন ধন্যকার্য্যং চকার সঃ ।
বিক্রে বায়তনং চক্রে গৃহং চক্রে শিবস্ত চ ॥ ৮
তজ্জাগং খানযামাস বিপুলং সাগরোপমম্ ।
বাপাশ্চ পুষ্করিণাশ্চ বহুধা তেন কারিতাঃ ॥ ৯
বটাস্থাশ্রকঙ্কোলজস্থিবিদিকাননম্ ।
আরোপিহং সমুদ্রেন তথা পুষ্পবনং শুভম্ ॥ ১০
উদয়াস্তময়ং যাবদন্নপানং চকার সঃ ।
পুর্বাবিহিচ্চতুর্দিক্ প্রপাং চক্রেহতিশোভনাম্

গৌ বোটক মহিষাদি পশু পোষণে ভংগরঃ ।
হুত, দধি, তক্র, গোময়, তুণ, কাঠ, কল,
মূল, লবণ, আঙ্গীক, পিল্লনী, বাস্ত, শাক,
তৈল, বস্ত্র, বিবিধ ধাতু, ইক্ষুবিকার (শুভাদি)
প্রভৃতির ক্রয়-বিক্রয় কবিত । সেই বৈষ্ণব
সতত এইরূপ এবং অস্ত্র নানাবিধ উপায়ে
আটকোটি স্বর্ণমুদ্র উপার্জন করিয়াছিল ।
১-৬ । এইরূপ মহাধনসম্পন্ন সেই বৈষ্ণব
ক্রমে পলিত হইল,—বহিরতা প্রাপ্ত হইল ।
পরে সে নিজ চিতে সংসারের কণিকার
চিন্তা করিয়া সেই ধনের যষ্ঠাংশ দ্বারা ধর্ম্ম
কার্য্য সকল করিল । সে বিষ্ণুমন্দির করিল,
শিবমন্দির করিল, বিপুল সাগরোপম তক্তাগ
ধনন করাইল । অনেকানেক বাপী, পুষ্ক-
রিণী প্রভৃতি করাইল । বট, অশ্বখ, আম্র,
কঙ্কোল, জম্বু, নিষ প্রভৃতির কানন এবং
শুভ পুষ্পবনাদিও নিজ শক্তি অঙ্গসারে
রোপণ করাইল । উদয়াস্ত যাবৎ অন্নপান-
সহ প্রতিষ্ঠিত করিল । পূর্বের বহিষ্ঠাগে
চতুর্দিকে অতি শোভনা প্রাপা নির্মাণ করিয়া

পূরণেষু প্রসিদ্ধানি যানি দানানি ভূপতে ।
 দনৌ তানি স ধৰ্ম্মাচ্ছা নিত্যং দানপরন্তদা ॥১২
 যাবজ্জীবনকৃত পাপে প্রায়শ্চিত্তমথাকরোৎ ।
 দেবপূজাপরো নিত্যং নিত্যকৃতিথিপূজকঃ ॥
 তন্ত্বেখং বর্তমানস্ত সজ্ঞাতো হৌ সূতো নৃপ ।
 তৌ সুপ্রসিদ্ধনামানৌ শ্রীকুণ্ডলবিকুণ্ডলৌ ॥১৪
 তমৌর্ধ্বি গুহং তাক্ষা জগাম তপসে বনম্ ।
 তজ্জারায় পরং দেবং গোবিন্দং বরদং প্রভুম্ ॥
 তপঃক্রিষ্টশরীরোহসৌ বাসুদেবমনাঃ সদা ।
 প্রাপ্তঃ স বৈষ্ণবং লোকং যত্র গহা ন শোচতি
 অথ তত্র সূনৌ রাজস্বহামানসমধিতৌ ।
 তক্রণৌ রূপসম্পন্নৌ ধনগর্বেণ গর্ষিতৌ ॥ ১৭
 হুঃশীলৌ ব্যসনাসক্তৌ ধর্ম্মকস্মাদাদর্শকৌ ।
 ন বাক্যকাগতো মাতুর্দ্ধানং বচনং তথা ॥১৮
 কুমারগৌ হ্রাদানৌ পিতৃমিত্রনিষেধকৌ ।

অধর্ম্মনিরতো হুঃশী পরদারভিগামিনৌ ॥ ১২
 গীতবাদিত্রিনিরতো বীণাবেণুবিনোদিনৌ ।
 বারহ্মণতসংযুক্তৌ গায়ন্তৌ চেতুস্তদা ॥ ২০
 চাটুকারজ্ঞানৈর্ধুক্তৌ বিদ্বোদ্বীষু বিশারদৌ ।
 সূবেনৌ চাক্রবসনৌ চাক্রচন্দনকর্ষিতৌ ॥ ২১
 তথা সুগন্ধমাল্যচৌ কস্তুরীলম্বলঙ্কিতৌ ।
 নানালক রশোভাচৌ মোক্তিকাহারহারিণৌ ॥
 গজবাজিরথৌঘেন ক্রৌড়ন্তৌ তাবিতস্ততঃ ।
 মধুপানসমযুক্তৌ পান্দুরিতিমোহিতৌ ॥ ২৩
 নাশয়ন্তৌ পিতৃদ্রব্যং সহস্রং দদতুঃ শতম্ ।
 তস্তুতঃ স্বগৃহে রম্যো নিত্যং ভোগপূরায়ণৌ ॥
 ইতস্ত তদনং তাভ্যাং বিনিযুক্তমসম্বায়েঃ ।
 বারহ্মণবিশেষজ্ঞ-মন্ত্রচারণবন্দিষু ॥ ২৫
 অপাত্রে তদনং দন্তং ক্ষিপ্তং বীজমিবোষরে ।
 ন সংপাত্রে চ তদন্তং ন ব্রাহ্মণমুখে হতম্ ॥ ২৬

ইল। হে ভূপতে! পূরণ সকলে যে সমস্ত
 দান প্রসিদ্ধ আছে, নিত্য দানতৎপর সেই
 ধর্ম্মাচ্ছা সে সমস্ত দানই কবিল। পবে
 যাবজ্জীবনকৃত পাপের বিহিত প্রায়শ্চিত্ত
 করিল। সে নিত্য দেবপূজাতৎপর ও অতিথি-
 পূজক হইল। এই ভাবে বর্তমান সেই
 বৈষ্ণব হুঃশী পুত্র জন্মিল। তাহারাও
 সুপ্রসিদ্ধনামা—শ্রীকুণ্ডল ও বিকুণ্ডল বলিয়া
 খ্যাতি লাভ করিল। পরে হেমকুণ্ডল সেই
 পুত্রদ্বয়ের উপর সংসারের ভাব হস্ত করিয়া
 তপস্বী করিবাব জন্ত বনে গমন করিল।
 সেখানে যাওয়া তপঃক্রেমে শরীর রূপ করিল,
 —সদা বাসুদেবমনা হইল। পরে দেব প্রভু
 বরদ গোবিন্দের আরাধনা করিয়া যেখানে
 যাওয়া শোক করিতে হয় না, সেই বৈষ্ণব
 লোকে গমন করিল। ১৭—১৮। রাজন!
 বর্তমান সমধিত তদীয় পুত্রদ্বয় তক্রণ ও
 রূপসম্পন্ন, সূতরাং ধনগর্বে গর্ষিত হইয়া
 উঠিল। তাহারা হুঃশীল, ও ব্যসনাসক্ত
 হইল এবং সেই সকল ধর্ম্মকস্মাদাদর্শনও
 করিত না। মাতার বা বৃদ্ধ ব্যক্তিবর্গের
 কথা শুনিত না পিতার মিত্রগণের সংশয়

ত্যাগ করিল। নিযত কুমারগ, হ্রাদা, হুঃশী,
 অধর্ম্মনিরত এবং পরদারগামী হইল। তখন
 ক্রমে তাহারা গীত-বাদ্য রত ও বেণু-
 বীণাদি বাদনে আসক্ত হইল; শত শত
 বাবনারী সংযুক্ত হইয়া সঙ্গীতচর্চায় কাল
 কাটাইতে লাগিল। চাটুকার জনে পরি-
 বেষ্টিত হইয়া সুন্দর বেশ বসন চাক্রচন্দনে
 শোভিত থাকিত। উত্তম গন্ধমাল্যে আভা,
 কস্তুরীচিহ্নে চিহ্নিত, নানালঙ্কারে, শোভা-
 সম্পন্ন ও মোক্তিক হারে মনোহর হইয়া
 গজ-বাজি রথাদিতে আরোহণ করত
 ইতস্তঃ কাড়া করিতে লাগিল। মধুপানে
 আসক্ত হইল, পরদারিত বিষয়ে মোহিত
 হইল। তাহারা যে ব্যক্তি শত মুদ্রা পাইবে,
 তাহাকে সহস্র মুদ্রা দান করিত। এইরূপ
 নিযত ভোগপূরায়ণ হইয়া রম্য নিজ ভবনে
 অবস্থানপূর্বক পিতৃসম্বিত সেই অর্থরাশি
 বিনষ্ট করিতে লাগিল। তাহারা এইরূপে
 সেই অর্থরাশি অসম্বায়ে নিযুক্ত করিল;
 উষর ভূমিতে বীজবপনের স্থায় বারনারী,
 বিট, নট, মন্ত্র, চারণ, বন্দী প্রভৃতি অপাত্রে
 দান করিল; সংপাত্রে কিছুমাত্র ব্যয় করিল

নাতিতো ভূতভবিষ্যৎ সর্বপাপপ্রণাশনঃ ।
উভয়েরেব তদ্রূপ্যমচিরেণ ক্ষয়ং যযৌ ॥ ২৭
ভূতভৌ দুঃখমুপন্নৌ কার্ণণ্যং পরমং গতো ।
শোচামানৌ তু মুহন্তৌ ক্ষুৎপিভাঃ খপীভিতৌ ॥
ভরোস্তু ভিত্তিতোর্গেহে নাস্তি যদুজ্জাতে তদা ।
অজ্ঞানৈর্বাধ্বৈঃ সর্গৈঃ সেবকৈরুপজীবিতঃ ॥ ২৯
জব্যাতাবে পরিত্যক্তৌ চিন্ত্যমানৌ ততঃ পুরে
শৃঙ্গারোঃ সমারকং তাভ্যাক্ষ নগরে নুপ ॥
বাঁজতো লোকতো ভীতো স্বপূরঃ স্মৃতৌ

তদা ।

চক্রতূর্বনবাসং তো সর্গেষামুনপীড়িতৌ ॥ ৩১
জয়তুঃ সূততং মূঢ়ৌ শিষ্টবানৈবিষ্যার্পি টেঃ ।
নানাপক্ষিবরাহাংশ্চ হরিণান্ রোহিতান্তথা ॥
শশকান্ শল্লকান্ গোব স্থাপদাংশ্চৈবান্ বহ্নী
মহাবলৌ ভিন্নসঙ্গাবাথেকভুজৌ সদা ॥ ৩৩
এবং মাংসময়্যাহাবৌ পাপাহাবৌ পরন্তু ॥

না ; ব্রাহ্মণমুখও হোম করিল না ; সমপাপ-
প্রণাশন ভূতভূৎ বিষুকেও অর্চনা করিল
না । ক্রমে তাহাদের উভয়েরই সেই
ধন অচিরকালমধ্যে ক্ষয়প্রাপ্ত হইল ।
তাহারা পরম দৈন্তগ্রস্ত হইয়া মহাভূখে
পতিত হইল । তাহারা শোকে মুগ্ধ হইয়া
ক্ষুৎপিভাঃ পীড়িত হইতে থাকিল । তখন
অজ্ঞানবান্ধববর্গ এবং উপজীবী সেবকগণ
সকলেই ধনাভাবে তাহাদিগকে পরিত্যাগ
করিল । হে নৃপ ! শৃঙ্গাং তাহারা চিন্তা-
মুগ্ধ হইয়া পুরে থাকিয়াই নগরে চৌধা
আরম্ভ করিল ; কিন্তু তখন সকলেই তজ্জন্ত
তাঁহাদিগকে পীড়া দিতে লাগিল ; সুতরাং
তাহারা রাজা এবং সাধারণ লোক হইতে
ভীত হওত নিজপুর হইতে নিঃসৃত হইয়া
ঘনবাসে গমন করিল । বনে যাইয়া বিষলিপ্ত
নিশিত বাণ দ্বারা নানাবিধ পক্ষী, বরাহ,
হরিণ, রোহিত, মুগ, শশক, শল্লক, গোধা
এবং ইতর নান্দা স্থাপদ বধ করিয়া তদ্বারা
জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিল । ১৭—৩৩ ।
তাহারা এইরূপে ভিন্নগণের সঙ্গে যুগ্মা করত

কদাচিত্তুধরং প্রাপ্তৌ হেহোহন্তশ্চ বনং গতাঃ ॥
শাদ্দিলেন হতো জ্যোতঃ কনিষ্ঠঃ সর্পদংশিতঃ ॥
একদিনে দিবসে রাজন পাপিষ্ঠৌ নিধনংগতো
যমদূতৈস্ততো বহ্না পাশেনীতো যমালয়ম্ ।
গহ্মভিজগদুঃ সর্গে তে দূতাঃ পাপিনাবুতো ॥
ধর্মরাজ নরাবেতাবানীতো তব শাসনাৎ ।
আজ্ঞাং দোর্দেহ স্বভূতোষু প্রদীদ কবয়াম কিম্
আলোচ্য চিত্তগুপ্তেন তদা দূতান্ জগৌ যমঃ
একস্ত নীরতাং বীর নিরয়ং তীব্রবেদনম্ ।
অপরঃ স্থাপাতাং স্বর্গে যত্র ভোগা অমুত্তমাঃ ॥
কৃতান্তাজাং তঃ শ্রদ্ধা দূতৈশ্চ ক্ষিপ্ৰাকারিভিঃ
নিষ্কিপ্তৌ বোরবে ঘোরে যো জ্যোতৌ হি
নরাধিপ ॥ ৪০

হেযঃ দূতবরঃ কশ্চিৎপ্ৰাচ মধুরং বচঃ ।
বিকুণ্ডল যয়া শাদ্ধিমেহি স্বর্গং দদামি তে

মাংস সংগ্রহপূর্বক মাংসময় আহার—পাশ-
দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে থাকিল ।
কদাচিত্ সেই পাপাচারদ্বয়ের একজন
একটা ভূধরে ও অপরে একটা বনে
যাইয়া উপস্থিত হইল । জ্যোতঃ শাদ্দিল,
কর্তৃক হত হইল এবং কনিষ্ঠ সর্প দ্বারা দংশিত
হইল । রাজন ! একদিনেই সেই পাপিষ্ঠদ্বয়
নিধন পাইল । তার পর যমদূতগণ তাহা-
দিগকে পাশ দ্বারা বন্ধন করিয়া যমালয়ে
পহুয়া গেল । সেই দূতগণ যাইয়া উভয়
পাপীর বিষয় নিবেদন করিল ।—ধর্মরাজ !
আপনার শাসন অমুসারে এই নরদ্বয়
আনীত হইয়াছে । স্বর্গীয় ভূতাদিগের উপর
মাজ্ঞা দান করুন ; প্রদান হউন, আমরা কি
করিব ? তখন যম চিত্তগুপ্তের সঙ্গে আলো-
চনা করিয়া দূতদিগকে বলিলেন,—এক
জনকে তীব্রবেদন নরকে লইয়া যাও, আর
অপরকে যেখানে অমুত্তম ভোগসকল আছে
এমন স্বর্গে স্থাপন কর । হে নরাধিপ !
ক্ষিপ্ৰাকারী সেই দূতগণ কৃতান্তের আজ্ঞা
শ্রবণ করিয়া তাহাদের মধ্যে যে জ্যোতঃ,
তাহাকে ঘোর রোরব নরকে নিক্ষেপ

ভুক্ত ভোগান সুদিব্যাস্তমর্জিতান্ শ্বেন

কর্ণাণা ॥ ৪১

ততো হৃষ্টমনাঃ সোহথ দূতঃ পঞ্চচ্চ তং পথি ।

সন্দেহং হৃদি কৃৎস্না তু বিশ্বয়ং পরমং গতঃ ॥ ৪২

বিচারয়ন্ হৃদি স্বর্গঃ কস্তা হেতোঃ ফলং মম ॥

বিকুণ্ডল উবাচ ।

হে দূতবর পৃচ্ছামি সংশয়ং স্বামহং পরম্ ।

আবাং জাতৌ কুলে তুল্যে তুল্যঃ কৰ্ম্ম

তথা কৃতম্ ॥ ৪৪

দ্রুত্ব্যরপি তুল্যোহভূতুল্যো দৃষ্টৌ যমস্তথা ।

কথং স নরকে ক্ষিপ্তস্তল্যকৰ্ম্মা মমাত্মজঃ ॥ ৪৫

যমাতবৎ কথং না ন্যমিতি মে হিঙ্কি সংশয়ম্ ।

দেবদূত ন পশ্যামি মম স্বর্গস্তা কারণম্ ॥ ৪৬

দেবদূত উবাচ ।

মাতা পিতা সূতো জায়া স্বসা ভ্রাতা বিকুণ্ডল ।

জন্মহেতোরিয়ং সংজ্ঞা জন্তোঃ কৰ্ম্মোপভুক্তয়ে

একস্মিন পাদপে যচ্ছকুনানান্ সমাগমঃ ॥ ৪৭

করিল। পরে কোন দূতবর মধুর বাক্যে

বিকুণ্ডলকে কহিল,—বিকুণ্ডল। আমার সঙ্গে

আইস; তোমাকে স্বর্গ প্রদান কবি। তুমি

শ্রী কৰ্ম্মে অর্জিত সুদিব্য ভোগ সবল ভোগ

কর। পরে হৃষ্টমনাঃ বিকুণ্ডল পথে যাইতে

যাইতে দূতকে জিজ্ঞাসা কবিল,—হে দূতবর।

তোমাকে আমি একটি পরম সংশয় জিজ্ঞাসা

করি। আমরা দুই ভাই তুল্য কুলে জন্মি-

য়াছি এবং তুল্য কৰ্ম্ম করিয়াছি; আর

অপমৃত্যুও উভয়ের তুল্যই হইয়াছে; যম-

কেও উভয়ে তুল্যই দেখিয়াছি। তবে

আমার তুল্যকৰ্ম্মা অগ্রর কি নিমিত্ত ন কে

ক্ষিপ্ত হইলেন? আমারই বা স্বর্গ হইল

কেন? আমার এই সংশয় ছেদন কর।

দেবদূত! আমার স্বর্গেব বারণ কিছুই

দেখিতে পাই না। ৩—৪৬। দেবদূত

বলিল,—বিকুণ্ডল! জাত জন্তর জন্ম

হেতু মাতা, পিতা, সূত, জায়া, স্বসা,

ভ্রাতা ইত্যাদি নানাবিধ সংজ্ঞা হইয়া

থাকে। বস্তুতঃ একটি পাদপে শকু-

যদযৎ সমৌহিতং কৰ্ম্ম কৃকৃতে পূৰ্ণভাবিভঃ ।

তস্তাং তস্তা কলং ভুক্তকৃ কৰ্ম্মণঃ পুত্রবঃ সঙ্গা ॥

সত্যং বদামি তে প্রীত্যা নরৈঃ কৰ্ম্ম শুভাশুভম্

স্বকৃতং ভুক্ত্যাতে বৈশ্ব কালেকালে পুনঃপুনঃ

একঃ করোতি কৰ্ম্মাণি একস্তৎফলমশ্নতে ।

অন্তো ন লিপ্যতে বৈশ্ব কৰ্ম্মাণিস্তস্ম কুজচিৎ

অপতন্নরকে পাপৈশ্চ ভ্রাতা সুদাকৰ্ণৈঃ ।

তৎ ধৰ্ম্মেণ ধৰ্ম্মজ্ঞ স্বর্গং প্রাপ্নোমি শাস্বতম্ ॥ ৪২

বিকুণ্ডল উবাচ ।

আবালায়মপাপেব ন পুণ্যেষু রতং মনঃ ।

অস্মিন্ জন্মনি হে দূত দ্রুতং হি কৃতং ময়া ॥

দেবদূত ন জানামি স্মৃতং কৰ্ম্ম নাশ্বনঃ ।

যদি জানাসি মৎপুণ্যঃ তন্মে ত্বং কৃপয়া বদ ॥

দেবদূত উবাচ ।

শুণু বৈশ্ব প্রবক্ষ্যামি যত্ত্বয়া পুণ্যমর্জিতম্ ।

জানামি তদহং সন্নং ন ত্বং বেৎসি স্মৃতিস্ততঃ

গণের যেমন সমাগম হয়, উহাদিগের

সমাগমও তজপ। পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব জন্মে

যে যে সমৌহিত কৰ্ম্ম করে, পুত্রব, সে জন্মে

সঙ্গা তাহারই ফল ভোগ করে। বৈশ্ব!

আমি তোমাকে প্রীতি বশতঃ সত্য বলি-

তেছি,—নবগণ স্বকৃত শুভাশুভ কৰ্ম্মই কালে

কালে পুনঃপুনঃ ভোগ করে। বৈশ্ব!

একটি কৰ্ম্ম করে, একাই তাহার ফল ভোগ

করে; একের কৰ্ম্মে অন্য কুজচিৎ নষ্ট হয়

না। তোমার ভ্রাতা সুদাকর্ণ পাপ বশতঃ

নরকে পড়িয়াছে; আর হে ধৰ্ম্মজ্ঞ! তুমি

ধৰ্ম্মের ফলে শাস্বত স্বর্গ প্রাপ্ত হইলেছ।

৪৮—৫২। বিকুণ্ডল বলিল,—বালা কাল

হইতেই আমার মন পাপে রত ছিল, পুণ্য

ছিল না। হে দূত! এ জন্মে আমি পাপ

কৰ্ম্মই করিয়াছি। দেবদূত! আমি আমার

কোনই স্মৃত কৰ্ম্ম জানি না; তুমি যদি

আমার পুণ্য জান, তবে কৃপা করিয়া

আমাকে বল। দেবদূত বলিল,—বৈশ্ব!

শুন, তুমি যে পুণ্য অর্জন করিয়াছ, আমি

তাহা বলিতেছি; আমি তাহা সকলই জানি,

হরিমিত্রমূতো বিপ্রঃ স্বমিত্রো বেদপারদঃ ।
 অসীতস্তাশ্রমঃ পুণ্যে যমুনাদক্ষিণে তটে ॥
 তেন সখ্যং বনে তস্মিন্স্থব জাতং বিশাং বর
 তৎসঙ্গেন স্ময়ী স্নানং মাঘমাসদ্বয়ং তথা ॥ ৫৭
 কালিন্দীপুণ্যপানীয়ে সর্গপাপহরে বরে ।
 তত্তীর্থলোকবিখ্যাতে নাম্না পাপপ্রণাশনে ॥
 একেন সর্গপাপেভ্যো বিমুক্তস্বঃ বিশাংপতে ।
 দ্বিতীয়ে মাঘপুণ্যে ন প্রাপ্তঃ সর্গস্থ্যানঘ ॥ ৫৯
 অং তৎপুণ্যপ্রভাবেন মোদস্ব সততং দিবি ।
 নরকেষু তব ভাতা মহতীং নাম যাতনাম্ ॥ ৬০
 ছিদ্যমানোহসিপত্রৈশ্চ ভিধ্যমানস্ত মুক্তারৈঃ ।
 চূর্ণ্যমানঃ শিলাপৃষ্ঠে তপ্তাঙ্গারেহস্ত ভর্জিতঃ ॥
 ইতি দূতকঃ স্তব্রা ভাতৃহৃৎথেন হৃথিতঃ ।
 পুলকান্তিসন্ধীক্সো দীনোহসৌ বিনয়ান্বিতঃ ॥
 উবাচ তং দেবদূতং মধুরং নিপুণং বচঃ ।
 মৈত্রী সাগুপদী সাধো সত্যং ভবতি সংকলা ॥
 মিত্রভাবে বিচিন্ত্য অং মায়াপাকর্জুমর্হসি ।

তুমি তাহা সুনিশ্চয় জান না। হরিমিত্রের
 মৃত স্বমিত্র নামে এক বিপ্র ছিলেন; যমু-
 নায় দক্ষিণ তটে তাঁহার পুণ্য আশ্রম ছিল ।
 হে বৈষ্ণুশ্রেষ্ঠ! সেই বনে তাঁহার সঙ্গে
 তোমার সখ্য জন্মিয়াছিল। তুমি তাঁহার
 সঙ্গে মাঘমাসদ্বয় সেই কালিন্দীর পাপপ্রণাশন
 নামে লোকবিখ্যাত সর্গপাপহর বর তীর্থে
 পুণ্যপানীয়ে স্নান করিয়াছিলে। অনঘ
 বিশাংপতে! এক মাঘব্রাহ্মণের প্রভাবে তুমি
 সর্গপাপ হইতে মুক্ত ও অস্ত্র মাঘব্রাহ্মণপুণ্যে
 স্বর্গ প্রাপ্ত হইলে। তুমি সেই পুণ্যপ্রভাবে
 সতত দেবলোকে সুদিত হও; আর তোমার
 ভাতা নরকে মহতী যাতনা লাভ করুক,—
 অসিপত্রে ছিদ্যমান, মুক্তরে ভিধ্যমান,
 শিলাপৃষ্ঠে চূর্ণ্যমান এবং তপ্তাঙ্গারে ভর্জিত
 হউক। দূতের এই বাক্য শুনিয়া বিকুণ্ডল
 জাতার হৃৎথে হৃথিত, সন্ধীক্সে পুলকপূর্ণ
 হইল; দীন চিন্তে বিনয় সহকাকে নিপুণ-
 ভাবে মধুর বাক্যে সেই দেবদূতকে বলিল,
 —হে সাধো! সাধুদিগের মৈত্রী সাগুপদী;

স্বক্কে হি শ্রোতুমিচ্ছামি সর্গজন্মং মতো মম ॥
 যমলোকং ন পশ্যন্তি কৰ্ম্মণা কেন মানবাঃ ।
 গচ্ছন্তি নিরয়ং যেন তয়ে অং কৃপয়া বদ ॥ ৬৫
 দেবদূত উবাচ ।
 সম্যক পৃষ্টঃ স্ময়া বৈষ্ণু নষ্টপাপোহসি সাংগতম্
 বিমুক্তো হৃদয়ে পুংসাং বুদ্ধিঃ শ্রেয়সি জায়তে ॥
 যদ্যপ্যবসরো নাস্তি মম সেবাপরস্ত বৈ ।
 তথাপি চ তব স্নেহাৎ প্রবক্ষ্যামি যথামতি ॥ ৬৭
 কৰ্ম্মণা মনসা বাচা সর্গবহস্যসু সর্গদা ।
 পরস্পীড়াং ন কুর্ষন্তি ন তে যান্তি যমালয়ম্ ॥ ৬৮
 ন বেদৈর্ন চ ন দানৈশ্চ ন তপোভির্ন চাধ্বনৈঃ
 কথঞ্চিৎস্বর্গতিং যান্তি পুরুষাঃ প্রাণিহিংসকাঃ ॥
 অহিংসা পবমো ধর্ম্মো হাংসৈব পরং তপঃ ।
 অহিংসা পরমং দানমিত্যাহুন্নয়ঃ সন্না ॥ ৭০
 মণকানসরীস্থপানং দংশানং যুকা দ্যানানবাংস্তথা

উহা সংকল প্রসব করে; অতএব তুমি
 মিত্র ভাব চিন্তা করিয়া আমার উপকার
 করিতে যোগ্য হইতেছ। তোমাকে সর্গজ
 বালিয়া মনে হইতেছে; অতএব তোমার
 নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি,—মানবগণ কোন
 কৰ্ম্ম করিয়া যমলোক দর্শন করে না? যে
 কৰ্ম্মে নিরয়ে গমন করে, তাহা তুমি কৃপা
 করিয়া আমাকে বল। ৫৩—৬৫। দেবদূত
 বলিল,—বৈষ্ণু! তুমি সম্যক জিজ্ঞাসা করি-
 যাছ। তুমি সম্প্রতি নষ্টপাপ হইয়াছ। পুরুষ
 বিশুদ্ধহৃদয় হইলে শ্রেয় বিষয়ে বুদ্ধি জন্মে।
 পরসেবাপর আমার যদিও অবসর নাই,
 তথাপি তোমার প্রীতি স্নেহবশতঃ যথামতি
 বলিতেছি। যাহারা সর্গদা সর্গবহস্য কৰ্ম্ম
 মন ও বাক্যে পরস্পীড়া না করে, তাহারা
 যমালয়ে যায় না। প্রাণিহিংসক পুরুষগণ
 না বেদ দ্বারা, না দান দ্বারা, না তপস্তা দ্বারা,
 না অধ্বর দ্বারা, কোনরূপেই স্বর্গতি প্রাপ্ত
 হয় না। অহিংসা পরম ধর্ম্ম, অহিংসাই পরম
 তপ, অহিংসা পরম দান; মুনিগণ ইহা সর্গদা
 বলিয়া থাকেন। যে সকল মানব দয়াশু,
 তাঁহার মণক, সরীসৃপ, দংশ, যুকা (উকুন)

ভুক্ত ভোগান সুদিব্যাস্বমর্জিতান্ শ্বেন

কর্মণা ॥ ৪১

ততো হৃষ্টমনাঃ সৌখ্যং দূতং পঞ্চতং পশি ।
সন্দেহং হৃদি কুমা তু বিস্ময়ং পরমং গতঃ ॥৪২
বিচারয়ন্ হৃদি স্বর্গং কস্মৈ হেতোঃ কলং মম ॥
বিকুণ্ডল উবাচ ।

হে দূতবর পৃচ্ছামি সংশয়ং আমহং পরম্ ।

আবাং জাতৌ কুলে তুল্যে তুল্যাং কর্ম

তথা কৃতম্ ॥ ৪৪

দুঃখভারপি তুল্যোহভূতুল্যো দৃষ্টৌ যমস্তথা ।
কথং স নরকে ক্ষিপ্তস্তল্যাকস্মা মমাগ্রজঃ ॥৪৫
যমাতবৎ কথং নান্যমিত্যে যোহিহ্মি সংশয়ম্ ।
দেবদূত ন পশ্যামি মম স্বর্গস্তা কারণম্ ॥ ৪৬
দেবদূত উবাচ ।

মাতা পিতা সূতো জায়া স্বসা ভ্রাতা বিকুণ্ডল ।

জন্মহেতোরিয়ং সংজ্ঞা জন্তোঃ কর্মোপভুক্তয়ে
একস্মিন পাদপে যদচ্ছ কুনানান্ সমাগমঃ ॥ ৪

করিল। পরে কোন দূতবর মধুব বাক্যে
বিকুণ্ডলকে কহিল,—বিকুণ্ডল। আমার সঙ্গে
আইস; তোমাকে স্বর্গ প্রদান করি। তুমি
ঈয় কস্মৈ অর্জিত সুদিব্য ভোগ সবল ভোগ
কর। পরে হৃষ্টমনাঃ বিকুণ্ডল পথে যাইতে
যাইতে দূতকে জিজ্ঞাসা করিল,—হে দূতবর!
তোমাকে আমি একটা পয়ম সংশয় জিজ্ঞাসা
করি। আমরা দুই ভাই তুল্য কুলে জন্ম-
য়াছি এবং তুল্য কর্ম করিয়াছি; আর
অপমৃত্যুও উভয়ের তুল্যই হইয়াছে; যম-
কেও উভয়ে তুল্যই দেখিয়াছি। তবে
আমার তুল্যকস্মা অগ্রজ কিনিমিত্ত ন কে
ক্ষিপ্ত হইলেন? আমারই বা স্বর্গ হইল
কেন? আমার এই সংশয় ছেদন কর।
দেবদূত! আমার স্বর্গের কাবণ কিছুই
দেখিতে পাই না। ৩৫—৪৬। দেবদূত
বলিল,—বিকুণ্ডল! জাত জন্তর জন্ম
হেতু মাতা, পিতা, সূত, জায়া, স্বসা,
ভ্রাতা ইত্যাদি নানাবিধ সংজ্ঞা হইয়া
থাকে। বস্তুতঃ একটা পাদপে শত-

যদ্যৎ সমাহিতং কর্ম কৃকতে পূর্বভাবিতঃ ।

তস্তাং তস্য ফলং ভুক্তৈক কর্মণঃ পুরুষঃ সঙ্গা ॥

সত্যং বদামি তে শ্রীত্যা নরৈঃ কর্ম শুভাশুভ

স্বকৃতং ভূজ্যতে বৈশ্ব কালেকালে পুনঃপুনঃ

একঃ করোতি কর্মণি একস্তৎফলমশ্নতে ।

অন্তো ন লিপ্যতে বৈশ্ব কর্মণাশ্চ কৃত্যচিৎ

অপতন্নরকে পাপৈস্তব ভ্রাতা সুদারকণৈঃ ।

বৎ ধর্মেন ধর্মজ্ঞ স্বর্গং প্রাপ্নোষি শাস্বতম্ ॥৫২

বিকুণ্ডল উবাচ ।

আবালায়মপাপেষু ন পুণ্যেষু রতং মনঃ ।

অস্মিন জন্মনি হে দূত দ্বন্দ্বতং হি কৃতং ময়া ॥

দেবদূত ন জানামি স্মৃকৃতং কর্ম শাস্বতং ।

যদি জানাসি মৎপুণ্যং তন্মে তৎ রূপয়া বল ॥

দেবদূত উবাচ ।

শুণু বৈশ্ব প্রবক্ষ্যামি যদ্বা পুণ্যমর্জিতম্ ।

জানামি তদহং সর্বং ন ত্বং বেৎসি স্মৃনিক্তব

গণের যেমন সমাগম হয়, উহাদিগের
সমাগমও তজ্জপ। পূর্ব পূর্ব জন্মে
যে যে সমাহিত কর্ম করে, পুরুষ, সে জন্মে
সদা তাহাবই ফল ভোগ করে। বৈশ্ব!
আমি তোমাকে শ্রীতি বশতঃ সত্য বলি-
তেছি,—নবগণ স্বকৃত শুভাশুভ কর্মই কালে
কালে পুনঃপুনঃ ভোগ করে। বৈশ্ব!
একটি কর্ম করে, একাই তাহার ফলভোগ
কবে; একের কর্মে অন্য কৃত্যচিৎ হয়
না। তোমার ভ্রাতা সুদারকণ পাপ বশতঃ
নরকে পড়িয়াছে; আর হে ধর্মজ্ঞ! তুমি
ধর্মের ফলে শাস্বত স্বর্গ প্রাপ্ত হইতেছ।
৪৮—৫২। বিকুণ্ডল বলিল,—বালা কাল
হইতেই আমার মন পাপে রত ছিল, পুণ্য
ছিল না। হে দূত! এ জন্মে আমি পাপ
কর্মই করিয়াছি। দেবদূত! আমি আমার
কোনই স্মৃকৃত কর্ম জানি না; তুমি যদি
আমার পুণ্য জান, তবে রূপা করিয়া
আমাকে বল। দেবদূত বলিল,—বৈশ্ব!
শুন, তুমি যে পুণ্য অর্জন করিয়াছ, আমি
তাহা বলিতেছি; আমি তাহা সকলই জানি,

হরিমিত্র শ্রুতো বিপ্রঃ স্বমিত্রো বেদপারঙ্গঃ ।
 আসৌত্তম্যশ্রমঃ পুণ্যো যমুনার্দ্ধক্ষেণ তটে ॥
 তেন সখ্যং বনে তস্মিন্স্থব জাতং বিশাং বর
 তৎসঙ্গেন স্বয়ং জ্ঞানং মাঘমাসদ্বয়ং তথা ॥ ৫৭
 কালিন্দীপুণ্ড্রপানীয়ে সর্ষাপহরে বরে ।
 ততীর্থোলোকবিখ্যাতে নামা পাপপ্রণাশনে ॥
 একেন সর্ষাপপেভ্যো বিমুক্তত্বং বিশাম্পতে ।
 দ্বিতীয়ে মাঘপুণ্যেন প্রাপ্তঃ স্বর্গস্থানঘ ॥ ৫৯
 স্বং তৎপুণ্যপ্রভাবেণ মোদস্ব সততং দিবি ।
 নরকেষু তব ভাতা মহতীং নাম যাতনাম্ ॥ ৬০
 ছিন্যমানোহসিপত্রৈশ্চ ভিদ্যমানস্ত মুক্তারৈঃ ।
 চূর্ণ্যমানঃ শিলাপৃষ্ঠে তপ্তাঙ্গারেহস্ত ভর্জিতঃ ॥
 ইতি দূতকঃ ক্রহা ভাতৃহুঃখেন হুংখিতঃ ।
 পুলকান্তিসম্বাক্ষো দীনোহসৌ বিনযাবৃতঃ ॥
 উবাচ তং দেবদূতং মধুরং নিপুণং বচঃ ।
 বৈতী সাপ্তপদী সাধো সত্যং ভবতি সংকলা ॥
 মিত্রভাবং বিচিন্ত্য স্বং মামুপাকর্তুমহঁসি ।

তুমি তাহা অনুশ্রবণে জান না। হরিমিত্রের
 শ্রুত স্বমিত্র নামে এক বিপ্র ছিলেন; যমু-
 নায় দক্ষিণ তটে তাঁহার পুণ্য আশ্রম ছিল ।
 হে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ! সেই বনে তাঁহার সঙ্গে
 তোমার সখ্য জন্মিয়াছিল। তুমি তাঁহার
 সঙ্গে মাঘমাসদ্বয় সেই কালিন্দীর পাপপ্রণাশন
 নামে লোকবিখ্যাত সর্ষাপহর বর তীর্থে
 পুণ্যপানীয়ে জ্ঞান করিয়াছিলে। অনঘ
 বিশাম্পতে! এক মাঘমাসের প্রভাবে তুমি
 সর্ষাপ হইতে মুক্ত ও অস্ত্র মাঘমাসপুণ্যে
 স্বর্গ প্রাপ্ত হইলে। তুমি! সেই পুণ্যপ্রভাবে
 সতত দেবলোকে মুদিত হও; আর তোমার
 ভাতা নরকে মহতী যাতনা লাভ করুক,—
 অসিপত্রে ছিন্যমান, মুক্তারে ভিদ্যমান,
 শিলাপৃষ্ঠে চূর্ণ্যমান এবং তপ্তাঙ্গারে ভর্জিত
 হউক। দূতের এই বাক্য শুনিয়া বিকুণ্ডল
 ভাতার হৃৎখে হুংখিত, সর্ষাপে পুলকপূর্ণ
 হইল; দীন চিন্তে বিনয় সহকাকে নিপুণ-
 ভাবে মধুর বাক্যে সেই দেবদূতকে বলিল,
 —হে সাধো! সাধুদিগের বৈতী সাপ্তপদী;

অকৌ হি শ্রোতুমিচ্ছামি সর্বজ্ঞত্বং মজো যম ॥
 যমলোকং ন পশ্যন্তি কৰ্ম্মণা কেন মানবাঃ ।
 গচ্ছন্তি নিরয়ং যেন তস্মৈ স্বঃ কৃপয়া বদ ॥ ৬৫
 দেবদূত উবাচ ।

সম্যক্ পৃষ্টং স্বয়া বৈষ্ণব নষ্টপাপোহসি সাম্প্রতম্
 বিশুদ্ধে হৃদয়ে পুংসাং বুদ্ধিঃ শ্রেয়সি জায়তে ॥
 যদ্যপ্যবসরো নাস্তি মম সেবাপরম্ভ বৈ ।
 তথাপি চ তব স্নেহাৎ শ্রবক্ষ্যামি যথামতি ॥ ৬৭
 কৰ্ম্মণা মনসা বাচা সর্ষাবস্থানু সর্ষদা ।
 পরপীড়াং ন কুর্কন্তি ন তে যান্তি যমালয়ম্ ॥ ৬৮
 ন বেদৈর্ন চ ন দানৈশ্চ ন তপোভির্ন চাম্ষয়ৈঃ
 কথঞ্চিৎ স্বর্গং যান্তি পুরুষাঃ প্রাণিহিংসকঃ ॥
 অহিংসা পরমো ধর্মো অহিংসৈব পরং তপঃ ।
 অহিংসা পরমং দানমিত্যাহমুনয়ঃ সন্য ॥ ৭০
 মশকানসরীস্পান দংশান শূকাদ্যাদ্যানবাংস্তথা

উহা সংকল প্রসব করে; অতএব তুমি
 মিত্র ভাব চিন্তা করিয়া আমার উপকার
 করিতে যোগ্য হইতেছ। তোমাকে সর্ষাপ
 বালয়া মনে হইতেছে, অতএব তোমার
 নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি,—মানবগণ কোন্
 কৰ্ম্ম করিয়া যমলোক দর্শন করে না? যে
 কৰ্ম্মে নিরয়ে গমন করে, তাহা তুমি কৃপা
 করিয়া আমাকে বল। ৫৩—৬৫। দেবদূত
 বলিল,—বৈষ্ণব! তুমি সম্যক্ জিজ্ঞাসা করি-
 যাছ। তুমি সম্প্রতি নষ্টপাপ হইয়াছ। পুরুষ
 বিশুদ্ধহৃদয়ে হইলে শ্রেয় বিষয়ে বুদ্ধি জন্মে।
 পরসেবাপর আমার যদিও অবসর নাই,
 তথাপি তোমার প্রীতি স্নেহবশতঃ যথামতি
 বলিতেছি। যাহারা সর্ষদা সর্ষাবস্থায় কৰ্ম্ম
 মন ও বাক্যে পরপীড়া না করে, তাহারা
 যমালয়ে যায় না। প্রাণিহিংসক পুরুষগণ
 না বেদ দ্বারা, না দান দ্বারা, না তপস্তা দ্বারা,
 না অধ্বর দ্বারা, কোনরূপেই স্বর্গে প্রাপ্ত
 হয় না। অহিংসা পরম ধর্ম, অহিংসাই পরম
 তপ, অহিংসা পরম দান; মুনিগণ ইহা সর্ষদা
 বলিয়া থাকেন। যে সকল মানব দুষ্ট,
 ভীত, মশক, সরীসৃপ, দংশ, শূক (উকুন)

আশ্বোপমোন পশুস্তি মানবা যেন্দয়ালবঃ ॥৭১
তপ্তাকারময়ঙ্কৌলমাধঃ মুহুরঙ্গিণীম্ ।
হুগতিং নৈব গচ্ছন্তি কৃতান্তস্ত চ তে নরাঃ ॥৭২
ভূতানি যেহত্র হিংসন্তি জলস্থলচরাণ চ ।
জীবনার্থকং তে যান্তি কালমুত্রকং দুর্গতিম্ ॥৭৩
শ্রমাংসভোজনাস্তত্র পুয়শোণিতপানিনঃ ।
মজ্জন্তশ্চ বসাপকে দষ্টাঃ কাটেরদৌমুগৈঃ ॥৭৪
পরস্পরকং পাদস্তো ধ্বাস্তে চাছোতঘাতিনঃ ।
বসন্তি কল্লানেকাংস্তে কদন্তো দাক্ষণং রবম্ ॥
নরকারিঃস্বলা বৈশ্ণু হাববাঃ স্মৃশ্চিরন্ত তে ।
ততো গচ্ছন্তি তে জুরাধিবাগ্যোনি-

শত্রেয় চ ॥ ৭৬

পশ্চাত্তবন্তি জাতাক্ষাঃ কাণাঃ কুজাশ্চ পঙ্গবঃ ।
দরিদ্রাশ্চাস্ত্রহীনাস্চ মাধুযঃ প্রাণিহিংসকাঃ ॥
তস্মাদৈশ্চ পবত্রেঃ কমা মনসা গিরা

প্রভৃতি এবং মানব—এ সকল প্রাণিকেই
আশ্বোপম্যে (ফিজে মত) দেখিয়া থাকেন ।
আব সেই সকল নব কৃতান্তেব তপ্তাকার,
অয়ঙ্কৌল, আত্মতরঙ্গিণী ও মুহুরঙ্গিণী, এই
সকল নরকে গমন করে না । এ জগতে
যাহারা জীবিকা নিয়োজন জল-স্থলচর
ভূতগণের হিংসা করে, তাহারা কালমুত্র
নরকে গমন করে । সেখানে তাহারা কুকুর-
মাংস ভোজন ও পুয় শোণিত পান করে,
বসাপকে ময় হইয়া অস্থান্য কাটগণ কর্তৃক
দষ্ট হইতে থাকে । অন্ধকারে পরস্পর
পরস্পরকে মারিয়া খায়, দাক্ষণ স্বরে রোদন
করত অনেক কল্ল বাস করে । হে বৈশ্ণু !
তাহারা নরক হইতে নিঃসৃত হইয়া চিরকাল
স্বাবর হইয়া থাকে । তার পর তাহারা শত
শত জুর ত্রিক্যক্যোনিতে গমন করে ।
সেই প্রাণিহিংসক মাধুযগণ তৎপরে জন্মান্ন,
কাণ, কুজ, পঙ্গু, দরিদ্র বা অস্ত্রহীন হইয়া
জন্মে । বৈশ্ণু ! অতএব ইহ পর হইলোকে
সুখপ্রেম, ধন্যজ্ঞ ব্যক্তি কণ্ড মন ও বাক্যে
তাঁহা করিবে না । প্রাণিহিংসকগণ লোকস্বয়ে
সুখ লাভ করিতে পারে না । যাহারা ভূত

লোকস্বয়মুখপ্রেমসুখস্বজ্ঞো ন তদাচরেৎ ॥৭৮
লোকস্বয়ে ন বিন্দন্তি সুখানি প্রাণিহিংসকাঃ ।
যে ন হিংসন্তি ভূতানি ন তে ব্লিভ্যন্তি কুজচিং
প্রবিশন্তি যথা নদ্যাঃ সমুদ্রমুজুবক্রগাঃ ।
সর্বৈ ধম্মা অহিংসায়াং প্রবিশন্তি তথা দৃঢ়ম্ ॥
স নাতঃ সৰতোর্ধেষু সর্বযজ্ঞেযু দৌক্ষিতঃ ।
অভয়ঃ যেন ভূনৈভো দন্তমত্র বিশাং বর ॥
যে নিয়োগাংশ্চ শাস্ত্রোক্তান্ ধম্মাধর্মবিম-

শ্রিতান্ ।

পালয়ন্তীহ যে বৈশ্ণু ন তে যান্তি যমালয়ম্ ॥৮২
ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বাণপ্রস্থো যতিস্তথা ।
স্বধর্মনিবতাঃ সর্বে নাকপৃষ্ঠে বসন্তি তে ॥ ৮৩
যথোক্তচারিণঃ সর্বৈ বর্ণাশ্রমসমম্বিতাঃ ।
নরা জিতেন্দ্রিয়া যান্তি ব্রহ্মলোকস্ত শান্তম্ ॥
ইষ্টাপূজরতা যে চ পঞ্চযজ্ঞরতাশ্চ যে ।
দয়্যধিতাশ্চ যে নিত্যং নেক্ষন্তে তে যমালয়ম্
ইন্দ্রিয়ার্থনিবৃত্তা যে সমর্থা বেদবাদিনঃ ।
অগ্নিপূজরতা নিত্যং তে বিপ্রাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥

সকলের হিংসা না করে, তাহারা কুজাপি ভয়
পায় না । ৬৬—৭৯ । ঋজু বক্র নদী সকল
যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে, তজপ সর্ব কর্মই
অহিংসা প্রবিষ্ট হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই ।
বিশাং বর । যাহা কর্তৃক সর্বভূতে অভয়
প্রদত্ত হয়, সে সর্ব তীর্থে নাত ও সূর্য্য যজ্ঞে
দৌক্ষিত । বৈশ্ণু ! ইহলোকে যাহারা ধম্মা-
ধর্ম-বিমিশ্রিত শাস্ত্রোক্ত নিয়োগ সকল পালন
করে, তাহারা যমালয়ে যায় না । ব্রহ্মচারী,
গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, বা যতি, সকলেই স্বধর্মে
নিরত হইলে নাকপৃষ্ঠে বাস করে । নর
সকল যথোক্তচারী, বর্ণাশ্রম-সমম্বিত এবং
জিতেন্দ্রিয় হইলে শান্ত ব্রহ্মলোকে বাস
করে । যাহারা ইষ্টাপূর্ত (যজ্ঞাদি এবং
পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠাদি) কার্য্যে এবং পঞ্চযজ্ঞে
রত, আর নিত্য দয়্যধিত, তাহারা যমালয়
দর্শন করে না । যাহারা সূমর্থ হইয়াও ইন্দ্ৰি-
য়ার্থ হইতে নিবৃত্ত, বেদবাদী ও নিত্য অগ্নি-
পূজার রত, সেই সকল বিপ্রগণ স্বর্গগামী

অদীনবদনাঃ শূরাঃ শক্তিঃ পরিবেষ্টিতাঃ ।
 আহবেষু বিপন্ন্য যে তেষাং মার্গো দিবাকরঃ
 অনাথস্বীকৃত্যর্থে চ শরণাগতপালনে ।
 প্রাণান্ত্যজন্তি যে বৈশ্ব ন চ্যবন্তি দিবন্ত তে
 পঙ্কজবানবৃক্ষাংশ বোগ্যানাথদর্শিতান্ ।
 যে পুঙ্কন্তি সদা বৈশ্ব তে মোদন্তে সদা দিবি
 গাং দৃষ্ট্বা পঙ্কনির্মল্যং বোগময়ং দ্বিজং তথা ।
 উদ্ধরন্তি নরা য়ে চ তেষাং লোকোহধমধিনাম
 গোত্রাসং যে প্রযচ্ছন্তি যে শুশ্রূষন্তি গাং সদা
 যে নারোহন্তি গোপৃষ্ঠে তে স্বর্লোকনিবাসিনঃ
 গর্তমাত্রস্ত ত্বে চকুর্ধ্ব গৌরভয়া ভবেৎ ।
 যমলোকমবুদ্বৈব তে যাস্তি স্বর্গাতঃ নবাঃ ॥১২
 অগ্নিপূজাং দেবপূজাং গুরুপূজারতাংশ যে ।
 দ্বিজপূজারতা নিত্যং তে বিপ্রাঃ স্বর্গগামিনাঃ ।
 বাপীকুপতড়াগাদৌ ধর্ম্মান্তান্তো ন বিনাতে ।

হন। যে সকল শূর মানব যুদ্ধস্থলে শত্রুদলে
 পরিবেষ্টিত হইয়া অদীন বদনে বিপন্ন হয়,
 তাহাদিগের দিবাকর মার্গ (ব্রহ্মলোক)
 লাভ ঘটে। ৮০—৮৭। বৈশ্ব! যাহারা
 অনাথ, স্ত্রী, দ্বিজ এবং শরণাগত জনের
 পালনার্থ প্রাণ ত্যাগ করে, তাহারা স্বর্গ
 হইতে চ্যুত হয় না। হে বৈশ্ব! যাহারা
 পঙ্ক, অঙ্ক, বালক, বৃদ্ধ, বোগী, অনাথ এবং
 দরিদ্রজন্মলাভকে সদা পোষণ করে, তাহারা
 দেবলোকে সদা মুদিত হয়। যাহারা পঙ্ক-
 নিমগ্ন-গো এবং বোগময় দ্বিজের উদ্ধার কবে,
 তাহারা অধমবী জনগণের প্রাপ্য লোক
 প্রাপ্ত হয়। যাহারা গোত্রাস প্রদান করে,
 সদা গোপণের শুশ্রূষা করে এবং যাহারা
 গোপৃষ্ঠে আরোহণ না করে, তাহারা স্বর্গ-
 লোকনিবাসী হয়। গোপণের ভূষণ নিবৃত্তি
 হইতে পারে এমন স্থলে যদি একটা গর্ত
 মাত্রও নির্মাণ করিয়া দেয়, সেই সকল নরগণ
 যমলোক দর্শন না করিয়াই স্বর্গতি প্রাপ্ত হয়।
 যাহারা অগ্নিপূজা, দেবপূজা, গুরুপূজা ও
 বিপ্রপূজার ভক্ত, সেই সকল বিপ্রগণ স্বর্গবাসী
 হয়। জল-হলচর প্রাণিগণ যাহাতে সন্দা

পিনস্তি স্বেচ্ছয়া যত্র জলহলচরাঃ সদা ॥ ৯৪
 নিত্যং দানপয়ঃ সৌহত্র কথ্যতে বিবৃদ্ধৈরপি ॥
 যথা যথা চ পানীয়ং পিবন্ত প্রাণিনো ভৃশম্ ।
 তথা তথাক্ষয়ঃ স্বর্গো ধর্ম্মবৃদ্ধ্যা বিশাং বর ॥ ৯৬
 প্রাণিনাং জীবনং বারি প্রাণা বারিণি
 সংস্থিতাঃ ।

নিত্যন্নানেন পুষ্যন্তে যেরূপ পাতকিনো
 নরাঃ ॥ ৯৭
 প্রাতঃস্নানং হরেদৈশ্ব বাহ্যভ্যন্তরজং মলম্ ।
 প্রাতঃস্নানেন নিম্পাপো নরো ন নিরয়ং
 ব্রজেৎ ॥ ৯৮
 স্নানং বিনা ত্বে যো ভুক্তকে মলাশী স সদা নরঃ
 অন্নায়ী যো নরস্তস্য পিতৃথাঃ পিতৃদেবতাঃ ॥ ৯৯
 স্নানহীনো নরঃ পাপঃ স্নানহীনো নরোহশুচিঃ
 অন্নায়ী নরকং ভুক্তা পুণ্ড্রীকাদিষু জায়তে ॥
 যে পুনঃ স্নোতি স্নানমাচরণস্তীত পঞ্চবি
 তে নৈব নরকং যাতি ন জায়ন্তে কুযোনিষু ॥

স্বেচ্ছায় জল-পা- কাহে পাবে, এমন বাপী-
 কুপ-তড়াগাদি নিম্নাতা ধর্ম্মো গত নাট।
 দেবগণও বলেন যে, জগতে সেই ব্যক্তি
 নিত্য দানতপস্বী। হে বিশা! প্রাণগণ
 যেমন যেমন অধিক অধিক জল পান করে,
 ধর্ম্মের রক্তি হেতু তেমন তেমন অক্ষয় স্বর্গ
 হয়। বারি প্রাণিগণের জীবন, প্রাণ
 বারিতেই সংস্থিত। যে সকল নর পাতকী,
 তাহারাও নিত্যন্নানে পুত হয়। বৈশ্ব!
 প্রাতঃস্নান বাহ্য ও আভ্যন্তর মল হরণ করে।
 নর প্রাতঃস্নানে নিম্পাপ হয়; নিরয়ে গমন
 করে না। যে নর স্নান বিনা ভোজন করে,
 সে সদা মলভোজী। যে নর অন্নায়ী তাহার
 পিতৃদেবতাগণ বিষম থাকেন। স্নানহীন নর
 পাপী, স্নানহীন নর অশুচি; অন্নায়ী নর
 নরক ভোগ করিয়া কীটাদি যোনিতে জন্মিয়া
 থাকে। ৮৮—১০০। যাহারা পৃথিবীতে
 পঞ্চ দিনে স্নোতোজলে স্নান আচরণ করে,
 তাহারা কখনও নরকে যায় না এবং কু-
 যোনিতে জন্মে না। বৈশ্বশ্রেষ্ঠ! প্রাতঃস্নানে

দুঃস্বপ্না হুইচিচ্চাশ্চ বদ্ধ্যা ভবন্তি সৰ্বদা ।"

প্রাভঃপ্রানেন শুদ্ধানাম্ পুরুষাণাম্ বিশাং বর ।

তিলাশ্চ তিলপাত্রঞ্চ তিলপ্রস্থং যথাবিধি ।

দক্ষা প্রেতপতেভূমৌ ন ব্রজন্তি নরাঃ কচিৎ ।

পৃথিবীং কাঞ্চনং গাঞ্চ দক্ষা দানানি যোড়শ ।

গয়া ন বিনিবর্তন্তে স্বর্গলোকাদ্বিকুণ্ডল ॥ ১০৪

পুণ্যানু তিথিষু প্রাজ্ঞো বাতীপাতে চ

সংক্রমে ।

স্নানাদি দক্ষা চ যৎকিঞ্চিৎ নৈব মজ্জতি তুর্গতো ।

নৈবাক্রানন্তি দাতারো দারুণং রোরঃ পথম্ ।

ইহ লোকে ন জায়ন্তে কূলে ধনবর্জিতে ॥

সত্যবাদী সদামোনী প্রিয়বাদী চ যো নরঃ ।

অক্ৰোধনঃ সদাচারো নান্দিব্যাণ্যনন্যকঃ ॥ ১০৭

সদা দাক্ষিণ্যসম্পন্নঃ সদা ভূতদয়ান্বিতঃ ।

গোপ্তা চ পরমশ্রীনাং বক্তা পরগুণশ্চ ॥ ১০৮

পরশ্চ তুণমাত্রঞ্চ মনসাপি ন যো হরেৎ ।

ন পশ্যন্তি বিশাং শ্রেষ্ঠং হেতে নরকযাতনাম্ ।

পরাপবাদী পাষণ্ডঃ পাপেভ্যোহপি

মতোহধিকঃ ।

শুদ্ধ পুরুষদিগের দুঃস্বপ্ন বা হুইচিচ্চা সকলও

সৰ্বদা বৃথা হইয়া যায় । নরগণ তিল, তিল-

পাত্র ও তিলপ্রস্থ যথাবিধি দান করিলে

কখনও প্রেতপতির ভূমিতে গমন করে না ।

বিকুণ্ডল, পৃথিবী, কাঞ্চন, গো এবং যোড়শ-

দান দান করিলে স্বর্গলোকে যাইয়া নিবর্তিত

হয় না । প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পুণ্য তিথি সকলে,

বাতীপাতে ও সংক্রমে যৎকিঞ্চিৎ দান দান

করিলেও নরকে যায় হয় না । দাতা ব্যক্তির

রোরব নরকের দারুণ পথে কখনই গমন

করে না এবং ইহ লোকেও ধন-বর্জিত কূলে

জন্মে না । যে নর সদা সত্যবাদী, মোনী,

প্রিয়ভাষী, অক্ৰোধন, সদাচার, অনিন্দুক,

অনন্যক, সদা দাক্ষিণ্যসম্পন্ন, ভূতগণে

দয়ালু, পরের মর্শ্ব (গোপ্য) বিষয়ের

গোপন-কর্তা, পরগুণের বক্তা এবং যে মনে

মনেও পরের তুণমাত্রও হরণ করে না, হে

বৈশ্বশ্রেষ্ঠ ! ইহারা নরকযাতনা দর্শন করে

পচাতে নরকে তাবদযাযদাকৃতসংগ্রবম্ ॥ ১১০

বক্তা পুরুষবাচ্যানাং মন্তব্যো নরকগতঃ ।

সন্দেহো ন বিশাং শ্রেষ্ঠ পুনর্ধান্তি চ তুর্গতিম্ ॥

ন তীর্থৈর্ন তপোভিচ্চ কৃত্যশ্চ চ নিকৃতিঃ ।

সহতে যাতনাং ঘোরান্ স নরো নরকে চিরম্

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি তেষু মজ্জাত যো নরঃ

জিতেন্দ্রিয়ো জিতাহারো ন স যাতি যমালয়ম্

ন তীর্থে পাতকঃ কুধ্যান চ তীর্থোপজীবনম্ ।

তীর্থে প্রতিগ্রহস্ত্যাজ্যস্ত্যাজ্যো ধর্ম্যশ্চ বিক্রমঃ

তুর্জরং পাতকং তীর্থে তুর্জরশ্চ প্রতিগ্রহঃ ।

তীর্থে চ তুর্জরং সর্বমেতেৎকল্পয়কং, ত্রয়োৱা ১১৭

সকৃদগঙ্গাস্তিসি স্নাতঃ পূতো গাঙ্গেয়বারিণা ।

ন নরো নরকং যাতি আপ পাতকক্কাশিকৃৎ ॥

ব্রতদানতপোযজ্ঞাঃ পবিত্রাণীতরাণি চ ।

গঙ্গাবিন্দ্যভিষেকশ্চ ন সমা ইতি নঃ শ্রুতম্ ॥

না । পরিন্দাদাবী পাবণ ব্যক্তি মহাপাপী

অপেক্ষাও অধিক বলিয়া মন্তব্য ; সে যত-

কাল সৃষ্টি থাকিবে ততকাল ঘোর নরকে

পচ্যমান হয় । বৈশ্বশ্রেষ্ঠ ! পুরুষ-ব্যক্তির

বক্তা ব্যক্তি নরক হইতে আগত বলিয়া

মন্তব্য ; ইহাতে সন্দেহ নাই । সে পুনরায়

তুর্গতি প্রাপ্ত হইবে । ১০১—১১১ ৮ না তীর্থ

দ্বারা, না তপস্যা দ্বারা, কৃত্য ব্যক্তির

কিছুতেই নিষ্কর্তি নাই । সে নরকে

চিরকাল ঘোর যাতনা সহ করে । "যে

নর জিতেন্দ্রিয় ও জিতাহার হইয়া পৃথি-

বীতে যে সকল তীর্থ আছে, তাহাতে

মজ্জন করে, সে যমালয়ে যায় না । তীর্থে

পাতক করিবে না, আর তীর্থকে উপজীবিকা

করিবে না । তীর্থে প্রতিগ্রহ ত্যাজ্য এবং

ধর্ম্যবিক্রয়ও ত্যাজ্য । তীর্থে পাতক তুর্জর,

প্রতিগ্রহও তুর্জর ; তীর্থে এই সকল তুর্জর

কার্য করিলে নরকে যাইতে হয় । যে নর

রাশি রাশি পাতক করিয়াছে, সেও যদি এক-

বার গঙ্গাজলে স্নান করে, তবুও গাঙ্গেয় ব্যক্তি

প্রভাবে পূত হয় ; নরকে যায় না । ব্রত,

দান, তপ, যজ্ঞ এবং অন্যান্য যে সকল

অন্ততীর্থসমাং গঙ্গাঃ যো ব্রবীতি নরাধমঃ ।
 স বাতি নরকং বৈশ্ণৱ দাক্ষণং রৌরবং মহৎ ॥
 কর্ণদ্বয়ং হৃদাং বীজং বৈকুণ্ঠচরণচ্যুতম্ ।
 ধৃতং বুদ্ধি মুহুর্নেন যদগাক্ষময়ঃ জলম্ ॥১১১
 ন সন্দেহো নির্গুণং প্রকৃতে: পরম্ ।
 তেন কিং সমতাং গচ্ছেদপি ব্রহ্মাণ্ডগোচরে ॥
 গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রহ্মাদ্যোজনানাং শতৈরপি
 নরো ন নরকং যাতি কিং তদ্বা সদৃশং ভবেৎ ॥
 নাস্তেন দহতে সদা: ক্রিয়া নরকদায়িনী ।
 গঙ্গাস্তি প্রযত্নেন স্নাতব্যং তেন মানবৈ: ॥
 প্রতিগ্রহনিবৃত্ততা য: প্রতিগ্রহক্ষমোহপি সন ।
 স দ্বিজো দ্যোততে বৈশ্ণৱ তারাকপশ্চরং দিবি
 গায়ুধ্বস্তি যে পঙ্কাদয়ে রক্ষন্তি চ রোগিণ: ॥
 ত্রিযুগ্তে গোগৃহে যে চ তেষাং নভসি তারকা:

পবিত্রতাসম্পাদক কার্য আছে, সে সকল
 করিলেও গঙ্গাবিন্দু দ্বারা অভিষিক্ত মানবের
 সমান হইতে পারে না; আমরা একপ
 অনিয়ারছি। যে নরাধম গঙ্গাকে অন্ত তীর্থের
 সমান বলে, হে বৈশ্ণৱ! সে মহৎ দাক্ষণ
 রৌরব নরকে যায়। যে অমল গঙ্গাজল
 অন্ত সকল জলের বীজ, বৈকুণ্ঠচরণচ্যুত
 ও ধর্ম্মজব স্বরূপ, যাহা মহেশ কর্তৃক মস্তকে
 ধৃত হইয়াছে, তাহা প্রতিব্র পবনতী নির্গুণ
 ব্রহ্মই জীবিত। ব্রহ্মাণ্ডগোচরে কোন্ দ্রব্য
 তাহার সমতা পাইতে পারে? নর শত
 যে জনদ্বরে থাকিয়াও 'গঙ্গা, গঙ্গা' বালিলে
 নরক প্রাপ্ত হয় না, অতএব কোন্ দ্রব্য সেই
 গঙ্গার সদৃশ হইতে পারে? অন্ত কিছুতেই
 নরকদায়িনী ক্রিয়া সদা দৃষ্ট হয় না; সেই
 জন্ত মানবগণের গঙ্গাজলে প্রযত্ন সহকারে
 স্নান করা কর্তব্য। ১১১—১১২। যে প্রতি-
 গ্রহে সক্ষম হইয়াও প্রতিগ্রহ না করে, হে
 বৈশ্ণৱ! সেই দ্বিজ নক্ষত্ররূপে চিরকাল
 হ্যালোকে দ্যোতিত হয়। যে ব্যক্তি পঙ্ক
 হইতে গো উদ্ধার করি, এবং যাহারা রোগি-
 গণকে রক্ষা করে, আর যাহারা গো-গৃহে যত
 হয়, তাহারা নভোমণ্ডলে তারাক্রূপে

যমলোকং ন পশন্তি প্রাণায়ামপরায়ণা: ।
 অপি দুষ্কৃতকর্ম্মাণস্তৈরেব হতকিঞ্চিভা: ॥ ১২৫
 দিবসে দিবসে বৈশ্ণৱ প্রাণায়ামন্ত যোড়শ ।
 অপি ব্রহ্মহণঃ সাক্ষাৎপুনস্ত্যহরহঃ কৃতা: ॥১২৬
 তপাসি যানি তপাস্তে ব্রতানি নিম্নমাশ্চ যে ।
 গোসহস্রপ্রদানঞ্চ প্রাণায়ামন্ত তৎসম: ॥ ১২৭
 অক্ষিকুং য: কুশাগ্ৰেণ মাসে মাসে নর: পিবেৎ
 সংবৎসরশতং সাগ্রং প্রাণায়ামন্ত তৎসম: ॥১২৮
 পাতকন্ত মহদ্বচ্য তথা ক্ষুদ্রোপপাতকম্ ।
 প্রাণায়ামৈ: ক্ষণাৎসকলভক্ষ্যসাংকুরুতে নর: ॥
 মাভবৎ পরদারান্ যে মন্তস্তে বৈ নরোত্তমা: ।
 ন তে যান্তি নরশ্রেষ্ঠ কদাচিদযমযাতনাম্ ॥১৩০
 মনসাপি পরেষাং য: কলত্রাণি ন সেবতে ।
 সহ লোকদ্বয়েনাস্তি তেন বৈশ্ণৱ ধরা ধৃত: ॥১৩১
 তস্মাদ্ধর্ম্মাধিতৈস্ত্যাজ্যং পরদারোপসেবনম্ ।

বিরাজ কবে। প্রাণায়ামপরায়ণ মানবগণ
 যমলোক দর্শন করে না। তাহারা দুষ্কৃতকর্ম্মা
 হইলেও প্রাণায়াম প্রভাবেই হতকিঞ্চিভ হয়।
 বৈশ্ণৱ। দিবসে দিবসে যোড়শবার প্রাণায়াম
 করা কর্তব্য। একপ প্রাণায়াম অহরহঃ কৃত
 হইলে ব্রহ্মঘাতা ব্যক্তিকেও সাক্ষাৎ পবিত্র
 কবে। সে সকল তপস্তা অমুদ্রিত হয়, যে
 সকল ব্রত বা নিয়ম আছে, কিম্বা গোসহস্র
 প্রদান, প্রাণায়াম এই সকল কার্যের তুল্য।
 যদি নব সমগ্র সংবৎসর মাসে মাসে কুশাগ্র
 দ্বারা জলবিন্দু মাত্র পান করে, অথবা
 প্রাণায়াম করে, উভয়েই ফল তুল্য। যে
 সকল মগপাতক আছে, বা যে সমস্ত ক্ষুদ্র
 উপপাতক আছে, নর প্রাণায়ামের প্রভাবে
 ক্ষণমাত্রে ঐ সকলই ভক্ষ্যসাং করিতে পারে।
 যে সকল নরোত্তম পরদারণকে মাভবৎ
 জান করেন, হে নরশ্রেষ্ঠ! তাঁহারা কখনই
 যমযাতনা প্রাপ্ত হন না। বৈশ্ণৱ! যে
 মানব মনে মনেও পরকলত্র সেবা না করেন,
 লোকদ্বয় সহ এই ধরা তৎকর্তৃক ধৃত হয়।
 অতএব ধর্ম্মাধিত মানবগণ কর্তৃক পর-
 দারোপসেবন ত্যাজ্য। পরদারণ এক-

নয়ন্তি পরদারাস্ত নরকানেকবিংশতিম্ ॥ ১৩২ ॥
 লোভো ন জায়তে যেষাং পরদারেষু মানসে ।
 তে যান্তি দেবলোকন্ত ন যমং বৈশ্বসত্তম ॥ ১৩৩ ॥
 শব্দং ক্রোধাদিনামেষু যঃ ক্রোধেন ন জায়তে ।
 জিতশ্বর্গঃ স মন্তব্যঃ পুরুষোহক্রোধেন ভুবি ॥
 মাতরং পিতরং পুত্র আরাধয়তি দেববৎ ।
 অপ্রাপ্তে বার্কিকে কালে ন যাতি চ যমালয়ম্
 পিতৃশাধিকভাবেন যেহর্চয়ন্তি গুরুং নরাঃ ।
 ভবন্ত্যতিথদ্রো লোকে বক্ষণন্তে বিশাংবর ॥ ১৩৬ ॥
 ইহ চৈব স্থিয়ো যথাঃ শীলশ্চ পরিরক্ষণাৎ ।
 শীলভঙ্গে চ নারীণাং যমলোকঃ সুদারুণঃ ॥
 শীল রক্ষ্য সপা স্তাভিহৃদিসঙ্গাববজ্জনাৎ ।
 শীলেন হি পবঃ স্বর্গঃ স্থায়ী বিশা ন সংশয়ঃ ॥
 শূদ্রশ্চ পাকবজ্রেণ নিষিকাচবনেন চ ।
 তুর্গতিবিহীনং বৈশ্ব স্তা নারীণাং গতিঃ ॥ ১৩৯ ॥
 বিচারযন্তি যে শাস্ত্রং বে । ভাসরতাশ্চ যে ।

বিংশতি নরকে পাঠ করবে । বৈশ্বসত্তম ।
 যাহাদিগো চিত্তে পরদার বিবয়ে লোভ না
 জন্মে, তাহারা দেবলোকে গমন করে, যম-
 লোকে যায় না । সাধারণতঃ ক্রোধের কারণ
 থাকিলেও যদি ক্রোধ দ্বারা নিজিত না হন,
 সেই অক্রোধন পুরুষ ভূমণ্ডলে জিতশ্বর্গ
 বলিয়া মন্তব্য । ১৩৩-১৩৪ । যাবৎকাল বুদ্ধ
 না হয় যাবৎকাল পিতা ও পুত্র, মাতা-
 পিতাকে দেববৎ আরাধনা করে, সে যমালয়ে
 যায় না । বৈশ্বশ্রেষ্ঠ । যে সকল নর পিতা
 অনেক ও গরিক প্রভৃতি গুরুকে অচ্চনা
 করে, তাহারা ব্রহ্মবিদ্যার্থী হয়, ইহলোকে
 জাগরণ শীল রক্ষা করিলে যথঃ নারী-
 গণের শীল ভাঙ্গিলে সুদারুণ যমলোক
 প্রাপ্ত হয় । ১৩৬ । শূদ্রসকল পরিচারক
 জাগরণের সদঃ শীল রক্ষা করা বিধেয় ;
 জাগরণের শীল দ্বারা পরম স্বর্গ লাভ হয়,
 ইহাতে সংশয় নাই । পাকবজ্রে বা নিষিকা-
 চরণে শূদ্রগণের তুর্গতি বিস্তৃত আছে,
 উৎকৃষ্ট তাহাদিগের নারী গতি, যাহারা
 শাস্ত্র বিচার করেন, যাহারা বেদাভ্যাসরত,

পুরাণং সংহিতাং যে চ শ্রাবয়ন্তি পঠন্তি চ ॥ ১৪০ ॥
 ব্যাকুর্ত্তি স্মৃতিং যে চ যে ধর্ম্মপ্রতিবোধকাঃ
 বেদান্তেষু নিষরা যে তৈরিয়ংজগীতী ধৃত ॥ ১৪১ ॥
 তত্তদভ্যাসমাহাষ্ট্রাঃ সর্কে তে হতকিঞ্চিভাঃ ।
 গচ্ছন্তি ব্রহ্মণো লোকং যত্র মোহো ন বিদ্যতে
 জ্ঞানমজ্জায় যো দদ্যাচ্ছেদশাস্ত্রসমুত্তমম্ ।
 অপি দেবাস্তমর্চন্তি ভববদ্ধবিদারণম্ ॥ ১৪৩ ॥
 শ্রয়তামদ্ভুতং হোতদ্রহস্তং বৈশ্বসত্তম
 সম্যতং ধর্ম্মরাজশ্চ সর্বলোকামৃতপ্রদম্ ॥ ১৪৪ ॥
 ন যমং যমলোকঞ্চ ন ভূতান ঘোরদর্শনান্ ।
 পশুন্তি বৈকব্যা নুনং সত্যং সত্যং মনোদিতম্ ॥
 প্রাপ্তাস্থান যমুনাত্তা সদৈব হি পুণ্যপুণ্যঃ ।
 ভবদ্বৈকবাস্ত্যাজা ন তে স্মার্ম গোচরাঃ
 স্মরন্তি যে সুরুত্বতাঃ প্রসঙ্গেনাপি কেশবম্ ।
 তে বিপ্রস্তপিনাঘোষা যান্তি বিকোঃ পরংপদম্
 তুরাচাবো দুরতোহপি সদাচারারতোহপি যঃ ।

যাহারা পুরাণ বা সংহিতা শ্রবণ করান
 এবং পাঠ করেন, যাহারা স্মৃতির ব্যাখ্যা
 করেন, যাহারা সাধারণকে ধর্ম্ম শিক্ষা
 দেন, আর যাহারা বেদান্ত শাস্ত্রের আলো-
 চনাং তৎপর, এই জগতী তাঁহাদের দ্বারাই
 ধৃত ; সেই সেই অভ্যাসমাহাষ্ট্রো তাহারা
 সকলেই হতকিঞ্চিৎ এইয়া যেখানে মোহ
 নাই, সেই ব্রহ্মলোকে গমন করেন ।
 যিনি অল্প জনকে বেদশাস্ত্রসমুত্তম জ্ঞান
 প্রদান করেন, সেই ভববদ্ধবিদারণ জনকে
 দেবগণও অচ্চনা করেন । ১৩৫-১৩৬ ।
 বৈশ্বসত্তম ! সর্ব লোকের অমৃতপ্রদ ধর্ম্মরাজ-
 সম্যত এই অদ্ভুত রহস্য শ্রবণ কর । আমি
 সত্য সত্য বলিতেছি—বৈকবগণ নিশ্চয়ই
 যম, যমলোক বা ঘোরদর্শন ভূতগণকে
 দর্শন করেন না । যমূনার ভাতা সদা পুণ্য-
 পুণ্য বর্ণিয়াছেন যে, বৈকবগণ তোমাদিগের
 ত্যাজ্য ; তাহারা আমার গোচর হইবেন না ।
 যে সকল ভূতগণ প্রসঙ্গক্রমেও কেশবকে
 স্মরণ করে, তাহাদিগের অধিল অঘনিচয়
 বিদ্ধান্ত হয় ; অন্তে বিষ্ণুর পরম পদে গমন

ভবতিঃ স সদা ত্যাজ্যো বিষ্ণুঃ ভজতে নরঃ
বৈকবো যদগৃহে ভুঞ্জেত যেষাং বৈকবসঙ্গতিঃ
ভেদপি বঃ পরিশ্রাণ্যাস্ত্যন্তঃসঙ্গহতকিঞ্চিযাঃ
ইথাং বৈশ্রাণ্যাস্ত্যন্ত্যমান দেবো দণ্ডধরঃ সদা ।
অতো নো বৈকবা যান্তি রাজধানীংযমস্ত তু ॥
বিষ্ণুভক্তিং বিনা নৃণাং পাপিষ্ঠানাং বিশাং বর
উপাধো নাস্তি নাস্ত্যন্ত্যঃ সন্তুঃ নরকাস্থি ॥
স্বপাকমপি নেক্ষেত লোকেষ্টং বৈশ্রা বৈকবম্ ।
বৈকবো বর্ণবাহোহপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥
এতাবতালমঘনির্হরণায় পুংসাং
সকীর্জনী ভগবতো গুণকর্ণানাম্ ।
বিষ্ণু পুত্রমঘবান্ যদজামিলোহপি
নারাবণোত জিয়মান ইয়ায় মুক্তিম্ ॥১৫৩
নরতে তু চিরং মগ্নাঃ পূর্বে যেষ চ কুলস্থয়ে ।

করে। যে নর বিষ্ণুকে ভজন করবে, সে
যদি দুর্গাচর বা দুষ্কৃতও হয় কিম্বা সদাচাররত
নাও হয়, তথাপি সে সদা তোমাদিগের
ত্যাগী। যাহার গৃহে বৈকব ভোজন করে,
বৈকব জন সহ যাহাদিগের সঙ্গতি ঘটে,
ঐ বৈকবদিগের সঙ্গ বশত তাহারাও হত-
কিঞ্চি হয়; অতএব তাহারাও তোমাদিগের
পরিশ্রাণ্য। বৈশ্রা! দণ্ডধর আমাদিগকে
সদা এইরূপ অমুশাসন কবেন। অতএব
বৈকবগণ যমের রাজধানীতে গমন কবেন
না, জ্ঞানিবে। বৈশ্রাশ্রেষ্ঠ। বিষ্ণুভক্তি
ব্যতীত পাশিষ্ঠ নরগণের নবকাস্থি সন্ত-
রণের অষ্ট উপায় নাই—নাই। বৈশ্রা!
লোকের ইষ্টকারী বৈকব মানব যদি স্বপাক ও
(চণ্ডালও) হয়, তথাপি তাহা হইয়াও
চক্ষে দেখিবে না। বৈকব যদি বর্ণবাহুও
(নীচ জাতিও) হয়, তথাপি ভুবনত্রয় পরিভ্রম
করে। পুরুষদিগের অঘহরণের জন্ত
ভগবানের গুণ কৰ্ম্ম ও নামের সকীর্জন,
এই মাত্রই যথেষ্ট। যেহেতু অজামিল
মহাপাশী হইয়াও মৃত্যুকালে নিজ পুত্রকে
'নারায়ণ' বলিয়া আহ্বান করিয়া মুক্তি লাভ

তদৈব যান্তি তে স্বর্গং সদাৰ্চন্তি যদা হরিম্ ॥
বিষ্ণুভক্তস্ত যো দাসঃ বৈকবারভূজশ্চ যে ।
যে তু ক্রতুভূজাঃ বৈশ্রা গীতং যান্তি নিরাকুলাঃ
প্রার্থিতৈকবস্তারং প্রযত্নেন বিচক্ষণঃ ।
সর্বপাপবিশুদ্ধাথং তদভাবে জলং পিবেৎ ॥
গোবিন্দেতি জপমন্ত্রং কুর্জাচনমিয়তে যদি ।
স নরো ন যমং পশ্যেত্তঞ্চ নেক্ষামহে বয়ম্ ॥
সাক্ষং সমুদ্রং সধানং সখ্যমিচ্ছন্দৈবতম্ ।
দীক্ষয়া বিধিবমন্ত্রং জপেইষ দ্বাদশাক্ষরম্ ॥১৫৮
অষ্টাক্ষরেন মন্ত্রেণ যে জপান্তি নরোত্তমাঃ ।
তান দৃষ্ট্বা ব্রহ্মহা শুভোদভাজতে বিষ্ণুবৎসরম্ ॥
শঙ্খানশ্চাকিণো ভূহা ব্রহ্মাভাস্তরগামিনঃ ।
বসন্তি বৈকবে লোকে বিষ্ণুরূপেণ তে নরাঃ ॥
হৃদি স্রবো জলে বাথ পানিমাঙ্গুলেহপি চ

কবিল। যাহারা হরিকে সদা সানন্দে
অর্চনা বো, তাহাদিগের উভয় কুলের
যে সকল পুরুষপুরুষ নবকে চিরকাল ম
হইয়া রাখিয়াছে, তাহারাও ভূপনই স্বর্গে
গমন করে। বৈশ্রা! যাহারা বিষ্ণুভক্ত-
দিগের দাস এবং যাহারা বৈকবের অন্ন
ভোজন করে, তাহারা নিরাকুল ভাবে
ক্রতুভোজী-(যজ্ঞকাণী)দিগের গতি প্রাপ্ত
হয়। বিচক্ষণ মানব সর্বপাপ হইতে বিশুদ্ধ
লাভ নিমিত্ত বৈকবের অন্ন সর প্রথমে
প্রার্থনা করিবে, তদন্তবে জল পান
করিবে। 'গোবিন্দ' এই মন্ত্র জপ করিতে
করিতে যদি কোথায়ও মৃত্যু হয়, তবে সেই
নর যমকে দেখে না এবং আমবাও তাহাকে
দেপি না। দাক্ষা গুহ্যপুস্তক যথার্থি
অঙ্গদেবত, বৃন্দা, ব্যান, পায়, ছন্দ ও দেবতা
সহ দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করিবে। যে নরো-
ত্তমগণ ঐষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ করেন, তাহা-
দিগকে দেগিয়া ব্রহ্মহা ব্যক্তিও শুদ্ধ হয়।
তাহারা স্বয়ং বিষ্ণুবৎ দীপ্তিযুক্ত হন। ব্রহ্মাও
মধ্যে সেই নরগণ শঙ্খী ও চক্রী হইয়া বিষ্ণু-
রূপে বৈকব লোকে বাস করেন। ১৪৪—
১৬০। নরগণ হরিকে হৃদয়ে, স্রবো, জলে,

সমভ্যর্চ্য হরিং যান্তি নরাস্তদৈকবৎ পদম্ ॥
 অথবা সৰ্বদা পূজ্যো বাসুদেবো মুমুক্শুভিঃ ।
 শালগ্রামে মণৌ চক্রে বজ্রকোটবিনির্মিতে ॥১৬২
 অধিষ্ঠানং হি তদ্বিক্রোঃ সৰ্বপাপপ্রণাশনম্ ।
 সৰ্বপুণ্যপ্রদং বৈশ্ব সৰ্বেষামপি মুক্তিদম্ ॥১৬৩
 যঃ পূজয়েদ্ধরিং চক্রে শালগ্রামশিলোত্তবে ॥
 রাজস্বয়সহশ্রেণ তেনেষ্টং প্রতিবাসরে ॥ ২৬৪
 সদা নমস্তি বেদান্তা ব্রহ্ম নিকীর্ণমচ্যুতম্ ।
 তৎপ্রসাদো ভবেননুগাং শালগ্রামশিলার্চনাৎ
 মহাকাঠস্থিতো বহুমুখস্থানে প্রকাশতে ।
 যথা তথা হরিব্যাপী শালগ্রামে প্রকাশতে ॥
 অপি পাপসমাচারঃ কৰ্ম্মগানধিকারিণঃ ।
 শালগ্রামার্চকা বৈশ্ব নৈব যান্তি যমালয়ম্ ॥
 ন তথা রমতে লক্ষ্ম্যাং ন তথা পুপুবে হরিঃ ।
 শালগ্রামশিলাচক্রে যথা স রমতে সদা ॥২৬৮
 অগ্নিহোত্রং কৃতং তেন দত্তা পৃথী সসাগরা ।

প্রতিমায় বা স্থণ্ডিলে সমর্চনা কবিত্যও
 সেই বৈকব পদ প্রাপ্ত হয়। অথবা মুমুক্শু
 মানবগণ সৰ্বদা বজ্রকোটবিনির্মিত শালগ্রাম-
 শিলা-চক্রে বাসুদেবের পূজা করিবে।
 বৈশ্ব। উহা সকলেরই সৰ্বপাপপ্রণাশন,
 সৰ্বপুণ্যপ্রদ, মুক্তিদায়ক বিষ্ণু সেই পরম
 অধিষ্ঠান। যে জন হরিকে প্রতিবাসরে
 শালগ্রামশিলোত্তবে চক্রে পূজা করে, তাহার
 দিনে দিনে সহস্র রাজস্বয় যজ্ঞ করা হয়।
 বেদান্তীরা সদা মুক্তিপ্রদ অচ্যুত ব্রহ্মের উপা-
 সনা করেন; শালগ্রাম শিলা অর্চনায় নর-
 গণের সেই ব্রহ্মের প্রসাদ (ব্রহ্মজ্ঞান) জন্মে।
 মহাকাঠস্থিত বহু যেমন মুখস্থানে প্রকাশিত
 হয়, তজুপ সৰ্বব্যাপী হরিও শালগ্রামে
 প্রকাশ পাইয়া থাকেন। বৈশ্ব! পাপচার,
 কৰ্ম্মে অনধিকারী নরও শালগ্রামার্চক
 হইলে, যমালয়ে যায় না। হরি শালগ্রাম-
 শিলাচক্রে যেমন সদা ঐতি কীৰ্ত্তন করেন,
 লক্ষ্মীতেও সেরূপ রতি প্রাপ্ত হন না এবং
 নিজ পুরেও তাদৃশ প্রীতি বোধ করেন না।
 হিঁমি হরিকে শালগ্রাম-শিলোত্তবে চক্রে

যেনার্চিতো হরিঃ চক্রে শালগ্রামশিলোত্তবে ॥
 শিলা দ্বাদশ ভেদৈশ্চ শালগ্রামশিলোত্তবাঃ
 বিধিবৎ পূজিতা যেন তন্ত্ৰ পুণ্যং বদামি তে ॥
 কোটিদ্বাদশলিঙ্গৈশ্চ পূজিতৈঃ স্বর্ণপঙ্কজৈঃ ।
 যৎস্বাদ্বাদশকালেষু দিনেনৈকেন তত্ত্ববেৎ ॥
 যঃ পুনঃ পূজয়েন্তু শালগ্রামশিলাশতম্ ।
 উষিহা স হরেকৌকে চক্রবর্তীহ জায়তে ॥১৭২
 কামৈঃ ক্রোধৈঃ প্রলোভৈশ্চ ব্যাণ্ডো যোহহম্
 নরাধমঃ ।
 সোহপি যাতি হরেকৌকঃ শালগ্রামশিলার্চনাৎ
 যঃ পূজয়েচ্চ গোবিন্দং শালগ্রামে মুদা নরঃ ।
 আত্মহংসং যাবন্ন স প্রচ্যবতে দিবঃ ॥১৭৪
 বিনা তীর্থবিনা দানৈর্বিনা যজ্ঞৈর্বিনা মতিম্ ।
 মুক্তিং যান্তি নরা বৈশ্ব শালগ্রামশিলার্চনাৎ
 নরকং গর্ভবাসঞ্চ তিৰ্য্যাক্তং কুমিযোনিভাম্ ।
 ন যাতি বৈশ্ব পাপোহপি শালগ্রামশিলার্চকঃ

পূজা করেন, তৎকর্তৃক অগ্নিহোত্র কবা হয়,
 সসাগরা পৃথী প্রদত্তা হয়। বৈশ্ব! যিনি
 শালগ্রামশিলায় দ্বাদশটি শিলা বিধিবৎ
 পূজা করেন, তাহার পুণ্য তোমাকে বলি-
 তেছি। স্ব পঙ্কজ দ্বারা দ্বাদশকালে দ্বাদশ-
 কোটি লিঙ্গ পূজা করিলে যে ফল হয়, সে
 ব্যক্তি একদিনেই সেই ফল লাভ করে।
 আবার যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে শত শাল-
 গ্রাম শিলা পূজা করে, সে হরিলোকে বাস
 করিয়া পরে ইহলোকে চক্রবর্তী হইয়া জন্মে।
 ইহলোকে যে নরাধম কাম ক্রোধ এবং
 প্রলোভনে পরিব্যাগ, সেও শালগ্রাম
 শিলা অর্চনা করিলে হরিলোকে বাস
 করে। যে নর গোবিন্দকে শালগ্রামশিলায়
 সানন্দে পূজা করে, সে মহাপ্রলয় যাবৎ
 ত্র্যলোক হইতে চ্যুত হয় না। বৈশ্ব!
 নরগণ তীর্থ বিনা, দান বিনা, যজ্ঞ বিনা ও
 মতি (ব্রহ্মজ্ঞান) বিনাও কেবল শালগ্রাম-
 শিলার্চনপ্রভাবে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। বৈশ্ব!
 শালগ্রামশিলার্চক নর পাপী হইলেও নরক,
 গর্ভবাস, তিৰ্য্যক্জাতি বা কুমিযোনি প্রাপ্ত

গঙ্গা গোদাবরী রেবা নদ্যা মুক্তিপ্রদাশ্চ যাঃ
নবসন্তীহ তাঃলক্ষীঃ শালগ্রামশিলাজবো ॥১৭৭
দীক্ষাবিধানমজুজ্ঞো যশ্চক্রে বলিমাহরং ॥১৭৮
নৈবেদ্যধিবিধেঃ পুষ্পৈধুপদৌপৈর্বিলেপনৈঃ ।
শীতবাদিজন্তোঽদ্যৈঃ শালগ্রামশিলাচর্চনম্ ॥
কুৰতে মানবো যশ্চ কলৌ ভক্তিপরায়ণঃ ।
কল্পকোটিসহস্রাণি ধমতে সন্নিস্থো হরৈঃ ॥ ১৮০
লিঙ্গৈশ্চ কোটিভিদুষ্টির্ঘণ্টফলঃপুজিতৈঃ স্তুতৈঃ
শালগ্রামশিলায়াশ্চ হ্যেকেনাহা হ তৎফলম্ ॥
সকুদভ্যর্চিতে লিঙ্গে শালগ্রামশিলেস্তবে ।
যুক্তিঃ প্রয়াশ্চি যমুজা নুনং সাংখ্যান বজ্জিতাঃ
শালগ্রামশিলারূপী যত্র তিষ্ঠতি কেশবঃ ।
তত্র দেবানুরা যশ্চ ভুবানি চতুর্দশ ॥ ১৮৩
শালগ্রামশিলায়াস্ত যঃ শ্রাদ্ধং কুৰতে নরঃ ।
পিতরস্তস্মৈ তিষ্ঠতি তৃপ্তাঃ কল্পণং দিব ॥ ১৮৪
যে পুণ্ড্রিকং নরা নিত্যং শালগ্রামশিলাজলম্ ।

হয় না। গঙ্গা, গোদাবরী, রেবা এবং আব
যে সকল মুক্তিপ্রদা নদী আছে, তাহারা
সকলেই শালগ্রামশিলাজলে নিবাস করে।
১৮১—১৭৭ কলিকালে যে মানব ভক্তি-
পরায়ণ হইয়া দীক্ষাবিধান অনুসারে শাল-
গ্রামশিলায় পূজোপহার প্রদান করে; বিবিধ
নৈবেদ্য, পুষ্প, ধূপ, দীপ, অমুলেপনাদি,
শীত, বাদ্য, জন্তোদি সহকারে শালগ্রাম-
শিলার আর্চনা করে, সে সহস্রকোটি কল্প
হরিসন্নিধানে বিহাব কবে। কোটি কোটি
লিঙ্গ দর্শনে পূজনে ও স্তুতি করিলে যে ফল
জন্মে, শালগ্রামশিলা পূজনে এক দিনেই
সেই ফল লাভ হয়। শালগ্রামশিলোস্তব
লিঙ্গে একবার মাত্র পূজা করিলে মনুষ্যাগণ
সাংখ্য (তত্ত্বজ্ঞান) বজ্জিত হইয়াও মুক্তি
প্রাপ্ত হয়। যেখানে শালগ্রামশিলারূপী
কেশব থাকেন, তথায় দেব, গুরুদেব, যক্ষ
ঋতুতি চতুর্দশ ভূদন বর্তমান। যে নর,
শালগ্রামশিলায় শ্রাদ্ধ করে, তদীয় পিতৃগণ
দেবলোকে শত কল্প তৃপ্ত হইয়া থাকেন।
যে নর নিত্য শালগ্রামশিলাজল পান করে,

পঞ্চগব্যসহস্রৈশ্চ সেবিতৈঃ কিং প্রয়োজনম্ ॥
কোটিতীর্থসহস্রৈশ্চ সেবিতৈঃ কিং প্রয়োজনম্
তোয়ং যদি পিবেৎপুণ্যং শালগ্রামশিলাজলম্ ॥
শালগ্রামশিলা যত্র তস্তীর্থং যোজনজয়ম্ ।
তত্র দানঞ্চ হোমশ্চ সৰং কোটিভণ্ডং তথৈব ॥
শালগ্রামশিলাতোয়ং যঃ পিবেদ্বিন্দুনা সমম্ ।
মাতৃস্তুস্ত্যং পুনর্নৈব স পিবেদ্বিকৃতভানুরঃ ॥১৮৮
শালগ্রামসমীপে তু ক্রোশমাত্র সমস্ততঃ ।
কীটকোহপি মৃতো যাতি বৈকুণ্ঠং ভুবনং পরম্
শালগ্রামশিলাচক্রং যো দদাদানমুত্তমম্ ।
ভুচক্রং তেন দত্তং স্ত্রীংশৈলবনকাননম্ ॥
শালগ্রামশিলায়া যো মূল্যমুৎপাদয়েন্নরঃ ।
বিক্রেতা চানুমত্তা যঃ পরীক্ষাসু চ মোদতে ॥
তে সধে নরকং যাতি স্তবদাত্ততসংপ্রবম্ ।
অস্তুং বজ্জয়েদৈশ্চ চক্রং ক্রয়বক্রম ॥১৯২
বজ্জনোক্তেন কিং বৈশ্চ কণ্ঠবাং পাপভীরণা ।

তাহার পঞ্চগব্য সহস্র সেবাবৈ বা প্রয়োজন
কি? যদি শালগ্রামশিলাজল পুণ্য তোয়
পান করে, তবে তাহার সহস্রকোটি তীর্থ
সেবায় কি প্রয়োজন? যেখানে শালগ্রাম-
শিলা থাকে, তাহার চতুর্দিকে তিন যোজন
স্থান তীর্থ তুল্য। সেখানে দান বা হোম
সকল কাৰ্য্যই কোটিভণ্ড ফলপ্রদ হয়।
১৭৮—১৮৭। যে শালগ্রামশিলা-জল বিন্দু-
তুল্যও পান করিলে, বিকৃতভানু সেই নর
পুনরায় আর মাতৃস্তুস্ত্য পান করিলে না।
শালগ্রামশিলার সন্নিহিত চতুর্দিকে ক্রোশমাত্র
স্থানে সামান্য কোটো যদি মরে তথাপি সে
পরম বৈকুণ্ঠ ভুবনে যায়। যে মানব
শালগ্রাম শিলাচক্র উত্তম জনে দান করে,
তৎকর্তৃক শৈল বন (জল—নদ নদী
সমুদ্রাদ) কানন সহ সমগ্র ভুচক্র প্রদত্ত
হয়। যে নর শালগ্রামশিলার মূল্য উৎপাদন
করে, অথবা যে উহার বিক্রেতা অল্পমস্তা বা
পরীক্ষা বিষয়ে মুদিত হয়, তাহার সকলেই
মহাপ্রলয় পর্যন্ত নরকে গমন করে। বৈশ্চ!
অতএব চক্রের ক্রয়-বিক্রয় বর্জন করিলে।

স্মরণং বাসুদেবস্য সর্বপাপহরং হরেঃ ॥ ১১৩
তপস্তপ্ত্বা নরো ঘোরমরণো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ।
যৎকলং সমবাপ্তেতি তন্নহা গুরুত্বজম্ ॥
কুত্ৰাপি বহুশঃ পাপং নরো মোহসম্বিতঃ ।
ন যাতি নরকং নহা সর্বপাপহরং হরম্ ॥ ১১৪
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি পুণ্যান্যায়তনানি চ ।
তানি সর্বাণ্যবাপ্তোতি বিকোণীমাত্মকং ত্বনাং
দেবং শার্ঙ্গধরং বিষ্ণুং যে প্রপন্নাঃ পরাবনাঃ ।
ন হেযাং যমসালোকাং ন তে সূৰ্য্যবকৌকলঃ
বৈষ্ণবঃ পুরুষো বৈষ্ণু শিবনিন্দাং করোতি যঃ
ন বিদেদৈকবং লোকং স যাতি নরকং মহৎ ॥
উপোষ্যেকাদশীমেকাং প্রসঙ্গেনাপি মানবঃ ।
ন যাতি মাতনাং যামীষিতি লোমশতঃ শ্রুতম্
নেদৃশং পাবনং কিঞ্চিল্লিঙ্গলোকেষু বিদ্যাতে ।
উভয়ং পদ্মনাভস্তা দিনং পাতকনাশনম্ ॥ ২০০

অনেক বলায় ফল কি? পাপভীক নবের
সর্বপাপহর বাসুদেব হবির স্মরণ করা
কর্তব্য। নব নিয়তেন্দ্রিয় হইয়া অরণ্যে
যাইয়া ঘোর তপস্যা করিলে যে ফল প্রাপ্ত
হয়, গুরুত্বজকে নমস্কার করিয়া সেই ফল
পাওয়া যায়। মোহসম্বিত নর বহু বহু
পাপ করিয়াও সর্বপাপহর হবিকে নমস্কার
করিলে নরকে যায় না। পৃথিবীতে যে
সকল তীর্থ ও পুণ্য আয়তন আছে, বিষ্ণুর
নাম অল্পকীৰ্ত্তন করিলে তৎসমস্তেরই ফল
পাওয়া যায়। যাহারা দেব শার্ঙ্গধর বিষ্ণুকে
পরায়ণ জানে প্রপন্ন হয়, তাহাদিগের যম-
সালোকা (যমের সহিত একলোকে বাস)
হয় না; তাহারা নরকেও বাস কবে না।
১৮৮—১২৭। বৈষ্ণু! যে বৈষ্ণব পুরুষ
শিবনিন্দা করে, সে বৈষ্ণব লোক লাভ
করিতে পারে না; পরন্তু মহানরকে গমন
করে। মানব প্রসঙ্গ ক্রমেও যদি একটা
মাত্র একাদশী উপবাস করে, তবে সে
যমযাতনা পায় না। ইহা লোকেশের নিকট
ওনিয়াছি। বস্তুতঃ এরূপ আর কিছুই নাই।
পদ্মনাভের উক্ত শুভদিন পাপনাশ ও পুণ্য-

ভাবপাপানি দেহেহস্মিন্ বসন্তীহ বিশাং বর
যাবমোপবসেজ্জন্তুঃ পদ্মনাভদিনং শুভম্ ॥ ২০১
অশ্বমেধসহস্রাণি রাজহুয়শতানি চ ।
একাদশ্যপবাসস্ত কলাং নাইত্তি বোভশীম্ ॥
একাদশেশ্চন্দ্রিয়ৈঃ পাপং মৎকৃতং বৈষ্ণু মানবৈঃ
একাদশ্যপবাসেন হৎসর্যঃ বিলয়ং ব্রজেৎ ॥
একাদশীসমং কিঞ্চিপুণ্যং লোকে ন বিদ্যাতে
ব্যাঞ্চেদ্যপি কৃত্য যৈশ্চ বশং যাস্তি ন ভাক্ষরেঃ
স্বর্গমোক্শপ্রদা হোষা শরীরাবোগ্যদায়িনী ।
সুফলত্রপ্রদা হোষা জীবৎপুত্রপ্রদায়িনী ॥ ২০২
ন গঙ্গা ন গয়া বৈষ্ণু ন কাশী ন চ পুষ্করম্ ।
ন চাপি বৈষ্ণবং ক্ষেত্রং তুল্যং হরিদিনেন তু ॥
যমুনা চন্দ্রভাগা ন তুল্যা হরিদিনেন তু ।
অনায়াসেন যেনাহ প্রাপ্যাতে বৈষ্ণবং পদম্ ॥
রাত্রৌ জাগরণং কুত্ৰা সমুপোষ্য হরেদিনেন ।

এই উভয়বিধ ফলপ্রদ। বৈষ্ণবসত্ত্বম্!
পাপ সকল ততক্ষণ পর্যাশ্রয় এই দেহে বাস
করে, বতক্ষণ পর্যাশ্রয় তত পদ্মনাভের উক্ত
শুভদিনে উপবাস না করে। সহস্র সহস্র
অশ্বমেধ বা শত শত রাজহুয় যজ্ঞ ও একা-
দশী-উপবাসের মোড়লী কলার তুল্য নহে।
বৈষ্ণু! মানব একাদশ ইন্দ্রিয় দ্বারা যে
সকল পাপ করে, একাদশী উপবাসে সে
সদ্যন্তই বিলয় প্রাপ্ত হয়। লোকে একাদশী
সদৃশ কিছুমাত্র পুণ্য বিদ্যমান নাই। ছল-
ক্রমেও একাদশী উপবাস করিলে ভীক্ষু-
সদৃশ বশবতী হইতে হয় না। এই একা-
দশী স্বর্গ-মোক্শপ্রদা, শরীরের আরোগ্য-
দায়িনী। ইহা সুফলত্রপ্রদায়িকা ও জীবৎ-
পুত্রপ্রদায়িনী। বৈষ্ণু! না গঙ্গা, না গয়া,
না কাশী, না পুষ্কর, না বৈষ্ণবক্ষেত্র, কিছুই
সেই হরিদিনের তুল্য নহে। যমুনা কি
চন্দ্রভাগাও হরিদিনের তুল্য নয়; কারণ
ইহাতে অনায়াসে বৈষ্ণব পদ লাভ করা
যায়। বৈষ্ণু! রাত্রিতে জাগরণ সহকারে
হরিদিনে উপবাস করিলে পিতৃপক্ষে দশ,

দশ বৈ পৈতৃকে পক্ষে মাতৃকে দশ পুৰুষজাঃ ।
প্রিয়ামাশ্রয় য়ে বৈশ্ণু তামুদ্রবতি নিশ্চিতম্ ॥
হৃদসঙ্গপরিভ্যক্তীনাং পার্শ্ববিকৃতকৈশবঃ ।
অধিগণ্য পীতবসনাঃ প্রযান্তি হরিমন্দিরম্ ॥২০৯
বালকো যৌবনে বাপি বান্ধকে বা বিশাং বর ।
উপোষ্যেকাদশীং নুনং নৈতি পাপোহপি
দুর্গতিম্ ॥ ২১০

উপোষ্যোহ ত্রিরাত্রাণি কুহা বা তীর্থমজ্ঞানম্ ।
দত্তা হেম তিলান্ গাশ্চ স্বর্ণং যাত্নীহ মানবাঃ ।
তীর্থোপাস্তি ন য়ে বৈশ্ণু ন দত্তং কাঞ্চনঞ্চ যৈঃ
নৈব তপ্তঃ তপঃ কিঞ্চিতে স্মৃঃ সমগ্র

দুঃখিতাঃ ॥ ২১২
সজ্জিত্য কথিতং ধর্ম্যং নবকস্ত নিবাপণম্ ।
অদ্রোহঃ সর্বভূতেশু বাঞ্ছনঃ কারকক্যাভিঃ ॥২১৩
ইন্দ্রিয়ানাং নিরোধশ্চ দানঞ্চ হবিঃসেবনম্ ।
বর্ণাশ্রমক্রিয়াণাঞ্চ পালনং বিধিতং সদা ॥ ২১৪
স্বর্গার্থী সর্বথা বৈশ্ণু তপো দানঞ্চ কৌতুবেৎ ।
যথা শক্তি তথা দদাদান্বানো হি হকাম্যয়া ॥২১৫

মাতৃপক্ষে দশ ও পিতৃপক্ষে দশ পুরুষ,
ইহাদিগকে নিশ্চিত উদ্ধার করে। তাহারা
হৃদসঙ্গ (সংসারিক হৃৎ) পরিভ্যক্ত করিয়া
বনমালী, পীতবসন ও গুরুত্বপূর্ণ মুর্তিতে
হরিমন্দিরে প্রয়াণ করে। বৈশ্ণু প্রবর।
বালক, যৌবনে, বান্ধকে যে বয়সেই হউক
একাদশী-উপবাস করিলে পাপীও দুর্গতি
পায় না। ১১৮—২১০। ইহলোকে তিন-
রাত্রি মাত্র একাদশী উপবাস করিয়া অথবা
তীর্থমজ্ঞান বা স্বর্ণ তিল ও গো প্রদান
প্রিয় মানবংগপূর্ণ যায়। বৈশ্ণু! যাহারা
তীর্থে গমন করে নাই, যাহারা কাঞ্চন দান
করে নাই বা যাহারা কোন কিছু তপস্বী
করে নাই, তাহারা সমগ্রই দুঃখিত হয়।
বাক্য মন কায় বস্তু দ্বারা সর্বভূতে অদ্রোহ,
ইন্দ্রিয়গণের নিরোধ, দান, হবিঃসেবন এবং
সদা বিধান অনুসারে বর্ণাশ্রম-ক্রিয়া সকলের
পালন,—নরকের নিবারক ধর্ম এই সংক্ষেপ
রূপে কথিত হইল। বৈশ্ণু! স্বর্গার্থী ব্যক্তি

উপানিষদভ্যাসি পত্রং মূলং কলং জলম্ ।
অবজ্ঞাত্য দিবসং কাধ্যং দরিদ্রোহপি বৈশ্ণবক ॥
ইহ লোকে পরে চৈব ন দত্তং নোপভুক্তম্ ।
দীর্ঘায়ুষো ধনাঢ্যশ্চ ভবন্তীহ পুনঃপুনঃ ॥ ২১৭
কিমত্র বহুতোক্তেন যান্ত্যর্থশ্চৈব দুর্গতিম্ ।
আরোহন্তি দিবং ধর্মোন্নরাঃ সর্বত্র সর্বদা ॥২১৮
তেন বালকমারভ্য কর্তব্যো ধর্ম্যসংগ্রহঃ ।
ইতি তে কথিতং সর্বং কিমন্তুচ্ছোভুমিচ্ছসি ॥
বৈশ্ণু উবাচ ।

শ্রদ্ধা ব্রহ্মচর্যং সৌম্য প্রসন্নং চিত্তমেব মে ।
গন্ধোদং পাপহং সদ্যঃ পাপহারি সত্যং বচঃ ॥
উপকর্তুং প্রিয়ং বক্তুং শুনো নৈসর্গিকঃ সত্যম্ ।
শীতাংশুঃ ক্রিয়তে কেন শীতলোহমৃতমণ্ডলঃ ॥
দেবদূত ততো ব্রহ্মি কারুণ্যায়াম পৃচ্ছতঃ ।
নরকান্নিকৃতিঃ সদ্যো ভ্রাতৃত্বো জায়তে কথম্ ॥
ইতি তস্তা বচঃ শ্রদ্ধা দেবদূতো জগাদ হ ।

তপস্বী ও দান সর্বথা কৌর্জন করিবে না ;
আব আত্মহিত কামনায় যথাশক্তি দান
করিবে। ইহলোকে দান না করিলে পর-
লোকে পাওয়া যায় না। যাহারা দান
করে, তাহারা ইহলোকে পুনঃপুনঃ দীর্ঘায়ু
এবং ধনাঢ্য হইয়া থাকে। বহু উক্তি করার
কল কি? নরগণ সর্বত্র সর্বদা অর্থের
দুর্গতি প্রাপ্ত হয়, আর ধর্ম্যে দেবলোকে
আরোহণ করে। অতএব বাল্যকাল হই-
তেই ধর্ম্য সংগ্রহ করা কর্তব্য। এই তোমাকে
সকল বজ্রনাম; আর কি শুনিতে ইচ্ছা
কর? বৈশ্ণু বলিল,—সৌম্য! তোমার বাক্য
শ্রবণেই আমার চিত্ত প্রসন্ন হইল। গন্ধো-
দক সদ্য পাপহারক আর সাধুদিগের বাক্যও
সদ্যঃ পাপহারী। উপকার করা এবং প্রিয়
বাক্য বলা, সাধুদিগের এই দুইটা নৈসর্গিক
গুণ। অমৃতমণ্ডল শীতাংশুকে কে শীতল
করে? অতএব দেবদূত! আমি প্রশ্ন করি-
তেছি, তুমি করণ করিয়া বল,—কিভাবে
আমার ভ্রাতার নরক হইতে সদ্য নিষ্কৃতি
জন্মে? ২১১—২১২। তদীয় যৈত্রী-রাজ্যে

ধ্যানং দৃষ্টা কণং ধ্যাত্বা তন্মৈত্রীর্জ্জ্বলনঃ ।
যন্তে বৈজ্ঞানিমে পুণ্যং ত্বয়া জন্মনি সঞ্চিতম্ ।
তদ্বিজ্ঞানো দীপ্যতাং সর্বঃ স্বর্গং তন্ত যদৌচ্ছসি ॥
বিকুণ্ডল উবাচ ।

কিং তৎপুণ্যং কথং জাতং কিং জন্ম চ
পুরাতনম্ ।

তৎসর্বং কথ্যতাং দূত ততো দাস্তামি
সহস্রম্ ॥ ১২৫

দেবদূত উবাচ ।

পুণু বৈশ্ণব প্রবক্ষ্যামি তৎ পুণ্যঞ্চ মহেতুকম্ ॥
পুরা মধুবনে পুণ্যে ঋষিরাসীচ শাকুনিঃ ।
তপোহধ্যয়নসম্পন্নস্তেজসা ব্রহ্মণা সমঃ ॥ ১২৭
জজ্ঞিরে তন্ত রেবত্যাং নব পুত্রা গ্ৰাণ ইব ॥
এবং শালী বৃহস্তারো জ্যোতিষ্যাহুত পক্ষমঃ ।
অগ্নিহোত্ররতা হেতে গৃহধন্যেবু রেমিরে ॥ ১২৯
নির্দোষো জিতকামশ্চ ধ্যানকাষ্ঠো গুণাধিকঃ ।
এতে গৃহবিরক্তাশ্চ চত্বারো দ্বিজস্বনবঃ ॥ ১৩০

বন্ধ দেবদূত এই বাক্য শুনিয়া তাহাব চিন্তা-
ক্ৰেশ দর্শনে কণকাল ধ্যানপাঠক তাহাকে
বলিল ;—বৈশ্ণব! তুমি যদি ভ্রাতার স্বর্গবাঞ্ছা
কর, তবে অতীত অষ্টম জন্মে যে পুণ্য
সঞ্চয় করিয়াছ, সেই সকল তাহাকে দান
কর। বিকুণ্ডল বলিল,—দূত! সে পুণ্য
কি? কিরূপে তাহা জন্মিয়াছে? সেই পুরাতন
জন্মই বা কি? তুমি সে সমস্ত বল। তাহা
হইলেই আমি অবিলম্বে সেই পুণ্য দান
করিব। দেবদূত বলিল,—বৈশ্ণব! শুন;
আমি হেতু সহ সেই পুণ্য বলিতেছি। পুরা-
কালে পুণ্য মধুবনে তপস্বী ও অধ্যয়নসম্পন্ন
ব্রহ্মসম তেজস্বী শাকুনি নামে এক ঋষি
ছিলেন। তাঁহার রেবতীনাথী পত্নীতে নব-
গ্রহ সদৃশ নয়নী পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে ক্রব,
শালী, বৃহ, তার এবং জ্যোতিষ্মান, এই পাঁচ-
জন গৃহধর্ম্মে অগ্নিহোত্রাদিতে রত হইলেন,
অন্য নির্দোষ, জিতকাম, ধ্যানকাষ্ঠ ও গুণা-
ধিক, এই চারি দ্বিজতনয় গৃহ-বিরক্ত চতুর্থ

চতুর্থীশ্রম্যাপন্নঃ সর্বকামবিনিঃস্পৃহাঃ ।
গ্রামৈকবাসিনঃ সর্বো নিঃসঙ্গা নিস্প্রিয়গ্রহাঃ ।
নিরাশা নিস্প্রিয়ত্বাশ্চ সমুলোষ্ট্রাশ্চকাকনাঃ ।
যেন কেনচিদাচ্ছন্ন যেন কেনচিদালিতাঃ ॥ ১৩২
সায়ংগৃহান্তথা নিত্যং নিত্যং ধ্যানপরায়ণাঃ ।
জিতনিদ্রা জিতাহারা বাতশীতসহিবঃ ॥ ১৩৩
পশ্চন্তো বিষ্ণুরূপেণ জগৎ সর্বং চরাচরম্ ।
চরন্তি লীলয়া পৃথ্বীং তেহন্তোত্তম যোনিমা-
স্থিতাঃ ॥ ১৩৪

ন কুরন্তি ক্রিয়াং কাঞ্চিদর্থমাত্মং হি যোগিনঃ ।
দৃষ্টজ্ঞান অসন্দেহাশ্চিচিচারিণাঃ ॥ ১৩৫
এবং তে তব বিপ্রশ্রুত পূর্বমষ্টমজন্মনি ।
তিষ্ঠতো মধ্যদেশেব পুত্রদারকুটুদমঃ ॥ ১৩৬
গেহং তাবকমাজগ্ম মধ্যাহ্নে ক্ষুৎপিপাসিতাঃ ।
বৈশ্ণবেদেবান্তরে কালে ত্বয়া দৃষ্টা গৃহাঙ্গনে ॥ ১৩৭
সগঙ্গাদঃ সাক্ষেনৈত্রং সহস্রক সসম্মম্ ।

আশ্রম সন্ন্যাস প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার
সকলেই সর্বকামানিস্পৃহ, গ্রামমাত্রবাসী,
নিঃসঙ্গ, নিস্প্রিয়গ্রহ (সঞ্চয়বহিত), নিরাশ
নিস্প্রিয় ও লোষ্ট্র-কাকনে সমদংশী ছিলেন।
যাহা কিছু পরিধান করিতেন, যেখানে
সেখানে উপবেশন করিতেন। নিত্যই
যেখানে সম্ভ্রা হইত সেখানেই নিশা যাপন
করিতেন এবং নিত্য ধ্যানপরায়ণ থাকিতেন।
তাঁহার অন্তোন্তে মোনাবলহনপূর্বক জিত-
নিদ্র, জিতাহার ও শীতাবাত-আতপসহিবু
হইয়া চরাচর সমগ্র জগৎ বিষ্ণুরূপে দর্শন
করত লীলাক্রমে পৃথিবীতে বিচরণ করি-
তেন। জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন, সন্দেহবিহীন তত্ত্ব-
বিচারে বিশারদ সেই যোগীগণ কোন প্রয়ো-
জনে কোন কার্যই করিতেন না। ১২৩—
১৩৫। পূর্বতন অষ্টম জন্মে তুমি পুত্র-দার-
কুটুদে পরিবৃত্ত হইয়া যখন বিপ্ররূপে মধ্য-
দেশে বাস করিতে তখন একদা সেই যতিগণ
ক্ষুৎপিপাসিত হইয়া মধ্যাহ্নকালে তোমার
গৃহে আগমন করিলেন। তুমি বৈশ্বক্বেব
কার্য সমাপনান্তে গৃহাঙ্গনে তাঁহাদিগকে

দণ্ডবৎপ্রণিপাতেন বহুমানপুংঃসরম্ ॥ ২৩৮
প্রশম্য চরণৈর্মুগ্ধা কৃষা পানিযুগান্তলিম্ ।
ভদাভিনবীতাঃ সর্বে ত্বয়া স্নুতয়া গিরা ॥ ২৩৯
অদ্য মেসকলং জন্ম জীবিতং সকলং তথা ।
অদ্য বিষ্ণুঃপ্রসন্নো মে সনাথোহদ্যাম্মি পাবনঃ
ধন্তোহদ্যাদ্য গৃহং ধন্তং ধন্তা অদ্য কুটুম্বিনঃ
মমাদ্য পিতরো ধন্তা ধন্তা গাবঃ শ্রুতং ধনম্ ॥
যদ্বৃষ্টৌ ভবতাং পাদৌ তাপত্রয়হরৌ ময়া ।
ভবতাং দর্শনং যস্মাক্ষন্তোভব হরৈরিব ॥ ২৪৩
এবং সম্পূজ্য কৃষা তু পাদপ্রক্ষালনং তথা ।
ধৃতং মুগ্ধী বিশাং শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধয়া পরয়া তদা ॥ ২৪৪
যত্র পদদাদকং বৈশ্রা শ্রদ্ধয়া শিরসা ধৃতম্ ।
গন্তপূঙ্গা কটৈতধুটৈপদৌপৈর্ভাবপুংঃসরম্ ।
সম্পূজ্য স্নুতয়াগ্নেন ভোজিতা যতয়ন্তথা ॥ ২৪৫
তুষ্ঠাঃ পরমহংসাস্তে বিশ্রান্তা মন্দিরে নিশি ।
ধায়ন্তস্ত পরং ব্রহ্ম যজ্ঞোতিজ্যোতিবাং মতম্

দেখিয়া সগঙ্গাদ, সাশ্রুনেত্র, সহর্ষ ও সমস্তমে
বহুমান পুংঃসর তাঁহাদিগের চরণে মস্তক
ছায়া দণ্ডবৎ প্রণিপাত ও পানিযুগলে অঙ্গুলি
বন্ধনপূর্বক স্নুত বাক্যে তাঁহাদিগকে অভিনবিত
করিলে। অদ্য আমার জন্ম সকল
এবং জীবিতও সকল। অদ্য আমার উপর
বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়াছেন। অদ্য আমি সনাথ
হইলাম। অদ্য আমি ধন্ত হইলাম, কুটুম্ব
সম্বিত মদীয় গৃহও অদ্য ধন্ত হইল; অদ্য
আমার পিতৃগণ ধন্ত, নেত্রদ্বয়, শাস্ত্রজ্ঞান,
ধন, এ সকলও ধন্ত হইল। যেহেতু আপন-
কিৎসগর-তাপত্রয়হর চরণযুগল দর্শন করি-
লাম। হরির ভায় আপনাদিগের দর্শনও ধন্ত
ক্ষমবের ভাগ্যেই ঘটয়া থাকে। বৈশ্রাশ্রেষ্ঠ!
তখন তুমি এইরূপ বলিয়া তাঁহাদিগের পূজা
করিয়া পাদপ্রক্ষালনাস্তে সেই জল পরম শ্রদ্ধা
সহকারে মস্তকে ধারণ করিয়াছিলে। তুমি
যে সেই পাদদাদক মস্তকে ধারণ করিয়াছিলে,
এক গন্ধ পুঙ্গ শ্রদ্ধত (আতপ চাউল) ধূপ
দীপাদি দ্বারা ভক্তি সহকারে পূজাপূর্বক
উত্তম অন্নভোজন করাইয়াছিলে; তাহাতে

ভেষজ্যতিথ্যজং পুণ্যং জাতং যন্তে সিংহাশ্বক
ন তব্রহ্মসহস্রৈব বহুং শক্যোম্যৎ বহু ॥ ২৪৭
ভূতানাং প্রাণিনঃশ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং কতিজীকিনঃ
মতিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রহ্মজাতিতঃ ॥ ২৪৮
ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতকৃত্যতঃ ।
কৃতবুদ্ধিষু কৰ্ত্তারঃ কৰ্ত্তব্য ব্রহ্মবেদিনঃ ॥ ২৪৯
অতএব স্পূজ্যাস্তে তস্মাক্ষেষ্ঠা জগজ্জয়ে ।
তৎসজ্জতিবিশাং শ্রেষ্ঠ মহাপাতকনাশিনী ॥ ২৫০
বিশ্রান্তা গৃহিণো গোহে সন্তুষ্টা ব্রহ্মবেদিনঃ ।
আজ্ঞায়সংকতং পাপং নাশয়ন্তীকণেব বৈ ॥
সকিতং যদগৃহস্থস্ত পাপমাময়গাস্তিকম্ ।
বিনদ্যতীত তৎসর্বমেকব্রাহ্মণেবিতো যতিঃ ॥
স্বভ্রাত্রে দেহি ত্বংপুণ্যং নরকাদৃশেন মুচ্যতে ॥
ইতি দূতবচঃ শ্রুত্বা দদৌ পুণ্যং স সত্ত্বরম্ ।

সেই পরমহংস যতিগণ তুষ্ট হইলেন।
জ্যোতিঃপদার্থ চত্বেরও জ্যোতিঃস্বরূপ পর-
ব্রহ্মের ধ্যানে রত সেই যতিগণ সেই
রাত্রি তোমার মন্দিরেই বিশ্রাম করিলেন।
বৈশ্রবর! তাঁহাদিগের আতিথ্যজনিত
তোমার যে পুণ্য জন্মিয়াছিল, তাহা আমি
সহস্র মুখেও বলিতে সক্ষম হই না।
২৩৬—২৪৭। ভূতদিগের মধ্যে প্রাণিগণ
শ্রেষ্ঠ, প্রাণীদিগের মধ্যে বুদ্ধিজীবীরা শ্রেষ্ঠ,
বুদ্ধিজীবীদিগের মধ্যে নরগণ শ্রেষ্ঠ, নর-
গণের মধ্যে ব্রাহ্মণ জাতি শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণদিগের
মধ্যে বিদ্বান্গণ শ্রেষ্ঠ, বিদ্বান্দিগের মধ্যে
কৃতবুদ্ধি (কৰ্ত্তব্যজ্ঞান সম্পন্ন) ব্যক্তিরা
শ্রেষ্ঠ, কৃতবুদ্ধিদিগের মধ্যে অমুষ্ঠানকারীরা
শ্রেষ্ঠ, অমুষ্ঠানকারীদিগের মধ্যে ব্রহ্মবেদগণ
শ্রেষ্ঠ। অতএব তাঁহারা জগজ্জয়ে শ্রেষ্ঠ,
স্পূজ্য। বৈশ্রাশ্রেষ্ঠ! তাঁহাদিগের সজ্জতি
মহাপাতকনাশিকা। ব্রহ্মবেদীরা গৃহিগণের
গৃহে বিশ্রাম লাভে সন্তুষ্ট হইয়া দর্শন মাছেই
আজ্ঞায়সংকিত পাপ বিনাশ করেন। গৃহস্থ
মরণকাল পর্যন্ত যে পাপ সংগ্রহ করে, যতি
একরাত্র মাত্র বাস করিয়াই সেই সমস্ত দূষ
করিয়া ফেলেন। অতএব তুমি নিজ

কষ্টেন চেতসা ভ্রাতা নিরয়াৎ সোহপি নির্গতঃ
দেবৈস্তৌ পুষ্পবর্ষণে পুজিতৌ চ দিবং গতো
ভ্রাত্যাং সম্পূজিতঃ সম্যগ্গতো দূতো যথাগতঃ

অখিলজুবনবোধং দেবদূতস্ত বাক্যং
নিগমবচনতুল্যং বৈষ্ণুপুত্রো নিশম্য ।

শ্রুতশ্রুতদানাদ্ভ্রাতরং তারয়িত্বা

শ্রুতপতিবরলোকং তেন সার্কং জগাম ॥২৫৬

ইতিহাসমিমং রাজন্ যঃ পঠেজ্জুগুদাপি ।

স গোসহস্রদানন্ত বিশোকো লভতে কলম্ ॥

ইতি ঈশাদে স্বর্গখণ্ডে বিকুণ্ডলচরিতবর্ণনং

নাম পঞ্চদশোধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ভ্রাতাকে যাহাতে নরক হইতে মুক্তি লাভ
হয়, সেই পুণ্য দান কর। দূতের সেই
বাক্য শুনিয়া সেই বিকুণ্ডল ভ্রাতাকে সেই
পুণ্য দান করিল; তখন তাহার ভ্রাতা
বিকুণ্ডলও হুটু চিত্তে নরক হইতে নির্গত
হইল। উভয়ে সেই দূতকে সম্যক সমাদরে
পূজা করিল। দূত যথাস্থানে গমন করিল।
তাহারাও দেবগণ কর্তৃক পুষ্পবৃষ্টি দ্বারা
পূজিত হইয়া দেবলোকে গমন করিল।
বৈষ্ণুপুত্র, দেবদূতের নিগমবচন তুল্য অখিল
জুবনের বোধজনক বাক্য শ্রবণপূর্বক শ্রুত
শ্রুত দানে ভ্রাতাকে পরিত্রাণ করিয়া তাহার
সহিত শ্রুতপতির বর লোকে গমন করিয়া-
ছিল। রাজন্! এই ইতিহাস যে ব্যক্তি
পঠ করে বা শ্রবণ করে, সে গোসহস্রের
কল লাভ করে এবং শোকবাহিত
হয়। ২৪৮—২৫৭।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র শুগন্ধং লোকবিশ্রুতম্

স্বর্গপাপবিশুদ্ধাত্মা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১

কজ্রাবর্তং ততো গচ্ছেতীর্থসেবী নরাধিপ ।

তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥

গঙ্গায়াশ্চ নরশ্রেষ্ঠ সরস্বত্যাশ্চ সঙ্গমে ।

স্নাতোহবমেধমাপ্নোতি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥

তত্র কর্ণহ্রদে স্নাত্বা দেবমভ্যর্চ্য শঙ্করম্ ।

ন দুর্গতিমবাপ্নোতি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৪

ততঃ কুন্ডাম্বকং গচ্ছেতীর্থসেবী যথাক্রমম্ ।

গোসহস্রমবাপ্নোতি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৫

অরুণ্ডতীবটং গচ্ছেতীর্থসেবী নরাধিপ ॥ ৬

সামুদ্রকমুপস্পৃশ্য জিরাত্রোপোষিতো নরঃ ।

গোসহস্রকলং বিন্ধ্যাং স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৭

ষোড়শ অধ্যায় ।

নারদ বলিলেন,—রাজেন্দ্র। তার পর
লোকবিশ্রুত শুগন্ধ তীর্থে যাইবে। সেখানে
যাইলে সর্গপাপবিশুদ্ধাত্মা হইয়া ব্রহ্মলোকে
সম্মানিত হয়। নরাধিপ! তীর্থসেবী নর
কজ্রাবর্ত তীর্থে যাইবে। রাজন্! সেখানে
স্নান করিয়া স্বর্গলোকে সম্মানিত হয়।
নরশ্রেষ্ঠ! গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমে স্নাত
নর অবমেধ যজ্ঞের কল প্রাপ্ত হয় এবং
স্বর্গলোকেও সম্মানিত হয়। সেখানে কর্ণহ্রদে
স্নানপূর্বক দেব শঙ্করকে অর্চনা করিলে
দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না; স্বর্গলোকেও গমন
করে। তীর্থসেবী মানব যথাক্রমে কুন্ডাম্বক
তীর্থে যাইবে। তথায় গোসহস্রের কল
পাইবে, স্বর্গলোকেও গমন করিবে। নরা-
ধিপ! তীর্থসেবী মানব তথা হইতে অরু-
ণ্ডতীবট তীর্থে যাইবে। সেখানে সামুদ্রক
তীর্থে উপস্পর্শ (জলে বিস্তৃত কাঁচ) কর্ত্ত
জিরাত্র উপবাস করিলে নর গোসহস্রের কল
লাভ করে, স্বর্গলোকেও গমন করে।

ব্রহ্মাবর্তঃ ততো গচ্ছেৎব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ।
 অশ্বমেধমবাপ্নোতি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৮
 যমুনাপ্রভবং গচ্ছেৎ সপ্পশ্পত্ব যামুনম্ ।
 অশ্বমেধকলং লভ্য । ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ৯
 দর্ব্বাসংক্রমণং প্রাপ্য তীর্থং ত্রৈলোক্যাবিশ্ৰুতম্
 অশ্বমেধমবাপ্নোতি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ১০
 সিদ্ধোন্ম প্রভবং গতা সিদ্ধগঙ্ঘর্ষসেবিতম্ ।
 তত্রোষ্য রজনীঃ পঞ্চ দদ্যাৎসুহৃৎসুবর্ণকম্ ॥ ১১
 অথ দেবীঃ সমাসাদ্য নরঃ পরমহুগম্যম্ ।
 অশ্বমেধমবাপ্নোতি গচ্ছেচ্চোশননীং গতিম্ ॥
 ঋষিকুল্যং সমাসাদ্য বসিষ্ঠকৈব ভারত ।
 বসিষ্ঠং সমতিক্রম্য সর্গে বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ ॥ ১৩
 ঋষিকুল্যং নরঃ স্নাত্বা ঋষিলোকং প্রপদ্যতে ।
 যদি তত্র বসেয়াসং শাকাহারো নরাধিপ ॥ ১৪
 ভৃগুভৃগুঃ সমাসাদ্য বাজিমেষধকলং লভেৎ ॥
 গতা বীরপ্রমোক্ষঞ্চ সর্গপাটৈঃ প্রযুচ্যতে ॥ ১৫

নরাধিপ! তথা হইতে ব্রহ্মচারী ও সমা-
 হিত ভাবে ব্রহ্মাবর্ত তীর্থে যাইবে। সেখানে
 অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয় এবং স্বর্গলোকেও
 গমন করে। অনন্তর যামুনাপ্রভব তীর্থে
 যাইবে। সেখানে যামুন জলে উপস্পর্শ
 করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া
 ব্রহ্মলোকে সম্মানিত হয়। নর ত্রৈলোক্য-
 বিশ্রুত দর্ব্বাসংক্রমণ তীর্থে যাইয়া অশ্বমেধ
 যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় এবং স্বর্গলোকে গমন
 করে। ১—১০। সিদ্ধগঙ্ঘর্ষসেবিত সিদ্ধ-
 প্রভব তীর্থে যাইয়া পঞ্চরজনী বাসপূর্ব্বক বহু
 সুবর্ণ দান করিবে। অনন্তর নর পরম-
 হুগম্য দেবী তীর্থে যাইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের
 ফল লাভ করে এবং চোশনসী গতি (মুক্তি)
 প্রাপ্ত হয়। ভারত! তার পর ঋষিকুল্যা ও
 ও বসিষ্ঠ তীর্থে যাইবে। বসিষ্ঠ তীর্থে
 যাইলে সকল বর্ণই দ্বিজাতি বলিয়া গণ্য
 হয়। নরাধিপ! ঋষিকুল্যা তীর্থে যদি
 শাকাহারপূর্ব্বক একমাস বাস করত স্নান
 করে, তবে ঋষিলোক প্রাপ্ত হয়। ভৃগুভৃগু
 তীর্থে যাইয়া অশ্বমেধের ফল লাভ করে।

কৃত্তিকামঘরোষ্ট্রচব তীর্থমাসাদ্য হুগম্যম্ ।
 অগ্নিষ্টোমতিরাভ্রাত্যাং ফলং প্রাপ্নোতি
 পুণ্যকং ॥ ১৬
 ততঃ সন্ধ্যাং সমাসাদ্য বিদ্যাভীর্ষমহুতম্ ।
 উপস্পৃশেৎ স বিদ্যানাং সর্গাসংপরমো ভবেৎ
 মহাশ্রমে বসেদ্রাজীঃ সর্গপাশপ্রমোচনে ।
 এককালং নিরাহারো লোকান্ সংবসতে
 শুভান্ ॥ ১৮
 যষ্টকালোপবাসেন মাসমুদ্য মহালয়ে ।
 তীর্ণস্তারয়তে জন্তুং দশ পুণ্যং দশাপরান্ ॥ ১৯
 দৃষ্ট্বা মহেশ্বরং পুণ্যং পরং সুরনমস্কৃতম্ ।
 কৃতার্থঃ সর্গকৃত্যেযু ন শোচেদায়রণং কচিৎ ॥ ২০
 সর্গপাপবিশুদ্ধাত্মা বিদ্যাভ্রহুসুবর্ণকম্ ॥ ২১
 অথ বেতসিকাং গচ্ছেৎপিভামহনিষেবিতাম্ ।
 অশ্বমেধমবাপ্নোতি গতিকং পরমং ব্রজেৎ ॥ ২২
 অথ সুন্দরিকাং তীর্থং প্রাপ্য সিদ্ধানিষেবিতাম্

হে বীর! প্রমোক্ষতীর্থে যাইলে সপ্তপাশে
 মুক্ত হওয়া যায়। পুণ্যকারী নর হুগম্য
 কৃত্তিকা তীর্থে ও মঘাভীর্থে যাইয়া অগ্নিষ্টোম
 ও অতিরাত্র যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। অনন্তর
 সন্ধ্যাতীর্থে যাইয়া অত্যুত্তম বিদ্যাভীর্থে
 যাইবে। সেখানে উপস্পর্শ করিলে সে
 মানব সমস্ত বিজ্ঞার পারগামী হয়। তার পর
 সর্গপাপপ্রমোচন মহাশ্রমে যাইয়া নিরাহার
 বা এককালাহার করত এক রাত্রি বাস
 করিলে শুভ লোক সকলে বাস করিতে
 পারে। মহালয় তীর্থে উপবাস বা যষ্ট
 কালে আহার করত একমাস বাস করিলে
 সে নিজে জ্ঞান পায় এবং উদ্ধতন দশ পুণ্য
 ও অশ্বত্থন দশ পুণ্যকে পরিজ্ঞান করে।
 সুরনমস্কৃত পর মহেশ্বরকে দর্শন করিলে
 অসীম পুণ্য লাভ হয়, এবং সে সমস্ত কৰ্ত্তব্য
 কার্যে কৃতার্থ হয়; কখনও মরণ জন্ত শোক
 করে না; সর্গপাপ-বিশুদ্ধাত্মা হইয়া বহু সুবর্ণ
 লাভ করিতে পারে। ১১—২১। তার পর
 পিতামহনিষেবিত বেতসিকা তীর্থে যাইবে।
 সেখানে অশ্বমেধের ফল লাভ করে এবং

রূপভাগী ভবতি দৃষ্টমেতৎপুরাতনৈঃ ॥ ২৩ ॥
 ততো ব্রাহ্মণিকাং গতা ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ।
 পদ্মবর্ণেন যানেন ব্রহ্মলোকং প্রপদ্যতে ॥ ২৪ ॥
 ততশ্চ নৈমিষং গচ্ছেৎ পুণ্যং বিজনিষেবিতম্
 তত্র নিত্যং নিবসতি ব্রহ্মা দেবগণৈঃ সহ ॥ ২৫ ॥
 নৈমিষং প্রার্থয়ানস্ত পাশস্তাৰ্দ্ধং প্রপশ্যতি ।
 প্রবিষ্টমানস্ত নরঃ সৰ্গপাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ২৬ ॥
 তত্র যাসং বসেন্দ্রীষো নৈমিষং তীৰ্থতৎপরঃ ।
 পৃথিব্যাং যানি তীৰ্থানি নৈমিষে তানি ভারত
 অভিষেকং তত্র কুৰ্ব্বা নিঘূতো নিয়তাশনঃ ।
 রাজস্যস্ত যজ্ঞস্ত ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ২৮ ॥
 পুনাত্যাসপ্তমকৈব কুলং ভরতসন্তম ।
 যজ্ঞাজ্ঞৈরৈমিষে প্রাণীহুপবাসপরায়ণঃ ॥ ২৯ ॥
 স যোদেৎ সৰ্গলোকস্থ এবমাহুর্নরীযণঃ ।
 নিত্যং ধোয়ঞ্চ পুণ্যঞ্চ নৈমিষং নৃপসন্তম ॥ ৩০ ॥
 গঙ্গোদ্ভেদং সমাসাদ্য ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ

বাজপেয়মবাপ্নোতি ব্রহ্মভূতো ভবেৎ সদা ॥ ৩১ ॥
 সরস্বতীং সমাসাদ্য তর্পয়েৎ পিতৃদেবভজঃ ।
 সারস্বতেষু লোকেষু যোদতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩২ ॥
 ততশ্চ বাহুদাং গচ্ছেতীৰ্থসেবী নরাধিপ ।
 তত্রোষ্য রজনীমেকাং স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৩৩ ॥
 দেবসত্ত্বস্ত যজ্ঞস্ত ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৩৪ ॥
 ততশ্চ রজনীং গচ্ছেৎ পুণ্যং পুণ্যজ্ঞনৈর্বৃতাম্
 পিতৃদেবার্চনরতো বাজপেয়মবাপুয়াৎ ॥ ৩৫ ॥
 বিমলাশোকমাসাদ্য বিরাজতি যথা শশী ।
 তত্রোষ্য রজনীমেকাং স্বর্গলোকে মহীমতে ॥
 গোপ্রভারং ততো গচ্ছেৎ সরযুতীর্থমুত্তমম্ ।
 যত্র রামো গতঃ স্বর্গং সতৃত্যবলবাহনঃ ॥ ৩৭ ॥
 দেহং ত্যক্তা পুরা রাজস্বস্ত তীর্থস্ত তেজসা ।
 রামস্ত চ প্রসাদেন বাবসায়াক্ত ভারত ॥ ৩৮ ॥
 তস্মিন্তীর্থেন নরঃ স্নাত্বা গোপ্রভারে নরাধিপ ।
 সৰ্গপাপাবশুদ্ধায়া স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৩৯ ॥

পর। গতি প্রাপ্ত হয়। পরে সিদ্ধনিষেবিতা
 স্মরিকা তীর্থে যাইলে রূপভাগী হয় : ইহা
 পুরাতন ব্যক্তিগণ দেখিয়াছেন। তাব পর
 ব্রহ্মচারী ও সমাহিত ভাবে ব্রাহ্মণিকা তীর্থে
 যাইয়া পদ্মবর্ণ যানে অ'বোহন করত ব্রহ্ম-
 লোকে সম্মানিত হইতে পারে। তথা হইতে
 পুণ্য বিজ-নিষেবিত নৈমিষ তীর্থে যাইবে।
 সেখানে ব্রহ্মা দেবগণ সহ নিত্য বাস করেন।
 নৈমিষকে প্রার্থনা করিলেই তাহার পাপের
 অর্ধ প্রনষ্ট হয়। নর তথায় প্রবিষ্ট হইবামাত্র
 সৰ্গপাপ হইতে মুক্ত হয়। তীর্থতৎপর ধীর
 নর তথায় একমাস বাস করিবে। ভারত!
 পৃথিবীতে যত তীর্থসমস্তই নৈমিষে আছে।
 ভরতসন্তম! নিয়ত ও নিয়তাশন মানব
 তথায় অভিষেক করিয়া রাজস্ব যজ্ঞের ফল
 প্রাপ্ত হয়; আর আসপ্তম কুলও পবিত্র
 করে। যে নর উপবাসপরায়ণ হইয়া নৈমিষে
 প্রাণ ত্যাগ করে, সে সৰ্গলোকস্থ হইয়া
 মুদিত হয়। মনোষিগণ এইরূপ বলেন।
 নৃপসন্তম! নৈমিষ তীর্থ নিত্য সেবা ও
 পূজা। ২২—৩০। নর গঙ্গোদ্ভেদ তীর্থে

যাইয়া ত্রিরাত্র উপবাস করিলে বাজপেয়
 যজ্ঞের ফল পায় এবং সতত ব্রহ্মভূত হয়।
 সরস্বতী তীর্থে যাইয়া পিতৃ-দেবতাদিগের
 তর্পণ করিবে। তাহা হইলে সারস্বত লোকে
 মুদিত হয়; তাহাতে সংশয় নাই। নরাধিপ!
 তার পর তীর্থসেবী নর বাহুদায় যাইবে।
 সেখানে একরাত্রি বাস করিয়া স্বর্গলোকে
 সম্মানিত হয়; আর দেবসত্ত্বফলও প্রাপ্ত
 হয়। তথা হইতে পুণ্যজনে পরিবৃত পুণ্য
 রজনী তীর্থে যাইবে। তথায় পিতৃদেবার্চনে-
 রত হইলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল পাওয়া
 যায়। বিমলাশোক তীর্থে যাইয়া শশীর স্নায়
 বিরাজিত হইতে পারে, আর তথায় একরাত্রি
 বাস করিলে স্বর্গলোকে সম্মানিত হয়। তার
 পর যেখানে রাম ভৃত্য বল ও বাহনাদি সহ
 স্বর্গে গিয়াছিলেন সেই গোপ্রভার নামক
 সরযুর উত্তম তীর্থে যাইবে। ভারত! পুরা-
 কালে তাহার সর্গলোকে সেখানে দেহত্যাগ
 করিয়া সেই তীর্থের প্রভাবে এবং রামের
 প্রসাদে ও নিজ নিজ প্রযত্নের ফলে স্বর্গ
 প্রাপ্ত হইয়াছিল। নরাধিপ! নর সেই গো

রামতীর্থে নরঃ স্নাত্বা গোমত্যাং কুরুনন্দন ।
 অশ্বমেধমবাপ্নোতি পুন্যমিতি স্বকুলঃ নরঃ ॥ ৪০ ॥
 শতসাহস্রকং তত্র তীর্থং ভরতসন্তম ॥ ৪১ ॥
 ত্র্যম্বোপস্পর্শনং কৃৎস্বা নিয়তো নিদ্যতশনঃ ।
 গোসহস্রকলং পুণ্যমাপ্নোতি ভরতযতি ॥ ৪২ ॥
 ততো গচ্ছত ধর্মজ্ঞ উর্দ্ধস্থানমব্রতমম্ ।
 কোটিতীর্থে নরঃ স্নাত্বা অর্চয়িত্বা গুহং নৃপ ।
 গোসহস্রকলং বিন্দ্যাক্তেজস্বী চাপি জায়তে ॥
 ততো বারাগসীং গচ্ছা অর্চয়িত্বা বৃষধ্বজম্ ।
 কপিলান্যু হ্রদে স্নাত্বা রাজস্বয়কলং লভেৎ ॥
 মার্কণ্ডেয়শ্চ রাজেন্দ্র তীর্থং সামান্তহর্ষভম্ ।
 গোমতীগঙ্গয়োশ্চৈব সঙ্গমে লোকবিশ্রুতে ।
 অগ্নিস্টোমমবাপ্নোতি কুসকৈব সমুদয়েৎ ॥ ৪৫ ॥
 ইতি ত্রীপাদ্যে স্বর্গশিখণ্ডে তীর্থবর্ণনে
 বোধশোধনোধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

প্রভার তীর্থে স্নান করিলে সর্ষপাবিশুদ্ধায়া
 হইয়া স্বর্গলোকে সম্মানিত হয়। হে কুরু-
 নন্দন! নরঃ গোমতীতে রামতীর্থে স্নান
 করিয়া অশ্বমেধের ফল পায় এবং নিজ কুল
 পবিত্র করে। হে ভরতসন্তম! সেখানে
 শতসাহস্রক নামে তীর্থে আছে। নিয়ত ও
 নিরস্ত্রাশন হইয়া তথায় উপস্পর্শ করিলে
 হে ভরতযতি! গোসহস্রের পুণ্য প্রাপ্ত হয়।
 তার পর ধর্মজ্ঞ নর অত্যাশ্রম উর্দ্ধস্থান
 তীর্থে যাইবে। নৃপ! কোটিতীর্থে স্নান-
 পূর্বক কাটিকেশ্বরের অর্চনা করিলে
 গোসহস্রের ফল লাভ করে এবং
 তেজস্বী হইতে পারে। তথা হইতে বারা-
 গসীতে যাইয়া কপিলাহ্রদে স্নানপূর্বক বৃষ-
 ধ্বজকে অর্চনা করিলে রাজস্বয় যজ্ঞের ফল
 লাভ করে। রাজেন্দ্র! গোমতী ও গঙ্গার
 সঙ্গম স্থলে,—লোকবিশ্রুত দুর্গত মার্কণ্ডেয়
 তীর্থে যাইয়া অগ্নিস্টোম যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত
 হয় এবং কুল উদ্ধার করিতে পারে। ৩০—৪৫ ॥
 বোধশোধনোধ্যায় সমাপ্ত । ১৬ ॥

সপ্তদশোধ্যায়ঃ ।

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

বারাগস্তাশ মহাশ্রম্যং সজ্জেক্ষপাৎ কথিতং ত্বয়া
 বিস্তরেণ যুনে ক্রুহি তদা ত্রীণাতি মে মনঃ ॥ ১ ॥
 নারদ উবাচ ।
 অত্রোতিহাসং বক্ষ্যামি বারাগস্তা গুণাশ্রমম্ ।
 যন্ত শ্রবণমাত্রেন মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যায়া ॥ ২ ॥
 মেরুশৃঙ্গে পুরা দেবমীশানং ত্রিপুরাধিপম্ ।
 দিব্যাসনগতা দেবী মহাদেবীমপুচ্ছত ॥ ৩ ॥
 দেবুবাচ ।
 দেবদেব মহাদেব ভক্তানামার্হিনাশন ।
 কথং হ্যং পুরুষো দেবমচিরাং দেব পশ্যতি ॥ ৪ ॥
 সাংখ্যযোগস্তথা ধ্যানং কর্মাযোগোহথ বৈদিকঃ
 আয়াসবহলা লোকে যানি চাত্তানি শক্কর ॥ ৫ ॥
 যেন বিশ্রান্তচিত্তান্যং যোগিনাং কশ্মিণ্যমপি ।
 দৃষ্টো হি ভগবান্ স্মরঃ সর্বকামোব দেহিনাম্

সপ্তদশ অধ্যায়ঃ ।

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে নরেন্দ্র! আপনি
 বারাগসীর মহাশ্রম্যং সঙ্ক্ষেপে কহিলেন;
 উহা বিস্তররূপে বলুন। তাহা হইলে
 আমার মন শ্রীত ॥ ১ ॥ নারদ বলিলেন,—
 এ বিষয়ে যাহার শ্রবণ মাত্রেরই ব্রহ্মহত্যা
 হইতে মুক্ত হওয়া যায়, বারাগসীর গুণ সম্ব-
 লিত এমন একটা ইতিহাস বলিতেছি।
 পুরাকালে মেরুশৃঙ্গে ত্রিপুরাধিপী ঈশান
 দেব মহাদেবকে দিব্যাসনগতা দেবী জিজ্ঞাসা
 করিলেন। দেবী বলিলেন,—হে ভক্ত-
 জনগণের আর্হিনাশন দেবদেব মহাদেব!
 মানব তোমাকে অচিরাৎ দর্শন করিতে পারে
 কিরূপে? সাংখ্যযোগ, কর্মাযোগ, ধ্যান,
 বৈদিক উপাসনা বিধি এবং আরও যে সকল
 বিহিত অনুষ্ঠান আছে, সে সমস্তই আয়াস-
 বহল। যোগী বা কশ্মা মানব এই সকল
 কঠোর বিধি প্রতিপালন করত শ্রান্তচিত্ত হইয়া
 স্মররূপী তোমাকে দর্শন করে। কিন্তু হে ॥

এতদগুহ্যতমং জ্ঞানং গুঢ়ং ব্রহ্মাদিসেবিতম্ ।
 হিতায় সৰ্বভূতানাং ক্রীহি কামাকনাশন ॥ ৭
 ঈশ্বর উবাচ ।
 অব্যাক্ষমব্রজ্ঞানং জ্ঞানমগ্ধৈর্বেদিকৃতম্ ।
 বক্ষ্যে তব যথাতত্ত্বং যত্নজ্ঞং পরমর্ষিভিঃ ॥ ৮
 পরং গুহ্যতমং ক্ষেত্রং মম বারাগসৌ পুরী ॥ ৯
 তত্র ভক্ত্যা মহাদেবি মদীয়ং ব্রতমাঙ্ঘ্রিতাঃ ।
 নিবসন্তি মহান্নানঃ পরং নিয়মমাঙ্ঘ্রিতাঃ ॥ ১০
 উত্তমং সৰ্বভীর্ণানাং স্থানানামুত্তমঞ্চ তৎ ।
 জ্ঞানানামুত্তমং জ্ঞানমবিমুক্তং পরং মম ॥ ১১
 স্থানান্তরপবিত্রাণি তীর্থান্ভায়তনানি চ ॥ ১২
 কুর্লোকো নৈব সংলগ্নমন্তরিক্ষে মমালম্বম্ ।
 অজ্ঞানস্তর পশুস্তি মুক্তাঃ পশুস্তি চেতসা ॥ ১৩
 শ্মশানমেতদ্বিখ্যাতমবিমুক্তমিতি শ্রুতম্ ।
 কালো ভূহা জগদিদং সংহরাম্যত্র সুন্দরি ॥ ১৪

শঙ্কর! সকল দেহীই যাহাতে অনায়াসে
 তোমাকে দর্শন করিতে পারে, সৰ্ব ভূতের
 হিত কামনায় এমন উপায় বল। হে কামাক-
 নাশন! ব্রহ্মাদিসেবিত এমন গুহ্যতম জ্ঞান
 বল। ঈশ্বর বলিলেন,—যাহাতে মন্ত্র-দেবতা-
 বিজ্ঞান উপদেশের প্রয়োজন নাই এবং যাহা
 অজ্ঞজনসমাজেও প্রকাশ করা যায়, পরম-
 যিগণকথিত সেই জ্ঞানতত্ত্ব আমি তোমাকে
 যথাতত্ত্ব বলিতেছি। আমি বারাগসৌ পুরী
 পরম গুহ্যতম ক্ষেত্র। মহাদেবি! পরমনিয়ম
 সম্পন্ন মহান্নারা সেখানে ভক্তি সহকারে
 মদীয় ব্রত অবলম্বনপূৰ্ব্বক নিবাস করেন।
 ১—১০। আমার পরম স্থান সেই অবিমুক্ত
 সৰ্বভীর্ণের উত্তম, সকল স্থানের উত্তম এবং
 সমস্ত জ্ঞানেরও উত্তম। নানাস্থানে অনেকা-
 নেক পবিত্র তীর্থ ও আয়তন আছে বটে,
 কিন্তু অবিমুক্ত ঐ সকল অপেক্ষাও পবিত্র।
 আমার উক্ত আলয় তুলোকে সংলগ্ন নহে;
 উহা অন্তরিক্ষে অবস্থিত; অমুক্ত ব্যক্তিগণ
 উহা দেখিতে পায় না। যাঁহারা মুক্ত ভাহা-
 রাই জ্ঞানদৃষ্টিতে উহা দেখিতে পায়। উক্ত
 লোকবিক্রান্ত অবিমুক্ত ক্ষেত্র শ্মশান বলিয়া

দেবীদং সৰ্বভূতানাং স্থানং প্রিয়তরং মম ।
 মন্ত্রজ্ঞাত্তত্র গচ্ছন্তি মামেব প্রবিশন্তি চ ॥ ১৪
 দত্তং জপ্তং হতকেষ্টং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ ।
 ধ্যানমধ্যায়নং জ্ঞানং সৰ্বং তত্রাক্ষয়ং ভবেৎ ॥
 জ্ঞানান্তরসহশ্রেষু যৎপাপং পূৰ্ব্বসঞ্চিতম্ ।
 অবিমুক্তং প্রবিষ্টস্ত তৎ সৰ্বং ব্রজতি ক্ষয়ম্ ॥
 ব্রাহ্মণাঃ কত্রিয়া বৈশ্বাঃ শূদ্রাশ্চ বর্ণসঙ্করাঃ ।
 শ্রিয়ো র্নেচ্ছাশ্চ যে চাস্তে সঙ্কীর্ণাঃ পাপযোনয়ঃ
 কীটাঃ পিপীলিকাশ্চৈব যে চাস্তে মৃগপক্ষিণঃ ।
 কালে সন্নিধনং প্রাপ্তা অবিমুক্তে বরাননে ॥ ১১
 চন্দ্রাঙ্কমৌলয়শ্চাক্ষা মহাবৃষভবাহনাঃ ।
 শিবে মম পুরে দেবি জায়ন্তে তত্র মানবীবাঃ ॥ ২০
 নাবিমুক্তে মৃতঃ কচ্চিন্নরকং য়াতি কিম্বহী ।
 ঈশ্বরানুগৃহীতা হি সৰ্বে যান্তি পরাং গতিম্ ॥
 মোক্ষং সুহৃদভং মহা সংসারঞ্চাতিভীষণম্ ।

বিখ্যাত। সুন্দরি! আমি কালরূপ ধারণ
 করত ঐখানে থাকিয়া এই জগৎ সংহার
 করি। দেবি! নিখিল গোপনীয় স্থান
 হইতেও গোপ্য ঐ অবিমুক্ত আমার প্রিয়তর
 স্থান। আমার ভক্তগণ তথায় গমন করে
 এবং অমাত্যেই প্রবিষ্ট হয়। সেখানে দান,
 জপ, হোম, যাগ, তপস্ভাদি যাহা কিছু কৰ্ম্ম
 (কণ্ঠযোগ) আর ধ্যান, অধ্যয়ন, জ্ঞান
 ইত্যাদি সকল (জ্ঞান যোগ)ই অক্ষয় হয়।
 অবিমুক্তে প্রবিষ্ট মানবের পূৰ্ব্ব জ্ঞানান্তর-
 সহশ্রে যে পাপ সঞ্চিত হইয়াছে, সে সমস্তও
 ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। বরাননে! ব্রাহ্ম, কত্রিয়,
 বৈশ্ব, শূদ্র, বর্ণসঙ্কর, স্ত্রী, র্নেচ্ছাদি পাপযোনি
 সকল, আর কীট, পিপীলিকা এবং
 অন্ত যে সমস্ত মৃগ পক্ষী প্রভৃতি প্রাণী
 আছে, কালক্রমে অবিমুক্তে নিধন প্রাপ্ত
 হইলে সকলেরই ললাটেদেশে চন্দ্রকলা,
 তিনটি নেত্র ও মহাবৃষ বাহন হয়; দেবি!
 সকলেই মদীয় শান্তিময় পুরে বাস করে।
 ১১—২০। কোন পাপী নরই অবিমুক্তে
 মৃত হইলে নরকে যায় না; সকলেই ঈশ্বর-
 অনুগ্রহে পরা গতি প্রাপ্ত হয়। মোক্ষ সুহৃদভ

অর্চনাচরণে মুক্তা বারানশ্রুতাং বসেরয়ঃ ॥ ২২
 দুর্লভা তপসা চাপি বৃত্তান্ত পরমেশ্বরী ।
 যত্র তত্র বিপরিত গতিঃ সংসারমোকশী ॥ ২৩
 প্রাসাদাঙ্কায়তে সম্যগ্য়ম শৈলেন্দ্রনন্দিনি ॥ ২৪
 অপ্রবুদ্ধা ন পশুন্তি মম যারাবিমোহিতাঃ ।
 বিমুদ্রেতেরতসাং মধ্যে তে বসন্তি পুনঃপুনঃ ॥ ২৫
 হস্তমানোহপি যো বিদ্বান্ বসেদ্বিষ্মশতৈরপি ।
 স যাতি পরমং স্থানং যত্র গতা ন শোচতি ॥ ২৬
 জন্মমৃত্যুজরাযুক্তঃ পরং যান্তি শিবালয়ম্ ।
 অপুনর্বারণানাং হি সা গতির্যোক্যকাক্ষিকাম্ ।
 যাং প্রাপ্ত কৃতকৃত্যং স্তাদিতি মন্তন্তি

পণ্ডিতাঃ ॥ ২৭

ন দানৈর্ন তপোভিচ্চ ন যজ্ঞৈর্নাপি বিদ্যায়া ।
 প্রাপ্যতে গতিরুৎকৃষ্টা যাবিমুক্তে তু লভ্যতে ॥
 নানাবর্ণা বিবর্ণাশ্চ চাণ্ডালাদ্যা জুগুপ্সিতাঃ ।
 কিম্বিধৈঃ পূর্ণদেহাশ্চ বিশিষ্টৈঃ পাতকৈস্তথা ॥
 ভেষজং পরমং তেষামবিমুক্তং শিবদুর্ভুধাঃ ॥ ৩০

এবং সংসারও অতি ভীষণ ; নর ইহা জানিয়া
 অর্চনা ও আচরণ পরিত্যাগপূর্বক বারা-
 নসীতে বাস করিবে। শৈলেন্দ্রনন্দিনি !
 তথায় যেখানে-সেখানে বিপর হইলেও
 আমার প্রাসাদে তাহার যাহা তপস্যা দ্বারাও
 দুর্লভ এমন-সংসার-মোকশী গতি লাভ হয় ।
 আমার মায়াম বিমোহিত অন্ত ব্যক্তিগণ ইহা
 জানে না বলিয়া বিমুদ্রেতেরতোমধ্যে পুনঃ-
 পুনঃ বাস করে । শত শত বিদ্রে হস্তমান
 হইয়াও অবিমুক্তে বাস করিবে। এরূপ
 ভাবে বাস করিলে যেখানে যাইয়া
 আর শোক করিতে হয় না, সেই পরম
 স্থানে—জন্ম-মৃত্যু-জরা রহিত পরম শিবালয়ে
 যায় । যাহারা পুনরায় মরণ কামনা না করে,
 সেই মোক্ষাকাঙ্ক্ষীদের উহাই পরম গতি ।
 পণ্ডিতগণ এই গতি পাইয়া কৃতকৃত্য হন ।
 অবিমুক্তে যে উৎকৃষ্টা গতি লাভ হয়, তাহা না
 দান, না তপস্যা, না যজ্ঞ, না বিদ্যা (জ্ঞান),
 কোনরূপেই পাওয়া যায় না। নানা জাতি,
 নিকৃষ্ট জাতি, চণ্ডালাদি জুগুপ্সিত জাতি এবং

অবিমুক্তঃ পরং জ্ঞানমবিমুক্তং পরং পদম্ ।
 অবিমুক্তঃ পরং তত্ত্বমবিমুক্তং পরং শিবম্ ॥ ৩১
 কৃত্বা বৈ নৈষ্ঠিকীং দীক্ষামবিমুক্তো বসন্তি যে ।
 তেষাং তৎপরমং জ্ঞানং দদাম্যন্তে পরং পদম্
 প্রয়াগং নৈমিষারণ্যং ত্রৈলোক্যে মহাবনম্ ।
 কেদারঃ ভদ্রকর্ণ গয়া পুন্ডরিক চ ॥ ৩৩
 কুরুক্ষেত্রং কুদ্রকোটিনীশ্চাদ্রাকেশ্বরী ।
 শালগ্রামক কুজাশ্রমং কোকামুখমমৃতময়ম্ ।
 প্রভাসং বিজয়েশানং গোবর্ধনং ভদ্রকর্ণকম্ ॥ ৩৪
 এতানি পুণ্যস্থানানি ত্রৈলোক্যে বিজ্ঞতানি হ ।
 ন যান্তিঃ পরং তত্ত্বং বারানশ্রুতাং যথা মূঢ়াঃ ॥
 বারানশ্রুতাং বিশেষণ গঙ্গা ত্রিপথগামিনী ।
 প্রবিশ্টি নানয়েৎপাপং জন্মান্তরশতৈঃ কৃতম্ ॥
 অন্তত্বে শূলভা গঙ্গা শ্রাদ্ধং দানং তপো জপঃ ।
 ব্রতানি সৰ্বমেবৈবতদ্বারানশ্রুতাং সুদুর্লভম্ ॥ ৩৭

যাহারা পাশে পূর্ণদেহ বা বিশিষ্ট পাতকে যুক্ত
 তাহাদের পক্ষে অবিমুক্ত পরম ভেষজ ;
 পণ্ডিতগণ ইহা বলেন । ২১—৩০ । অবিমুক্ত
 পরম জ্ঞান, অবিমুক্ত পরম পদ, অবিমুক্ত
 পরম তত্ত্ব এবং অবিমুক্ত পরম শিব (মঙ্গল
 প্রদ) । যাহারা নৈষ্ঠিকী দীক্ষা (মরণ পর্যন্ত
 এখানে ই বাস করিব, এইরূপ সঙ্কল্প) করিয়া
 অবিমুক্তে বাস কবে, আমি অন্তকালে তাহা-
 দিগকে সেই পরমপদপ্রাপক জ্ঞান দান করি ।
 প্রয়াগ, নৈমিষারণ্য, ত্রৈলোক্য, মহাবন, কেদার,
 ভদ্রকর্ণ, গয়া, পুন্ডর, কুরুক্ষেত্র, কুদ্রকোটী,
 নন্দীনা, আত্মাতকেশ্বরী, শালগ্রাম, কুজাশ্রম,
 অমৃতময় কোকামুখ, প্রভাস, বিজয়েশান,
 গোবর্ধন, ভদ্রকর্ণ, এই সকল পুণ্য স্থান
 ত্রৈলোক্যে বিজ্ঞত ; কিন্তু বারানসীতে যুক্ত
 ব্যক্তি যেমন পরম তত্ত্ব প্রাপ্ত হয়, এই সকল
 তীর্থে তাদৃশ হয় না । বিশেষতঃ বারানসীতে
 ত্রিপথগামিনী গঙ্গা প্রবিশ্টি হওয়া মাত্রই শত-
 জন্মান্তরকৃত পাপ বিনষ্ট করেন । গঙ্গা
 অন্তত্বেও শূলভা বটেন, কিন্তু বারানসীতে
 শ্রাদ্ধ, দান, তপ, জপ, ব্রত এ সমস্তই
 সুদুর্লভ । বারানসীতে স্থিত নর সতত জপ

অপেক্ষা জুহুয়াগ্নিত্যাং দদাত্যর্চয়তেহমরান্ ।
 বায়ুভক্ষণং সততং বারাগস্তাং স্থিতো নরঃ ॥৩৮
 যদি খাপো যদি শঠো যদি বাধাশ্রিকো নরঃ ।
 বারাগসীং সমাসাদ্য পুনর্নতি সকলং কুলম্ ॥৩৯
 বারাগস্তাং যেহর্চয়ন্তি মহাদেবং স্তবন্তি তৈব ।
 সৰ্বপাপবিনিশ্চিন্তান্তে বিজ্ঞেয়া গণেশ্বরঃ ॥ ৪০
 অস্ত্রত্ৰ যোগজ্ঞানভ্যাং সন্ন্যাসাদিখ্যাততঃ ।
 প্রাপ্যতে তৎপরং স্থানং সহস্রৈশৈব জন্মানাম্ ॥
 যে তজ্জা দেবদেবোশি বারাগস্তাং বসন্তি বৈ ।
 তে বিদ্যন্তি পরং মোক্ষমেকেনৈব তু জন্মনা ॥৪২
 যত্র যোগস্তথা জ্ঞানং মুক্তিরেকেন জন্মনা ।
 অবিমুক্তং তদাসাদ্য নাশ্চাদিচ্ছেদুপোবনম্ ॥৪৩
 যতো মায়াবিমুক্তং তদবিমুক্তং ততঃ স্মৃতম্ ।
 তদেব গুহ্যং গুহ্যানামে দ্বিজানমুচ্যতে ॥ ৪৪
 জ্ঞানজ্ঞানান্তিনিষ্ঠানাং পরমানন্দমিচ্ছতাম্ ।
 যা গতির্বিদিতা শূক্রে সর্বমুক্তে মৃতস্ত তু ॥ ৪৫

করে, হোম কবে, দান করে, অমরগণের
 অর্চনা করে এবং বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকে
 অর্থাৎ এই সকল কৰ্ম্ম না করিলেও তাহার
 কলপ্রাপ্ত হয়। যদি পাপী, শঠ বা অধাশ্রিক ও
 হয়, তথাপি বারাগসীতে যাইলে নর সকল
 কুল পবিত্র করে। যাহারা বারাগসীতে
 মহাদেবকে অর্চনা করে বা স্তব কবে,
 তাহার সৰ্বপাপবিনিশ্চুক্ত গণেশ্বর বলিয়া
 জ্ঞাতব্য। ৩১—৪০। দেবেশি! অস্ত্র যোগ,
 জ্ঞান, সন্ন্যাস বা অস্ত্র নানা উপায়ে সহস্র
 জন্মে যে পরম স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়, যে
 সকল ভক্ত ব্যক্তি বারাগসীতে বাস করে,
 তাহার এক জন্মেই সেই পরম মোক্ষ লাভ
 করে। যেখানে এ। জন্মেই যোগ, জ্ঞান
 ও মুক্তি লাভ হয়, সেই অবিমুক্ত ক্ষেত্র প্রাপ্ত
 হইলে আর অস্ত্র তপোবন আকাঙ্ক্ষা করিবে
 না। এই স্থানের মাহাত্ম্যে মায়ী হইতে
 বিমুক্ত হওয়া যায়, এ নিমিত্ত তাহার নাম
 অবিমুক্ত বলিয়া স্মৃত হয়। ইহাকেই গুহ্য
 বিজ্ঞান বলিয়া জানিবে। হে শূক্রে! পরমা-
 নন্দ লাভেচ্ছা জ্ঞানকর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের যে

যানি চৈবাবিমুক্ত্যন্তে দেশে দৃষ্টানি কৃৎস্নাণা-
 পুরী বারাগসী তেভ্যঃ স্থানেভ্যো হৃদিকা গুহ্যা
 যত্র সাক্ষ্যমহাদেবো দেহ্যন্তে স্বামীশ্বরঃ ।
 ব্যাচষ্টে তারকং ব্রহ্ম তজ্জৈব হবিমুক্তকে ॥ ৪৭
 যন্তঃ পরতরং তত্ত্ববিমুক্ত্যমতি শ্রুতম্ ।
 একেন জন্মনা দেবি বারাগস্তাঃ তদাপুমাং ॥৪৮
 ক্রমধ্যে নাভিমধ্যে চ হৃদয়ে চৈব মূর্ছনি ।
 যথাবিমুক্তমাদিত্যে বারাগস্তাঃ ব্যবস্থিতম্ ॥৪৯
 বরণায়াস্তথা চাস্তা মধ্যে বারাগসী পুরী ।
 তজ্জৈব সর্গস্থতং তবং নিত্যমেবাবিমুক্তকম্ ॥ ৫০
 বারাগস্তাঃ পরং স্থানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ।
 যত্র নারায়ণো দেবো মহাদেবো দিবীশ্বরঃ ॥৫১
 তত্র দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সযক্ষোরগরাক্ষনাঃ ।
 উপাসতে মাং সততং দেবদেবঃ পিতামহঃ ॥৫২

গতি বিদিত, অবিমুক্তে মৃত প্রাণীরও সেই
 গতি লাভ হয়। অবিমুক্ত ভিন্ন অস্ত্রান্ত
 দেশে যে সকল পুণ্য স্থান দৃষ্ট হয়, সে সকল
 অপেক্ষা যেখানে দেহান্তে ঈশ্বর মহাদেব
 সাক্ষ্য হইয়া তারক ব্রহ্ম উপদেশ করেন,
 সেই অবিমুক্ত ক্ষেত্র শুভা বারাগসী উৎকৃষ্ট
 জানিবে। ক্রমধ্যে নাভিমধ্যে হৃদয়ে মস্তকে
 ও আদিত্যমণ্ডলে যেমন অবিমুক্ত ক্ষেত্র
 আছে তজপ বারাগসী ধামেও অবিমুক্ত
 ব্যবস্থিত রহিয়াছে। বরণা এবং অসীর
 মধ্যস্থলে বারাগসীপুরী বিরাজিত। সেই
 বারাগসীতেই নিত্য তত্ত্ব অবিমুক্ত বর্ধ-
 মান * ৪১—৫০। যেখানে দিবীশ্বর মহা-
 দেব দেব নারায়ণ বিরাজমান, সেই বারা-
 গসী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান হয় নাই, ইহাে
 না। তথায় দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ ও
 রাক্ষসগণ সহ দেবদেব পিতামহ সতত
 আমাকে উপাসনা করিয়া থাকেন। দেবি!

* এই হৃইনী শ্লোকের মূখ্য তাৎপৰ্য্য দেহ-
 ভাবভিত্তি যোগীশ্বরই বোধ্য। ১) অপরে তাহা
 বুঝিতে পারিবেন না বলিয়া বিশেষ বিবৃত
 করা হইল না।

মহাপাতকিনো দেবি যে তেভ্যঃ পাপকৃত্তমাঃ ।
 বারাগসীংসমাসাদ্য তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥
 তস্মায়ুযুক্তনিষিতো বৃসেধৈ মরণান্তকম্ ।
 বারাগস্তাঃ মহাদেবাজ্ঞানং লক্ষ্যং বিমুচ্যন্তে ॥
 বিজ্ঞ বিজ্ঞা ভবিষ্যন্তি পাপোপহতচেতসঃ ।
 স্ততো নৈবাচরেৎ পাপং কায়েন মনসা গিহ্মা ॥
 'এতদ্রহস্যং বেদানাং পুরাণানাঞ্চ সূত্রেতে ।
 অবিমুক্তাঃ সন্তানং ন কশ্চিৎশেতি তত্ত্বতঃ ॥ ৫৬

নারদ উবাচ ।

দেবতানাং যৌগাঞ্চ শৃণুতাং পরমেষ্টিনা ।
 দেবদেবেভ্যঃ কথিতং সর্বপাপবিবাশনম্ ॥ ৫৭
 যথা নাস্ত্রয়ণঃ শ্রেষ্ঠো দেবানাং পুরুষোত্তমঃ ।
 যথেশ্বর্যগাং গিহ্মিণঃ স্থানানামেতদ্ব্যস্তম্ ॥ ৫৮
 যৈঃ সমাধাষিতো কভঃ পুরুষ্মিন্নেকজন্মনি ।
 তে বিমুক্তি পয়ঃ ক্ষেত্রমাবিমুক্তং শিবালায়ম্ ॥ ৫৯
 কলিকাম্বসমুজ্জাতা যেষামপহতা মতিঃ ।

যাহারা মহাপাতকী বা যাহারা ওদপেক্ষাও
 পাপকৃত্তম, তাহারাও অবিমুক্ত ক্ষেত্রে যাইয়া
 পরমা গতি প্রাপ্ত হয়। অতএব যুমুকু
 মানব নিয়ত বারাগসীতে বাস করিবে।
 তাহার মরণান্তে মহাদেব হইতে জ্ঞান লাভ
 করিয়া বিমুক্ত হইবে। কিন্তু পাপোপহতচিত্ত
 ব্যক্তিদিগের নানাবিধ বিঘ্ন হয়; এ নিমিত্ত
 কায়, মন ও বাক্যে পাপাচরণ করিবে না।
 বেদ ও পুরাণসমূহের উপাধি রহস্ত। অবি-
 মুক্তাঃ সন্তানং কেহই যথার্থরূপে জানে না।
 নারদ বলিলেন,—দেবদেব ব্রহ্মা সর্বপাপ-
 বিনাশন। এই অবিমুক্তমাহাত্ম্য দেবতা ও
 ঋষিগণের সন্নিধানে কথিয়াছিলেন। বস্তুতঃ
 দেবগণের মধ্যে যেমন পুরুষোত্তম নার-
 ণ শ্রেষ্ঠ এবং ঈশ্বরগণের (ঐশ্বর্য-
 শালীদিগের) মধ্যে যেমন গিরিশ শ্রেষ্ঠ,
 তজ্জপ পুণ্য স্থান সকলের মধ্যেও
 এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রই উত্তম। যাহারা পূর্ব-
 তন কোন এক জন্মে কভের আরাধনা
 করিয়াছে, তাহারা ই শিবালায় অবিমুক্ত ক্ষেত্রে
 লাভ করিতে পারে। যাহাদিগের মতিঃ

ন তেবাং বেদিতুং শক্যং স্থানং তৎপরমেষ্টিনঃ
 যে অরন্তি সদাকালং বদন্তি ।
 তেবাং বিনশ্যতি কিপ্রমিহামুত্র চ পাতকম্ ॥ ৬১
 যান চেহ প্রকুর্বন্তি পাতকানি কৃত্যলম্বাঃ ।
 নাশয়েস্তানি সর্বাণি দেবাঃ কালতম্বঃ শিবঃ ॥ ৬২
 আগচ্ছন্তদ্বিদং স্থানং সেবিতং মোক্ষকাক্ষিতঃ
 যত্নানঞ্চ পুনর্জন্ম ন ভূয়ো ভবসাগরে ॥ ৬৩
 তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নে বারাগস্তাং বসেন্নরঃ ।
 যোগী বাপ্যথবাযোগী পাণ্ডী বা পুণ্যকৃত্তমঃ ॥ ৬৪
 ন লোকবচনাৎ পিত্রোর্ন চৈব গুরুবাদতঃ ।
 মতির্ন ক্রমণীয়া স্তাদবিমুক্তগতিং প্রতি ॥ ৬৫

ইতি শ্রীপদ্মে স্বর্গবিশ্বে বারাগসীমাহাত্ম্যে
 সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭

কলিকালজনিত কলুষে উপহত, তাহারা পর-
 মেষ্টিন সেই স্থান জানিতে সক্ষম হয় না।
 যাহারা সদাকাল এই পুণ্যের স্মরণ করে বা
 কীর্তন করে, তাহাদিগের ইহ-পরকালে
 সঞ্চিত পাতক কিপ্র বি-ষ্ট হয়। ইহকালে
 যে সকল পাপ করা হয়, বারাগসীতে বাস
 করিলে দেব কালতম্ব (কালভৈরবরূপী)
 শিব সে সমস্তই বিনাশ করেন। অতএব
 মোক্ষকাক্ষাদিগের সেবিত এই স্থানে সর্ব-
 লেহই আগমন করা কর্তব্য। এখানে মৃত
 প্রাণীদিগের পুনরায় ভব-সাগরে জন্ম হয় না।
 অতএব যোগী বা অযোগী, পাণ্ডী বা পুণ্য-
 কারী সকল নরই সর্ব প্রযত্নে বারাগসীতে
 বাস করিবে। সাধারণ লোকের বাক্যে বা
 পিতা মাতা কি গুরুর বাক্যেও অবিমুক্ত
 গমন বিষয়ে বুদ্ধি পরিত্যাগ করিবে
 না। ৫১—৬৫।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

তজ্জেনঃ বিমলঃ লিঙ্গমোক্তারঃ নাম শোভনম্ ।
 যন্ত অরুণমাজ্জেন মুচ্যতে সৰ্বপাতকৈঃ ॥ ১
 এতৎ পরতরং জ্ঞানং পঞ্চায়তনমুত্তমম্ ।
 সেবিতং মুনিভিনিত্যং বারাপস্তাং বিমোক্ষণম্
 তত্র সাক্ষ্যাহাদেবঃ পঞ্চায়তনবিগ্রহঃ ।
 রমতে ভগবান্ ক্রজে জন্তুণামপবৰ্গদঃ ॥ ৩
 যন্তংপাশুপতং জ্ঞানং পঞ্চায়তনমুচ্যতে ।
 তদেতদ্বিমলং লিঙ্গমোক্তারং সমুপস্থিতম্ ॥ ৪
 শাস্ত্রাতীতা তথা শাস্ত্রবিদ্যা চৈবাপরাপরা ।
 প্রীতিষ্ঠা চ নিরুতিষ্ঠ পঞ্চাঙ্কঃ লিঙ্গমৈশ্বরম্ ॥ ৫
 পঞ্চানামপি দেবানাং ব্রহ্মাদীনাং সমাশ্রয়ম্ ।
 ওক্তারবোধকং লিঙ্গং পঞ্চায়তনমুচ্যতে ॥ ৬
 সংস্মরেদৈশ্বরং লিঙ্গং পঞ্চায়তনমবায়ম্ ।
 দেহান্তে তৎপরং জ্যোতির্নানন্দং বিশতে বুধঃ
 তত্র দেবর্ষয়ঃ পূৰ্বং সিদ্ধা অক্ষর্যন্তথা ।
 উপাস্ত দেবমৌশানমাপুরন্তঃ পরং পদম্ ॥ ৮

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

নারদ বলিলেন,—তথায় যাহার অরুণ
 মাজে সৰ্ব পাতক হইতে মুক্ত হওয়া যায়,
 এমন বিমল ওক্তার নামে লিঙ্গ আছে। বাব-
 নসীতে মুনিজনের নিত্য সেবিত তদীয় পঞ্চা-
 যতন পরতর জ্ঞান স্বরূপ। তথায় জন্তুগণের
 অপবৰ্গপ্রদ পঞ্চায়তন-বিগ্রহ সাক্ষ্যং মহাদেব
 ভগবান্ ক্রজ বিহার করেন। যে পাশুপত
 জ্ঞান পঞ্চায়তন বলিয়া উক্ত হয়, তাহাই
 সেই ওক্তার লিঙ্গে বিরাজিত। ওক্তার লিঙ্গ
 শাস্ত্রের অতীতা শক্তি, শান্তি, পরা অপরা
 বিদ্যা, প্রীতিষ্ঠা ও নিরুতি, এই পঞ্চাঙ্ক
 ঐশ্বর লিঙ্গ। ব্রহ্মাদি পঞ্চ দেবতার আশ্রয়,
 ওক্তার-বোধক লিঙ্গ পঞ্চায়তন বলিয়া কথিত
 হয়। বুধ ব্যক্তি সেই অবায় পঞ্চায়তন
 ঐশ্বর লিঙ্গ অরুণ করিবে; তাহা হইলে
 দেহান্তে আনন্দ জ্যোতিতে প্রবিষ্ট হইতে
 পারিবে। তথায় পূৰ্ব দেব, ঋষি, সিদ্ধ ও

মৎস্তোদধ্যায়ান্তে পুণ্য স্থানঃ শুভতমঃ শুভম্
 গোচর্মমাত্রঃ রাজেন্দ্র ওক্তারেশ্বরমুত্তমম্ ॥ ১
 কৃতিবাসেশ্বরঃ লিঙ্গং মধ্যমেশ্বরমুত্তমম্ ।
 বিবেশ্বরঃ তথোক্তারঃ কন্দর্পেশ্বরমেব চ ॥ ১০
 এতানি শুভলিঙ্গানি বারাপস্তাং যুধিষ্ঠির ।
 ন কশিদিহ জানাতি বিনা শঙ্কোরঙ্গগ্রহাৎ ॥ ১১
 কৃতিবাসেশ্বরস্তেব মাহাশ্মাৎ শূণ পার্ধিব ॥ ১২
 তন্মিন স্থানে পুরা দৈত্যো হস্তী কৃষা
 শিবাস্তিকম্ ।

ব্রাহ্মণান্ হস্তমারাতো যত্র নিত্যমুপাসতে ॥ ১৩
 তেষাং লিঙ্গায়হাদেবঃ প্রাত্যহাসীভিলোচনঃ ।
 রক্ষণার্থং মহাদেবো ভক্তানাং ভক্তবৎসলঃ ।
 হতা গজাকৃতিং দৈত্যং শূলেনাবজয়াৎ ॥ ১৪
 বাসস্তম্ভাকরোঃ কৃতিঃ কৃতিবাসেশ্বরস্ততঃ ॥ ১৫
 তত্র লিঙ্গং পরাং প্রাপ্তা যুনয়ো হি যুধিষ্ঠির ।
 তেনৈব চ শরীরেণ প্রাপ্তস্তৎপরমং পদম্ ॥ ১৬

ব্রাহ্মণিগণ ঈশান দেবকে উপাসনা করিয়া
 চরমে পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাজেন্দ্র
 মৎস্তোদরীর পুণ্যতটে উত্তম শুভতম শুভ
 গোচর্মমাত্র স্থানে ওক্তারেশ্বর অবস্থিত।
 যুধিষ্ঠির! কৃতিবাসেশ্বর, মধ্যমেশ্বর, বিবে-
 শ্বর, ওক্তারেশ্বর ও কন্দর্পেশ্বর, বারাপসীতে
 এই কয়টিই শুভ লিঙ্গ। শত্ৰুর অঙ্গগ্রহ
 ব্যতীত জগতে কেহই ইহাদিগকে জানিতে
 পারে না। ১—১১। পার্ধিব! তুমি কৃতি-
 বাসেশ্বরেরই মাহাশ্মা অবন কর। পুরাকালে
 সেখানে এক দৈত্য হস্তী হইয়া-যে সকল
 ব্রাহ্মণ শিবসন্নিধানে থাকিয়া নিত্য শিবের
 উপাসনা করিতেন, ইহাদিগকে হনন করি-
 বার জন্য আগমন করিল। তখন ভক্তবৎ-
 সল মহাদেব ভক্তগণের রক্ষণার্থ সেই লিঙ্গ
 হইতে প্রাকৃত হইলেন। শূল দ্বারা অনা-
 যাসে সেই গজাকৃতি দৈত্যকে হনন করিয়া
 তদীয় কৃতি (চর্ম) বাস (বস্ত্র) করিলেন।
 এ নিমিত্ত কৃতিবাসেশ্বর নামে খ্যাত হই-
 লেন। যুধিষ্ঠির! এ স্থানে মুনিগণ পরা
 লিঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছেন। গজাসুর সেই

বিদ্যাবিদ্যেশ্বর কজা: শিবা যে চ প্রকীৰ্ত্তিতা:
কৃতিবাসেশ্বর লিঙ্গ নিত্যমাত্রিত্য সংস্থিতা: ।
জায়া কলিগুণা ঘোরমধর্মবহলং জনা: ।
কৃতিবাসং ন মুকুতি কৃতার্থান্তে ন সংশয়: ॥১৮
জন্মান্তরসহশ্রেণ মোক্ষোহন্তজ্ঞাপ্যতে ন বা ।
একেন জন্মনা মোক্ষ: কৃতিবাসেহত্ৰ লভ্যতে
আলয়ং সর্বসিদ্ধানামেতৎস্থানং বদন্তি হি ।
গোপিতং দেবদেবেন মহাদেবেন শঙ্কনা ॥২০
যুগে যুগে হত্ৰ দাস্তা ব্রাহ্মণা বেদপারগা: ।
উপাসতে মহাত্মানং জপন্তি শতরুদ্রিয়ম্ ॥ ২১
জবন্তি সন্তুতং দেবং ব্রাহ্মকং কৃতিবাসসম্ ।
ধ্যায়ন্তি হৃদয়ে দেবং স্থাপু: সর্বাঙ্গতরং শিবম্ ॥
গায়ন্তি সিদ্ধা: কিল গীতকানি
বারাণসীং য়ে নিবসন্তি বিপ্রা: ।
তেষামথৈকেন ভবেন মুক্তি-
র্থে কৃতিবাসং শরণং প্রপন্না: ॥ ২৩

শরীরেই সেই পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছিল ।
বিদ্যাবিদ্যেশ্বর প্রভৃতি যে সকল কজ এবং
শিব কীৰ্ত্তিত আছেন, সকলেই নিত্য কৃতি-
বাসেশ্বর লিঙ্গ আশ্রয় করিয়া সংস্থিত । জন-
গণ যদি কলিগুণ অধর্মবহল ও অতি ঘোর,
ইহা জানিয়া কৃতিবাসকে ত্যাগ না করে,
তবে তাহারা কৃতার্থ হয়; সন্দেহ নাই ।
অন্ত জন্মান্তর সহশ্রেণ মোক্ষ পাওয়া যায়
কিনা সন্দেহ, কিন্তু এই কৃতিবাস সন্নিধানেন
এক জন্মেই মুক্তি লাভ করিতে পারে । ইহা
সমস্ত সিদ্ধগণের, আলয়; এইরূপ সুধীগণ
বলিয়া থাকেন । দেবদেব মহাদেব শঙ্ক
ইহা গোপন করিয়া রাখিয়াছেন । ১১—২০ ।
এই স্থানে দাস্ত বেদপারায়ণ ব্রাহ্মণগণ যুগে
যুগে শতরুদ্রিয় জপপূর্বক মহাত্মা শতরের
উপাসনা করিয়া থাকেন । সতত দেব ব্রাহ্মক
কৃতিবাসকে স্তব করেন, সর্বভূতের অন্তর্ধামী
দেব স্থাপু শিবকে হৃদয়ে সতত ধ্যান করিয়া
থাকেন । প্রসিদ্ধ আছে, সিদ্ধগণ এইরূপ
গীত সকল গাহিয়া থাকেন যে:—যে সকল
বিজ্ঞ বারাণসীতে বাস করত কৃতিবাসের

সম্প্রাপ্য লোকে জগতামভীষ্টং
সুহৃদভং বিপ্রকূলেষু জয় ।
ধ্যানে সমাধায় জপন্তি ক্রুদ্রং
ধ্যায়ন্তি চিত্তে যতয়ো মহেশম্ ॥ ২৪
আরাধ্যন্তি প্রভুমীশিতারং
বারাণসীমধ্যগতা মুনীন্দ্রা: ।
যজন্তি যজ্ঞেরতিসঙ্ঘিহীনা:
জবন্তি ক্রুদ্রং প্রণয়ন্তি শঙ্কম্ ॥ ২৫
নমো ভবায়ামলযোগধাম্যে
স্থাপু: প্রপদ্যে গিরিশং পুরাণম্ ।
শ্রয়ামি ক্রুদ্রং হৃদয়ে নিবিষ্টং
জ্ঞানে মহাদেবমনেকরূপম্ ॥ ২৬
অথান্ততত্ত্বং বৈ লিঙ্গং কপদীশ্বরমব্যয়ম্ ।
স্বাত্মা তত্র বিধানেন তর্পয়িত্বা পিতৃমুপ ।
মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যো ভুক্তি: মুক্তিঞ্চ বিদ্যতি
পিশাচমোচনং নাম তীর্থমন্ততত: শ্রিতম্ ।
তত্রার্চ্যাময়ো দেবো মুক্তিদ: সর্বদোষহা ॥২৮

শরণাপন্ন হয়, তাহাদিগের এক জন্মেই মোক্ষ
লাভ ঘটে । লোকে জগতে অভীষ্ট সুহৃ-
দভং বিপ্রকূলে জয় লাভ করত তাঁহারা তথায়
ধ্যানে সমাধানপূর্বক ক্রুদ্রকে জপ করিয়া
থাকেন; যতিগণ চিত্তে মহেশকে ধ্যান করিয়া
থাকেন, বারাণসীর মধ্যগত মুনীন্দ্রগণ প্রভু
ঈশ্বরকে আরাধ্যন করেন, অভিসঙ্ঘিহীন
(নিষ্কামকর্ম্মী) জনগণ যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞ
করেন, ক্রুদ্রকে স্তব করেন, শঙ্ককে প্রণাম
করেন, যথা,—অমল-যোগধাম ভবকে নম-
স্কার । পুরাণ স্থাপু গিরিশকে শরণ অবলম্বন
করি । হৃদয়ে নিবিষ্ট ক্রুদ্রকে শ্রয়ণ করি ।
অনেকরূপ মহাদেবকে জানি । নৃপ! তথায়
কপদীশ্বর নামে অন্ত একটী লিঙ্গ আছে ।
সেখানে বিধান অনুসারে স্নান করিয়া
পিতৃলোকদিগের তর্পণ করিলে সর্বপাপে
মুক্ত হয় এবং ভুক্তি ও মুক্তি লাভ করে ।
তথায় পিশাচমোচন নামে অন্ত একটী তীর্থ
আছে । সেখানে আর্চ্যাময় দেব বিব্রাজিত
আছেন, তিনি মুক্তিদ ও সর্বদোষহর ।

• কল্চিত্তৈত্যা জগামেদং শার্দুলো ঘোররুক্ষধ্বক
মৃগীমেকাং ভক্ষয়ন্তঃ কপদীশ্বরমুত্তমম্ ॥ ২১
তত্র সা ভীতহৃদয়া কুহা কুহা প্রদক্ষিণম্ ।
ধাবমানা সুসম্ভ্রান্তা ব্যাভ্রন্ত বশমগতা ॥ ৩০
তাং বিদাৰ্ঘ্য নৈখন্তীকৈঃ শার্দুলঃ স মহাবলঃ
জগাম চান্তঃ বিজনঃ দেশঃ দৃষ্টা মুনীশ্বরান্ ॥
মৃতমায়া চ সা বালা কপদীশাগ্রতো মৃগী ।
অদৃশ্যত মহাজালা ব্যোমি স্বর্ঘ্যসমপ্রভা ॥ ৩২
ত্রিনেত্রা নীলকণ্ঠা চ শশাঙ্কাক্ষিতমূৰ্জজা ।
বৃষাধিকৃতা পুরুষৈস্তাদৃশৈরেব সংবৃতা ॥ ৩৩
পুষ্পরূপিঃ বিষুপ্তিঃ খেচবাভ্যন্তঃসমন্ততঃ ।
গণেশ্বরী স্বয়ং ভূত্বা ন দৃষ্টা তৎক্ষণাত্ততঃ ॥ ৩৪
দৃষ্টা তদাশ্চর্য্যাবরং প্রশংসুঃ সুরাদয়ঃ ॥ ৩৫
তন্নহেশন্ত বৈ লিঙ্গং কপদীশ্বরমুত্তমম্ ।
স্মৃত্বেবাশেষপাপোঘাৎকিপ্রমেব বিষুচ্যতে ॥
কামক্রোধাদয়ো দোষা বারাগসী নবাসিনাম্ ।

২১—২৮। কোনও দৈত্য ঘোর শার্দুলমূর্ত্তি
ধারণপূর্ব্বক এক মৃগীকে ভক্ষণ কামনায়
এই উত্তম কপদীশ্বর স্থানে যাইল। ভীত-
হৃদয়া সুসম্ভ্রান্তা ধাবমানা মৃগী সেখানে যাইয়া
বার বার সেই কপদীশ্বরকে প্রদক্ষিণ করত
ব্যাভ্রের বশগতা হইল। সেই মহাবল
শার্দুল তাহাকে তীক্ষ্ণনখে বিদারণপূর্ব্বক
মুনীশ্বরগণকে দেখিয়া অস্ত্র বিজন স্থানে
গমন করিল। সেই বালা মৃগী কপদীশ্বরের
অগ্রভাগে মৃত হওয়া মাত্র অকালে মহা-
জালাময়ী, স্বর্ঘ্যসম প্রভাশালিনী, ত্রিনেত্রা,
নীলকণ্ঠা, ললাটে চন্দ্রকলা দ্বারা ভূষিতা,
বৃষাকৃতা, এবং তদাকার নারীগণে সমাবৃতা
গণেশ্বরী মূর্ত্তি দেখাগেল। উহার চতুর্দিকে
খেচরগণ পুষ্পরূপি করিতেছে। সেই মৃগী
স্বয়ং গণেশ্বরী হইয়া তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইল।
এই মহাশ্রদ্ধা দর্শনে সুরগণ প্রশংসা করিতে
লাগিলেন। মহেশ্বরের সেই উত্তম কপদী-
শ্বর লিঙ্গ স্বরণ করিয়াই অশেষ পার্শে
হইতে কিপ্র বিষুজ হয়। বারাগসীনিবাসী-
দিগের কাম ক্রোধাদি দোষ বিয়সকল

বিঘ্নাঃ সন্ধে বিনশ্যন্তি কপদীশ্বরপূজনাং ॥ ৩৭
তস্মাৎ সর্দৈব দ্রষ্টব্যং কপদীশ্বরমুত্তমম্ ।
পূজিতব্যং প্রযত্নেন স্তোতব্যং বৈদিকৈঃ স্তবৈঃ
ধ্যাতব্যাক্ষত্র নিয়তঃ যোগিনাং শান্তিচেতসা
জায়তে যোগিসিদ্ধিঃ সা যথাসেন ন সংশয়ঃ ॥
ব্রহ্মহত্যাদয়ঃ পাপা বিনশ্যন্ত্যস্ত পূজনাং ।
পিশাচমোচনে কুণ্ডে স্নাতস্ত তু সমাসতঃ ॥ ৪০
তস্মিন্ ক্ষেত্রে পুরা বিপ্রস্তপস্বী সংশিতব্রতঃ ।
শঙ্কুৰ্ণ ইতি খ্যাতঃ পূজয়ামাস শঙ্করম্ ॥ ৪১
জগাম ক্রতুমনিং প্রণবঃ ব্রহ্মরূপিণম্ ॥ ৪২
পুষ্পধূপাদিত্তিঃ স্তোত্রৈর্নমস্কারৈঃ প্রদক্ষিণৈঃ ।
উপাসীতাত্র যোগীন্না কুহা দীক্ষান্ত নৈষ্টিকীম্
কদাচিদাগতং প্রেতঃ পশ্চতি স্মৃদ্ধাষিতম্ ।
অস্থিচর্ম্মপিন্ধাক্ষং নিবসন্তং মুহুমুহুঃ ॥ ৪৩
তং দৃষ্টা স মুনিশ্রেষ্ঠঃ কুপয়া পরয়া যুতঃ ।
প্রোবাচ কো ভবান্কস্মাদে গাদেগমিমং শ্রিতঃ

কপদীশ্বরের পূজা করিলেই বিনষ্ট হয়।
অতএব সদাই উত্তম কপদীশ্বর দ্রষ্টব্য ;
প্রযত্ন সহকারে পূজিতব্য এবং বৈদিক স্তব
দ্বারা স্তোতব্য। এখানে যে সকল শাস্ত্র-
চেতা যোগী নিয়ত ধ্যান করেন, তাঁহাদিগের
ছয় মাসেই সেই যোগসিদ্ধি লাভ হয় ;
সংশয় নাই। ইহার পূজা করিলে ব্রহ্ম-
হত্যা পাপও বিনষ্ট হয়। পিশাচমোচন
কুণ্ডে স্নাত মানবের কলের বিষয় সংক্ষেপে
বলিতেছি। ১১—৪০। পুরাকালে এই
ক্ষেত্রে তপস্বী সংশিতব্রত শঙ্কুৰ্ণ নামে খ্যাত
এক বিপ্র নিয়ত শঙ্করকে পূজা করিতেন ;
তিনি সতত প্রণবব্রহ্মরূপী ক্রতুর সন্নিধানে
যাইতেন ; নৈষ্টিকী দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক যোগাব-
লম্বন সহকারে পুষ্প ধূপাদি উপচারে পূজা
করত নমস্কার ও প্রদক্ষিণ করিয় উপাসনা
করিতেন। একদা সেই ব্রাহ্মণ অস্থি-চর্ম্মসার
ক্ষীণকলেবর মুহুমুহু নিঃশাসকারী ক্ষুধাকাতর
এক প্রেতকে তথায় উপস্থিত দেখিলেন।
সেই মুনিশ্রেষ্ঠ তাহাকে দৃষ্টিয়া পরম কুপায়
যুক্ত হওয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

তত্বে পিশাচঃ ক্ৰোধা পীড়্যমানোহব্রবীচ্চঃ ।
 পূৰ্বজস্মৃতং বিপ্রো ধনধান্যসমৰিভঃ ।
 পুত্রপৌত্রাদিত্যুক্তঃ কুটুম্বভরণোৎসুকঃ ॥৪৭
 ন পূজিতা মীয়া দেবা গাবোহপ্যতিথ্যস্তথা ।
 ন কদাচিৎ কৃতং পুণ্যমগ্নং বান্ধমেব বা ॥৪৮
 একদা ভগবান্ দেবো গৌৰ্ষেশ্বরবাহনঃ ।
 বিশেষরো বারণস্তাং দৃষ্টঃ স্পৃষ্টো নমস্কৃতঃ ॥
 তদাচিরেণ কালেন পঞ্চমহমাগতঃ ।
 ন দৃষ্টং তস্মাদ্ব্যবহারং যমস্ত সদনং যুনে ॥ ৫০
 পিপাসয়ধুনাক্রান্তো ন জানামি হিতাহিতম্ ॥
 যদি কিঞ্চিৎ সমুদ্বর্ত্তুং পায়ং পশ্যসি প্রভো ।
 কুরুষ তৎসমস্তভ্যাং ত্র্যমহং শরণং গতঃ ॥৫২
 ইত্যুক্তঃ শঙ্কুৰ্গোহথ পিশাচমিদমব্রবীৎ ।
 ষাট্শো ন হি লোকেহস্মিন্ বিদ্যতে
 পুণ্যকৃতমঃ ॥ ৫৩

আপনি কে? কোথা হইতে এখানে আসি-
 য়ছেন? ক্ৰোধা পীড়্যমান সেই পিশাচ
 ঠাঁহাকে এই বাক্য বলিল,—পূৰ্বজন্মে আমি
 ধন-ধান্যসমৰিভ পুত্রপৌত্রাদিযুক্ত কুটুম্বভর-
 ãণোৎসুক বিপ্র ছিলাম । কিন্তু আমি কখনও
 কোন দেবতা গো বা অতিথির পূজা করি
 নাই । কখনও অগ্নি বা অনগ্নি কিছুমাত্র
 পূণ্য করি নাই । কিন্তু একদা বারণসীতে
 ভগবান্ দেব গৌৰ্ষেশ্বরবাহন বিশেষরকে
 দেখিয়াছিলাম, স্পর্শ করিয়াছিলাম ; নমস্কারও
 করিয়াছিলাম । যুনে! তার পর অচির-
 কাল মধ্যেই আমি পঞ্চম পাইলাম ; কিন্তু
 আমাকে সেই ঘোর যমের সদন দেখিতে
 হয় নাই । এক্ষণে আমি পিপাসায় আক্রান্ত
 হইয়া হিতাহিত জানিতে পারিতেছি না ।
 হে প্রভো! যদি আমার উদ্ধারের
 কোন উপায় দেখিতে পান, তবে তাহা
 আদেশ করুন; আমি আপনার শরণা-
 গত । ৪৭—৫২ । শঙ্কুৰ্গ এইরূপ উক্ত
 হইয়া পিশাচকে ইহা বলিলেন,—ইহা
 লোকে তোমার সদৃশ পুণ্যকৃতম ব্যক্তি
 আর নাই । যেহেতু তুমি পূর্বে ভগবান্

যজ্ঞা ভগবান্ পূৰ্বঃ দৃষ্টো বিশেষরঃ শিবঃ ॥
 সস্পৃষ্টো বসিতো ভূয়ঃ কোহন্তং সসৃশো
 ভূবি ॥ ৫৪
 তেন কৰ্ম্মবিপাকেন দেশমেতৎ সমাগতঃ ।
 নানং কুরুষ শীঘ্রং ত্র্যমস্মিন্ কুণ্ডে সমাহিতঃ ।
 যেনেমাং কুৎসিতাং যোনিং কিপ্রমেব
 প্রহাস্তসি ॥ ৫৫
 স এবযুক্তো মুনির্না পিশাচো
 দয়ালুনা দেববরং জিনেত্রম্ ।
 স্মৃষ্য কপদৌশ্বরমীশিতারং
 চক্রে সমাধায় মনোহবগাহম্ ॥ ৫৬
 তদাবগাটো মুনিসান্নধানে
 মমার দিব্যাভরণোপপন্নঃ ।
 অদৃশ্যতাক্ষপ্রতিমো বিমানো
 শশাক্চিহ্নাকৃতচাক্রমোলিঃ ॥ ৫৭
 বিভাতি কুন্ডে: সহিতো দিবিষ্টে:
 সমাহৃতো যোগিভিরগ্নমেয়ে: ।
 সবাংগিলাদিভিরেষ দেবো
 যথোদয়ে ভাস্তরশেষদেবঃ ॥ ৫৮

বিশেষর শিবকে দেখিয়াছ, স্পর্শ করিয়াছ
 ঠাঁহাব বন্দনাও করিয়াছ ; অতএব ভূমণ্ডলে,
 তোমার সদৃশ আর কে আছে? তুমি সেই
 কৰ্ম্মের বিপাক বশতই এই প্রদেশে সমাগত
 হইয়াছ । তুমি যাহাতে ত্র্যমহ এই কুৎসিত
 যোনি পরিহার করিবে পার, তজ্জন্ম সমৰিভ
 ভাবে এই কুণ্ডে স্নান কর । সেই পিশাচ
 দয়ালু মুনি কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া দেববর
 জিনেত্র দেব কপদৌশ্বরকে স্মরণপূর্বক
 মনঃসমাধান করত তথায় অবগাহন করিল ।
 মুনিসান্নধানে সেই পিশাচ তখন অবগাহন
 করা মাত্র প্রাণ পরিত্যাগপূর্বক বিস্মানারুঢ়,
 দিব্যাভরণে ভূষিত, ললাটে চক্ৰকলা দ্বারা
 শোভিত, অর্কপ্রতিম দৃষ্ট হইল । আকাশস্থ
 ক্রতুগণ সহ বাংগিলাদি ঋষিগণ ও অগ্নয়ে
 (তত্ত্বজ্ঞানী) যোগগণে সমাহৃত হইয়া
 দেবরূপী সেই পিশাচ উদয় সময়ে অশেষভাব
 ভাস্তর ভায় বিরাজমান হইল । নভোযমণ্ডলে ৯

ভবন্তি সিদ্ধা দিবি দেবসত্ত্বা
নৃত্যন্তি দিব্যাস্পরসোহভিরামাঃ ।
... টিঃ কুসুমাদুমিভ্রাঃ
গন্ধর্ববিদ্যাধরকিন্নরাদ্যাঃ ॥ ৫৯
সংস্কৃতমানোহর মুনীন্দ্রসম্মৈ-
রবাণ্য বোধঃ ভগবৎপ্রসাধাৎ ।
সমাবিশমণ্ডলমেতদগ্ৰাঃ
জয়ীময়ঃ যত্র বিভ্রাতি রুদ্রঃ ॥ ৬০
দৃষ্ট্য বিষ্কৃতঃ স পিশাচভূতঃ
মুনিঃ প্রহৃষ্টো মনসা মহেশম্ ।
বিচিন্ত্য রুদ্রঃ কবিরমেকমগ্নিঃ
প্রণম্য ভূষ্টাব কপদিনঃ তম্ ॥ ৬১
শঙ্করং উবাচ ।
কপদিনঃ ত্বাং পরতঃ পরস্তাদ্-
গোপ্তারমেকং পুরুষং পুরাণম্ ।
ব্রজামি যোগেশ্বরমীশিতার-
মাদিত্যমগ্নিঃ কপিলারিধটম্ ॥ ৬২
ত্বাং ব্রহ্মসারঃ হৃদি সন্নিবিষ্টঃ
হিরণ্যঃ যোগিনমাদিমন্তম্ ।
ব্রজামি রুদ্রঃ শরণং দিবিষ্টঃ
মহামুনিঃ ব্রহ্মময়ঃ পবিত্রম্ ॥ ৬৩

ধাকিয়া দেবগণ ও সিদ্ধগণ স্তব করিতে
লাগিলেন, দিব্য অভিরাম অঙ্গরোগণ নৃত্য
করিতে থাকিল, গন্ধর্ব বিদ্যাধর কিন্নরাদি
অমুমিভ্র কুসুম বৃষ্টি করিতে লাগিল। তার
পর সে মুনীন্দ্রগণে স্তবমান হইয়া ভগবৎ-
প্রসাদে বোধ (তত্ত্বজ্ঞান) লাভ করত
যেখানে রুদ্র বিভ্রাতি হন, সেই অগ্ৰা
(সর্বোত্তম) জয়ীময়মণ্ডলে প্রবিষ্ট হইল।
মুনি সেই পিশাচকে বিষ্কৃত হইতে দেখিয়া
প্রহৃষ্টভাবেরেণ মনে মনে সেই এক অগ্নিকবি
মহেশ রুদ্র কপলীশকে প্রণামপূর্বক স্তব
করিতে লাগিলেন। ৫০—৬১। শঙ্কর
বলিলেন,—পরেরও পরবর্তী গোপ্তা (রক্ষক)
ঐক পুত্রাণ পুরুষ ধোগেশ্বর ঐশিতা (ঐশ্বর্য-
শালী—ঐশ্বর) আদিত্য অগ্নি কপিলারিধট
(ব্রহ্মবাহন) কপলীশ তোমার শরণাগত

সহস্রপাদাকিশিরোভিস্কৃতঃ
সহস্ররূপঃ তমসঃ পরস্তাৎ ।
তং ব্রহ্মপারং প্রণমামি শঙ্কর
হিরণ্যগর্ভাদিপতিং ত্রিনেত্রম্ ॥ ৬৪
যত্র প্রসূতির্জগতো বিনাশো
যেনাবৃতং সর্বমিদং শিবেন ।
তং ব্রহ্মপারং ভগবন্তমীশং
প্রণম্য নিত্যং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৬৫
অলিঙ্গমালোকবিহীনরূপঃ
স্বয়ম্ভুঃ চিৎপতিমেকরূপম্ ।
তং ব্রহ্মপারং পরমেশ্বরং ত্বাং
নমস্করিস্যো ন যতোহন্তদন্তি ॥ ৬৬
যং যোগিনস্ত্যক্তসবীজযোগী
লঙ্কা সমাধিং পরমাক্ষভূতাঃ ।
পশুন্তি দেবং প্রণতোহস্মি নিত্যং
তং ব্রহ্মপারং ভবতঃ স্বরূপম্ ॥ ৬৭
ন যত্র নামাদি বিশেষক্কাণ্ড-
র্ন সন্দর্শে তিষ্ঠতি যৎস্বরূপম্ ।
তং ব্রহ্মপারং প্রণতোহস্মি নিত্যং
স্বয়ম্ভুং ত্বাং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৬৮

হই। ব্রহ্মসার হৃদয়সন্নিবিষ্ট হিরণ্য যোগী
আদি অন্ত দিবিষ্ট মহামুনি ব্রহ্মময় পবিত্র
রুদ্র তোমার শরণাগত হই। সহস্রপাদাকি-
শিরঃসম্পন্ন সহস্ররূপ তমঃপরবর্তী ব্রহ্মসার
হিরণ্যগর্ভাদি-পতি ত্রিনেত্র সেই শঙ্ককে
প্রণাম করি। ঐহাতে জগতের উৎপত্তি ও
বিনাশ হয়, যে শিব কর্তৃক এই সমস্তই আবৃত,
সেই ব্রহ্মপার ভগবান্ ঐশকে প্রণামপূর্বক
নিত্য শরণ প্রাপ্ত হই। যিনি অলিঙ্গ
আলোকবিহীনরূপে স্বয়ম্ভু চিৎপতি একরূপ,
ঐহা হইতে অস্ত আর কিছুই নাই, সেই
ব্রহ্মসার পরমেশ্বর তোমাকে নমস্কার করি।
যোগীগণ সবীজ (সবিকল্প) যোগ ত্যাগি
পুরঃসর (নির্ষিকল্প) সমাধি লাভ করব
পরমাক্ষভূত হইয়া ঐহাটুক দর্শন করেন, সেই
ব্রহ্মসার দেব আপনাকে আমি নিত্য প্রণত
হই। ঐহাতে নামাদি বিশেষণের প্রয়োগ

যদেবদানান্তিরতা বিদেহঃ
সত্র্যবিজ্ঞানমভেদমেকম্ ।
পশুভ্যনেকং ভবতঃ স্বরূপং
তং ব্রহ্মপারং প্রণতোহস্মি নিত্যম্ ॥ ৬৯
যতঃ প্রধানং পুরুষঃ পুরাণো
বিশিষ্টী তেজঃ প্রণমন্তি দেবাস্ ।
নয়ামি তং জ্যোতিষি সন্নিবিষ্টঃ
কালং বৃহন্তঃ ভবতঃ স্বরূপম্ ॥ ৭০
ব্রজামি নিত্যং শরণং শুভেশ্বরং
হৃণুং প্রপদ্যে গিরিশং পুরাণম্ ।
শিবং প্রপদ্যে হরমিকুমৌলিং
পিনাকিনং হ্যং শরণং ব্রজামি ॥ ৭১
ঈশেবং শঙ্করগোহপি ভগবন্তং কপদিনম্ ।
পপাত দণ্ডবদভ্রমো প্রোচ্চতঃ শরণং পরম্ ।
তৎক্ষণাৎ পরমং লিঙ্গং প্রাপ্তবৃত্তং শিবাত্মকম্
জ্ঞানমানন্দমত্যন্তং কোটিজালাগ্নিসন্নিভম্ ॥ ৭৩

হইতে পারে না, ঈশ্বর রূপ দর্শনেশ্রিয়ের
বিশয়ীভূত হয় না, সেই ব্রহ্মপার স্বয়ম্ভু
তোমাকে নিত্য প্রণত ও শরণ-প্রপন্ন হই।
যে আপনার স্বরূপ বিদেহ, ব্রহ্ম (ব্যাপক),
বিজ্ঞান (জ্ঞানস্বরূপ), অভেদ (স্বজাতীয়-
বিজাতীয়-স্বগত-ভেদ শূন্য) এক হইলেও
বেদান্তে (বেদান্ত কণ্ঠকাণ্ডে) অভিন্নত
ব্যক্তিগণ অনেকস্বরূপ দেখিয়া থাকে, সেই
ব্রহ্মপার আপনাকে আমি নিত্য প্রণত হই।
প্রকৃতি এবং পুরাণ পুরুষও ঈশ্বর তেজে
তেজোযুক্ত, দেবগণ ঈশ্বাকে প্রণাম করেন,
জ্যোতিতে সন্নিবিষ্ট, কাল, বৃহৎ সেই আপ-
নার স্বরূপকে নমস্কার করি। শুভেশ্বরকে
নিত্য শরণাগত হই, হৃণু পুরাণ গিরিশকে
সমর্পণ করি, শিব হর ইকুমৌলিকে অবলম্বন
করি, পিনাকী হোমার শরণ লই। ৬২—৭১।
শঙ্কর ভগবান্ কপদীকে এইরূপ স্তব করি-
বার পর প্রণব উচ্চারণপূর্বক ভূতলে দণ্ড-
বৎ পতিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ কোটি-
জালাগ্নি-অগ্নিসন্নিভ, অনন্ত, জ্ঞানময়, আনন্দ-

শঙ্করগোহপি মুক্তাশ্বা তদাশ্বা সর্বগোহমলঃ ।
বিলল্যো বিমলে লিঙ্গে তদভূতমিবাভবৎ ॥ ৭৪
এতদ্রহস্তমাখ্যাতং মাহাত্ম্যং তে কপদিনঃ ।
ন কশিচেষ্মি তমসা বিদ্বানপাণ্ড মুহূর্তং ॥ ৭৫
য ইমাং শৃণুয়ামিত্যং কথং পাপপ্রণাশিনীম্ ।
তাক্তপাপো বিমুক্তাশ্বা কুদ্রসামীপ্যামাশুয়াং ॥ ৭৬
পঠেচ্চ সততং শুদ্ধো ব্রহ্মপারং মধাস্তবম্ ।
প্রাতঃমধ্যাহ্নসায়াহ্নে স যোগং প্রাপুয়াৎপরম্ ॥
নারদ উবাচ ।

বারাণস্তাং মহারাজ মধ্যমেশং পরাৎপরম্ ॥ ৭৮
তস্মিন স্থানে মহাদেবো দেব্যা সহ মহেশ্বরঃ ।
রমতে ভগবান্নিত্যং কুদ্রৈশ্চ পরিবারিতঃ ॥ ৭৯
তত্র পূৰ্ণং হৃদীকেশো বিদ্বাশ্বা দেবকীভূতঃ ।
উবাস বৎসরং কৃষ্ণঃ সপা পাণ্ডপতৈর্দ্রুতঃ ॥ ৮০
ভস্মোদ্ধূলিতসন্ধাঙ্গে কুদ্রাধ্যয়নতৎপরঃ ।
আরাধ্যন হরিঃ শঙ্কুং কুবা পাণ্ডপতং ব্রতম্ ॥

স্বরূপ, শিবাত্মক লিঙ্গ প্রাপ্তবৃত্ত হইল। তখন
শঙ্কর মুক্তাশ্বা হইলেন; ঈশ্বর সর্বগ
অমল আশ্বা সেই বিমল লিঙ্গে বিলীন
হইল। ইহা অভূতবৎ প্রতীয়মান হইতে
লাগিল। এই আমি তোমাকে কপদীর
রহস্ত মাহাত্ম্য কহিলাম। তমোভূত আচ্ছন্ন
থাকা প্রযুক্ত কেহই ইহা জানে না, বিদ্বান্
ব্যক্তিও এ বিষয়ে মুগ্ধ হন। এই পাপ-
প্রণাশিনী কথা যে নিত্য শ্রবণ করে, সে
তাক্তপাপীও বিমুক্তাশ্বা হইয়া কুদ্রসামীপ্য
প্রাপ্ত হয়। আর এই ব্রহ্মপার নামক মহা-
স্তব যে পবিত্র হইয়া প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও
সায়াহ্নে পাঠ করে, সে পরম যোগ প্রাপ্ত
হয়। নারদ বলিলেন,—মহারাজ! বারা-
ণসীতে মধ্যমেশ লিঙ্গ পরাৎপর। সেখানে
ভগবান্ মহাদেব কুদ্রগণে পরিবৃত্ত হইয়া
দেবীর সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন।
৭২—৭৩। পুরাকালে বিদ্বাশ্বা দেবকীভূত
হৃদীকেশ কৃষ্ণ সূতত পাণ্ডপত জনগণে বৃদ্ধ
হইয়া তথায় এক বৎসর বাস করিয়াছিলেন।
হরি ভস্মোদ্ধূলিতসন্ধাঙ্ক ও কুদ্রাধ্যয়নে

তত্ত্ব কে বহনঃ শিষ্যা ব্রহ্মচর্যপরাধনাঃ ।
লঙ্কা । উষদমাজ্ঞানং দৃষ্টবস্তো মহেশ্বরমহা-
তত্ত্ব দেবো মহাদেবঃ প্রত্যক্ষঃ নীললোহিতঃ ।
দশৌ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ বরশো বরমুত্তমম্ ॥ ৮০
যেহর্ষকৃষ্ণি চ গোবিন্দঃ মন্তজ্ঞা বিধিপূর্বকম্ ।
ভেবাং তদৈবং জ্ঞানমুৎপত্ততি জগন্ময়ম্ ॥
নমস্তোহর্ষকৃষ্ণিতব্যাক্ত ধ্যাতব্যো মৎপটৈর্জ্ঞৈঃ
ভবিষ্যন্তি ন সন্দেহো মৎপ্রসাদাদ্বিজ্ঞানম্ ॥
যেহর্ষকৃষ্ণান্তি দেবেশং নারো দেবঃ পিনাকিনম্
ব্রহ্মহত্যাদিকং পাপং চেহামাণ্ড বিনশ্চতি ॥ ৮৬
প্রাণাংস্ত্যক্ত্যন্তি যে মর্ত্যাঃ পাপকণ্ঠরতা অপি
তে বাস্তি তৎপরং স্থানং নাহি কার্য্য বিচারণা
বস্তান্ত ঐলু তে বিজ্ঞা মন্দাকিতা কৃতোদকঃ
অর্চয়িত্বা মহাদেবং মধ্যমেধরমৌশ্ববম্ ॥ ৮৮
মানঃ দানঃ তপঃ শ্রাদ্ধং পিণ্ডনিরূপণং যিহ ।

[শতকজিয় পাঠে] তৎপর হইয়া পাতপতত্রত
অবলম্বনপূর্বক শত্ৰুকে আবাধনা করিয়া-
ছিলেন । তাঁহার বহু শিষ্য ব্রহ্মচর্য-পরায়ণ
হইয়া তদীয় বদন হইতে জ্ঞান লাভ করত
মহেশ্বরকে দেখিয়াছিলেন । বরদ ভগবান
নীললোহিত দেব মহাদেব প্রত্যক্ষ হইয়া
সেই কৃষ্ণকে উত্তম বব দিয়াছিলেন যে,—
আমি শুভ যে সকল মানব গোবিন্দকে
বিধিপূর্বক অর্চনা করে, তখন তাহাদিগের
জগন্ময় ঐশ্বর জ্ঞান সমুৎপন্ন হয় । গোবিন্দ
মন্তজ্ঞ জনগণের নমস্কা, অর্চনীয় এবং
ধ্যাতব্য । এরূপ করিলে নীচজাতি ব্যক্তিও
আবার শ্রাস্তাদে জ্ঞান পাইতে পারে, সন্দেহ
নাই । ৭২—৮৫ । এখানে যাহারা মানপূর্বক
দেব পিনাকীকে দর্শন করে, তাহাদিগের
ব্রহ্মহত্যাদি পাপ আণ্ড বিনষ্ট হয় । যে সকল
মর্ত্য পাপকণ্ঠে রত হইয়াও এখানে প্রাণ-
ত্যাগ করে, তাহারা সেই পরম স্থানে গমন
করে । এই বিষয়ে বিচার করা কর্তব্য নহে ।
আমরা মধ্যমীকীতে বলিয়াছি মান-উপশাধি
নির্বাহ কর্তব্য ঐশ্বর মধ্যমেধরকে অর্চনা
করেন, তাই যিহ ব্যক্তিগণই মুক্ত । এখানে

একেকশঃ কৃতং কর্ম পুণীত্যাসক্তং কুলম্ ॥ ৮২
সম্বিত্যামুপস্পৃক্ত রাহগ্রস্তে দিবাকরে ।
বৎকলং লভতে মর্ত্যাস্ত্যাদিশশনঃ স্মিহ ॥ ৮০
এবমুক্তঃ মহারাজ মাহাশ্মা মধ্যমেধরে ।
যঃ শৃণোতি পরং ভক্ত্যা স য়াতি পরমং পদম্
অস্থানি চ মহারাজ তীর্থানি পাবনানি হু ।
বাণাশ্রমো হিতানীহ সংশুভ বৃষ্টিধি ॥ ৮২
প্রয়াগাদধিকং তীর্থং প্রয়াগং পরমং শুভম্ ।
বিশ্বকপং তথা তীর্থং তালতীর্থমমুত্তমম্ ॥ ৮০
আকাশাখ্যং মহাতীর্থং তীর্থং কৈববার্থতঃ পরম্
সুনীলক মহাতীর্থং গৌরীতীর্থমমুত্তমম্ ৮৩
প্রাজাপত্যং তথা তীর্থং স্বর্গদ্বারং ততৈব চ ।
জম্বকেশবমিত্যুক্তং ধর্ম্মাখ্যং তীর্থমুত্তমম্ ॥ ৮৪
গয়াতীর্থং পরং তীর্থং বায়ুতীর্থমমুত্তমম্ ।
জ্ঞানতীর্থং পদং গুহ্যং বারাহং তীর্থমুত্তমম্ ৮৬
যমতীর্থং মহাপুণ্যং তীর্থং সমুত্তিকং শুভম্ ।
অগ্নিতীর্থং মহারাজ কলশেশামুত্তমম্ ৮৭

কৃত মান, দান, তপ, শ্রাদ্ধ, পিণ্ডান-প্রভৃতি
প্রত্যেক কার্য্যই আসপ্তম কুল পবিত্র করে ।
মর্ত্য দিবাকর রাহগ্রস্ত হইলে সম্বিতী তীর্থে
উপস্পর্শ করিয়া যে কল পায়, এখানে তাহার
দশগুণ ফল লাভ হয় । মহারাজ ! মধ্যমে-
ধরের এইরূপ মাহাশ্মা উক্ত হইয়াছে । ইহা
যে পরমা তত্ত্ব সৎকারে শ্রবণ করে, সে
পরম পদ প্রাপ্ত হয় । হে মহারাজ বৃষ্টিধি !
বাণাশ্রমীতে অবস্থিত অস্ত্র যে সকল পাবন
তীর্থ আছে, তাহা শ্রবণ কর । ৮০—৮২ ।
প্রয়াগ অপেক্ষাও অধিক কলপ্রদ পরম শুভ
প্রয়াগ তীর্থ, বিশ্বকপ তীর্থ, অমুত্তম [অমু-
ত্তম] কাল তীর্থ, আকাশ নামক মহাতীর্থ,
পরম আর্ষতীর্থ, মহাতীর্থ সুনীল, অমু-
ত্তম গৌরীতীর্থ, প্রাজাপত্য তীর্থ, স্বর্গ-
দ্বার তীর্থ, জম্বকেশ তীর্থ, ধর্ম্ম নামক
অমুত্তম তীর্থ, পরম তীর্থ গয়া তীর্থ,
অমুত্তম বায়ুতীর্থ, পরম শুভ জ্ঞান তীর্থ,
উত্তম বারাহতীর্থ, মহাপুণ্য যমতীর্থ, গুহ্য
সমুত্তিক তীর্থ, অগ্নিতীর্থ, হে মহারাজ !

নাগতীর্থ, সোমতীর্থ, কৃষ্ণতীর্থ, তথৈব চ ।
 পৰ্বতাপ্যং মহাভূতং মণিকৰ্ণমহুত্তমম্ ॥ ১৮ ॥
 ষটোৎকটং তীৰ্থবরং জীৱীৰ্ণক পিতামহম্ ।
 গঙ্গাতীৰ্থং দেবেশং যযাতিস্তীৰ্থমুত্তমম্ ॥ ১৯ ॥
 কাশিকৈব সোমেশং ব্রহ্মতীৰ্থমহুত্তমম্ ॥ ২০ ॥
 ভদ্রা লিঙ্গং পুরাণীকং স্বাতুং ব্রহ্মা যদা গচ্চতঃ ।
 ভ্রমণীঃ স্বাপণামাস বিষ্ণুতল্লিঙ্গমৈখরম্ ॥ ২১ ॥
 ভূতঃ স্নাত্বা সূৰ্য্যমগ্ন্যা ব্রহ্মা প্রোবাচ তং হং য
 বরানীভিমহং লিঙ্গং কস্মাৎ স্বাপিতবানাসি ॥
 তদাহ বিষ্ণুস্তোহপি কুদ্রে ভক্তিদৃঢ়া মম ।
 তস্মাৎ প্রতিষ্ঠিতং লিঙ্গং নামা তব ভাবযাতি ॥
 ভূতেশ্বরঃ তথা তীৰ্থং তীৰ্থং বর্ষসমুত্তমম্ ।
 গন্ধৰ্বতীৰ্থং সুত্তমং বাহুয়ং তীৰ্থমুত্তমম্ ॥ ২০৪ ॥
 দ্বৌকাসিঃ ব্যামতীৰ্থং চন্দ্রতীৰ্থং যুধিষ্ঠির ।
 চিত্রদ্বাপেশ্বরং তীৰ্থং পুণ্যং বিদ্যাধরেশ্বরম্ ॥
 কোদারং তীৰ্থমগ্নাখ্যং কাশলয়মহুত্তমম্ ।
 সারস্বতং প্রভাসক কদ্রকর্ণদং শুভম্ ॥ ২০৬ ॥

উত্তম কলসেশ্বর তীর্থ, নাগতীর্থ, সোম-
 তীর্থ, কৃষ্ণ-তীর্থ, পৰ্বত নামক মহাভূত
 তীর্থ, অহুত্তম মণিকৰ্ণা তীর্থ, তীর্থবর
 ষটোৎকট তীর্থ, জীৱীৰ্ণ, পিতামহতীর্থ,
 গঙ্গাতীর্থ, দেবেশতীর্থ, উত্তম যযাতিতীর্থ,
 কাশিল তীর্থ, সোমেশতীর্থ, অহুত্তম ব্রহ্মতীর্থ;
 পুৰাতালে ঐ তীৰ্থে ব্রহ্মা শিবলিঙ্গ স্থাপন
 করিবার জন্ত সমস্ত উদ্‌যোগ করিয়া যেমন
 নান করিতে গিয়াছেন, অমনি বিষ্ণু সেট
 শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। পরে ব্রহ্মা নান
 করিয়া আসিয়া সেই বিষ্ণুকে বলিলেন,—এই
 লিঙ্গ আমি আনিয়াছি, তুমি স্থাপন করিলে
 কেন? বিষ্ণু তাঁহাকে বলিলেন—তোমা
 অপেক্ষাও কুজের প্রতি আমার ভক্তি দৃঢ়;
 এ নিমিত্ত ইহা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি; তবে
 তোমার নামে খ্যাত হইবে। ২০—২০৩।
 ভূতেশ্বর তীর্থ, বর্ষসমুত্তম তীর্থ, সুত্তম গন্ধৰ্ব-
 তীর্থ, উত্তম বাহুয় তীর্থ, দ্বৌকাসিকতীর্থ,
 ব্যোমতীর্থ, যুধিষ্ঠির। চন্দ্রতীর্থ, চিত্রদ্বা-
 পেশ্বর তীর্থ, পুণ্য বিদ্যাধরেশ্বর তীর্থ, কোদার

কৌকিলাখ্য মহাতীর্থ, তীর্থকৈব মহালয়
 হিরণ্যগর্ভ গোপ্ত্রকং তীর্থকৈবমহুত্তমম্ ॥ ২০৭ ॥
 উপশান্ত শিবকৈব ব্যাত্রেবরমহুত্তমম্ ।
 জিলোচনং মহাতীর্থং লোলকিকৌস্তারমহুত্তমম্ ॥
 কপালমোচনং তীর্থং ব্রহ্মহত্যাবিনাশনম্ ॥
 শুক্রেবরং মহাপুণ্যমানন্দপুরমুত্তমম্ ॥ ২০৮ ॥
 এবমানীনি তীর্থান বারানস্তাং স্থিহানি বৈ ॥
 ন শক্যং বিস্তারয়তুং ব্রহ্মকোটিশতৈরপি ॥ ২০৯ ॥
 ইতি জ্ঞানায়ৈ সর্বগতে বারানসৌম্যাহাৰ্য্যো
 অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

বারানস্তাং মাধব্যাং তস্তাং তীর্থানি চ প্রভো
 কথিতানি সমাসেন তীর্থান্ততানি সংগৃহ্য ॥ ১ ॥
 ততো গম্যঃ সমাসাদ্য ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ।

তীর্থ, উগ্রতীর্থ, কাশলয় তীর্থ, সারস্বত
 তীর্থ, প্রভাস তীর্থ, শুভ কদ্রকর্ণ ব্রহ্ম তীর্থ,
 কৌকিলাখ্য মহাতীর্থ, মহাতীর্থ মহালয়
 তীর্থ, হিরণ্যগর্ভ তীর্থ, অহুত্তম গোপ্ত্রক
 তীর্থ, উপশান্ত তীর্থ, শিবতীর্থ, অহুত্তম
 ব্যাত্রেবর তীর্থ, মহাতীর্থ জিলোচন তীর্থ
 লোলক তীর্থ, উত্তর তীর্থ, ব্রহ্মহত্যা-
 বিনাশন কপালমোচন তীর্থ, মহাপুণ্য শুক্রে-
 বর তীর্থ, উত্তম আনন্দপুর প্রভৃতি তীর্থ
 সকল বারানসীতে আছে; শতকোটি
 কল্পেও তাহা বিস্তর ক্রমে বর্ণিতে পারা যায়
 না। ১০৪—১১০।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮।

উনবিংশ অধ্যায় ।

নারদ বলিলেন,—প্রভো! বারানসীর
 মাধব্যা এবং তত্ত্বত্যা তীর্থসকল সংক্ষেপে
 কথিত হইল; এক্ষণে অষ্ট তীর্থ সকল

অশ্বমেধমবাপ্নোতি গমনাদেব ভারতঃ ॥ ২ ॥
 ধর্মাক্ষর্যবতো নাম ত্রিভুলোকেষু বিজিতঃ ॥
 পিতৃণাং তজ্জ বৈ দত্তমক্ষয়ং ভবতি প্রভো ॥ ৩ ॥
 ব্রহ্মদীপ্যমানশ্চ তুর্গয়ে পিতৃদেবতাঃ ॥
 অক্ষরানামুদ্যাকান কুলকৈব সমুদবেৎ ॥ ৪ ॥
 ততো ব্রহ্মসরো গচ্ছেদব্রহ্মারণ্যাপসেবিতম্
 পুণ্ডরীকমবাপ্নোতি প্রভাতমব শরীরী ॥ ৫ ॥
 শরীরী ব্রহ্মণা তজ্জ যুগজ্জৈতঃ সমুজ্জিতঃ ॥
 যুগং ব্রহ্মক্ষিণঃ ক্রুধা বাজশেয়কলং লভেৎ ॥
 ততো গচ্ছেৎ রজেন্দ্রে ধেমুকং লোকবিজিতম্
 একরাজ্যেযোতি রাজন প্রযচ্ছেতিলধেমুকাস্থ
 সর্গপাবিত্র্যাক্ষা সোমলোকং ব্রজেদ্রবম্ ॥
 তজ্জ চিহ্নং মর্ত্যরাজ অদ্যাপি হি ন সংশয়ঃ ॥

কর। অনন্তর ব্রহ্মচারী ও সমাধিত হইয়া
 গয়া তীর্থে যাইবে। হে ভারত। সেখানে
 গমন মাজেই অশ্বমেধ যজ্ঞের কল প্রাপ্ত
 হয়। সেখানে ত্রিলোকবিজিত অক্ষয় বট
 নামে এক বটরূক্ষ আছে, প্রভো। তথায়
 পিতৃ-লোকদিগকে দান করিলে তাহা অক্ষয়
 হয়। মহানদীতে উপস্পর্শ করিয়া পিতৃ-
 দেবতাদিগের তর্পণ করিবে, তাহাতে অক্ষয়
 লোক সকল পাণ্ড হইবে এবং কুলও উদ্ধার
 করিতে পারিবে। তার পর ব্রহ্মারণ্যোপ-
 সেবিত ব্রহ্মসর তীর্থে যাইবে। শরীরী যেমন
 প্রভাত প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ তথায় পুণ্ডরীক
 যজ্ঞের কল প্রাপ্ত হয়। * ঐ সরোবরে
 ব্রহ্মা এক খেঁচ যুগ প্রোথিত করিয়াছিলেন।
 সেই যুগ ব্রহ্মক্ষিণ করিলে বাজশেয় যজ্ঞের
 কল পাওয়া যায়। রাজেন্দ্রে। তার পর
 লোকবিজিত ধেমুক তীর্থে যাইবে। তথায়
 একরাজ্য বাসপূর্বক তিল-ধেমু দান করিবে,
 তাহাতে সর্গপাবিত্র্যাক্ষা হইয়া নিশ্চয়
 সোমলোকে যাইবে। মহারাজ। সেখানে

* শরীরী যেমন প্রভাত প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ
 ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, তদ্রূপ পুণ্ডরীক-
 যজ্ঞ-কল-প্রাপ্তি বিষয়েও সন্দেহ নাই।

কর্ণিলা সহবৎসা বৈ পর্যন্তে বিচরত্যুত।
 সবৎসায়াঃ পদান্তস্মা দৃষ্টত্বেন্দ্রিয়াপি ভারতঃ ॥
 তে যুগশ্চ ব্রাজেন্দ্রে পদেবু বৃদ্ধশতম্ ॥
 যৎকিঞ্চিদত্তং পাপং তৎপ্রণশ্ততি ভারতঃ ॥ ১০ ॥
 ততো গৃধ্রবটং গচ্ছেৎ স্থানং দেবশ্চ শূলিনীং
 নায়ান্তু ভ্রমণা তজ্জ সন্ধ্যা বৃষভধ্বজম্ ॥ ১১ ॥
 ব্রাহ্মণেন তবেচ্চীর্ণং ব্রতং বাদশবার্ষিকম্ ॥
 ইতরেযান্ত বর্ণানাং সর্গপাপং প্রণশ্ততি ॥ ১২ ॥
 গচ্ছেত তত উদ্যন্ত পরন্তঃ সীতনাদিতম্
 সাবিজ্ঞ পদং তজ্জ দৃষ্টে ভরতবটং ॥ ১৩ ॥
 তজ্জ সন্ধ্যাপূর্ণাসীত ব্রাহ্মণঃ সংশিতব্রতঃ ॥
 উপাস্তা হি ভবেৎসন্ধ্যা তেন বাদশবার্ষিকী
 যোনিধারক তজ্জৈব বিজিতঃ ভরতবটং ॥
 তজ্জাভিগম্য যুতোত পুরুষো যোনিমহতাং
 গুরুকৃপাবৃত্তৌ পক্ষৌ গম্যায় যো বসন্তরঃ ॥
 পুনান্যাপ্তম* রাজন কুলং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥

অদ্যাপি একটি চিহ্ন আছে যে, তদ্রূপ
 পর্যন্তে বৎস সহ কর্ণিলা বিচরণ করে।
 ভারত। অদ্যাপি সবৎসা কর্ণিলাব পদচিহ্ন
 সেই স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। রাজেন্দ্রে।
 সেই পদচিহ্ন সকল স্পর্শ করিলে যে কিছু
 অশুভ পাপ সমস্তই প্রনষ্ট হয়। ১—১০।
 তথা হইতে দেব শূলীর স্থান গৃধ্রবট তীর্থে
 যাইবে। সেখানে যাইয়া বৃষভধ্বজকেশব-
 পূর্বক ভ্রমণ দ্বারা সন্ধ্যা করিবে। একশ
 করিলে ব্রাহ্মণের বাদশবার্ষিক ব্রত অশু-
 ঠানের কল হয়, আর ইতর ধর্মদিগের
 সমস্ত পাপ প্রনষ্ট হয়। তারপর সীতনাদিত
 উদ্যন্ত পরন্তে যাইবে। ভরতবট। তথায়
 সাবিজ্ঞ পদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ সংশিত-
 ব্রত হইয়া সেখানে সন্ধ্যাপূর্ণা করিলে,
 তৎকর্তৃক বাদশবার্ষিকী সন্ধ্যা উপাসিত হয়।
 ভরতবট। সেখানেই বিখ্যাত যোনিধারী
 তীর্থ আছে। পুরুষ তথায় গমন করিলে
 যোনিমহত হইতে মুক্ত হয়। রাজন। যে
 মর গয়াতে গুরু ও কৃক উভয় পক্ষ দ্বারা
 করে, সে আপত্তম কুল পবিত্র করে; সংশয়

এইবার বইক পুজা হইয়াগেলো গঙ্গা-ব্রজের
যজ্ঞেত বাইবেথেন নীল বা হুহুৎসুৎসুৎ ।
ততঃ কতঃ ব্রজেন্দ্রাণ্ডঃতীর্থসেবী নরাধিপ ।
অবশেষবামোতি সিকিৎস পরমাঃ ব্রজেন্দ্র ।
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ধর্মপুত্রঃ সমাধিতঃ ।
যত্র ধর্মো মহারাজ নিত্যমাতে সুধিত্তির । ১১
ধর্মঃ তজ্জাতিসকলং বাজিমেষকলং লভেৎ ।
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ব্রজপতীর্থপুত্ৰম্ । ১২
তজ্জাতিগম্য ব্রহ্মণমর্চয়েন্নিত্যব্রতঃ ।
রাজস্বধারমেধাত্য্যঃ কলঃ প্রাগোতি তারত
ততো রাজপুত্রঃ গচ্ছেতীর্থসেবী নরাধিপ ।
উপশ্রুতঃ ততঃকল্প কলবানিব মোদতে । ১২
যকিণ্য। মৈতাকং তত্র প্রাগরিঃ পুরুষঃ শুচিঃ
যকিণ্যাক প্রসাদেন মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যায়া । ২০
মণিনাগঃ ততো গচ্ছেৎগোগেন্দ্রকলং লভেৎ

নাই। বহু পুত্র কামনা করা কর্তব্য, কারণ,
অনেক পুত্র হইলে তাহাদের মধ্যে হয় ত
এক জনও গয়ায় যাইবে অথবা অশ্রমে
যত্ন করিবে, কিম্বা নীল হুহু উৎসর্গ
করিবে। রাজন! তার পর তীর্থসেবী
মানব কততীর্থে যাইবে। নরাধিপ!
তাহাতে অশ্রমের যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়,
আর পরমা সিকিও লাভ করে। রাজেন্দ্র!
তার পর সমাহৃত হইয়া ধর্মপুত্র তীর্থে
যাইবে। হে মহারাজ সুধিত্তির। এই স্থানে
রক্ষা নিত্য বর্তমান আছেন। সেই ধর্মকে
অগ্ৰগুণ (যথোচিত সংকার) করিয়া অব-
শেষের ফল লাভ করিবে; রাজেন্দ্র!
তার পর ব্রহ্মার উত্তম তীর্থে যাইবে। হে
ভারত! সেই স্থানে নিরন্তর হইয়া
ব্রহ্মাকে অভিজ্ঞানপূর্বক অর্চনা করিলে,
কিছুর ও অবশেষের ফল প্রাপ্ত হয়।
১১—২১। নরাধিপ! তারপর তীর্থসেবী
মানব রাজপুত্র তীর্থে যাইবে। সেখানে
উপশ্রুত করিয়া অধিবৎ মুদিত হয়। তারার
যকিণীর নিত্য প্রাসাদ প্রাপ্তি তাঁর
আছে, সেখানে শুচি পুরুষ যকিণীর প্রসাদে

মৈতাকং পুরুষেত যত্র মণিনাগঃ মানবঃ
দষ্টতীর্থবিশেষাক্ষতঃ বিধিঃ ক্রমতে হুহু ।
তজ্জোয্য রাজনীমেকাঃ সর্গপাশৈঃ প্রমুচ্যতে ।
ততো গচ্ছেত ব্রহ্মবর্ণো তমতঃ বনঃ স্থপাঃ ।
অহল্যারা হুদে সাহা। ব্রজেন্দ্র পরমাঃ গতিঃ
অভিগম্য শিহ্নঃ রাজন! বিন্দতে শিহ্নহুতবান্ ।
তজ্জোদপানো ধর্মজ জিহু লোকেনু নিমিত্তঃ ।
তজ্জাতিবেকঃ কুর্বাতি বাজিমেষবামোদনং
জনকত তু রাজর্ষেঃ কুর্গহনশৃঙ্গিতঃ ।
তজ্জাতিবেৎ কুহা তু বিহুলোকমবাসুদান্ ।
ততো বিনশনঃ গচ্ছেৎ সর্গপাশপ্রমোচনং
বাজিমেষবা প্রাতি সোমলোকক গচ্ছতি । ১৩
গওকীক সমাসাদ্য সর্গতীর্থলোভবান্ ।
বাজপেয়মবাপ্নোতি সূর্যালোকক গচ্ছতি । ১৪
ততো ক্রবত ধর্মজ সমাধিতঃ তপোবনঃ ।
শুহকেবু মধ্যভাগ মোদতে নাত্র সংশয়ঃ । ১৫

ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হয়। পরে মণিগজ
তীর্থে যাইলে গোগেন্দ্রের ফল প্রাপ্ত
হইবে। যে মানব মণিনাগের নির্ভ্রাণ্য
প্রসাদ আদি ভোজন করে, হে ব্রহ্মা
আশীর্ষিত দংশন করলেও তাহাকে শিহ্নে
আক্রমণ করে না। তখন এক রাজন! বাপ
করিলে সর্গপাশে প্রমুত হয়। ব্রহ্মা ত বশ
ব্রহ্মবিগোতমের বন যাইবে। সেখানে
অহলা-হুদে মান করিলে পরমা গতি প্রাপ্ত
হয়। জীকে আভগমন করিলে উত্তমা
লাভ হয়। ধর্মজ! তত্ৰত্য উপান তীর্থ
তিন লোকে বিখ্যাত। তখন আত্মকে
করিলে অবশেষের ফল লাভ করবে।
জনক রাজর্ষির কুপ হিঙ্গপশেরও পুঞ্জিত ।
সেখানে অভিবেক করিয়া বিহুলোক প্রাপ্ত
হয়। পরে সর্গপাশপ্রমোচন বিনশন তীর্থে
যাইবে। সেখানে অবশেষ যজ্ঞের ফল
পাইবে এবং সোমলোকে গমন করিবে।
সর্গতীর্থলোভবা গগনীভেত সাহিরা মণি-
পেদ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় এবং সূর্যালোক
গমন করে। ধর্মজ! তার পর

কর্ষক সমাসাদ্য নদীং সিদ্ধনিষেবিতাম্ ।
পুণ্ডরীকমবাপ্নোতি সৌমলোকক গচ্ছতি ॥৩৩
ততো বিশালামাসাদ্য নদীং ত্রৈলোক্য-
বিস্তৃতাম্ ।
অগ্নিষ্টোমবাপ্নোতি স্বর্গলোকক গচ্ছতি ॥৩৪
অথ মাহেশ্বরীং ধারাং সমাসাদ্য নরাধিপ ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি কুলকৈব সমুদ্রতঃ ॥ ৩৫
দিব্যকসাং পুষ্করিণীং সমাসাদ্য নরঃ শুচিঃ ।
ন দুর্গতিমবাপ্নোতি বাজপেয়ক বিন্দতি ॥ ৩৬
মাহেশ্বরপদং গচ্ছেদব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ।
মাহেশ্বরপদে স্নাত্বা বাজিমেধকলং লভেৎ ॥৩৭
তত্র কোটিশ্চ তীর্থানাং বিস্তৃতা ভরতর্ষভ ॥ ৩৮
কুর্শ্বরূপেণ রাজেন্দ্র অনুরেণ হরাশ্বনা ।
ত্রিধর্মাদ্বাহতা রাজন্ বিকুনা প্রভবিকুনা ॥ ৩৯
তত্রাভিষেকঃ কুবীর তীর্থকোট্যাং নরাধিপ ।
পুণ্ডরীকমবাপ্নোতি বিকুলোকক গচ্ছতি ॥ ৪০

তপোবনে যাইয়া শুদ্ধকসমাজে বৃদ্ধিত হয় ।
৫ মহাভাগ! ইহাতে সংশয় নাই ।
২২—৩২। সিদ্ধনিষেবিতা কর্শ্বদা নদীতে
যাইয়া পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফল পায় এবং সৌম-
লোকে গমন করে । তার পর ত্রৈলোক্য-
বিস্তৃত বিশালা নদীতে যাইয়া অগ্নিষ্টোম
যজ্ঞের ফল পায় এবং স্বর্গলোকে গমন
করে । নরাধিপ! অনন্তর মাহেশ্বরী ধারাঘ
ঈশ্বা অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পায় এবং কুল
উদ্ধার করিতে পারে । শুচি নর দেবপুষ্ক-
রিণীতে যাইয়া দুর্গতি পায় না, বাজপেয়
যজ্ঞের ফলও লাভ করে । ব্রহ্মচারী ও
সমাহিত হইয়া মাহেশ্বরপদ তীর্থে যাইবে ।
মাহেশ্বরপদে স্নান করিয়া অশ্বমেধের ফল
লাভ করিতে পারা যায় । এই স্থানে
তীর্থকোটী অবস্থিত আছে, এইরূপ ক্রত
হওয়া যায় । রাজন্! হরাশ্বা কুর্শ্বরূপী অনুর
তীর্থকোটী হরণ করিয়া লইয়া যাইতে
থাকিলে প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু জাহ্নব নিকট হইতে
উদ্ধাদিগকে আহরণ করিয়া এই স্থানে
বাধিয়াছে । সেই তীর্থকোটীতে স্নান

ততো গচ্ছেদব্রহ্মেষ্ঠ স্থানং নারায়ণশৃষ্ঠ ।
সদা সন্নিহিতো যত্র হরির্বসতি ভারত ॥ ৪১
যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা অশ্বশ্চ তপোধনাঃ ।
আদিত্যা বসবো কক্সা জনার্দিনমুপাসতে ॥ ৪২
শালগ্রাম ইতি খ্যাতো বিষ্ণোরদ্রুতকর্ষণঃ ।
অভিগম্য ত্রিলোকেশং বরদং বিষ্ণুমচ্যুতম্ ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি বিকুলোকক গচ্ছতি ॥ ৪৩
তত্রোদপানো ধর্মজ্ঞ সর্বপাপবিমোচনঃ ।
সমুদ্রান্তত্র চন্দ্রারঃ কূপে সন্নিহিতঃ সত ॥ ৪৪
তত্রোপশ্লগ্ন রাজেন্দ্র ন দুর্গতিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৫
অভিগম্য মহাদেবং বরদং বিষ্ণুমবায়ম্ ।
বিরাজতে যথা সৌম ঋগৈশ্বর্যেন যুধিষ্ঠির ॥ ৪৬
জাতিশ্রম উপশ্লগ্ন শুচিঃ প্রযতমানসঃ ।
জাতিশ্রমঃ প্রাপ্নোতি স্নাত্বা তত্র ন সংশয়ঃ ॥
বটেশ্বরপুরঃ গহ্না অর্চয়িত্বা চ কেশবম্ ।
ঈপিতান লভতে লোকহুপবাসান সংশয়ঃ ॥

করিলে পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়,
আর বিকুলোকেও গমন করে । ভারত
নরশ্রেষ্ঠ! তার পর যেখানে হরি
সদা সন্নিহিত, যেখানে হরি বাস করেন,
যেখানে ব্রহ্মাদি দেবগণ, তপোধন ঋষি-
গণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, কক্সগণ, সর্ব-
লেই জনার্দিনের উপাসনা করেন, শালগ্রাম
নামে খ্যাত, অদ্রুতকর্ষা, সর্ব নারায়ণের সেই
স্থানে যাইবে । সেখানে ত্রিলোকেশ বরদ
অচ্যুত বিষ্ণুকে অভিগমন করিয়া অশ্বমেধ
যজ্ঞের ফল পায় এবং বিকুলোকে গমন
করে । ধর্মজ্ঞ রাজেন্দ্র! তত্রোদপান
সর্বপাপবিমোচন । সেই কূপে চারি সমুদ্র
সদা সন্নিহিত । রাজেন্দ্র! তথায় উপশ্লগ্ন
করিলে দুর্গতি পায় না । ৩৩—৪৫। যুধিষ্ঠির!
বরদ মহাদেব অবায় বিষ্ণুকে অভিগমন
করিলে ঋণে মুক্ত হইয়া সৌমের স্থায় বিরাজ
করে । শুচি ও প্রযত নর জ্যোতিশ্রম তীর্থে
যাইয়া স্নানপূর্বক জলকৃত্য তর্পণাদি সম্পা-
দন করিলে জাতিশ্রম প্রাপ্ত হয়, সংশয়
নাই । বটেশ্বরপুরে যাইয়া কেশবকে অর্চনা-

উত্তম বামনং গম্য সৰ্বপাপপ্রমোচনম্ ।
অভিবাদ্য হরিং দেবং ন হুগ্ৰতিমবাশুয়াৎ ॥ ৪২
ভরতশাস্ত্রম্ গম্য সৰ্বপাপপ্রমোচনম্ ।
কৌশিকী তত্র সেবেত মহাপাতকনাশিনীয়াৎ ॥ ৪৩
কাজিহ্ময় যজ্ঞস্ত কলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৪৪
ততো গচ্ছত ধর্মজ্ঞ চম্পকারণ্যমুত্তমম্ ।
তত্রোষ্য রজনীমেকাং গোসহস্রকলং নভেৎ ॥
অথ গোবিন্দমাসাদ্য তীর্থং পরমসম্মতম্ ।
উপোষ্য রজনীমেকামগ্নিষ্টোমকলং নভেৎ ॥
তত্র বিধেয়ং নৃপ্তা দেব্যা সহ মহাত্ম্যতিম্ ।
মিত্রাবরুণয়ো লোকান প্রাপ্নোত্যভ্যুত্তরতঃ ॥ ৪৫
জিরাট্রোপোষিতস্তত্র অগ্নিষ্টোমকলং নভেৎ ॥
কস্তাসদেদরমাসাদ্য নিয়তো নিয়তাশনঃ ।
মনোঃ প্রজাপতে লোকানাপ্রোতি ভরতর্ষভ ॥
কস্তায়াং যে প্রযচ্ছন্তি দানমর্থপি ভারত ।
তদক্ষয়মিতি প্রাহুঃ স্বয়ং সংশিতব্রতাঃ ॥ ৪৬

পুঙ্ক উপবাস ঈপ্সিত লোক লাভ হয়,
সংশয় নাই! তার পর সৰ্বপাপপ্রমোচন
বামনতীর্থে যাইবে। হৃষীকেশকে অভিবাদন
করিলে হুগ্ৰতি প্রাপ্ত হয় না। সৰ্বপাপ-
বিমোচন ভরতের আশ্রমে যাইয়া মহা-
পাতকনাশিনী তত্রত্যা কৌশিকী নদীর সেবা
করিবে; তাহাতে রাজহ্ময় যজ্ঞের ফল
পাইবে। হে ধর্মজ্ঞ! তার পর উত্তম
চম্পকারণ্যে যাইলে তথায় এক রজনী
বাস করিলে গোসহস্রের ফল লাভ
হয়। তার পর পরমসম্মত গোবিন্দ
তীর্থে যাইয়া এক রজনী উপবাস করিলে
অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করিবে। ভরত-
র্ষভ! তথায় দেবীর সহিত মহাত্ম্যতি বিদে-
য়কে দেখিলে মিত্রাবরুণের লোক প্রাপ্ত
হয়। তথায় জিরাট্র উপবাস করিলে অগ্নি-
ষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করে। ভরতর্ষভ!
নিয়ত নিয়তাশন, মানব কস্তাসদেদ্য তীর্থে
যাইয়া যজ্ঞ প্রজাপতির লোক প্রাপ্ত হয়।
৪২—৪৬। ভারত! কস্তাসদেদ্য তীর্থে
অশ্বমিহিও দান করিলে উহা অক্ষয় হয়;

নিটাবাসঃ সর্মানাধ্য জিহ্ম লোকেষু বিজ্ঞতম্
অশ্বমেধমবাপ্নোতি বিহ্মলোকক গচ্ছতি ॥ ৪৭
যে তু দানং প্রযচ্ছন্তি নিটাবাঃ সন্ধ্যমে নরাঃ ।
তে যান্তি নরশার্দ্দূল ব্রহ্মলোকমনাময়ম্ ॥ ৪৮
তত্রাশ্রমো বসিষ্ঠস্ত জিহ্ম লোকেষু বিজ্ঞতঃ ।
তত্রাভিষেকং কুর্বাণো বাজপেয়মবাশুয়াৎ ॥
দেবকূটং সমাসাদ্য দেবর্ষিগণসেবিতম্ ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি কুলধৈব সমুদ্বরেৎ ॥ ৪৯
ততো গচ্ছত রাজেন্দ্র কৌশিকস্ত মুনের্হৃদম
যত্র সিদ্ধিং পরাং প্রাপ বিধামিত্রোহথ
কৌশিকঃ ॥ ৫০
তত্র মাসং বসেন্দ্রীরঃ কৌশিক্যাং ভরতর্ষভ ।
অশ্বমেদস্ত যৎপুণ্যং তন্মাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৫১
সর্বতীর্থবরকৈব যঃ সেবেত মহাহৃদম্ ।
ন হুগ্ৰতিমবাপ্নোতি বিন্দ্যাহুসুবর্ণকম্ ॥ ৫২
কুমারমভিগম্যাথ বীরাশ্রমনিবাসিনম্ ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি শক্রলোকক গচ্ছতি ॥ ৫৩

সংশিতব্রত ঋষিগণ ইহা বলিয়া থাকেন
ত্রিলোক-বিজ্ঞত নিটাবাস তীর্থে যাই
অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় এবং বিহ্ম
লোকে গমন করে। নরশার্দ্দূল! নিটাব
সন্ধ্যমে স্থলে যে সকল মানব দান করে
তাহারা অনাময় ব্রহ্মলোকে গমন করে
তথায় বসিষ্ঠের ত্রিলোক-বিজ্ঞত আশ্রম আছে
সেখানে অভিষেক করিলে বাজপেয় যজ্ঞের
ফল প্রাপ্ত হয়। দেবর্ষিসেবিত দেবকূট তীর্থে
যাইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় এবং কুল
উদ্ধার করিতে পারে। রাজেন্দ্র! তার পর
যেখানে কৌশিক বিধামিত্র ঋষি পরা সিদ্ধি
লাভ করিয়াছিলেন, সেখানে কৌশিক মুনিস
হৃদে যাইবে; ভরতর্ষভ। বীর ব্যক্তি
সেই কৌশিকীতে একমাস বাস করিবে
অশ্বমেধ যজ্ঞের যে পুণ্য, এক মাসেই সেই
পুণ্য অধিগত হয়। যে ব্যক্তি সর্বতীর্থবর
মহাহৃদ তীর্থে যায়, সে হুগ্ৰতি পায় না এবং
বহু সুবর্ণ লাভ করিতে পারে। তার পর
বীরাশ্রমনিবাসী কুমারকে অভিগমন করি

নন্দিষ্ঠাঞ্চ সমাসাদ্য কৃপাং ত্রিংশদেবিতম্ ।
নরমেধস্ত যৎপুণ্যং তৎপ্রাপ্নোতি কুরুদহ ॥ ৬৬
কালিকাসঙ্গম স্নাত্বা কৌশিকাকর্ণয়োৰ্ভতঃ ।
ত্রিরাত্রোপোষিতো বিদ্বান্ সৰ্গপাপৈঃ

প্রমুচ্যতে ॥ ৬৭

উৎকীৰ্ত্তীৰ্থমাসাদ্য তথা সোমশ্রমঃ বৃধঃ ।
কুন্তকর্ণাশ্রমে স্নাত্বা পূজ্যতে ভূবি মানবঃ ॥ ৬৮
তথা কোকামুখে স্নাত্বা ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ।
জাতিশ্রবণং প্রাপ্নোতি দৃষ্টমেতৎ পুরাতনৈঃ
সকল্পদীপ্য সমাসাদ্য কৃতার্থো ভবতি দ্বিজঃ ।
সৰ্গপাপবিশুদ্ধাত্মা স্বৰ্গলোককঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৭০
ঋষভদ্বীপমাসাদ্য সেবা ক্রৌঞ্চনিষুদনম্ ।
সরসত্যামুপস্পৃশ্য বিমানস্থো বিরাজতে ॥ ৭১
ঐদ্যানকং মহারাজ তীৰ্থং মুনির্নিসেবিতম্ ।
তত্রাভিষেকঃ কৃক্কীত সৰ্গপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৭২
ব্রহ্মতীৰ্থং সমাসাদ্য পুণ্যং ব্রহ্মনিসেবিতম্ ।
বাজপেয়মবাপ্নোতি নরো নাস্তাত্ৰ সংশয়ঃ ॥ ৭৩

অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় এবং শঙ্ক-
লোকে গমন করে ॥ ৬৭—৬৮ ॥ কুরুদহ । নন্দিনী
তীর্থে ত্রিংশদেবিত কৃপে যাওয়া নরমেধ
যজ্ঞের যে ফল সেই ফল প্রাপ্ত হয় । বিদ্বান্
মানব সংস্কৃত ৩৪৫ কালিকাসঙ্গম নামে থাকা
কৌশিকী ও অকর্ণার সঙ্গমস্থলে স্নানপূর্বক
ত্রিরাত্র উপবাস করিলে সৰ্গপাপে মুক্ত হয় ।
বুদ্ধিমান্ মানব উৎকীৰ্ত্তীর্থে, সোমতীর্থে এবং
কুন্তকর্ণাশ্রমে স্নান করিয়া ভূতলে পূজিত হয় ।
ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া কোকামুখ তীর্থে
স্নান করিলে জাতিশ্রবণ প্রাপ্ত হয়, পুরাতন-
গণ ইহা দেখিয়াছেন । দ্বিজ সকলদী তীর্থে
যাইয়া কৃতার্থ হয় এবং সৰ্গপাপবিশুদ্ধাত্মা
হইয়া স্বৰ্গলোকে গমন করে । ঋষভদ্বীপে
যাইয়া ক্রৌঞ্চনিষুদন কাৰ্ত্তিকের সেবা
করত সরসতীর জলে উপস্পর্শ করিলে
বিমানস্থ হইয়া বিরাজ করে । মহারাজ !
ঐদ্যানক তীর্থ মুনিজন-নিষেবিত । তথায়
অভিষেক করিলে সৰ্গপাপে প্রমুক্ত হয় ।
নর ব্রহ্মনিসেবিত পুণ্য ব্রহ্মতীর্থে যাইয়া বাজ-

উত্কীৰ্ত্তাঃ সমাসাদ্য ভাগীরথ্যাং কৃতোদকৈঃ ।
দণ্ডার্ণবং সমাসাদ্য গোসহস্রকলং লভেৎ ॥ ৭৪
লাবেটিকাং ততো গচ্ছেৎপুণ্যং পুণ্য-
নিষেবিতাম্ ।

বাজপেয়মবাপ্নোতি বিমানস্থ পূজ্যতে ॥ ৭৫
অথ সন্ধ্যাং সমাসাদ্য নবিদ্যাং তীৰ্থমুত্তমম্ ।
উপস্পৃশ্য নরো বিদ্বান্ ভবেদ্রাস্ত্রাজ্য সংশয়ঃ ।
রামস্ত চ প্রসাদেন তীৰ্থরাজ্যং কৃতং পুরা ।
তল্লৌহিত্যং সমাসাদ্য বিদ্যাস্বত্নমুর্বণকম্ ॥ ৭৭
কবতোয়াং সমাসাদ্য ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ
অশ্বমেধমবাপ্নোতি শঙ্কলোককঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৭৮
গঙ্গায়াস্তথ রাজেন্দ্র সাগরস্ত চ সঙ্গমে ।
অশ্বমেধং দশগুণং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৭৯
গঙ্গায়াস্ত পরং দ্বীপং প্রাপ্য যঃ স্নাতি ভারত ।
ত্রিরাত্রোপোষিতো বাজন্ সৰ্বকামমবাণুযাৎ ॥
ততো বৈকুণ্ঠীং গঙ্গা নদীং পাপপ্রমোচনীম্
বিবজ্জ্য তীৰ্থমাসাদ্য বিরাজতি যথা শশী ॥ ৮১

পেয় যজ্ঞের ফল পায়, ইহাতে সংশয় নাই ।
পরে চম্পাতীর্থে যাইয়া ভাগীরথীতে স্নানাদি
জলক্রিয়া নিবাহ করত দণ্ডার্ণব তীর্থে যাইয়া
গোসহস্রের ফল লাভ করিবে । তার পর
পুণ্ড্রাঙ্গনির্মেদবনা পুণ্ড্রা লাবেটিকা তীর্থে
যাইবে । সেখানে বাজপেয় যজ্ঞের ফল
পাইবে এবং বিমানস্থ হইয়া পূজিত হইবে ।
৬৬—৭৬ ॥ অনন্তর সন্ধ্যা তীর্থ ও উত্তম
সবিদ্যা তীর্থে যাইবে । সেখানে উপস্পর্শ
করিলে নর বিদ্বান্ হয়, তাহাতে সন্দেহ
নাই । পূর্বকালে রামের প্রসাদে যে তীর্থ
তীর্থরাজ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে, সেই
লৌহিত্য তীর্থে যাইয়া বহু সুবর্ণ লাভ
করিতে পারে । নর কবতোয়ায় যাইয়া
ত্রিরাত্র উপবাস করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের
ফল পায় এবং শঙ্কলোকে গমন করে ।
রাজেন্দ্র ! তার পর গঙ্গা ও সাগরের সঙ্গম-
স্থলে গমনে অশ্বমেধ অপেক্ষাও দশগুণ
আধিক ফল ; ইহা মনীষিগণ বলেন । ভারত
গঙ্গার পরবর্তী দ্বীপে যাইয়া যে স্নান করে,

প্রভাবে চ কুলং গতা সর্গপাণং বাণোহতি ।
গোসহস্রকলং লভা পুনর্নতি স্বকুলং নরঃ ॥ ৮২
শোণস্ত জ্যোতিরধীশ্চ সঙ্গমে নিবসন্তু তিঃ
তর্পয়িত্বা পিতৃন দেবানগ্নিষ্টোমকলং লভেৎ ॥
শোণস্ত নন্দাদ্যাশ্চ প্রভবে কুরুপুঙ্গব ।
বংশগুণ্যমুপস্পৃশ্য বাজিমেষকলং লভেৎ ॥ ৮৪
ঋষভঃ তীর্থমাসাদ্য কোশলায়াং নরাধিপ ।
বাজিমেষমবাপ্রোতি ত্রিরাশোপোষিতো নরঃ
কোশলায়াং মাসাদ্য কলৌর্গুণ্যমুপস্পৃশেৎ ॥
ঋষভেকাদশগুণং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮৬
পুষ্পবতীমুপস্পৃশ্য ত্রিরাশোপোষিতো নরঃ
গোহস্রকুলং বিন্ধ্যাং কুলটৈব সমুজ্জরেৎ ॥ ৮৭
ততো বদরিকালীথে নাস্তা প্রযতমানসঃ ।
দীর্ঘায়ুধামবাপ্রোতি স্বর্গলোককং গচ্ছতি ॥ ৮৮

ও ত্রিরাশ উপবাস করে, সে সর্গকাম প্রাপ্ত হয়। তাব পূর্ব সর্গপাপপ্রমোদন বৈতরণী নদীতে যাইয়া বিরজা নীথে যাইবে। তাহাতে শশিবৎ রাজিত হয়। প্রভাবে কুলতীর্থে যাইয়া সর্গপাপবিনশ হয়। নব তথায় গোসহস্রের কল লাভ করত স্বকুল পবিত্র করিতে পারে। শুচি হইয়া শোণ এবং জ্যোতিরধীশ্বর সঙ্গমস্থলে নিবাস করত দেবগণের তর্পণ করিয়া অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের কল লাভ করিবে। কুরুপুঙ্গব! শোণ এবং নন্দাদ্য প্রভবস্থলে বংশগুণ্য-তীর্থে যাইয়া উপস্পর্শপূরক অশ্বমেধ যজ্ঞের কল লাভ করিবে। নরাধিপ! কোশলায় যাইয়া ঋষভ তীর্থে ত্রিরাশ উপবাস করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের কল লাভ হয়। কোশলায় কাল-তীর্থে উপস্পর্শ করিলে ঋষভ তীর্থের একাদশগুণ কল লাভ হয়; ইহাতে সংশয় নাই। ৭৭-৮৬। নর ত্রিরাশ উপবাসপূরক পুষ্পবতী তীর্থে উপস্পর্শ করিলে গোসহস্রের কল লাভ করে এবং কুল উদ্ধার করিতে পারে। তার পর প্রযতমানস হইয়া বদরিকা তীর্থে স্নান করিলে দীর্ঘায়ু লাভ হয় এবং স্বর্গলোকেও গমন করিতে পারে।

ততো মহেন্দ্রমাসাদ্য জামদগ্ন্যনিষেধিতম্ ।
রামতীর্থে নরঃ নাস্তা বাজিমেষকলং লভেৎ ॥
মতঙ্গস্ত তু কোশারঃ তত্ত্বৈব ভরতবভ ।
তত্র নাস্তা নরো রাজন্ গোসহস্রকলং লভেৎ
শ্রীপক্ষতং সমাসাদ্য নদীতীরমুপস্পৃশেৎ ॥
অশ্বমেধমবাপ্রোতি পরাং সিদ্ধিঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৯১
শ্রীপক্ষতে মহাদেব দেব্যা সহ মহাহুতিঃ ।
স্ববসৎ পরমশ্রীতো ব্রহ্মা চ ত্রিদশৈবৃতঃ ॥ ৯২
ত্রৈ দেবভূদে নাস্তা শুচিঃ প্রযতমানসঃ ।
অশ্বমেধমবাপ্রোতি পরাং সিদ্ধিঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৯৩
ঋষভঃ পরমং গতা ভাণ্ডে বৃক্ষপূজিতম্ ।
বাজপেয়মবাপ্রোতি নাকপৃষ্ঠে চ মোদতে ॥ ৯৪
ততো গচ্ছেত কাবেরীঃ বৃতামপ্পরসাং গর্ভৈঃ ।
তত্র নাস্তা নরো বাজন্ গোসহস্রকলং লভেৎ
তদ্বীর্থে সমুদ্রস্ত কণ্ঠাতিথমুপস্পৃশেৎ ॥
তরোপস্পৃশ্য বাজেন্দ্র সঙ্গপাণৈঃ প্রমুচ্যতে ॥

তার পর জামদগ্ন্য-নিষেধিত মহেন্দ্র পক্ষতে যাইয়া নর রামতীর্থে জামদগ্ন্য অশ্বমেধ যজ্ঞের কল লাভ করিবে। ভরতবভ! সেখানেই মতঙ্গ মুনির কোশারীর্ণ আছে; রাজন্! সেখানে স্নান করিয়া নর গোসহস্রের কল লাভ করে। শ্রীপক্ষতে নদীতীরে যাইয়া উপস্পর্শ করিবে, তাহাতে অশ্বমেধ যজ্ঞের কল পাইবে এবং পরমা সিদ্ধি লাভ করিবে। শ্রীপক্ষতে মহাহুতি মহাদেব দেবীর সঙ্কিত পরম-শ্রীতো চিত্তে বাস করেন। আর ত্রিদশ গণে সমরূপ হইয়া ব্রহ্মাও তথায় অবস্থান করেন। তথায় শুচি ও প্রযতমানস হইয়া দেবভূদে স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের কল লাভ এবং পরমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বৃক্ষপূজিত ঋষভ পক্ষতে ভাণ্ড তীর্থে যাইয়া বাজপেয় যজ্ঞের কল প্রাপ্ত হয় এবং নাকপৃষ্ঠে মুক্তি হইতে পারে। তার পর অপ্পরোগণে সমরূপ কাবেরী তীর্থে যাইবে! রাজন্! তথায় স্নান করিয়া নর গোসহস্রের কল লাভ করিবে। তথায় সমুদ্রের তীর্থে—কণ্ঠাতির্থে উপস্পর্শ করিবে। বাজেন্দ্র! সেখানে উপস্পর্শ

অথ গোকর্ণমাসাদ্য দ্বিযু লোকেষু বিজ্ঞতম্ ।
সমুদ্রমধ্যে রাজেন্দ্রে সর্বলোকনমস্কৃতম্ ॥ ১৭ ॥
বজ্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা মুনয়শ্চ উপোদনাঃ ।
ভূতগণাঃ পিশাচাশ্চ কিম্বরাঃ সমতোরগাঃ ॥ ১৮ ॥
সিদ্ধচারণগন্ধৰ্বা মাহুবাঃ পন্নগাস্তথা ।
সারঃ সাগরাঃ শৈল উপাস্ত উমাপতিম্ ॥ ১৯ ॥
কৃত্তেশানাং সমভার্তা ত্রিরাহ্মোপোষিতো নঃ ॥
দশাশ্বমেধানাপোষিতি গাণপত্যঞ্চ বিদতি ॥ ২০ ॥
উপোষ্য হৃদয়ে বাজ্র কৃতার্থো জায়তে নরঃ
তন্মিহৈব তু গায়ত্র্যাঃ স্থানং বৈলোক্য-
বিজ্ঞতম্ ॥ ২১ ॥

ত্রিরাহ্মণ্যবিতস্তত্র গোসহস্রকলং লভেৎ ।
নিদর্শনঞ্চ প্রত্যক্ষং ব্রাহ্মণানাং নবধিপঃ ॥ ২২ ॥
গায়ত্রীং পঠতে যন্ত যোনিমুদ্রাজ্ঞো দ্বিজঃ ।
গাথা বা গীতিকা বাগী হস্তা সম্পাদাতে নৃপ ॥
অব্রাহ্মণস্ত পঠতঃ সাবিত্রী তৃপনশ্চুতি ॥ ২৪ ॥

করিলে নর সর্বপাপে মুক্ত হয় । ৮৭—৯৬ ।
রাজেন্দ্রে ! তার পর যেখানে ব্রহ্মাদি দেবগণ,
ভূপোদন মুনীগণ, ভূতগণ, যক্ষগণ, পিশাচ-
গণ, কিম্বরগণ, মংগেরগণ, সিদ্ধ-চারণ-
গন্ধৰ্বগণ, পন্নগগণ, মাহুগণ এবং সবিৎ
সাগর শৈলাদি সকলে উমাপতিকে উপাসনা
করেন, সমুদ্রমধ্যে অবস্থিত, সর্বলোক-নম-
স্কৃত, ত্রিলোকবিখ্যাত সেই গোকর্ণ তীর্থে
যাইবে । সেখানে নর ত্রিরাহ্ম উপবাসপূর্বক
ঈশানকে অর্চনা করিলে দশটী অশ্বমেধের
কল প্রাপ্ত হয়, এবং গাণপত্য লাভ করে ।
নর দ্বাদশরাত্র উপবাস করিলে কৃতার্থ হইয়া
থাকে । সেখানেই গায়ত্রীর ত্রিলোকবিখ্যাত
স্থান আছে ; তথায় ত্রিরাহ্ম বাস করিলে
গোসহস্রের কল লাভ হয় । নবধিপ !
সেখানে ব্রাহ্মণদিগের একটি প্রত্যক্ষ নিদর্শন
আছে ; যদি কোন যোনিমুদ্রাজ্ঞ দ্বিজও
তথায় গায়ত্রী পঠি করে, নৃপ ! তবে তাহার
গাথা বা গীতিকারূপ হৃদ্যোময়ী বাগী প্রব-
র্তিত হয় । অব্রাহ্মণ ব্যক্তি গায়ত্রী পঠি
করিলে তাহার সাবিত্রী বিনষ্ট হয় । বিজ্ঞবি

সংবর্ত্তস্ত তু বিশ্রবৈবাপীমাসাদ্য ত্বর্ণতাষ ।
রূপস্ত তাসী ভবতি যুত্তগচ্ছাতিগায়তে ॥ ১০৫ ॥
ততো বেণাং সমাধাদ্য ত্বর্ণ যৎ পিতৃদেবতাঃ
যমুর্বহঃসংযুক্তঃ বিমানং লভতে নরঃ ॥ ১০৬ ॥
ততো গোদাবরীঃ প্রাপ্য নিভাসিক-
নিষেবিতাম্ ।

গব্যায়মবাপোষিতি বায়ুলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ১০৭ ॥
বেণায়াঃ জমে স্নাত্বা বাজ্রপেয়কলং লভেৎ ॥
ব্রহ্মহৃণাং সমাধাদ্য ত্রিরাহ্মোপোষিতো নরঃ ।
গোসহস্রকলং বিদ্যাৎ স্বর্গে লে কচ্ছতি ॥ ১০৯ ॥
কুজাবনং সমাধাদ্য ব্রহ্মচারী সমাধিতঃ ।
ত্রিরাহ্মোপোষিতঃ স্নাত্বা গোসহস্রকলং লভেৎ
ততো দেবহৃদে স্নাত্বা কুজবর্ণজলোদ্ধবে ।
জ্যোতির্শ্চাত্ত্বহৃদে চৈব তথা কভ্রাজমে নৃপ ॥
বজ্র ক্রতুশ্চৈবিত্ত্বা দেবরাজো দিবঃ গচ্ছতঃ ।
অগ্নিষ্টোমশতং বিদ্যাদ্গমনাং দেব কলং তু ॥ ১১১ ॥
সর্বদেবহৃদে স্নাত্বা গোসহস্রকলং লভেৎ ।

সম্বর্ত্তের ত্বর্ণতা বাগীতে যাইয়া মানব রূপবান
ও সুভগ হয় । তার পর বেণা তীর্থে
যাইয়া পিতৃ-দেবহাদিগের তর্পণ করিবে ।
নর একরূপ করিলে হংস-ময়ূবসংযুক্ত বিমান
লাভ করিতে পারে । তার পর নিভা
সিকনিষেবিতা গোদাবরী তীর্থে যাইবে ।
সেখানে গোমেধ যজ্ঞের কল প্রাপ্ত হয় এবং
বায়ুলোকে গমন করে । বেণার সময়ে
স্নান করিলে বাজ্রপেয় যজ্ঞের কল লাভ
হয় । ১০৭—১০৮ । নর ব্রহ্মহৃণা তীর্থে যাইয়া
ত্রিরাহ্ম উপবাস করিলে গোসহস্রের কল
প্রাপ্ত হয় এবং স্বর্গলোকেও গমন করে ।
ব্রহ্মচারী ও সমাধিত ভাবে কুজাবন তীর্থে
যাইয়া ত্রিরাহ্ম উপবাসপূর্বক স্নান করিলে
গোসহস্রের কল লাভ হয় । নৃপ ! তার
পর যে স্থানে দেবরাজ শত যজ্ঞের অষ্টটান
করিয়া স্বর্গে গিয়াছেন সেই স্থানে কুজবর্ণ-
জলময় দেবহৃদে, জ্যোতির্শ্চাত্ত্ব হৃদে এবং
কভ্রাজমে গমনপূর্বক স্নান করিবে । সেখানে
গমনমাত্রই শত অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের কল লাভ

জাতিমাত্রহুদে আত্মা ভবেজ্জাতিস্মরণো নরঃ ।
ততো বাশীং মহাপুণ্যাং পরোক্ষোঃ সবিভাং
বরাম্ ।
পিতৃদেবার্চনবতো গোসহস্রকণং লভেৎ ।
দণ্ডক্যবণ্যমাসাদ্য মহারাজ উপস্পৃশেৎ ॥ ১১৫
শবতঙ্গাশ্রমং গহ্বা শুক্লং চ মহাশুভং ।
ন দুর্গতিমধ্যাপ্নোতি পুনাতি স্বকুলং নরঃ ॥ ১১৬
ততঃ সূর্যোদয়ং গচ্ছেক্ষমদগ্নিনির্ব্যোতিতম্ ।
রামতীর্থে নরঃ আত্মা বিন্দাদ্বৈতবর্ণকম্ ॥ ১১৭
সপ্তগোদাবরীং স্নাত্বা নিয়তো নিয়তাননঃ ।
মহাপুণ্যমধ্যাপ্নোতি দেবলোককং গচ্ছতি ॥ ১১৮
ততো দেবপথং গচ্ছেক্ষিত্যনিত্যনিয়তাননঃ ।
দেবসত্ত্বং যৎপুণ্যং তদব প্ৰোতি মানবঃ ॥ ১১৯
তুঙ্গকারণ্যমাসাদ্য ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
বেদানধ্যাপয়ন্তত্ৰ মুনীন সাবশ্বতঃ পুং ॥ ১২০
তত্র বেদান্ প্রনষ্টান্ মুনেরঙ্গিরসঃ সূতঃ ।

করিবে। সম্মদেব হুদে আন করিয়া গোসহ-
স্রের কল লাভ করিবে। জাতিমাং হুদে
আন করিয়া নর জাতিস্মরণ হয়। তার পর
মহাপুণ্যা বাশী এবং সবধরা পরোক্ষোতে
যাইয়া পিতৃ-দেবার্চনে রত হইলে গোসহ-
স্রের কল লাভ করিবে। মহারাজ। দণ্ড-
কারণ্যে যাইয়া উপস্পর্শ করিবে। নর
শবতঙ্গাশ্রমে ও মহাশুভ শুকের আশ্রমে
যাইয়া দুর্গতি প্ৰাপ্ত হয় না এবং নিজ কুল
পবিত্র করিতে পারে। তার পর জমদগ্নি-
নিবেদিত সূর্যোদক তীর্থে যাওবে। নর
রামতীর্থে আন করিয়া বহু সুবর্ণ লাভ
করিতে পারে। নিয়ত ও নিয়তানন নর
সপ্তগোদাবর তীর্থে যাইয়া আন করিয়া মহা-
পুণ্য প্রাপ্ত হয় এবং দেবলোকেও গমন
করে। ১১৫—১১৮। তার পর নিয়ত ও
নিয়তানন মানব দেবপথ তীর্থে যাইবে।
সেখানে দেবসত্ত্বের যে পুণ্য, সেই পুণ্যই
প্রাপ্ত হয়। পরে ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয় মানব
তুঙ্গকারণ্য তীর্থে যাইবে। পুরাকালে
অঙ্গিরস মুক্ত সারস্বত মুনি এই স্থানে মুনি

উপবিষ্টো মহাশাণ্ডিল্যম্ভর্যেভ্য ভারত ॥ ১২১
ওঙ্কারেণ যথাক্রমে সমাশুভ্যারিতেন হ ।
যেন যৎপূর্বমভ্যাস্তং তস্ত তৎ সমুপস্থিতম্ ॥
ঋষয়স্তত্র দেবাশ বরুণোহগ্নিঃ প্রজাপতিঃ ।
হর্নিরাণে দেবো মহাদেবস্তথৈব চ ॥ ১২৩
পিতামহস্ত ভগবান্ দেবৈঃ সহ মহাহুতিঃ ।
ভৃগুঃ নিযোজয়ামাস যাজনাথে মহাহুতম্ ॥
ততঃ স চক্রে ভগবানুযাণাং বিধিবত্তদা ।
সৰেষাং পুনরাবানং বেদদৃষ্টেন কর্মণা ॥ ১২৫
আজ্ঞাভাগেন বৈ তত্র তপিতাক্ষা যথাবিধি ।
দেবান্ত্রিভুবনং যাতা ঋষয়স্তথাসুতম্ ॥ ১২৬
তদবগাং প্রবিষ্টস্ত তুঙ্গকং রাজসত্তম ।
পাপ বিনষ্টতে সদাঃ হিয়ো বৈ পুরুষস্তথা ।
তত্র যাসং বসেন্দ্রীয়ো নিয়তো নিয়তাননঃ ।
ব্রহ্মলোকং ব্রজেদ্রাজান পুনীতে চ কুলং পুং

গণকে বৈদ্য অধ্যাপনা করাইতেন। একদা
তিনি অধ্যয়ন করাইতেছেন এমন সময়ে
বেদ সকল ঋষিদিগের উত্তরায়ণমুদায়
যাইয়া লুপ্ত হইল। তখন তিনি যথা-
বিধি সম্যক উচ্চারণ সহকারে ওঙ্কার যোগ
করিয়া দিলেন, তাহাতে যে যাহা পুর্বে
অভ্যাস করিয়াছিল সকলই পুনরায় উপ-
স্থিত হইল। এই স্থানে ঋষিগণ, দেবগণ,
বরুণ, অগ্নি, প্রজাপতি, দেব নারায়ণ হরি,
মহাদেব এবং ভগবান্ মহাহুতি পিতামহ
ব্রহ্মা, ইহঁরা সকলে যাজন করিবার জন্য
মহাহুতি তুঙ্গকে নিয়োজিত করিলেন।
তার পর তখন সেই ভগবান্ ভৃগু ঋষি
বেদদৃষ্ট কর্ম্ম দ্বারা যথাবিধি যজ্ঞ সম্পাদন
করিলেন,—সকলেরই তেজ আধান করি-
লেন। আজ্ঞাভাগ দ্বারা যথাবিধি তপিত
হইয়া দেবগণ ও ঋষিগণ যথাসুখে ত্রিভুবনে
নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন। রাজসত্তম!
সেই তুঙ্গকারণ্যে প্রবিষ্ট স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই
পাপ সকল সদা বিনষ্ট হয়। রাজান!
ধীর মানব নিয়ত ও নিয়তানন হইয়া সেখানে
এক মাস বাস করিলে ব্রহ্মলোকে গমন

মেধাবনং সমাসাদ্য পিতৃদেবাংশ তর্পয়েৎ ।
 অগ্নিষ্টোমমবাপ্নোতি স্মৃতিং মেধাঞ্চ বিন্ধতি ॥
 তত্র কালঙ্করং গন্ধা গোসহস্রকলং নভেৎ ।
 আত্মানং সাধয়েত্তত্র গিরৌ কালঙ্করে নৃপ ।
 স্বর্গলোকে মহীয়েত নরো নাস্তাত্ত্র সংশয়ঃ ॥
 ততো গিরিবরশ্চেষ্ঠে চিত্রকূটে বিশাম্পতে ।
 মন্দাকিনীং সমাসাদ্য নদাং পাপপ্রমোচনাম্ ॥
 অত্রাভিষেকং কুধাণঃ পিতৃদেবার্চনেন রতঃ ।
 অশ্বমেধমবাপ্নোতি গতিঞ্চ পরমাং ব্রজেৎ ॥
 ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ভর্তৃহানমগ্রতমম্ ।
 যত্র দেবো মহাসেনো নিত্যং সন্নিসিদ্ধতা নৃপ
 পুমান্তত্র নরশ্চেষ্ঠ গমনাদেব সিধ্যতি ।
 কোটিতীর্থে নরঃ স্নাত্বা গোসহস্রকলং নভেৎ ॥
 প্রদক্ষিণমুপারুত্য শিবস্থানং ব্রজেন্নরঃ ।
 অভিগম্য মহাদেবং বিরাজতি যথা শলী ॥ ১৩৫
 তত্র কূপো মহারাজ বিষ্ণতো ভবতথত্ব ।

করে এবং নিজ কুল পবিত্র করে । ১১৯—
 ১২৮ । মেধাবনে যাইয়া পিতৃ-দেবগণের
 তর্পণ করিবে; তাহাতে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের
 ফল প্রাপ্ত হয় এবং স্মৃতি ও মেধা লাভ
 করে । তথায় কালঙ্করে গমনপূরক গোসহ-
 স্রের কল লাভ করিবে । নৃপ! সেই
 কালঙ্কর গিরিতে প্রাণভাগ করিলে নর
 স্বর্গলোকে সম্মানিত হয়; ইহাতে সংশয়
 নাই । বিশাম্পতে । তার পর গিরিবর-
 শ্চেষ্ঠে চিত্রকূটে পাপপ্রমোচনী মন্দাকিনী
 নদীতে গমনপূরক অভিষেক করিয়া পিতৃ-
 দেবার্চনেন রত হইবে । তাহাতে অশ্বমেধ
 যজ্ঞের ফল লাভ করত পরমা গতি প্রাপ্ত
 হইবে । নৃপ! তার পর যেখানে কাস্তি-
 কেশ নিত্য সন্নিসিদ্ধ, সেই অল্পতম ভর্তৃহান
 তীর্থে যাইবে । "হে নরশ্চেষ্ঠ রাজেন্দ্র!
 পুরুষ সেখানে গমনমাত্রই সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় ।
 নর-কোটিতীর্থে উপসর্শ করিয়া গোসহস্রের
 কল লাভ করে । নর প্রদক্ষিণ ক্রমে
 শিবস্থানে যাইবে । তথায় মহাদেবকে
 অভিগমন করিয়া শিবং বিরাজিত হয় ।

সমুদ্রী যত্র চৈবায়ো নিবসন্তি যুধিষ্ঠির ॥ ১৩৩
 তত্রোপস্পৃশ্য রাজেন্দ্র কুবা চাপি প্রদাক্ষণম্ ।
 নিয়তান্মানবঃ পুত্রো গচ্ছেত পরমাং গতিম্ ॥
 তত্রো গচ্ছেৎ কুরুশ্চেষ্ঠ শৃঙ্গবেরপুরং মহৎ ।
 যত্র তীর্ণো মহাপ্রাজ্ঞো রামো দাশরথিঃ পুরা ॥
 গঙ্গায়াস্ত নরঃ স্নাত্বা ব্রহ্মচারী জিতৌল্লসঃ ।
 বিধূতপাপা ভবাত বাক্ষপেয়ক বিন্ধতি ॥ ১৩৯
 ততো মুঞ্চবটং গচ্ছেৎ স্ব নং দেবত্র ধীমতঃ ।
 অভিগম্য মহাদেবমভ্যর্চ্য চ নরাধিপ ॥ ১৪০
 প্রদক্ষিণমুপারুত্য গাণপত্যমবাসুয়াৎ ।
 ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র প্রয়গম্ যসংস্কৃতম্ ॥
 যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা দিশশ্চ সদিগীর্ষদাঃ ।
 লোকপালান্চ সিদ্ধাশ্চ নিরতাঃ পিতরস্তথা ॥
 সনৎকুমারপ্রযুক্তবে চ মহেশ্বরঃ ।
 তথা নারীঃ সুপর্ণাশ্চ সিদ্ধাঃ শুক্রধরাস্তথা ॥
 সন্নিতঃ সগরাস্চেব গন্ধবাস্পরসস্তথা ।

হে ভরতথত্ব মহারাজ যুধিষ্ঠির! সেখানে
 বিখ্যাত একটা কূপ আছে, ঐ কূপে চারি
 সমুদ্র একত্রিত হইয়া বাস করে । রাজেন্দ্র!
 নিয়তান্মানব সেখানে উপসর্শপূরক প্রদ-
 ক্ষিণ করিলে পুত্র হইয়া পরমা গতি প্রাপ্ত
 হয় । কুরুশ্চেষ্ঠ । তার পর পুরাকালে
 দাশরথি রাম যেখানে পার হইয়াছিলেন,
 সেই মহৎ শৃঙ্গবেরপুরে গমন করিবে
 নর ব্রহ্মচারী ও জিতৌল্লস হইয়া সেখানে
 যাইয়া স্নান করিলে বিধূতপাপ হয় এবং
 বাক্ষপেয় যজ্ঞের ফল লাভ করে । ১৩৯—
 ১৪০ । তা পর ধীমান মহাদেবের স্থান
 মুঞ্চবট তীর্থে যাইবে । নরাধিপ! সেখানে
 মহাদেবকে অভিগমনপূরক অর্চনা করিয়া
 প্রদাক্ষণ করিলে গাণপত্য প্রাপ্ত হয় ।
 রাজেন্দ্র! তার পর যেখানে ব্রহ্মাদি দেব-
 গণ, দিকৃৎসকল, দিগ্গীরগণ, লোকপালগণ,
 সিদ্ধগণ, তপোনিরত মুনিগণ, পিতৃগণ, সনৎ-
 কুমারপ্রযুক্ত মহেশ্বরগণ, ন.গ.গণ, সুপর্ণগণ,
 উজ্জবৈতা সিদ্ধগণ, সন্নিত সর্কল, সাগরসমুদ্র,
 গন্ধবগণ, অসুরগণ এবং প্রজাপতি-পুত্র-

কবিশ্চ ভগবানান্তে প্রজাপতিপুৰুষতঃ ॥ ১৪৫
তত্র জীশ্যাপি কুণ্ডানি তায়ার্বধোন জাহুবী ।
প্রয়াগাৎ সমতিক্ষান্তী সৰ্বশীৰ্ষপুৰুষতা ॥ ১৪৬
তখনন্তু স্মৃতা তত্র ত্রিষু লোকেষু বিজ্ঞতা ।
যমুনা গঙ্গয়া সার্কং সঙ্গতা লোকন্ত বিনী ॥ ১৪৭
গঙ্গায়মুনয়োর্বিধো পৃথিব্যা জঘনং স্মৃতম্ ।
প্রয়াগং জঘনস্তান্তমুপশ্রময়ো বিতঃ ॥ ১৪৮
প্রয়াগং সুপ্রতিষ্ঠানং কহলাবনরাবৃভো ।
তীর্থং তে গবনৌ চৈব বেদৌ প্রোক্তা

প্রজাপতেঃ ॥ ১৪৯

তত্র বেদশ্চ ষষ্ঠ্যশ্চ মুর্তিমন্তো বৃষিষ্ঠৈঃ ।
প্রজাপতিস্বশাসনং ঋষযশ্চ মহানঘাঃ ॥ ১৫০
যজ্ঞস্তে কেতুভির্দেবাংস্তথা চকবরং নৃপ ॥ ১৫১
কন্তঃ পুণ্যান্মহা নান্তি ত্রিষু লোকেষু ভারত ।
প্রয়াগং সৰ্বশীর্ষেভ্যঃ প্রভাবেনাধিবং প্রভো
জঘনস্তান্ত তীর্থস্তা নামসঙ্কীৰ্ত্তনাদৃপ ।

কৃষ্ণ ৬ বন পর্বত বাহু - ৬৮৩ - ৬৮৪
ঋষিষ তত্র প্রয়াগ তীর্থে যাইবে। সেখানে
তিনটি কুণ্ড আছে। সৰ্বশীর্ষপুৰুষতা
জাহুবী দুইটি কুণ্ডের মধ্যভাগ দিয়া প্রাগ
হইতে প্রবাহিত হইয়াছেন। সেখানে তিন
লোকে বিজ্ঞতা লোকভাবিনী তপনপুত্রা
যমুনা গঙ্গার সহিত সঙ্গত হইয়াছেন। গঙ্গা
ও যমুনার মধ্যভাগে পৃথিবীর জঘন বলিয়া
স্মৃত হয়। প্রয়াগ—জঘনের অন্তভাগ উপর,
ইহা ঋষিগণ জঘনেন। প্রয়াগ, সুপ্রতিষ্ঠান,
কহল ও অবনত এই দুইটি তীর্থ এবং
ভোগবতী ইহার প্রজাপতির বেদী বলিয়া
জ্ঞোক্ত। বৃষিষ্ঠির। সেখানে অনঘ ম যি-
গণ এবং মুক্তিমন্ত বেদ ও যজ্ঞ সকল প্রজা-
পতিকে উপাসনা করেন। ১৪০—১৫০।
হে নৃপ। ভাভারা ত্রুত সঙ্গ দ্বারা দেব-
গণকে ও চক্রবর বিজ্ঞকে যজ্ঞ করিয়া
থাকেন। প্রভো! প্রয়াগ তীর্থ প্রভাব
বাহ্য সৰ্ব তীর্থ অপেক্ষা অধিক। ভারত।
বক্তা তিন লোকে তদপেক্ষা পুণ্যতম আর
কোন তীর্থই নাই। সেই তীর্থের জঘন বা

মুদুকানমনাথাপি সৰ্বশীর্ষাণিঃ প্রাচ্যতে ॥ ১৫৫
তত্রাভিষেকং যঃ কুৰ্ব্বাৎ সঙ্গমে সংশিতব্রতঃ
পুণ্যং সূমহদাপ্নোতি বাহুস্বায়ম্বেযোঃ ॥ ১৫৬
এযা যজ্ঞমুর্মিহি দেশানার্মপ তৎকথা ।
দত্তং তত্র স্বল্পমপি মহন্তবতি ভারত ॥ ১৫৭
ন দেববচনাত্তান ন লোকবচনাদপি ।
মর্শিকৃৎক্রমণীয়া তে প্রয়াগমরণং প্রতি ॥ ১৫৮
দশ তীর্থসংজ্ঞাণি ষষ্ঠিকোট্যন্তথাপরাঃ ।
তেষাং সান্নিধ্যমত্রৈব কৌন্তিতং কুরুনন্দন ॥ ১৫৯
চাতুর্মহোচ যৎপুণ্যং সত্যাদিশু চৈব যৎ ।
সাত এব তদাপ্নোতি গঙ্গায়মুনসঙ্গমে ॥ ১৬০
ততো ভোগবতী নাম বাসুকৈশীর্ষমুত্তমম্ ।
তত্রাভিষেকং যঃ কুৰ্ব্বাৎ সৌহৃদ্যমধমবাপ্নুয়াৎ
তত্র হংসপ্রপতনং তীর্থং ত্রৈলোক্যবিজ্ঞতম্ ।
দশাশ্বমেধিকংকব গঙ্গায়াম্ কুরুনন্দন ॥ ১৬১
একংকবস্মা একা যত্র তত্রাগাহিতা ।

নাম-সঙ্কান বিদ্যামন্তুকানমন ভার ও সর্গ
পাপে মুক্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি সংশিতব্রত
হইয়া সেই সঙ্গমস্থলে অভিষেক করে, সে
রাজস্বয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের সূমহৎ পুণ্য
প্রাপ্ত হয়। এই তীর্থট দেবতাদিগের বজ্র-
ভূমি, প্রয়াগ সম্বন্ধে এই কথা প্রসঙ্গ আছে।
ভারত। সেখানে স্বয়ং মাত্র দত্ত হইলেও
মহৎ হয়। তাহ। না দেবতাদিগের বচনে,
না লোকবচনে, কিছুতেই যেন প্রয়াগ
মরণ বিষয়ে ভোমার মতি উৎকান্ড না হয়।
হে কুরুনন্দন। ষষ্ঠিকোটি দশসংহ্র তীর্থের
সেই স্থানেই সান্নিধ্য কান্তিত হয়। চতুর্মহো-
দে পারদনৌ ব্যক্তির যে পুণ্য, এবং সত্যবাদী
জনগণের যে পুণ্য, গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে স্নাত
হওয়া মাষ্ট সে' কল পায়। তার পর
ভোগবতী নামে বাসুকর উত্তম তীর্থ আছে;
সেখানে যে অভিষেক করে, সে অশ্বমেধ
যজ্ঞের কল প্রাপ্ত হয়। ১৫১—১৬০। কুরু-
নন্দন। তথায় গঙ্গায় অবস্থিত হংসপ্রপত্ত
তীর্থ ও দশাশ্বমেধিক তীর্থ ত্রৈলোক্যবিজ্ঞত।
যেখানে সেখানেই অবগাহিতা হউক, গঙ্গা

বিশেষো বৈ কনথলে প্রয়াগঃ পরমঃ মহৎ ॥
 যদ্যকাধিষ্ঠাতঃ কুবা কৃতঃ গঙ্গাবসেচনম্ ।
 সর্বং তত্তন্ত গঙ্গাপো দহত্যগ্নিরিবেচ্ছনম্ ॥১৭৩
 সর্বং দহতি গঙ্গাপল্লবরাশিমিবানলঃ ॥ ১৬৪
 সর্বং কৃতযুগে পুণ্যং ত্রেতায়াং পুরুষঃ স্মৃতম্ ।
 ষাণ্মহে তু কুরুক্ষেত্রং গঙ্গা কলিযুগে স্মৃতা ॥
 পুরুষে তু তপস্তপোদানং দদ্যাদ্ভয়ানয়ে ।
 মলয়ে অগ্নিমাষোহেদন্তুতুঙ্গে অনাশনম্ ॥১৬৬
 পুরুষে তু কুরুক্ষেত্রে গঙ্গাপো মধ্যমেষু চ ।
 সদ্যস্তারয়তে জন্তুঃ সপ্তসংখ্যাবাসুখা ॥ ১৬৭
 পুন্যতি কৌর্ভিঃ পাপং দৃষ্টা শ্রেয়ঃ প্রযচ্ছতি ।
 অবগাঢ়া চ পীতা চ পু তি সপ্তমং কুলম্ ॥১৬৮
 যাবদগ্নি মনুষ্যস্ত গঙ্গায়াঃ স্পর্শতে জলম্ ।
 তাবৎ স পুরুষো রাজান স্বর্গলোকে মণীয়তে ॥
 তথা পুণ্যানি তীর্থানি পুণ্যস্তায়িতনানি চ ।

সর্বত্রই কুরুক্ষেত্র-সমাঃ কনথলে সাধারণ
 স্থান অপেক্ষা বিশেষ আছে; আর প্রয়াগ
 পরম মহৎ। যদি শত অকাধি করিয় ও
 গঙ্গায় অবগাহন কবে, তবে অগ্নি যেমন
 তুল্যচয় দগ্ন করে, তজপ গঙ্গাজল তাহার
 সমস্ত পাপই দগ্ন করে। বস্ত্রত অনল যেমন
 তুল্যরাশি দগ্ন করে, তজপ গঙ্গাজল তাহার
 সমস্ত পাপই দগ্ন করিয়া থাকে। সত্যযুগে
 সকল তীর্থই পুণ্য (বিশিষ্ট পুণ্যদায়ক), ত্রেতা
 যুগে পুরুষ পুণ্য, ষাণ্মহে কুরুক্ষেত্র পুণ্য
 আর কলিযুগে গঙ্গাতীর্থ পুণ্য বলিয়া স্মৃত
 হয়। পুরুষে তপস্তা করবে, মহালয়ে দান
 করিবে, মলয়ে অগ্নিপ্রবেশ করিবে, আর
 তুতুঙ্গে অনশন ক্রত করিবে। গঙ্গা-জল
 পুরুষে, কুরুক্ষেত্রে ও মধ্যম তীর্থে বিশেষ
 প্রশস্ত; জন্তু ঐ তিন স্থানের মাঠাঘো সদ্য
 উর্জিতন সপ্তপুরুষ ও নিম্নতন সপ্তপুরুষকে
 জ্ঞান করে। গঙ্গা কৌর্ভিতা হইলে পাপ
 মানবকেও পবিত্র করে, দৃষ্টা হইলে শ্রেয়ঃ
 প্রদান করে; আর অবগাহিতা ও পীতা
 হইলে আসপ্তম কুল পবিত্র করে। রাজন!
 বহুব্যয় অস্থি মাংস কাল পর্যন্ত গঙ্গায়

উপাস্ত পুণ্যং লভা চ ভবতে পরলোকভাক্ ।
 ন গঙ্গাসদৃশং তীর্থং ন দেবঃ কেশবাং পরঃ ।
 ব্রাহ্মণৈভ্যঃ পরং নাস্তি এবমাহ পিতামহঃ ॥
 যত্র গঙ্গা মহারাজ স দেশস্তত্তপোবনম্ ।
 সিদ্ধক্ষেত্রঞ্চ বিজ্ঞেয়ং গঙ্গাতীরসমাজিতম্ ॥১৭২
 ইদং সত্যং দ্বিজাতীনাং সাধুনাং মানসেষ্ণু চ ।
 মুক্তিঞ্চৈব জপেৎ কর্ণে শিষ্টস্তান্নগতস্ত চ ॥১৭৩
 ইদং ধর্ম্মামিদং মেধ মিদং স্বর্গামিদং সুখম্ ।
 ইদং পুণ্যতমং রম্যং পাবনং ধর্ম্মমুত্তমম্ ॥ ১৭৪
 মহাশিষ্যমিদং শুভং সর্বপাপপ্রমোচনম্ ।
 অধীত্য দ্বিজমধ্যে চ নিশ্চলহমবপ্নি যাত ॥ ১৭৫
 শ্রীমৎ স্বর্গ্যং মহাপুণ্যং সপ্ততপমনং শিবম্ ।
 মেধাজননমগ্ৰ্যং বৈ তর্থাৎশাধুকীর্জনম্ ॥ ১৭৬
 অপুত্রো লভতে পুত্রমধনো ধনমাপ্নু যাত ॥
 মহীং বিজয়তে রাজা বৈশ্ণো ধনমবাপ্নু যাত ॥

জল স্পর্শ করে, সেই পুরুষ তাবৎকাল স্বর্গ-
 লোকে সম্মানিত হয়। পিতামহ এইরূপ
 বলিয়া থাকেন, যথা,—পুণ্য তীর্থ ও পুণ্য
 আয়তন সকলের উপাসনা করত পুণ্য লাভ
 করিয়া পরলোকভাক হয়। গঙ্গা সদৃশ তীর্থ
 নাই, কেশবের পর আর দেবত নাই;
 ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই।
 ১৬১-১৭১ মহারজ। গঙ্গা যেখানে আছেন,
 তাহাই দেশ, তাহাই উপাবন। গঙ্গাতীর-
 সমাজিত ক্ষেত্রই সিদ্ধক্ষেত্র বলিয়া বিজ্ঞেয়।
 এই সত্য বিষয় দ্বিজাতিদিগের ও সাধুদিগের
 মানসে বিবাজিত। ইহাই মুক্তিপ্রদ; শিষ্ট
 ও অমুগত জনের কর্ণে ইহা জপ করিবে।
 ইহাই ধর্ম্ম ইহাই মেধা, ইহাই স্বর্গ্য, ইহাই
 সুখ (সুখজনক কল্প); ইহাই পুণ্যতম,
 রম্য, পাবন, উত্তম ধর্ম্ম। সর্বপাপপ্রমোচন
 মহা আলীঙ্গনরূপ শুভ এই তীর্থমাহাত্ম্য
 দ্বি. তিগণমধ্যে পাঠ করিলে নিশ্চলতা প্রাপ্ত
 হয়। এই তীর্থবংশাধুকীর্জন শ্রীপ্রদ, স্বর্গ্য,
 মহাপুণ্য, সপ্ততপমন, শিব, মেধাজনক এক
 অগ্ৰ্য (প্রধান হিতকর)। ইহা পাঠ করিলে
 অপুত্র ব্যক্তি পুত্র লাভ করে, অধন জয়

শূন্যে বাধেপিত্তান কামান ব্রাহ্মণঃ পারগঃ

পঠন ১৭৮

যন্তেন্দ্র্যং শূন্যমিত্যুং তীর্থপুণ্যং সদা শুচি ।

জাতিঃ সংস্রবতে বহুর্জ্যোতিষপৃষ্ঠে চ মোদতে ॥

গময়ন্তপি চ তীর্থানি কীর্ত্তিমান্তগম্যন্তপি ।

মনসাপ্যভিগচ্ছন্ত সৰ্ব্বতীর্থমভীপস্যা ॥ ১৮০ ॥

এত নি বসুভিঃ সাতৈর্যাদিষ্টৈর্ভার্মকনখিভিঃ ।

খিভির্দৈবকটৈশ্চ 'অহানি সূর্য'ভিভিঃ ॥

এবং ভূমি কৌরব্য বিধানেনৈব সূর্যতঃ ।

ব্রহ্ম তীর্থানি নিয়তঃ পুণ্যং পুণ্যেন বহুতে ॥

ভাবিতৈঃ কারণৈঃ পূৰ্ব্বমাত্মিকাক্ষুভিদর্শনাং

জ্ঞাপ্যন্তে তানি তীর্থানি সন্তিঃ শিষ্টাঙ্গদর্শিভিঃ

নাভ্রতো নাক্রতাঙ্কা চ নাভুচির্ন চ ভক্তরঃ ।

স্মৃতি তীর্থেষু কৌরব্য ন চ বরুমতিনরঃ ॥ ১৮৪ ॥

'অহা তু সমাগুরকেনানিত্য' ধর্মার্থদর্শিনা ।

-

ধন লাভ করে । বাজ, মুমহী-বিজয়ে

সক্ষম হন, বৈষ্ণব এন প্রাপ্ত হয়, শূন্য ঈপ্সিত ।

কাম সকল লাভ করে, আর ব্রাহ্মণ সর্বত্র

পারগ হয় । তীর্থ সকলের পুণ্য মাত্ৰাক্ষ্য

যে শুচি হইয়া পাঠ কবে, সে অতীত বহু

জাতি শ্রবণ করিতে পাবে এবং নাক-

পৃষ্ঠে মুদিত হয় । গম্য অগম্য সকল

তীর্থই কীর্ত্তিত হইয়াছে । যে যে তীর্থে

যাইতে ন পারিবে, সমস্ত তীর্থগমনের ফল

কামনায়, যে সকল তীর্থে মনে মনেও

যাইবে, সূর্য্যোদয়ী বসুসমূহ, সাধ্য সকল,

অদিত্যগ্রন, মরুদগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়

এবং দেবকল্প অগ্নিগণ এই সমস্ত তীর্থ

আশ্রয় করিয়া আছেন ॥ ১৭২—১৮১ ॥

সূর্যতঃ কৌরব্য । এইরূপ ভূমিও নিয়ত হইয়া

এই মৎকথিত বিধান অনুসারে তীর্থ সকলে

গমন কর । দেখ, পুণ্য হইয়াই পুণ্য বর্দ্ধিত

হয় । সাধু ও শিষ্টাঙ্গদর্শী মানবগণ পূর্ব্বদর্শিত

কারণনিচয়, আশ্রিত্য ও ক্রতিদর্শনের ফলে

এই সকল তীর্থ প্রাপ্ত হন । কৌরব্য ।

সংস্রবহীন, পাণীক্স, অন্তচি, ভক্তব এবং বহু-

স্মৃতি মানব তীর্থমান করে না । যথোক্তাগর-

শিতরত্নর্পিতাকাত সর্বে চ প্রপিতামহাঃ ।

পিতামহপুত্রোগাশ্চ দেবাঃ সখিগণান্তথা ॥ ১৮২ ॥

অথ ধর্ম্মেণ ধর্ম্মজ নিতামেবার্ভিতোষিতঃ ।

দিলীপ কীর্ত্তিঃ মহতীঃ প্রাপ্স্যসে ভূবি শাখীতী

নারদ উবাচ ।

এদমুক্তাত্মজ্ঞাপ্য বসিতৌ ভগবানুযিঃ ।

ঐতং প্রাতেন মনসা তত্রৈবাত্তদ্বীষতঃ ॥ ১৮৭ ॥

দিলীপঃ কুরুশাঙ্গিল শাস্ত্রতর্ষাধর্শনাং ।

বসিষ্ঠবচনাক্টেব পৃথিবীমমুচক্রধে ॥ ১৮৮ ॥

এবমেবা মহাভাগ্য প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিতা ।

তীর্থযাত্রা মহাপুণ্য । সর্বপাপপ্রমোচনী ॥ ১৮৯ ॥

অনেন বিধানা যন্ত পৃথিবীঃ পর্থাটিষ্যতি ।

অশ্বমেধধনং সাত্ৰাঃ ফলং প্রেত্যৈব ভোজ্যতে

তদুচ্চাষ্টকণং পার্থ প্রাপ্স্যসে ধর্ম্মমুদয়ম্ ।

দিলীপঃ পার্থ নৃপতির্হয় । পূর্ব্বমবাপ্তবান ॥ ১৯১ ॥

নে ন চ ভূময়ান যম্মাদৃশ্যাদেহভ্রষ্টকণং ফলম্ ॥

রক্ষোগণবিকৌণিনি তীর্থান্তেতানি ভাবত ॥

-

সম্পন্ন ও নিত্যা ধর্ম গর্ভণী তোমাদেবক সন্তত

পিতৃগণ, পিতামহগণ, প্রাপ্ততামহগণ, দেবগণ

ও ঋষিগণ তর্পিত হইয়াছেন । হে ধর্ম্মজ

দিলীপ । তুমি ধর্ম্ম দ্বারানিত্য সন্তত চিত্তে

ভূতলে শাখীতী মহতী কীর্ত্তি পাইবে ।

নারদ বলিলেন,—ভগবান বসিষ্ঠ ঋষি এই-

রূপ বলিয়া প্রীতি দিলীপের অভ্যাস্ত্রা লইয়া

প্রীত মনে সেই স্থলেই অস্তর্ধন করিলেন ।

কুরুশাঙ্গিল । দিলীপ শাস্ত্রতর্ষাধর্শনে

এবং বসিষ্ঠের বাক্যে পুত্রবী পর্থাটন করিলেন-

ছিলেন । হে মহাভাগ্য । প্রতিষ্ঠানে প্রতি-

ষ্ঠিতা মহাপুণ্য সর্বপাপপ্রমোচনী তীর্থযাত্রা

এইরূপ । যে জন এই বিধান অনুসারে

পৃথিবী পর্থাটন করিবে, সে ভগবান্তে সন্তত

শত অশ্বমেধের ফল ভোগ করিবে । পার্থ ।

দিলীপনৃপতি যেমন পূর্ব্বকালে ফল পাইয়া-

ছিলেন, তুমিও তরুণ তদপেক্ষা অধিক

অধিক ফল পাইবে । যেহেতু তুমি ঋষিগণকে

লইয়া যাইবে, সেই কারণে তোমার অষ্টকণ

অধিক ফল ১৮২—১৯২ ভাবত । এই সকল

ন গতিবিদ্যাতেহতন্ত্রা ত্রায়তে কুরুনন্দন ॥১১৫
 উঃ দেবচরিতঃ সর্বতীর্থাহুসংশ্রিতম্ ।
 যঃ পঠেৎ কল্য উভায় সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
 অবিদ্যুতঃ সদা হুত বান্ধীকিষথ কণ্ঠপঃ ।
 আত্রেয়স্বথ কোণ্ডিতো বিশ্বমিত্রোহথ গোতমঃ
 অসিতো দেবলশ্চৈব মার্কণ্ডেয়োহথ গালবঃ ।
 জয়দ্বাজঃ সশিষ্যশ্চ মুনিরুদ্রালকসুতম্ ॥ ১১৬
 শৌনকঃ সহ পুত্রৈশ্চ বাসশ্চ তপতাং বরঃ ।
 তুর্কসাম্শ্চ মুনিশ্চৈঠো জাবালিশ্চ মহাতপাঃ ॥
 এতে ঋষিবরাঃ সৰ্গে তৎপ্রতীক্ষ্যাত্মপোধানাঃ
 এতিঃ সহ মহাভাগ তীর্থাভ্যন্তান্তনুভজ ॥১১৮
 প্রাপ্যসে মহতীঃ কীৰ্ত্তিঃ যথা রাজা মহাভিঃ
 যথা যযাতিধর্ম্মায়া যথা রাজা পুরুষবাঃ ।
 তথা হং কুরুশাঙ্গিল শ্বেন ধর্ম্মেণ শোভসে ।
 যথা ভগীরথো রাজা যথা রামশ্চ বিজ্ঞতঃ ।
 যথা বৈ ব্রহ্মা সর্কান সপত্নানদহৎ পুরা ॥ ১১৯
 ত্রৈলোক্যং পালয়ামাস দেববান্ধুবিগাহরঃ ।

তীর্থ প্রকোশগণে বিকীর্ণ ; হে কুরুনন্দন ! তুমি
 পিত্র অত্র কাহারও তথায় যাইবার ক্রমতা
 নাই । দেব-ঋষি-চরিত-সর্বতীর্থাহুসংশ্রিত
 এই তীর্থমাহাত্ম্য যে ব্যক্তি কল্যা (প্রত্যাখ)
 কালে উঠিয়া পাঠ করে, সে সর্বপাপে মুক্ত
 হয় । এখানে তোমার নিকট মুখ্য ঋষিগণ
 পদ্ম বিব্রাজিত আছেন ; বাস্মীকি, কণ্ঠপ,
 আত্রেয়, কোণ্ডিনা, বিশ্বমিত্র, গোতম, অসিত,
 প্রকল, মার্কণ্ডেয়, গালব, শিষ্যগণ সহ ভর-
 শঙ্ক, উদলক মুনি, পুত্রের সহিত শৌনক,
 তপস্বিবর বাস, মুনিশ্চৈঠ তুর্কসাম, মহাতপা
 জাবালি, এই তপোধান ঋষিগণ সকলেই
 তোমার প্রতীক্ষায় বর্তমান । হে মহাভাগ !
 তুমি ইহাদের সহিত এই সকল তীর্থে যাত্রা
 কর ; তাহা হইলে তুমি মহাভিষ রাজার
 তুল্য মহতী কীৰ্ত্তি পাইবে । কুরুশাঙ্গিল !
 যেমন রাজা যযাতি, যেমন রাজা পুরুষবা,
 তজপ তুমিও স্বীয় ধর্ম্মে শোভিত হইবে ।
 যেমন ভগীরথ রাজা ও যেমন বিজ্ঞত হইয়া-
 ছিলেন, তুমিও তজপ প্রসিদ্ধ হইবে । পুরা-

তথা শত্রুক্ষয়ং কৃদ্বা হং প্রজাঃ পালয়িষ্যামি ॥
 স্বধর্ম্মেণাঙ্জিতাযুর্কীঃ প্রাপ্য রাজীবলোচন ।
 ধ্যাতিঃ যান্তাসি বোধেণ কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুনো যথা
 সূত উবাচ ।

এযমাতার্য রাজানং নারদো ভগবানুবিঃ ।
 অহুজ্ঞাপ্য মহারাজং ভবৈবাস্তবধীয়ত ॥ ১০৪
 যুধিষ্ঠিরোহপি ধর্ম্মায়া ঋষিভিঃ সহ সুরভঃ ।
 জগামাখিলতীর্থানি সাদরঃ পৃথিবীপতিঃ ॥১০৫
 ময়োক্তানুযয়ঃ সৰ্গে তীর্থযাত্রাজ্ঞয়াং কথাম্ ।
 যঃ পঠেৎপুণ্যধাপি স মুক্তঃ সর্বপাতকৈঃ ॥১০৬
 যথোক্তমখিলং তবঃ কিং তুঃ শ্রোতুমিচ্ছথ ।
 স্ববীণাং পুণ্যকীর্ত্তীনাং নাবক্তব্যং মহান্তি বৈ

ইতি জীপায়ে স্বর্গখণ্ডে নানাবিধতীর্থকথনঃ
 নামৈকোদবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

কালে দেবরাজ যেমন সপত্নগণকে দয়
 করিয়াছিলেন এবং বিগাহজর হইয়া ত্রৈলোক্য
 পালন করিয়াছিলেন, তুমিও তজপ শত্রুক্ষয়
 করিয়া প্রজা পালন করিবে । হে রাজীব
 লোচন ! তুমি বোধপ্রভাবে স্বধর্ম্মে অঙ্জিত
 পৃথিবী প্রাপ্ত হইয়া কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুনবৎ ধ্যাতি
 লাভ করিবে । ১১৩—১১৩ । সূত বলি
 লেন,—ভগবান নারদ ঋষি রাজা যুধিষ্ঠিরকে
 এইরূপ বলিয়া সেই মহারাজের অহুজ্ঞা
 লইয়া সেই স্থানেই অন্তহিত হইলেন । পৃথি-
 বীপতি ধর্ম্মায়া যুধিষ্ঠিরও ঋষিগণ সহ সুরভ
 হইয়া সাদরে সকল তীর্থে গমন করিলেন ।
 হে ঋষি-সকল ! আমার কথিত এই তীর্থ-
 যাত্রাজ্ঞয়া কথা যে পাঠ করে বা শ্রবণ করে,
 সে সর্ব পাতকে মুক্ত হয় । পুণ্যকীর্ত্তি
 ঋষিদিগের নিকট আমার অবক্তব্য কিছুই
 নাই ; তাই আমি এই অখিল তব কীর্ত্তন
 করিলাম । অন্তঃপর আপনারা আর কি
 শুনিতে ইচ্ছা করেন ? ১০৪—১০৭ ।

উদবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১১ ।

বিংশোধ্যায়ঃ ।

স্বত উবাচ ।

এবমুক্তানি তীর্থানি বিষ্ণুদেহানি স্মৃতত্যাঃ ।
এবামন্ততুমাসক্তানুকুলে ভবতি মানবঃ ॥ ১
তীর্থানুশ্রবণং ধন্তং ধন্তং তীর্থনিষেবণম্ ।
পাপহারিণিপাতায় নাভোপায়ঃ কলৌ যুগে ॥ ২
বাসং কুধ্যামহং তীর্থে তীর্থশর্শমহং তথা ।
এবং যোহুহুদিনং ক্রতে স য়াতি পরমং মহৎ
পাপানি তন্ত নশ্তন্তি তীর্থালপনমাত্রতঃ ।
তীর্থানি খলু ধন্তানি ধন্তসেব্যানি স্মৃতত্যাঃ ॥ ৪
তীর্থানাং সেবিতাং দেবঃ সেবিতো ভবতি প্রভুঃ
নারায়ণো জগৎকর্তা নাস্তি তীর্থাৎপরং পদম্
ব্রাহ্মণভুলসৌ চৈব অপর্যন্ততীর্থসংকয়ঃ ।
বিষ্ণুত পরমেশানঃ সেব্য এব সদা নৃতিঃ ॥ ৬
ব্রাহ্মণানাং বিশেষণে সেবনং মুনিপুংসবাঃ ।
সর্বতীর্থবিগাধাদেবধিকং বিদুরগ্ৰজাঃ ॥ ৭

বিংশ অধ্যায় ।

স্বত বলিলেন,—হে স্মৃতভগণ! এই যে
তীর্থ সকল বলিলাম, এই সকল বিষ্ণুদেহ
জানিবে। ইহাদিগের অন্ততমের সঙ্গ বশত
মানব মুক্ত পদে অধিকৃত হয়। তীর্থের
অনুশ্রবণ ধন্ত, তীর্থ-নিষেবণ ধন্ত। কলি
যুগে পাপরাশি নির্পাতের জন্ত আর অন্য
উপায় নাই। ‘আমি তীর্থে বাস করিব’ এবং
‘আমি তীর্থ শর্শ করিব’; যে অহুদিন এই-
রূপ বলে সেও পরম মহৎ ফল প্রাপ্ত হয়।
তীর্থালপনমাত্র তাহার পাপ সকল নষ্ট হয়।
স্মৃতভগণ! তীর্থ সকল ধন্ত এবং ধন্ত-জন-
সেব্য। জগৎকর্তা প্রভু দেব নারায়ণ
তীর্থসেবী মানবের সেবিত হন। তীর্থ
অপেক্ষা পরম পদ আর নাই। ব্রাহ্মণ, তুলসী,
অশ্বখ, তীর্থনিচয় এবং পরমেশান বিষ্ণু,
নরগণের সদা সেব্য। মুনিপুংসবগণ!
বিশেষত ব্রাহ্মণগণের সেবন সর্বতীর্থবি-
গাধন হইতেও অধিক; ইহা পূর্বতন

তদ্যাদি রূপদং সাক্ষাৎ সর্বতীর্থময়ং শুভম্ ।
ভজন্তোহুদিনং বিদ্যাভ্যন্ত তীর্থধিকং ভবেৎ ॥
অশ্বখং তুলসীং গবাং কুধ্যাৎ প্রকিণকম্ ।
সর্বতীর্থকলং প্রাপ্য বিষ্ণুলোকে মরীচতে ॥ ২
তদ্যাদ্যুত কৰ্ম্মাণি নাশয়েতীর্থসেবনায় ॥
অশ্বখা নরকং য়াতি কৰ্ম্মভোগাঃ শাম্যতি ॥
পাপিনাং নরকে বাসঃ সূকৃতী স্বর্গমধুতে ॥
তদ্যাপুণ্যং নিষেবেত তীর্থং খলু বিচক্ষণঃ ॥ ১১
শ্রয়ঃ উচুঃ ।
জ্ঞতানি কিল তীর্থানি সমাহায়ানি স্মৃতত্যাঃ ।
ইদানীং শ্রোতুমচ্ছামঃ প্রয়াগন্ত বিশেষকম্ ॥
প্রয়াগন্ত পুরা প্রোক্তং সংক্ষেপাৎ স্বত যযা ।
বিশেষাভ্যুতুমিচ্ছামঃ স্বত নঃ কথ্যতামিতি ॥ ৩
স্বত বাচ ।

সাব পুঙ্গব মহাভাগাঃ প্রয়াগং প্রীতি স্মৃতভগ্নঃ ।
হস্তাং তৎপ্রবক্ষ্যামি প্রয়াগস্তোপবর্ণনম্ ॥ ১৪

মহাত্মারা জানেন। অতএব বিদ্বান ব্যক্তি
সাক্ষাৎ সর্বতীর্থময় দ্বিজ-দ অহুদিন ভজনা
করিবেন; তাহাতে তীর্থসেবা অপেক্ষা
অধিক ফল হয়। অশ্বখ, তুলসী এবং গো-
সকলেঃ প্রকিণ করিবে; তাহাতে
সর্বতীর্থকল পাইয়া বিষ্ণুলোকে সন্মানিত
হইবে। অতএব তুলসী কৰ্ম্মনিচয় তীর্থসেবা
দ্বারা নাশ করিবে, অশ্বখা নরকে যাইবে;
কৰ্ম্মভোগান্তে শান্তি প্রাপ্ত হইবে। ১—
১০। পাপদিগের নরকে বাস হয়, সূকৃত
ব্যক্তি স্বর্গ ভোগ করে; অতএব বিচক্ষণ
ব্যক্তি পুণ্য তীর্থ সকল সেবা করিবে।
শ্রয় বলিলেন,—হে স্মৃতভগ্ন! তীর্থবিগাধা
জ্ঞত হইল; ইদানীং প্রয়াগের বিশেষ
বিবরণ মাহাত্ম্য শুনিতে ইচ্ছা করি। স্বতা
ভূমি পূর্বে প্রয়াগমাহাত্ম্য সংক্ষেপে বলিয়াছি
এ নিমিত্ত উহার বিশেষ বিবরণ শুনিতে
ইচ্ছা করি; হে স্বত! ভূমি আমাদিগের
নিকটে ইহা বল। স্বত বলিলেন,—হে
স্মৃত মহাভাগগণ! আপনারা প্রয়াগে
বিষয়ে সাধু প্রশ্ন করিয়াছেন। আবার

মার্কণ্ডেয় কথিত যৎ পুরা পাণ্ডুনবে ।

অরতে চ তদা রক্তে প্রাপ্তরাজ্যে পৃথাস্ততে

এতদ্বিস্মৃত্যে রাজ্য কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিঃ ।

ভ্রাতৃশোকেন সন্তপ্তশ্চত্বংস্ত পুনঃপুনঃ ॥ ১৭

আসীদুর্ধোধনো রাজা এতাদৃশমু-তিঃ ।

অশ্রান সন্তপ্য বহুলাঃ সর্ষে তে নিধনং গতাঃ

বান্দুদেবং সমাশ্রিত্য পঞ্চশেষাশ্চ পাণ্ডবাঃ ।

কথং দ্রোণক ভীষ্মক কর্ণকৈব মহাবলম্ ॥ ১৮

দুর্ধোধনক রাজ্যমং ভ্রাতৃপুত্রসমব্রিতম্ ।

রাজানো নিহতাঃ সর্ষে যে চাত্তে শুবমানিনঃ

বিনা রাজ্যেন কর্তব্যং কিং ভোগৈর্জীব-

নেন বা ।

ধিকর্মমিতি সঙ্কিত্য রাজা বিত্বলতা গতাঃ ॥ ২০

নিশ্চেষ্টোহথ নিকৃৎসাহঃ কিকিষ্টিস্ত্যাধোমুখঃ

লক্সংজ্ঞো যদা রাজা চিন্তয়াৎ পুন পুনঃ ॥ ২১

আমি সেই প্রথাগেব উপবর্জন কবিতৈছি ।

পূরীকালে ভারত-যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে

পৃথাস্ততে যুধিষ্ঠিব যখন রাজা প্রাপ্ত

হইলেন তখন সেই পাণ্ডুপুত্র নিকটে

মার্কণ্ডেয় ইহা কীর্তন কবিতাছিলেন ।

১১—১৫ । ঐ সময়ে কুন্তীপুত্র রাজা যুধি-

ষ্ঠির ভ্রাতৃশোকে সন্তপ্ত হইয়া পুনঃপুনঃ চিন্তা

করিতে লাগিলেন যে, রাজা দুর্ধোধন এক-

দশ চ্যু (অক্ষৌহিণী) সৈন্তের পতি ছিলেন ।

আমাদিগকে নানাক্রমে সন্তপ্ত কবিতা তাহার

সকলেই নিধন প্রাপ্ত হইল । বান্দুদেবকে

অশ্রয় করিয়া কেবলমাত্র আমরা পঞ্চপাণ্ডব

শেষ রহিয়াছি । দ্রোণ, ভীষ্ম, মহাবল কর্ণ,

ভ্রাতৃপুত্র-সমব্রিত রাজা দুর্ধোধন এবং শুব-

মানী অস্তান্ত যে সকল রাজা নিহত হইয়া-

ছেন, ইহা বাতীত রাজা করিব

কিরূপে ? এখন এ ভোগেই বা কল কি ?

আমি জীবনেই বা কি প্রয়োজন ? ধিক ।

কি কষ্ট । সেই রাজা এইরূপ চিন্তা করিয়া

বিত্বলতা প্রাপ্ত হইলেন । নিশ্চেষ্টে নিকৃৎসাহ

হইয়া কিকিষ্টি আধোমুখে অবস্থান কবিতৈ

অবস্থিত । সেই রাজা যখন কণে কণে

বং চরে বিধিনা যোগ্য নিয়ম ভীর্ষমেব বা ।

যোগ্যঃ শীঘ্রমামুচ্যে মহাপাতককিদ্দিহাৎ ॥ ২২

যত্র নান্না নবো যাতি বিষ্ণুলোকীমমুত্তমম্ ।

কথং পৃচ্ছামি বৈ কৃৎসং যেনোঃ কারিতং মহৎ

ধৃতরাষ্ট্রঃ কথং পৃচ্ছে যস্মৈ পুত্রশতং হতম্ । ২৩

ব্যাসঃ কথমহং পৃচ্ছে যস্ত গোত্রকরঃ কৃতঃ ॥ ২৪

এবং বৈষ্ণব্যামাপন্নো ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ২৫

কণন্তঃ পাণ্ডবাঃ সর্ষে ভ্রাতৃশোকপরিপ্লুতাঃ ।

যে চ তত্র মহাত্মানঃ সমেতাঃ পাণ্ডবাজিতাঃ ॥

কুন্তী চ দ্রোণদী চৈব যে চ তত্র সমাগতাঃ ।

ভূমৌ নিপতিতাঃ সর্ষে যোদমানাঃ সমস্ততঃ ॥

বারাণস্যাঃ মার্কণ্ডন্তেন জ্ঞাতো যুধিষ্ঠিরঃ ।

যথা বিষ্ণুভ্যামাপনো রোদমানঃ সুদুঃখিণঃ ॥ ২৮

লক্ষ্যং হইতেন, তখনই পুনঃপুনঃ চিন্তা

করিতেন যে, আমি বিধান অনুসারে যোগ

নিয়ম বা তর্ক ইত্যাদি কিসের অনুষ্ঠান করি,

যাহাতে এই মহাপাতক-পক্ষ হইতে শীঘ্র মুক্ত

হই । অথবা যেখানে নান করিয়া নব অশু-

ভম বিষ্ণুলোকে যায়, এমন কোন ভীর্ষের

অনুষ্ঠান করি । কৃৎসং বা এ বিষয়

জিজ্ঞাসা করি কিরূপে ? তিনিই ত আমাকে

এই মহৎ পাতক কবিতাছেন । ধৃতরাষ্ট্রকেই

বা প্রশ্ন করি কেমন করিয়া ? তাঁহার শত

পুত্র হত হইয়াছে । ব্যাসকে ২৩ আমি

জিজ্ঞাসা করি কি প্রকারে ? ২৪ তাঁহার বংশ

ক্ষয় করিয়াছি । ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিব এইরূপ

চিন্তা করত বৈষ্ণব্য প্রাপ্ত হইলেন ২৫—২৬ ।

তাঁহার এইভাবে দর্শনে পাণ্ডবগণ এবং

তথায় পাণ্ডবাজিত আব যে সকল মহাত্মারা

ছিলেন, সকলেই রোদন করিতে লাগিলেন ।

কুন্তী, দ্রোণদী এবং আর বাহারা সেখানে

সমাগত হইয়াছিলেন, সকলেই ইতস্তত

ভ্রমতলে পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগি-

লেন । তখন মার্কণ্ডেয় ঋষি বারাণসীতে বাস

করিতেন । তিনি যুধিষ্ঠির য়ে এরূপ বিষ্ণুব

হইয়াছেন, আর অস্তান্ত সকলেই যে শূদ্র-

পতিত হইয়া রোদন করিতেছে, ইহা জানিতে

অচিরেণৈব কালেন মার্কণ্ডে মহাতপাঃ ।
 হস্তিনাপুরসম্প্রাপ্তো রাজধারে স তিষ্ঠতি ॥২২
 দ্বারপালোহুশি তং দৃষ্ট্বা রাজঃ কথিতবান্
 ক্রতম্ ।
 স্বাং জইকামো মার্কণ্ডে দ্বারে তিষ্ঠতাসৌ
 মুনিঃ ॥৩০
 অরিতো ধর্মপুত্রস্ত দ্বারমেতাহ তৎপরঃ ॥ ৩১
 • যুধিষ্ঠির উবাচ ।
 স্বাগতং তে মহাপ্রাজ্ঞ স্বাগতং তে মহামুনে ।
 অদ্য মে সকলং জন্ম অদ্য মে পাবিতং কুলম্
 অদ্য মে পিতরত্নশাস্ত্রয়ি দৃষ্টে মহামুনে ॥ ৩৩
 সিংহাসন উপস্থাপ্য পাদশোচাচ্চন্দনাভিভিঃ ।
 যুধিষ্ঠিরো মহাত্মা বৈ পূজ্যামাস তং মুনিম্ ॥ ৩৪
 ততস্তমুচে মার্কণ্ডে পূজিতোহহং স্বদ্বা বিভো ।
 আখ্যাহি হরিতো রাজন্ কিমর্থং হরিতং স্বয়া
 কেন বা বিক্রবীভূতঃ কথয়স্ব মমাগ্রতঃ ॥ ৩৫

পারিলেন । মহাতপা মার্কণ্ড অচিরকালমধ্যেই
 হস্তিনাপুরে যাইয়া রাজধারে অবস্থান
 করিতে লাগিলেন । দ্বারপাল তাঁহাকে
 দেখিয়া ক্রত রাজার নিকটে যাইয়া নিবেদন
 করিল যে, “আপনার দর্শন বামনায় সেই
 মার্কণ্ড মুনি দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছেন ।
 এই কথা শ্রবণ মাত্র ধর্মপুত্র হরিত গতিতে
 দ্বারদেশে যাইয়া বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ !
 আপনার স্বাগত ? হে মহামুনে ! আপনার ত
 মুখে আগমন হইয়াছে ? হে মহামুনে !
 আপনাকে যখন দেখিলাম ; তখন অদ্য
 আমার জন্ম সকল, অদ্য আমার কুল পাবিত
 হইল, অদ্য আমার পিতৃগণ তপ্ত হইলেন ।
 মহাত্মা যুধিষ্ঠির এই বলিয়া সিংহাসন উপ-
 স্থাপনপূর্বক পাশ্য-অর্ঘ্যাদি দ্বারা সেই মুনিকে
 পূজ করিলেন । তার পর মার্কণ্ড তাঁহাকে
 বলিলেন,—বিভো ! আমি তোমা কর্তৃক
 পূজিত হইলাম ; রাজন্ ! তুমি কিমিস্ত
 এমন হরিত হইয়াছ ? কি কারণেই বা
 তুমি এমন বিক্রব হইয়াছ ? ইহা আমার

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

অস্মাকৈকৈব যদুত্বং রাজ্যাত্মার্থে মহামুনে ।
 এতৎসর্বং বিদিত্বা তু ভগবানিহ যাগতঃ ॥ ৩৬
 মার্কণ্ডেয় উবাচ ।
 শূণ্ রাজন্ মহাবাহো যত্র ধর্মো ব্যবহিতঃ ।
 নৈব দৃষ্টং রণে পাপং বুধ্যমানস্ত ধীমতঃ ॥ ৩৭
 কিং পুনা রাজধর্মেণ ক্ষত্রিয়স্ত বিশেষতঃ ।
 তদেবং হৃদয়ে কুহা তস্মাৎ পাশং ন চিত্তয়েৎ
 ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা প্রণম্য শিরসা মুনিম্ ।
 পৃচ্ছামি স্বাং মুনিশ্রেষ্ঠ সদা ত্রৈকাল্যদর্শনম্ ।
 কথয় স্বাং সমাসেন মুচোহহং যেন কিম্বিধাৎ ॥
 মার্কণ্ডেয় উবাচ ।
 শূণ্ রাজন্ মহাভাগ যস্মাৎ পৃচ্ছসি ভারত ।
 এবং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ তীর্থকৈব যুধিষ্ঠির ॥ ৪০
 কিং পুনত্রীক্ষণৈঃ পুণ্যৈঃ কীর্তিতং বৈ
 পুরা বিভো ।

অগ্রে বল । ২৬—৩৫ । যুধিষ্ঠির বলিলেন,—
 মহামুনে । রাজ্যের জন্য আমাদের যাহা
 ঘটিয়াছে, সে সকল জানিয়াই ত আপনি
 এখানে আসিয়াছেন । মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—
 মহাবাহো ! রাজন্ ! ধর্ম যাহাতে অবস্থিত,
 তাহা শ্রবণ কর । বুধ্যমান ধীমান ব্যক্তির
 রণে পাপ দেখা যায় না, বিশেষতঃ রাজ-
 ধর্মাসুরের ক্ষত্রিয়ের যে তাহাতে কিছুমাত্রই
 পাপ নাই ; তাহা আর কি বলিব ? অতএব
 উহা হৃদয়ে ধারণ করিয়া বুক জন্ত পাপ চিন্তা
 করবে না । অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির মন্তক
 দ্বারা প্রণামপূর্বক মুনিকে বলিলেন,—মুনি-
 শ্রেষ্ঠ ! আপনি ভূত ভবিষ্য বর্তমান এই
 কালত্রয়ের ব্যাপার জানেন, আমি যাহাতে
 এই কিম্বিধ হইতে মুক্ত হইতে পারি,
 সূক্ষ্মেণ এমন বিধি বলুন । মার্কণ্ডেয়
 বলিলেন,—মহাভাগ ভারত ! তুমি যে
 আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, এ বিষয়ে সাংখ্য
 (তত্ত্ব-জ্ঞান), যোগ, ও তীর্থ এই তিনটিই
 প্রধান উপযোগী ; কিন্তু বিভো ! পুরাকরে

• প্রয়াগগমনঃ শ্রেষ্ঠঃ নরাণাং পুণ্যকৰ্মণাম্ ॥৪১

বুধিষ্টির উবাচ ।

জগদ্বন শ্রোতুমিচ্ছামি পুরা কল্পে যথা স্থিতম্

কথং প্রয়াগগমনঃ নরাণাং তত্র কৌতুহলম্ ॥৪২

বৃত্তান্ কা গতিস্তত্র স্নাতানাকৈব কিং কলম্
এতন্মে সৰ্বমাখ্যাযি পয়ঃ কোতুহলং হি মে ॥৪৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

কথয়িষ্যামি তে বৎস প্রয়াগস্ত চ যৎ কলম্ ।

পুরা অযীণাং সদসি কথ্যমানং ময়া কৃতম্ ॥৪৪

আ প্রয়াগাৎ প্রতিষ্ঠানাকৰ্ম্মকৌবাসুকৌতুহলং ।

কহলাবতরো নাগৌ নাগাশ্চ বহুমূলিকঃ ॥৪৫

এতৎ প্রজাপতিক্ষেত্রং ত্রিষু লোকেষু বিস্তৃতম্

অত্র স্নাত্বা দিবং যাস্তি যে মৃতাস্তেহপুনর্ভবাঃ ।

তত্র ব্রহ্মাদয়োঃ দেবা রক্ষাঃ কুৰ্বন্তি সঙ্গতাঃ ।

অন্তে চ বহুবন্তীৰ্থাঃ সৰ্বপাপহরাঃ শুভাঃ ॥ ৪৬

ন শক্যাঃ কথিতুং রাজন বহুবর্ষণতৈরপি ।

পুণ্য ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক পুণ্যকৰ্ম্মা নরগণের

প্রয়াগগমনই শ্রেষ্ঠঃ এই কথা কৌর্ত্তিত

হইয়াছে। বুধিষ্টির বলিলেন,—ভগবন্!

পুণ্যকৰ্ম্মে প্রয়াগ কিরূপ ছিল? নরগণ

প্রয়াগে গমন করিত কিরূপে? সেখানে মৃত

ব্যক্তিগণেরই বা কি গতি? মৃতগণেরই বা

কি গতি? স্নাতদিগেরই বা কি কল?

তিনিতে ইচ্ছা করি। এ বিষয়ে আমার পরম

কোতুহল জন্মিয়াছে, আপনি এই সমস্ত

আমার নিকটে বলুন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—

বৎস! তোমাকে প্রয়াগের যে কল তাহা

বর্ণিতেছি। পুরাকালে অযিদগের সভায়

কথ্যমান হ'লে আমি উহা শুনিয়াছিলাম।

ব্রহ্মগ, প্রতিষ্ঠান, ধর্ম্মকী হ্রদ ও বাসুকী হ্রদ

হইতে কহলাবতর-নাগদ্বয়ের তীর্থ ও বহু-

মূলিকা নাগতীর্থ পর্য্যন্ত ভূভাগ প্রজাপতি-

ক্ষেত্রে বলিয়া তিন লোকে বিস্তৃত। এখানে

স্নান করিলে স্বর্গে যায়; যাহারা মৃত হয়

স্নাতদিগের পুনর্জন্ম হয় না। ৩৬—৪৬।

ব্রহ্মাদি দেবগণ সঙ্গত হইয়া তথায় থাকিয়া

সকলই তীর্থে রক্ষা করেন। রাজন!

সঙ্কেপেণ প্রবক্ষ্যামি প্রয়াগস্ত চ কৌর্ত্তনম্ ॥৪৭

যষ্টিধর্ম্মঃসহস্রাণি পরিরক্ষন্তি জাহুবীম্ ।

যমুনাং রক্ষতি সদা সবিভা সন্তোহনঃ ॥ ৪৮

প্রয়াগস্ত বিশেষেণ স্বয়ং রক্ষতি বাসবঃ ।

মণ্ডলং রক্ষতি হরিদেবৈঃ সহ অঙ্গসম্ভতম্ ॥ ৪৯

তং বটং রক্ষতে নিত্যং শূলপাণির্মহেশ্বরঃ ।

স্থানং রক্ষন্তি বৈ দেবাঃ সৰ্বপাপহরাঃ শুভম্ ।

অধর্ম্মেণ বৃত্তো লোকো নৈব গচ্ছতি সংপদম্

স্বল্পমন্নতরং পাপং যদা তস্ত নরাধিপ ।

প্রয়াগং স্মরণান্ত সৰ্বমায়াতি সঙ্করম্ ॥ ৫০

দর্শনাত্তত্ তীর্থস্ত নামসঙ্কীৰ্ত্তনাদপি ।

মুক্তিকালভনায়াপি নরঃ পাপাঘ্নিমুচ্যতে ॥ ৫১

পঞ্চ কুণ্ডানি স্নাত্বৈষাং মধ্যে তু জাহুবী

প্রয়াগে তু প্রতিষ্ঠন্ত পাপং নশ্রুতি তৎক্ষণাৎ ॥

যোজনানাং সহস্রেষু গচ্ছাং স্মরতি যো নরঃ

অপি দ্রুতকৰ্ম্মা লভতে পরমাং গতিম্ ॥

সৰ্বপাপহর শুভ আরও বহু বহু তীর্থ আছে,

বহুশত বধেও এই সকলের বিবরণ বলিতে

পারা যায় না। অতএব সংক্ষেপে প্রয়াগের

মাহাত্ম্য কৌর্ত্তন করিতেছি। যষ্টিসহস্র রক্ষক

ধর্ম্ম ধারণ করত জাহুবীকে পরিরক্ষণ করে।

সন্তোহন সবিভা সদা যমুনাকে রক্ষা করেন।

প্রয়াগ ক্ষেত্রেই স্বয়ং বাসব বিশেষরূপে রক্ষা

করেন, সঙ্কনসম্ভত মণ্ডলকে দেবগণ সহ

হ'ব রক্ষা করেন। সেই অক্ষয় বটকে

শূলপা। মহেশ্বর নিত্য রক্ষা করেন।

সৰ্বপাপহর শুভ এই সমগ্র স্থান দেবগণ-রক্ষা

করেন। লোক সকল অধর্ম্মে আবৃত বলিয়া

সংপদ প্রাপ্ত হয় না। অন্ন বা অন্নতর পাপ

সকল প্রয়াগের স্মরণ মাত্রই সংক্ষয় প্রাপ্ত

হয়। সেই তীর্থের দর্শন, নামসঙ্কীৰ্ত্তন বা

গায়ে মৃত্তিকা লেপন করিলে নর পাপি হইতেই

বিমুক্ত হয়। প্রয়াগে পাঁচটা কুণ্ড, মধ্যভাগে

জাহুবী বিরাজিত, সেখানে প্রতিষ্ঠ হইতেই

তৎক্ষণাৎ পাপ সকল বিনষ্ট হয়। সহস্র

যোজন দূরে থাকিয়াও যৈ নর গচ্ছাকে

স্মরণ করে, সে ঘোর দ্রুতকৰ্ম্মা হইতে

কীৰ্ত্তনামুচ্যতে পাণিন্দ্রী তত্রাপি পততি ।
 অবগাহ ৫ নীবা ৫ পুনাতাসপ্তমঃ কুলম্ ॥৫৭
 সত্যবাদী জিতক্রোধো অহিংসায় পরমাংস্থিতঃ
 ধৰ্ম্মাশ্রমসারী তত্ত্বজ্ঞো গোব্রাহ্মণহিতে রতঃ ॥৫৮
 গঙ্গাযমুনায়োর্মধ্যে নাত্তো মুচ্যেত কিম্বিবাৎ ।
 যনসা চিত্তিতান্ কামান্ সম্যক্ প্রাপোতি
 পুঙ্কলান্ ॥ ৫৯
 ভক্তো গঙ্গা প্রয়াগস্ত সৰ্বদেবভিরক্ষিতম্ ।
 ব্রহ্মচারী বসেন্দ্র্যাসঃ পিতৃদেবাস্চ তৰ্পয়েৎ ॥ ৬০
 ঈশিতান্ লভতে কামান্ যত্র ভ্রাতৃভিজায়তে
 তপনন্তু নুভ্য দেবী ত্রিষু লোকেষু বিজ্ঞতা ।
 সঙ্গাগতা মহাভাগা যমুনা যত্র নিয়গা ॥ ৬২
 তত্র সন্নিহিতো নিত্যং সাক্ষাদেবো মহেশ্বরঃ ।
 হুস্ত্রাপং মাংসৈঃ পুণ্যং প্রয়াগস্ত বুধিষ্ঠির ॥ ৬৩
 দেবদানবগন্ধৰ্ব্বা ঋষয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ ।
 তত্রৈশিষ্যশ্চ রাজেন্দ্র স্বৰ্গলোকে স্মৃৎ গতাঃ

পরিমাণ গতি পায়। গঙ্গাকে কীৰ্ত্তন করিলে
 পাপ হইতে মুক্ত হয়, দর্শন করিলে মঙ্গল
 লাভ করে, অবগাহন ও পান করিলে
 আসপ্তম কুল পবিত্র কবিত্তে পারে ॥৫৭—৫৯
 সত্যবাদী, জিতক্রোধ, পরমা অহিংসায়
 অবস্থিত, ধৰ্ম্মাশ্রমসারী, তত্ত্বজ্ঞ, গো-ব্রাহ্মণের
 হিতে রত নর গঙ্গা ও যমুনার মধ্যে (সঙ্গম
 স্থলে) নাড়ি হইলে কিম্বিষ হইতে মুক্ত হয়
 এবং মনে চিত্তিত পুঙ্কল কাম সকল সম্যক্
 প্রাপ্ত হয়। অতএব সৰ্বদেবভিরক্ষিত
 প্রয়াগে গমনপূর্বক ব্রহ্মচারী হইয়া একমাস
 বাস করিবে এবং পিতৃদেবতাদিগের তৰ্পণ
 করিবে। এরূপ করিলে যে কোন স্থানেই
 থাকুক, ঈশিত কাম সমস্ত লাভ করিবে।
 যেখানে তিন লোকে বিজ্ঞতা মহাভাগা
 তপনন্তু দেবী যমুনা নদী সমাগতা,
 সেখানে সাক্ষাৎ দেব মহেশ্বর নিত্য সন্নিহিত
 থাকেন। বুধিষ্ঠির! পুণ্য প্রয়াগধাম মানুষ-
 গণের হুস্ত্রাপ্য। রাজেন্দ্র! সেখানে উপাসনা
 করিয়া দেব, দানব, গন্ধৰ্ব্ব, ঋষি, সিদ্ধ ও
 চারিগণ সকলেই স্মৃতে স্বৰ্গলোকে গিয়া-

শুণ রাজন প্রয়াগস্ত মাহাশ্রম, পুনরেষ তু।
 প্রয়াগে সৰ্বপাপেভ্যো মুচ্যতে লাত্ সংশয়ঃ ।
 আত্মানাক দরিদ্রাণাং নিশ্চিতব্যবণাং যনাশ্চ ।
 স্বানং বৃদ্ধা প্রয়াগস্ত নাক্ষয়ন্ত কদাচন ॥ ৬৪
 গঙ্গাযমুনামালাদ্য যন্ত প্রাণান্ পরিত্যজেৎ ॥
 দীপ্তকাক্ষনবর্ণাভে বিমানে সূর্য্যবর্তসি ॥ ৬৭
 গঙ্গাধাপরসান্ মধ্যে স্বর্গে মোদেত মানবঃ ।
 ঈশিতান্ লভতে কামান্ বদন্তি ঋষিপুঙ্কবাঃ ।
 সৰ্ব্বরত্নময়ৈর্দৈব্যানানামধ্বজসমাকুলৈঃ ।
 বরাধনাসমাকীর্ণৈর্মোদতে শুভলক্ষণৈঃ ॥ ৬৯
 গীতবাদ্যনির্ঘোষৈঃ প্রসুপ্তঃ প্রতিবুধ্যতে ।
 যাবন্ন স্বরতে জন্ম তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে ॥ ৭০
 তত্র স্বর্গাৎ পরিভ্রঃ কৌণকশ্চা দিবচ্চ্যুতঃ ।
 হিরণ্যবস্ত্রসম্পূর্ণে সমুদ্রে জায়তে কুলে ॥ ৭১
 তদেব স্বরতে তীর্থং স্বরণাত্তম গচ্ছতি ।
 দেশেষ্টো যদি বারণো বিদেশে যদি বা গৃহে ॥

ছেন। রাজন! পুনরায় প্রয়াগের মাহাশ্রম
 ভ্রবণ কর। প্রয়াগে যাইয়া সৰ্বপাপ হইতে
 মুক্ত হয়; ইহাতে সংশয় নাই। আত্ম,
 দরিদ্র বা দৃঢ় অধাবসায়ীদিগের প্রয়াগ ক্ষেত্র
 ব্যতীত কদাচ অন্ত কুহাপি অক্ষয় সূত্বের
 সম্ভাবনা নাই। ৬৮—৬৯। গঙ্গা-যমুনা-
 সঙ্গমে যে মানব প্রাণ পরিত্যাগ কবে, সে
 দীপ্তকাক্ষনবর্ণ সূর্য্যসম দ্বাতিশালী বিমানে
 বিহার করত গন্ধৰ্ব্ব-অপ্সরোগণ সহ স্বর্গে
 মুদিত হয় এবং ঈশিত কাম সমস্ত লাভ
 করে; ঋষিপুঙ্কবগণ ইহা বলিয়া থাকেন।
 সে সৰ্ব্বরত্নময়, নানাবিধ ধ্বজনিচয়ে
 সুশোভিত, বরাধনাজনে সমাকীর্ণ, শুভলক্ষণ
 দিবা বিমানসমুদয়ে বিহার করে। প্রসুপ্ত
 হইলে গীত বাদ্য-নির্ঘোষে প্রতিবোধিত
 হয়। যত কাল যাবৎ জন্ম স্বরণ না করে,
 তাবৎ কাল এইরূপে স্বর্গে সম্মানিত হয়।
 পরে কর্তব্য বশত স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া
 হিরণ্য-বস্ত্রসম্পূর্ণ সমুদ্রে জন্মগ্রহণ করে।
 আবার সেই তীর্থ স্বরণ করে; স্বরণ করিয়া
 আবার সেখানে যায়। দেশে বা বিদেশে

প্রয়াগে অন্নমাণোহপি যন্ত প্রাণান পরিভাজেৎ
স ত্রক্ষলোকমাপ্রোতি বদন্তি ঋষিপুঙ্গবাঃ ॥ ৭৩
সর্বকামকলা বৃক্ষা মহী যন্ত হিরণ্যয়ী ।
ঋষয়ো যুগ্মঃ সিদ্ধা যন্ত লোকে প্রগচ্ছতি ॥ ৭৪
ত্ৰীসহস্রাকুলে রথো মন্দাকিনীতটে গতে ।
মোদতে ঋষিভিঃ সার্বং স্বকৃতেনেহ কৰ্ম্মণা ॥ ৭৫
সিদ্ধগণগচ্ছকৈঃ পূজ্যতে দিবি দৈবভৈঃ ।
ভক্তঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টো জম্বুদ্বীপপতির্ভবেৎ ॥ ৭৬
ভক্তঃ শুভানি কৰ্ম্মাণি চিন্তয়ানঃ পুনঃপুনঃ ।
শুণবান্ বিত্তসম্পন্নো ভবতীহ ন সংশয়ঃ ॥ ৭৭
কৰ্ম্মণা মনসা বাচা সত্যধর্মপ্রতিষ্ঠিতঃ ।
গজায়মন্যোর্মধ্যে যন্ত দানং প্রযচ্ছতি ॥ ৭৮
সুবর্ণমণিসুভাং বা যদি ধাতুং প্রতিগ্রহম্ ।
অকাধ্যে শিক্কাধ্যো বা দেবভাত্যর্চনেনাপি বা
নিষ্ফলং তন্ত ততীর্থং যাবন্তৎফলমশ্নুতে ॥ ৭৯
এবং তীর্থে ন গজীয়াৎ পুণ্যেদায়তনেষু চ ।

অন্নো বা গৃহে যেখানেই হউক, প্রয়াগ তীর্থ
অন্ন করত যদি প্রাণ পবিত্র্যাগ করে, তবে
সে ত্রক্ষলোক প্রাপ্ত হয়। ঋষিপুঙ্গবেরা এই
কথা বলেন। যেখানে বৃক্ষ সকল সর্বকাম-
কলপ্রদ, যেখানকার মহী হিরণ্যয়ী, সিদ্ধ-মুনি-
ঋষিগণ যেখানে গমন করেন, ত্রীসহস্রে
সমাকুল মন্দাকিনীর তাদৃশ শুভতটে সেই
ব্যক্তি স্বকৃত কৰ্ম্মফলে ঋষিগণ সহ মুদিত
হয়। সে স্বর্গলোকে সিদ্ধ চরণ-গচ্ছন্নগণ
কর্তৃক পূজিত হয়। তার পর সর্গ লইতে
পরিভ্রষ্ট হইয়া জম্বুদ্বীপের পতি হয়। পরে
আবার বিবিধ শুভ কৰ্ম্ম চিন্তা করত সেই
স লোক অক্লান্ত করে। সুতরাং সে শুণবান
এবং বিত্তসম্পন্ন হয়। ইহাতে সন্দেহ
নাই। ৭৭—৭৭। কৰ্ম্ম, মন ও বাচ্যে সত্য-
ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যে কোনও বস্তু দান
করিবে। যদি কেহ তীর্থে যাইয়া সুবর্ণ, মণি,
বৃক্ষা বা ধাতু প্রতিগ্রহ করে, তবে যাবৎ
কাল পর্যন্ত সেই প্রতিগ্রহীত দ্রব্য ভোগ
করে, তাৎকাল তাহার সেই তীর্থ বিফল

নিমিত্তে চ সর্বৈষু অপ্রমত্তো যিজো জবেৎ
কপিলাং পাটলাবর্ণাং প্রয়াগে যঃ প্রযচ্ছতি ।
স্বর্ণশুক্লং রৌপ্যখুরাং তৈলকঙ্কঃ পরিশ্রিনীম্ ॥ ৮০
প্রয়াগে শ্রোত্রিয়ঃ সাধুঃ গ্রাহয়িত্বা যথাবিধি ।
শুক্লাধ্বরধরং শান্তং ধর্মজ্ঞঃ বেদপারগম্ ॥ ৮১
সাঁ গোস্তম্বে চ দাতব্য্য গজায়মনসঙ্গমে ।
বাসাংসি চ মহার্হাণি রত্নানি বিবিধানি চ ॥ ৮২
যাবজ্জ্যোমানি তন্তা গোঃ সন্তি গাত্রেষু সন্তম ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৮৩
যত্রাসৌ লভতে জন্ম সা গোস্তম্ভাতিজায়তে ।
ন চ পশুভ্যাসৌ ঘোরং নরকং তেন কৰ্ম্মণা ॥ ৮৪
উত্তরান্ স কুরুন্ প্রাপ্য যোদতে কালমক্ষয়ম্
গবাং শতসহস্রেভ্যো দদ্যাদেকাং পরিশ্রিনীম্ ॥
পুত্রান দারান্তথা ভৃত্যান গৌরেকা প্রতি-
তারয়েৎ ।
তস্মাৎ সর্বৈষু দানেষু গোদানম্ বিশিন্যতে ॥

হয়। অতএব দ্বিজ তীর্থ সকলে এবং পুণ্য
আয়তনসমূহে দান গ্রহণ করিবেন না। সর্ব-
বিধ নিমিত্তে দ্বিজ অপ্রমত্ত হইবেন।
প্রয়াগে গজা-যমুনা-সঙ্গম স্থলে যদি কেহ
যথাবিধি শুক্লাধ্বরধারী, শান্ত, বেদপারদ,
ধর্মজ্ঞ, শ্রোত্রিয় সাধু, বিপ্রকে পাটলাবর্ণা
পরিশ্রিনী কপিলা-গো স্বর্ণ দ্বারা শব্দ ও রৌপ্য
দ্বারা খুর মণ্ডিত করিয়া কণ্ঠদেশে বস্ত্রবন্ধন-
পূর্বক মহার্হ বস্ত্র ও বিবিধ রত্ন সহ জ্ঞান
করে, তেবে হে সন্তম! সেই মনিব! সেই
কপিলা-গোস্তমে যত সোম থাকিবে তত
সহস্র বৎসর স্বর্গলোকে সম্মানিত হয়। পরে
সে যেখানে জন্ম লাভ করে, সেই গাভীও
সেইখানেই জন্মে। সেই কর্ষের ফলে
সে ঘোর নরক দর্শন করে না। সে উত্তর
বৃক্ষ প্রাপ্ত হইয়া অক্ষয় কাল মুদিত হয়।
শত-সহস্র গোদান অপেক্ষা একটি পরিশ্রিনী
গাভী দান করা কর্তব্য। একটি গাভী
পুত্র দার ভৃত্য সকলকেই পরিজ্ঞান করে।
এ নিমিত্ত সকল দানের মধ্যে গোদানই

দুর্গমে বিবমে ঘোরে মহাপাতকসত্তবে ।
গৌরবে বক্ষাৎ কুরুতে তন্মদেয়া বিজাতয়ে ।
ইতি ত্রীর্ণায়ে স্বর্গগন্তে প্রয়াগমাহাশ্ব্যকথনে
বিংশোধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশোধ্যায়ঃ ।

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

যথা প্রয়াগস্থ মূনে মাহাশ্ব্যং কথিতং হুয়া ।
তথা যথা প্রমুচোহং সর্গপাপৈর্ন সংশয়ঃ ॥ ১ ॥
ভগবন কৈন বিধিনা গম্যব্যং ধর্মনিশ্চয়েঃ ।
প্রয়াগে যো বিধিঃ প্রোক্তস্তং মে ত্রাহি মহামুনে
মার্কণ্ডেয় উবাচ ।
কথয়িষ্যামি তে বৎস তীর্থযাত্রাবিক্রমম্ ॥ ৩ ॥
যো গচ্ছেত কুরুশ্রেষ্ঠ প্রয়াগং দেবসংযুতম্ ।
বলীবর্দ্ধং সমারুঢ়ং শূণ তস্মাপি যৎকলম্ ॥ ৪ ॥
বসতে নবকে ঘোরে গবাং ক্রোধে সূদারুণে

বিশিষ্ট । দুর্গমে বিবমে বা ঘোর মহাপাতক
সমুত হইলে গাভীই বক্ষা করে, অতএব
দ্বিজাতিকে গো দান করিবে । ৭৮—৮৮ ।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২০ ।

একবিংশ অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মুনে! আপনি যেমন
প্রয়াগের মাহাশ্ব্য বলিলেন, তদ্রূপ আমি
ব্যর্থাতে নিঃসন্দেহরূপে সর্গপাপে মুক্ত হইতে
পারি, তাহ্মিস্ত হে মহামুনে! প্রয়াগে যে
বিধি বিহিত আছে, তাহা আমাকে বলুন ।
হে ভগবন! ধর্মবিধানী মানবগণের কোন
বিধি অল্পসারে ঐ স্থানে যাইতে হয়?
মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—বৎস! কোমাকে
তীর্থযাত্রা সহজায় বিধি ও ক্রম (অল্পঠান-
প্রাণালী) বলিতেছি । কুরুশ্রেষ্ঠ! দেবগণ-
সংযুত প্রয়াগধাটম যে মানব বলীবর্দ্ধে সমা-
রুঢ় হইয়া গমন করে, তাহার যে কল হয়,
লম্বন কর । সে গো-ক্রোধ নামে সূদারুণ

সলিলক ন গুরুস্তি পিতরন্তস্তু দেহিনঃ ॥ ৫ ॥
যন্ত পুত্রাঃস্তথা বালান্ ভ্রাপয়েৎ পায়য়েন্তথা ।
যথাস্থনস্তথা সর্গান দানং বিশেষ্য দাপয়েৎ ॥ ৬ ॥
ঐশ্বর্যালোভান্নোহাহা গচ্ছেদ্যানেন যো নরঃ
নিফলং তস্ত তত্তীর্থং তন্মাদ্যানং পরিত্যজেৎ
গঙ্গায়মুনয়োর্বধে যন্ত কন্তাঃ প্রযচ্ছতি ।
আর্ষণে তু বিধানেন যথাবিভবসম্ভবম্ ॥ ৮ ॥
ন চ পশ্চাতি তং ঘোরং নরকং তেন কর্মণা ।
উত্তরান স কুরুন গঙ্গা মোদতে কাসমক্ষয়ম্ ॥ ৯ ॥
পুত্রাঃস্ত দারান্ লভতে ধার্মিকায়সংযুতান্ ।
তত্র দানং প্রদাতব্যং যথাবিভবসম্ভবম্ ॥ ১০ ॥
তেন তীর্থকলেনৈব বর্দ্ধতে নাত্র সংশয়ঃ ।
দুর্গে তিষ্ঠতি রাজেন্দ্র যাবদাভুতসংপ্রবম্ ॥ ১১ ॥
বটমূলং সমাশ্রিত্য যন্ত প্রাণান পরিত্যজেৎ ।
সমিলোকানতিক্রম্য কদলোকং স গচ্ছতি ॥ ১২ ॥

ঘোব নরকে বাস করে । পিতৃগণ সেই দেহীর
প্রদত্ত তর্পণ-সলিলও গ্রহণ করেন না । যে
নর ঐশ্বর্য প্রকটন লোভে বা মোহবশত
যানারোহণে তীর্থে যায়, কিম্বা িজে যেমন
যেমন অল্পঠান করে, তদনুরূপ যাহারা ধর্ম-
তত্ত্ব গ্রহণে অসমর্থ এমন পুত্র-বালকাদি
পরিজনগণকেও দান করায়, পান করায়
এবং বিপ্র জনে দান করায়, তাহার সেই
তীর্থ নিফল । অতএব যানাদি (দম্ভ-মোক্ষময়
আচরণ) পরিত্যাগ করিবে । যে জন গঙ্গা-
যমুনার মধ্যে বিভবানুরূপ অর্থবিধান অল্প-
সারে কন্তা প্রদান করে, সেই কর্ম প্রভাব
সে সেই ঘোর নরক দর্শন করে না । সে
উত্তর কুরুতে গমনপূর্বক অক্ষয় কাল দিগন্ত
হয় । সে ধার্মিক ও নীতিসংযুত পুত্র এবং
দার্য্য লাভ করে । অতএব তথায় যেমন
বিভব থাকে, তদনুরূপ দান প্রদান কন্তা
কর্তব্য । যাহাই দান করুক, সেই তীর্থে
কলে তাহা বর্দ্ধিত হয়, ইহাতে সংশয় নাই ।
সুতরাং হে রাজেন্দ্র! সে মহাপ্রলয় পর্যন্ত
দুর্গে অবস্থান করে । ১—১১ । অক্ষয় কটোর
মূল আশ্রয় করিয়া যে প্রাণত্যাগ করে,

তত্র তে হাদাদিচ্যাস্তপস্তু ক্রদমাস্তিতাঃ ।
 নির্দিষ্টজগৎ সৰ্বং বটমূলং ন দহতে ॥ ১৩
 নষ্টচৈক্যকিপবনং যদা চৈক্যবৎ জগৎ ।
 অশিতাত্ৰৈব বৈ বিষ্ণুরিজমাংসঃ পুনঃপুনঃ ॥
 দেবদানবগন্ধৰ্বাশ্চ যযঃ সিদ্ধচারণাঃ ।
 সদা সেবন্তি ততীৰ্থং গঙ্গাযমুনসঙ্গমে ॥ ১৫
 তত্র গচ্ছন্তি রাজেন্দ্র প্রয়াগে সংযুক্ত যৎ ।
 তত্র ব্রহ্মদেহো দেবা দিশশ্চৈব দিগীৰ্বাঃ ॥ ১৬
 লোকপালাশ্চ সাধাশ্চ পিতরো লোকসক্ৰতাঃ ।
 সনৎকুমারপ্রমুখাস্তথৈব পরমর্ষয়ঃ ॥ ১৭
 অক্ষিরঃ প্রমুখাশ্চৈব তথা ব্রহ্মর্ষয়ঃ পরে ।
 তথা নাগাশ্চ সিদ্ধাশ্চ সুপর্ণাঃ খেচরাশ্চ য়ে ॥ ১৮
 সবিতঃ সাগরাঃ শৈলা নাগা বিদ্যাধরাস্তথা ।
 হরিশ্চ ভগবানাস্তে প্রজাপতিপূরস্কৃতঃ ॥ ১৯
 গঙ্গাযমুনয়োৰ্দ্ধে পৃথিব্যা জঘনং স্মৃতম্ ।
 প্রয়াগঃ রাজশাৰ্দূল ত্রিষু লোকেষু বিষ্কৃতম্ ॥

সে সৰ্বলোক অতিক্রমপূৰ্বক কল্পলোকে
 গমন করে। প্রলয়কালে যখন ণাদিশ
 জ্বালিত্য ক্রদকে আশ্রয়পূৰ্বক সমগ্র জগৎ
 নির্দিষ্ট করেন, তখনও বটমূল দহ হয় না।
 যখন চন্দ্র অর্ক পবন সকলই নষ্ট হইয়া যায়,
 তখন বিষ্ণু এই স্থানেই শয়ন করিয়া থাকেন
 এবং পুনঃপুন ইজামান হন। দেব দানব,
 গন্ধৰ্ব, অসি, সিদ্ধ ও চরনগণ সদা সেই গঙ্গা-
 যমুনাসঙ্গমে প্রয়াগ তীর্থের দেবা করেন।
 ব্রাহ্মজেন্দ্র! প্রয়াগে সংযুক্ত সেই গঙ্গা-যমুন-
 সঙ্গম স্থলে ব্রহ্মাদি দেবগণ, দিক সকল, দিগী-
 র্বরণ, লোকপাল, সাধা, সিদ্ধ, বিদ্যাধর ও
 পিতৃগণ, সনৎকুমারপ্রমুখ পবন অধিগণ,
 অক্ষিরা প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি সকল, সুপর্ণাদি খেচর-
 নাদি, সবিতঃ সাগর শৈল সর্প নাগ, ইত্যাদি
 অসুরনিকর এবং প্রজাপতি সহ ভগবান
 অবস্থিত আছেন। রাজশাৰ্দূল! গঙ্গা ও
 যমুনার মধ্য স্থলে স্থিত প্রয়াগ ক্ষেত্রে পৃথিবীর
 জঘনম বলিয়া স্মৃত হয়; ইহা তিন লোকে
 বিষ্কৃত। ভারত! ত্রিলোকমধ্যে ঐ স্থান
 অপেক্ষা পুণ্যতম আর কিছুই নাই।

ততঃ পুণ্যতম* নাস্তি ত্রিষু লোকেষু ভারত ॥
 শ্রবণাক্তস্ত তীর্থস্ত নামসঙ্কীৰ্ত্তনদ্রুপি ।
 মুক্তিকালস্তনাশাপি নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ২১
 তত্রাভিষেকং যঃ কুর্ধ্যাৎ সঙ্গম সংশ্লিষত* ।
 তুলা* ফলমবাপ্নোতি রাজস্বয়শ্চমেধয়োঃ ॥ ২২
 ন দেববচনাস্তাত ন লোকবচনদ্রুপি ।
 মতিক্রমক্রমণীয়া তে প্রয়াগগমনঃ প্রতি ॥ ২৩
 দশ তীর্থসহস্রাণি ষষ্টিকোটাস্থাপনাঃ ।
 যেষাং সান্নিধ্যমাত্রৈব কীর্তিতং কুরুনন্দন ॥ ২৪
 যা গতির্যোগযুক্তস্য সদুখস্য মনোয়িণঃ ।
 সা গতিস্ত্যজতঃ প্রাণান্ গঙ্গাযমুনসঙ্গমে ॥ ২৫
 তে ন জীবন্তি লোকেহ* স্মন যত্র যত্র যুবিষ্টিয়
 য়ে প্রয়াগঃ ন সম্প্রাপ্তাস্ত্রিষু লোকেষু
 বিষ্কৃতম্ ॥ ২৬
 ভব* দৃষ্ট্য তু ততীৰ্থং প্রয়াগঃ পরমং পদম্ ।
 মুচ্যতে সৰ্বপাপেভ্যঃ শশাঙ্ক ইব বাহ্লবঃ ॥ ২৭
 কঙ্কলাশ্চতরো নাগো যমুনা দক্ষিণে তটে ।

১২—২০। নর সেই তীর্থের শ্রবণ, নাম-
 সঙ্কীৰ্ত্তন বা গাঞে মুক্তিকালেপন করিলে
 পাপ হইতে প্রমুক্ত হয়। যে নব প্রশস্তনিয়ম
 সম্পন্ন হইয়া সেই সঙ্গম স্থলে অভিষেক
 কবে, সে বাজস্বয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের তুলা
 ফল পায়। তাহ! না দেববচন, না লোক-
 বচন, কিছুতেই যেন প্রয়াগগমনের প্রতি
 তোমাব মতি পরবর্তিত না হয়। কুরুনন্দন!
 যে ষষ্টিকোটী দশসহস্র তীর্থ কীর্তিত হয়,
 তাহ দিগের এইখানেই সান্নিধ্য। যোগযুক্ত
 ব্রহ্মপরাধ মনোবাদিগের যে গতি, গঙ্গা-
 যমুনা সঙ্গমে প্রাণ ত্যাগ করিলেও সেই
 গতি লাভ হয়। যুবিষ্টিয়! যেখানে যেখানেই
 থাকুক, যাহারা তিন লোকে বিষ্কৃত প্রয়াগে
 যায় নাই, শাহারা ইহলোকে জীবিত নহে,
 অর্থাৎ জীবিত হইলেও মৃততুলা। এইরূপ
 মাহাত্ম্য সম্পন্ন পরম-পদ-প্রাপক সেই প্রয়াগ
 তীর্থ দর্শনে রাজ হইতে মুক্ত শশাঙ্কের স্যায়
 সৰ্বপাপে মুক্ত হয়। যমুনার দক্ষিণ তটে
 কঙ্কল ও অশ্বতথ নাগস্বয়ের তীর্থ আছে।

তত্র মায়া চ শীঘ্রা চ মৃত্যুতে সৰ্বপাতকৈঃ ॥ ২৮ ॥
তত্র গম্মা তু তৎস্থানং মহাদেবস্ত ধীমতঃ ।
নরস্তারয়তে সৰ্বান দশাতীতান্ দশাপরান ॥ ২৯ ॥
কুৰ্ব্বাতিষেকস্ত নরঃ সোহমমেধকলং লভেৎ ।
পূৰ্বলোকমবাপ্নোতি যাবদাভূতসংগ্রবম্ ॥ ৩০ ॥
পূৰ্বপার্শ্বে তু গঙ্গায়াত্ৰিব লোকেষু ভাবত ।
কৃপঞ্চৈব তু সামুদ্রঃ প্রতিষ্ঠানঞ্চ বিজ্ঞতম্ ॥ ৩১ ॥
ব্রহ্মচারী জিতক্রোধহিরাত্রং যদি তিষ্ঠতি ।
সৰ্বপাপবিভঙ্কায়্য সোহমমেধকলং লভেৎ ॥
উত্তরেণ প্রতিষ্ঠানভাগীরথ্যাঞ্চ পূৰ্বতঃ ।
হংসপ্রপতনং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্যবিজ্ঞতম্ ॥
অবমেধকলং তস্মিন্ প্রাপ্তমত্র ভাবত ।
যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্যশ্চ তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে ॥
উদ্বীপুলনে রমো বিপুলে হংসপাভুরে ।
সলিলৈস্তপয়েদযস্ত পিতৃস্তত্র বিমৎসরঃ ॥ ৩২ ॥
যষ্টিবয়সহস্রাণ যষ্টিবয়সতান চ ।

সেবতে পিতৃভিঃ সার্কঃ স্বর্গলোকঃ নরাধিপ ।
পূজাতে সততং তত্র ঋষিগন্ধর্বকিররৈঃ ॥ ৩৩ ॥
ততঃ স্বর্গপরিভ্রষ্টঃ কীৰ্কম্মা দিবচ্ছ্রুতঃ ।
উদ্বীপুলনীনাঙ্ক ভোক্তা ভবতি ভূমিপ ॥ ৩৪ ॥
কাঞ্চীনুপুরশব্দেন সুশোহসৌ প্রাতীবৃধ্যতে ।
ভূক্তা তু বিপুলান্ ভোগাংস্ততীর্থং লভতে পুনঃ
কুশাসনধরো নিত্যং নিয়তঃ সংযতোস্ত্রিয়ঃ ।
একবালস্ত ভূগ্গানো মাসং ভোগপতিভবেৎ ॥
সুবর্ণালঙ্কৃতানস্ত নারীণাং লভতে শতম্ ।
পৃথিবীঃ সমুদ্রাদ্যা মহাভোগপতিভবেৎ ॥ ৪১ ॥
দশগ্রামসহস্রাণাং ভোক্তা ভবতি ভূমিপঃ ।
কাঞ্চীনুপুরশব্দেন সুশোহসৌ প্রাতীবৃধ্যতে ।
বনবাস্তসমাযুক্তা দাতা ভবতি নিত্যশঃ ।
স ভূক্তা বিপুলান্ ভোগাংস্ততীর্থং স্বরতে পুনঃ
অথ তস্মিন্ বটে রমো ব্রহ্মচারী জিতোস্ত্রিয়ঃ ।
উপোষ্য যোগপুরুষে ব্রহ্মজ্ঞানমবাগুয়াৎ ॥ ৪৪ ॥

সেখানে গমন করিয়া ও পান করিয়া সন
পাতক হইতে মুক্ত হয়। ধামান্ মহাদেবের
সেই স্থানে গমন করিয়া নব, অতীত দশ
পুরুষ এবং অপব (অনতীত) দশ পুরুষ
সকলকেই পরিদ্রাণ করে। নর সেখানে
অভিষেক করিয়া অমমেধের ফল লাভ করে
এবং মহাপ্রলয় পর্যন্ত স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয় ।
২৯-৩০ । ভারত! গঙ্গার পূর্ব পার্শ্বে
জিলেকৈ বিজ্ঞত সামুদ্র নামে কৃপ ও
প্রতিষ্ঠান তীর্থ আছে, যার ব্রহ্মচারী ও
জিতক্রোধ হইয়া হিরাত্র তথায় থাকে, তবে
সে সৰ্বপাপবিভঙ্কায়্য হয় এবং অমমেধের
ফল লাভ কর। প্রতিষ্ঠানের উত্তরে
ভাগীরথীর পূর্বধারে ত্রৈলোক্যবিজ্ঞত
হংসপতন নামে তীর্থ আছে। ভারত!
সেখানে গমন করিয়া মাত্র অমমেধের ফল
পায় এবং চন্দ্র-সূর্য্য যাবৎ কাল থাকেন,
তাবৎ কাল স্বর্গলোকে সম্বাসিত হয় ।
হংসবৎ পাণ্ডুরবর্ণ রম্য উদ্বীপুলিনে যে
মানব বিমৎসর করিয়া পিতৃলোকের তর্পণ
করে, হে নরাধিপ! সে পিতৃগণ সহ যষ্টিশত

ও যষ্টিসহস্র বৎ স্বর্গলোক সেবা করে।
সেখানে ঋষি-গন্ধর্ব-কিররগণ বর্জক সতত
পূজিত হয়। হে ভূমিপ! তার পর কাম্ব-
কম্মাঙ্ক দ্ব্যলোক হইতে চ্যুত হইয়া উদ্বীপ
সদৃশী ভামিনীগণের ভোক্তা হয়। সে মুগ্ধ
হইলে নুপুরাদ শব্দে প্রাতীবোধিত হয়।
বিপুল ভোগসমুদায় ভোগ করিয়া পুনরাঘ
সেই তীর্থ লাভ করে। এই স্থানে যদি নিত্য
কুশাসন-বাবহারী, নিয়ত ও সংযতোস্ত্রিয় হইয়া
এক মাস কাল একাহারী হয়, তবে সে
ভোগ্যানচয়ের পতি হইতে পারে। সে
সুবর্ণালঙ্কৃত শত নারী লাভ করে এবং
পদ্মুদ্রা পৃথিবীর মহাভোগসম্বত পতি
হয়। সে দশ সহস্র গ্রামে ভোক্তা ভূমিপ
হয়; মুগ্ধ হইলে কাঞ্চী-নুপুরশব্দে প্রাতি-
বোধিত হয়। নিত্য নিত্য বস্ত্র ধাত্ত সমাবুজ
ও দাতা হয়। সে এইরূপ বিপুল ভোগ
সমস্ত ভোগ করিয়া পুনরায় সেই তীর্থ স্বরণ
করে। তার পর আবার সেই রম্য অক্ষয়
বটে গমনপুষ্টক ব্রহ্মচারী ও জিতোস্ত্রিয় হইয়া
উপবাস করত যোগাশুষ্ঠান দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান

কোটিতীর্থ সমাসাদ্য যন্ত প্রাণান্ পরিত্যাজেৎ
কোটিবর্ষসংখ্যাপি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৪৫
ততঃ স্বর্গাৎ পরিত্রস্তঃ কীপকর্যা দিবচ্চ্যুতঃ ।
সুবর্ণমণিমুক্তাচ্যো কুলে ভবাত রূপবান্ ॥ ৪৬
ততো ভোগবতীঃ গহ্বা বাসুকৈকসুত্রেণ তু ।
দশাবমেধিকং নাম তীর্থং ত্রাপয়ং তবেৎ ॥ ৪৭
কুর্বাতিষেকস্ত নরঃ সোহমমেধকলঃ লভেৎ ।
ধনাঢ্যো রূপবান্ দৃক্ষো দাতা ভবতি ধার্মিকঃ
চতুর্বেদেষু যৎপুণ্যং সত্যবাদেষু যৎফলম্ ।
অহিংসায়ান্ত যো ধর্মো গমনাদেব তত্তবেৎ ॥ ৪৮
কুরুক্ষেত্রসমা গঙ্গা যত্র তত্রাবগাহতে ।
কুরুক্ষেত্রাদশগুণা যত্র সিদ্ধসমাগতা ॥ ৫০
যত্র গঙ্গা মহাভাগা বহুতীর্থতপোধনা ।
সিদ্ধক্ষেত্রং হি তত্র জ্ঞেয়ং নাত্র কার্য্য বিচারণা
কিতৌ তারয়তে মর্ত্যানাং স্তারয়তেহপ্যবঃ ।

প্রাপ্ত হয়। ৩১—৪৪। যে মানব কোটি তীর্থে
যাইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে সহস্রকোটি
বর্ষ স্বর্গলোকে সম্মানিত হয়। তার পর
কর্ম্মক্যান্ডে বর্ণ হইতে পরিত্রস্ত হয়। সে
হালোক হইতে চ্যুত হওত সুবর্ণ মান-
মুক্তাচ্যো কুলে রূপবান হইয়া জন্মে। যে
নর তথা হইতে ভোগবতী তীর্থে যাইয়া
বাসুকী তীর্থের উত্তর দিকে দশাবমেধক
নামে যে অপর এতী ভীর্ষ আছে, তথায়
গমনপূর্ব্বক অভিষেক করে, সে অবমেধের
কললাভে সমর্থ হয়; আর ধনাঢ্য, রূপবান,
দাতা এবং ধার্মিক হইতে পারে। চতুর্বেদা-
ধ্যানে যে পুণ্য, সত্যকথনে যে ফল,
অহিংসায় যে ধর্ম্ম, তথায় গমনমাত্রই তাহা
লাভ হয়। যেখানে সেখানে অবগাহন
করিলেও গঙ্গা সর্ব্বত্রই কুরুক্ষেত্রসমান
পুণ্যকারিনী জানিবে। কিন্তু যেখানে সিদ্ধ-
সহ মিলিত হইয়াছে, সেখানে কুরুক্ষেত্র
অপেক্ষাও দশগুণ অধিক ফলপ্রদ। বহুতীর্থ
ও তপোধনগর্ভে সমাধিতা মহাভাগা গঙ্গা
যেখানে বিরাজিতা, সেই স্থান সিদ্ধক্ষেত্র;
ইহাকে আর বিচার করা কর্তব্য নহে। সেই

দিবি তারয়তে দেবাংস্তেন সা ত্রিপথা স্মৃতা ৪৫
যাবদহীনি গঙ্গায়াং তিষ্ঠতি তন্ত দেহিনঃ ।
তাবদ্বর্ষসংখ্যাপি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৫০
তীর্থানান্ত পরং তীর্থং নদীনামুত্তমা নদী ।
মোক্ষদা সর্ব্বভূতানাং মহাপাতকানামপি ॥ ৫৪
সমুদ্র মূলভা গঙ্গা ত্রিমু স্থানেষু দুর্লভা ।
গঙ্গাধারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ॥ ৫৫
তত্র স্নাত্বা দিবং যাস্তি যে মৃতাশ্চেৎপুনর্ভবাঃ ॥
সমুদ্রাধিপে ভূতানাং পাপোপহতচেতসাম্ ।
গ তরন্তত্র মর্ত্যানাং নাস্তি গঙ্গাসমা গতিঃ ॥ ৫৭
পবিত্রাণাং পবিত্রং বা মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্ ।
মহেশ্বরশরোভ্রষ্টা সর্বপাপহরা শুভা ॥ ৫৮
শুণু রাজন্ প্রয়াগস্ত মাহাশ্রয়ং পুনরেষ তু ।
যচ্ছ্রুত্বা সর্বপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥
মানসং নম ততীর্থং গঙ্গায়ামুত্তরে তটে ।
জিরাহ্রোপোষিতো হুত্বা সর্বকামানবাশুযাং ॥

গঙ্গা ক্ষিতিলে মর্ত্যদিগকে জ্ঞান করে,
অধোভাগে নাগগণকে জ্ঞান করে, হালোকে
দেবগণকে জ্ঞান করে, এই নিমিত্ত ত্রিপথা
বালম্বা স্মৃত হয়। যে দেহীর অস্থি গঙ্গায়
যতদিন থাকে, সে তত সহস্র বর্ষ স্বর্গলোকে
সম্মানিত হয়। গঙ্গা তীর্থদিগের মধ্যে
পরম তীর্থ নদীদিগের মধ্যে উত্তমা নদী,
সর্ব্বভূতের মোক্ষদা, মহাপাতকদিগেরও
পাতকহারিণী। গঙ্গা সর্ব্বত্র মূলভা কিন্তু
গঙ্গাধার, প্রয়াগ ও গঙ্গাসাগর-সঙ্গম এই
তিন স্থানে দুর্লভা। এই তিন স্থানে, মান-
কলিলে স্বর্গে যায়, যাহারা মৃত হয় তাহা-
দিগের আর পুনর্জন্ম হয় না। পাপোপহত-
চিত্ত সর্ব্বভূতেরই অতন্ত্র গতি আছে বটে,
কিন্তু বস্তুত গঙ্গাসমা গতি আর নাই।
মহেশ্বরশরোভ্রষ্টা শুভা সর্বপাপহরা গঙ্গা
পবিত্র সকলেরও পবিত্র, মঙ্গলসমূহেরও
মঙ্গল। ৪৫—৫৮। রাজন্! পুনরায় প্রয়া-
গের মাহাশ্রয় শ্রবণ কর; যাহা শুনিলে সর্ব-
পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারি। যাহা
সংশয় নাই। গঙ্গার উত্তর তটে মানস নামে

গৌড়ধিরাণ্যদানেন যৎকলং প্রাপ্তবান্নরঃ ।

এতৎকলমবাপ্নোতি ততঃ স্বর্গং পরিত্যজ্যে ৷ ৬১ ৷

অকামো বা সাকামো বা গন্ধার্যঃ যো বিপদ্যতে

মৃত্যুং ভবতি স্বর্গে নরকং ন চ পশ্যতি ৷ ৬২ ৷

অপ্সরোগণসক্ৰীড়ঃ সুপ্তোহসৌ প্রাতঃপ্রাত্যহং

হংসসারসযুক্তেন বিমানেন স গচ্ছতি ।

বহু বর্ষাণি রাজেন্দ্র যটস শ্রী নি ভুঞ্জতে ৷ ৬৩ ৷

ততঃ স্বর্গাৎ পরিত্যজ্যে কৌশল্য দিবশ্চাতঃ ।

সুবর্ণমণ্ডিতচো জীবতে তু মহাকূলে ৷ ৬৪ ৷

যষ্টিতীর্থসংক্রান্তি যষ্টিতীর্থশতান চ ।

মাঘে মাসি গমিষ্যন্তি গন্ধার্যমুনসক্ৰমে ৷ ৬৫ ৷

গবাং শতসংক্রান্ত্য সম গদন্তস্য যৎকলম্ ।

জয়াগে য যমামে তু জাহং শ্রাতস্ত তৎকলম্

গন্ধার্যমুনসক্ৰমে পুণ্ডরীকং যন্ত সাংযয়েৎ ।

অহীনাকো বিরোগশ্চ পঞ্চেন্দ্রিয়সমবিতঃ ৷ ৬৬ ৷

যাবন্তি বোমকূপাণি তস্য গাত্রস্য দেহিনঃ ।

তাবর্ষসংক্রান্তি স্বর্গলোকে মহীয়তে ৷ ৬৭ ৷

ততঃ স্বর্গাৎ পরিত্যজ্যে জম্বুবীক্ষণতিষ্ঠবেৎ ।

স ভূক্য বিপুলান ভোগাংস্ততীর্থভজতে পুনঃ

জলপ্রবেশং যঃ কুর্বাৎ সক্রমে লোববিক্রান্তে ।

রাহগ্রঃস্তা যথা সোমো বিযুক্তঃ সর্বপাতকৈঃ ।

সো লোকমবাপ্নোতি সে যেন সঃ মোদতে ।

যষ্টিবর্ষসংক্রান্তি যষ্টিবর্ষশতানি চ ৷ ৭১ ৷

স্বর্গ লাভমবাপ্নোতি স্বর্গে ক্রমসেবিতঃ ।

পরিভ্রষ্ট রাজেন্দ্র সমুদ্রে জাহং কূলে ৷ ৭২ ৷

অধঃশিরাশ্চ যো জালামুর্দ্ধপাদঃ পিবেন্নরঃ ।

শতং বর্ষসংক্রান্তি স্ব লোকে মহীয়তে ৷ ৩ ৷

পরিভ্রষ্ট রাজেন্দ্র অগ্নিহোত্রী ভবেন্নরঃ ।

ভূক্য তু বিপুলান ভোগাংস্ততীর্থভজতে নরঃ

যন্ত দেহঃ কিকর্ষিত্য শকুনিভাঃ প্রযচ্ছতি ।

বিহগৈরুপভুক্তস্য শূনু তস্তাপি যৎকলম্ ৷ ৭৫ ৷

শতং বর্ষসংক্রান্ত্য সোমলোকে মহীয়তে ।

তীর্থ আছে, সেখানে গিয়া উপবাস করিলে

সর্বকাম লাভ কবা যায়। গো, ভূমি ও

ধিরাণ্য দান যেকল পাওয়া যায়, নর

সেখানে সেই ফলই প্রাপ্ত হয়। আবার

জয়াগ্রেও সেই তীর্থকেই অবলম্বন করে।

অকাম বা সাকাম যে ভাবেই হউক, যে জন

যজ্ঞের বিপন্ন হয়, সে মরণান্তে স্বর্গে গমন

করে, নরক, দর্শন করে না। সে সুপ্ত

হইলে অপ্সরবোণের লক্ষ্যে প্রত্যাগত

কর, হংস-সারসযুক্ত বিমানে বিহার করে।

রাজেন্দ্র ১-সে যট-সহস্র বর্ষ বিবিধ সুখ

ভোগ করে। পরে কশ্যপ্যন্তে স্বর্গ হইতে

পরিভ্রষ্ট হয়। ছালাবচ্যুত সে ব্যক্তি

সুবর্ণমণ্ডিতচো মহাকূলে জন্মে। যষ্টিসহস্র

ও যষ্টিশত তীর্থ মাঘমাসে গন্ধার্যমুনসক্ৰমে

সংক্রান্তি মিলিত হয়। শত-সহস্র গো দানের

যেকল, জয়াগে মাঘ মাসে তিন দিন পান

করিলেই সেই ফল লাভ হয়। যদি কেহ

গন্ধার্যমুনসক্ৰমে পঞ্চেন্দ্রিয় সাধন করে, তবে

সে অহীন বা বৈশি হইলেও অহীন, নরোপ

পঞ্চেন্দ্রিয়সমবিত হয়। দেহীর গাত্র

যতগুলি লোম, তত সহস্র বর্ষ স্বর্গলোকে

সম্মানিত হয়। পরে স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট

হইয়া জম্বুবীক্ষেব পতি হয়। সে বিপুল ভোগ

সকল উপভোগ করিয়া পুনরায় সেই তীর্থ

ভজনা করে। ৫২—৬৯। সেই লোকবিক্রান্ত

সক্রমে যে মানব জল-প্রবেশ করে, সে

সোম যেমন রাজগ্রাস হইতে মুক্ত হন, তদ্রূপ

সর্বপাতক হইতে মুক্ত হয় এবং সোমলোক

প্রাপ্ত হইয়া সোম সহ মুদিত হয়। সে স্বর্গ

লোক প্রাপ্ত হইয়া যষ্টিসহস্র ও যষ্টিশত বর্ষ

অধঃশিরাগণে সেবিত হয়। পরে তথা

হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া সমুদ্র কূলে জন্ম লাভ

করে। যে নরঃ অধঃশিরা উর্দ্ধপাদ হইয়া

নিষে অগ্নি জালিয়া সেই অগ্নিশিখা পান

করে, সে শতসহস্র বর্ষ স্বর্গলোকে সম্মানিত

হয়। রাজেন্দ্র। সেই নর স্বর্গ হইতে

পরিভ্রষ্ট হইয়া অগ্নিহোত্রী হইয়া জন্মে; বিপুল

ঐশ্বর্য ভোগ করিয়া পুনরায় সেই তীর্থ ভজনা

করে। যে মানব তথাই দেহে কর্তনপূর্বক

শকুনিগণকে প্রহরন করে, বিহগে উপভুক্ত

সেই মানবের যেকল লাভ হয়, তাহা স্বর্গ

ততঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টো রাজা ভবতি ধার্মিকঃ ।
 গণবান্ রূপসম্পন্নো বিদ্বান্ সুপ্রিয়দেহবান ।
 ভূক্ষা তু বিপুলান্ ভোগাংস্ততীর্থভ্রাজতে পুনঃ
 স্বাম্নে চোত্তরে কূলে প্রয়াগস্ত তু দক্ষিণে ।
 ঋণপ্রমোচনং নাম তীর্থং তৎপরমং স্মৃতম্ ॥ ৭ ॥
 একরাত্রোষিতো ভূত্বা স্বর্গৈঃ সর্ধৈঃ প্রমুচ্যতে
 হৃদ্যালোকমবাপ্নোতি অনূণী চ সদা ভবেৎ ॥ ১০ ॥
 ইতি ত্রীশাঙ্গে স্বর্গখণ্ডে প্রয়াগমাহাংস্তো
 একবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

স্বাবিশেষোহধ্যায়ঃ ।

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

এতচ্ছ্রদ্ধা প্রয়াগস্তা যন্তয়া কীর্তনং কৃতম্ ।
 বিত্তক্ৰমেতদহময়ং প্রয়াগস্ত তু কীর্তনাৎ ॥ ১ ॥
 অনাশককলং ক্রতি ভগবৎস্তত্র কীদৃশম্ ॥ ২ ॥
 মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

শৃণু রাজন্ প্রয়াগে তু অনাশককলং বিভো ।

কর । সে শতসহস্র বর্ষ সোমলোকে সম্মানিত
 হয় ; তার পর স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ধার্মিক
 গণবান্, রূপসম্পন্ন, বিদ্বান্, সুপ্রিয় দেহশালী
 রাজা হয় । সে বিপুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া
 পুনরায় সেই তীর্থ ভ্রজন করে । প্রয়াগের
 দক্ষিণ দিকে যমুনার উত্তর কূলে ঋণপ্রমোচন
 নামে তীর্থ আছে ; উহা পবন তীর্থ বলিয়া
 স্মৃত । মানব সেখানে একরাত্র বাস করিয়া
 সমস্ত ঋণ হইতে মুক্ত হয়, সদা অশুণী থাকে
 এবং অল্পে হৃদ্যালোক প্রাপ্ত হয় । ৭—১০ ।
 একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২১ ।

স্বাবিশেষ অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভগবন্! আপনি এই
 যে প্রয়াগের মাহাত্ম্য কীর্তন করিলেন, ইহা
 শুনিয়া আমার হৃদয় বিত্তক্ৰম হইল । এক্ষণে
 সেখানে অনাশক (অনশন) ব্রত করিলে
 কিরূপ ফল হয়, তাহা বলুন । মার্কণ্ডেয়

প্রাপ্নোতি পুরুষো ধীমান্ শ্রদ্ধানশ্চ যাদৃশম্
 অহীনাঙ্কো বিরোগাশ্চ পক্ষেন্দ্রিয়সমব্রিতিঃ ।
 অশ্বমেধকলং তস্ত গচ্ছতস্ত পদে পদে ॥ ৩ ॥
 কুলানি তারয়েজাজন দশ পূর্বান দশাপরান্ ।
 মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যো গচ্ছত পরমং পদম্ ॥
 যুধিষ্ঠির উবাচ ।

মহাভাগোহসি ধর্ম্মজ্ঞ দানং বদসি মে প্রজ্ঞো ।
 অল্পেনৈব প্রদানেন বহুন্ ধর্মান্বাপ্নুয়াৎ ॥ ৪ ॥
 অশ্বমেধস্ত বজ্রতিঃ সূকৃতেঃ প্রাপাতে ইহ ।
 এতং মে সংশয়ঃ ক্রতি পবন কোতুলং তি মে
 মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

শৃণু রাজন্ মহাবীর যত্নজ্ঞঃ পদ্মযোনিনা ।
 স্বর্গাণাং সন্নিধৌ পূর্বং কথামানং ময়া ক্রতম্
 পক্ষযোজনবিস্তীর্ণং প্রয়াগস্ত তু মণ্ডলম্ ।
 সম্প্রবিষ্টস্তা হৃদ্যমানপমমঃ পদে পদে ॥ ৮ ॥

বলিলেন,—হে বিভো বাজন! ধীমান্ শ্রদ্ধা-
 বান পুরুষ প্রয়াগে অনাশক ব্রত করিলে
 যাদৃশ ফল প্রাপ্ত হয় তাহা শবণ কর । সে
 মানব অহীনাঙ্ক, বোগহীন ও পক্ষেন্দ্রিয়সম-
 বিত হয় । ঐ উদ্দেশ্যে গমনকালীন পদে
 পদে অশ্বমেধেব ফল লাভ করে । রাজন্!
 সে নিজ কুলের পূর্ব দশ পুরুষ এবং পশ্চ
 দশ পুরুষ পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করে সর্বপা প
 মুক্ত হইয়া পরম পদে গমন করে । যুধিষ্ঠির
 বলিলেন,—হে মহাভাগ! “আপনি ধর্ম্মজ্ঞ
 অতএব যাহা অল্পমাত্র প্রদানেই বহু ধর্ম্ম
 প্রাপ্ত হওয়া যায়, এমন দানের বিসং কীর্তন
 করুন । দেখুন, অশ্বমেধ যজ্ঞ বহু সুকৃতে
 প্রাপ্ত হওয়া যায় ; কিন্তু তাদৃশ ফল অল্প
 কোন কর্ম্ম করিলে পাওয়া যায় কি না, এ
 বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে ;
 অতএব আপনি তাহা কীর্তন করুন ; এ
 বিষয়ে আমার পরম কোতূহল জন্মিয়াছে ।
 মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে মহাবীর রাজন্!
 পূর্বকালে পদ্মযোনি ঋষিগণ-সন্নিধানে যাহা
 কীর্তন করিয়াছিলেন, আমি তাহা যেমন
 শুনিয়াছি, বলিতেছি ; তুমি তাহা শ্রবণ

ব্যতীতান্ পুরুষান্ সৰ্গাঃ স্ত্রিয়ান্ চ চতুর্দশ ।
নরস্তারযুতে সৰ্গান্ যন্ত প্রাধান্ পরিত্যজেৎ
এবং জাহ্ন তু রাজেন্দ্র সদা শ্রদ্ধাপরো ভবেৎ
অশ্রদ্ধাধানাঃ পুরুষাঃ পীপোপহতচেতসঃ ।

ন প্রাপ্নুবন্তি তৎস্থানং প্রয়াগং দেবনিশ্চিতম্ ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

স্নেহাচ্চ দ্রব্যলোভাচ্চ যে তু কামবশঃ গতাঃ ।
কথং তীর্থকলং তেষাং কথং পুণ্যমবাধুযুঃ ॥১২॥
বিক্রয়ং সৰ্বভোগানাং কাৰ্য্যাকাৰ্য্যমজানতঃ ।
প্রয়াগে কা গতিস্তত্ত্বং এবং ক্রহি মহামুনে ॥১৩॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

শৃণু বাজন মহীশূহ্যং সৰ্বপাপপ্রণাশনম্ ।
মাসং বসন্তং রাজেন্দ্র প্রয়াগে নিয়তোল্লয়ঃ ।
মুচ্যতে সৰ্বপাপেভ্যো যথা দিষ্টং স্বয়ম্ভুবা ॥ ১৪ ॥
শুচিঃ প্রয়শে কুর্হাতি সঃ শ্রদ্ধয়া বিতঃ ।
মুচ্যতে সৰ্বপাপেভ্যাম্ স গচ্ছন্ত পবনং পদম্

করু। প্রয়াগেব মণ্ডল পক্ষযোজন বিস্তীর্ণ,
ঐ ভূমিতে প্রবষ্টে মানবের পদে পদে অশ-
মেধের ফল হয়। যেনব সেখানে প্রাণ
পরিত্যাগ করে, সে অতীত সপ্ত পুরুষ ও
ভবিষ্য চতুর্দশ পুরুষ, সমস্ত জ্ঞান করে।
রাজেন্দ্র। ঐ প্রয়াগের এইরূপ মাহাত্ম্য
জানিয়া সদা শ্রদ্ধাবান হইবে। পাপোপহত-
চিত্ত অশ্রদ্ধাবান পুরুষগণ সেষ্ট দেবনিশ্চিত
প্রয়াগধাম প্রাপ্ত হইবে। ১—১১। যুধিষ্ঠির
বলিলেন,—স্নেহ, দ্রব্যলোভ-লোভ বা কাম-
বশত যাহারা তীর্থে গমন করে, তাহাদিগের
তীর্থকল কিরূপ? তাহারা কিরূপ পুণ্য
প্রাপ্ত হইবে? যাহারা কাৰ্য্যাকাৰ্য্য-জ্ঞানরহিত
এবং সৰ্ববিধ দ্রব্য বিক্রয় করে, প্রয়াগে
তাহাদিগের কিরূপ গতি হয়? মহামুনে!
আশনি তাহা বলুন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—
রাজন্। সৰ্বপাপপ্রণাশন এই মহা গোপ্য
বিষয় তুমি শ্রবণ কর। রাজেন্দ্র। প্রয়াগ
ধামে নিয়তোল্লয় হইয়া একমাস বাস করিলে
সৰ্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা এরূপ
আদেশ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি অহিংসক,

বিষমভাবতকানীন্ত প্রয়াগে শৃণু তৎকলম্ ॥১৫॥
ত্রিকালমেব স্মারীত আহারং তৈতক্যমাচরেৎ ।
ত্রিভির্ভাসৈঃ প্রমুচ্যোত প্রয়াগাতু ন সংশয়ঃ ॥
অজ্ঞানেন তু যন্তেহ তীর্থযাত্রাদিকং তবেৎ ।
সৰ্বকামসমৃদ্ধন্ত স্বর্গলোকে মহীয়তে ।
স্থানং স লভতে নিত্যং ধনধান্যসমাকুলম্ ॥ ১ ॥
এবং জ্ঞানেন সম্পূর্ণঃ সদা ভবতি ভোগবান্ ।
ভারিতাঃ পিতরন্তেন নরকাৎ প্রপিতামহাঃ ।
ধর্ম্মাঙ্গসারি তবন্ত পৃচ্ছতন্তে পুনঃপুনঃ ।
তৎপ্রিয়ার্থং সমাখ্যাতং শুভমেতৎ সনাতনম্ ॥
যুধিষ্ঠির উবাচ ।

অদ্য মে সফলং জয় অদ্য মে সফলং কুলম্
প্রীতোহস্ম্যঙ্গুগৃহীতোহস্মি দর্শনাদেব
তেহদ্য বৈ ॥ ২১ ॥
ঋদশনাতু বস্মাঙ্গমুকোহহং সৰ্বপান্তকৈঃ ॥২২॥

শ্রদ্ধাবান্ ওচি ও প্রবৃত্ত হইয়া তথায় এক
মাস বাস করে, সে সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত হয়
এবং পরমপদ লাভ কবে। বিশ্বাসঘাতক-
দিগেব প্রয়াগ ধামে যে কল হয়, তাহা শ্রবণ
কর। তাহারা তথায় বাইয়া ত্রিকালে স্নান
করিবে। ত্রিকালক আহার করিবে। এই-
রূপে তিনমাস বাস করিলেই প্রয়াগ-মাহাত্ম্যে
ঐ পাপ হইতে মুক্ত হইবে। ইহাতে সংশয়
নাই। যদি কেহ অজ্ঞান বশত ঐ তীর্থে
যাত্রা করে, সে সৰ্বকামে সমৃদ্ধ স্বর্গলোকে
গমন করে, সে নিত্য ধন-ধান্যসমাকুল স্থান
লাভ করে, আর পূর্ণজানী ও সদাভোগবান্
হয়। তৎকর্তৃক পিতৃগণ (পিতা শিষ্যসহ
প্রপিতামহাদি, এবং প্রপিতামহগণ (প্রপিতা-
মহের ভ্রাতৃগণ ও ভ্রাতৃদিগের বংশ) নরক
হইতে ভারিত হন। হে ভবন্ত। তুমি পুনঃ-
পুনঃ এই ধর্ম্মাঙ্গসারী বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছ
বলিয়া আমি এই সনাতন গোপ্য বিষয়
তোমার শ্রীয কামনায় সমাখ্যাত করিলাম।
১২—২০। যুধিষ্ঠির বলিলেন,—আজি
আমার জয় সফল, আজি আমার কুল
সফল; অদ্য আপনাদি দর্শন মাগ্রেই প্রীত

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

দিত্যা হে সকলঃ জন্ম দিত্যা তে তারিতঃ

কুলম্ ।

কীর্তনাবধূতে পুণ্যঃ ক্ষতঃ পাপপ্রণাশনম্ ॥ ২০

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

যমুনাশাস্ত্র কিং পুণ্যং কিং ফলন্ত মহামুনে ।

এতন্মে সৰ্মমাখ্যাহি যথাদৃষ্টং যথাক্ষতম্ ॥ ২৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

তপনশ্চ স্নাতা দেবো ব্রিস্থ লোকেষু বিজ্ঞতা ।

সমাগতা মহান্তাগা যমুনা যত্র নিমগ্না ॥ ২৫

যেনৈব নিঃস্রুতা গঙ্গা তেনৈব যমুনাগতা ।

যোজনানাং সহস্রেষু কীর্তনাংপাপনাশিনী ॥ ২৬

তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ যমুনায়াং যুধিষ্ঠির ।

কীর্তনান্নভতে পুণ্যং দৃষ্ট্বা ভদ্রানি পশুতি ॥ ২৭

অবগাচ্চ চ পীত্বা চ পুনাত্যাসপ্তমং কুলম্ ।

প্রাণান্ত্যজতি যন্তত্র স যতি পরমাং গতিম্ ॥

অগ্নিতীর্থমিতি খ্যাতং যমুনাদক্ষিণে তটে ।

ও অঙ্কগৃহীত হইয়াছি । হে ধৰ্ম্মাত্মন । আপ-
নার দর্শনে আমি সৰ্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত
হইলাম । মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—বাস্তবিকই
তোমার জন্ম সকল, বাস্তবিকই তোমার
কুল তারিত হইল । প্রয়াগমাহাত্ম্য কীর্তনে
পুণ্য বদ্ধিত হয়, অবশ্যে পাপ প্রলয় হয় ।
যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহামুনে । যমুনায়
কি পুণ্য ? তথায় কি ফল পাওয়া যায় ?
আপনি যথাক্ষত যথাদৃষ্ট ইহা সম্পূর্ণরূপে
কীর্তন করুন । মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তপন-
স্নাতা মহান্তাগা দেবো যমুনা নদী এই স্থানেই
বিরাজিতা । গঙ্গা যে পথে নিঃস্রুতা, যমুনাও
সেই পথেই গমন করিয়াছেন । সহস্র
যোজন দূরে থাকিয়া কীর্তন করিলেও তিনি
পাপনাশ করেন । যুধিষ্ঠির । সেখানে নান
করিয়া, সেই জল পান করিয়া, তাহার কীর্তন
করিয়া, তাহাকে দর্শন করিয়া নর মজল সকল
দর্শন করেন । সেই ওল অবগাহিত ও পীত
হইলে আসপশ্যকুল পবিত্র করে । যে সেখানে
প্রাণ ত্যাগ করে, সেই পরমা গতি প্রাপ্ত

পশ্চিমে ধৰ্ম্মরাজ্যে তীর্থ হরবর স্মৃতম্ ॥ ২৪

তত্র স্নাত্বা দিবং যান্তি যে মৃতান্তেহপুনর্ভবাঃ

এবং তীর্থসংস্থানি যমুনাদক্ষিণে তটে ॥ ৩০

উত্তরেণ প্রবক্ষ্যামি আদিত্যমহাশ্বনঃ ।

তীর্থন্ত বিজয়ং নাম যত্র দেবাঃ সর্বাসবান্

উপাসতে স্য সাধ্যান্ত্র নিত্যকালং যুধিষ্ঠির ॥ ৩১

দেবাঃ সেবন্তি তত্তীর্থং যে চাত্তে বিভ্রুষো জনাঃ

শ্রদ্ধাদানপরো হুয়া কুরু তীর্থাভিষেচনম্ ॥ ৩২

অন্তে চ বহুস্তীর্থাঃ সৰ্বপাপহরাঃ শুভাঃ ।

তেষু স্নাত্বা দিবং যান্তি যে মৃতান্তেহপুনর্ভবাঃ

গঙ্গা চ যমুনা চৈব উভে তুল্যফলে স্মৃতে ।

কেবলং শ্রেষ্ঠত্বায়েন গঙ্গা সৰ্বত্র পূজ্যতে ॥ ৩৪

এবং কুরুষ কোন্মেয় সৰ্ব্বতীর্থাভিষেচনম্ ।

যাবজ্জীবনকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্রুতি ॥ ৩৫

হয় । যমুনার দক্ষিণ তটে অগ্নিতীর্থ নামে

খ্যাত তীর্থ আছে, আর উত্তর পশ্চিম-

দিকে হরবর নামে ঐশ্বরাজ্যের তীর্থ স্মৃত,

হয় । সেখানে স্নাত মানবগণ স্বর্গে যায়,

যাহারা মৃত হয়, তাহারা আর পুনর্ভব জন্মে

না । যমুনার দক্ষিণ তটে এইরূপ সহস্র সহস্র

তীর্থ আছে । ২১—৩০ । উত্তর দিকে যে

সকল তীর্থ আছে তথা বলিতেছি । যুধি-

ষ্ঠির । মহাত্মা আদিত্যের বিরজ নামে তীর্থ

আছে, সেখানে দ্রাসব দেবগণ নিত্যকাল

সাধোব (তত্ত্বজ্ঞানেব) উপাসনা করেন ।

দেবগণ এবং অন্যান্য বিদ্বান জনগণ সেই

তীর্থ সেবা করিয়া থাকেন । তুমি শ্রদ্ধা-

দানপরায়ণ হইয়া তীর্থাভিষেচন কর । সৰ্ব-

পাপহর শুভ আরও বহু বহু তীর্থ আছে,

সেই সকলে স্নান করিয়া হ্যালোকে গমন

করা যায় । যাহারা মৃত হয় তাহারা পুনর্ভব

বহিত হইয়া থাকে । গঙ্গা ও যমুনা উভয়েই

তুল্যফল বালিয়া স্মৃতা । তবে সাধারণত

কেবল গঙ্গাই শ্রেষ্ঠ ভাবে সৰ্বত্র পূজিতা

হইয়া থাকেন । কোন্মেয় । তুমি এইরূপ

সৰ্বতীর্থে অভিষেক কর । উত্তরে যাব-

জীবনকৃত পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয় । যে

বিশিষ্ট কল্যা উবাচ পঠতে চ শূন্যোতি বা ।

মৃত্যতে সৰ্বপাপেভ্যঃ সৰ্বলোকং স গচ্ছতি ।

বুধিষ্টির উবাচ ।

কৃতং মে ব্রহ্মণা প্রোক্তং পুরাণং পুণ্যসম্বিতম্
তীর্থানাম্ সহস্রাণি শতানি নিযুতানি চ ।

সৰ্বে পুণ্যাঃ পবিত্রাশ্চ গতিশ্চ পরমা স্মৃতা ॥৩৭॥

পৃথিব্যাং নৈমিষং পুণ্যমস্তরিক্কে চ পুঙ্কম্ ।

প্রয়াগমপি লোকানাং কুরুক্ষেত্রং বিশিষ্যতে
সৰ্বাণি সম্প্রতিভ্যাজ্য কথমেকং প্রশংসসি ।

অপ্রমাণমিদং প্রোক্তমব্রহ্মক্লেমমুত্তমম্ ॥ ৩৯ ॥

গতিঞ্চ পরমাং ত্রিবিদ্যাং ভোগাংশ্চৈব যথৈ-

প্সিতান্ ।

কিমর্থমন্নযোগেন বহুধর্ম্যং প্রশংসসি ॥ ৪০ ॥

এতং মে সংশয়ং ক্রহি যথাদৃষ্টং যথাকৃতম্ ॥৪১॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

অব্রহ্মক্লেমং ন বক্তব্যং প্রত্যেকমপি তত্ত্ববেৎ ।

মানব প্রভৃষ সময়ে গাত্রোখানপূর্বক এই
তীর্থমাহাত্ম্য পাঠ করে, সে সৰ্ব পাপ হইতে
মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিতে পারে ।
বুধিষ্টির বলিলেন,—ব্রহ্মা কর্তৃক প্রোক্ত পুণ্য-
সম্বিত পুরাণ শুনিলাম ; শত সহস্র নিযুত
তীর্থও শুনিলাম ; এ সকলই পুণ্য, পবিত্র
এবং পুরম-গতিপ্রদ বলিয়া স্মৃত হয় । নৈমিষ
তীর্থ পৃথিবীতে পুণ্য, পুঙ্কর তীর্থ অন্ত-
রীক্ষেও পুণ্য, আর প্রয়াগও তজ্জপ লোক
সকলের পুণ্যজনক ; কিন্তু সৰ্বাপেক্ষা কুরু-
ক্ষেত্রই বিশিষ্ট বলিয়া উক্ত ; কিন্তু আপুন
এই সকল তীর্থ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র
প্রয়াগ তীর্থকেই প্রশংসা করিতেছেন কেন ?
আপনার এ সকল ব্যক্তি অপ্রমাণ, নিতান্তই
অব্রহ্মক্লেম । পরম-দৈব্য-গতিপ্রাপক ও যথৈ-
প্সিত ভোগজনক অন্ত সকল তীর্থ থাকিলেও
কি নিমিত্ত আপনি এই অল্পপুণ্য তীর্থকে
বহুধর্ম্য প্রদ বলিয়া প্রশংসা করিতেছেন ?
এ বিষয়ে আমার সংশয় ঘটিয়াছে ; অতএব
আপনি যথাদৃষ্ট ও যথাকৃত ভাবে ইহা
বলুন । ৩১—৪১ । মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—

নবম অঙ্কধানন্ত পাশোপহিতচেতনঃ ॥ ৪২ ॥

অব্রহ্মধামো কুণ্ডচিহ্নম্ভিতিক্যভ্যক্ষকলঃ ।

এতে পাতকিনঃ সৰ্বে তেনৈকং ভাবিতং যদা

শূণ্ প্রয়াগমাহাত্ম্যং যথাদৃষ্টং যথাকৃতম্ ।

প্রত্যেকক পরোেকক যথাস্তং সত্ত্ববিবতি ॥ ৪৩ ॥

যথৈবাস্তময়া দৃষ্টং পুরা রাজন্ যথা কৃতম্ ॥ ৪৪ ॥

শাস্ত্রং প্রমাণং কুত্বা তু পূজাতে যোগমাশ্রমঃ ।

ক্রিষ্টতে চাপরস্তত্র নৈব যোগমবাপ্নুঃ ॥৪৫॥

জন্মান্তরসহস্রেভ্যো যোগো লভ্যেত মানবৈঃ

যথা যুগসহস্রেণ যোগো লভ্যেত মানবৈঃ ॥৪৬॥

যন্ত সৰ্বাণি রত্নানি ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদচ্ছতি ।

তেন দানেন দত্তেন যোগো লভ্যেত মানবৈঃ

প্রয়াগে তু মৃতশ্চেদং সৰ্বং ভবতি নাস্তথা ।

প্রধানহেতুঃ বক্ষ্যামি ব্রহ্মধংসু চ ভারত ॥৪৭॥

যথা সৰ্বেষু কৃতেষু সৰ্বত্রৈব তু দৃষ্টতে ।

অব্রহ্মক্লেম বলা উচিত নহে, পাশবহিতচেতা
ব্রহ্মানু নরগণের ইহা প্রত্যক্ষ হয় ; অব্রহ্মানু
অভিচিহ্ন্যতি ও হ্রস্বাচার—ইহারা সকলেই
পাতকী । সেই জন্তই আমি এইরূপ বলি-
য়াছি । রাজন্ ! তুমি প্রত্যেক ও পরোেক
যথাস্থা যথাদৃষ্টাছে বা যথা যথা ঘটিতে
পারে সেই সকল যথাদৃষ্ট ও যথাকৃত ভাবে
শ্রবণ কর । পুরাকাল আমি যেমন দেখি-
য়াছি আর শুনিয়াছি, তাহাই তোমার নিকটে
কীৰ্ত্তন করিতেছি । জনগণ শাস্ত্রপ্রমাণ
অনুসারে আত্মযোগেরই প্রশংসা করিয়া
থাকে, কেহ কেহ আবার সেই যোগাশ্র-
মানে বহু ক্রেশণও করিয়া থাকে ; কিন্তু
যোগ প্রাপ্ত হয় না । মানবগণ জন্মা-
ন্তরসহস্রে যোগ লাভ করিতে পারে ; আর
সহস্র যুগ সাধনা করিলেও যোগ প্রাপ্ত হওয়া
যায় । যদি কেহ সৰ্ববিধ রত্ন ব্রাহ্মণগণে
বিতরণ করে, তবে সেই মানব যোগ লাভ
করিতে পারে ; কিন্তু প্রয়াগে মৃত ব্যক্তির
এই সকলই হয় । ভারত ! ব্রহ্মানু জন-
গণের নিকটে ইহাই প্রয়াগের প্রাধিক্য
হেতু বলা যায় । এক ব্রহ্ম যেমন সৰ্বদা

এবং সর্বত্র সর্বত্র ব্রহ্ম সর্বত্র পূজ্যতে ।
এবং সর্বত্র সর্বত্র প্রয়াগঃ পূজ্যতে বুধৈঃ ।
পূজ্যতে তীর্থরাজন্ত সত্যমেতদবুধিষ্ণি ।
ব্রহ্মাণি স্মরতে নিত্যং প্রয়াগঃ তীর্থমুত্তমম্ ॥৫॥
তীর্থরাজমহুপ্রাপ্য নৈবাভ্যং কিকিাদচ্ছতি ।
কো হি দেবত্বমাসাদ্য মাহুত্বং চিকীর্ষতি ॥৬॥
অনেনৈবাহুমানেন ত্বং জ্ঞাস্তসি বুধিষ্ণি ।
যথা পুণ্যমপুণ্যং বা তথৈব কথিতং ময়া ॥ ৫৩

বুধিষ্ণির উবাচ ।

কথং নৃ যবরা প্রোক্তাঃ বিমিতোহহং পুনঃপুনঃ
কথং যোগেন তৎপ্রাপ্তিঃ স্রগলোকন্ত কর্ণণা
তদা চ লভতে ভোগান্ গাংক তৎকর্ণণা কলম্
তানি কর্ণণি পূচ্ছামি পুনর্ধৈঃ প্রাপ্যতে মহী
মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

শৃণু রাজয়ত্নবাহো যথোক্তকর্ণণা মহী ।

গামগ্রিং ব্রাহ্মণঃ শাস্ত্রং কাকনং সলিলং ত্রিযঃ

সর্বত্র দৃষ্ট হন, এবং সর্বত্র পূজিত হইয়া থাকেন, এই প্রকার প্রয়াগও সর্বলোকে বৃগণ কর্তৃক পূজিত হয়। বুধিষ্ণি! কেবলমাত্র যে এইরূপ পূজিত হয়, তাহা নহে; প্রয়াগই তীর্থরাজ। ইহা আমি সত্য বলিতেছি। ব্রহ্মাও নিত্য এই উত্তম প্রয়াগ তীর্থ স্মরণ করেন। এই তীর্থরাজকে প্রাপ্ত হইয়া কেহই অশ্রু কিছুই ইচ্ছা করেন না। দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া কেইবা মাহুত্বই ইচ্ছা করে? বুধিষ্ণি! প্রয়াগতীর্থ পুণ্য কি অপুণ্য, আমি যাহা বলিলাম, ইহাতেই তুমি অজ্ঞমান করিয়া বৃদ্ধিতে পারিবে। ৪২—৫৩।
বুধিষ্ণির বলিলেন,—আপনি যাহা বলিলেন, আমি শুনিলাম। যোগের দ্বারা যাহা লাভ করিতে পারা যায়, প্রয়াগধামের কলে তাহাই লাভ করা যায় কেমন করিয়া? ইহা শুনিয়া আমি পুনঃপুনঃ বিম্বিত হইতেছি। যাহা হউক, কল্প ব্যতীত স্রগলোক লাভ হয় না। স্রগ লাভ হইলেই তবে ভোগপ্রাপ্তি হয়। সেই কল্পের কূলেই পৃথিবী লাভ হয়। অতএব আমি সেই কর্ণ সকল জিজ্ঞাসা

যাতরং পিতৃকৈব যো নিম্বতি নরাণিণ।

নৈতেবার্হুগমনমেবমাহ প্রজাপতিঃ ॥ ৫৭

এবং যোগন্ত সম্প্রাপ্তিঃ স্থানং পরমহর্ষতম্ ।

গচ্ছান্ত নরকং ঘোরং যে নরাঃ পাপকারিণঃ ।

হস্তাং গাঘনস্তাং মণিমুক্তাদিকাকনম্ ।

পরোক্ষং হরতে যন্ত পশ্চাদানং প্রবচ্ছতি ॥৬০

ন তে গচ্ছন্তি বৈ স্রগং দাতারো যন্ত

ভোগিনঃ ।

অনেন কর্ণণা যুক্তাঃ পচ্যন্তে নরকেহময়াঃ ॥৬১

এবং যোগক ধর্মক দাতারক বুধিষ্ণির ।

যথা সত্যমসত্যং বা অস্তি নাস্তীতি যৎকলম্ ।

নিরুক্তন্ত প্রবক্ষ্যামি যথায়ং স্বরবান্ধব ॥ ৬১

ইতি জ্ঞাপায়ে স্রগধণ্ডে প্রয়াগমাহাশ্বে

দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

করিতেছি, যাহা দ্বারা পুনরায় পৃথিবী

প্রাপ্তি ঘটে। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—যে

মহাবাহো রাজন; যথোক্ত কর্ণ দ্বারাই

পৃথিবী, গো, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, শাস্ত্র, কাকন,

সলিল এবং স্রী লাভ হয়। নরাণিণ!

যে নরাধর্মেরা মাতা ও পিতাকে নিন্দা করে,

তাহাদিগের উর্দ্ধগমন হয় না; প্রজাপতি

এইরূপ বলিয়াছেন। অতএব যে স্থানে

যোগের প্রাপ্তি ঘটে, সে স্থান পরম হর্ষতম।

যে সকল নর পাপকারী তাহারাই ঘোর

নরকে গমন করে; যাহারা হস্তা, অগ্নি, গো,

বৃষ, মণ-মুক্তাদি রত্ন, এবং কাকন পরোক্ষে

হরণ করিয়া পশ্চাৎ উহার আবার দান করে,

তাহারা যে স্থানে ভোগী দাতা সকল বিদ্যা-

জিত সেই স্রগে গমন করিতে পারে না।

সেই অধম জনগণ এই কর্ণে যুক্ত হইয়া

নরকে পচ্যমান হয়। বুধিষ্ণি! এই আমি

যোগ, ধর্ম, সত্য, অসত্য, দাতা, আত্মিক,

নাটিক সকলেরই কল নির্ণয় করিয়া বলি-

লাম। ইহা বিবেচনা করিয়া কাব্য করিলে

মানব স্বর্গই অস্বরূপ কল পাইবে। ৫২—৬১।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২২।

ত্রয়োবিংশোধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

পুণ্ড্র বাজন্ প্রয়াগন্ত মাহাত্ম্য পুনবেব তু ।

নৈমিষ্য পুন্ড্রকৈব গোতীর্থঃ সিদ্ধসাগরম্ ॥ ১

কুরুক্ষেত্রং গয়া চৈব গঙ্গাসাগরমেব চ ।

এতে চান্তে চ বহবো যে চ পুণ্যাঃ

শিলোচ্ছয়া ॥ ২

দশ তীর্থসহস্রানি ত্রিংশৎকোট্যন্তথা পবে ।

প্রয়াগে সংস্থতা নিত্যমেবমাহর্নয়ীষণঃ ॥ ৩

জ্যোতিষাণ্যামিত্যুপাধিযেযাং মধ্যো তু জাহ্নবী

প্রয়াগাদভিনিজ্ঞাস্তা সর্গতীর্থপুণ্ড্রতা ॥ ৪

তপনস্তু সূতা দেবী ত্রিষু লোকেষু বিজ্ঞতা ।

যমুনা গঙ্গয়া সাক্ষং সংস্থতা লোকভাবিনী ॥ ৫

গঙ্গায়মুনয়োর্মধ্যে পৃথিব্যা জঘনঃ স্মৃতম্

প্রয়াগং রাজশাঙ্গুল কলাং নার্ষ্তি বোড়লীম্ ॥ ৬

তিস্রঃ কোটোহর্ককোটি চ তীর্থানাম্

বায়ুরব্রবীৎ ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—বাজন্ । পুনরায়

প্রয়াগের মাহাত্ম্য অবগত কর । নৈমিষ, পুন্ড্র,

গোতীর্থ, সিদ্ধসাগর, কুরুক্ষেত্র, গয়া, গঙ্গা-

সাগর এই সকল এবং আরও বহু বহু তীর্থ

এবং যে সকল পুণ্য পুরুষাদি ত্রিশকোটি

দশসহস্র তীর্থ আছে, সকলেই প্রয়াগে নিত্য

অবস্থিত । মনীষিগণ এইরূপ বলেন ।

সর্গতীর্থপুণ্ড্রতা জাহ্নবী নিজ্ঞাস্তা হইয়া

তিনটী অগ্নিকুণ্ড ও তিনটী সরোবরের মধ্য

দ্বিয়া প্রয়াগে প্রবাহিত হইয়াছেন, ত্রিলোকে

বিজ্ঞতা লোকভাবিনী তপনসূতা দেবী যমুনা

গঙ্গার সহিত একত্রিত হইয়া সেই প্রয়াগে

অবস্থিত আছেন, সেই প্রয়াগ তীর্থ—গঙ্গা-

যমুনায় মধ্যভাগ, পৃথিবীর জঘন বলিয়া স্মৃত

হয় । অন্য তীর্থ সকল তাহার বোড়লী কলা-

ব ও খোয়া নহে । বায়ু বলিয়াছেন,—প্রালোক

ভুলোক ও অন্তরীক লোকে যে সাক্ষ-

দ্বিবি ভূবাস্তরিকে চ তৎসংখ্যং জাহ্নবী সূতা ॥

প্রয়াগং সমাধিতানং কবলাঙ্কুরাবৃত্তো

ভোগবত্যাথ বা চৈব বৈদিয়েষা প্রজাপতেঃ ॥ ৭

তত্র দেবাশ্চ যজ্ঞাশ্চ মুর্তিমন্তো যুধিষ্ঠির ।

প্রযজন্তি প্রয়াগং তে স্বয়ম্ভুত পোষনঃ ॥ ৮

যজন্তে ক্রতুভির্দেবাঃ স্তথা বহুধনা নৃপাঃ ।

ভুতঃ পুণ্যতমো নাস্তি ত্রিষু লোকেষু ভারত ॥

প্রভাবাৎ সর্গতীর্থেষাঃ প্রভবত্যাধিকং বিত্তো

দশ তীর্থসহস্রানি তিস্রঃ কোট্যন্তথা পরাঃ ॥ ১১

যত্র গঙ্গা মহাভাগ স দেশস্ততপোষনম্ ।

সিদ্ধক্ষেত্রস্ত তজ্জ্যেযঃ গঙ্গাতীর্থসমাজিতম্ ॥

ইতি সত্যং দ্বিজাতীনাং সাধনামাশ্রয়স্ত বা ।

সুহৃদাঞ্চ জপেৎ কর্ণে শিষ্যাস্তাহুগতস্ত বা ॥ ১৩

ইদং ধৃতমিদং স্বর্গ্যমিদং সেবামিদং সুধম্ ।

ইদং পুণ্যমিদং তম্যং পাবনং ধর্ম্মযুগ্মমম্ ॥ ১৪

মহর্ষীণামিদং শুভং সর্বপাপপ্রণাশনম্ ।

অধীত্যা দ্বিজোহধ্যায়নং নিশ্চলমবাসুয়াৎ ॥ ১৫

ত্রিকোটি তীর্থ আছে, তাহার সমস্তই জাহ্ন-

বীতে অবস্থিত । প্রয়াগ তাহেই ভোগবর্তী

নামে যে স্থান, উহা বদল-অশ্বতর নাগধ্বজের

অধিষ্ঠান, এই স্থানই প্রজাপতির বেদি,

যুধিষ্ঠির । এই স্থানে মুর্তিমন্ত দেবগণ ও যজ্ঞ

সকল এবং তপোষন অধিগণ সকলেই সেই

প্রয়াগের পূজা করিয়া থাকেন । সেখানে

দেবগণ ও বহুধন জনগণ বিবিধ ক্রতু যজ্ঞ

করেন । ভারত । হিন লোক ইহা

অপেক্ষা আর পুণ্যতম স্থান নাই । ১—১০ ।

বিত্তো । যে হিনকোটি দশসহস্র তীর্থ আছে,

প্রয়াগ তীর্থ এই সমস্ত হইতে প্রভাব

অধিক । যেখানে গঙ্গা আছেন, তাহাই

দেশ,—তাহাই তপোষন, বহুতঃ গঙ্গাতীর্থ

সমাজিত দেশকে সিদ্ধক্ষেত্র বলিয়া জানিবে ।

এই সত্য সিদ্ধান্ত বিজ্ঞ, সাধু, আশ্রয়, মুখ্য,

শিষ্য ও অহুগত ব্যক্তির কর্ণে জপ করিবে ।

ইহা ধর্ম্ম, ইহা স্বর্গ্য, ইহা সেবা, ইহা সুধজনক,

ইহা পুণ্য, ইহা তম্য এবং ইহাই উত্তম পুণ্য

ধর্ম্ম । মহর্ষিগণেরও গোপ্য, সর্বপাপপ্রণাশন

বশেষে পুণ্যরিত্য তীর্থ পুণ্য সদা পুণ্যে ।
 জাতিস্বরস্ব লভতে ন কপৃষ্টে চ মোদতে ॥১৬
 প্রাপ্যন্তে তানি তীর্থানি সন্তি: শিষ্টীর্থদর্শিতঃ
 অহি তীর্থেষু কোরব্য ন চ বক্রমতির্ভব ॥১৭
 অত্র তু সম্যকপৃষ্টেন কথিতম্ ময়া বিত্তো ।
 শিত্তরকারিতা: সর্বে তারিতাশ্চ পিতামহা: ॥
 প্রয়াগস্ত তু সর্বে তে কলাং নার্ষন্তি যোভনীম্
 এবং জ্ঞানকং যোগকং তীর্থকৈব যুধিষ্ঠিব ॥১৮
 বহুক্রেশেন বুজাস্তে ততো যাতি পরা: গতিম্
 প্রয়াগস্ররণ্যলোক: সর্বলোকং স গচ্ছতি ॥ ২০
 যুধিষ্ঠির উবাচ ।
 কথা সর্বা স্বিহ প্রোক্তা প্রয়াগস্ত মহামুনে ।
 এবং মে সর্বমাখ্যাতা যথা হি মম তারয়েৎ ॥২১
 মার্কণ্ডেয় উবাচ ।
 পুণ্য রাজন প্রবক্ষ্যামি প্রোক্তং সর্বমিদং জগৎ
 ব্রহ্মা বিকৃতধেনো দেবতা প্রভুববায়: ॥ ২২

এই বিবরণ শিখ নিত্য অধ্যয়ন করিলে
 নির্মল হইয়া প্রাপ্ত হয়। আর যে নিত্য সদা
 শুচি হইয়া এই পুণ্য তীর্থের বিবরণ শ্রবণ
 করে, সে জাতিস্বরস্ব লাভ করে, এবং
 নাকপৃষ্টে মুক্ত হয়। শিষ্টীর্থদর্শী সজ্জন-
 গণই সেই সকল তীর্থ পাইয়া থাকেন। হে
 কোরব্য। তুমি তীর্থ সকলে স্নান কর, বক্র-
 যুক্তি হইও না। বিত্তো। তুমি সম্যক প্রম-
 ক্রায় আমি কহিলাম। তোমার পিতৃগণ ও
 পিতামহগণ তারিত হইলেন। যুধিষ্ঠির। জ্ঞান,
 যোগ ও তীর্থ সকল ইহার প্রয়াগেব যোভনী
 কলাও তুল্য নহে। জনগণ ঐ সকলের
 অনুষ্ঠান করিয়া প্রথমত: বহু ক্রেশে বুদ্ধ হয়,
 পরে পরা গতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু প্রয়াগের
 অর্থ করিলেই লোক সর্বলোকে গমন
 করে ॥ ১১—২০। যুধিষ্ঠির বলিলেন,—
 মহামুনে! প্রয়াগের সকল কথাইত এই
 বলিলেন; এক্ষণে আমি যাহাতে জ্ঞান
 পাইতে পারি, এমন সফল উপদেশ করুন।
 মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—রাজন। আমি বলি-

ব্রহ্ম স্বজতি ভূতানি স্বাবর: জন্মমকং যৎ ।
 তাভ্যন্তানি পরো লোকে বিষ্ণু: পালয়তি ॥
 প্রজ্ঞা: ॥ ২৩
 কল্লান্তে তৎসমগ্রং হি কদ্র: সংহরতে জগৎ
 ন দদাতি চ নাদন্তে ন কদাচিৎসংজতি ।
 ঈশ্বর: সর্বভূতানাং য: পশুতি স পশুত ॥২৪
 উত্তবেণ প্রাতিষ্ঠানাদিদানো ব্রহ্ম তিষ্ঠতি ।
 মহেশ্বরো বটো ভূবা তিষ্ঠতে পরমেশ্বর: ॥ ২৫
 ততো দেবা: সগন্ধর্বা: শিষ্টাশ্চ পরমেশ্বর: ।
 ব্রহ্মস্তি পরমং নিত্যং পাপকণ্ঠপরায়াণাম্ ॥ ২৬
 যে তু চান্তে চ তিষ্ঠন্তি তে যান্তি পরমাং গতিম্
 যুধিষ্ঠির উবাচ ।
 অপ্যাহ মে যথাতত্ত্বং যথেষ্টাং তিষ্ঠতে জগত্ ॥
 কেন বা কাবণেনৈব তিষ্ঠন্তি লোকসম্মতা: ॥২৭

তেছি, তুমি শ্রবণ কর। এই সমগ্র জগতের
 বিষয় উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ঈশান
 এই তিন দেবতা প্রভু (সর্বকর্তৃসম্পন্ন)
 এবং অবায় (ক্ষয়হিত)। ব্রহ্মা জগতে
 স্বাবর ও জন্ম ভূতনিচয় সৃষ্টি করেন,
 বিষ্ণু সেই সকল সৃষ্ট পদার্থ পালন
 করেন, আর কদ্র কল্লান্তকালে সেই সমস্ত
 জগৎই সংহার করেন। সর্বভূত সম্বন্ধেই
 ঈশ্বর কিছু দানও করেন না, গ্রহণও করেন
 না, কিছু বিনাশও করেন না। যে জন
 ইহা দেখে, সে-ই প্রকৃত যোগিতে পায়।
 ব্রহ্ম অধুনা প্রতিষ্ঠানের উত্তর দিষ্ট
 থাকেন। সেই পরমেশ্বর মহেশ্বর বটরূপ
 হইয়া আছেন। এই জন্তই সিজগন্ধর্বা-
 পরমর্ষিগণ সহ দেবগণ সেই পরম স্থানে
 থাকিয়া নিত্য পাপকণ্ঠরূপ জনগণকে পঙ্কি-
 জ্ঞাপ করেন। এতদ্বিন্ন অস্ত আর যাহারা
 সেখানে বাস করে, তাহারও পরমগতি
 প্রাপ্ত হয়। যুধিষ্ঠির বলিলেন,—আপনি
 যেরূপ গুনিয়াছেন, তজপাই বলিলেন; কিন্তু
 সেই লোকসম্মতগণ কি কারণে ওখানে
 থাকেন? ইহা আপনি যথাতত্ত্ব কীর্তন

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

প্রয়াগে নিবসন্ত্যেত ব্রহ্মবিক্রমহেশ্বরঃ ।
করনক প্রবক্ষ্যামি শৃণু তৎকং যুধিষ্ঠির ॥ ২০
পঞ্চযোজনবিস্তীর্ণং প্রয়াগস্ত তু মণ্ডলম্ ।
তিষ্ঠতি রক্ষণার্থায় পাপকর্মানিবারণাঃ ॥ ৩০
তত্রিংশে স্বরূপং পাপং নরকে পাতয়িষ্যতি ॥ ৩১
এবং ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ প্রয়াগে স মহেশ্বরঃ ।
সপ্ত বীণাঃ সমুদ্রাশ্চ পর্বতাশ্চ মণ্ডিতলে ॥ ৩২
ত্রিময়শাশ্চ তিষ্ঠন্তি যাবদাভূতসংগ্রহম্ ।
যে চাত্তে বহবঃ সর্বে তিষ্ঠন্তি চ যুধিষ্ঠির ॥ ৩৩
পৃথিবীস্থানমারভ্য নিশ্চিন্তং দৈবতৈস্ত্রিভিঃ ।
প্রজাপতেরিন্দ্রং ক্ষেত্রং প্রয়াগমিতি বিজ্ঞতম্ ॥
এতৎপুণ্যং বিজ্ঞক প্রয়াগস্ত যুধিষ্ঠির
স্বয়াজ্যং কুরু রাজেন্দ্র ভ্রাতৃভিঃ সহিতো ভব ॥

সূত উবাচ ।

ভ্রাতৃভিঃ সহিতাঃ সৰ্বে পাণ্ডবা ধৰ্ম্মনিষ্ঠয়াঃ ।
ব্রাহ্মণেভো নমস্কৃত্য গুরুদেবাংস্বতর্পয়ন্ ॥ ৩৪

করুন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! ইহারা সকলে, এমন কি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রয়াগে বাস করেন। তাহার প্রকৃত কারণ বলিতেছি শুন। প্রয়াগের মণ্ডল পঞ্চ যোজন বিস্তীর্ণ। উহাতে পাপ প্রতিষ্ট ন্য হয়, এ জন্ত উহার রক্ষার্থ তাঁহারা সকলেই তথায় বাস করেন। সেখানে ঈশ্বরমাত্র পাপ করিলেও তাহা নরকে পালিত করে। ২১—৩১। প্রয়াগে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বর্তমান রহিয়াছেন; আর সপ্তবীণ সমুদ্র ও পর্বত সকল মণ্ডিতলে অবস্থান করত মহাপ্রলয় পঞ্চম বর্তমান আছে। যুধিষ্ঠির! তন্ত্রিংশ আরও নানাবিধ জীব-জন্তুসকলই তথায় রহিয়াছে। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই দেবতাত্রয় পৃথিবীতে এই স্থানে প্রয়াগ নামে বিখ্যাত প্রজাপতির ক্ষেত্র নিৰ্দ্ধাণ করিয়াছেন। যুধিষ্ঠির! এই প্রয়াগ পুণ্য এবং পবিত্র। রাজেন্দ্র! তুমি নিজে রাজ্য পালন কর। ভ্রাতৃগণ সহ সঙ্গে অবস্থান কর। সূত বলিলেন,—তখন

বাসুদেবোহপি তত্রৈব কণেনাভ্যাগতিতঃ ।

পাণ্ডবেঃ সহিতৈঃ সর্বৈঃ পূজ্যমানঃ স মাহরমঃ
কুর্কেন সহিতৈঃ সর্বৈঃ পুনরৈব মহাশক্তিঃ ।
অতিবিক্তঃ স্বরাজ্যে তু ধৰ্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৩৫
এতদ্বিস্ময়ং চৈব মার্কণ্ডেয়ো মহাশ্ববান্ ।
ততঃ স্বস্তীতি চোক্ষা বৈ কণাদাশ্রমমাগতঃ ॥
যুধিষ্ঠিরোহপি ধৰ্ম্মাশ্রাভ্যাভ্যুভঃ সহিতঃ সঃ
মহাদানং দদৌ চাৰ্ঘ্যধৰ্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৪০
যদ্বিদং কল্যায়ণায় পঠতে বা শৃণোতি বা ।
মুচ্যতে সৰ্পপাণেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি
বাসুদেব উবাচ ।

মম বাক্যস্ত কৰ্তব্যঃ তব মেহাদ্রবীম্যহম্ ।
নিত্যং স স্মর্য স্ব রাজন প্রয়াগং বিগতজ্বরঃ ॥
প্রয়াগং সংস্মরন্তি সঃ সহান্মাতির্যুধিষ্ঠির ।
স্বয়ং প্রাপ্যসি রাজেন্দ্র স্বর্গলোকস্ত শাসিতম্ ॥

সেই ধৰ্ম্মাশ্রা পাণ্ডবেরা সকলে ভ্রাতৃগণ সহ ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিয়া গুরু ও দেব-গণকে তর্পিত করিলেন। সেই সময়ে বাসুদেবও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; সেই মাধব পাণ্ডবগণ সহ অত্যন্ত সন্তোষ কর্তৃক পূজ্যমান হইলেন। পরে সেই মহাত্মা কুর্কের সহিত পুনরায় ধৰ্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে স্বরাজ্যে অতিবিক্ত করিলেন। তখন মহাত্মা মার্কণ্ডেয় স্বস্তি উচ্চারণান্তে তাঁহাদিগকে আশীষিত করিয়া কণমাত্র নিজ আশ্রমে গমন করিলেন। সেই ধৰ্ম্মাশ্রা ধৰ্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরও ভ্রাতৃগণ সহ মহাদান সকল দান করিলেন। যে জন প্রাতঃকালে গাত্তোখান করিয়া এই উপাখ্যান পাঠ করে বা শ্রবণ করে সে সৰ্পপাণে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়। ৩১—৪১। বাসুদেব বলিলেন,—আমার বাক্য পালন করা কর্তব্য; আমি আমার প্রতি ব্রহ্মবংশতাই বলি; রাজন! আপনি বিগতশোক হইয়া নিত্য প্রয়াগের স্মরণ করুন, হে যুধিষ্ঠির! আমাদিগের সহিত নিতাই প্রয়াগ স্মরণ করুন। তাহা হইলে

প্রয়াগমহাগচ্ছত্বা বসতে বাপি যো নরঃ ।
 সৰ্বশাপবিমুক্তাঃ স্বৰ্গলোকং স গচ্ছতি ॥ ১৪
 প্রতিজ্ঞাহুপারুতঃ সন্তপ্তো নিয়তঃ শুচিঃ ।
 অহঙ্কারনিবৃত্তশ্চ স তীর্থকলমম্মতে ॥ ১৫
 অকোপনশ্চ রাজেন্দ্র সত্যবাদী দৃঢ়ব্রতঃ ।
 আশ্বোপমশ্চ ভূতেশু স তীর্থকলমম্মতে ॥ ১৬
 ঋষিভিঃ ক্রতবঃ প্রোক্তা দেবৈশ্চাপি যথাক্রমম্
 ন হি শক্যা দরদ্রেণ যজ্ঞাঃ প্রাপ্তুং মহীপতে ॥
 বহুপকরণে যজ্ঞো নানাসম্ভারবিভ্রমঃ ।
 প্রাপ্যতে বিবিধৈরথৈঃ সমুদ্রক্কাষা নৈঃ কচিং
 যো দরিত্রৈরপি বৃধৈঃ শক্যাঃ প্রাপ্তুং নরেশ্বর ।
 যতো যজ্ঞকটৈঃ পুণৌক্ত নিবোধ জনেশ্বর ॥
 ঋষীণাং পরমং গুহ্যমিদং ভরতসন্তম ।
 তীর্থভিগমনং পুণ্যং যজ্ঞৈরপি বিশিষ্যতে ॥
 দশকোটিসংস্রাবি ত্রিশংকোটাস্তথা পরে ।
 মাঘমাসে তু গঙ্গায়াম্ গমিষ্যন্তি নরধন ॥ ১১

যযাং শাপত স্বৰ্গলোক প্রাপ্ত হইবেন। যে
 নর প্রয়াগে অহুগমন করে বা বাস করে,
 সে সৰ্বশাপবিমুক্তা হইয়া স্বৰ্গলোকে যায়।
 যে জন প্রাতঃগ্রহ হইতে নিবৃত্ত, সন্তপ্তচেতা,
 নিয়ত, শুচি এবং অহঙ্কারহিত, সে তীর্থ-
 কল ভোগ করে। রাজেন্দ্র! যে অকোপন
 সত্যবাদী, দৃঢ়ব্রত এবং ভূতসমুদয়ে
 আশ্বোপম ব্যবহারী, সে তীর্থকল ভোগ
 করে। ঋষিগণ ও দেবগণ যথাক্রমে ক্রতু
 সকল বলিয়াছেন, কিন্তু হে মহীপতে! সেই
 সকল যজ্ঞ অহুষ্ঠান করা দরদ্রজনের সাধ্য
 নহে। কারণ যজ্ঞ সকল বহু উপকরণ ও
 নানাসম্ভার-বিভ্রম সমাধিত। সুহরাং বিপুল
 অর্থব্যয়ে সমুদ্র নরগণ কচিং কখন সম্পাদন
 করিতে পারেন। নরেশ্বর! বুদ্ধিমান
 দরিত্রগণও যাহা অহুষ্ঠান করিতে পারেন,
 অথচ যাহা যজ্ঞকলের তুল্য বলিয়া সম্মত,
 হে জনেশ্বর! তাহা অবধারণ করুন।
 ভরতসন্তম! ঋষিদিগের পরম গোপ্য এই
 পুণ্য তীর্থভিগমন যজ্ঞ অপেক্ষাও বিশিষ্ট।
 নরধন! দশকোটি সহস্র ও ত্রিশকোটি

সহস্র। ভব মহারাজ ভুজ্জ রাজ্যমকটকম্ ।
 পুনর্জক্যসি রাজেন্দ্র যজ্ঞমানো বিশেষতঃ ॥ ৫২
 ইতি জ্ঞাপ্যে স্বৰ্গধণ্ডে প্রয়াগমাহাশ্ব্যকখন-
 নাম ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

ভবতা কথিতং সৰ্বং যথাক্রমে পৃষ্ঠমেব চ ।
 ইদানীমপি পৃচ্ছাম একং বদ মহামতে ॥ ১
 এতেষাং খলু তীর্থানাং সেবনাদযংকলং ভবেৎ
 সৰ্বেষাং কিল কৃতৈকং কৰ্ম্ম কেন চ লভ্যতে
 এতন্মো ক্রহি সৰ্বজ্ঞ কর্ণেবং যদি বর্ন্ততে ॥ ৩
 স্মৃত উবাচ ।
 কৰ্ম্মযোগঃ কিল প্রোক্তো বর্ণানাং দ্বিজপূৰ্ণঃ
 নানাবিধো মধাভাগাস্তত্র চৈকং বিশিষ্যতে ॥ ৪
 হরিত্তিক্তিঃ কৃতা যেন মনসা বচনগিরা ।

তীর্থ মাঘ মাসে গঙ্গায় যাইয়া মিলিত হয়।
 মহারাজ! এক্ষণে শ্রবণ হউন, অকটক
 রাজা ভোগ করুন; রাজেন্দ্র। পুনরায়
 বিশেষত যখন যজ্ঞ করিবেন তখন দেখিতে
 পাইবেন। ৪২—৫২।

ত্রেয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩।

চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে মহামতে!
 আমরা যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,
 তুমি তাহা সমস্তই বলিয়াছ, ইদানীং একটী
 বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা বল। এই
 সকল তীর্থের সেবা করিলে যে ফল হয়, এমন
 কোন একটা কার্য আছে, যাহার অহুষ্ঠানে
 এই সমস্ত ফলই পাওয়া যায়? ধর্ম্মজ্ঞ! যদি
 এরূপ কোন কৰ্ম্ম থাকে, তবে তাহা আশ্বা-
 দিগের নিকটে বল। স্মৃত বলিলেন,—
 মধাভাগ সকল। ব্রাহ্মণাদি ক্রমে সৰ্ব্ববর্ণেরই
 নানাবিধ কৰ্ম্মযোগ প্রোক্ত হইয়াছে; কিন্তু

জিতং তেন জিতং তেন জিতমেব ন সংশয়ঃ ।
 হরিরেব সমুদ্রাধ্যঃ সর্বদেবেবহরিরঃ ।
 হরিনামমহামন্ত্রেণৈব পাপশিখাচকঃ ॥ ৬
 হরেঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা সৰুদপ্যমলাশয়ঃ ।
 সৰ্বতীর্থসমাগাহং লভতে যন্ন সংশয়ঃ ॥ ৭
 প্রতিমাঞ্চ হরেদৃষ্ট্বা সৰ্বতীর্থকলং লভেৎ ।
 বিষ্ণুনাং পরং জপ্ত্বা সৰ্বমঙ্গলং লভেৎ ॥ ৮
 বিষ্ণুপ্রসাদতুলসীমাজায় দ্বিজসন্তমাঃ ।
 প্রচণ্ডং বিকরালং তদ্ব্যমস্তা স্তম্ভং ন পশ্যতি ॥ ৯
 সৰুৎপ্রাণামী কৃষ্ণস্ত মাতুঃ স্তম্ভং পিবেন্ন হি ।
 হরিপাদে যীনো যেযাঃ তেভ্যো নিত্যং
 নমো নমঃ ॥ ১০
 পুঙ্খঃ স্বপচো বাপি যে চাত্তে স্নেচ্ছজাতয়ঃ ।
 তেহপি বন্দ্যা মহাভাগা হরিপাদৈকসেবকাঃ ॥
 কিং পুনর্ভাঙ্গাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষ্যসুতথা ।
 হরৌ ভক্তিং বিধায়েব গৰ্ভবাসং ন পশ্যতি ॥ ১২

ভগ্নব্যো একটাই বিশিষ্ট। যে জন মন
 বাকা ও দেহ ছাড়া হরিভক্তি করে, সে-ই
 জিতিয়াছে, সেই জিতিয়াছে, সেই জিতি-
 য়াছে, ইহাতে সংশয় নাই। সর্বদেবেবহরির
 হরিই সমুদ্রাধ্য। হরিনাম-মহামন্ত্রে পাপ-
 শিখাচ বিনষ্ট হইয়া যায়। অমলাশয় হরিকে
 একবার মাত্র প্রদক্ষিণ করিয়া সর্বতীর্থব-
 গাঃলনে যেকল, তাহাই লাভ করে, সংশয়
 নাই। হরির প্রতিমা দেখিয়া সৰুতীর্থের
 সর্বপ্রাপ্ত হয়, আর বিষ্ণুনাং জপ করিয়া
 সৰ্বমঙ্গল জন্মের কল লাভ করিতে পারে।
 দ্বিজসন্তমগণ। বিষ্ণুপ্রসাদ-তুলসী আজ্ঞা
 করিলে যমের সেই প্রচণ্ড করাল বদন দর্শন
 করিতে হয় না। -যে জন কৃষ্ণকে একবার
 মাত্র প্রণাম করে, সে আর কখনই মাতৃস্তম্ভ
 পান করে না। বাহাদিগের বন হরিচরণে
 বর্তমান তাহাদিগকে নিত্য বার বার নম-
 স্কার। ১—১০। মহাভাগগণ। পুঙ্খ
 স্বপচ বা অস্ত যে সকল স্নেচ্ছাদি নীচ জাতি,
 প্রাণীও যদি হরিপাদ-সেবক হয়, তবে
 বন্দনীয়। পুণ্য ভ্রাতৃগণ কি ভক্ত রাজর্ষি-

হরিরগ্রে বরৈকৈকৈমুত্যংস্তরায়করয়ঃ ।
 পুনাতি ভুবনং বিশা গঙ্গাদিসলিলং যথা ॥ ১৩
 দর্শনাং স্পর্শনাত্তস্ত আলাপাদপি ভক্তিতঃ ।
 ব্রহ্মহত্যাদিভিঃ পাপৈর্মুচ্যতে নাত্ সংশয়ঃ ॥ ১৪
 হরেঃ প্রদক্ষিণং কৃষ্ণরূচৈস্তরায়করয়ঃ ।
 বরতালাদিসন্ধানং সুখরং কলশশতম্ ॥ ১৫
 ব্রহ্মহত্যাদিকং পাপং তেনৈব করতালিতম্ ॥ ১৬
 হরিভক্তিকথায়ুক্তাধ্যায়িকাং শৃণুয্যচ্চ যঃ ।
 তস্ত সন্দর্শনাদেব পুতো ভবতি মানবঃ ॥ ১৭
 কিং পুনস্তস্ত পাপানামাংগকা মুনিপুত্রবাঃ ।
 তীর্থানাঞ্চ পরং তীর্থং কৃষ্ণনাম মহর্ষয়ঃ ॥ ১৮
 তাথীকুর্বন্তি জগতীঃ গৃহীতং কৃষ্ণনাম যৈঃ ।
 তস্মায়ুনিবরাঃ পণ্য নাতঃ পরতরং বিদুঃ ॥ ১৯
 বিষ্ণুপ্রসাদনিন্দালা ভুক্তা যথা চ মন্তকে ।
 বিষ্ণুরেব ভবেন্নর্যো যমশোকবিনাশনঃ ॥ ২০
 অর্চনীযো নমস্কার্যো হরিরেব ন সংশয়ঃ ॥ ২১

দিগেব কথ্য হাব কি বলিব? হরিতে ভক্তি
 করিলেই সে আর গর্ভবাস দর্শন করে না।
 বিপ্রগণ। যেজন হরির অগ্রভাগে মৃত্যু
 সহকারে উচ্চস্বরে তদীয় নাম কীর্তন করে,
 সে গঙ্গাদি তীর্থজলেব স্নায় ভুবন পবিত্র
 করে। ভক্তিপূর্বক তাহার দর্শন স্পর্শন
 এবং আলাপে ব্রহ্মহত্যাাদি পাপ হইতেও
 মুক্ত হওয়া যায়। ইহাতে সন্দেহ নাই।
 যেনর হরিকে প্রদক্ষিণ করত উচ্চ অখণ্ড
 মনোহর কলশকে তদীয় নাম কীর্তন করিতে
 করিতে বরতালি প্রদান করে, তৎকর্তৃক
 ব্রহ্মহত্যাাদি পাপ সকলই এই করতালি দ্বারা
 উপহাসিত হয়। যে জন হরিভক্তি-কথায়ুক্ত
 আধ্যায়িকা শ্রবণ করে, মানব তাহার দর্শন
 মাছেই পুত হয়। মুনিপুত্রবগণ। তাহার
 আর পাশাশকা কি? মহাবিগণ। কৃষ্ণনাম
 তীর্থ সকলেরও পরম তীর্থ। যে জনগণ
 কর্তৃক কৃষ্ণনাম গৃহীত হয়, তাহারাই এই জগ-
 তীকে তীর্থভূত করেন, আরও যে স্থান-
 বরমোর্তগণ। ইহা অশেষ। আর পশ্চত
 কিছুই নাই, জ্ঞানিবেন। বিষ্ণুর প্রসাদ

যে হীমং বিষ্ণুমবাস্তং দেবং বাপি মহেশ্বরম্ ।
একীভাবেন পশুন্তি ন তেষাং পুনরুত্তরং ॥২২
তস্মাদনাদিনিধনং বিষ্ণুমাঙ্গানমবায়ম্ ।
হরিরেকং প্রপশুন্তঃ পূজয়ন্তঃ তথৈব হি ॥২৩
যেহসমানং প্রপশুন্তি হরিং বৈ দেবতাস্তরম্ ।
তে যান্তি নরকান্ ঘোরান্ তান্ গণয়েকরিঃ
মূৰ্খং বা পশুতঃ বাপি ব্রাহ্মণ' কেশবপ্রিয়ম্ ।
স্বপাকং বা মোচয়তি নারায়ণঃ স্বয়ম্প্রভুঃ ॥ ২৫
নারায়ণাৎ পরো নাস্তি পাপরাশিদবানলঃ ।
কৃষাপি পাতকং ঘোরং কৃকনায়। বিমূঢ়াতে ॥২৬
ঈষং নারায়ণো দেবঃ অন্যত্র জগতাং শুরঃ ।
আত্মনোহুভ্যধিকাঃ শক্তিঃ স্বাপন্নমাস

সুভ্রতাঃ ॥ ২৭

অজ যে বিবদন্তে বা আয়াসলব্ধদর্শনাৎ ।
কলানাং গোঁরবাচ্চাপি তে যান্তি নরকং বহু ।

নিম্নাংল্য ভোজন করিয়া ও মন্তকে ধরিয়া
মর্ত্য যমশোকবিনাশন বিষ্ণুই হইয়া থাকে ।
অতএব হরিই অর্চনীয় ও নমস্কার্য্য । ১১
—২১। যাহারা এই অব্যক্ত বিষ্ণুকে এবং
মহেশ্বরকে একভাবে দর্শন করে, তাহাদিগের
আর পুনরুত্তর হয় না । অতএব আপনারা
সকলভূতের আয়ুরূপী অনাদিনিধন অব্যয়
বিষ্ণু হরিকে এক দেখুন এবং তজ্জপ পূজা
করুন । যাহারা হরি ও দেবাস্তরকে অসম
ভাবে দর্শন করে, তাহারা ঘোর নরকে যায় ;
হরি তাহাদিগকে গণনা করেন না । কেশব-
প্রিয় জনগণ মূৰ্খই হউক আর পণ্ডিতই হউক,
ব্রাহ্মণই হউক আর চণ্ডালই হউক, স্বয়ম্প্রভু
নারায়ণ তাহাদিগকে মোচন করেন । নারা-
য়ণ অপেক্ষা পাপরাশির দ্বাবানল তুল্য আর
কেহই নাই । ঘোর পাতক করিয়াও কৃক
নায়ে বিমুক্ত হইতে পারে । সুভ্রতগণ !
জগতের এক দেব নারায়ণ স্বয়ং বীৰ্য্য নামে
স্বকীয় শক্তি অপেক্ষা আরও শক্তি স্থাপন
করিয়াছেন । এ বিষয়ে যাহারা আয়াসের
অনুভব ও কলের গুরুতা দেখিয়া বিবাদে
প্রবৃত্ত হয়, তাহারা বহু বহু নরকে যায় ।

তস্মাদ্রৌ তত্তিমান্ ভাক্তরিনামপরায়ণঃ ।
পূজকং পৃষ্ঠতো রক্তেগ্রামিনঃ রক্তস প্রভুঃ ।
হরিনাম মহাবজ্রং পাপপক্ষতদারণম্ ॥ ৩০
তো চ পাদৌ তু সকলৌ যৌ তীর্থগতি-
পালিনৌ ॥
তাবেব ধন্যবাধ্যাতৌ যৌ তু পূজাকরৌ
করৌ ॥৩১
উত্তমাক্ষমুত্তমাক্ষং তদ্রৌ নম্রমেব যৎ ।
সা জিহ্বা যা হরিং স্তোতি তন্ননন্তং-
পদাঙ্গুগম্ ॥ ৩২
তানি লোমানি চোচ্যন্তে যানি তন্নরি
চোখিতম্ ।

কুরুন্তি তচ্চ নেত্রাণু যদচ্যুতপ্রসঙ্গতঃ ॥ ৩৩
অহো লোক! অতিভরাং দৈবদোষেণ বঞ্চিতা
নামোচ্চারণমাজ্ঞেয় মুক্তিদং ন তজ্জন্তি বৈ ॥৩৪
বঞ্চিতান্তে চ কলুষাঃ শ্রীণাং সঙ্গপ্রসঙ্গতঃ ।
প্রতিষ্ঠন্তি চ লোমানি যেবাং নো কুরুশব্দেনে ॥

এ নিমন্ত হরির প্রতি ভক্তিমান্ এবং হরি-
নামপরায়ণ হইবে । প্রভু হরি পূজকে
পৃষ্ঠদেশে আর নামকীর্তনকারীকে বক্ষঃস্থলে
রক্ষা করেন । হরিনাম পাপপক্ষতবিদারণ
মহাবজ্র স্বরূপ । ২২—৩০ । সেই পাদাঙ্গুলিই
সকল, যাহা তীর্থে (হরিকেত্রে) গতিশালী ।
সেই করদ্বয়ই বজ্র বলিয়। অধ্যাত, যাহারা
শ্রীহরির পূজা করে । সেই উত্তমাক্ষই উত্ত-
মাক্ষ, যাহা হরিসম্মিধানে নম্র হয় । সেই
প্রকৃত জিহ্বা, যাহা হরিকে স্তব করে । সেই
মনই মন, যে হরিশ্রবণে । তাহাদিগকেই
লোম বলা যায়, যাহারা হরিনাম প্রবণে কট-
কিত হয় । তাহাই নেত্রাঙ্গল, যাহা অচ্যুত
কৃকের প্রসঙ্গবশত করিত হয় । অহো!
লোক সকল দৈবদোষে নিভান্তই বঞ্চিত,
যেহেতু নামোচ্চারণ মাঝেই যিনি মুক্তি
প্রদান করেন, তাঁহাকে ভজন করে না ।
কুরুন্তি দর্শনে যাহাদিগের লোমোচ্চারণ হয়,
শ্রীগণের সঙ্গ-প্রসঙ্গে কলুষিতভেদে তাঁহা
সকল ব্যক্তি নিভান্তই বঞ্চিত । যাহারা

তে মধ্যা হকৃতান্নান: পুত্রশোকাদিবিহ্বলা: ।
কদন্তি বহলালার্শির্ন কৃকাকরকীর্তনে ॥ ৩৬
জিহ্বাং লব্ধা পি লোকেহস্মিন কৃকনাম

জপেগ্রহি ।

লব্ধা পি মুক্তিসোপানং হেলয়েব চ্যবন্তি তে ॥ ৩৭
তীর্থাদ্যত্নেন বৈ বিষ্ণুঃ কৰ্ম্মযোগেন মানবঃ ।
কৰ্ম্মযোগার্চিতো বিষ্ণুঃ প্রসীদত্যেব নানুত্থা
তীর্থাদ্যধিকং তীর্থং বিকোৰ্ভজনমুচ্যতে ॥ ৩৮
সৰ্ব্বেষাং খলু তীর্থানাং শ্রানপানাবগাহনৈঃ ।
যৎকলং লভতে মর্ত্যাস্তৎকলং কৃকসেবনাং ॥
বস্ত্রভেদে কৰ্ম্মযোগেন ধত্তা এব নরা হরিম্ ।
তদ্ব্যজ্ঞধ্বং যুগ্মঃ কৃকঃ পরমমঙ্গলম্ ॥ ৪১

ইতি ত্রিপায়ে স্বৰ্গশ্বেদে বিষ্ণুভজনমহাত্ম্য-
বর্ণনে চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

‘কৃক’ এই শব্দাকর কীর্তনকালীন ‘অহো !
জগবন্ জ্ঞান কর’; ইত্যাদি ভাববাজক
বিবিধ বাক্যোচ্চারণ সহকাৰে হোদন না
করে, পুত্র-দারাদিবিহ্বল সেই মর্ত্যগণ
নিতান্তই অকৃতান্না। এই লোকে যাঁহারা
জিহ্বা লাভ করিয়াও কৃক নাম জপ না করে,
তাঁহারা মুক্তিসোপান পাইয়াও হেলায়
পরিভ্রাণ করে। অতএব মানব যত্নপূর্বক
কৰ্ম্মযোগ দ্বারা বিষ্ণুকে আরাধনা করিবে।
বিষ্ণু কৰ্ম্মযোগে আর্চিত হইলেই প্রসন্ন হন;
অতএব প্রসন্ন হন না। বিষ্ণুর ভজন তীর্থ
অপেক্ষাও অধিক তীর্থ বলিয়া উক্ত হয়।
সমস্ত তীর্থে শ্রানে পানে ও অবগাহনে যে
কল, কৃকসেবা করিলে মর্ত্য সেই কলই লাভ
করে। বস্ত্র নরগণই কৰ্ম্মযোগ দ্বারা হরিকে
বস্ত্রন করেন; অতএব হে যুগ্মগণ!
আপনারা পরম মঙ্গল কৃককে বজন
করুন। ৩১—৪১।

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

কৰ্ম্মযোগঃ কথং সূত যেন চারাবিতো হৃদিঃ ।
প্রসীদতি মহাভাগ বদ নো বদতাং বর ॥ ১
যেনাসৌ ভগবানীশঃ সমারাদ্যো যুগ্মকৃতিঃ ।
তদ্বদাখিললোকানাং রক্ষণং ধর্ম্মসংগ্রহম্ ॥ ২
তং কৰ্ম্মযোগং বদ নঃ সূত মুক্তির্ময়ম্ কথং ।
ইতি শুক্রযবো বিপ্রা ভবদগ্রে ব্যবহিতাঃ ॥ ৩
সূত উবাচ ।

এবমেব পুরা পৃষ্ঠো ব্যাসঃ সত্যবতীসূতঃ ।
ঋষিভিরনিস্ক্রান্তৈর্ব্যাসস্তানাহ যজ্ঞশু ॥ ৪

ব্যাস উবাচ ।

শৃণুধর্ম্মবয়ঃ সর্ব্বৈ বক্ষ্যমাণং সনাতনম্ ।
কৰ্ম্মযোগং ব্রাহ্মণানামাত্যন্তিককলপ্রদম্ ॥ ৬
আর্য্যসিন্ধুমখিলং ব্রাহ্মণার্থং প্রদর্শিতম্ ।
ঋষীণাং শৃতাং পূর্ব্বং মহুরাহ প্রজাপতিঃ ॥ ৬

পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে বক্তৃবর মহা-
ভাগ সূত! যাহা দ্বারা আরাধিত হইলে
হরি প্রসন্ন হন, সেই কৰ্ম্মযোগ কি প্রকার?
তাহা আমাদিগকে বল। সেই ঈশ ভগবান্
যুগ্ম জনগণের যে বিধানে আরাধনীয়,
আখিল লোকের ইচ্ছাশোধার্থে হর্ম্মের দায়-
সংগ্রহরূপ সেই মুক্তিমান কৰ্ম্মযোগ আমা-
দিগকে বল; এই বিষয় শুনিবার জন্য এই
বিপ্রগণ তোমার অগ্রে অবস্থিত রহিয়াছেন।
সূত বলিলেন, পুরাকালে সত্যবতীসূত
ব্যাস অরিসভাধি ঋষিগণ: কর্ত্ত্বক এইরূপ পৃষ্ঠ
হইয়াছিলেন। ব্যাস ভাষাদিগকে বৈষ্ণব
বলিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি অবশ্য করণ।
ব্যাস বলিলেন,—হে ঋষিগণ! আপনারা
সকলে শুনুন; ব্রাহ্মণগণের অত্যন্ত কলঙ্ক
সমস্ত আর্য্যসিন্ধু এই বক্ষ্যমাণ কৰ্ম্মযোগ
ব্রাহ্মণগণের হিতকারক প্রদর্শিত হইয়াছে।
পুরাকালে প্রজাপতি বহু ইহা ব্রাহ্মণকে

সর্বপাপহরং পুণ্যমুদয়সৈবৈবৈবিতম্ ।
সমাহিতমিহো বৃহৎ শৃণুধ্বং গদতো মম ॥ ৭
কৃতোপনয়নো বেদানধারীত দ্বিজোত্তমঃ ।
গৰ্ভাষ্টমেহষ্টমে বান্দে হস্তজোক্তবিধানতঃ ॥ ৮
দণ্ডী চ মেখলী স্ত্রী কৃষ্ণাজিনধবো মুনিঃ ।
ভিক্ষাহারো গুরুহিতো বাক্যমাগে

গুরোর্মুখম্ ॥ ৯

কার্ণাসমুপবীতার্থং নিশ্চিতং ব্রহ্মণা পুরা ।
ব্রাহ্মণানাং ত্রিহংস্রজ্যং কোষেয়বস্ত্রমেব বা ॥ ১০
সদোপবীতী চৈব স্ত্রাং সঙ্গা বদ্ধশিখো দ্বিজঃ ।
অস্তথা যৎকৃতং কৰ্ম্ম তন্তবত্যাযথাকৃতম্ ॥ ১১
বসেদবিকৃতং বাসঃ কার্ণাসং বা কষায়কম্ ।
তদেব পরিধানীয়ং গুরুমতীত চোত্তমম্ ॥ ১২
উত্তরস্ত সমান্নাতঃ বাসঃ কৃষ্ণাজিনং শুভম্ ।
তদভাবে গবয়জং রৌরবং বা বিধীয়তে ॥ ১৩
উক্ত্য দক্ষিণং বাহুং সবাবাহো সমর্পিতম্ ।

গুনাইবার জন্ত বলিয়াছিলেন। সর্বপাপহর
পুণ্য ঋষিসমুদয়-সেবিত সেই কর্ম্মযোগ আমি
বলিতে থাকিলে আপনারা সমাহিতমতি
হইয়া শ্রবণ করুন। দ্বিজোত্তমগণ গৰ্ভ ষ্টমে
বা অষ্টমবর্ষে নিজ বেদোক্ত বিধান অনুসারে
কৃতোপনয়ন হইয়া বেদ সকল অধ্যয়ন
করিবে। শিষ্য তখন দণ্ড মেখলা যজ্ঞো-
পবীত ও কৃষ্ণাজিনধারী, ভিক্ষাহারী, গুরু
হিতাচারী ও গুরুমুখবাক্ষণকারী হইবে।
ব্রাহ্মণদিগের জন্ত পুরাকালে ব্রহ্মা ত্রিভুগিত
কার্ণাসমুদয়নির্ম্মিত উপবীত এবং কোষেয়
বসন বিহিত করিয়াছেন ১১—১০। দ্বিজ
সঙ্গা উপবীতধারী ও বদ্ধশিখ হইবে। অস্তথা
যাহা কিছু কর্ম্ম করা যায়, সমস্তই অযথাকৃত
হয় বলিয়া বুধা হইয়া যায়। অবিকৃত কার্ণাস
বা কষায় বস্ত্র ব্যবহার করিবে; উহা গুরুবর্ণ
হইলে অতীত উত্তম, আর উত্তরীয় কৃষ্ণা-
জিনই শুভকর বলিয়া কথিত হয়। ইহার
অভাবে গবয়ের (বনগোকর) চর্ম্ম বা
রৌরব (রক্ত নামক হুগের) চর্ম্ম বিহিত।
যজ্ঞোপবীত বাম হস্তে স্থাপন পূর্বক দক্ষিণ

উপবীতং ভবেন্নিত্যং নিবীতং কঠসঙ্কলন ॥ ১৪
সবাবাহুং সমুদ্রত্যা দক্ষিণে তুচ্ছতং দ্বিজাঃ ।
প্রাচীনাবীতমিত্যুক্তং পিত্র্যো কর্ম্মণি যোজয়েৎ
অগ্ন্যাগারে গবাং গোষ্ঠে হোমে তর্পণে

ভবেব চ ॥

স্বাধ্যায়ে ভোজনে নিত্যং ব্রাহ্মণানাক সন্নিবে
উপাসনে গুরুগাঞ্চ সন্ধ্যায়াঃ সাধুসঙ্গমে ।
উপবীতী ভবেন্নিত্যং বিধিবেশ সনাতনঃ ॥ ১৭
মৌজীং ত্রিহংসমাস্ত্রিষ্টাং কুখ্যাধিপশ্চ মেখলাষ
মুজ্জাভাবে কুশেনাভ্রহ্মিনৈকেন বা ত্রিভিঃ ॥ ১৮
ধাবয়েদ্বৈগণালাশৌ দণ্ডৌ কেশান্তিকৌ দ্বিজঃ
যজ্ঞায়বৃক্ষজং বাথ সৌম্যমব্রণমেব চ ॥ ১৯
সায়ং প্রাতঃদ্বিজঃ সন্ধ্যামুপাসীত সমাহিতঃ ।
কামান্নোভান্নভয়ান্নোহান্ত্যাক্টেনাং পতিভো

ভবেৎ ॥ ২০

বাহ উত্তোলন করিয়া তন্নিবে বুলাইয়া দিলে
তাহাকে উপবীত বলা যায়। কঠদেশে
ধারণপূর্বক বক্ষঃস্থলের দিকে বুলাইয়া দিলে
তাহাকে নিবীত বলা যায়। হে দ্বিজগণ!
দক্ষিণ হস্তে স্থাপনপূর্বক বাম বাহু উত্তোলন
করিয়া তন্নিবে বুলাইয়া দিলে তাহা প্রাচীন-
বীত বলা যায়। উক্ত হয়, পিতৃকার্য্যে এরূপভাবে
যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবে। অগ্নিগৃহে,
গো-সমীপে, গোষ্ঠে, ধোমে, তর্পণে, স্বাধ্যায়ে
ভোজনে, ব্রাহ্মণসঙ্গিধানে গুরুজনের
উপাসনাকালে, উত্তর সন্ধ্যাকালে এবং সাধু-
সঙ্গ সময়ে নিত্য উপবীতী হইবে। ইহাই
সনাতন বিধি। বিপ্রের মেখলা পরশ্বর
সংস্পর্শিত ত্রিভুগিত মুজ্জ তুণ দ্বারা রচনা করিবে।
মুজ্জের অভাবে একটী বা তিনটী গ্রহি বিদ্যা
কুশ দ্বারা নির্মাণ করিতে হয়; ইহা উক্ত
হইয়াছে। দ্বিজ বেণু (বাণ) বা পলাশ
বিদ্যা অস্ত্র যজ্ঞীয় বৃক্ষ দ্বারা নির্ম্মিত দুবৃক্ষ,
ছিদ্রাদি-দোষবিহীন কেশান্ত-ভাগস্পর্শী দণ্ড
ধারণ করিবে। দ্বিজ সমাহিত হইয়া সাক্ষ
ও প্রাতঃকালে সন্ধ্যা-উপাসনা করিবে;
কায়, লোভ, ভয় বা মোহ বশতঃ ইহা না

অগ্নিকার্য্যং ততঃ কুর্ধ্যাৎসারঃ প্রাতঃ প্রসন্নমীঃ
নাম্না সত্বপুংসেদেবান স্বয়ীন্ পিতৃগণাঃস্তথা ।
দেবভার্জনার্জনং কুর্ধ্যাৎ পুংসৈঃ পত্রেধ্ববাহুভিঃ
অভিবাদনশীলঃ স্মারিতাঃ বৃদ্ধস্ শ্রুতঃ ॥২২॥
অসাবহং ভো নামেতি সম্যকপ্রণতিপূর্ব্বকম্ ।
আয়ুরারোগ্যাসিকার্য্যং তদ্রাদিশরিবজ্জিতঃ ॥২৩॥
আয়ুমান্ ভব সৌম্যোতি বাচ্যো বিপ্রো-

হতিবাদনে ।

অকারিষ্ঠান্ত নামোহস্তে বাচ্যঃ পূজ্যকবঃ পুতঃ
যো ন বেত্ত্যভিবাদন্ত বিপ্রঃ প্রত্যভিবাদনম্ ।
নাভিবাধ্যঃ স রিহুযা যথা শূদ্রস্তথৈব সঃ ॥২৪॥
ব্যতান্তপাণিনা কার্য্যমূপসংগ্রহণং গুরোঃ ।
সর্বোদ্যন সব্যঃ স্পৃষ্টব্যো দক্ষিণেন তু দক্ষিণঃ ।
লৌকিকং বৈদিকং বাপি তথাধ্যাত্মিকমেব বা
আদদ্যাদি যতো জ্ঞানং তং পূজম ভবাদয়েৎ

করিলে পতিত হয় । ১১—২০ । তাব পর
স্বায়ং প্রাতঃকালে প্রসন্নচেত্রে অগ্নিকার্য্য
করিবে । স্নানপূর্ব্বক পিতৃ-দেব-ঋষিগণের
তর্পণ করিবে, পুষ্প, পত্র, যব ও জল দ্বারা
দেবভার্জন করিবে । আয়ু-আরোগ্য সিদ্ধি
নিমিত্ত ত্রিতা বৃদ্ধজনে অভিবাদনশীল হইবে ।
সম্যক প্রণতিপূর্ব্বক “ওহে আমি অমুক”
এই বলিয়া নিজ নাম উচ্চারণ করিবে ।
বিপ্র অভিবাদন করিলে, তাহাকে “আয়ুমান্
ভব সৌম্য” এই কথা বলিয়া তাহার নাম
সন্মুখনাস্ত করিয়া উচ্চারণ করিবে, কিন্তু
যদি সেই প্রণত ব্যক্তির নামটি অকারান্ত হয়,
তবে তাহার পূর্ব্ব বর্ণটি পুত্ৰ শব্দে উচ্চারণ
করিবে । যে বিপ্র অভিবাদনের প্রত্যভি-
বাদন করে না, শূদ্র যেমন, সে ব্যক্তিও
তেমনি স্মৃতরাং বিধান ব্যক্তি তাহাকে
অভিবাদন করিবে না । বিপর্য্যস্ত হস্তে
শুরুজনের পাদগ্রহণ করিবে,—বাম হস্ত
দ্বারা বাম পাদ ও দক্ষিণ হস্ত দ্বারা দক্ষিণ
পাদ গ্রহণ করিতে হয় । লৌকিক, বৈদিক
বা আধ্যাত্মিক, যে কোনরূপ জ্ঞানই তাহার
নিকট হইতে লাভ করা হয়, তাহাকে, প্রথমে

নোদকঃ ধারয়েদৈক্যং পুষ্পাণি সমিধস্তথা ।
এবংবিধানি চান্তানি ন দেবার্থে কৰ্ম্মহ ॥ ২১ ॥
ব্রাহ্মণান্ কুশলং পৃচ্ছেৎ কত্রবজ্জমনাময়ম্ ।
বৈশ্বক্যে ক্ষেমঃ সমাগম্য শূদ্রমারোগ্যমেব চ ॥২২॥
উপাধ্যায়ঃ পিতা জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা চৈব মহাপতিঃ
মাতুলঃ শশুরঃশ্চৈব মাতামহপিতামহৌ ।
বর্ণশ্রেষ্ঠঃ পিতৃব্যশ্চ পুংসোহস্ত গুরবঃ স্মৃত্যঃ ॥
মাতা মতামহী গুরুী পিতৃমাতুল সোদরা ।
শ্রীঃ পিতামহী জ্যেষ্ঠা ধাত্রী চ গুরবঃ স্নিহাঃ ॥
জ্যেষ্ঠ গুরুবর্ণোহয়ং মাতৃতঃ পিতৃতো বিজ্ঞাঃ
অম্ববর্তনমেতেষাং মনোবাক্যায় শ্রুতিভিঃ ॥ ৩২ ॥
গুরুন দৃষ্টা সম্মতির্দেদাভিবাদ্য কৃতাজ্জলিঃ ।
নৈতৈরুপাধিবেশংসার্কং বিবদেন্নাস্তকারণং ॥৩৩॥
জীবিতার্থমপি ঘোষাদ্গুরুভির্বেব ভাষণম্ ।
উদ্রিক্তোহপি গুণৈরশ্রেষ্ঠগুরুষৌ পতত্যধঃ ॥

অভিবাদন করা কর্তব্য । কিন্তু যিনি উদক,
ভৈক্ষ্য দ্রব্য, পুষ্প, সমিধ এবং এইরূপ দৈব-
কর্ম্মযোগ্য অস্ত্র দ্রব্য সকল ধারণ করিয়া
আছেন, তাহাকে অভিবাদন করিবে না ।
সমাগত ব্রাহ্মণকে কুশল, কত্রবজ্জমনাময়
বৈশ্বক্যে ক্ষেম এবং শূদ্রকে আরোগ্য
জিজ্ঞাসা করিবে । ইহ জগতে উপাধ্যায়,
পিতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, মহাপতি রাজা, মাতুল,
শশুর, মাতামহ, পিতামহ এবং পিতৃব্য
(এই সমস্ত পঞ্চায় বিশিষ্ট ব্যক্তি) ইহারা
নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠবর্ণ হইলে গুরু বলিয়া স্মৃত
হন । এইরূপ মাতা, মাতামহী, গুরুপত্নী,
পিতা-মাতার সহোদর, শ্রীঃ, পিতামহী,
জ্যেষ্ঠা ভগিনী এবং ধাত্রী, এই সকল ব্রীণগণও
গুরু । বিজ্ঞগণ । মাতৃপক্ষ ও পিতৃপক্ষ
ক্রমে এই গুরুবর্ণ জানা উচিত । যন, বাক্য
ও কর্ম্ম দ্বারা ইহাদিগের অম্ববর্তন করিবে ।
২১—৩২ । গুরুজনকে দেখিয়া গাজোশ্মান
করত অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাজলি হইয়া
থাকিবে । ইহাদিগের সঙ্গে একাসনে উপবেশ-
ন করিবে না এবং নিজ স্বার্থ স্বকার্য্য বিবাদ
করিবে না । বেশ বশতঃ বা নিজ জীবিকা

করান্যপি সর্বেষাং পঞ্চ পূজ্যা বিশেষতঃ ।
কেশাবান্যাদয়ঃ সৌভাগ্যেবাং মাতা সুপূজিতা
যো ভাবয়তি বা স্মৃতে যেন বিদ্যোপদিশ্চ ৫
ক্লেশটো জাতা চ ভর্তা চ পঠ্যতে গুরবঃ

স্মৃতাঃ ॥ ৩৬

আত্মনঃ সর্বযত্নেন প্রাণত্যাগেন বা পুনঃ ।
পূজনীয়া বিশেষণ পঠ্যতে কৃত্তিমিচ্ছতা ॥ ৩৭
বাবৎসিতা চ মাতা চ দ্বাবেতো নির্মিকারিণো
ভাবৎসর্যঃ পরিত্যজ্য পুত্রঃ স্ত্রীভৎসরাণ্যঃ ॥ ৩৮
পিতা মাতা চ সুপ্রাণো স্ত্রীতাঃ পুত্রভূতৈর্ঘদি ।
স পুত্রঃ সকলঃ ধর্ম্যঃ প্রাপুয়ান্তেন কর্মণা ॥ ৩৯
নাস্তি মাতৃসমং দৈবং নাস্তি পিতৃসমো গুরুঃ ।
করোঃ প্রত্যাগকারোহপি ন কথঞ্চন বিদ্যাতে
তয়োর্মিত্যাং প্রিয়ং কুর্যাৎকর্মণা মনসা গিবা ।
ন তাভ্যামনুজাতো ধর্ম্যমন্তঃ সমাচরেৎ ॥ ৪০

হৃদয়ও গুরুজনের সঙ্গে কট ভাষা ব্যবহার
করবে না। অস্ত্রান্ত গুণে উজ্জ্বল হইলেও
গুরুষোঁ মানব অধঃপাতিত হয়। এই সকল
গুরুজনের মধ্যেও প্রথমোক্ত পাঁচজন
বিশেষরূপে পূজনীয়। তন্মধ্যে আবার
আদ্যাদয় শ্রেষ্ঠ, ভীষ্মাদিগের মধ্যেও মাতা
অতীত পূজ্যা। যিনি জন্ম দান করেন,
যিনি প্রসব করেন, যিনি বিদ্যা উপদেশ
করেন, আর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও পতি, ইষ্টাবা
পাঁচজন প্রধান গুরু বলিয়া স্মৃত হন।
মঙ্গলাভিলাষী ব্যক্তির পক্ষে সম প্রযত্নে
এমন কি প্রাণ বিসর্জন করিয়াও এই পঞ্চ
গুরু বিশেষরূপে পূজনীয়। যত কাল পর্যন্ত
পিতা মাতা নির্মিকার ভাবে বর্ধমান আছেন
পুত্র ভাবৎস কাল পর্যন্ত সর্ব কর্ম পরিচ্যাগ
করিয়া ভীষ্মাদিগের সেবাপরায়ণ হইবে।
যদি পিতা মাতা পুত্রের গুণে সুলীল থাকেন
তবে প্রভু সেই কর্মেব কলে সকল ধর্ম্য প্রাপ্ত
হয়। মাতার সম দেবতা নাই, পিতার সম
গুরু নাই। ভীষ্মাদিগের প্রত্যাগকার কোন
রূপই হইতে পারে না। ৩০—৪০। কর্ম
ন ও বাক্যে মিত্য ভীষ্মাদিগের প্রিয়

বর্জয়িত্বা মুক্তিকলং মিত্যাং নৈমিত্তিকং তথা ।
ধর্ম্মগারঃ সন্মুদিতঃ প্রেত্যানন্তকলপ্রদঃ ॥ ৪২
সমাগারাদ্য বক্তারঃ বিস্টষ্টজনহুজয়া ।
শিষ্যো বিদ্যাকলং ভুজ্যেত প্রেত্য চাপদ্যতে
দিবি ॥ ৪৩

যো ভ্রাতরং পিতৃসমং জ্যেষ্ঠং মূঢ়োহবমন্ততে ।
ভেন দোষেণ সম্প্রত্য নিরয়ং যোবমুচ্ছতি ॥
পুংসাং বর্জন পৃষ্টেন পূজ্যো ভর্তা তু সর্গদা ।
অশি মাতরি নোকেহস্তরূপকারাক্ষি গৌরবম্
মাতৃলাশ্চ পিতৃব্যাশ্চ শত্রুমানুজ্যো গুরুন ।
অসাবর্তমনি ক্র্যাৎপ্রত্যাখ্য যব যসঃ ॥ ৪৬
অবাচ্যো দীক্ষিতো নাস্য যবীয়ানপি যো ভবেৎ
ভো-ভবৎপূর্বকং হেনমভিভাষেত ধর্ম্মবিৎ ॥ ৪৭
অভিবাদাশ্চ পূজ্যাশ্চ শিরোনামা এব চ ।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়দৈব্যাশ্চ ক্রীকামৈঃ সাদরং সদা ।
নাতিবাদ শ্চ বিপ্রৈঃ ক্ষত্রিয়াদ্যঃ কথঞ্চন ।

আচরণ করবে। মুক্তিকল (নিকাম),
মিত্য এবং নৈমিত্তিক কল্প ব্যতীত অন্য ধর্ম্ম
ভীষ্মাদিগের অনুগ্রহ না হইয়া আচরণ
করবে না। এই ধর্ম্মসার কথিত হইতেছে;
ইহা পরলোকে অনন্ত ফলপ্রদ। শিষ্য বক্তা
গুরুকে সম্যক আশ্রয় করিয়া বিদ্যাকল
লাভ করে, এবং পরকালে জ্যলোকে বাস
করে। যে মূঢ় পিতৃসম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে
অবমান করে, সে সেই দোষে ঘোর নরক
প্রাপ্ত হয়। ইহলোকে সবুঝকোঁচিৎ
পথের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে বা তে হয় যে,
ভর্তা সর্গদাই পূজ্য, বরং মাতার গৌরব
উপকাবের জন্ত। বসংকনিষ্ঠ মাতুল, পিতৃব্য,
শত্রু, স্বাৎক, ও গুরুজনদিগকে প্রত্যাখ্যান-
পূর্বক 'আমি অমুক' এই কথা বলবে।
দীক্ষিত ব্যক্তি যদি কনিষ্ঠও হয়, তথাপি
তাহাকে সন্মুখচক-পদবিহীন নাম ধরিয়া
বলবে না, উহাদিগকে 'আপনি' 'আপনার'
এইরূপ করিয়া সম্ভাষণ করবে। ক্রীকাম
ক্ষত্রিয়াদি বর্ণজন্ম কর্তৃক ব্রাহ্মণ সাদরে অতি-
বাস্য, পূজ্য এবং মর্যক হাকা প্রশংসনোক্ত।

জানকরূপোপেতা বদ্যপ্যেতে বহুভাভাঃ । ১১

বাক্যঃ সর্ববর্ণানাং বাক্তি কৃত্যাদিত্তি ক্রতিঃ ।

সবর্ণেন সবর্ণানাং কার্য্যমেবাভিবাদনম্ । ৫০

ওকরবিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো ওকঃ ।

পতিব্রেকো ওকঃ স্ত্রীণাং সর্বজাত্যাগতো

ওকঃ । ৫১

বিদ্যা কৰ্ম্ম বয়ো বহুবিস্তঃ ভবতি পঞ্চমম্ ।

মাতৃস্থানানি পঞ্চমঃ পূৰ্ণঃ পূৰ্ণঃ ওকুত্তরাৎ । ৫২

পকানাং ত্রিষু বর্ণেষু ত্রয়াসি বলবন্তি চ ।

যজ্ঞ সূত্র্যঃ সোহত্র মানার্বঃ শূদ্রোহপি দশমো

গতঃ । ৫৩

পশু দেয়ো ব্রাহ্মণায় স্ত্রিণৈ রাক্ষে বিচক্ষুবে ।

বুদ্ধায়ু ভারভগ্নায় রোগিণে দুঃখিনায় চ । ৫৪

ভিক্ষামাহত্যা শিষ্টানাম্ গৃহেভাঃ প্রয়তোহবধম্

নিবেদ্য ওরবেহস্রীয়াধাগযতস্তদমুদ্রয়া । ৫৫

কিন্তু ক্রিয়াদি বর্ণ যদি জন-কর্ম্ম ওপোপেত শাস্ত্রজ্ঞ ও হয়, তথাপি ব্রাহ্মণ কর্তৃক কখনই অভিবাদ্য নহে। ব্রাহ্মণ সকল বর্ণেরই স্বস্ত (আশীর্বাদ) করিবেন; এইরূপই ক্রতি। সর্বর্ণ কর্তৃক সবর্ণের অভিবাদন অবশ্য কর্তব্য। অগ্নি, বিজ্ঞাতিদিগের ওক; ক্রিয় বৈশ্ব শূদ্র এই বর্ণত্রয়ের ব্রাহ্মণই ওক; স্ত্রীলোকদিগের একমাত্র পতিই ওক; অত্যা-গত ব্যক্তি সর্বই ওক। ৪১—৫১। বিদ্যা, কর্ম্ম, বয়স, বহু, তি এই পাঁচটা মাতৃস্থান অর্থাৎ ইহা দ্বারাই সম্মান লাভ হয়; কিন্তু এইগুলির মধ্যে পূর্ব পূর্বের পর পরটী অপেক্ষা ওণে শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের যাহাতে যখন ঐ পাঁচটা প্রচুর ও প্রবল ভাবে বর্ত্তমান থাকে, এ জগতে তখন সে-ই মানার্ব। অগ্ন শূদ্রও দশমী দশ। (বুদ্ধাবস্থা) প্রাপ্ত হইলে মানার্ব হয়। ব্রাহ্মণকে, স্ত্রী-লোককে, রাজাকে অন্ধকে, বৃদ্ধকে, ভার-ক্রান্তকে, রোগীকে ও দুর্বলকে পঞ্চ ছাড়িয়া দিবে। প্রতিদিবস প্রযতভাবে শিষ্ট জন-গণের গৃহে যাইতে ভিক্ষা আহরণপূর্বক ওককে নিবেদন করিয়া তৎপূজা করিবে।

ভবৎপূর্বঃ চরৈতৈক্যাদৃশনীভো বিজ্ঞাতবঃ

ভবয়ব্যস্ত রাজকো বৈভূত ভবহুত্বম্ । ৫৬

মাতরং বা ভগ্নায় বা মাতৃবা ভগিনীং নিকট

ভিক্ষেত ভিক্ষা প্রথমং বা চৈনং ন বিদ্যমি

সজাতীয়গৃহেষেব সার্ববর্ণিকমেব চ ।

ভৈক্যভ্যচরণং প্রোক্তং পতিভাদিবিবাহিত

বেদযজ্ঞেরহীনানাং প্রশস্তানাং স্বকর্ম্মম্ ।

ব্রহ্মচার্য্যহরৈতৈক্যং গৃহেভ্যঃ প্রযতোহবধম্

ওরোঃ কুলে ন ভিক্ষেত ন জ্ঞাতিকুলবহুধু ।

অলাভে স্বস্তগেহানাং পূর্বঃ পূর্বঃ বিবক্ষয়েৎ

সর্বং বা বিচরেন্দ্রগ্রামং পূর্বোক্তানামসত্তবে ।

নিয়ম্য প্রযতো বাচ্যঃ দিশশ্বনবলোকয়ন । ৫৭

সমাহত্যা তু ভৈক্যং তদ্ব্যবধর্ম্মমায়য়া ।

ভুক্তো প্রযতো নিতাং বাগুযতোহনন্তমানসঃ

সংযত কর্ত আহার করিবে। ব্রাহ্মণ 'ভবৎ (আপনি)' শব্দটা প্রথমে ব্যবহার করিয়া ক্রিয় 'ভবৎ' শব্দটা মধ্যে ব্যবহার করিয়া আর বৈশ্ব, 'ভবৎ' শব্দটা অন্তে ব্যবহার করিয়া ভিক্ষা করিবে। ভিক্ষায় প্রস্তুত হইয়া মাতা, ভগিনী বা মাতার সহোদরা ভগিনীর নিকট এবং যে রমণী প্রত্যাখ্যান করিয়া বিমোচিত করিবে না, তাহার নিকট প্রথম ভিক্ষা করিবে। সর্ব বর্ণসম্বন্ধেই স্বজাতীয়ের গৃহে ভিক্ষা আহরণ বিধি; কিন্তু পতিভাদির গৃহ বর্জন করিবে। এইরূপই বিধি জানিবে। ব্রহ্মচারী প্রযত হইয়া প্রতিদিন যাহারা বেদযজ্ঞে অহীন এবং স্বকীয় বিহিত কর্ম্মে প্রশংসনীয় এমন গৃহসকল হইতে ভিক্ষা আহরণ করিবে। ওককুলে ভিক্ষা করিবে না; আর জ্ঞাতিকুলে বা বহুকুলেও ভিক্ষা করিবে না। যদি ভিক্ষার্থ অস্ত্র গৃহ না পাওয়া যায়, তবে ঐ সকলের পূর্ব পূর্ব গৃহ পরিভ্রমণ করিবে। পূর্বোক্ত গৃহসকলে ভিক্ষালাভ অসম্ভব হইলে, বাক্য সংখ্য-পূর্বক দিক্ বিলোকন না করিয়া সমস্ত গ্রামেই বিচরণ করিবে। ৫২—৬১। প্রতি-দিন অকপটচিত্তে এইরূপে ভিক্ষা করিয়া

ভৈরব বর্জিত্য নৈকায়াদো ভবেদ্রতী
ভৈরব ততিনো বৃত্তিকপাসমা স্মৃতা ॥ ৬০
পুণ্ডরিকেশনঃ নিত্যং মর্দ্যাকৈতদকুৎসয়ন ॥
হৃদ্যং প্রসাদেক প্রতিনন্দক সর্বণঃ ॥
অনারোগ্যমনাযুষ্মদগ্যাকাতিভোজনম্ ॥
অপুণ্যং লোকবিদ্বিষ্টং তস্মাস্তং পরিবজ্জয়েৎ ॥
প্রাণুধোহয়ানি ভুজাত স্বর্ঘ্যাতিমুখমেব বা ॥
নায়ায়নমুখো নিত্যং বিধরেব সনাতনঃ ॥
প্রাকাল্য পাণী পানো চ ভুজানোহিতিকপ-
স্মৃশেৎ ॥

ভক্তদেশে সমাসীনো ভূক্তা চ দ্বিকপস্মৃশেৎ ॥

ইতি জীপায়ে স্বর্গধণ্ডে কৰ্মযোগকথনঃ
নাম পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

যাহা পাইবে তাহাই আনিয়া প্রথমত সংযত-
বাক্ ও অনন্তমানস হইয়া ভোজন করিবে।
ব্রতী ভৈক্য দ্বারাই প্রতিন জীপিকা নির্বাহ
করিবে; মাত্র একজনের অন্ন থাইয়া
থাকিবে না। ব্রতীর ভৈক্য অবলম্বন করা
উপবাস সম বলিয়া স্মৃত আছে। যাহা
অশন, তাহাকে নিয়ত পূজা করিবে; মদ
বশত ইহার কুৎসা করিবে না। দেখিয়া
ছষ্ট হইবে, প্রশন্ন হইবে; সন্ধ্যা উহার
আদর করিবে। অতিভোজন অনারোগ্য,
অনাযুষ্য, অস্বর্গ্য, অপুণ্য এবং লোকের
বিষেষের বিষয়; অতএব তাহা পরিবজ্জন
করিবে। প্রাণুধ অথবা স্বর্ঘ্যাতিমুখ হইয়া
অন্ন ভোজন করবে। উদভুখ হইয়া কখন
ভোজন করিবে না; ইহাই সনাতন বিধি।
ভোজন করিবার প্রাক্কালে পাণ্ডুল ও
পল্লব জল দ্বারা ধৌত করিবে; শুদ্ধ প্রদেশে
সমাসীন হইয়া ভোজনপূর্বক, তৎপরে আবার
হইবার আচমন করিবে। ৬২—৬৭।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়বিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ভূক্তা পীঠা চ সুপ্তা চ দ্বাভা রথ্যাবসর্গণে ॥
শানংবিলোক্য স্পৃষ্টা বা বাসোহর্ষিণ পরিধায় চ
বেতোমুত্রপূরীবাণানুৎসর্গেহহুভভাষণে ॥
জীবিতাধ্যয়নারম্ভে কালবাসাগমে তথা ॥ ২
চরং বা শ্মশানং বা সমাক্রম্য দ্বিজোক্তমঃ ॥
সদ্যয়োকতাত্ত্বদ্বাচাতোহপ্যচমেৎপুনঃ ॥ ৩
চণ্ডালশ্রেষ্ঠসভাবে শ্রীশূদ্রোচ্ছিষ্টভাষণে ॥
উচ্ছিষ্টঃ পুরুষঃ দৃষ্টা ভোজ্যাকাপি তথাবিধম্
আচামেদক্ষপাত্তে বা লোহিতস্ত তথৈব চ ॥ ৪
ভোজনে সদ্যয়েঃ দ্বাভা পীঠা মুত্রপূরীষণোঃ
আগতো বাচমেৎসুপ্তা সতুৎসকদধাক্ততঃ ॥ ৫
অর্গেবামলানস্তে স্পৃষ্টা প্রয়তমেব বা ॥
শ্রীগামধাঙ্গসংস্পর্শে নীলীং বা পরিধায় চ ॥ ৬

ষড়বিংশ অধ্যায় ।

ব্যাস বাললেন,—দ্বিজোক্তম ব্যক্তি
ভোজন পান বা স্নান করিয়া, নিদ্রা যাইয়া,
পথ চলিয়া, কুকুর দোখিয়া, বস্ত্র পরিবর্তন
করিয়া, বেত-মুত্র-পুরাষাদি পরিত্যাগ করিয়া,
নিষিক্ত বাক্য (অম্লান) উচ্চারণ করিয়া,
থুতু ফেলিয়া, অধ্যয়নারম্ভ সময়ে, কাসিয়া বা
হাই তুলিয়া, চরং বা শ্মশান আতক্রম করিয়া
এবং উভয় সন্ধ্যাকালে, যদি পূর্বে কৃত
আমচন দ্বারা পবিত্রও থাকে তথাপি পুনরায়
আচমন করবে। চণ্ডাল শ্রেষ্ঠাদি নীচ জ্ঞান
সহ সম্ভাষণ, শ্রী শূদ্র ও উচ্ছিষ্ট জন সহ
আলাপ, উচ্ছিষ্ট পুরুষ বা উচ্ছিষ্ট ভোজ্য
দর্শন, অক্ষপাত বা শোণিত পাত করিয়া
আমচন করবে। আর ভোজন, স্নান, স্নান,
মুত্র-পূরীষ পরিত্যাগ ও স্থানান্তর হইতে
আগমন করিয়া, নিদ্রা যাইয়া এবং উভয়
সন্ধ্যাকালে এক একবার আমচন করিবে।
অথবা অগ্নি, গো, তৃণ বা ভূমি (পৃথিবী ভূমি)
স্পর্শ করিবে। শ্রীজন সহ সংস্পর্শ ঘটিলে

উপাংশেজঃ বাত্র তৃণং বা ভূমিমেব বা ।
 কেশানীকাস্তনঃ স্পর্শে বাসঃ স্মৃতিতচ্চ ৮ ৷
 অমুক্যতিরকেনাতিরক্যতিশ্চ বর্ণিতঃ ।
 শৌচেন্দ্রঃ সর্বদাচামেদানীনঃ প্রাণদম্বুঃ ১১
 শিরঃ প্রাবৃত্য কঠং বা মুক্তকেশশিখোহপি বা
 অকৃষা পাদয়োঃ শৌচমাচাঙ্কো ন চ্চিভবেৎ ৷
 সোপানহো জলহো বা নোকৌযৌ চাচমেদবুধ
 ন চৈব বহুধাভির্ন তিরোদ্ধতোদকৈঃ ।
 নৈকহস্তার্পিহজমলৈর্বিদ্যা নৃজ্ঞেণ বা পুনঃ ১১১
 ন পাতৃকাসনহো বা বহির্জাহ্নবখাপি বা ।
 ন জল্লহন স্নেহকন শয়ানস্তল্ল এব চ ১১২
 নাবধিক্যভিঃ কেনাদিাক্রোশতভিখাপি বা
 শূরাণ্ডিকবে স্মৃভৈর্ন কাবাভিস্তথৈব চ ১১৩
 ন চৌগাভুলিভিঃ শব্দ প্রকৃষ্যামানস্তমানসঃ ।

বা নীল বস্ত্র পরিধান করিলে কিম্বা স্বকীয়
 স্মৃতিত কেশ বা পরিভ্যক্ত বস্ত্র স্পর্শ
 করিলে জল, তৃণ বা ভূমি স্পর্শ করিবে ।
 শৌচেন্দ্র, ব্যক্তি সর্বদা পূর্ববধে বা
 উত্তরমুখে আসীন হইয়া অমুক, কেন-
 রকিত এবং যাহা হস্ত হইতে ক্ষরিত
 হইয়া পড়তেছে না এমন জলে ধর্ম্মাস-
 ন্নে আচমন করিবে । মস্তক বা কণ্ঠ
 আবৃত করিয়া কিম্বা মুক্তকচ্ছ বা মুক্তশিখ
 হইয়া অথবা পাদ প্রক্ষালন না করিয়া আচ-
 মন করিলেও শুচি হইবে না । বুধ ব্যক্তি
 সোপানহ, জলহ বা উকৌষধারী হইয়া
 আচমন করিবে না । বৃষ্টিধারা দ্বারা আচমন
 করিবে না । দাতাইয়া বা উদ্ধৃত জল দ্বারা
 কিম্বা এক হস্তাৰ্পিত জলে অথবা বহুহস্ত
 ব্যতীত আচমন করিবে না । পাতৃকাসনে
 ভিত্তি হইয়া, বহির্জাহ্ন হইয়া, বাক্য-কখন
 হস্ত বা (অপ্রয়োজনীয়) দর্শন করিয়া অথবা
 খট দ্বিতে শয়ান থাকিয়া আচমন করিবে
 না । ১—১২ । যে জল ভাঙ্গিয়া দেখা
 হয় নাই, বা যাহাতে কেনাদি বর্তমান, যাহা
 পুঙ্খ বা অন্তর্নিহিত ব্যক্তির করচ্যুত এবং যাহা
 কারকৃত এমন জলে আচমন করিবে না ।

ন বর্ষসমুদ্রাভির্ন চৈব প্রদ্রোদকৈঃ ।
 ন পাণিকৃতভাতির্বা ন বহিঃকন্দ এব বা ১৪
 কল্যাভিঃ পুয়তে বিপ্রঃ কঠ্যাভিঃ কত্রিঃ ক্রিঃ
 প্রাণিহাতিস্তথা বৈপ্রঃ জীশুজো
 স্পর্শহত্যন্ততঃ ১৪
 অকৃষ্টমূলান্তরতো রেখায়াঃ ব্রাহ্মমুচ্যতে ।
 অন্তরাষ্ট্রদেশিভ্যোঃ পিতৃণাং তীর্থমুচ্যতে ১৫
 কনিষ্ঠামূলতঃ পশ্চাৎ প্রাজাপত্যঃ প্রচকতে ।
 অক্ল্যাগ্রঃ স্মৃতঃ দৈবঃ তদেবার্ধঃ প্রকীর্ত্তন
 মূলে বা দৈবমার্গঃ স্নাদায়েয়ঃ মধ্যতঃ স্মৃতম্ ।
 তদেব সৌমিকঃ তীর্থমেতজ্জ্ঞাত্বা ন মুহতি ৷
 ব্রাহ্মণেব তু তীর্থেন বিজ্ঞো নিত্যমুপস্পৃশেৎ
 কাময়েদ্বাথ দৈবেন ন তু শিজেণ বৈ বিজাঃ ১১
 ত্রিঃ প্রানীয়াদপঃ পূর্বঃ ব্রাহ্মেণ প্রয়তন্ততঃ ।
 সন্ম জাষ্ট্রমূলে ন মুখং বৈ সমুপস্পৃশেৎ ১২
 অকৃষ্টানামিকাভ্যাস্ত স্পৃশেন্নৈজঘ্নং ততঃ ।

আচন কালে অক্লি দ্বারা শব্দ করিবে না
 অন্তমানস হইবে না । যাহা বিবর্ণ ব
 বিশ্বাদ, যাহা হস্ত দ্বারা ক্ষুভিত, যাহা হস্তে
 বহির্ভাগে ক্ষরিত হইতেছে বা যে জল কণ্ঠ
 ভাগ দ্বারা আচমন করিতে নাই । ব্রাহ্ম
 হস্তগত জলে পুত হন, আর কত্রি কঠগণ
 জলে, বৈপ্র প্রাপিত (মুখগত) জলে ও শূ-
 ওষ্টস্পর্শী জলে আচমন করিলে শুচি হয় ।
 অকৃষ্টের মূলভাগস্থ রেখা ব্রাহ্ম তীর্থ এবং
 অকৃষ্ট ও হর্জনীর মধ্য ভাগ পিতৃতীর্থ বলিয়া
 কথিত হয় । আর কনিষ্ঠার মূল অবধি পশ্চাৎ
 ভাগ প্রাজাপত্য তীর্থ বলিয়া প্রখ্যাত হয় ।
 অক্লি সকলের অগ্রভাগ দৈব তীর্থ এবং
 উহাদিগের মূলভাগ আর্ধ তীর্থ ; আর দৈব
 ও আর্ধ তীর্থের মধ্যভাগ আয়েয় তীর্থ বলিয়া
 স্মৃত আছে । এই তীর্থই সৌমিক তীর্থ ;
 ইহা জানিয় আর মোহবশবর্তী হইতে হয়
 না । হৈ দ্বিজগণ । দ্বিজ নিত্য ব্রাহ্ম তীর্থ
 দ্বারা আচমন করিবে, অথবা দৈব তীর্থ
 দ্বারাও করিতে পারে, কিন্তু কখনই পৈত্র
 তীর্থ দ্বারা করিবে না । প্রথত ব্যক্তি প্রথমতঃ

তর্জিতকূটযোগেন স্পৃশেন্নাসাপুটধরম্ । ২১
কনিষ্ঠাকূটযোগেন অবণে সমুপস্পৃশেৎ ॥
সর্গাসাধ যোগেন হৃদয়ন্ত তলেন বা । ২২
স্পৃশেত বৈ শিরস্ত্বদধকূটেনাসংকদধরম্ । ২৩
কিঃ প্রাণীয়াদ্বদন্তত্ব প্রীতান্তেনান্ত দেবতাঃ ।
বক্ষা বিকূর্ষহেশন্ত তবস্তীত্যহুতক্ষমঃ । ২৪
গজা চ যমুনা চৈব প্রীয়েতে পরিমার্জনাৎ ।
সংস্পৃষ্টেয়োল্লোচনয়োঃ প্রীয়েতে শশিতাকরৌ
নাসত্যদম্রৌ প্রীয়েতে স্পৃশেন্নাসাপুটধরম্ ।
কর্ণয়োঃ স্পৃষ্টেয়োল্লোচনয়োঃ প্রীয়েতে চানিলানলৌ ॥ ২৫
সংস্পৃষ্টে হৃদয়ে চান্ত প্রীয়েন্তে সর্বদেবতাঃ ।
দুর্ভয়ঃ স্পর্শনাদেকঃ প্রীতঃ স পুরুষো ভবেৎ ॥
নৈর্জিহ্বিতঃ কূর্ষতে এক্রে বিপ্রবোহকে
লগন্তি য়াঃ ।
দন্তবদন্তলয়েষু জিহ্বাস্পর্শতর্জিতবেৎ ॥ ২৬

তিনবার ত্র্যম্বকীর্ষ দ্বারা জল পান করিবে,
পরে অকূটমূল দ্বারা মুখ মার্জন করিয়া পুন-
রায় জল স্পর্শ করিবে । অনন্তর অকূট ও
অনামিকা দ্বারা নেত্রদ্বয় স্পর্শ করিবে, তর্জনী
ও অকূটমূল দ্বারা নাসাপুটদ্বয় স্পর্শ করিবে,
কনিষ্ঠা ও অকূট যোগ করিয়া কর্ণযুগল স্পর্শ
করিবে । তার পর সকল অঙ্গুলি যোগ
করিয়া তৎসহ জল দ্বারা হৃদয় ও মস্তক এবং
অকূট দ্বারা স্বক্ৰদ্বয় স্পর্শ করিবে । আচমনে
জিনবার যে জল পান করা হয়, তাহাতে
দেবগণ ও ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রীত হন । এই-
রূপ ও নিয়মিচ্ছি । মুখ মার্জন করায় গজা
ও যমুনা প্রীত হন । লোচনদ্বয় স্পর্শ করায়
শশী ও তাকর প্রীত হন । নাসাপুটদ্বয় স্পর্শ
করায় অর্ধনীকুমারবনুগ প্রীত হন । কর্ণদ্বয়
স্পর্শ করায় অনিল ও অনল-উভয়ে প্রীত
হন । হৃদয় স্পর্শ করায় সর্বদেবতা প্রীত
হন । আর মস্তক স্পর্শ করায় সেই এক পুরুষ
পরমেশ্বর প্রীত হন । ১৩—২৭ । মুখ প্রক্ষা-
লন ও কখনাদি কালে যে সকল মুখ-বিন্দু
সংলগ্ন হয়, তাহাতে অঙ্গ উচ্ছিষ্ট হয় না ।

স্পৃশন্তি বিদগ্ধঃ পাদৌ য আচমনয়তঃ পূর্ণান্ ।
ভূমি শাণ্ডসমা জেরা ন তৈরস্পৃশতা ভবেৎ ॥
মধুশাকে চ সোমে চ শাখুলন্ত চ ভক্ষণে ।
কলমূলে চেক্ষুদন্তে ন দোষঃ প্রাহ বৈ মনুঃ ॥
প্রচরং স্পর্শপানেষু জব্যাহন্তো ভবেন্নরঃ ।
ভূমৌ নিকিপ্য তদ্রব্যমাচম্যাতকরেষু তৎ ॥ ২৮
তৈজসং বৈ সমাদায় যদ্যচ্ছিত্তৌ ভবেদ্বিহঃ ।
ভূমৌ নিকিপ্য তদ্রব্যমাচম্যাতকরেষু তৎ ॥ ২৯
যদ্যদ্রব্যং সমাদায় ভবেদ্বিহঃ সপাণিতঃ ।
অনিধারৈব তদ্রব্যং ভূমৌ স্তত্চিত্তামিহাৎ ॥ ৩০
বস্ত্রাদিষু বিকলঃ স্তাত্তৎসংস্পৃশাতমেদহি ॥ ৩১
অরণ্যে তু ব্রজন রাত্রৌ চৌরব্যাজাকুলে পথি
কৃষা মূত্রঃ পুরীষঃ বা জব্যাহন্তো ন দুষ্যতি ॥ ৩২
নিধায় দক্ষিণে কর্ণে ব্রহ্মহৃদয়দ্রব্যম্ ।
অহি কুখ্যাচ্ছকুমুত্রঃ রাত্রৌ চেদক্ষিপ্যামুখঃ ॥

দন্তলয় বস্ত্র দস্তবৎ, উহা জিহ্বাস্পর্শ করি-
লেও অস্তচি হইবে না । অপরকে আচমন
করাইবার কালে যে জলবিন্দু পদ স্পর্শ করে,
উহা ভূমির ধূলিবৎ জানিবে, উহার দ্বারা
অস্পৃশতা ঘটে না । মধুপর্ক, গোম,
তাখুল, কল, মূল বা ইক্ষুদণ্ড ভক্ষণে
কোন দোষ হয় না, ইহা মনু বলিয়া-
ছেন । পরিবেশন সময়ে যেখানে অন্ন-
পান ছড়ান রহিয়াছে, যেখানে যদি জব্য
হস্তে গমন করে, তবে সেই জব্য ভূমিতে
রাখিয়া আচমন করিবে, পরে তাহা
ধাইবে, ইহাতে কোন দোষ হইবে না ।
তৈজস-পাত্রে কোন জব্য লইয়া যদি উচ্ছিষ্ট
হয়, তবে সেই পাত্র ভূমিতে রাখিয়া আচমন
করিবে, পরে সেই জব্য ধাইবে । যে
জব্য লইয়াই উচ্ছিষ্টযুক্ত হইবে, সেই জব্য
ভূমিতে না রাখিলেই উহা উচ্ছিষ্ট বলিয়া
গণ্য হইবে । বস্ত্রাদি উচ্ছিষ্ট বলিয়া সন্দেহ
হইলে, তাহা স্পর্শ করিয়া আচমন করিবে ।
অরণ্যে বা রাত্রে চলিতে চলিতে অথবা
চৌর-ব্যাজাকুল পথে জব্যহস্তে মূত্রপূরীষ
পরিভ্রমণ করিলেও সেই জব্য দুষ্ট হয় না ।

অন্তরীক্ষমণী কাঠে; পট্টেলোষ্ট্রত্বেন বা ।
 প্রাচীনা শিরঃ কুর্ধ্যাধিগুহ্যত্ব বিসর্জনম্ । ৩৭
 ছায়াকুশনবীণোষ্ঠ-চৈত্যান্তঃপথি ভস্মত্ব ।
 অঙ্গো চৈব শ্মশানে চ বিধুত্বঃ ন সমাচরেৎ । ৩৮
 ন গোময়ে ন কাঠে বা মহানুকেহথ শাখলে ।
 ন তিষ্ঠত্ব চ ধ্বংকুর্ত্ব চ পর্বতমণ্ডলে । ৩৯
 ন জীর্ণদেবায়তনে ন বন্দীকে কদাচন ।
 ন চ সর্কেষু গর্ভেষু প্রগচ্ছত্ব সমাচরেৎ । ৪০
 কুশাভারকপালেষু রাজমার্গে তথৈব চ ।
 ন ক্ষেত্রে ন বিলে বাপি ন ভৌর্থে ন চতুষ্পথে
 নৌদ্যানেনহপাংসমীপে বা নোবরে ন জলাশয়ে
 ন গোপানংপাতৃকে বা ছত্রী বা নাভ্যস্থিককে
 ন চৈবতিমুখঃ স্ত্রীণাং গুরুব্রাহ্মণদায়োগ্যবান্ ।
 ন দেব-দেবালয়য়োঃরপামপি কদাচন । ৪৩
 ন জ্যোতীঃষি নিরীকন্ বা ন বা প্রতি-
 মুখোহথ বা ।

দক্ষিণকর্ণে ত্রয়হৃত স্থাপনপূর্বক দিবা উদ-
 যুখ ও রাতে দক্ষিণমুখে মল-মূত্র পরিত্যাগ
 করিবে। কাঠ লোষ্ট্র পত্র বা তৃণ দ্বারা
 ভূমিচ্ছাদন করিবে, আর মস্তক আবৃত
 করিবে, পরে মল-মূত্র পরিত্যাগ করিবে।
 ছায়া কুশ, নদী গোষ্ঠ দেবালয় পথ ভস্ম
 অগ্নি ও শ্মশান এই সকল স্থানে আর
 মহাকাঠে বা শাখল ভূমিতে মল-মূত্র পরি-
 ত্যাগ করিবে না। দাঁড়াইয়া, খুঁতু কেলিতে
 কেলিতে, পর্বতমণ্ডলে, জীর্ণদেবালয়ে বা
 বন্দীকে কদাচ মল মূত্র ত্যাগ করিবে
 না। সর্কবিধ গর্ভে এবং যাইতে যাইতেও
 উছা করিবে না। ২৮—৪০। ত্বষ অঙ্গার
 কপাল (অহি বা ভয় মৃৎপাত্র) ক্ষেত্রে বিল
 ভীর্ণ ও চতুষ্পথে, এই সকল স্থানেও করিবে
 না। উদ্যানে, জলসঙ্গিধানে, উষর-ভূমিতে,
 জলাশয়ে, পাতৃকা পরিধান করিয়া, ছত্র ধারণ-
 পূর্বক, অন্তরীক্ষে (বুলান স্থানে), স্ত্রীলোক
 গুরু ব্রাহ্মণ গো এই সকলের অস্তিমুখে, দেব-
 স্থানে, দেবালয়ে বা জলেও কদাচ করিবে
 না। জ্যোতিঃ পদার্থ নিরীক্ষণ করিতে

প্রত্যাদিত্যাং প্রত্যানলঃ প্রতিসোমঃ তথৈব চ
 অহিত্য মৃত্তিকাঃ ক্লান্নোদ্রোগদাপকবিগ্নাঃ ।
 কুর্ধ্যাদতস্ত্রিতঃ শৌচং বিতুর্দৈককৃত্তোদকৈঃ । ৪১
 নাহরেম্মৃত্তিকাঃ বিপ্রঃ পাংগুলাঃ ন চ কর্দ্দমা
 ন মার্গান্নোদ্রোদেদশাচ্ছৌচশিষ্টাঃ পরন্ত চ ৪২
 ন দেবায়তনাং কৃপাকায়ো ন চ জলাশয়াঃ ।
 উপশ্মশেষভতো নিত্যং পূর্বোক্তেন বিধানতঃ
 ব্যাস উবাচ ।
 এবং দণ্ডাদিত্যুত্কঃ শৌচাচারসমবিতঃ ।
 আহুতোহধ্যয়নং কুর্ধ্যাদীক্যামাপো ভবেদ্বিধুঃ
 নিত্যমুদাতপাণিঃ স্ত্রাংসাধ্বাচারঃ সুসংযতঃ ।
 আন্ত্যামিতি চোক্তঃ সমাসীতাত্তিমুখঃ ভবেৎ
 প্রতিব্রবণসভাষে শয়ানো ন সমাচরেৎ ।
 আসীনো ন চ ভূজানো ন তিষ্ঠত্ব পরাধুখঃ । ৪৩
 নীচে পয়্যাসনকাস্ত সর্কদা গুরুসন্নিধৌ ।
 গুণোক্ত চক্ষুবিষয়ে ন যথেষ্টাসনো ভবেৎ । ৪৪
 নোদাহরেদস্ত নাম পরোক্ষমপি কেবলম্ ।

করিতে অথবা প্রতিমুখ হইয়া (যে দিকে মুখ
 রাখা কর্তব্য, সেই দিকে না রাখিয়া) আক্কে-
 ন্দ্র, অগ্নি, চন্দ্র, ইহাদিগের দিকে মুখ রাখি-
 যাও করিবে না। কুল হইতে লেপ ও গন্ধ
 দূর করিতে পারে এমন মৃত্তিকা আচরণপূর্বক
 অর্জিত হইয়া উদ্ধৃত বিতুর্দৈক জল দ্বারা শৌচ
 করিবে। বিপ্র পাংগুলা বা কর্দ্দমা মৃত্তিকা
 আহরণ করিবে না। পথ হইতে বা উচ্চ-
 ভূমি হইতে লইবে না, আর অপরের শৌচ-
 বশিষ্ট মৃত্তিকাও লইবে না। দেবতারতঃ-
 কূপ বাত্মী বা জল হইতে মৃত্তিকা লইবে না।
 তার পর পূর্বোক্ত বিধানে উপশ্মশ করিবে
 ব্যাস বলিলেন,—এইরূপ দণ্ডাদিত্যুত্ক
 শৌচাচার সমবিত থাকিবে; আহুত হইকে
 অধ্যয়ন করিতে বাইবে। অধ্যয়ন কালে
 গুরু ব্রাহ্মণের দিকে চাহিয়া থাকিবে। নিত্য
 দণ্ডধারী, সদাচারী, সুসংযত থাকিবে। গুরু
 বৈশ্য বলিয়া বসিতে বলিলে গুরু দিকে মুখ
 রাখিয়া উপবেশন করিবে। শয়ান, আসীন,
 ভোজন করিতে করিতে কিবা পরাধুখে

ন চৈবাত্তাহুককীত গতিভাষণচেষ্টিতম্ ॥ ৫২ ॥
 অরোক্ষ্য পরীবাদো নিন্দা বাপি প্রবর্ততে ।
 কণো তত্র পিধাতরো গন্তব্যংবা ততোহন্ততঃ
 কুৰ্ব্বত্বা নার্কয়েদেনং ন কৃক্কো নাস্তিকে ত্রিযাঃ
 ন চৈবাত্তাহুককীত নাসীত সন্নিধৌ
 উদকুস্তং কুশান পুষ্পং সমিধোহংগহরেনং সদা
 বাজ্ঞনং লেপনং নিত্যমকানাং বৈ সমাচরেনং ॥
 নাত্ত নিন্দাল্যাশয়নং পাত্ৰকোপানহাবপি ।
 আক্রামেদাসনকাত্ত চ্ছায়াদীন বা কদাচন ॥ ৫৬ ॥
 সাধয়েদন্তকাটাধীন লঙ্কাপাশে নিবেদয়েৎ ।
 অমাপুজ্য ন গন্তব্যং ভবেৎপ্রিয়হিতে রতঃ ॥
 ন পাদৌ সারয়েদন্ত সন্নিধানে কদাচন ॥ ৫৮ ॥

ধাক্ষিমা গুরুসহ প্রত্যুত্তর বা সম্ভাষণ করিবে না। ৪১—৫০। গুরু সন্নিধানে শিষ্যের শয্যা ও আসন সঙ্গদা নীচে (নিম্ন ও নিকট) হওয়া উচিত। গুরু দেপিতে পান এমন স্থানে যথেষ্ট ভাবে বসিবে না। অশ-
 কাতেও গুরুর নাম কেবল (জীযুক্ত প্রভৃতি সম্বন্ধপূৰ্ণ পদসংযোগ ব্যতীত) উচ্চারণ করিবে না। আর গুরুর গমন কখন বা অহুতানাদির কখনও অহুকরণ করিবে না।
 যেখানে গুরুর পরীবাদ বা নিন্দা প্রবৃত্ত হয় তথায় কর্ণধর আচ্ছাদন করিবে; অথবা তথা হইতে অস্ত্র যাইবে। গুরুকে দূরে থাকিয়া বা ক্রুদ্ধভাবে কিবা ত্রাসসন্নিধানে অর্চন করিবে না। তাঁহার বাক্যের প্রত্যুত্তর করিবে না; তিনি দাঁড়াইয়া থাকিলে তাঁহার সমীপে উপবেশন করিবে না। তাঁহার অঙ্গের কলসী, সমিধ, কুশ ও পুষ্প সঙ্গদা আচ্ছাদন করিবে। নিত্য তাঁহার অঙ্গের হার্ষন ও লেপন (তৈল মর্দনাদি) করিয়া দিবে। কখনও ইহার নিন্দালা, শয্যা পাত্ৰকা, ধুম্র, উপানহ (জুতা) আসন ও ছায়া প্রভৃতি আক্রমণ করিবে না। ইহার লঙ্কাপাশাদি আনিয়া দিবে; লঙ্কা বস্ত্র সকল ইহাকে নিবেদন করিবে। জিজ্ঞাসা না করিয়া কোথায়ও যাইবে না। প্রিয়হিতে রত

ভ্রাতৃত্বং হৃদয়তঃ কথং প্রারম্ভং তথা
 বর্জয়েৎসন্নিধৌ নিত্যমকফোটিনমেব ॥ ৫২ ॥
 যথাকালমধীয়াত যাবন্ন বিমনা গুরুঃ ।
 আসীতাতো গুরোঃ পার্শ্বে স্বেবেত পুস্যাহিতঃ
 আসনে শয়নে যানে নৈব তিষ্ঠেৎ কদাচন ।
 ধাবন্তমহুধাবেত গচ্ছন্তমহুগচ্ছতি ॥ ৫৩ ॥
 গোহবেষ্ট্রযানপ্রাসাদে তথা চ বিষ্টরেষ্ চ ।
 আসীত গুরুণ সাক্ষিঃ শিলাকলকনৌ চ ॥ ৫৪ ॥
 জিতেশ্রিয়ঃ স্তাংসততঃ বস্ত্রাশ্রাক্রোধনঃ শুচিঃ
 প্রযুক্তীত সদা বাচং মধুবাং হিতকারিণীম্ ॥ ৫৫ ॥
 গচ্ছমালাং রসং কল্পং শুভিঃ প্রাণিবিহিংসনম্ ।
 অভজ্ঞানজ্ঞানে পানং ছত্রধারণমেব চ ॥ ৫৬ ॥
 কামং লোভং ভয়ং মিদ্রাং গীতং বাদিত্তবর্জনম্
 আতর্জনং পরীবাদং ত্রৌপ্রেকালন্তনং তথা ॥ ৫৭ ॥
 পয়োপঘাতং পৈশুণ্যং প্রযত্নেন বিবর্জয়েৎ ॥ ৫৮ ॥
 উদকুস্তং সূমনসো গোপকনমৃতিকাকুশান ।

হইবে। ইহার নিকটে কদাচ পাদ প্রসারণ করিবে না। জুতা (হাই তোলা), ছাত্ত, কণ্ঠপ্রাবরণ ও অক্ষফোটিনও বর্জন করিবে। ৫১—৫২। যথাকালে যতক্ষণ গুরু বিমনা না হন, তাবৎ অধ্যয়ন করিবে। গুরুর পার্শ্বে অধোভাগে উপবেশন করিবে; তাঁকে সমাহিত ভাবে সেবা করিবে। তাঁহার সঙ্গে এক আসনে, এক যানে বা এক শয্যায় কখনও থাকিবে না। তিনি ধাবন করিতে থাকিলে তৎসহ ধাবন করিবে, গমনকালীন অহুগমন করিবে। গোয়ানে, অথবা, উষ্ট্রযানে, প্রাসাদে, বিষ্টরে, শিলাক-
 এবং নৌকায় গুরুর সহিত উপবেশন করতে পারিবে। সতত জিতেশ্রিয় বস্ত্রাশ্র অক্রোধন ও শুচি থাকিবে। সদা মধুবা ও হিত-
 কারিণী বাক্ প্রয়োগ করিবে। গচ্ছ-মালা রস কল্প শুভি প্রভৃতি ব্যবহার, প্রাণিহিংসা, অভ্যঙ্গ, অভ্রন, পান, ছত্র ধারণ, কাম, লোভ, ভয়, মিদ্রা, আতর্জন (কাহাকেও তর্জন করা), পরনিন্দা, ত্রৌলোকের দর্শন বা সঙ্গ, পরানিষ্ট সম্পাদন, খলতা, প্রযত্ন সহকারে

আহবেদ্যবদমানি তৈক্যং তাবধিক্তরেৎ ॥৬৭
 যুক্তক লবণ সর্বং বজ্র্যং পর্যায়িতক যৎ ॥
 অনুজ্ঞানশী সততঃ ভবেদগীতাদিনিঃশৃংঃ ॥৬৮
 মাদিত্যং বৈ সমীক্যেত নাচরেদন্ত্যাবনয় ॥
 একান্তমগতিঃ শ্রীতিঃ শূদ্রাদৈরভিভাষণম্ ॥৬৯
 গুরুজিহ্বং ভেষজারং প্রযুক্তো ন কামতঃ ॥
 মলাপকৰ্ষণং জ্ঞানং ন চরেদ্বি কদাচন ॥ ৭০
 ন কুর্যাদানসং বিপ্রো গুরোস্ত্যাগে কথং ন ॥
 মোহাশা যদি বালোভাত্যাকাতু পতিতো ভবেৎ
 লৌকিকং বৈদিকং বাপি তথাধ্যাত্মিকমেব বা
 আদ্যদীত যতো জ্ঞানং তং ন ক্রহেৎকদাচন ॥
 গুরোরপ্যাবলিপ্তস্ত কার্য্যাকার্য্যমজ্ঞানতঃ ॥
 উৎপথপ্রতিপন্নস্ত ন মনুস্ত্যাগমবধীৎ ॥ ৭৩
 গুরোৰ্গুরো সন্নিহিতে গুরুবদবৃত্তিমাচরেৎ ॥
 নহ্যতিহস্তো গুরুণ স্বান্ গুরুনভবৎদয়েৎ ॥৭৪

বর্জন করিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জলকুস্ত, পুশ্‌নিচয়, গোময়, মৃত্তিকা, কৃষ্ণ এবং আহার্য্য তৈক্য, যুগ্ম, লবণাদি আনয়ন করিবে এবং পরিত্যাজ্য পর্য্যায়িত দ্রব্য সকল পরিত্যাগ করিবে, তাবৎ কাল বাহিরে বিবরণ করিবে। নৃত্য দর্শন করিবে না এবং গীতাদিতে সতত নিম্পূহ হইবে। আদিত্যের দিকে চাহবে না; একান্ত অন্তর্নিহিত অবস্থায় দক্ষ ধাবন ও শূদ্রাদি নীচ জন সহ আলোপ করিবে না। গুরুর উচ্ছিষ্ট ঔষধ এবং অন্ন কামত ব্যবহার করিবে না। দেহের মল দূরীভূত হয়, এমন ভাবে গাছ-মর্জনাदि সহকারে স্নান করিবে না ॥ ৬০-৭০ ॥ বিপ্র গুরুত্যাগ বিষয়ে কথংকন মানস করিবে না। মোহ বা লোভ কথং ত্যাগ করিলে পতিত হইবে। লৌকিক বৈদিক অথবা অধ্যাত্ম জ্ঞান যাহার নিকট হইতে আদান করিবে, কদাচ তাহাকে দ্রোহ করিবে না কার্য্যাকার্য্য জ্ঞানবিহীন গর্ভিত বা উৎপথপ্রতিপন্ন গুরুকেও ত্যাগ করিবে না। মনু এইরূপ বলিয়াছেন। গুরুগুরু সন্নিহিত হইলে তৎপ্রতি গুরুবৎ

বিদ্যাগুরুবৎ ভবেব নিত্যাবৃত্তি যোগিবু ॥
 প্রতিবেদ্য চাধ্যাত্মিকত্বোপাদিশংসু চ ॥ ৭১
 শ্রেয়ঃ বগুরুবদবৃত্তিঃ নিত্যমেব সমাচরেৎ ॥
 গুরুপুত্রেষু দারেযু গুরোশ্চৈব সবদুঃ ॥ ৭২
 বালঃ সন্মানয়েদ্যাত্মান শিষ্যো বা যজ্ঞকর্ম্মণি ॥
 অধ্যাপয়ন্ গুরুনুতো গুরুবদমানমহতি ॥ ৭৩
 উৎসাদনঞ্চ গাত্রাণাং আপনোচ্ছিষ্টভোজনেন ॥
 ন কুর্যাদগুরুপুত্রস্ত পাদয়োঃ শৌচমেব চ ॥ ৭৪
 গুরুবৎ প্রতিপূজ্যাস্ত সৰ্গা গুরুবোধিতঃ ॥
 অসবর্ণাস্ত সম্পূজ্যাঃ প্রত্যাখ্যানাভিবাদনৈঃ ॥ ৭৫
 অভ্যঞ্জনং আপনঞ্চ গাত্রেণ সাদনমেব চ ॥
 গুরুপত্ন্যা ন কার্য্যাপি কেশানাঞ্চ প্রসাধনম্ ॥ ৭৬
 গুরুপত্নী তু যুবতী নাভিবাদন্য তু পাদয়োঃ ॥
 কুবরীত বন্দনং ভূম্যামসাবহমতি ক্রবন্ ॥ ৭৭
 বিপ্রোষ্য পাদগ্রহণমবহক্যভিবাদনম্ ॥

বৃত্তি আচরণ করিবে। নমস্কার করিয়া তদীয় আলীলাদাদি গ্রহণান্তে তত্রত্য নিজ গুরু-দিগকে অভিবাদন করিবে। প্রতিদন যাত্ৰায়ত করেন, এমন বিদ্যাগুরু যোগী, বা হিতেপদেষ্টা ব্যক্তিদিগের প্রতি একরূপ ব্যবহার করিবে না; অন্যথা অর্থ্যা হইবে! শ্রেয়ঃপ্রার্থী ব্যক্তি গুরুপুত্র, গুরুপত্নী এবং গুরুর নিজ বন্ধুভ্রমের প্রতি নিত্যই নিজ গুরুবৎবৃত্তি আচরণ করিবে। বালক যাজ্ঞ জনগণকে সন্মান করিবে। যজ্ঞকর্মে নিযুক্ত শিষ্য এবং অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত গুরুপুত্র গুরুবৎ সন্মান পাইবার যোগ্য। গুরুপুত্রের গাত্র মর্দন, আপন, উচ্ছিষ্ট ভোজন এবং পাদশৌচ করিবে না। সৰ্গা গুরুবোধিত সকল গুরুবৎ প্রতিপূজ্য। অসবর্ণা গুরুপত্নী-দিগকে প্রত্যাখ্যান অভিবাদন দ্বারা পূজা করিবে। গুরুপত্নীর অভ্যঞ্জন (তৈলাদি মাখাইয়া দেওয়া), আপন, গাত্র মর্দন এবং কেশ প্রসাধন করা কর্তব্য নহে। ৭১-৮০ ॥ গুরুপত্নী যুবতী হইলে পাদস্পর্শ করিবার অভিবাদনও করিবে না, 'আমি অধিক এই কথা বলিয়া ভূমিতে বন্দন করিবে,

গুরুদ্বারেষু কুরুত সত্যং ধর্মমহুঃস্বরন ॥ ৮২
 মাতৃঘসা মাতুলানী স্বক্শচাধ পিতৃঘসা ।
 সম্পূজ্যা গুরুপত্নীবৎ সমাস্তা গুরুভার্যা ॥ ৮৩
 জাতৃত্যর্থাৎ সংগ্রাহ্য সর্বগণহস্তহস্তপি ।
 বিশ্রোযা তুপসংগ্রাহ্য জ্ঞাতিসহস্রবোহিতঃ ॥
 পিতৃভগিন্যাং মাতৃশ্চ জ্যায়তাক্ষ স্বসর্ঘ্যপি ।
 মাতৃবদব্রুতিমাতিষ্ঠেয়াতা তাভ্যো গরীয়সী ॥ ৮৪
 জ্ঞানমাতারসম্পন্নমাশ্রবন্তমদান্তিকম্ ।
 বেদমধ্যাপয়েদ্ধর্ম্যং পুরাণানি চ নিত্যশঃ ॥ ৮৫
 সংবৎসরোবধিতৈ শিষ্যো গুরুজ্ঞানমনির্দিশন্ ।
 হরতে তুষ্কতং তস্ত শিষ্যস্ত বসতো গুরুঃ ॥ ৮৬
 আচার্য্যপুত্রঃ শুক্লযুজ্ঞানদো ধার্মিকঃ শুচিঃ ।
 শক্তোহন্নদোহৃদয়ঃ সাধুরধ্যাপ্য দশ ধর্মতঃ ॥
 কৃতকর্তৃত্বাভ্রোহী মেধাবী গুরুকৃত্রমঃ ।
 আশুঃ প্রিয়োহর্থ বিবিধং যজ্ঞধাপ্য দ্বিজাতয়ঃ

শিষ্য সাধুদিগের ধর্ম অহুম্মরণ করত
 প্রতিদিন গুরুপত্নীকে ভূমিতে অভিবান্দন
 করিবে; আর প্রবাস হইতে আসিয়া পাদ
 গ্রহণ করিবে। মাতৃঘসা, মাতুলানী স্বক্শ ও
 পিতৃঘসা গুরুপত্নীবৎ সম্পূজ্যা; ইহারা গুরু
 ভাৰ্যাসমা। সর্বগা জ্যোত্বাতৃত্যর্থাগণ
 অহরহঃ পাদগ্রহণ সহকারে বন্দনীয়। প্রবাস
 হইতে আসিয়া জ্ঞাতিসহস্র-বোহিতগণকে
 পাদগ্রহণ সহকারে বন্দনা করিবে। পিতাব
 ভগিনী, মাতার ভগিনী ও জ্যোত্বাত্ব ভগিনীর
 প্রতি মাতৃবৎ ব্যবহার করিবে। বস্তুতঃ
 মাতা ইহাদিগের অপেক্ষা গরীয়সী। এবিধ
 আচারসম্পন্ন সুশীল অদান্তিক ব্যক্তিকে
 নিত্য নিত্য বেদ পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্র অধ্যা-
 পন করাইবে। শিষ্য গুরুগৃহে সংবৎসর বাস
 করিলেও যদি গুরু জ্ঞান দান না করেন,
 তবে সেই শিষ্যের তুষ্কত সকল হরণ
 করেন। আচার্য্যপুত্র, শুক্লযু, জ্ঞানদাতা,
 অন্নদাতা, ধার্মিক, শুচি, শক্তিসম্পন্ন,
 জলদাতা, সাধু ও শিষ্য এই দশ জনকে
 পুণ্ড্র অধ্যাপনা কর্তব্য। সত্যবাদী, অক্রোহী,
 মেধাবী, গুরুর আদেশপালক, বিবস্ত্র এবং

এতেষু ব্রাহ্মণে দানমন্ত্রত্ব তু যথোচিতম্ ॥
 আচম্য সংযতো নিত্যমধীয়ত উৎসৃজ্য ॥ ৮৭
 উপসংগৃহ তৎপাদৌ বীক্ষমাণো ঞ্জেরোহুধম্ ।
 অধীষ ভো ইতি ক্রম্যধিরামোহধিত চান্নবেৎ
 প্রাকুলান পূর্য্যাপাসীত পবিত্রৈশ্চৈব পাবকঃ ॥
 প্রাণায়ামৈহিত্তিঃ পুতস্তত ওক্তারমহতি ॥ ৮৮
 ব্রাহ্মণঃ প্রণবঃ কুর্ধ দত্তেহপি বিধিবদ্ধিজাঃ ॥
 কুর্ধ্যাদধ্যাপনং নিত্যং স ব্রহ্মজলিপূর্ব্বতঃ ॥ ৮৯
 সর্বেষামেব ভূতানাং বেদশক্তৃঃ সনাতনঃ ।
 অধীয়তাণ্যমং নিত্যং ব্রাহ্মণ্যাক্ষরীয়েতৎস্বভাঃ ॥
 অধীয়ত ঋচো নিত্যং সোমহৃত্য স দেবভাঃ
 ঐশ্রীণতি তর্পয়ন্ কালঃ কামৈহৃত্যঃ স দেবভাঃ
 যজুঃস্যাধীতে নিয়তঃ দধ্যা ঐশ্রীণতি দেবভাঃ ।
 সামান্তধীতে ঐশ্রীণতি স্তুতাহতিভিরবহম্ ॥ ৯০

প্রিয়, এই ছয়জন দ্বিজাতিকে অধ্যাপন
 করিবে। ইহাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণকে
 অবশ্যই দান করিবে; আর ক্রতুয়-
 বৈজ্ঞের প্রতি যথোচিত ব্যবহার
 করিবে। নিত্য উত্তরযুগে আচমনপূর্ব্বক
 গুরুর পাদ গ্রহণ করিয়া তাঁহার মুখের দিকে
 চাহিয়া অধ্যয়ন করিবে। আরম্ভ সময়ে
 শিষ্যকে “অধীষ ভো”—“ওহে অধ্যয়ন কর”
 আর বিরাম সময়ে “বিরামোহন্ত”-“বিরাম
 হউক” এই কথা বলিবেম। ৮১—৯১।
 প্রথমে গুরুকুলের উপাসনা করিয়া পরে
 পবিত্র দ্বারা পাবক পূর্ব্বক প্রাণায়ামজ্ঞ
 দ্বারা পুত হইয়া ওক্তার উচ্চারণ করিবে।
 হে দ্বিজগণ! ব্রাহ্মণ অন্তেও বিধিবৎ ওক্তার
 উচ্চারণ করিবে। নিত্য ব্রহ্মজলি বস্ত্র
 করত অধ্যাপন করাইবে। সনাতন বেদ
 সকল ভূতেই চক্ষু স্বরূপ, স্তুতহাঃ প্রতিদিনই
 উগা পাঠ করিবে। অন্তথা ব্রাহ্মণ্য হইতে
 চ্যুত হয়। যদি নিত্য ঋক্ অধ্যয়ন করে,
 তবে দেবতা সকল যথাকালে সোমাহুতি
 দ্বারা তর্পিত হইয়া পরম ঐশ্রীপূর্ব্বক কামনিত
 বর্ষণ করেন। নিয়ত যজু অধ্যয়ন করিলে

অধ্ব্যাসাদিহাসো নিত্যং মধ্বা জীপাতি দেবতাঃ
বর্ষাকালি পুরাণানি মাংসস্তপস্বতে পুৰাণ ১২৭
ভাঙ্গা সমীপে নিয়তো নিত্যকং বিধিমাঞ্জিতঃ
গায়ত্রী সমধীয়ত গাঁদারণ্য সমাহিতঃ ১৮
সহস্রপন্নমাং দেবোঃ শতমধ্যাং দশাবরাম্ ।
গায়ত্রী বৈ অপেশিত্য জপযজ্ঞঃ প্রকীর্তিতঃ
গায়ত্রীকেব বেদাং তুলনাতোলয়ং প্রভুঃ ।
একতন্তুত্বো বেদা গায়ত্রী চ তথৈকতঃ ১১০
ওক্তারমাণিতঃ কৃত্বা ব্যাহতীন্দনস্তরম্ ।
ততোহধীয়ত সাবিত্রীমেকাগ্রঃ অকুয়াবতঃ ।
পূরাকল্পে সমুৎপন্ন ভূর্ভুবঃ সনাতনঃ ।
মণাব্যাহুতয়ান্ত্রঃ সর্গাণ্ডনিবহঁণাঃ ১১২
প্রধানং পুরুষঃ কালো বিষ্ণুত্রক্ষমহেশ্বরঃ ।
সবং রজস্তমস্ত্রঃ ক্রমাঘ্যাহুতয়ঃ স্মৃতাঃ ১১৩

ওক্তারস্তপস্বতঃ ব্রহ্ম সাবিত্রী তাতদ্বক্তব্যম্ ।
এষ মন্ত্রো মহাবোগঃ সাংগার উদাহৃতঃ ৪
যোহধীতেহস্তহস্তোতাঃ গায়ত্রীঃ বেদমাক্ষরম্
বিজ্ঞানার্থং ব্রহ্মচারী স যতি পরমাঃ গতিম্ ৫
গায়ত্রী বেদজননী গায়ত্রী লোকপাবনী ।
গায়ত্র্যা ন পরং জপ্যমেতদ্বিজ্ঞানং বুঢ়াতে ১১৩
প্রাবণস্ত তু মাসস্ত পৌর্ণমাস্যাদিভ্যোক্তব্যম্ ।
আষাঢ়্যাং প্রোতপদ্যাং বা বেদোপকরণং বুঢ়ম্
যৎসূর্য্যাম্যগমনং মানান বিপ্রোহর্জপকমাংসম্
অধীয়ত শুচৌ দেশে ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ১১৮
পুষ্যে তু চন্দ্রস্য কুর্য্যাদিহকুৎসর্জনং বিজ্ঞঃ ।
প্রাতঃ শুক্লস্ত সায়াহ্নে পূর্ণাহ্নে বহলে দলে ৪
ছন্দাংসি চ বিজোহত্যাত্তেচ্ছূরপক্ষে তু
বৈ বিজ্ঞঃ ।
বেদাঙ্গানি পুণাণি কৃৎপক্ষে তু মানবঃ ১১৯

দেবগণ দধি দ্বারা জীত হন। অহরহঃ সম
অধ্যয়ন করিলে দেবগণ স্বতাহত দ্বারা জীত
হন। নিত্য অধর্ষ বা অ জিরস বেদ অধ্যয়ন
করিলে দেবগণ মধু দ্বারা জীত হন।
অর্ধাক পুরাণ সকল অধ্যয়ন করিলে দেবগণ
মাংস দ্বারা ভর্গিত হন। য়িত দৈনন্দিন
বিধি অনুসারে দেবতাসমীপে বা অরণ্যে
বাইয়া সমাহিত ভাবে গায়ত্রী অধ্যয়ন
করিবে। নিত্য দেবী গায়ত্রীকে উত্তম কল্প
নহস্য, মধ্যম কল্প, শত্রু এবং নিকৃষ্ট কল্প দশ
বার জপ করিবে। ইহাই জপযজ্ঞ বলিয়া
প্রকীর্তিত। প্রভু ব্রহ্মা, গায়ত্রী ও বেদ
সকল তুল্যাত্তে তোলন করিয়াছিলেন, তখন
এক দিকে বেদ সকল ও অন্য দিকে
গায়ত্রীকে স্থাপন করিলে দুইভাগ তুল্য
হইয়াছিল ১২—১০০। একাগ্র ও শ্রদ্ধাযুক্ত-
চিত্তে প্রথমে ওক্তার ও পরে ব্যাহতি সকল
উচ্চারণপূর্বক সাবিত্রী অধ্যয়ন করিবে।
পূরাকল্পে সর্গাণ্ডনিবারণ সনাতন ভূঃ ভুবঃ
৬ এই মহাব্যাহতিত্রয় সমুৎপন্ন হইয়াছে।
ই ব্যাহতিত্রয় যথাক্রমে, প্রকৃতি, পুরুষ,
কাল, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, মহেশ্বর, এবং সব, রজ,

ও তমঃ বলিয়া স্মৃত। ওক্তার পরব্রহ্ম,
সাবিত্রী তদীয় শক্তি, এই মন্ত্রই সারাংশসার
মহাবোগ বলিয়া উদাহৃত। যে ব্রহ্মচারী
অহরহঃ অর্থবোধ সহকারে বেদমাতা গায়ত্রী
অধ্যয়ন করে, সে পরমা গতি প্রাপ্ত হয়।
গায়ত্রী বেদজননী, গায়ত্রী লোকপাবনী;
গায়ত্রী অপেক্ষা আর পরম জপ্য নাই, ইহা
জানিয়া বিমুক্ত হইতে পারে। যে বিজ্ঞোত্তম-
গণ। আষাঢ়, প্রাবণ ও ভাদ্র মাসে বেদা-
রন্ত করিবে। ব্রহ্মচারী সূর্য্যের যাম্য গমন-
কালে (দাক্ষিণায়নে) সার্ব পঞ্চমাস ভটি
স্থানে সমাহিত ভাবে অধ্যয়ন করিবে। বিজ্ঞ
পুষ্যা নক্ষত্রে প্রাতঃকালে বেদারন্ত করিবে।
শুক্লপক্ষের সায়াহ্নে ও কৃষ্ণপক্ষের পূর্ণাহ্নে
বেদ অধ্যয়ন করিতে হয়। বিজ্ঞ ব্যক্তি শুক্ল-
পক্ষে বেদ এবং কৃষ্ণপক্ষে বেদাদি ও পুণ্য
সকল অধ্যয়ন করিবে। ১০১—১১০। ইহা
এবং অধ্যাপক উভয়েই এই সকল অনবধায়
দিন বর্জন করিবে। যথা,—রাতিতে বাহি
বৌ বৌ শব্দে প্রবল ভাবে প্রবাহিত হইতে
থাকিলে, দিবসে যদি ধূলিপ্রবাহ (ঈধি)
হয়, বিহ্বল, মেঘগর্জন, বৃষ্টি, মহোৎপাত

ইয্যদিত্যননধ্যায়ানবীমানো বিবজ্জয়েৎ ।
 অধ্যাপনঞ্চ কুর্বাণোহত্যস্তরপি প্রযত্নতঃ ॥ ১১১
 কর্ণবেহনিলে রাত্রে দিবাপাংসুসমূহনে ।
 বিদ্যাংস্তনিতবর্ষেযু মহোকানাকং সঙ্গবে ॥ ১১২
 অকালিকমনধ্যায়মেতেষাং প্রজ্ঞাপতিঃ ॥ ১১৩
 এতানতুর্দাতান্ বিদ্যাাদন্যং প্রাহুঃ তারিযু ।
 তদা বিদ্যাাদনধ্যায়মনুভো চাত্ত দর্শনে ॥ ১১৪
 নির্ঘাতে ভূমিচলনে জ্যোতিষাঙ্কোপসজ্জনে ।
 এতানকালিকান্ বিদ্যাাদনধ্যায়ানুভাবপি ॥ ১১৫
 প্রাহুঃ তেষাং তু বিদ্যাংস্তনিতনিষনে ।
 সজ্যোতিঃ স্তাদনধ্যায়ঃ শেষে রাত্রে যথা দিব্য
 নিত্যানধ্যায় এব স্তাদগ্রামেযু নগরেষু চ ।
 ধর্ম্মনৈপুণ্যকামানাং মূত্রগন্ধেন নিত্যশঃ ॥ ১১৬
 অস্তঃ শবগতে গ্রামে বুধসস্ত চ সন্নিধৌ ।
 অনধ্যায়ো রুদ্র্যামানে সময়ে জলদন্ত চ ॥ ১১৮
 উদকে চান্দ্রিরাত্রে চ বিগুহুৎকং বিসজ্জয়েৎ ।
 উচ্ছ্রীতঃ শ্রীকৃষ্ণ চৈব মনসাপি ন চিন্তয়েৎ ॥
 প্রতিগৃহং যিজো বিদ্বানেকোদ্বিষ্টস্ত বেতনম্ ।

এই সকল দিন আকালিক অনধ্যায় ;
 প্রজ্ঞাপতি এইরূপ বলেন । এই সকল
 এবং অকালে মেঘ দর্শন হইলেই অন-
 ধ্যায় জানিবে । আর নির্ঘাত, ভূমিকম্প
 ও জ্যোতিঃসমস্তের উপসজ্জন অর্থাৎ
 চন্দ্র-সুধোর গ্রহণ, গ্রহের সঞ্চার বা
 নক্ষত্রপাত এই সকলে সঙ্গ কালেই অন-
 ধ্যায় জানিবে । প্রাতঃ সায়াঃ উভয় সন্ধ্যা
 সময়ে বিদ্যাং বা মেঘগর্জন হইলে এক দিবা-
 রাজি অনধ্যায় হয়, প্রাতঃকালে হইলে সেই
 দিন ও রাত্র এবং সন্ধ্যাকালে হইলে সেই
 রাজি এবং পরদিন অনধ্যায় হয় । ধর্ম্মনৈপুণ্য-
 কামাদিগের গ্রামে বা নগরে, মূত্রাদিগন্ধবুজ্ঞ
 স্থানে বা যে গ্রামে ভূমধ্যে শব প্রোথিত
 আছে, কিবা শূত্র সন্নিধান, অথবা যেখানে
 কেহ রোদন করিতেছে এমন স্থানে অধ্যয়ন
 কর্তব্য নহে । রুটি হওয়া কালীন, জলমধ্যে
 অর্ধরাজি, মলমূত্র ত্যাগ কালে, উচ্ছ্রীত-
 ক্রোধ এবং শ্রীকৃষ্ণ ভোজন করিয়া মনে মনেও

অথঃ ন কারয়েৎকন্য রাত্রে রাত্রেই হৃৎক
 যাবদেকারনিষ্ঠা স্তাৎ স্নেহালেপন্যতিবিক্রি ।
 বিপ্রস্ত বিদুষো দেহে তাবদ্রক্ষন্ কৌর্ভারং ॥
 শয়ানঃ প্রোটপাদন্ত কৃষা চৈবাবসকৃথিকাম্ ।
 নাধীরীতামিবাং জঙ্ঘা শূদ্রশ্রাদ্ধম্বেব চ ॥ ১২২
 নাহারে বাণশব্দে চ সন্ধ্যায়োক্তরোরপি ।
 অমাবস্তাচতুর্দশ্যোঃ পৌর্ণমাস্তষ্টমীষু চ ॥ ১২৩
 উপাকল্পিণি চোৎসর্গে জিরাত্রঃ ক্ষণঃ স্মৃতম্ ।
 অষ্টকাসু অহোরাত্রমুদ্যস্তান্তু চ রাজিষু ॥ ১২৪
 মার্গশির্ষে তথা পৌষে মাঘমাসে তথৈব চ ।
 তিশ্রোহষ্টকঃ সমাধ্যাতাঃ কৃকপক্ষেযু হ্রিভিঃ
 স্নেমাতকস্ত চ্ছায়ামাঃ শাশ্বলের্মধুকস্ত চ ।
 কদাচিদপি নাধ্যোয়ং কোবিদারকপিথ্যেঃ ॥
 সমানবিদ্যে চ যুতে তথা সন্নস্কারিণ ।
 আচার্যো সংস্থিতে চাপি জিরাত্রঃ ক্ষণঃ স্মৃতম্

চিন্তা করিবে না । বিদ্বান ব্যক্তি রাজার
 মৃত্যু হইলে, চন্দ্র-সুধ্যগ্রহণে কিবা একোদ্বি-
 ষ্টের দক্ষিণা লইয়া তিন দিন বেদ উচ্চারণ
 করিবে না ॥ ১১১—১২০ ॥ যাবৎ ভুজার
 পরিপাক না হয়, বা অক্ষিত তৈলাদি স্নেহ
 পদার্থ দৃষ্ট হয়, তাবৎ বেদ কৌর্ভন করিবে
 না । শয়ান বা প্রোটপাদ (উঁই হাঁটু) হইয়া
 অথবা সক্রিয় বাহির করিয়া আর আমিষ
 বা শূদ্রশ্রাদ্ধ ভোজন করিয়া অধ্যয়ন করিবে
 না । অস্তান্ত্রীমপাত হইলে, বাণশব্দ হইতে
 থাকিলে, উভয় সন্ধ্যাকালে, পূর্ণিমা অমাবস্তা
 চতুর্দশী ও অষ্টমী তিথিতেও অধ্যয়ন করিবে
 না । উপাকর্ম্ম ও উৎসর্গ কর্ত্তে জিরাত্র
 পরিত্যাগ করিবে । অষ্টকা ও চতুর্দশ
 অহোরাত্র অনধ্যায় বিহিত । অগ্রহায়ণ,
 পৌষ ও মাঘ এই তিন মাসে কৃক পক্ষে
 তিনটা (অষ্টমীতিথি) অষ্টকা হয়, পতি-
 গণ এইরূপ বলেন । স্নেমাতক (চান্দ্রী),
 শাশ্বলী, মধুক, কোবিদার ও কপিথ বৃক্ষের
 ছায়ায় কদাচ অধ্যয়ন করিবে না । সমশ্রী
 সন্নস্কারী (এক আচার্য কর্ত্তক এক সঙ্কে
 উপনীত) ও আচার্য্য যুত হইলে তিন দিন

হিঙ্গাণ্যেত্যাদি বিপ্রাণামনধ্যায়ঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ
বিস্তৃতি স্বাক্ষরান্তে তদ্বাদেতান্ বিবৰ্জয়েৎ
নৈত্যাক্ষে নাস্তানধ্যায়ঃ সঙ্খ্যোপাসনমিব চ ।
উপাকর্ষণ চোৎসর্গে হোমস্তান্তে তদৈব চ ॥
একাবচমধিকং বা যজুঃসামানি বা পুনঃ ।
অষ্টকাব্যাবধীযোত মাক্ষতে চাভিধাবতি ॥১৩০
অনধ্যায়স্ত নাক্ষে নৈতিহাসপুরাণয়োঃ ।
ন ধর্মশাস্ত্রেষস্তেব সর্বাণ্যেতানি বৰ্জয়েৎ ॥১৩১
এব ধর্মঃ সমাংসেন কীৰ্ত্তিতো ব্রহ্মচারিণঃ ।
ব্রহ্মচারিহিতঃ পুর্ন্বয়যৌনাং ভাবিতাঙ্কনাম্ ॥
যোহুভয় কুরুতে যজমনধীত্য জ্ঞতিং বিজ্ঞঃ ।
স সমুচ্যো ন সজ্জাযো বেদবাহো হিজ্ঞাতিভিঃ
ন বেদপাঠমাত্রেন সন্তুষ্টো বৈ ভবেদ্বিজঃ ।
পাঠমাত্রং বসনং যজ্ঞ পক্ষে গোবিব সৌদতি ॥১৩৪
যোহধীত্য বিধিবদ্বেদং বেদার্থং ন বিচারয়েৎ

অনধ্যায় করিবে। বিপ্রদিগের এইগুলি
হিজ্ঞঃ অনধ্যায় বলিয়া কীৰ্ত্তিত। এই সকল
দিনে স্বাক্ষসেরা হিংসা করিয়া থাকে, এ
নিষিদ্ধ এই সকল অনধ্যায় দিন বর্জন
করিবে। নিত্যকৃত্যে এবং সঙ্খ্যাবন্দনা-
দিতে অনধ্যায় নাই। অষ্টকাপি নিষিদ্ধ
দিনে এবং প্রবল বায়ু বহিতে থাকিলে,
উপাকর্ষণ উৎসর্গকর্ম ও হোমের অস্ত্রে একটি
যজুঃ অথবা একটি সাম যজ্ঞ পাঠ
করিবে ১১২১—১৩০। বেদাঙ্গ, ইতিহাস,
পুরাণ বা ব্রহ্ম কোন ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নে অন-
ধ্যায় হইবে না; অতএব উক্ত দিনে এ
সকল বর্জন করিবে না। পূর্বে ব্রহ্মা ভাবি-
তাস্থা গুণিগণের নিকট যাহা বলিয়াছিলেন,
আদি সেই ধর্ম এই সংক্ষেপে উক্ত কবি-
লা। যে মুঢ় জ্ঞতি অধ্যয়ন না করিয়া অস্ত্র
শাস্ত্রে ব্রহ্ম করে, হিজ্ঞাতিগণ সেই বেদবহিকৃত
মুঢ় যানবের সহিত সজ্জাষণ করিবে না।
বিজ্ঞ কেবলমাত্র বেদ পড়িয়াই সন্তুষ্ট হইবে
না; যে কেবল পাঠ মাত্র করিয়া থাকে,
আলোচনা করে না, সে পক্ষে পতিত গোবৎ
অকলস হয়। যে বিধিবৎ বেদ অধ্যয়ন

স সমুচ্যঃ শূদ্রকল্পঃ পাজ্যতাং ন গ্রন্থদ্যাক্ষে ॥১৩৪
যদি আত্যন্তিকঃ বাসঃ কল্পমিচ্ছতি বৈ ভরো
যুক্তঃ পরিচরেদেনমাশ্রয়ীরবিমোক্ষণম্ ॥ ১৩৬
গন্ধা বনঞ্চ বিধিবজ্জুহুয়াজ্ঞাতবেদসম্ ।
অধীযোত তথা নিত্যং ব্রহ্মনিষ্ঠঃ সমাহিতঃ ॥১৩৭
সাবিত্রীঃ শতকজ্রীযঃ বেদান্তান্ত বিশেষতঃ ।
অভ্যাসেৎ সততং যুক্তো ভিক্ষাশনপরায়ণঃ ।
এতদ্বিধানং পরমং পুরাণং
বেদাগমে সমাগিহোদিতং বঃ ।
পুরা মহর্ষিপ্রব্রাহ্মতিপুত্রঃ
বায়ম্ভুবো যম্মহুর্বাহ দেবঃ ॥ ১৩৯
ইতি ত্রীপাদ্যে স্বর্গখণ্ডে কর্মযোগকথনং
নাম যজুঃবিশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

করিয়া বেদার্থ বিচার করে না, সেই সমুচ
নর শূদ্রকল্প, সে পাজ্যতা প্রাপ্ত হয় না। যদি
গুরুকুলে আত্যন্তিক (চিরকাল) বাস
করিতে ইচ্ছা করে তবে সংযত ভাবে প্রাণ-
পণে গুরুর পরিচর্যা করিবে। বনে ঘাইয়া
বিধিবৎ আশ্রকে হোম করিবে। আর নিত্য
ব্রহ্মনিষ্ঠ ও সমাহিত হইয়া অধ্যয়ন করিবে।
সতত যুক্ত ও ভিক্ষাশনপরায়ণ হইয়া সাবিত্রী,
শতকজ্রীয, বিশেষতঃ বেদান্ত শাস্ত্র অভ্যাস
করিবে। পুরাকালে বায়ম্ভুব দেব যম্ম
মহর্ষিপ্রবরগণ কর্তৃক পুত্র হইয়া যাহা বলিয়া-
ছিলেন, সেই এই পুরাতন পরম বেদা-
গমবিধান আপনাদিগকে বলিলাম।
১৩১—১৩৯।

যজুঃবিশ্ব অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

পদ্মবিংশোহধ্যায়ঃ ।

মাস উবাচ ।

বেদং বেদো ভবা বেদান্ বেদাকানি তথা

দ্বিজাঃ ।

অধীত্য চাধিগম্যার্থং ততঃ স্নানাদ্বিজোত্তমঃ ৷১

কুর্বেতু ধনং দধা স্নায়ীত তদমুজয়া ।

চীর্ণব্রতোহথ বৃদ্ধাচ্ছা শক্তো বা স্নাতুমর্হতি ৷২

বৈণবীঃ ধারয়েদ্যষ্টিমন্তরীসন্তপোত্তরম্ ।

যজ্ঞোপবীতম্বিতীয়ং সৌদকঞ্চ কমণ্ডলুং ও

হ্রদকোক্ষীষমমলং পাত্ৰকে চাপ্যুপানতঃ ।

য়োহে চ কুণ্ডলে ধার্যো ব্রতকেশনথঃ শু'চঃ ৷

অন্তত্র কাঞ্চনাধিপ্রে। ন রক্তাঃ বিভ্রাণং

অজম্ ।

গুক্রাধরো নিত্যং স্নগন্ধঃ প্রিয়দর্শনঃ ৷৫

ন জীর্ণমলবদ্বাসা ভবেদেব বিভবে সতি ৷ ৬

ন রক্তমুখপঞ্চাভ্যুতং বাসো ন কুণ্ডলম্ ।

সপ্তবিংশ অধ্যায় ।

বাস বলিলেন,—হে দ্বিজগণ । দ্বিজো-
ত্তম মানব এক বেদ দুই বেদ বা সমস্ত বেদ
ও বেদাদি সকল অধ্যয়ন করত তাহার অর্থ
অবগত হইয়া স্নান (সমাবর্জন) করিবে ।
কুর্বেতু ধনং দধা স্নায়ীত তদমুজয়া ক্রমে
স্নান করিবে । যাহার ব্রত স্বধাবিধি প্রতি-
পালিত হইয়াছে বা যিনি চিত্ত সংবল করিতে
অভ্যস্ত হইয়াছেন, আর যিনি শক্ত (গৃহস্থো-
চিত্ত নিয়মগুলি প্রতিপালনে সক্ষম) এমন
ব্রহ্মচারী স্নান করিবার যোগ্য । নথ কেশ
কর্ডনপূরক বৈণবী (বীশের) যষ্টি ধারণ,
অন্তবাস (কৌশীন) ও উত্তরীয় ধারণ
করিবে । আর যজ্ঞোপবীত, সৌদক কম-
ণ্ডলু, হ্রদ, অমল উকীড়, পাত্ৰকা (খড়ম),
উপানহ (জুতা) এবং স্বর্ণকুণ্ডল দুইটা ধারণ
করিবে । বিপ্র কাঞ্চন ব্যতীত অন্য কোন
ধাতু-রত্নাদি ব্যবহার করিবে না । রক্তবর্ণ
মালাও ধারণ করিবে না । নিত্য গুক্রাধর-
ধর, স্নগন্ধ ও প্রিয়দর্শন হইবে ! বিভব

নোশানহো অজকাঞ্চ পাত্ৰকে চ প্রায়াসয়েৎ

উপবীতমলঙ্কারং দর্ভান কৃকাজিন তথা ।

নাগসবাং পরীদধ্যাষাসো ন বিকৃতং বসেৎ ৷১

আহরেদ্বিধিবদ্বারান্ সন্ধানানন্তনঃ শুভান্ ।

রূপলক্ষণসংযুক্তান্ যোনিদোষবিবর্জিতান্ ৷২

অমাত্তগোত্রজন্তবামসমানবিগোত্রজান্ ।

আহরেদব্রাহ্মণো ভার্গ্যাঃ শীলশৌচসমধিতান্

ঋতুকালভিগামী স্নাদ্যাবৎ পুজোহতিজ্ঞায়তে

বর্জয়েৎপ্রতিষিদ্ধান প্রযত্নেন দিনানি তু ৷১১

ষষ্ঠাষ্টম্যো পঞ্চদশীঃ স্বাদশীঞ্চ চতুর্দশীম্ ।

ব্রহ্মচারী ভবেদিত্যঃ তদ্বজ্রমুদ্রাধনি ৷ ১২

আদধীত বিবাহাগ্নিং জুহুযাজ্জাতবেদসম্ ।

এতানি স্নাতকো নিত্যং পাবকানি চ ধারয়েৎ

বেদোদিতং স্বকং কৰ্ম নিত্যং কুর্যাদতন্ত্রিতঃ ।

অকুরাণঃ পততাশ্চ নরকানতিতীষণান্ ৷১৪

ধাকিলে জীর্ণ বা মলিন বস্ত্র ব্যবহার করিবে

না । রক্ত (রঞ্জিন) বা উষণ (উত্তেজক)

বস্ত্র এবং অন্তব্যবহৃত বস্ত্র, কুণ্ডল, জুতা,

খড়ম, বা মালা ব্যবহার করিবে না ।

উপবীত, অলঙ্কার, দর্ভ এবং কৃকাজিন

দক্ষিণাঙ্গে পরিধান করিবে না । বিকৃতভাবে

বস্ত্র পরিধান করিবে না । বিধিবৎ অসমান-

ধর্মি-গোত্রজা, অমাত্ত-গোত্রজাতা, যোনি-

দোষবিবর্জিতা, রূপলক্ষণসম্পন্ন। শুভা

আত্মসমুদী দারা আহরণ করিবে । ব্রাহ্মণ

শীল-শৌচসমধিতা ভার্গ্যা আহরণ করিবে ।

১—১০ । যাবৎ পুত্র না জন্মে, তাবৎ ঋতু-

কালগামী হইবে । কিন্তু প্রতিষিদ্ধ দিনগুলি

যত্র সহকারে বর্জন করিবে । ষষ্ঠী, অষ্টমী,

পঞ্চদশী (পূর্ণিমা ও আমাবস্তা), স্বাদশী,

চতুর্দশী এবং জন্মতিথি, জন্মবার ও জন্ম-

নক্ষত্র দিনে নিত্য ব্রহ্মচারী থাকিবে ;

বিবাহাগ্নি আনিয়া তাহাতে হোম করিবেন ।

স্নাতক এই সকল নিয়ম পালন ও অগ্নিভ্রম

ধারণ করিবেন । নিত্য অতন্ত্রিত হইয়া

বেদোদিত স্বকীয় কর্তব্য কর্ম সকল

করিবেন ; উহা না করিলে আত্ম অতিভীষণ

অভ্যাসে প্রয়াত। বেদং মহাযজ্ঞঃ স্থাপয়েৎ ।
 কুর্যাদ্গৃহাণি কুর্যাপি সচ্চ্যোপাসনমেব চ ।
 সখ্যং সমাধিকৈঃ কুর্যাদ্গৃহাণীশ্বরং সদা ।
 দৈবভাত্তিগচ্ছত কুর্যাদ্গৃহাণীভিপোষণম্ ।
 ন ধর্মং খ্যাতেষ্বিধাং পাপং গৃহয়েদপি ।
 কুর্যাদ্গৃহাণিত্যং নিত্যং সর্বকৃত্যকম্পকঃ ॥১৭
 বয়সঃ কর্ণপৌর্ন্থতঃ স্তম্ভাভিজনস্ত চ ।
 ষট্শব্দগুবুদিসাক্ষ্যমাচরন্ বিচরেৎ সদা ॥১৮
 ঋতিশ্রুতাদিত্যং সম্যক্ সাধুত্বার্থং সেবিতঃ ।
 তমচারং নিষেবেত নেহেতাভ্যজ্ঞ কহিতি ॥১৯
 বেনান্ত পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ
 তেন যাতাংসত্যং মার্গং তেন গচ্ছন্ন ত্রয্যতি ॥
 নিত্যং আধ্যাত্মীলঃ স্মারিত্যং যজ্ঞোপবীতবান্
 সত্যবাদী জিতক্রোধো লোভমোহবিবর্জিতঃ

নরকনিচয়ে পতিত হইবেন। প্রযত হইয়া
 বেদ অভ্যাস করিবেন, পঞ্চ মহাযজ্ঞ পরি-
 হার করিবেন না। কর্তব্য গৃহকাৰ্য্য সকল
 এবং সচ্চ্যোপাসন করিবেন। নিজ তুল্য
 বা নিজাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্যক্তি সহ সখ্য
 করিবেন, সদা প্রভাবশালী ব্যক্তির নিকটে
 ও দেবতাদিগের নিকটে যাইবেন। ভাধ্যাকৈ
 বৃত্ত সহকারে শোষণ করিবেন। বিদ্বান্
 মানব নিজকৃত ধর্ম প্রকাশ করিবেন না,
 আর পাপও গোপন করিবেন না। সর্ব-
 কৃতের প্রত্য নিত্য অল্পকম্পাধিত থাকিয়া
 আত্মহিতঃ সম্পাদন করিবেন। বয়স, কর্ণ,
 অর্থ, বিদ্যা, কুল, দেশ, বাক্য ও বুদ্ধির
 অল্পরূপ আচরণ করত সতত বিচরণ
 করিবেন। দ্বাধা ঋতিশ্রুতিতে উক্ত এবং
 দ্বাধা সাধুগণ কর্তৃক সম্যক সেবিত, সেই
 আচারই সেবা করিবেন, অন্য কোনও
 আচার গ্রহণের চেষ্টা করিবেন না। যে
 পথে পিতা গিয়াছেন, যে পথে পিতামহ
 গিয়াছেন, সজ্ঞানসম্মত সেই পথেই যাইবেন,
 সেই পথে বিচরণ করিলে কোনও দোষ
 হয় না। ১১—২০। নিত্য আধ্যাত্মীল এবং
 নিত্য যজ্ঞোপবীতবান্, সত্যবাদী, জিত-

সাবিত্রীজ্ঞাপনিরিতঃ শ্রাদ্ধকৃত্যতে গৃহী ॥ ২১
 মাতাপিত্রোহিতে যুক্তো ব্রাহ্মণস্ত হিতে রতঃ
 দাতা যজ্ঞা দেবভক্তো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥
 জিবর্গসেবী সততং দেবানাং সমর্চনম্ ।
 কুর্যাদ্গৃহাণিত্যং নমস্তেৎ প্রযতঃ পুমান্ ॥২৩
 বিভাগীলঃ সততং কাম্যযুক্তো দদ্যাদুকঃ ।
 গৃহস্থ সমাখ্যাতো ন গৃহেণ গৃহী ভবেৎ ॥২৪
 কমা দদ্য চ বিজ্ঞানং সত্যকৈব দমঃ সমঃ ।
 অধ্যাত্মনিত্যতা জ্ঞানমেতদব্রাহ্মণলক্ষণম্ ॥২৫
 এতস্মার প্রমাদ্যোত বিশেষণ বিজ্ঞাতম্ ।
 যথাশক্তি চরন্ ধর্মং নিদ্দিতানি বিবর্জয়েৎ ॥
 বিধূয় মোহকলিঃ লব্ধা যোগমল্পভয়ম্ ।
 গৃহস্থো মুচ্যতে বভ্রাব্রাজ কার্য্যা বিচারণা ॥ ২৭
 বিধর্ম্মাভিক্রমকো ধর্ম্ম-সাবলব্ধব্রাহ্মণম্ ।

ক্রোধ, লোভ-মোহবিবর্জিত, সাবিত্রী-
 জ্ঞাপনিরিত ও শ্রাদ্ধকৃত্য গৃহী যুক্ত হয়।
 মাতাপিতার হিতে যুক্ত, ব্রাহ্মণের হিতে
 রত, দাতা, যজ্ঞকর্তা ও দেবভক্ত ব্যক্তি
 ব্রহ্মলোকে সম্মানিত হয়। সতত
 জিবর্গ-(ধর্ম্ম অর্থ কাম)-সেবী হইবে,
 নিত্য দেবগণের সমর্চন করিবে। অধ-
 রহঃ প্রয়তভাবে পুরগণকে প্রণাম করিবে।
 সতত বিভাগীল কাম্যযুক্ত ও দদ্যাদুক
 হইলে সে গৃহস্থ বলিয়া সমাখ্যাত হইতে
 পারে, নচেৎ কেবল গৃহ থাকিলেই গৃহী
 হইতে পারে না। কমা, দদ্য, বিজ্ঞান
 (শিক্ষাশাস্ত্রাদি জ্ঞান), সত্য, দম (বহিঃ-
 শ্রিয় নিগ্রহ), শম (অন্তঃশ্রিয় নিগ্রহ),
 আধ্যাত্মিক অল্পভান, জ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান)
 এইগুলি ব্রাহ্মণের লক্ষণ। বিজ্ঞাতম্
 মানব এই সকল প্রতিপালনে বিশেষ যত্ন
 করিবে, কখনও প্রমাদযুক্ত হইবে না।
 যথাশক্তি ধর্ম্মাচরণ করিবে; নিদ্দিত কর্তৃক
 সকল বর্জন করিবে। এরূপ করিলে, গৃহস্থ
 ইহলোকে অল্পভয় যোগ লাভ করিয়া গমন
 মোহরাশি বিধৃত করত সঁসার-বন্ধন হইছে
 বিমুক্ত হয়, ইহাতে আর বিচার করিবার

অন্তমহ্যসিদ্ধিমানং দোষাণাং মৰ্শণঃ কমা । ২৮
 যত্নঃপেযু চ বাক্যানাং পরত্নঃপেযু সৌজন্যম্ ।
 দক্ষ্যতি মুনয়ঃ প্রাহুঃ সাক্ষাৎকথ্যস্ত সাধনম্ । ২৯
 চতুর্দশানাং বিদ্যানাং ধরণা হি যথার্থতঃ ।
 বিজ্ঞানমিতি তদ্বিদ্যাৎযেন ধর্মো বিবর্ততে । ৩০
 অসীত্য লিখবিত্ত্যামর্ষকৈবোপলভ্য তু ।
 বর্ষাকার্যাপি কুর্যীত ছেতবিজ্ঞানমুচ্যতে । ৩১
 সত্যেন লোকং জয়তি সত্যং তৎপরমং পদম্
 যথাকৃত্যপ্রমাদস্ত সত্যমাহর্ষনীরিণঃ । ৩২
 দমঃ শরীরোপরতে: শমঃ প্রজ্ঞাপ্রসাদতঃ ।
 অধ্যাপনমকরং বিদ্যাৎযত্র গম্য ন শোচতি । ৩৩
 যথা স দেবো ভগবান্ বিদ্যায়া বিদ্যাতে পবঃ ।
 সাক্ষাদেবো হুবীকেশস্তজ্ঞানমিতি কীৰ্ত্তিতম
 তরিত্তংপরো বিদ্বান্নিত্যমক্রোধনঃ শুচিঃ ।

প্রয়োজন নাই। অস্ত্র জনের ক্রোধে
 সত্ত্বপূর্ণ বিরুদ্ধ-ধর্মের আরোপ-অবমান
 তর্জন হিংসা বন্ধন বধাধি দোষ সকল সহ
 করা কমা বলিয়া উক্ত। নিজ হৃদয়ে যেমন
 কাঙ্ক্ষা উপস্থিত হয়, পরত্নঃপেযু যে তাদৃশ
 সমবেদনা জন্মে, তাহাই ধর্মের সাক্ষাৎ
 সাধন দয়া। মুনিগণ এইরূপ বলিয়াছেন।
 যাহা হারা ধর্ম বর্জিত হয়, সেই চতুর্দশ
 বিদ্যার যথার্থত ধারণাই বিজ্ঞান বলিয়া
 উক্ত। বিধিবৎ বিদ্যা অধ্যয়ন করত তাহার
 অর্থ অধিগত হইয়া ধর্মকাণ্ড করিবে।
 ইহা (শাস্ত্রজ্ঞানানুযায়ী ধর্ম বৃত্তি) বিজ্ঞান
 বলিয়া উক্ত হয়। ২১—৩১। সত্য হারা
 লোক সকল জয় করা যায়, সত্যই সেই পরম
 পদ; মনীরিগণ যথার্থ প্রমাদরাহিত্যকেই
 সত্য বলিয়াছেন। শরীরাবয়বের ক্রিয়া-
 সঞ্চর হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাকে
 দম বলা যায় এবং প্রজ্ঞাপ্রসাদে যাহা জন্মে
 তাকে শম বলা যায়। যেখানে যাইলে আর
 শোক করিতে হয় না, সেই অক্ষয় ব্রহ্মকেই
 অধ্যাপন জানিবে। যে বিদ্যা হারা সাক্ষাৎ
 দেহ হুবীকেশ পরিজ্ঞাত হন, তাহাই জ্ঞান
 বলিয়া কীর্ত্তিত। বিদ্বান্ বিপ্র তরিত্ত, তৎপর,

মহাযজ্ঞপরো বিপ্রো লভতে তদ্বিস্তৃতমম্ । ৩২
 ধর্মস্তায়তনং যজ্ঞাচ্ছরীরং পরিপালয়েৎ ॥
 ন হি দেহং বিনা বিষ্ণুঃ পৃকটৈবিন্যতে পরঃ ।
 নিত্যং ধর্মার্থকামেযু সুজ্যোত নিয়তো বিজ্ঞঃ ।
 ন ধর্মবর্জিতং কামমর্থং বা মনসা শ্বরেৎ ৩৩
 সীদন্নপি হি ধর্মেণ ন বধর্মং সমাচরেৎ ।
 ধর্মো হি ভগবান্ দেবো গতিঃ সর্বেষু জন্তু
 ভূতানাং প্রিয়কারী স্তাত্ত পরমোহকর্মণীঃ ।
 ন বেদদেবতানিন্দাং কুর্ধ্যাত্তেজ ন নংবসেৎ
 যচ্চিৎ নিয়তো বিপ্রো ধর্মাদ্যাং পঠেচ্ছুচিঃ ।
 অধ্যাপয়েচ্ছাবয়েচ্ছ ব্রহ্মলোকে মরীয়েত ৩৪
 ন হিংসাং সর্বভূতানি নানুতঃ সা বদেৎকচিৎ
 নাহিতং নাপ্রিয়ং বাচ্যং ন স্তেনঃ স্তাৎকদাচন
 তুণং বা যদি বা শাকং মূগং বা জলমেব বা ।
 পরস্তাপহরন জন্মবরকং প্রতিপদ্যতে ৩৫

নিত্য অক্রোধন, শুচি ও মহাযজ্ঞ (জপ)
 পরায়ণ হইয়া সেই অল্পতম ব্রহ্মকে লাভ
 করিতে পারে। ধর্মের আয়তন স্বরূপ
 দেহকে যত্ন সহকারে পরিপালন করিবে
 যেহেতু দেহ ব্যতীত মানবগণ সেই পর
 বিষ্ণুকে জানিতে পারে না। বিজ্ঞ নিত্য
 নিয়ত হইয়া ধর্মার্থকামে নিযুক্ত থাকিবে,
 ধর্মবর্জিত অর্থ বা কাম মনেও শ্রবণ
 করিবে না। ধর্মের থাকিয়া নিত্যন্ত অবসর
 হইয়া পড়িলেও অধর্ম জ্ঞাচরণ করিবে না।
 দেব ভগবান্ ধর্মই সর্ব জন্মের গতি। ভূত
 সকলের প্রিয়কারী হইবে। পরানিষ্টক
 কর্মে মতি করিবে না। বেদ, বা, দেবতার
 নিন্দা করিবে না; যাচার নিন্দা করে,
 তাহাদিগের সহিত বাসও করিবে না। যে
 বিপ্রানন্ত শুচি হইয়া এই ধর্মাদ্যাং পাঠ
 করে, অধ্যাপন করে, বা অবণ করায় সে
 ব্রহ্মলোকে সম্মানিত হয়। ৩২—৪০। সর্ব-
 ভূতের হিংসা করিবে না। কচিৎ কখনও
 অসত্য বাক্য বলিবে না, কাহারও অহিত
 বা অপ্রিয় বলিবে না; কখনও চোর হইবে
 না। অপরের তুণ, শাক, মুক্তিকা বা জল

ন রাজঃ প্রতিপত্ত্বীয়ান্ শূদ্রাং পতিতাদপি ।
ন চাত্মানন্দমুচ্চৈরিনিতান্ বর্জয়েদ্বধঃ ॥৪০॥
নিভ্যাং যাচনকো ন তাত্মনস্তঃ নৈব যাচয়েৎ
প্রাপানপহরতোবাং যাচকস্তি দুর্জতিঃ ॥৪১॥
ন দেবভ্রব্যাহারী স্ত বিশেষেণ বিজ্ঞোত্তমঃ ।
ব্রহ্ম বা নাপহরেদাপংখপি কদাচন ॥৪২॥
ন বিম্বং বিবমিত্যাহ্রহ্মণং বিষমুচ্যতে ।
দেবম্বকাপি যন্তেন সঙ্গা পরিহরেত্ততঃ ॥৪৩॥
পুণ্যং শাকোদকং কাঠং তথা মূলং কলং তৃণম্
অদন্তানি চ ন ত্ত্বয়ঃ মম্বঃ প্রাহ প্রজাপতিঃ ॥
জীহীতব্যানি পুষ্পানি দেবার্জনেবিধৌ বিজ্ঞাঃ ।
নৈকম্বাদে ন নিয়তীমনন্তজ্ঞায় কেবলম্ ॥৪৪॥
তৃণং কাঠং কলং পুষ্পং প্রকংশং বৈ হরেদ্বধঃ
ধর্ম্মার্থঃ কেবলং প্রাহুঃস্তথা পতিতো ভবেৎ ॥
তিলমুদ্রয়বাদী ন মুষ্টিগ্রাহ্য পাথং বিতেঃ ।

হরণ করিলেও নয় নয়ক প্রাপ্ত হয় ।
রাজার নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিবে না,
শূদ্র বা পতিতের নিকট হইতেও প্রতিগ্রহ
করিবে না । বৃথ ব্যক্তি অপর কাহারও
নিকট হইতেই প্রতিগ্রহ করিবে না, তবে
যদি জীবিকা নির্বাহ করিতে অশক্ত হয়।
পক্ষে, তবে নিম্নিত ব্যক্তিগণের নিকট প্রতি-
গ্রহ বর্জন করিবে । নিতা যাচক হইবে
না, একবার যাচাই নিকটে যাচঞা করা
হইয়াছে, পুনরায় তাহাকে যাক্ত, করিবে
না । কাকল সেই দুর্জতি মানব একপ পুনঃ
পুনঃ যাচঞা করায় ঐ দাতার প্রাণই হরণ
করে । বিজ্ঞোত্তম বিশেষতঃ কখনই দেব-
ভ্রব্য হরণ করিবে না, অথ আপং কালেও
কদাচিৎ ব্রহ্ম হরণ করিবে না । বিম্বকে
বিম্ব বলা যায় না, দেবম্ব ও ব্রহ্মম্বই বিম্ব
বলিয়া উক্ত হয় । অতএব সঙ্গা যত্র সহকারে
উহা পরিত্যাগ করিবে । প্রজাপতি মম্ব
বলিয়াছেন যে,—পুষ্প, শাক, উদক, কাঠ,
কল, মূল ও তৃণ এই সকল বস্তু অদন্ত হই-
লেও গ্রহণ করিতে পারা যায়, তাহাতে
শোধ্য হয় না । বৃথ মানব প্রকান্তরূপে তৃণ,

সুবিদৈর্নাতীথা বিপ্রা ধর্ম্মাদিত্যিরিতি বিত্তিঃ ॥৪৫॥
ন ধর্ম্মতাপদেশেন পাণং কৃষা ত্রতং চরেৎ ।
অতেন পাণং ব্যাকুল্য কুণ্ঠন ত্রীশূদ্রবস্তমম্ব ॥৪৬॥
প্রতোহ চেন্দ্রশো বিপ্রৌ গর্হ্যতে ব্রহ্মবাদিত্যঃ
হুয়না চরিতং যত্ন ত্রতং রক্ষাসি গচ্ছতি ॥৪৭॥
অলিঙ্গী লিঙ্গবিশেন যো বৃত্তিমুপতিষ্ঠতি ।
স লিঙ্গিনো হরেদে নস্তিধ্যগ্যোনো চ
জায়তে ॥৪৮॥
যাচনং যোনিম্বন্ধং সহবাসঞ্চ ভাষণম্ ।
কুর্য্যণঃ পততে নিভ্যাং তস্মাদবন্তেন বর্জয়েৎ
দেবভ্রোহাদগুরুভ্রোঃ কোটিকোটিশাখিকঃ
জনাপবাদো নাস্তিক্যং তস্মাৎ কোটিগুণা
ধিকম্ ॥৪৯॥

কাঠ, কল মূল হরণ করিবে, কিন্তু ফল
ধর্ম্মার্থই এইরূপ করিতে পারিবে, অস্তথা
(লোভাদিবেশে) করিলে পতিত হইবে।
হে বিপ্রগণ । সুবিত ব্যক্তি পথপার্শ্ব তিল
মুদ্রা যবাদি শস্ত্রের এক মুষ্টি মাত্র গ্রহণ
করিতে পারে, ধর্ম্মাদি কর্তৃক এইরূপ বিহিত
হইয়াছে । ৪১—৫০ । ‘পশ্চাৎ ধর্ম্ম করিয়া
পাশক্ষয় করিব’, এইকপ সঙ্কল্প করত পাশ
আচরণ করিয়া ত্রত করিবে না । যে বিপ্র
একপ পাশ করিয়া সেই পাশ কালনার্থই
ত্রত করে, আব তজ্জন্ত ত্রী ও শূদ্র জন
সম্মিধানে দস্ত্র করে, সে হঃ-পর হই লোকেই
নিন্দনীয় হয় । কপট ভাবে ব্রহ্মব্রত করিলে
তাহার কল রাক্ষসেরা প্রাপ্ত হয় । যে
অলিঙ্গী * লিঙ্গ র যুক্তি অবলম্বন করে, সে
লিঙ্গীর সমস্ত পাশই হরণ করে, এবং
তির্ধ্যক যোগে জন্ম লাভ করে । ইহা-
দের সহিত ভ্রব্যাদির আদানপ্রদান, যোনি-
সম্বন্ধ, সহবাস এবং আলাপ করিলে নিশ্চয়ই
পতিত হয় । অতএব যত্র সহকারে তাহা

* লিঙ্গ—চিহ্ন, লিঙ্গী—বিশিষ্ট চিহ্ন
যুক্ত, সাধু-সন্ন্যাসী প্রভৃতি । অলিঙ্গী যে
বস্তুতঃ সাধু সন্ন্যাসী নহে ।

গোভিষ্ট দৈবভৈবীপ্রেঃ কৃষ্যা ব্রাহ্মোপসেবয়া
কুলান্তকুলতাং যান্তি যানি হীনানি ধর্মতঃ ॥৫
কুবিচারৈঃ ক্রিয়ালোপৈর্বেদানধ্যয়নেন চ ।
কুলান্তকুলতাং যান্তি ব্রাহ্মণাভিক্রমেণ চ ॥৬
অনুতাং পারদার্য্যাক্ত তথা ভক্ষ্য ভক্ষণাং ।
অগোত্রধর্ম্মাচরণাং কিং প্রং নশ্রুতি বৈ কুলম্ ।
অশ্রোত্রিয়েষু বৈ দানং বৃষলেষু তথৈব চ ।
বিহিতাচারহীনেষু কিং প্রং নশ্রুতি বৈ কুলম্ ॥৭
অধার্ম্মিকৈর্হুতে গ্রামে ন ব্যাধিবহুলে বসেৎ ।
শূদ্রব্রাহ্মণে চ ন বসেৎ পাণ্ডুরাজৈর্হুতে ॥৮
হিমবতঃ পর্ব্বতাদিভ্যঃ পূর্ব্বপশ্চিময়েঃ শুভম্ ।
সুখা সমুদ্রযোর্দেশঃ নান্তত্র নিবসেদ্বিজঃ ॥৯
কৃষ্ণা বা যত্র চরতি মৃগো নিত্যং স্বভাবতঃ ।
পুণ্যা বা বিজ্ঞতা নদ্যস্তত্র বা নিবসেদ্বিজঃ ॥

বর্জন করিবে। দেবদ্রোহ অপেক্ষা গুরু-
জ্ঞোহ কোটি কোটি গুণে অধিক; ‘অমুক
নান্তক’ এই অপবাদ তদপেক্ষাও কোটি
গুণে অধিক। গো, দেবতা, বিপ্র, কৃষি,
রাজা ইহাদিগের উপসেবা কার্য্যে নিযুক্ত
মহাকুল সকলও ধর্ম্মাহুসারে যথোপযুক্ত
ব্যবহার করিতে পারে না বলিয়া অকুলতা
প্রাপ্ত হয়। কুবিচার, ক্রিয়ালোপ, বেদ
অধ্যয়ন না করা এবং ব্রাহ্মণের অতিক্রম
(অবমাননা) করা এই সকল কারণে কুল
সকল অকুলতা প্রাপ্ত হয়। অনুত, পরদার
গমন, অতক্য ভক্ষণ আর কুলধর্ম্ম আচরণ
না করা, এই সকল কারণে কুল সকল বিনষ্ট
হয়। অশ্রোত্রিয়ে, বৃষলে (শূদ্রে) বা
বিহিতাচারহীন জনে দান করিলে কুল
অচিরে বিনষ্ট হয়। অধার্ম্মিক-জনাবৃত্ত বা
ব্যাধিবহুল গ্রামে বাস করিবে না। আর
শূদ্রব্রাহ্মণ বা পাণ্ডুরজনসকুল গ্রামেও বাস
করা কর্তব্য নহে। ৫১—৬০। পূর্ব্ব পশ্চিম
সমুদ্রদ্বয়ের সমিহিত প্রদেশ ব্যতীত হিমবান
ও বিজ্য পর্ব্বতের মধ্যভাগ শুভ; বিজ্ঞ এই
দেশ ব্যতীত অন্তত্র বাস করিবে না।
অথবা যে প্রদেশে স্বভাবত নিরত কৃষ

অর্দ্ধকোশং নদীকূলং বর্জয়িষ্য বিজ্ঞোত্তমঃ ।
নান্তত্র নিবসেৎপুণ্যাং নান্তত্র গ্রামসন্নিধৌ ॥
ন সংবলেচ্চ পতিভৈর্ন চাণ্ডালৈর্ন পুংসৈঃ ॥
ন মূর্খৈর্নবিলিপ্তেচ্চ নোত্তৈর্জায়াবসারিতঃ ॥৬৪
একশয্যাসনে পত্নীকৃত্যে পক্ষ্যমিশ্রণম্ ।
যাজনাধ্যাপনে যোনিস্তথৈব সহভোজনম্ ॥৬৫
সহাধ্যায়স্ত দশমঃ সহযাজনমৈব চ ।
একাদশ সমুদ্বিষ্টা দোষাঃ সাকর্ষ্যসংক্রতাঃ ॥৬৬
সমীপে বাণ্যবস্থানাং পাণং সংক্রমতে নৃশি
তস্মাৎসংস্প্রযত্নেন সাকর্ষ্যং পরিবর্জয়েৎ ॥৬৭
একপত্ন্যুপবিষ্টা যে ন স্পৃশন্তি পরস্পরম্ ।
তস্মান্না কৃতমধ্যাদানং তেষাং সঙ্করো ভবেৎ ॥
অগ্নিনা তস্মান্না চৈব সাললেন বিশেষতঃ ॥
হারেণ স্তম্ভমাংগেণ যত্নভিঃ পত্নীকৃত্যভিঃ
ন কুর্য্যচ্চক্কেবৈরাণি বিবাদঃ ন চ পৈত্তনম্ ॥

(কুলসার) মৃগ বিচরণ করে, কিম্বা বিখ্যাত
পুণ্যা নদী বর্ত্তমান, তথায় বাস করিবে।
দ্বিজোত্তম মানব যে গ্রামসন্নিধানে নদী
বর্ত্তমান, তথায় অর্দ্ধকোশ নদীকূল বর্জন-
পূর্ব্বক বাস করিবে; অন্তত্র বাস করিবে না;
কারণ, অন্তত্র (নদীতীরে) পুণ্য নাই।
পতিত জনগণ সহ বাস করিবে না; চণ্ডাল,
পুঞ্চ, মূর্খ, গন্ধিত এবং যাহারা হীৰস-
কৃত, তাহাদিগের সহিতও বাস করিবে
না। এক শয্যায়, শয়ন, এক আসনে
উপবেশন, এক পত্নীকৃত্যে ভোজন, এক
দ্রব্য ব্যবহার, পক্ষ্য-মিশ্রণ (এক স্থানে বা
এক পাতে স্থিত দ্রব্য হইতে পরিবেশন
করিলে তাহা ভোজন), যাজন, অধ্যাপন,
যোনি (বিবাহাদি), একপাত্রে ভোজন,
একত্র অধ্যয়ন এই দশ ও সহযাজন এই
একাদশটি দোষের নাম সাকর্ষ্য। এতদ্বি-
সমীপে অবস্থানেও নরগণের পাণ সঙ্করিত
হয়; অতএব এই সাকর্ষ্য দোষগুলি
সহকারে পরিবর্জন করিবে। যাহারা এক
পত্নীকৃত্যে উপবিষ্ট হইয়াও পরস্পর স্পর্শ
করে না, উভয়ের মধ্যস্থলে তস্মাৎ সার

দুঃখকে গাং চরতীং নাচকীত চ কর্হিচিং ।
ন সংবসেৎ হুচকেন ন কং বৈ মর্ধ্যাৎ শূশেৎ
ন সূর্য্যপরিবেষং বী নেত্রচাপং সরাগ্নিকম্ ।
পুরুষ কথয়েষিহান শশিনং বাব কাঞ্চনম্ ॥ ১১ ॥
ন সূর্য্যদহতিঃ সার্কং বিরোধং বদ্ধুভিত্তথা ।
আত্মনঃ প্রতিক্লানি পরেবাং ন যাচরেৎ ॥
ক্রিধিং পকস্ত ন ক্রয়ান্ন নকত্রাণি নির্দিশেৎ ।
কাম্যকাম্যভভাষেত নাতুচিং বা হিজোক্তমঃ
ন দেবগুরুবিপ্রাণাং দায়মানস্ত বাবরেৎ ।
ন চাত্মানং প্রশংসেদা পবনিন্দাক বর্জয়েৎ ॥
বেদনিন্দাং দেবানিন্দাং প্রযত্নেন বিবর্জয়েৎ ॥ ১২ ॥
রজঃ দেবানুযীষ্টৈশ্চ বৈদান বা নিন্দতি বিজঃ
ন তস্ত নিকৃতিদৃষ্টা শাস্ত্রেষিহ মুনীশ্বরঃ ॥ ১৩ ॥

দুঃখন করে, তাহাদিগের সম্বন্ধ দোষ হয় না। অগ্নি, তপ্ত, জল, বিশেষত দ্বার, স্তম্ভ ও বাতায়াত জন্ত পথ এই সকল দ্বারা পড়ুক্তি বিভিন্ন হয়। গুরু (বিশেষ স্বার্থ গ্রহিত) বৈর, বিবাদ ও খলতা করিবে না। পর-
কে গাভী বিচরণ করিতে থাকিলে
কেত্রের শস্ত রক্ষার্থ তদ্বিষয় কখনও নির্দেশ
করিয়া বলিবে না। খল ব্যক্তির সহিত
মাস করিবে না। কাহাকেও হুঙ্কার দ্বারা
মর্দে আঘাত দিবে না। ১১—১০। শিশু
মানব সূর্য্যপরিবেশ, ইন্দ্রধনু, ধুমকেতু, চন্দ্র
এবং কাঞ্চনের বিষয় অপেক্ষে বলিবে না।
বহুজন বা বদ্ধুজন সহ বিবাদ করিবে না।
নিজের যজ্ঞ প্রতিবৃদ্ধ, অথ অপরের প্রতি
আচরণ করিবে না। পক্ষের তিথি (‘অমুক
পক্ষে’ অমুক তিথি, একপা ভাবে) বলিবে
না। নকত্র নির্দেশ করিয়া দেখাইবে না।
হিজোক্তমগণ। রজঃখলা রমণী বা অন্ত
সহ সত্যায়ণ করিবে না। দেব, গুরু ও
বিজ্ঞকে দান করিতে থাকিলে নিবারণ
করিবে না। আত্ম-প্রশংসা করিবে না;
পানিন্দাও বর্জন করিবে। দেবনিন্দা ও
কুকনিন্দা প্রবৃত্ত সত্যকারে বর্জন করিবে।
দেব-বিজ্ঞ দেব-বিজ্ঞ বা বেদের নিন্দা করে,

নিন্দয়েদা গুরুং দেবং বেদং বা সৌপন্যং হর্ষকং ।
কল্পকোটিশতং সাগ্ৰং রোরবে পচ্যতে নরঃ ।
তুক্রমাণীত নিন্দায়াং ন ক্রমাৎকিঞ্চিদুত্তমং ।
কণৌপিধায় গন্তব্যং ন চৈনমবলোকয়েৎ ॥ ১৪ ॥
বর্জয়েত্তাঃ পরেবাং গৃহেণ গর্হণাং বৃথঃ ।
বিবাদং সূজনৈঃ সার্কং ন কুয়্যাৎ কদাচন ॥ ১৫ ॥
ন পাপং পাপিনা ক্রয়াদপাপং বা হিজোক্তমঃ
সত্যো ন তুল্যদোষঃ স্মারিধ্যাভির্দোষবান্

ভবেৎ ॥ ১৬ ॥

নৃপাং মিথ্যাভিযন্তা নাং পতন্ত্যস্তাণি রোদনাং
তানি পুজান্ পশুন স্বস্তি তেবাং মিথ্যাভিযন্ত-

সিনাৎ ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মহত্যাসুরাপানে স্ত্রেয়্যে গুরুজনগমে ।
দৃষ্টং বৈ শোধনং যুট্টৈর্নাস্তি মিথ্যাভিযন্তসিনি ।
নেক্তোদ্যাত্তমাদিত্যং শশিনং বানিমিস্ততঃ

তে মুনীশ্বরগণ। ইহণোকে শাস্ত্রে তাহার
নিকৃতি দৃষ্ট হয় না। যেজন প্রবৃত্ত করিয়া
গুরু, দেব বা বেদকে নিন্দা করে, সে নর
সমগ্র শতকোটি কল্প রোরবে নরকে পচন্ত
হয়। যদি কেহ ঐ সকলের নিন্দা করিতে
থাকে, তবে মোন থাকিবে, কোনও উত্তর
করিবে না, কর্ণ আচ্ছাদনপূর্ব্বক স্থানান্তরে
যাইবে, ঐ ব্যক্তিকে চাহিয়া দেখিবে না।
বৃ নর পরগৃহ-গর্হণা বর্জন করিবে। সূজন
সহ কদাচন বিবাদ করিবে না। হে
হিজোক্তমগণ। পাপী বা অপাপ, কাহারও
পাপ করিবে না। নিন্দ্যমান জনের যদি
সত্যসত্যই পাপ থাকে, তবে সেই
পাপতুল্য পাপ লাভ হয়, আর যদি পাপ
না থাকে তবে মিথ্যা কথন জন্ত পাপ
জন্মে। মিথ্যা অপবাদগ্রস্ত নরগণের
রোদনকানীন চক্ষু দিয়া যে জল পড়ে, তাহা
মিথ্যাপবাদকারীর পুণ্ড পণ্ড প্রভৃতি সম্পদ
বিনষ্ট করে। ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্ত্রেয়্য
কি গুরুজনগমনে ও বৃদ্ধগণ শোধনের উপায়
দেখিয়াছেন, কিন্তু মিথ্যাপবাদকারী ব্যক্তি
নিকৃতি দেখেন নাই। উদয়মান, অস্তগমন

নাশ্বং বাস্তং ন বারিহং মেঘশৃষ্টং ন মধ্যগত
তিরোহিতং দমীকেত নাদশীদ্যুশ্যামিনম্ ।
ন নগ্নাঃ স্রিয়মীকেত পুরুষঃ বা কদাচন ।
ন চ মুক্তঃ পুরীষঃ বা ন চ সংসৃষ্টমৈধুনম্ ॥৮৪
নাশ্চিঃ সূর্যাসোমাদীন গ্রহানালোকয়েদবুধঃ ।
নাভিষ্ঠাবেত চ পরমচ্ছিষ্টো বাবগুষ্ঠিতঃ ॥৮৫
ন পশ্চৎ প্রেতসংস্পর্শঃ ন ক্রুদ্ধস্তত্ত্বোর্মুখম্
ন তৈলোদিকয়োহ্নায়াং ন পঙ্ক্তিকঃ ভোজনে
সতি ।

ন মুক্তবন্ধনঃ পশ্চেন্নোন্নয়ন্তঃ গজমেব চ ॥ ৮৭
নান্মীয়াভার্যয়া সাক্ষং নৈনামীকেত চান্নভীম্ ।
কুবতীঃ জন্তুমাণাঃ বা নাসনহাঃ যথানুশ্রম্ ॥৮৮
নোদকে চান্নোনা রূপঃ শুভং বাস্তভমেব বা ।
ন লজ্জয়েচ্চ মতিম'স্মাধিতিষ্ঠেৎ কদাচন ॥৮৯
ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ কুসরং পায়সং দধি ।

জীল, জলমধ্যগত, মেঘাবৃত, গগনমধ্যস্থ,
বৃক্ষাদি দ্বারা তিরোহিত অথবা আদর্শাদি-
মধ্যগত আদিত্য ও চন্দ্রমাকে বিনা কারণে
দেখিবে না। নগ্ন বা মৈথুনাসক্ত স্ত্রীপুরুষ,
আর মুক্ত বা পুরীষ, দর্শন করিবে না। বুধ
মানব অন্তর্গত অবস্থায় সূর্য্য-সোমাদি গ্রহ-
গণকে অবলোকন করিবে না, উচ্ছিষ্ট বা
অবগুষ্ঠিত থাকিয়া অপরের সহিত সম্ভাষণ
করিবে না। ক্রুদ্ধ ও ক্রুর মুখের দিকে
চাহিয়া দেখিবে না; আর প্রেতসংস্পর্শ
(সংস্কার), তৈল বা জলের মধ্যগত
প্রতিবিম্ব এবং ভোজন হইয়া গেলে
উচ্ছিষ্ট পঙ্ক্তিক দেখিবে না। মুক্তবন্ধন
বা উন্নয়ন্ত গজকেও চাহিয়া দেখিবে না।
ভার্য্য সহ ভোজন করিবে না; আর
তাঁহাকে ভোজন করিতে, হাঁচি দিতে, হাই
ফুলিতে বা যথানুশ্রে আসনে অবস্থান করা
কালীনও দেখিবে না। জলমধ্যে আত্ম-
প্রতিবিম্ব দেখিবে না। শুভ বা অন্তত
যেমনই হউক, কোন পদার্থকেই লজ্জন
করিবে না, বা তদুপরি উপবেশন করিবে
না। শূদ্রকে জ্ঞান দান করিবে না আর

নোচ্ছিষ্টঃ বা মধু স্কৃতং ন চ কৃকাজিনঃ কবিঃ ।
ন চৈবটৈশ্চ ব্রতং ক্রয়ান্ন চ ধর্ম্মঃ বদৈদবুধঃ ।
ন চ ক্রোধবশং গচ্ছেদ্বেষণং কাগক্ষ বর্জ্জয়েৎ ।
লোভঃ দম্ভঃ তথাবজ্রামসূচাঃ জ্ঞানকুৎসনম্ ।
ঈর্ষ্যাঃ মদঃ তথা শোকঃ মোহক পরিবর্জ্জয়েৎ ।
ন সূর্য্যাৎ কন্তচিতং পীড়াং স্মৃতং শিষ্যত্

তাড়য়েৎ ।

ন হীনানুপসেবেত ন চ তৃকামতিঃ কচিং ॥৯০
নাশ্চানকাবযন্তেত দৈন্তং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ ।
ন বিশিষ্টমসংসূর্য্যান্নাশ্চানঃ নাময়েদবুধঃ ॥৯১
ন নখেন লিখেভুমিং গাংক সংবেশয়েৎ হি ।
ন নদীষু নদীঃ ক্রয়াৎ পরতেষু চ পরীতম্ ॥৯২
আবাসে ভোজনে বাপি ন তাজ্জ্যেৎসহযাজিনম্
নাবগাহেদপো নগ্নো বহিঃ নাতিব্রজেতথা ॥৯৩
শিরোহস্তদ্বাবশিষ্টেন তৈলেনাস্কঃ ন লেপয়েৎ

কুমরা (খিচুড়ী), পায়স, দধি, মধু, স্কৃত, কবিঃ
(দেবপ্রসাদ) উচ্ছিষ্ট (ভুক্তাবশিষ্ট) ও
কৃকাজিন দিবে না; আর বুধ ব্যক্তি তাঁহাকে
ব্রত বা ধর্ম্ম উপদেশ করিবে না। ক্রোধ-
বশ হইবে না, উদ্বেগ ও অহুস্রাগ পরিত্যাগ
করিবে। লোভ, দম্ভ, অবজ্ঞা, জ্ঞান সম্বন্ধে
কুৎসা করা, ঈর্ষ্যা, মদ, শোক ও মোহ পরি-
বর্জন করিবে। কাহারও পীড়া করিবে না;
কিন্তু স্মৃত ও শিষ্যকে তাড়না করবে।
হীনজনগণের উপসেবা করিবে না। কখনও
লোভচঞ্চলমতি হইবে না। নিজকে অব-
মান করিবে না, দৈন্ত যত্ন সংস্কারে বর্জন
করিবে। বিশিষ্ট জনকে অসংস্কার করিবে
না। আর বুধ মানব বিনা প্রয়োজনে
নিজকে অতীব হীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিবে
না। নখ দ্বারা ভূমি লিখন করিবে না,
গোকে শয়ন করাইবে না। অনেক নদীকে
একটা নদী বা অনেক পর্ব্বতকে একটা পর্ব্বত
বলিবে না। সহযাত্রী ব্যক্তি সহ এক
আবাসে বাস ও এক পটুজিতে ভোজন
ত্যাগ করিবে না। নদী হইয়া জলে অব-
গাহন করিবে না এবং বহিকে লজ্জন

ন চাপ্যশাক্তঃ ক্রীড়ত খানি খানি ন সং-

শৃণেৎ ।

রোমাণি চ রহস্যানি নাশিতেন সহ ত্রজেৎ ॥২॥
ন পাণিপাদবাত্তেনৈত্রচাপত্যং সুপাশ্রয়েৎ ।
ন শিশ্রোদকচাপল্যং ন চ অবনয়োঃ কচিৎ ॥৩॥
ন চান্ননখবাদ্যং বৈ কুৰ্য্যাদ্ভ্রাজলিনা পিবেৎ ।
নাভিহস্তাভ্রালং পত্যাং পাণিনা বা কদাচন ॥
শাভয়েদিত্যেকাভিঃ কলানি চ কলেন চ ।
ন রেচ্ছভাষণং শিক্কেদ্রাকর্ষেচ্চ পদাসনম্ ॥
নখভেদনমাক্ষোটং ছেদনং বা বিলেখনম্ ।
কুৰ্য্যাদ্বিমর্দনং ধীমাত্রাকস্মাদেব নিকলনম্ ॥১০২॥
নোৎসঙ্গে ভক্যুয়েতক্যং বুধাচেষ্টাঃ ন চাচরেৎ
ন নৃত্যোদখবাগায়ের বাদিত্রাণি বাদয়েৎ ॥১০৩॥
ন সংহতাত্ম্যং পাণিভ্যাং কভুয়েদাঙ্গনঃ শিরঃ
ন লৌকিকৈঃ স্তবৈর্দেবাংস্তোষয়েদ্বাক্পতেরপি
নাকৈঃ ক্রীড়ৈর ধাবেত নাপ্সু বিগুহ্যমাচরেৎ

করিয়া গমন করিবে না । প্রথমে মাথায়
মাথিয়া পরে সেই অবশিষ্ট তৈল দ্বারা অঙ্গ
লেপন করিবে না । অশাস্ত্রীয় ক্রীড়া
করিবে না । বিনা কারণে স্বকীয় ইন্দ্রিয়গণ
এবং গোপনীয় রোম সকল স্পর্শ করিবে না ।
ক্রান্তি জন সহ একত্র গমন করিবে না ।
কখনও পানি, পান, বাক্য, নেত্র, কর্ণ, শিখা
ও উদরের চাপল্য করিবে না । অঙ্গবাদ্য
ও নখবাদ্য করিবে না । অজ্ঞান দ্বারা জল
পান করিবে না । পদদ্বয় বা পাণিদ্বয় দ্বারা
কদাচন ভ্রূলে অভিষাভ করিবে না ।
১১-১০০ । লোটু নিক্ষেপ বা কল নিক্ষেপ
দ্বারা কল পাড়িবে না । রেচ্ছভাষা শিক্কা
করিবে না । পদ দ্বারা আসন আকর্ষণ
করিবে না । ধীমান্ যানব অকস্মাৎ বিনা
কারণে নখভেদন, আক্ষোট (ভাল চোকা),
ছেদন, বিলেখন বা বিমর্দন করিবে না ।
কোনকিছ রাখিয়া ভক্য ত্রব্য ভোজন
করিবে না । বুধা চেষ্টা (খুটিনাটি), নৃত্য,
গান ইত্যাদি বাদিত্র বাজান করিবে না । হুই
হস্তে নিজ মস্তক কখন করিবে না । বাক-

নোচ্ছিতঃ সংবিশেষিত্যং ন নমঃ স্নানমাত্রকৈঃ
ন গচ্ছত পঠেত্বাশি ন চৈব বশিষঃ শৃণেৎ ।
ন দন্তৈর্নখরোমাণি হিন্যাত্যংসুপ্তং ন বোধয়েৎ
ন বাল্যংপমাসেবেৎ প্রোতধুমং বিবর্জয়েৎ ।
নৈব স্বপ্যাক্কুন্তগেহে স্বয়ং নোপানতো হরেৎ
নাকারণায়া নিগীবেয় বাহভ্যাং নদীং তুহুৎ
ন পাদকালনং কুৰ্য্যাত্যং পাদেনৈব কদাচন ॥
নাগ্নৌ প্রতাপয়েৎপাদৌ ন কাংস্তে ধাবয়েৎবুধা
নাভিপ্ৰসারয়েদেবঃ ভ্রাক্ষণান্ গায়মাণি বা ।
বায়ুয়িনুপবিশ্রান বা সূৰ্য্যং বা শশিনং প্রোতি ॥
অশুদ্ধঃ শয়নং যানং আধ্যায়ঃ স্নানভোজনম্ ।
বহির্নিষ্কমণকৈব ন কুৰ্ব্বীত কদাচন ॥ ১১১
স্বপ্নমাবপনং স্নানমুৎকর্ষং ভোজনং গতিম্ ।
উভয়োঃ সন্ধ্যায়োনিত্যং মধ্যাহ্নে চৈব বর্জয়েৎ

পতি সতৃণ ব্যক্তি কর্তৃক রচিত হইলেও
লৌকিক স্তব দ্বারা দেবতাদিগকে ভক্তি
করিবে না । অঙ্গ দ্বারা ক্রীড়া করিবে না,
ধাবন করিবে না, জলে বিগুহ্য ত্যাগ করিবে
না, উচ্ছিত অবস্থায় থাকিবে না এবং নম
হইয়া স্নান করিবে না । গমন করিতে
করিতে পাঠ করিবে না ; বিনা কারণে
নিজ মস্তক স্পর্শ করিবে না । দন্ত দ্বারা
নখরোমাণি হিন্যাত্যং করিবে না এবং সুপ্ত
ব্যক্তিকে জাগাইবে না । বাল্যতপ সেবা
করিবে না । প্রোতধুম বর্জন করিবে । শূভ
গৃহে শয়ন করিবে না । স্বয়ং উপানহ
(ছূতা) বহন করিবে না । অকারণে নিগীবন
করিবে না । বাহসাহায্যে নদী সম্ভরণ
করিবে না । কখন পদ দ্বারা পদ প্রক্ষালন
করিবে না । অগ্নিতে পদদ্বয় প্রোতপ করিবে
না । কাংস্ত পায়ে পদ প্রক্ষালন করিবে
না । দেবতা, ভ্রাক্ষণ (ভ্রাক্ষণ), গো,
বায়ু, অগ্নি, বিপ্র, সূর্য বা চন্দ্রের দিকে
পদ প্রসারণ করিবে না । অশুদ্ধ অবস্থায়
কদাচন শয়ন, যানারোহণ, আধ্যায়, স্নান,
ভোজন ও বাহিরে ভ্রমণ করিবে না । ১০১
—১১১ । উভয় সন্ধ্যায় এবং ঠিক মধ্যাহ্নে

ন স্পৃশ্যেৎপানিনোচ্ছিতো বিপ্রো গোব্রাহ্ম-
ণানলান ।

অ চালনং পদা বাপি ন দেবপ্রতিমাং স্পৃশ্যেৎ
নাণ্ডকোহয়িং পরিচরেন্ন দেবান কীৰ্ত্তয়েদ্বীন
নাবগাংহেদগাংস্ব ধাবয়েদ্রানিমিত্ততঃ ॥ ১১৪
ন বাষহন্তেনোদ্ধৃত্য পিবেদ্বক্রেম বা জলম ।
নোত্তরেদহুপস্পৃশ্য নাপসু রেতঃ সমুৎসৃজেৎ
অমেধ্যানিগুমহঃ বা লোহিতং বা বিষানি বা
ব্যতিক্রমেন্ন শবস্তীং নাপসু মেথুনমাচরেৎ ।
চৈত্যরুকং ন বৈ জ্বল্যারাপসু শ্ববনমাচরেৎ
নাহিতশ্মকপালানি ন কেশাঃ চ কটকান ।
জ্বালাদিকরীষং বা নাধিতিষ্ঠেৎকদাচন ॥ ১১৭
ন চাশ্বিন লজ্জয়েদ্বীমারোপদধ্যাদধঃ কটিৎ ।
ন চৈনং পাদতঃ কুর্য়ান্মুখেন ন ধমেদ্বযঃ ॥ ১৮

কালে স্বপ্ন (নিদ্রা), কোর কাঁধা, শ্রান,
উষর্জন, ভোজন ও গমন বর্জন করিবে ।
উচ্ছিন্ন অবস্থায় হস্ত দ্বারা বিপ্র, গো,
ব্রহ্মজ, অনল ও দেবতা প্রতিমা স্পর্শ
করিবে না এবং পদ দ্বারা কোন বস্তু চালন
করিবে না । অন্তরু হইয়া অগ্নি-পরিচর্যা
করিবে না, দেবতা ও ঋষিদিগের কীৰ্ত্তনও
করিবে না । অগাধ জলে অবগাহন করিবে
না । নিমিত্ত ব্যতীত ধাবন করিবে না ।
হাম হস্তে ধরয়া বা কেবল মুখ দ্বারা (গো-
প্রাণে) জল পান করিবে না । নদাদি
পার হইয়া কালীন তাহাতে আচমন না
করিয়া পার হইবে না । জলে রেতঃ ত্যাগ
করিবে না । অমেধ্য, আলিগু (চিজিত
প্রভির্মুর্তি), পুণ্ড্র বস্ত, রক্ত, সর্পবিধ বিষ
এবং ছোট খাল পগার প্রভৃতি ডিকাইবে
না । জলে মৈথুন করিবে না । চৈত্যা রুক
(যে রুকে দেবাদি পূজা করা হয়) ছেদন
করিবে না । জলে নিশ্চীন করিবে না ।
অশ্বি, ভদ্র, কপল (ভয় মুৎপাত্র), কেশ,
কটক, তুব, অঙ্গার, করীষ (বুট), এই
সকল দ্রব্যে কদাচন উপবেশন করিবে না ।
বীমান মানব অগ্নিকে লজ্জন করিবে না ।

ন বুদ্ধমবরোহেত নাবেক্ষেতাণ্ডাতঃ কাচৎ ।
অগ্নৌ ন চ কিপেদগ্নিং নান্তিঃ প্রশময়েত্তথা ।
সুদগ্নয়ণযাজ্ঞঃ বা স্বয়ং ন প্রীকর্যেৎ পরান ।
অপণ্যং কূটপণ্যং বা বিক্রেয়ং ন প্রবোজয়েৎ
ন বহিঃ মুখনিষ সৈজ্জীলয়েদ্রাণ্ডচির্ঘুঃ ।
পুণ্যস্থানোদকস্থানে সীমান্তং বাদয়েন্ন তু ॥ ১২১
ন ভিন্দ্যাৎ পূর্বসময়মভ্যাপেতং কদাচন ।
পরস্পরং পশুন ব্যাখ্যান পক্ষিণো নাববোধয়েৎ
পরবাধাং ন কুব্বীত জলবাতাতপাদিতাঃ ।
কারিষা কক্ষ্মানি গুরুন পশ্যন্ন বকয়েৎ ॥
সায়ং প্রাতঃ হৃদ্বারান বন্ধার্থং পরিষট্টয়েৎ ॥ ১২৩
বহির্দ্বালাং স্নগন্ধিং বা ভাধ্যয়া মহভোজনম্ ।
বিগৃহ বাদং কুহা বা প্রবেশকং বিবর্জয়েৎ ॥

নিম্ন ভাগে হাপন করত কদাচ উপরিভাগে
অবস্থান করিবে না, পায়ের নীচে রাখিবে
না এবং মুখ দ্বারা কংকার প্রদানে, প্রজা-
গিত করিবে না । রুকে আরোহণ করিবে
না । অন্তি অবস্থায় এদিক-ওদিক চাহিয়া
দেখিবে না । অগ্নিতে অগ্নি প্রক্ষেপ করিবে
না । জল দ্বারা অগ্নি প্রশমন করিবে না ।
স্বয়ং কাশাকেও আত্মীয় জনের মরণদ্রব্য
গুনাইবে না । অবক্রেম দ্রব্য বা কূট পণ্য
(জব্যাস্তর মিজিত করণ বা পরিমাণে কণ্টক
করণ) প্রয়োগ করিবে না ॥ ১১২—১২০ ।
বৃষ মনব মুখনিষাদ্বারা বা অন্তি হইয়া
বহুপ্রজালন করিবে না । পুণ্যস্থানে বা
জলস্থানে সীমা নির্দেশ করিবে না । পূর্বকৃত
শপথ কদাচ ভঙ্গ করিবে না । রাস্তাদি পণ্ড
ও পক্ষীদিগকে পরস্পর বুদ্ধ করাইবে না ।
জল, বাত, আতপাদি দ্বারা অপরের
জ্বালাইবে না । সংকাধ্য করিয়া বা ককাইয়া
পশ্চাৎ গুরুদিগকে বকনা করিবে না । রক্ত
বিধানার্থ সায়কালে এবং প্রাতঃকালে পূর্ব-
দ্বার সকল পরিষট্টন (উদঘাটন পদ্যবো-
গাদি) করিবে । বাহিরে গছ-মালাদি
বাঁধার করিয়া, কাঁধের ও সহিত বিবাদ
করিয়া, বা বিগ্রহ (মারামারি) করিয়া বিদ্যা

ন ধান্নু ব্রাহ্মণস্তিষ্ঠেয় জরন বা হসেদ্ব্যং ।
 বন্যকৈব হস্তেন স্পৃশ্যমাণু চিৎ বসেৎ ॥
 ন পক্ষকেপোপধমেয় কূর্ণেণ চ পানিমা ।
 মুখেদ্যিঃ সমিচ্ছীত মুখাদিরজায়ত ॥ ১২৭
 পরজিৎ ন ভাষেত নাভাজ্যং যাজ্ঞয়েদ্ব্যং ।
 নৈকচরেৎসদা বিপ্রঃ সমুদায়ক বর্জয়েৎ ॥ ১২৮
 ন দেবায়তনং গচ্চেৎ কদাচিৎপ্রদক্ষিণম্ ।
 ন ধীজয়েদ্বা বস্ত্রেণ ন দেবায়তনে যশেৎ ॥ ১২৯
 মৈকোহধ্বানং প্রপদ্যেত নাথার্খিকজনৈঃ সহ
 ন ব্যাবিধ্বিষিতৈর্বাশি ন শূদ্রেঃ পতিতেন বা ॥
 নোগানবর্জিতো বাথ জলাদিরহিতস্তথা ।
 অবশ্য নি চিতিঃ বায়মতিক্রামেৎকচিচ্ছিঃ ।
 ন নিদেদ্ব্যোগিনঃ সিদ্ধান ত্রিতিনো বা
 যতীঃস্তথা ॥

কৈবর্ত্যতনং প্রাক্তা দেবানাকৈব সজিগাম্ ॥
 যজ্ঞমেৎ কামতচ্ছায়াঃ ব্রাহ্মণানাক গোরাপি
 যজ্ঞ নাক্রাময়েচ্ছায়াঃ পতিতদিদ্যর্ষ রোগিভিঃ

ভাষ্যাসহ ভোজন করিয়া গৃহে প্রবেশ
 করিবে না । ব্রাহ্মণ খাইতে খাইতে দাঁড়া-
 ইবে না ; নিজ শরীর বা অগ্নি হস্ত দ্বারা
 স্পর্শ করিবে না । দীর্ঘকাল জলে বাস করিবে
 না । পক্ষক (পাখা), শূর্ণ বা পানি দ্বারা
 (যজ্ঞিয়) অগ্নিসমিদ্ধন করিবে না । মুখ
 দ্বারা অগ্নিসংস্পর্শ করবে, কারণ মুখ হই-
 তেই অগ্নি অবস্থি আছে । ১২১—১২৭ । বৃ-
 ধ মানব পরস্পরকে সন্তোষ করিবে না । অর্থাৎ
 ব্রাহ্মণ করিবে না । সন্তত একাকী চলিবে
 না, কিন্তু দল বাহিরা চলিতে বর্জন করিবে ।
 প্রদক্ষিণ ব্যতীত দেবায়তনে কদাচিৎ
 যাইবে না । বস্ত্র দ্বারা বীজম করিবে না ।
 ব্রাহ্মণতনে নিক্রা যাইবে না । একাকী,
 অধাঙ্গিক ব্যাবিধ্বিত শূদ্র বা পতিত জন
 সহ কিবা উপানবর্জিত বা জলাদিরহিত
 স্থানে পথ চলিবে না । বিজ্ঞ কদাচ চিত্তা
 বাসেয় ভাগিরা যাইবে না । বোগী, সিদ্ধ, ব্রতী
 বা যজ্ঞবিগকে প্রীতি করিবে না । ব্রাহ্মণ
 সৌ বা নিজের ছায়া কামত অক্রমণ

নাক্রান্তকেশাদিব্যবহিত্যেৎ কদাচন ॥ ১৩০
 বর্জয়েদ্ব্যাজ্ঞনীরেণুঃ নানবর্জটোদকম্ ।
 ন ভকয়েদভ্যাপি নাপেয়ক শিবেচ্ছিঃ ॥ ১৩১

ইতি জ্ঞাপ্যে স্বর্গধত্তে স্বর্গকথনে
 সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

নাদ্যাক্ষুদ্রস্ত বিশ্রোহরং যোহাথা যদি কামতঃ
 স শূদ্রযোনিঃ ব্রজতি যন্ত ভূতুক্তে অনাপদি ॥
 যথাযান যো যিজো ভূতুক্তে শূদ্রস্তানং বিগ্-
 যিতম্ ।
 জীবন্তেব ভবেচ্ছূদ্রো মৃতঃ বা চাভিজায়তে ॥
 ব্রাহ্মণকজ্রয়বিশাঃ শূদ্রস্ত চ মুনীশ্বরাঃ ।
 যস্তান্নেনোদরশ্চেন মৃতস্তদ্যোনিমাগুয়াৎ ॥ ৩
 নটান্ন নর্তকান্নক চাণ্ডালচন্দ্রকারিণাম্ ।
 গণান্ন গণিকান্নক যণ্ডান্নক বিবর্জয়েৎ ॥ ৪

করিবে না । পতিত বা রোগী সহ কিবা
 অদ্যাব তস্য কেশাদিতে কদাচন উপবেশন
 করিবে না । ব্রাহ্মণেরেণু এবং নানবস্ত্র ও
 নানঘণ্টের জল বর্জন করিবে । বিজ্ঞ অত্যা-
 ভকন বা অপেয় পান করিবে না ॥ ১২৮—১৩৪ ॥
 সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৭ ।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় ।

বাস বলিলেন,—বিশ্ব শূদ্রের আর
 ভোজন করিবে না । যোহ বা কথি
 বশতঃ যে অনাপৎকালে শূদ্রের ভোজন
 করে, সে শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হয় । যে বিজ্ঞ
 ছয়মাস যাবৎ বিগহিত শূদ্রের ভোজন
 করে, সে জীবিতাবস্থায়ই শূদ্র-বৎ, আর মৃত
 হইয়া শূদ্রজন্ম প্রাপ্ত হয় । যে মুনীশ্বরগণ
 মৃত্যুকালে ব্রাহ্মণ কজ্রয় বৈদ্য ও শূদ্র ইহা-
 দিগের মধ্যে যাহার স্ত্রী উপরে থাকিলে,
 পরশাতে তদ্যোনি প্রাপ্ত হইবে । বট,
 নর্তক, চণ্ডাল, চন্দ্রকায়েই আর অথবা গণার

চক্রোপজীবিরজক-তত্ত্ববজ্জিনাং তথা ।
 গন্ধর্বলোহকারাঃ স্তবকাঃ বিবৰ্জয়েৎ ॥ ৫
 কুলালচিত্রকারাঃ বাহুযেঃ পতিতস্ত ৮ ।
 পৌনর্ভবচিত্রকরোরতিশগুস্ত চৈব হি ॥ ৬
 সুবর্ণকারশৈলুষ-ব্যাধবদ্যাতুরস্ত ৮ ।
 চিকিৎসকস্ত চৈবান্নং পুংচল্যা দণ্ডকস্ত ৮ ॥ ৭
 স্তেননাস্তিকরোরন্নং দেবতানিন্দকস্ত ৮ ।
 সোমবিজয়িণশ্চান্নং স্বপাকস্ত বিশেষতঃ ॥ ৮
 তার্থ্যাজিতস্ত চৈবান্নং যস্ত চোপপতিগৃহে ।
 উৎকৃষ্টস্ত কদর্যস্ত তথৈবোচ্ছিষ্টভোজিনঃ ॥ ৯
 শাপীয়োহন্নক সজ্জান্নং শস্ত্রাজীবস্ত চৈব হি ।
 ভীতস্ত কদিতস্তান্নমবজ্জুস্তঃ পরিকৃতম্ ॥ ১০
 ব্রহ্মবিষঃ পাপকচেঃ শ্রাদ্ধান্নং স্তবকস্ত ৮ ।
 কুশপাকস্ত চৈবান্নং শাবান্নকাতুরস্ত ৮ ॥ ১১
 অপ্রজানান্ত নারীণা কৃতব্রহ্ম তথৈব ৮ ।

(হোটেণের অন্ন), গাণকান্ন ও ক্রীবের অন্ন
 বর্জন করিবে । চক্রোপজীবী (বকনা ব্যব-
 সায়ী), রজক, তত্ত্ব, পতাকাবাহী, গীত-
 বাদ্যব্যবসায়ী ও লোহকারের অন্ন এবং
 স্তবক (স্তব নিমিত্তক) অন্ন বর্জন করিবে ।
 ১—৫ । কুলাল, চিত্রকর, বাহুযিক (সুদ-
 ধোর), পতিত, পুনর্ভু (দুইবার বিবাহিত),
 চিত্রক (ছত্র ধারণজাতী), অভিশাপগ্রস্ত,
 স্বর্ণকার, শৈলুষ (অভিনেতা), ব্যাধ, বদ্য,
 পীড়িত, চিকিৎসক, পুংচলী (ব্যাভাবগী)
 দ্বারপাল, স্তেন, নাস্তিক, দেবতানিন্দক, সোম
 (মদ্য) বিক্রয়কারী, বিশেষতঃ স্বপাক
 (কুকুরভোজী), তার্থ্যাজিত, যাহার গৃহে
 উপপতি আছে, অর্থাৎ যে উপপতিসংক্রমের
 অহুমোদনকারী, সমাজচ্যুত, কদাচারী,
 উচ্ছিষ্টভোজী বা শাপী অন্ন, সজ্জান্ন
 (মিলিত বহু জনের জন্ত সজ্জাকৃত অন্ন)
 শস্ত্রাজীবের অন্ন, ভীত, কদিত, অপবাদগ্রস্ত
 বা পরিকৃত (যাহার উপর কেহ ইচ্ছাছে
 এমন) অন্ন, ব্রাহ্মণদেহী পাপকচিত্র জনের
 অন্ন, শ্রাদ্ধান্ন, স্তবকান্ন, কুশপাকের অন্ন,
 শাবান্ন (আক্যজাদান্ন), আতুর ব্যক্তির

কারকান্নং বিশেষণে শস্ত্রবিজয়িণস্তথা ॥ ১২
 শৌণ্ডারঃ ঘণ্টিকারকঃ ভিবজ্জারম্ভেব ৮ ।
 বহুপ্রজন্মনস্তান্নং পরিবল্লয়মেব ৮ ॥ ১৩
 পুনর্ভুবো বিশেষণে তথৈব দ্বিধিব্রুপতেঃ ॥ ১৪
 অবজ্ঞাতকাবধূতঃ সরোষং বিশ্রয়ামিতম্ ।
 গুরোরপি ন ভোক্তব্যমন্নং সংস্কারবর্জিতম্ ॥
 দ্রুততঃ হি মনুষ্যস্ত সর্বমন্নং ব্যবহিতম্ ।
 যো যস্তান্নং সমস্মাতি স তস্তান্নাতি কিশ্বিন্নম্ ॥
 আর্জিকঃ কুলমিত্রক গোপালো দাসনাগিপিতো ।
 এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যস্তান্নান্নং নিবেদয়েৎ
 কুলীনবঃ কুলকন্ত ক্ষেত্রকর্ম্মক এব ৮ ।
 এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না দম্বা বল্লপশক বৈ ॥ ১৬
 পায়সঃ স্নেহপাকক গোবসন্তেব শক্তবঃ ।

অন্ন, বদ্য নারীদিগের অন্ন, কৃতযেব
 অন্ন, শিল্পীদিগের অন্ন বিশেষতঃ শস্ত্র-
 বিজয়জীবীর অন্ন, শৌণ্ডিকের (শুক্লী)
 অন্ন, ঘণ্টিক (ঘণ্টাবাদক) দিগের
 অন্ন, ভিবগের বহুপ্রজন্মন (লিঙ্গ থাকিতেও
 যে ক্রাব হইয়াছে এমন) ব্যক্তির অন্ন,
 পরিবেস্তার (জ্যেষ্ঠেব বিবাহের পূর্বে
 বিবাহকারী ব্যক্তির) অন্ন, পুনর্ভু অর্থাৎ
 যাহার দুইবার বিবাহ হইয়াছে, তাহার
 অন্ন, বিশেষতঃ দ্বিধিব্রুপতির (পুনর্ভু পুরুষতন
 পতির) অন্ন, আর অবজ্ঞাত, নির্দিত, সরোষ
 (যাহা দেখিয়া কেহ ক্রুদ্ধ হইয়াছে) বিশ্রয়-
 ণিত (যাহা দেখিয়া কেহ বিশ্রয়বৃত্ত হইয়াছে)
 কিশ্বা যাহা সংস্কারবর্জিত, গুরুর অন্ন
 হইলেও তাহা খাওয়া কর্তব্য নহে ॥ ১২—১৫ ।
 যত কিছু দ্রুত, সকলই অন্ন অ হিত থাকে,
 অতএব যে যাহার অন্ন ভোজন করে, সে
 তাহার পাপ সকলই ভোজন করে । আর্জিক
 (যে স্বকীয় কৃষি কার্য করে), কুলমিত্র (বংশ-
 পরম্পরাগত বন্ধু), গোপাল, দাস, নাগিপিত,
 শূদ্রের মতো ইহার এবং যে আত্মনিবদন
 করে, তাহার সকলই ভোজ্য । চারু,
 কুলকার, ক্ষেত্রকর্ম্মজীবী (কৃষক), অন্ন দ্রুত
 দিলে শূদ্রমতো ইহার ভোজ্য হইবে ।

পিণ্যাকৈব তৈলক শূদ্রাদ গ্রাহ্যবিজ্ঞাতিভিঃ
বৃত্তাকঃ নালিকাশাকং কুম্ভকং ভক্ষকং তথা ।
পলাশুঃ লণ্ডনু শুভ্রঃ নির্যাসকৈঃ বর্জয়েৎ ॥
ছত্রাকঃ বিভবরাহকঃ খিন্নঃ পীযুষমেব চ ।
বিলম্ব-বিমুখং চৈব করকানি বিবর্জয়েৎ ॥ ২১
গৃহ্ননং কিংককৈব কুম্বাণ্ডকং তথৈব চ ।
উদ্বাষরমলাবৃক জঘ্নঃ পততি বৈ বিজঃ ॥ ২২
বৃথা কুসরসং যাবৌ পায়সাপুপমেব চ ।
অল্পপাকৃতমাসকং দেবাত্মানি হবীষ চ ॥ ২৩
যবাণ্ডং মাতুলিঙ্গকং মৎস্তানপান্নপাকৃতান্ ।
নীপং কপিথং প্রকক প্রযজ্ঞেণ বিবর্জয়েৎ ॥ ২৪

বিজ্ঞাতিগণ শূদ্রের নিকট হইতে (জল-
সম্পর্করহিত হুঁ দ্বারা প্রস্তুত) পায়স, মেহ
(তৈল-স্বতাদি) দ্বারা পক জ্বা, গো-দুগ্ধ,
শকু, পিণ্যাক (তিল দ্বারা প্রস্তুত,—তিল-
কুট্টা প্রভৃতি) এবং তৈল গ্রহণ করিতে
পারিবে। বৃত্তাক (সাদা বেগুন), নালিকা-
শাক (সাদা কলমো শাক), কুম্ভক (কুম্ভ-
ফুল), ভক্ষক, পলাশ, লণ্ডন, শুভ্র * নির্যাস
(তাল-খর্জুরাদি রস) বর্জন করিবে।
ছত্রাক, গ্রাম্য ববাহ, খেদজ জ্বা, পীযুষ
(নবপ্রসূতা গাভীর দুগ্ধ) এবং কবকা বর্জন
করিবে। বিরুতাকাব বা বিমুখ (কাণা)
জ্বা, গৃহ্নন (গাঁজোর) কিংকক (পলাশ-
ফুল), বভ্রুলাকার কুম্বাণ্ড, যজ্ঞডুমুর ও
বভ্রুলাকার অলাবু ভক্ষণ করিলে বিজ পতিত
হয়। ১৩—২২। রবা রক্তিত কুসর (খিচুড়ী),
সংযাব (মাউ মোঃনভোগ প্রভৃতি), পায়স,
শ্লিষ্টক এবং অল্পপাকৃত (দেবতার্থ
অপ্রোক্ষিত অনিবেদিত অবস্থায় ঘাতিত)
পশুর মাংস, দেবতা ব্যতীত অপরের উদ্দেশে
কৃত হবঃ (ভক্ষ্যজ্বা) সকল, যবাণ্ড (যব-
মণ্ড), মাতুলিঙ্গ (ছোলঙ্গ লেবু), অল্পপাকৃত

* মধুর রস, কালবশে অন্ন হইলেই
ভাষাকে শুভ্র বলা যায়।

পিণ্যাককোষ্ঠতম্নেহঃ দেবদাত্তং তথৈব চ ।
বাত্তো চ তিলসদৃশঃ প্রযজ্ঞেহ দধি তাজ্যেৎ ॥
নাগ্নীয়াৎ পরসা তক্রং সকারান্নং ন যোজয়েৎ
কুমিহুঃ ভাবহুঃসংসংসর্গবতি যৎ ॥ ২৬
কুমিকৌটাবপন্নকং সহৎক্রেদকং নিত্যশঃ ।
স্বাত্তাক পুনঃ সিদ্ধং চাণ্ডালাবেক্ষিতং তথা ॥
উদকায়া চ পতিতৈর্গবা সংস্রাতমেব চ ।
অসদ্রতং পর্য়ায়িতং পর্য্যস্তান্নকং নিত্যশঃ ॥ ২৭
কাকং কুট্টং স্পৃষ্টং কুমিভিঃ চৈব সঙ্গতম্ ।
মহুযৌরপাবাত্তং কুণ্ডিনা স্পৃষ্টমেব চ ॥ ২৮
ন রজস্বলয়া দত্তং ন পুংসল্যা সযোগরা ।
মলবৎসাসা বাপি পরবাসোহথ বর্জয়েৎ ॥ ২৯
বিবৎসাদ্যচ্চ গোঃ কীরঃ মেঘকানির্দশচ্চ চ ।
আবিক বজ্রকাকীরমপেয়ং মহুয়জ্বাৎ ॥ ৩০
বলাকং হংসদাত্তাহং কলবিজং শুকং তথা ।
কুররক চকোরক জালপাদক কোকিলম্ ॥ ৩১

মৎস্ত, ন'প (কদম্ব), কপিথ, ও প্রক
(পাকুড়), প্রযজ্ঞ সহকারে বর্জন করিবে।
বাত্তো পিণ্যাক, উজ্জতম্নেহ (ঘোল প্রভৃতি),
দেবদাত্ত, দধি ও তিলসম্পর্কযুক্ত যে কোন
জ্বা ত্যাগ করিবে। দুগ্ধ সহ তক্র বা সকার
অন্ন এবং কুমিহু, ভাবহু (যালা দেবিয়া
চিহ্নে কদম্বা ত'বের টংগ হুয়) অথবা অসৎ-
সংসর্গযুক্ত অন্ন ভোজন করিবে না। কুমি-
কৌটব পু, জদয়ের ক্রো (মুণা) উৎপাদক,
কুকুরাছাত, পুংসিদ্ধ, চণ্ডাল, স্বতুমতী নারী
বা পতিত জন কর্তৃক দৃষ্ট, গবাস্রাত, অসদ্রত
(কদম্বা স্থানে কদম্বা ভাবে রক্ষিত),
পর্য়ায়ন, পর্য্যন্ত, (ছতান) কাক কুট্ট বা
কুমি দ্বারা স্পৃষ্ট, মহুযাছাত, কুটরোপিস্পৃষ্ট,
রজস্বলা রোগিণী ও মালিন বস্ত্র বা পরকীর
বস্ত্রপরিধানা নারী কর্তৃক প্রদত্ত অন্নও
ভোজন করিবে না। ২২—৩০। বিবৎসা,
বুয়ের জন্ত ইচ্ছা যুক্ত বা প্রসবের পর দশ
দিন অতীত না হইয়াছে এমন গাভীর
দুগ্ধ, মেঘদুগ্ধ ও ছাগদুগ্ধ, অপেয়, ইহা বর্জ
করিয়াছেন। বক, হংস, দাত্তাহ, চটক, ভজ,

বায়সান্ খজুরীটাত্ত শ্বেনং গৃধ্রং তথৈব চ ।
 উলুকং চক্রবাকঞ্চ ভাসং পারাবতং তথা ॥৩০
 কপোতং টিটিভৈব গ্রামকুকুটমেব চ ।
 সিংহং ব্যাঘ্রঞ্চ মার্জারং শ্বানং শূকরমেব চ ॥৩১
 শৃগালং মৰ্কটকৈব গর্দভঞ্চ ন ভক্ষয়েৎ ॥ ৩২
 ন ভক্ষয়েৎ পক্ষ্মনখান্ শিথিনোহস্তান্ বনেচরান্
 জলচরান্ স্থলচরান্ প্রাপিনচেতি ধারণা ॥৩৩
 গোধা কূর্ম্মঃ শশঃ খজ্রাঃ শল্লকচেতি সন্তমাঃ ।
 ভক্ষ্যান্ পক্ষ্মনখান্ তান্ মমূহ প্রজাপতিঃ ॥
 যন্তান্ সশতান্ ভূজীত মাংসং যৌরবমেব চ ।
 নিবেদ্য দেবতাভ্যন্ত ব্রহ্মণেভ্যস্ত নান্তথা ॥
 ময়ূরং তিস্তিরকৈব কপোতঞ্চ কশিপুলম্ ।
 বাকীপসং বকং ভক্ষ্যং মৌনং প্রাহ প্রজাপতিঃ
 শকরী সিংহভৃগুশ্চ তথা পাঠীনরোহিতৌ ।
 যন্তান্তেভ্যে সপ্তদ্বিষ্টা ভক্ষণীয়া দ্বিজোক্তমাঃ ॥
 শ্রোক্তবিত্তং ভক্ষয়েদেবাং মাংসঞ্চ দ্বিজকামায়া

কুকুর, চকোর, জালপাদ, কোকিল, বায়স,
 খল্লন শ্বেন, গৃধ্র, পেচক, চক্রবাক, ভাস,
 পারাবত, কপোত (ক'লো পায়রা), টিটিভ,
 গ্রামকুকুট, সিংহ, ব্যাঘ্র, মার্জার, কুকুর,
 শূকর, শৃগাল, মৰ্কট এবং গর্দভ ভক্ষণ
 করিবে না। শিখা ব্যতীত অন্য সমস্ত
 বনচর স্থলচর বা জলচর পক্ষ্মনখী পশুপক্ষী
 ভক্ষণ করিবে না। এইরূপই ধর্ম্মসম্বন্ধ
 বিধি। হে সন্তমগণ। গোধা, কূর্ম্ম, শশ, খজ্রা
 যন্ত ও শল্লক (শজাক), পক্ষ্মনখীদিগের
 মধ্যে এই পাঁচটা নিত্য ভক্ষ্য; প্রজাপতি
 যজ্ঞ ইহা বলিয়াছেন। সশক যন্ত এবং
 কুকুর, শূকরের মাংস দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে
 নিবেদন করিয়া খাইতে পারে, নচেৎ খাওয়া
 কর্তব্য নহে। ময়ূর, তিস্তির, কপোত,
 কশিপুল, বাকীপস, বক ও যন্ত ভক্ষ্য;
 প্রজাপতি এইরূপ বলেন। হে দ্বিজোক্তম-
 গণ। শকরী, সিংহভৃগু (শকুল) পাঠীন,
 রোহিত, এই কয়টা যন্তও ভক্ষণীয়া ৩১-৪০।
 এই সকল মাংস খাবার শ্রোক্ত করিয়া

যথাবিধি প্রযুক্তক প্রাণানামপি চাত্যয়ে ॥ ৪১
 ভক্ষয়েচ্চৈব মাংসানি শেষভোজী ন লিপ্যতে
 ঔষধার্থমশস্তো বা ন যোগাদ্ভক্ষ্যকারণাৎ ॥৪২
 অম হতস্ত যঃ শ্রাদ্ধে দৈবে বা মাংসমুৎ-
 সৃজেৎ ॥
 যাবন্তি পশুরোমাণি ভাবন্নরকমুচ্ছতি ॥ ৪৩
 অদেয়ং বাপ্যপেষকং তথৈবান্শুভমেব বা ।
 দ্বিজাভীনাযনালোক্যং নিত্যং মদ্যামতি দ্বিজিঃ
 তস্মাৎ সৰ্ব্বপ্রযত্নেন মদ্যং নিত্যং বিবৰ্জয়েৎ ॥
 পীষা পততি কৰ্ম্মভাস্তসম্ভার্যো ভবেদুচ্ছ-
 ভক্ষয়িত্বাপ্যভক্ষ্যানি পীষাপেষাতপি দ্বিজাঃ
 নাধিকারী ভবেত্তাবদ্যাবন্তর জীহাত্যঃ ॥৪৬
 তস্মাৎ পরিহরেন্নিত্যমভক্ষ্যানি প্রযত্নতঃ ।
 অপেষ্যানি চ বিপ্রো বৈ তথা চেদ্যাতি যৌরব-
 ইতি জীপাদো বর্গখণ্ডে ভক্ষ্যভক্ষ্যানিয়ম-
 কখনং নাম অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

ব্রাহ্মণের ইচ্ছানুসারে প্রাণাত্যয় সময়ে
 প্রাণরক্ষার্থ ভক্ষণ করিবে। দেব-দ্বিজের
 তৃপ্তি সম্পাদনান্তে শেষ-ভোজনকারী নর
 পাপে লিপ্ত হয় না। ঔষধার্থ বা যজ্ঞ নিমিত্ত
 মাংস খাইবে; কিন্তু লোভবশে খাইবে না।
 যে জন শ্রাদ্ধে বা দৈবকার্যে আমন্ত্রিত হইয়া
 মাংস পরিত্যাগ করে, সে সেই পশুর যত
 রোম ততকাল নরকে যায়। দ্বিজাতিগণের
 পক্ষে মদ্য নিত্যই অদেয়, অপেষ, অশুভ ও
 অনালোকা; এইরূপই বিধি। অতএব সৰ্ব্ব-
 প্রযত্নে নিয়ত মদ্য বর্জন করিবে। উচ্চ
 পান করিয়া দ্বিজ সংকর্ষভট্ট, অসম্ভাষ্য হয়।
 দ্বিজ অভক্ষ্য ভক্ষণ ও অপেষ পান করিলে
 যাবৎ তাহা মলমূত্ররূপে অধোভাগ দিয়া
 নির্গত হইয়া না যায় তাবৎ কোন কার্যেই
 অধিকারী হইতে পারে না। 'এ নিষিদ্ধ
 নিত্য প্রযত্ন সহকারে অভক্ষ্য ও অপেষ
 সকল পরিহার করিবে: নচেৎ রোরব নরকে
 যাইবে। ৪১—৪৭।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৮।

একোনত্রিশোছাধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

অর্থাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি দানধর্মমহত্তমম্ ।

অর্থানাভিহিতং পূর্বমবীণাং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ১

অর্থানামুচিত্তে পাঞ্চে ব্রহ্মা প্রতিপাদনম্ ।

অর্থমিত্যাভিনির্দিষ্টং ভুক্তিযুক্তিকলপ্রদম্ ॥ ২

অর্থাদতি বিশিষ্টেভ্যঃ ব্রহ্মা পরমা বৃত্তঃ ।

অর্থৈব ব্রহ্মমহঃ যন্তে শেবঃ কস্তাপি বকতি ॥ ৩

নিজ্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং দানমুচ্যতে

কর্তব্যঃ বিমলং প্রোক্তং সৰ্বদানোত্তমোত্তমম্ ॥

অব্রহ্মনি কংকিকদায়তেহল্পকারণেন ।

অব্রহ্মদিক্তং কলং তদ্ভাদব্রাহ্মণায় তু নিত্যকম্ ॥ ৪

যতু পাপোপশান্ত্যর্থং দীয়তে বিহ্বাং করে ।

নৈম্য'ন তদুদ্দিষ্টং দানং সস্তিরহুত্তমম্ ॥ ৫

অপত্য'বজ্রৈবৈবামুখার্থং যৎ প্রদো তে ।

উনত্রিশ অধ্যায় ।

ব। স বলিলেন,—পুরাকালে ব্রহ্মা ভাবি-

তাম্বা অর্থাধিগের নিকটে যাহা বলিয়াছিলেন,

অতঃপর সেই অল্পত্তম দান-ধর্ম বলিতেছি ।

যোগ্যপাঞ্চে ব্রহ্মা সহকারে ওস্তার উচ্চারণ-

পূর্বক অর্থ-প্রতিপাদনায়ক যে দান, তাহা

ভুক্তি-যুক্তি-কলপ্রদ । যে জন বিশিষ্ট জন-

গণকে পুরম ব্রহ্মায়ুক্ত হইয়া দান করে,

আমি সেই দানই প্রকৃত দান বলিয়া মনে

করি ; নচেৎ অন্তরূপ (স্বার্থাভিসন্ধিযুক্ত)

যে দান তাহা প্রকারান্তরে ধনসঞ্চয় মাত্র ।

দান—নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, এই ত্রিবিধ

উক্ত হয় । আর চতুর্থ বিমল দান, সর্ব

দানোত্তমোত্তম । অল্পকারণী ব্রাহ্মণকে

তাহা হইতে কোন কলোদ্দেশ্য না করিয়া

সহকারে অহরহঃ যাহা কিছু দান করা

হয়, তাহাই নিত্য দান । পাপ-শান্তি

নিমিত্ত বিধান ব্যক্তির করে যাহা দান করা

হয়, সাধুগণ কর্তৃক এই অল্পত্তম দান

নৈমিত্তিক বলিয়া উদ্দিষ্ট । আপত্য, বিজয়

কর্তব্য বা মুখ্য-যাহা প্রদান করা যায়, ধর্ম-

দানং তৎকাম্যমাখ্যাতমুহিতকরিতিকৈঃ ॥ ৭

যদৌষরত্ব জীতার্থং ব্রহ্মবিদ্যু প্রদীয়তে ।

চেতসা বর্ধয়ুজেন্ন দানং তথিমলং শিবম্ ॥ ৮

দানধর্মঃ নিবেবেত পাত্রমাশাশ্ব শক্তিতঃ ।

উপান্ততে তু তৎপাঞ্জং যজ্ঞাঃয়তি সর্বতঃ ॥ ৯

কুটুম্বভুক্তিবসনাদ্বেদং যদতিরিচ্যতে ।

অস্তথা দীয়তে যদৈ ন তদানং কলপ্রদম্ ॥ ১০

শ্রোত্রিয়ায় কুলীনায় বিনীতায় তপস্বিনে ।

ব্রতহায় দরিদ্রায় প্রদেৎ ভক্তিপূর্বকম্ ॥ ১১

যজ্ঞ দদ্যাব্রাহ্মী ভক্ত্যা ব্রাহ্মণায়াহিতায়ৈ ।

স যাতি পরমং স্থানং যত্র গম্মা ন োচতি ॥ ১২

ইক্ষুভিঃ সততা ভূমিঃ যমগোধূমশালিনীম্ ।

দদ্যতি বেদবিহুযে যঃ স কুয়ো ন জায়তে ॥ ১৩

গোচর্মমাত্রামপি বা যো ভূমিঃ সম্প্রযজ্জতি ।

ব্রাহ্মণায় দরিদ্রায় সর্বপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৪

চিন্তক অধিগণ তাহাকে কাম্য বলিয়া

আখ্যাত করিয়াছেন । ঐশ্বরের জীতি

উদ্দেশ্যে ধর্মযুক্ত চিন্তে ব্রহ্মবিদ ব্যক্তির

করে যাহা প্রদান করা যায়, সেই শিবজনক

দান বিমল বলিয়া আখ্যাত । যোগ্য পাঞ্জ

পাইয়া শাক্ত অল্পসারে দান-ধর্মের সেবা

করিবে । যে সকল বকমে জ্ঞান করিতে

পারে এমন পাঞ্চেই উপাসনা করা কর্তব্য ।

পোষ্য-পরিজনগণের ভোজন-বসন সম্প্র-

দনান্তে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই দান

করিবে । ইহ'ব অন্তথাচরণ করত দান

করিলে তাহা কলপ্রদ হয় না । ১—১০ ।

শ্রোত্রিয়, কুলীন, শূনিকিত, তপস্বী, ব্রাহ্মণী

ও দিগ্ধ ব্যক্তিকে ভক্তিপূর্বক দান করিবে ।

যে ব্যক্তি আহিত্যায় ব্রাহ্মণকে ভক্তি সহ-

কারে মহা দান করে, সে যেখানে যাইয়া

আর শোক করিতে হয় না, এমন পরম স্থানে

গমন করে । যেজন ইক্ষু-সমষিহতা বা বদ-

গোধূমশালিনী ভূমি বেদবিদ বিপ্রকে দান

করে, সে আর জন্মে না । যে ব্রহ্ম

গোচর্ম-পরিমিত ভূমিও দরিদ্র ব্রাহ্মণকে

সম্প্রদান করে, সে সর্ব পাতে মুক্ত হয় । ইহ-

ভূমিদানং পরং দানং বিদ্যাভ্যে নৈব কিকন ।
 অন্নদানং তেন তুল্যং বিদ্যাদানং ততোহধিকম্ ।
 যো ভ্রাতৃণ্যম্ শাস্ত্রায় ৩৮য়ে ধর্ম্মশীলিনে ।
 দদ্যতি বিদ্যাং বিধিনা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ।
 দদ্যাদিহরহঃ স্বর্ণং ব্রহ্মা ব্রহ্মচারিণে ।
 সর্গপাপবিনির্মুক্তো ব্রহ্মণঃ স্থানমাশুয়াৎ ॥ ১৭ ॥
 গৃহস্থান্নানেন কলমাপ্নোতি মানবঃ ।
 অন্নমেবাস্ত দাতব্যং দত্তাপ্নোতি পরাং গতিম্ ।
 বৈশাখ্যা পৌর্ণমাসান্ত্র ব্রাহ্মণান্ সপ্ত পঞ্চ বা ।
 উপোষ্য বিধিনা শাস্ত্রঃ শুচিঃ প্রযতমানসঃ ॥ ১৮ ॥
 পূর্ণমিহা ত্রিটনৈঃ কৃৎকৈর্মধুনা ৫ বিশেষতঃ ।
 জীয়তাং ধর্ম্মরাজেতি যদা মনসি বর্ত্ততে ॥ ২০ ॥
 যান্নজীবন্ত যৎপাপং তৎক্ষণাদেব নশ্ততি ॥ ২১ ॥
 কৃৎকাজিনে তিলান কুহ্মা হিরণ্যং মধুসর্পিযী ।
 দদ্যতি যন্ত বিপ্রায় সর্গং তরতি তুচ্ছতম্ ॥ ২২ ॥
 স্তুতায়নকুন্তকং বৈশাখ্যাস্ত্র বিশেষতঃ ।

লোকে ভূমিদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কোন দানই বিদ্যাদান নাট; অন্নদান উহার তুল্য; আর বিদ্যাদান তদপেক্ষাও অধিক। শাস্ত্র শুচি ধার্ম্মিক ভ্রাতৃগণকে যে বিধি অনুসারে বিদ্যা দান করে, সে ব্রহ্মলোকে সম্মানিত হয়। অহঃরহঃ ব্রহ্মচারীকে ব্রহ্মা সহকারে স্বর্গ দান করিবে; তাহাতে সর্গপাপে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মার বাসস্থান প্রাপ্ত হইবে। মানব গৃহস্থকে অন্নদান করিলে মহাকল প্রাপ্ত হয়। গৃহস্থকে অন্নই দান করিবে, তাহাতে পরা গতি প্রাপ্ত হইবে। বৈশাখ মাসের পৌর্ণমাসীদিনে যথাবিধি উপবাস করিয়া শুচি শাস্ত্র ও প্রযত চিত্তে পাঁচটা বা সাতটা ভ্রাতৃগণকে ‘ধর্ম্মরাজ জীতি হউন’ এইরূপ কাম নায় কৃৎক তিল ও মধু দ্বারা বিশেষরূপে পূজা করিবে। একরূপ করিলে যাবজ্জীবনকৃত যাহা কিছু পাপ সমস্তই তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। ১১—২১। যে জন কৃৎকাজিনে তিল দ্বাদশপূর্ষক হিরণ্য, মধু ও স্তুত সহ ভ্রাতৃগণকে দান করে, সে সর্গ মুক্ত হইতে আর পায়। স্তুতায় ও জলপূর্ণ কুন্ত বৈশাখী পূর্ণিমা দিনে

নির্দিষ্ট ধর্ম্মরাজায় বিপ্রভ্যো মুচ্যতে ভয়াৎ ।
 সুবর্ণতিলমুক্তৈস্ত্র ব্রাহ্মণান্ সপ্ত পঞ্চ বা ।
 তর্পয়েদগ্নিগ্নৈস্ত্র ব্রহ্মহত্যাং ব্যাপোহতি ॥ ২৪ ॥
 মাঘমাসে তমিস্রে তু ব্রহ্মপ্তাং সমুপোষিতঃ ।
 শুক্রাষাধরঃ কৃৎকৈস্ত্রিগৈহ বা হতাপনম্ ॥ ২৬ ॥
 প্রদদ্যাদ্ভ্রাতৃগণেভ্যস্ত্র তিলানেনব সমাহিতঃ ।
 জন্মপ্রভৃতি যৎপাপং সন্মং তরতি বৈ দ্বিজঃ ॥ ২৭ ॥
 অমাবস্ত্যমুদ্রাপ্য ভ্রাতৃণ্যম্ তপস্বিনে ।
 যৎকিকিৎসেবদেবেশং দদ্যাজ্যোদিষ্টকৈঃ ৫বম্ ।
 জীয়তামৌষধে বিকুহ্ম যৌকেশঃ সনাতনঃ ।
 সপ্তজন্মকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্ততি ॥ ২৮ ॥
 যন্ত কৃৎকচতুর্দশাঃ স্নাত্বা দেবং পিনাকিনম্ ।
 আরাধয়েদ্বিজসুখে ন তস্তান্তি পুনর্ভবঃ ॥ ২৯ ॥
 কৃৎকষ্টম্যাং বিশেষণে ধার্ম্মিকায় দ্বিজীভয়ে ।
 স্নাত্বাভ্যর্চ্য যথাস্ত্রায় পাদপ্রক্ষালনাদিভিঃ ॥
 জীয়তাং মে মহাদেবো দদ্যাদ্ভ্রাতৃণ্যং স্বকীয়কম্

ধর্ম্মরাজের জীতি উদ্দেশে বিপ্রদিগকে দান করিলে পাপভয় হইতে মুক্ত হয়। সপ্ত বা পঞ্চ ভ্রাতৃগণকে সুবর্ণ ও তিলমুক্ত জলপাত্র দান দ্বারা তর্পিত করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ দূরীকৃত হয়। দ্বিজ মাঘমাসে কৃৎকপক্ষে দ্বাদশীদিবসে উপবাস করিয়া শুক্রাষাধর ধারণ করত কৃৎক তিল দ্বারা হতাপনে হোমপূর্ষক সমাহিত ভাবে ভ্রাতৃগণকে তিল প্রদান করিবে। একরূপ করিলে জন্ম প্রভৃতি যাহা কিছু পাপ, সকল হইতেই আর পায়। অমাবস্তা দিন প্রাপ্ত হইয়া দেবদেবেশ কেশবের উদ্দেশে তপস্বী ভ্রাতৃগণকে ‘ঈশ্বর হবীকেশ সনাতন বিকু জীতি হউন’ এই কামনায় যৎকিঞ্চিদান করিলে, তাহার কলে তৎক্ষণাৎ সপ্তজন্মকৃত পাপ নষ্ট হয়। যে ব্যক্তি কৃৎকচতুর্দশী দিবসে দান করিয়া দেব পিনাকীকে ভ্রাতৃগণের মুখে (ভ্রাতৃগণ ভোজন করাইয়া) আরাধনা করে, তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না। বিশেষতঃ যে জন কৃৎকষ্টমীদিনে স্নানপূর্ষক ধার্ম্মিক ভ্রাতৃগণকে যথাস্ত্রায়ে পাদপ্রক্ষালনাদি দ্বারা অর্জনা

সে সৰ্বপাশনিবৃত্তকঃ প্রাপ্যোতি পরমাং গতিম্ ।
 বিজ্ঞৈঃ কৃষ্ণচতুর্দশৈঃ কৃষ্ণাষ্টম্যাং বিশেষতঃ ।
 অমাবস্তায়াঃ ভক্তৈঃ পূজনীয়ত্বলোচনঃ ॥৩২
 একাদশ্যাং নিবাহারো দ্বাদশ্যাং পুরুষোত্তমম্ ।
 অর্চয়েদ্ভাস্করণমুখে স গচ্ছেৎপরমঃ পদম্ ॥৩৩
 এষা তিথিবৈষ্ণবী শ্রাদ্ধানী শুক্লপক্ষতঃ ।
 তস্তামারাময়েন্দেবং প্রযত্নেন জনাধিনম্ ॥ ৩৪
 যৎকিঞ্চিদেবমীশানমুদ্दिষ্টা ভাস্করণে শুচৌ ।
 দীযতে বিষ্ণুমেবাপি তদনন্তকলং স্মৃতম্ ॥ ৩৫
 যো হি যাং দেবতামিচ্ছেৎ সমারাময়িতুং নরঃ
 ভাস্করণং পূজয়েদ্যত্নাৎ স তস্তাস্তোষণায় তে ॥
 বিজানাং বৃপুস্তাহায় নিত্যং তিষ্ঠন্তি দেবতাঃ ।
 পূজ্যন্তে ভাস্কণালাতে প্রতিমাदिষু তৈঃ কচিৎ
 প্রতিমাदिषু যত্নেন তস্মাৎ কলমভীপয়া ।
 বিজেষু দেবতা নিত্যং পূজনীয়া বিশেষতঃ ॥৩৬

করত “মহাদেব জীত হউন”, এই কামনায়
 স্বকীয় দ্রব্য দান করে, সে সৰ্বপাশে মুক্ত
 হইয়া পরমা গতি প্রাপ্ত হয় ॥২২—৩১। তক্ত
 বিজগণ কর্তৃক কৃষ্ণাষ্টমী কৃষ্ণচতুর্দশী ও
 অমাবস্তা দিনে ত্রিলোচন বিশেষরূপে
 পূজনীয় । যদি একাদশীতে নিরহার থাকিয়া
 দ্বাদশীতে ভাস্করণের মুখে পুরুষোত্তমকে
 পূজা করে, তবে সে পরমপদ প্রাপ্ত হয় ।
 এই শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশী বৈষ্ণবী তিথি ; এই
 তিথিতে প্রযত্ন সহকারে দেব জনাধিনকে
 আরাধনা করিবে । দেব ঈশানকে অথবা
 বিষ্ণুকে উদ্দেশ করিয়া শুচি ভাস্করণকে যথা
 কিছু প্রদান করা যায়, তাহাই অনন্ত কলপ্রদ
 বলিয়া স্মৃত হয় । যে নর যে দেবতাকে
 আরাধনা করিতে ইচ্ছা করিবে, যত্নপূর্বক
 ভাস্করণগণের পূজা করিলে তাহাতেই সেই
 দেবতা জীত হইবেন । কারণ দেবতাগণ
 নিত্য বিজাদিগের মূর্তি ধারণ করিয়া থাকেন ।
 কচিৎ ভাস্করণের অলাভ হইলেই প্রতিমাदिতে
 ভাস্করণের পূজা কর্তব্য । অতএব কলাভি-
 লাবী মানব কর্তৃক প্রতিমাदि অপেক্ষাও যত্ন
 সহকারে ভাস্করণেতেই দেবতা সকলের

বিকৃতিকামঃ সততঃ পূজয়েজি পুরন্দরম্ ।
 ব্রহ্মবর্চসকামম্ ব্রহ্মাণঃ জ্ঞানকামকঃ ॥ ৩২
 আরোগ্যকামোহর্থ রবিং ধনকামো হতাশনম্
 কর্ণাণাং সিদ্ধিকামম্ পূজয়েদৈ বিনায়কম্ ॥ ৩৩
 ভোগকামম্ শশিনং বলকামঃ সমীরণম্ ।
 মুমুকুঃ সৰ্বসংসারাৎ প্রযত্নেনার্চয়েজ্জরিম্ ॥ ৩৪
 যন্ত যোগঃ তথা মোক্ষমশিচ্ছেক্সজ্ঞানমৈশ্বরম্ ।
 অর্চয়েত বিরূপাকং প্রযত্নেন সুবৈশ্বরম্ ॥ ৩৫
 যে বাহুস্তি মহাভাগা জ্ঞানানি চ মহেশ্বরম্ ।
 তে পূজয়ন্তি ভূতেশং কেশবকাপি ভোগিনাঃ ।
 বারিদকৃপিয়াপ্রোতি জলদানং ততোহধিকম্ ।
 তৈলপ্রদঃ প্রজামিষ্টাঃ দীপদন্তকৃষ্ণমম্ ॥ ৩৬
 ভূমিদঃ সৰ্বমাংপ্রোতি দীর্ঘমায়ুহিরণ্যদঃ ।
 গৃহদোহগ্রাণি বৈশ্বানি রূপাদো রূপমুত্তমম্ ॥ ৩৭
 বাসোদন্তশ্রগালোকামমদো যানমুত্তমম্ ।
 অন্নদাতা শ্রিয়ং শ্রেষ্ঠাং গোদো ব্রহ্মন্ত বিষ্টমম্ ॥

বিশেষরূপে পূজা নিত্য কর্তব্য । বিকৃতি-
 কাম ব্যক্তি সতত পুরন্দরকে পূজা করিবে ;
 জ্ঞান ও ব্রহ্মভক্তঃ কামী ব্রাহ্মকে, আরোগ্য-
 কামী রবিকে, ধনকামী হতাশনকে, কর্ণসিদ্ধি
 কামনায় বিনায়ককে, ভোগকামনায় শশিকে,
 বল কামনায় সমীরণকে এবং যে সমস্ত
 সংসারবন্ধন হইতে মুমুকু সে প্রযত্ন সহকারে
 হাবিকে অর্চনা করিবে । যেজন যোগ মোক্ষ
 ও ঐশ্বর জ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান) কামনা করে, সে
 প্রযত্নপূর্বক সুবৈশ্বর বিরূপাককে অর্চনা
 করিবে । যে মহাভাগ সকল ! বাহারা জ্ঞান
 ও ভোগ বাহা করে, তাহারা ভূতেশ মহে-
 শ্বরকে বা কেশবকে অর্চনা করিয়া থাকে ।
 ৩২—৪০ । বারিদাতা (পানোপযোগী অন্ন-
 মাত্র জলপ্রদাতা) ভূগি প্রাপ্ত হয়, জল
 (প্রভূত জল) প্রদাতা তদপেক্ষাও অধিক
 কললাভ করে, তৈলপ্রদ ব্যক্তি অতিলাভ
 সম্ভূতি প্রাপ্ত হয়, দীপদাতা উত্তম চন্দ্র লাভ
 করে, ভূমিদ মানব সর্বমুখ প্রাপ্ত হয় । বর্ণ-
 দাতা দীর্ঘ আয়ু, গৃহপ্রদ ব্যক্তি উত্তম ভবন,
 রূপদ উত্তম রূপ, ব্রহ্মদাতা চন্দ্র-সদৃশোজ,

যানশয্যাপ্রদো ভাষ্যামৈবধ্যমভয়প্রদঃ ।
 ধাতুদঃ শাখতঃ সৌখ্যং ব্রহ্মদো ব্রহ্ম শাখতম্
 ধাতুশক্তি যথাসক্তি বিশেষ্য প্রতিপাদয়েৎ ।
 বেদবিদ্যাশিষ্টেষু প্রেতা স্বর্গঃ সমমুতে ॥৪৮
 গবাক্ষরপ্রদানেন সর্বপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ।
 ইক্ষনানাং প্রদানেন দীপ্তারিজায়তে নরঃ ॥৪৯
 কলমূলানি পানানি শাকানি বিবিধানি চ ।
 প্রদদ্যদ্ব্রাহ্মণেভ্যস্ত মুদা যুক্তঃ সদা ভবেৎ ॥
 ঔষধং মেহমাহারং রোগিণো রোগশান্তয়ে ।
 দদাতো রোগরহিতঃ সুখী দীর্ঘায়ুৰেব চ ॥ ৫১
 অসিপত্রবনং মার্গং কুরথারাসমৰিতম্ ।
 তীক্ষ্ণভাপক তরতি ক্ষুদ্রোপানংপ্রদো নরঃ ॥
 যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাস্ত্রাপেক্ষিতং গৃহে ।
 তত্ত্বদ্বন্দ্বনবতে দেয়ং তদেবাক্ষয়মিচ্ছতা ॥ ৫৩
 অয়নে বিবুবে চৈব গ্রহণে চন্দ্রস্বর্ঘ্যযোঃ ।
 সংক্রান্তাদিষু কালেষু দত্তং ভবতি চাক্ষয়ম্ ॥

অখণ্ড উত্তম যান, অন্নদাতা বাহিত জী, গোদাতা স্বর্ঘ্যলোক, যান-শয্যাপ্রদাতা ভাষ্য, অভয়প্রদ ঐশ্বর্য, ধাতুদাতা শাখত সুখ ও বেদদাতা শাখত ব্রহ্ম (মুক্তি) লাভ করে । আর যদি বেদবিদ্যাশিষ্ট বিপ্রকে যথাসক্তি ধাতু প্রদান করে, তবে মরণান্তে স্বর্গ ভোগ করিতে পারে । গোগণকে খাদ্য প্রদান করিলে সর্বপাটে প্রাক্ত হয় । ইক্ষন (কণ) প্রদান করিলে নর দীপ্তারি হয় । ব্রাহ্মণদিগকে ভক্তিপূরক বিবিধ ফল, মূল, পেয়, শাক দান করিলে সদা আনন্দযুক্ত হয় । ৪৪—৫০ । রোগীর রোগশান্তি নিমিত্ত ঔষধ ও মেহ আহার (পুষ্টিকর খাদ্য) দানকারী মানব রোগরহিত সুখী ও দীর্ঘায়ু হয় । ছত্র ও উপানহ (জুতা) প্রদানকারী নর তীক্ষ্ণ-ভাপযুক্ত কুরথারাসমৰিত অসিপত্রবন নরকেয় পথ হইতে পরিজ্ঞান পায় । লোকে যাহা যাহা প্রার্থনীয়তম এবং যাহা যাহা গৃহে প্রয়োজন, সেই সেই দ্রব্যের অক্ষয়ত্ব কামনা থাকিলে সেই সেই দ্রব্যই দান করিবে । অয়ন, বিবুব, সংক্রান্তি ও চন্দ্র-স্বর্ঘ্যের গ্রহ-

প্রয়াগাদিষু তীর্থেষু পুণ্যেভ্যস্তনৈহু চ ।
 দবা চাক্ষয়্যাপ্নোতি নদীষু চ বৈহু চ ॥ ৫৫
 দানধর্ম্যাপ্নোতি ধর্মো ভূতানাং নেহ বিদ্যতে
 তস্মাদ্বিপ্রায় দাতব্যং শ্রোত্রিয়ায় দ্বিজাতিভিঃ ॥
 স্বর্গায় ভূতিকায়েন তথা পাপোপশান্তয়ে ।
 মুমুক্ষুণা তু দাতব্যং ব্রাহ্মণেভ্যস্তথৈবহু ॥ ৫৭
 দায়মানস্ত যো মোহাদ্গোবিশ্রায়িতুরেষু চ ।
 নিবারয়তি পাপান্য তির্ধ্যগুযোনিং ব্রজেত সঃ
 যন্ত দ্রব্যার্জুনকুহা নার্কয়েৎ ব্রাহ্মণান পুমান্
 সর্বস্বমপহৃত্যনং রাজা রাষ্ট্রাৎ প্রবাসয়েৎ ॥
 যন্ত হৃদিকবেলায়মব্রাদাৎ ন প্রযচ্ছতি ।
 ত্রিয়মাণেষু বিশেষ্য ব্রহ্মণঃ স তু গর্হিতঃ ॥ ৬০
 ন তস্মাপ্রতিগৃহ্নীয়ুর্ন বসেয়ুচ তেন হি ।
 অক্কায়া স্বকাদ্রাষ্ট্রাদ্রাজা তং বিপ্রবাসয়েৎ ॥ ৬৩
 পশ্চাৎ সন্ত্যো দদাতীহ স্বদব্যঃ ধর্মসাধনম্ ।

গাদি কালে, যাহা দান করা যায় তাহা অক্ষয় হয় । পুণ্য প্রয়াগাদি তীর্থে আয়তনে নদীতে ও বনে দান করিলে অক্ষয় ফল প্রাপ্ত হয় । দানধর্ম্য অপেক্ষা উত্তম ধর্ম ইহলোকে আর নাই ; অতএব দ্বিজাতিগণ শ্রোত্রিয় বিপ্রকে দান করিবে । স্বর্গার্থ, বিভূতি কামনায়, পাপশাস্তি নিমিত্ত এং মুক্তি লাভাভিলাষে অহরহঃ ব্রাহ্মণগণকে দান করিবে । যে পাপাত্মা যে হবশতঃ গো, ব্রাহ্মণ, অগ্নি ও দেবতাকে দানকারীনি নিবারণ করে, সে তির্ধ্যকুযোনি প্রাপ্ত হয় । যে জন দ্রব্য উপার্জন করিয়া ব্রাহ্মণ বা দেবগণকে অর্চনা না করে, রাজা তাহার সর্বস্ব হরণপূরক রাজ্য হইতে তাহারে নিরাসিত করিবেন । ৫০—৫১ । যে ব্রাহ্মণ হৃদিক চেতু যখন ব্রাহ্মণগণ ত্রিয়মাণ হন তখন অন্নাদি প্রদান না করে, সে নিকার্য গর্হিত । তাহার নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিবে না, তাহার সহিত বাসও করিবে না । রাজা তাহাকে (লোহাদিযারা) অতিক্রম ইয়া রাষ্ট্র হইতে নিরাসিত করিবেন । আবার

দ-পূর্ণাঙ্গ্যতিক: পাপী নরকে পচ্যতে নর: ॥৬২॥
আধ্যায়বস্তো যৈ বিপ্রা বিদ্যাযবস্তো

জিতেন্দ্রিয়া: ।

সূতাসংযমসংযুক্তান্তেভ্যো দদ্যাদ্ভিজোক্তমাঃ
প্রভুক্তমপি বিদ্যাংসং ধার্মিকং ভোজয়েদ্ধিজম্
ন চ মুখমবৃত্তং দশবাক্রমুপোষিতম্ ॥ ৬৪
সন্নিকটমতিক্রম্য শ্রোত্রিয়ং যঃ প্রযচ্ছতি ।
স তেন কর্মণা পাপী দহত্যাগপ্তমঃ কুলম্ ॥৬৫
যদি স্তাদধিকো বিপ্রঃ শীলবিদ্যাভিত্তিঃ স্বয়ম্
ভস্ম যত্নেন দাতব্যমতিক্রম্য চ সন্নিকটম্ ॥৬৬
যোহর্জিতঃ প্রতিগৃহীতাদদ্যাদর্জিতমেব চ ।
তাবৃত্তো গর্জিতঃ স্বর্ণং নরকন্ত বিপদায় ॥ ৬৭
ন বার্থ্যপি প্রযচ্ছত নাস্তিকে হৈতুকেহপি চ
ন পার্থেণেয়ু সর্বেষু নাবেদবিদি ধর্মবিৎ ॥৬৮
কপটৈব হিরণ্যক গামবাং পৃথিবীং তিলম্ ।
অবিদ্বান প্রতিগৃহীত্ব তস্মীতবতি কাঠবৎ ॥

যে ঐক্লপ সময়ে দান না করিয়া পুণ্ড্র নিজ
দ্রব্য সকল দান করে, সে পুণ্ড্রক পাপী
অপেক্ষাও অধিক পাপী ; সে নরকে পচ্য-
মান হয় । হে দ্বিজোক্তমগণ । যে সকল
বিপ্র আধ্যায়বস্ত, বিদ্যাযবস্ত, জিতেন্দ্রিয় এবং
সত্য-সংযমযুক্ত, তাহাদিগকেই দান করিকে
হয় । বিদ্বান ধার্মিক দ্বিজ প্রকটরূপে ভুক্ত
হইলেও তাহাকে ভোজন করাইবে, কিন্তু
দ্রব্ধ মূর্খ ব্যক্তি দশ বাক্র উপবাসী হইলেও
তাহাকে ভোজন করাইবে না । সন্নিকট
শ্রোত্রিয় (দানযোগ্য) ব্যক্তিকে অতিক্রম
করিয়া যদি দ্রব্ধ জনে দান করে, সে সেই
পাপি আসপ্তম কুল দহ করিয়া কেলে ; তবে
যদি সন্নিকট অপেক্ষা দ্রব্ধ ব্যক্তি শীল
বিদ্যাগি আধিক্যে অধিক হন, তবে সন্ন-
িকটকে অতিক্রম করিয়াও যত্নপূর্বক তাহা-
কেই দান করিবে । যে অর্জিত দ্রব্য প্রতি-
গ্রহ করে, আর যে অর্জিত দ্রব্য দান করে,
তাহার ভিতরেই বর্ণে যায় ; ইহার ব্যতিক্রমে
নরক প্রাপ্ত হয় । ধর্মবিৎ মানব নাস্তিক,
কপট পণ্ডিত ও বেদানতিক ব্যক্তিদিগকে

বিজাতিভ্যো ধনং লিপেৎ প্রশস্তেভ্যো
দ্বিজোক্তমঃ ।

অপি রাজতবৈজাত্যাং ন তু শূদ্রাং কথঞ্চন
বৃত্তিসকোচমধিচ্ছেদ্যেহেত যনবিস্তরম্ ।
ধনলোভে প্রসক্তা ব্রাহ্মণ্যাদেব হীরতে ॥৭১
বেদানধীত্য সকলান্ যজ্ঞাংচাবাপ্য সর্বশঃ ।
ন তাং গতিমবাশ্নোতি সন্তোষাদ্যামবাশুনাং
প্রতিগ্রহকর্চিন্ সাক্ষুদ্রান্ তু সমাহরেৎ ।
দ্বিতার্থাদধিকং গৃহ্নন্ ব্রাহ্মণো যাতাধোগতিম্
যজ্ঞ যতি ন সন্তোষঃ ন স স্বর্গস্ত ভাজনম্ ।
উদ্বৈজগতি ভূতানি যথা চৌরস্তথৈব সঃ ॥ ৭৪
গুরুন ভূত্যাংচোজ্জিহ্বীর্গুস্তপস্ন দেবতাতিথীন
সর্বতঃ প্রতিগৃহীত্বান্ তু ভূপ্যাংস্বনঃ ততঃ ॥৭৪
এবং গৃহস্থো যুক্তাচ্চ দেবতাতিথিপূজকঃ ।
বর্তমানঃ সংযতাক্ষা যতি তৎপরমং পদম্ ॥৭৬

একটু জলও দান করিবে না । অবিদ্বান
ব্যক্তি যদি রূপা, হিরণ্য, গো, অশ্ব, পৃথিবী
ও তিল প্রতিগ্রহ করে, তবে সে কাঠবৎ
ভস্মীভূত হয় । দ্বিজোক্তম ব্যক্তি প্রশস্ত
বিজাতিদিগের নিকটই ধন প্রার্থনা করিবে,
অথবা রাজত বা বৈজাত্যের নিকট প্রার্থনা
করিবে ; কিন্তু কথঞ্চন শূদ্রজন সন্নিকট
করিবে না । ৫০—৭০ । বিপ্র বৃত্তিসকোচই
কামনা করিবে, বস্তুর ধনের চেষ্টা করিবে
না ; কারণ ধনলোভে প্রসক্ত হইলে ব্রাহ্মণ্য
হইতেই ভ্রষ্ট হয় । সকল বেদ অধ্যয়ন করিয়া
বা সমস্ত যজ্ঞ অহুষ্ঠান করিয়াও সে গতি
পাওয়া যায় না, যে গতি সন্তোষ দ্বারা লাভ
করা যায় । প্রতিগ্রহকর্চি হইবে না, শূদ্রের
নিকট হইতে কোন দ্রব্যই আহরণ করিবে
না ; জীবিকা-নির্জাহোগযোগী ধনাপেক্ষা
অধিক ধন গ্রহণ করিলে অধোগতি ঘটে ।
যে সন্তোষ প্রাপ্ত না হয়, সে স্বর্গভাজন
হইতে পারে না । ভূতনিচয়ের উদ্বৈগকারী
সেই ব্যক্তি চৌর সপুত্র পুণ্ড্রকপণ্ডের ও ভূত্যা-
দিগের উদ্ধার (সাধা) কামনা ও
দেবতা-অতিথিদিগের তর্পণার্থ সকলের

পুণ্ড্রৈষু ভাৰ্ঘ্যাঃ নিক্ৰিপ্য গব্ধাব্যাস্ত তত্ৰবিং
একাকী বিচরেন্নিত্যমুদাসীনঃ সমাহিতঃ ॥ ১১
এব বঃ কথিতো ধৰ্ম্মো গৃহস্থানাং দ্বিজোক্তমাঃ
জ্ঞাত্বা তু তিষ্ঠন্নিত্যতঃ তথাহুতাপয়েদ্বিজান ॥ ১৮

ইতি দেবমনাদিমেকমশীশং
গৃহস্থেণ সমৰ্চয়েদজসম্ ।
সমভীত্য স সৰ্বভূতমোনিঃ
প্রকৃতিঃ যাতি পরং ন জাতি জন্ম ॥ ১৯

ইতি জীপাদ্যে স্বৰ্গখণ্ডে গৃহস্থধৰ্ম্মনির্ণয়ো
নামৈকোনব্বিশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

এবং গৃহাশ্রমে স্থিত্বা দ্বিতীয়ং ভাগমায়ুষঃ ।
বানপ্রস্থাস্রমং গচ্ছেৎ সদারঃ সাংগিরেব চ ॥ ১

নিকট হইতেই প্রতিগ্রহ করিবে, কিন্তু
সেই প্রতিগ্রহীত জবা (উপভোগ) দ্বারা
স্বয়ং পরিতৃপ্ত হইবে না। গৃহস্থ এইরূপ
সদাচার, দেবতা-অতিথিপূজক ও সং-
তাচ্ছা হইলে সেই পরমপদ প্রাপ্ত হয়।
তত্ৰবিদ ব্যক্তি পুত্রাদিগের প্রতি ভাৰ্ঘ্যার
ভার অর্পণপূর্বক অরণ্যে গমন করত নিত্য
একাকী উদাসীন ও সমাহিত ভাবে বিচরণ
করিবে। যে দ্বিজোক্তমগণ। এই আপ-
নাদিগের নিকটে গৃহস্থদিগের ধৰ্ম্ম কহি-
লাম। ইহা জানিয়া অম্মরূপ আচরণ করিবে
ও অপর দ্বিজগণকে আচরণ করাইবে।
যে জন এই প্রকার গৃহস্থ দ্বারা অনাদি
এক দেব ঈশ্বরকে অজস্র সমৰ্চন করে, সে
সমস্ত ভূতমোনি অতিক্রম করত প্রকৃতি
প্রাপ্ত (মুক্ত) হয়, আর জন্মে না। ১১—১২।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশ অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—আম্বর দ্বিতীয় ভাগ
পর্যন্ত এই ভাবে গৃহস্থশ্রমে থাকিয়া সদার

নিক্ৰিপ্য ভাৰ্ঘ্যাঃ পুণ্ড্রৈষু গচ্ছেদনমখাপি বা ।
দৃষ্টাপত্যস্ত দাম্পত্যং জর্জরীকৃতবিগ্রহঃ ॥ ২
শুক্লপকস্ত পূৰ্ব্বাহ্নে প্রপ্তস্তে চৌত্তরায়েণে ।
গব্ধাব্যাসঃ নিয়মবাস্তপঃ কুৰ্ব্বাৎসমাহিতঃ ॥ ৩
কলমূলানি পুতানি নিতামাধারমাহরৎ ॥
যদাহারো ভবেত্তেন পুজয়েৎ পিতৃদেবতাঃ ॥
পুজয়েদতিথিঃ নিত্যং স্নাত্বা চাভ্যর্চয়েৎসুহৃদান্ ॥
গৃহাদাদায় চান্নোদাদষ্টৌ গ্রাসান সমাহিতঃ ॥ ৫
জটাশ্চ বিভ্রাম্নিত্যাং নখরোমাণি নোৎসৃজেৎ
স্বাধ্যায়ং সৰ্বথা কুৰ্ব্বান্নিঘচ্ছেদ্বাচমন্ততঃ ॥ ৬
অগ্নিহোত্রস্ত জুহুয়াৎ পঞ্চমজান্ সমাচরেৎ ॥
উৎপন্নৈর্বিবধৈর্মৈথ্যৈঃ শাকমূলকলেন বা ॥ ৭
চীরবাসা ভবেন্নিত্যাং স্নায়ান্নিষবণং উচিঃ ॥
সৰ্বভূতানুকম্পচ্চ প্রতিগ্রহবিবর্জিতঃ ॥ ৮
দর্শেন পৌর্ণমাসেন যজেত নিয়তং দ্বিজঃ ॥

ও সাংগি হইয়া বানপ্রস্থশ্রমে যাইবে। অথবা
জরাজর্জরীকৃত দেহে অপত্যের দাম্পত্য
অর্থাৎ বংশরক্ষক পুত্রাদি দর্শনপূর্বক
ভাৰ্ঘ্যাকে পুত্রাদিগের হস্তে স্তম্ভ করিয়া
বনে যাইবে। উত্তরায়েণে শুক্লপকে পূৰ্ব্বাহ্নে
প্রপ্ত কালে অরণ্যে যাইয়া, নিয়ম সহ-
কারে সমাহিত ভাবে তপ করিবে। নিত্য
পুত কল-মূল অহার করিবে। নিজে যাহা
আহার করিবে, তাহা দ্বারাই পিতৃ-দেবতা-
দিগের পূজা করিবে। নিত্য অতিথিও
পূজা করিবে। স্নান করিয়া দেবগণের অর্চনা
করিবে। সমাহিত ভাবে গৃহস্থগৃহ হইতে
ভিক্ষা করিয়া অন্নগ্রাস মাত্র ভোজন করিবে।
নিত্য জটা ধারণ করিবে। নখ-রোম কর্তন
করিবে না, সৰ্বদা স্বাধ্যায় করিবে। অস্ত্র
ব্যক্তি সংযম করিবে। অগ্নিহোত্র হোম
করিবে। বনোৎপন্ন বিবিধ বেধ্য কল-মূল-
শাকাদি দ্বারা পঞ্চ-যজ্ঞ আচরণ করিবে।
নিত্য চীরবসনশরিধারী হইবে। ত্রিসন্ধ্যায়
স্নান করিবে। উচি সৰ্বভূতে দয়ালু ও
প্রতিগ্রহবর্জিত হইবে। দ্বিজ নিয়ত দর্শ ও
পৌর্ণমাস যজ্ঞ করিবে এবং যজ্ঞি আশ্রম

ঋষিগ্ৰন্থেণ চৈব চাতুর্মাশানি কাবয়েৎ ॥
উত্তরায়ণক ক্রমশো দক্ষিণায়নমেব চ ।
বাসন্ত্যশারদৈর্মৈধ্যাকর্ণশ্রৈঃ স্বয়মাহুতৈঃ ।
পুরোভাশাংচক্রশ্চৈব বিধিবিরক্ষণেৎ পৃথক্ ॥
দেবভাত্যশ্চ তদুদ্বা বস্ত্রং মেধ্যাতরং হবিঃ ।
শেষং সমুপভুক্তীত লবণক স্বয়ং কৃতম্ ॥ ১১
বর্জয়েদ্রদ্যামাংসানি ভৌমানি করকপি চ ।
ভূত্বাং কবককৈব শ্লেষ্মাতকফলানি চ ॥ ১২
ন কালকটমস্মীয়াত্বংস্টমপি বেনচিতং ।
ন গ্রামজাতান্ত্যাহপি পুষ্পানি চ ফলানি চ
শ্রাবণেনৈব বিধিনা বহিঃ পরিচরেৎ সদা ॥ ১৪
ন ক্রহেৎসর্বভূতানি নির্দ্বন্দ্বৈঃ নির্ভয়ো ভবেৎ ।
ন নক্তং কিঞ্চিদস্মীয়াক্রাতৌ ধ্যানপরো ভবেৎ ॥
জিতেন্দ্রিয়ো জিতক্ৰোধস্তত্তজ্ঞানবচিস্তকঃ ।
ব্রহ্মচারী ভবেন্নিত্যন্তন পত্নীমপি সংজবেৎ ॥ ১৬
যন্ত শত্ৰুতা বনং গান্ধা মৈথুনং কামতশ্চবেৎ ।
তদ্ব্রতং তত্চ লুপোত প্রায়শ্চিত্তীয়তে দ্বিজঃ ॥

ও চাতুর্মাশ যাগ করিবে । আর যথাক্রমে
উত্তরায়ণ যাগ ও দক্ষিণায়ন যাগ করিবে ।
১—২ । শরৎ বসন্তাদি ঋতুতে উৎপন্ন
মেধ্যকল-মুলাদি স্বয়ং আহরণ করিয়া তদ্বারা
চক্র-পুরোভাশাদি বিধিবৎ পৃথক্ পৃথক্
প্রদান করিবে, এই সকল মেধ্যাতর বস্ত্র
হবিঃ দেবভাত্যাদিগকে প্রদানান্তে শেষ ভোজন
করিবে । স্বয়ংকৃত লবণ শুদ্ধ করিবে ।
মদ্য, মাংস, কুমিজাত করক, ভূত্বাং (ব্যাণ্ডব-
ছাতা) ও শ্লেষ্মাতক ফল (চালতা) বর্জন
করিবে । কালকট বা কাগরও পরিত্যক্ত
দ্রব্য ভোজন করিবে না । অর্জ হইলেও
গ্রামজাত পুষ্পফল গ্রহণ করিবে না । শ্রাবণ
বিধি অনুসারে সতত বহিঃপরিচর্যা করিবে ।
সর্বভূতের দ্রোহ করিবে না । সদানির্দ্বন্দ্ব
(শ্রীতোবাদি দুঃখসহিষ্ণু) ও নির্ভয় থাকিবে ।
রাজিতে কিছুই খাইবে না । রাজিতে
ধ্যানপরায়ণ হইবে । নিত্য জিতেন্দ্রিয় জিত-
ক্ৰোধস্তত্তজ্ঞানবচিস্তক ও ব্রহ্মচারী
হইবে । পত্নীকেও আশ্রয় করিবে না । বে

তত্ত যো জায়তে গর্ভো ন স স্পৃষ্টো
বিজাতিতি ॥
ন হি বেদেহধিকারোহস্ত তদ্বংশেশ্যেববহে
হি ॥ ১৮
ভূমৌ শরীত সততং সাবিজীজপাতৎপরঃ ।
শরণ্যঃ সর্বভূতানাং সংবিভাগপরঃ সন ॥ ১৯
পরীবাদং যুগবাদং নিজালন্তে চ বর্জয়েৎ ।
একাগ্রনিকেতঃ স্ত্রাৎ প্রোক্ষিতাং ভূমিমাশ্রয়েৎ
মুগৈঃ সহ চরেদান্ত্যন্তে সত্বে চ সংবসেৎ ।
শিলায়াং শর্করায়াং বা শরীত স্নুসমাহিতঃ ॥ ২১
সদ্যঃপ্রকালকো বা স্ত্রান্নাসসঞ্চয়কোহপি বা ।
যগ্মাসনিচয়ো চাপি সমানিচয় এব বা ॥ ২২
নক্তং চারং সমস্মীয়াদিবা চাকৃত্য শক্তিভঃ ।
চতুর্থকালিকো বা স্ত্রাৎ কিংবা প্যষ্টমকালিকঃ ॥
চান্দ্রায়ণবিধানৈর্বা শুক্রে কৃক্ষে চ বর্জয়েৎ ॥

দ্বিজ বনে যাইয়া পত্নী সহ কামত মৈথুনচরণ
করে, তাহার সেই ব্রহ্মলোপ পায় ; সে
প্রায়শ্চিত্তার্থ হয়, তাহাতে যে গর্ভ উৎপন্ন হয়,
সে দ্বিজাতিগণের অস্পৃষ্ট, সেই সন্তানের
বেদে অধিকার নাই, বা তাহার বংশেও
ঐরূপ বেদাধিকার থাকে না । সতত ভূমিতে
শয়ন করিবে, গায়ত্রী জপে তৎপর, সর্ব-
ভূতের শরণ্য এবং সাংবিভাগ (যখন যাছা
যে রূপ করা কর্তব্য তদনুরূপ নির্দ্বন্দ্ব) পরা-
য়ণ হইবে । পরীবাদ (পরের কুৎসা), মিথ্যা
কথন, নিজা ও আলস্য বর্জন করিবে ।
একাগ্র ও অনিকেতন হইয়া প্রোক্ষিত ভূমি
আশ্রয় করিবে । ১০—২০ । দান্ত হইয়া
মুগগণ সহ বিচরণ করিবে, তাহাদের সহি-
তই বাস করিবে । শর্করা (কঁকর), বা
শিলায় স্নুসমাহিত ভাবে শয়ন করিবে ।
সদ্যঃপ্রকালক (একদিন মাজোপযোগি-
সঞ্চয়শীল), মাস-সঞ্চয়ী (একমাসোপযোগি-
সঞ্চয়শীল), যগ্মাসনিচয় (ছয় মাসের যোগ্য
সঞ্চয়শীল) অথবা সংবৎসরযোগ্য সঞ্চয়শীল
হইবে । দিবসে শঙ্করাহসারে আহরণপূরক
রাজিতে অন্ন ভক্ষণ করিবে । কিবা চতুর্থ

পক্ষে পক্ষে সমগ্রীয়াস্ববাণ্ড কথিতাঃ সত্বে ॥
 পুষ্পমূলকলৈবাপি কেবলৈবর্তয়েৎ সদা ।
 স্বাভাবিকৈঃ স্বয়ং জীর্ণৈ বৈধানসমতে স্থিতঃ ॥
 কুমৌ বা পরিবর্তেত তিত্তেহা প্রপদৈদিনম্ ।
 ন নাস্যভ্যাং বিহরেৎ কচিৎকৈবামুৎসজেৎ ॥
 ত্রীণ্যে পঞ্চতপাশ্চ স্তাধ্বান্নভাবকাশিকঃ ।
 আর্জবাসাশ্চ হেমন্তে ক্রমশো বর্জয়েত্তপঃ ॥২৭
 উপশৃণোজ্রিববৎ পিতৃদেবাশ্চ তপয়েৎ ॥২৮
 একপাদেন তিত্তেত মরীচিঃ বা পিবেৎ সদা ।
 পকার্দ্দমগো বা স্তাত্ত্বয়ঃ সোমপোহপি বা ॥
 পয়ঃ পিবেচ্চতুপক্ষে কৃকপক্ষে তু গোময়ম্ ।
 শীর্ণপর্ণশনো বা স্তাত্ত্বক্লেবী বর্জয়েৎ সদা ॥৩০
 যোগাভ্যাসরতশ্চ স্তাধ্বাধ্যায়ী ভবেৎ সদা ।

কালাহারী বা অষ্টমকালহারী হইবে অথবা
 চান্দ্রায়াণ বিধি অনুসারে শুক্ল কৃষ্ণ উভয়
 পক্ষে ভোজনের রুচি-ভ্রাস করত পক্ষে পক্ষে
 পক্ষ যবাণ্ড একবার মাত্র ভোজন করিবে ।
 অথবা বৈশানস মতে অবস্থিত হইয়া সদা
 কেবল মাত্র স্বভাবজাত স্বয়ংপতিত পুষ্প
 মূল ফল দ্বারা জীবিকা নিৰ্ভর করিবে ।
 কুমিতে বিপরিবর্তন (উপবেশন শয়নাদি)
 করিবে, কিম্বা সারাদিনই পদদ্বয়ে অবস্থান
 করিবে । অবস্থান ও উপবেশন দ্বারাই
 বিহার করিবে । কুমাপ বৈধ্য পরিত্যাগ
 করিবে না । গ্রীষ্মে পঞ্চতপা হইবে, বর্ষা-
 কালে শরীরে মেঘধারা পাত হইতে পারে,
 এমন অবকাশ (ফাঁকা) স্থলে অবস্থান
 করিবে । হেমন্তে আর্জবাসা হইবে । এই
 ভাবে ক্রমশ তপ বাড়াইবে । ত্রিসঙ্খ্যায়
 উপশৃণ করিবে । পিতৃদেবগণকে তর্পণ
 করিবে । একপাদে অবস্থান করিবে ।
 অথবা সদা মরীচি (স্বর্ষ্য কিরণ) পান
 করিয়া থাকিবে । পকার্দ্দমমধ্যগত হইবে
 কিম্বা উষ্ম (উত্তাপপানশীল) হইবে বা
 সৌম্যপানী হইবে । শুক্লপক্ষে দুগ্ধ পান
 করিবে, কৃকপক্ষে গোময় ভক্ষণ করিবে,
 কৃষ্ণ শীর্ণপর্ণশন হইবে । কুম্বা কুম্ব দ্বারা

অধর্কশিরসোহধোতা বেদান্তাভ্যাসতৎপরাঃ ॥
 যমান সেবেত সততঃ নিয়মঃ সূর্য্যপাতজিতঃ ।
 কৃকাজিনী সোত্তরীয়ঃ শুক্লযজ্ঞে পবীত্যান্ ॥৩২
 অথবাগ্নীন্ সমারোপাৎ স্বস্থান ধ্যান্তৎপরাঃ ।
 অনগ্নিরনিকেশো বা মুনির্মোকপরো ভবেৎ ॥
 তাপসেবেব বিপ্রেষু যাজিকঃ তৈত্ৰক মাংসেৎ
 গৃহমেধিষু চান্দ্রেষু ত্রিজেষু বনচারিষু ॥ ৩৪
 গ্রামাদ হতা বাস্তুয়াদগ্ধৌ গ্রামান বনে বসন্ত
 প্রতিগৃহ পুটেনৈব পাণিনা শকলেন বা ॥ ৩৫
 বিবিধাশ্চোপনিষদ আত্মসংস্করণে জপেৎ ॥
 বিদ্যাভিবেশ্যান সাবিত্রীঃ কজাধিঃ তৈবেষ চ
 মহাপ্রস্থানকং বাসৌ কৃগাদনশনং তথা ।
 অগ্নিপ্রবেশমস্তথা ব্রহ্মার্চ্যাববৌ স্থিতঃ ॥ ৩৭
 ইতি জীপাদ্যে স্বর্গপাণ্ডে বান্ স্বাশ্রমাচার-
 কথং নাম ত্রিংশে হধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

সতত আত্মবাহিত কংবে, যোগাভ্যাস-
 রত হইবে এবং কৃদ্বাধ্যায়ী (কৃদ্বাধ্যায়পাঠ-
 কারী) হইবে । ৩১—৩০ । অধর্কশির উপ-
 নিষদের অধোতা ও বেদান্ত অভ্যাসে তৎপ-
 র হইবে । সতত যম সকল সেবা কংবে ।
 নিয়ম সকলও অতীত হইয়া অভ্যাস
 করিবে । কৃকাজিনী, সোত্তরী, শুক্ল-
 যজ্ঞোপবীত্বাদি থাকিবে । অথবা ধ্যান-
 তৎপর (দৃঢ়ভাষ্য) হইয়া অগ্নি সকল
 আত্মায় আরোপ করিবে অনগ্ন ও অনিকেশ
 মুনি মোক্ষপরায়ণ হইবে । তাপস বিপ্র-
 গণের নিকটই যাজিক (প্রাণযজ্ঞা নিকাহো-
 পযোগী) তৈত্ৰক আহবন করবে, আর গৃহ-
 মেধগণের মধ্যে যে সকল দ্বিজ বনচারী,
 তাহাদগের নিকটই কর্তব্য । অথবা বনে
 বাস করত গ্রাম হইতে আহারপুত্রক অষ্ট-
 গ্রাম মাত্র পথে হস্তে বাস্তবসংপাতে স্বাপন-
 পুত্রক আহার করিবে । আত্মসঙ্ঘি (ব্রহ্ম-
 জ্ঞান লাভ) প্রত্যাশায় বাবধ উপনিষদ
 পাঠ করিবে । বিদ্যাভিবেশনিচয় অভ্যাস
 করিবে, সাবিত্রী জপ করিবে এবং কজাধ্যায়
 পাঠ করিবে । পরে লে মহাপ্রস্থান, অধি-

একত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

এবং বনাম্বসে হিহা তৃতীয় ভাগমায়মঃ ।
চতুর্থকাযুহো ভাগঃ সন্ন্যাসেন নয়েৎক্রমাৎ ॥ ১
অন্নীনাশ্বিন সংস্থাপ্য বিজঃ প্রব্রজিতো ভবেৎ
যোগাভ্যাসরতঃ শাস্তো ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণঃ ॥ ২
যদা মনসি সম্পন্নং বৈতৃক্যং সর্ববজ্জয় ।
তদা সন্ন্যাসমিচ্ছেচ্চ পণ্ডিতঃ স্মাদ্বিপণ্ডরে ॥ ৩
প্রাজ্ঞাপত্যং নিরুপ্যেতি মাগ্বেয়ীমথবা পুণঃ ।
দাস্তঃ শুক্লকষায়াহসো ব্রহ্মাশ্রমমুপাশ্রয়েৎ ॥ ৪
জ্ঞানসন্ন্যাসিনঃ কৌচবেদসন্ন্যাসিনোহপরে ।
কর্মসন্ন্যাসিনশ্চৈব ত্রিবিধাঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ৫
যঃ সর্বত্র যিনিষ্টুক্তো নির্দ্বন্দ্বশ্চৈব নির্ভয়ঃ ।
প্রোচ্যতে জ্ঞানসন্ন্যাসী আশ্রমস্তেব বাবহিতঃ ॥
বেদমৈবাত্ম্যসেন্দ্ৰিত্যঃ নিরানীনিম্পরিগ্রহঃ ।
প্রোচ্যতে বেদসন্ন্যাসী মুমুক্শুবিজিতোশ্রয়ঃ ॥ ৭

প্রবেশ কহা ব্রহ্মে সর্ব কর্ম অর্পণ করত
মিকাম ভাবে যাবৎ দেহপাত বর্তমান
থাকিবে । ৩১—৩৭ ।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ অধ্যায় ।

— ব্যাস বলিলেন,—এইরূপ বনে থাকিয়া
আয়ু তৃতীয় ভাগ অতিবাহিত করত ক্রমে
সন্ন্যাস অবলম্বনপূর্বক আয়ু চতুর্থ ভাগও
অতিবাহিত করিবে । দ্বিতীয় অগ্নি সকল
আশ্রম সংস্থাপনপূর্বক প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস)
অবলম্বন করিবে । প্রথমে যোগাভ্যাসরত,
শান্ত ও ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ হইবে ; ক্রমে
যখন সর্ব বজ্জিতই মনে বিতৃষ্ণা জন্মিবে,
তখন সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে । ইহার বিপ-
র্ধ্যয় করিলে পণ্ডিত হইবে । প্রাজ্ঞাপত্য
বা আয়েয় যজ্ঞ সম্পাদনপূর্বক দাস্ত ও
শুক্লবলনধারী হইয়া ব্রহ্মাশ্রম আশ্রম করিবে ।
কেহ কেহ জ্ঞানসন্ন্যাসী, অপর বেদসন্ন্যাসী,

যদ্বিহিত্যসাপেক্ষা ব্রহ্মার্পণপরো বিজয়ঃ ।

জেনঃ স কর্মসন্ন্যাসী মহাবিজ্ঞানপরায়ণঃ ॥ ৮

ব্রহ্মাণাশ্রমি চৈতেন্যো জ্ঞানী সত্যবিকো ব্রহ্মাণ

ন তন্ত বিদ্যাতে কার্য্যং ন সিদ্ধং বা বিপশিতং

নির্ম্মমে নির্ভয়ঃ শাস্তো নির্দ্বন্দ্বঃ পর্ণভোজী নরক

জীর্ণকোপীনবাসাঃ স্তারয়ো বা জ্ঞানতৎপরঃ

ব্রহ্মচারী জিতাহারো গ্রামাদয়ঃ সমং হরেৎ ॥ ৯

অধ্যাক্ষরাত্তাসীত নিরপেক্ষো নিরামিষঃ ।

আশ্রমেনব সংশয়েন স্মৃৎস্বার্থং বিচরণোহহং ॥ ১০

নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবনম্ ।

কালমেব প্রতীক্বেত নির্দেশং তু তকো যথা ॥

অস্তে কর্মসন্ন্যাসী, সন্ন্যাসী এই ত্রিবিধ

কীর্তিত হয় । যে সর্বত্রই বিনিষ্টুক্ত (আসক্তি-

রহিত) নির্দ্বন্দ্ব (দ্বন্দ্ববাত্তাপাদি সহিত),

নির্ভয়, কেবল মাত্র আশ্রমতবে অবস্থিত, তান

জ্ঞানসন্ন্যাসী বাণিয়া উক্ত হন । যিনি নিয়ত

বেদাত্ম্যসে রত, কামনাহীন, নিম্পরিগ্রহ

(সকল রহিত), জ্ঞেয়শ্রয় ও মুমুক্শু তিনি

বেদসন্ন্যাসী বাণিয়া উক্ত হন । যে বিজ্ঞ

অন্ন আশ্রমায় কারিয়া ব্রহ্মাণতৎপর হইয়া

মহাযজ্ঞ-পরায়ণ হন, তান কর্মসন্ন্যাসী

বাণিয়া জ্ঞেয় । এই ত্রিবিধ সন্ন্যাসীর মধ্যে

জ্ঞানীই আবশ্যক বাণিয়া সম্মত । সেই

জ্ঞানীর কোনও কার্য্য নাই । কোন চক্ৰ

ধারণ কারবারও প্রয়োজন নাই । জ্ঞান

তৎপর ব্যক্তির অন্ন, নির্ভয়, শান্ত, নির্দ্বন্দ্ব,

পর্ণভোজী ও জীর্ণ কোপীনবসনধারী বা নগ্ন

হইবেন । ১—১০ । তিনি ব্রহ্মচারী, জিতা-

হার হইবেন, গ্রাম হতে (ভিক্ষা দ্বারা)

অন্ন আহরণ করবেন । অধ্যাক্ষরতি

(আশ্রমত্যাগোচ্যায় শঙ্কটচেতা), নিরপেক্ষ

ও নিরামিষভোজী হইবেন । তিনি আশ্রম

কেই সহায় করিয়া ইহ জগতে সুখে বিচরণ

করিবেন । মাণেও অভিনন্দন করিবেন

না, জীবনেও অভিনন্দন করিবেন না ;

তৃত্য যেমন আদেশের প্রতীক্য করে,

তজ্ঞ কেবল মাত্র কালকেই প্রতীক্য করি-

নাথ্যেতব্যঃ ন বক্তব্যঃ শোভব্যঃ ন কদাচন ।
 এবং জ্ঞানপরো যোগী ব্রহ্মভায় কর্তে ॥১৪
 একবালাধবা বিধান্ কৌশীনাচ্ছাদনোহপি বা
 মুণ্ডী শিবী বাথ ভবেদ্রিগতী নিম্পরিগ্রহঃ ॥১৫
 কষায়বাসাঃ সততঃ ধ্যানযোগপরায়ণঃ ।
 গ্রামান্তে বৃক্ষমূলে বা বনেদেবালয়েহপি বা ।
 সমঃ শত্রো তথা মিত্রে তথা মানাপমানয়োঃ ।
 তৈক্কেণ বর্তয়েন্নিত্যং নৈকান্দ্রাদী ভবেৎকচিৎ
 যত মোহেন বাস্ত্রাদেকান্দ্রাদী ভবেদ্ব্যতিঃ ।
 ন ততঃ নিরুতিঃ কাচিদ্ধর্ম্মশাস্ত্রেষু দৃশ্যতে ॥১৮
 রাগদ্বेषবিযুক্তাচ্ছা সমলোষ্ট্রাংকাকনঃ ।
 গ্রাহিহিংসানিবৃত্তশ্চ মৌনী স্ত্যংসর্কানিম্পৃহঃ ॥১৯
 দৃষ্টিপুতঃ স্ত্যসেৎ পাদং বস্ত্রপুতঃ জলং পিবেৎ
 সত্যপুতাঃ বদেদ্বাগীঃ মনঃপুতঃ সমাচরেৎ ॥ ২০
 নৈকত্র নিবসেদেদশে বর্ষান্তোহস্তত্র ভিক্ষুকঃ ॥

বেন। কদাচন অধ্যয়ন করিবেন না, কাহাকেও উপদেশ করিবেন না, কাহারও নিকট উপদেশ গুনিবেন না। এইরূপ জ্ঞানপরায়ণ যোগী ব্রহ্মভাব লাভে যোগ্য হন। বিধান্ (জ্ঞানী) একবসন বা কৌশীন-বসনধারী মুণ্ডী বা শিখায়ুক্ত, আর ত্রিগুণী বা নিম্পরিগ্রহ হইবেন। সতত কষায়বসন ও ধ্যানযোগপরায়ণ থাকিবেন, গ্রামান্তে বৃক্ষমূলে বা দেবালয়ে বাস করিবেন। শত্রুতে মিত্রে, মানে অপমানে, সঙ্গত সম-স্তি হইবেন; তৈক্য দ্বারা নিত্য বর্তন (জীবিকা) করিবেন; কখনও একান্দ্রাদী (এক জনের অন্নমাত্র ভোজী) হইবেন না। যে যতি মোহ বা অস্ত্র কারণে একা-ন্দ্রাদী হন, ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহে তাঁহার কোনও নিকৃতি দৃষ্ট হয় না। তিনি রাগদ্বেষবহিতাচ্ছা লোষ্ট্র অথ কাকনে সমুজ্জানসম্পন্ন, প্রাণ-হিংসানিবৃত্ত, মৌনী ও সর্কাবশয়ে নিম্পৃহ হই-বেন, দৃষ্টিপুত পাদচ্ছাস করিবেন, বস্ত্রপুত জল পান করিবেন, সত্যপুত বাগী বলিবেন, আর মনঃপুত আচরণ করিবেন। ১১—২০। ভিক্ষুক বর্ষাকাল ব্যতীত অস্ত্র কালে এক-

শাস্ত্রাংশৌচবৃত্তো নিত্যঃ কমণ্ডলুকরঃ ভটিঃ ।
 ব্রহ্মচর্য্যব্রতো নিত্যং বনবাসব্রতো ভবেৎ ॥২২
 যোক্ষশাস্ত্রেণ নিরতো ব্রহ্মহত্মী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
 দস্তাহঙ্কারনির্গুক্তো নির্দোষোহসত্যাবজিতঃ ।
 আত্মজ্ঞানগুণোপেতো যদি যোক্ষমবাস্তুয়াৎ ।
 অত্যসেৎ সততঃ দেবঃ প্রপবাধ্যঃ সনাতনম্ ।
 নাস্ত্যচম্য বিধানেন শুচিদেবালয়াদিষু ॥ ২৪
 যজ্ঞোপবীতী শাস্ত্রাচ্ছা কৃশপাণিঃ সমাহিতঃ ।
 ধৌতকষায়বসনো ভস্মাচ্ছন্নতনুকৃহঃ ॥ ২৫
 অধিযজ্ঞঃ ব্রহ্ম জপেদাশৌচৈবকমেব চ ।
 আধ্যাত্মিককণ্ঠ সততঃ বেদান্তাভিহিতকষৎ ॥
 পুত্রেষু বাথ নিবসন ব্রহ্মচারী যঃতর্জুনঃ ।

দেশে বাস করিবেন না। নিত্য স্নানপূর্ব্বক শৌচ সম্পাদনান্তে শুচি, কমণ্ডলুকর, ব্রহ্মচর্য্য-সমর্ষিত ও বনবাসব্রত হইবেন। যদি যোক্ষ-শাস্ত্রে সমাসক্ত, ব্রহ্মহত্মী, জিতেন্দ্রিয়, দস্তাহঙ্কারনির্গুক্ত, নির্দোষ, অসত্যাবজিত এবং আত্মজ্ঞান-গুণোপেত হন, তবেই যোক্ষ প্রাপ্ত হইতে পারেন। সতত বিধান অনুসারে স্নানপূর্ব্বক আচমন করিয়া শুচি, যজ্ঞোপবীতী, শাস্ত্রাচ্ছা, কৃশপাণি, সমাহিত, ধৌতকষায় (গেক্ষয়া) বসনধারী, ও ভস্মা-চ্ছন্নতনুকৃহ হইয়া দেবালয়াদিতে অধিযজ্ঞ, আধ্যাত্মিক, আধ্যাত্মিক ও বেদান্তশাস্ত্রাভি-হিত ব্রহ্ম জপ করিবেন। * পুত্রগণের প্রাতি জীবিকভার স্তম্ভ করিয়া গৃহে থাকিয়াই ব্রহ্মচারী ও দুর্নি হইয়া সতত বেদ অধ্যাস করিবেন। তাহাতে তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হইবেন। একপ (বেদসম্মাসার পক্ষে) আহংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, কঠোর তপ, ক্ষমা দয়া ও সন্তোষ, এইগুলি বিশেষ ব্রত। বেদান্তজ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া সমাহিতভাবে,

* এই চতুর্বিধ ব্রহ্মের স্বরূপ ও উপাসনাতত্ত্ব গুরুপদেশসাপেক্ষ। তজ্জন্য এখানে বিশেষ বিবরণ কণ্ঠ্য হইল না।

বেদমেবাত্যগেরিত্যং স যতি পরমাং গতিম্
অহিংসা সত্যমন্তেষং ব্রহ্মচর্যং তপঃ পরম্ ।
কমা দয়া চ শান্তোষো ব্রতান্তস্ত বিশেষতঃ ॥২৮
বেদান্তজ্ঞাননিষ্ঠো বা পঞ্চযজ্ঞান সমাহিতঃ ।
• কুর্ধ্যাদবহঃ স্নানো তিক্কার্ণেতৈব তেন তি ॥ ২৯
হোমযজ্ঞান অপেরিত্যঃ কালে কালে সমাহিতঃ
আধ্যাত্মকাঃ কুর্ধ্যাৎসাবিত্র্যো সদ্ধারোক্তপেৎ
ধ্যানেত সততং দেবমেবাক্ষেত পরমেশ্বরম্ ।
একায়ং বর্জয়েতিত্যং কামক্ৰোধঃ পরিগ্রহম্ ॥
একবাসা দ্বিবাসাধ পিথী যজ্ঞোপবীতান ।
কমণ্ডলুকরো বিদ্যাংস্রিদগৌ যতি তৎপরম্ ॥
এবং স্বাশ্রমনিষ্ঠানাং যতীনাং নিয়তান্বনাম্ ।
তৈক্কেণ বর্জনং প্রোক্তং ফলমূলৈরথাপি বা ॥
এককালং চরেদ্বৈক্যং ন প্রসজ্জেত বিস্তরে ।
তৈক্কে প্রপঞ্চে হি যতিবিষয়েষপি সজ্জতি ॥
সপ্তাগারং চোষ্টৈকফলাভেন ন পুনঃচরেৎ ॥৩৫

অন্তঃস্বঃ শ্রানপুষ্ক তিক্কা দ্বারা জীবিকা
নির্বাহ করিবে। নিত্য কালে কালে সমা-
ধিত হইয়া হোমযজ্ঞ সকল পাঠ করিবে এবং
অবহঃ স্বাধ্যায় করিবে। আর উভয়
সভ্যাকালে স্নানবিধী জপ করিবে। ২১—
৩০। নিত্য একান্তে বসিয়া সতত দেব
পরমেশ্বরকে ধ্যান করিবে। নিত্য একত্র
("একজনের" অন্ন) কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ
বর্জন করিবে। একবাসা অথবা দ্বিবাসা,
শিখাধারী, যজ্ঞোপবীতবান, কমণ্ডলুকর,
বিদ্যান্দিগু (যতি) সেই পরম পদ প্রাপ্ত
হয়। এইরূপ আশ্রমনিষ্ঠ নিয়তান্বা যতি-
দিগের তৈক্ক অথবা ফল-মূল দ্বারা বর্জন
(জীবিকা-নির্বাহ) করা প্রোক্ত হইয়াছে।
এককাল মাত্র তৈক্ক আচরণ করিবে;
বিস্তর তৈক্ক সংগ্রহে প্রসক্ত হইবে না।
তৈক্কে প্রসক্ত যতি নীচবিরয়েও সমাসক্ত
হয়। মাত্র সপ্ত আগারে তৈক্ক আচরণ
করিবে। যদি লাভ না হয়, তথাপি পুন-
রায় আবার তৈক্ক আচরণ করিবে না।
তৈক্ক তিক্কা কর্তৃত্ব হইয়া তিক্কা এই শব্দটী

গোদোহমাত্ম্য তিষ্ঠেত কালং তিক্করোধোমুখঃ ।
তিক্কেত্বাক্ষা সন্ধুর্কায়মীয়াধিপুংসঃ শুচিঃ ॥৩৬
প্রকাল্য পাণী পানো চ সমচম্য বধাবিধিঃ ।
আদিত্যে দর্শয়িষ্যতঃ তুষ্ণীত প্রাশুখো নরঃ ॥
হহা প্রাণাহতীঃ পঞ্চ গ্রাসানষ্টৌ সমাহিতঃ ।
আচম্য দেবং ব্রহ্মাণং ধ্যানেত পরমেশ্বরম্ ॥৩৭
অলাবুদাকপাঙ্গে চ মুমুহং বৈশ্ববং তথা ।
চত্বার যতিপাত্মাণি মহাবাহ প্রজাপতিঃ ॥ ৩৯
প্রাগ্রাজে মধ্যরাজে চ পররাজে তথৈব চ ।
সদ্ধাশু ক্রুতিশেষেণ চিত্তমেরিত্যমীশ্বরম্ ॥ ৪০
কৃষা হংগদ্ব্যনিলয়ে বিদ্যাধ্যা বিশ্বসম্ভবম্ ।
আশ্রানং সর্গকৃতানাং পরস্তান্তমসং দ্বিতম্ ॥৪১
সর্গশ্চ ধারমব্যক্তমানন্দং জ্যোতিরব্যয়ম্ ।
প্রধানপুরুষাতীতমাকাশং দহরং শিবম্ ।
তদন্তঃ সর্গভা নানামীশ্বরং ব্রহ্মরূপণম্ ॥ ৪২
ওক্তারাষ্টেহু চাশ্রানং সমাপ্য পরমাত্মান ।

একবার মাত্র উচ্চারণ করত গোদোহন
পরিমিত কাল অধোমুখে অবস্থান করিবে।
আর বাগ্‌যত (মোন) ও শুচি হইয়া আহ্নার
করিবে। নর পাণি-পান প্রকলনান্তে যথা-
বিধি আচমনপূর্বক আদিত্যকে অন্ন দর্শন
করাইয়া প্রাশুখ হইয়া ভোজন করিবে।
প্রথমে পঞ্চ প্রাণান্তি হোম (ভোজন)
করত সমাহিত ভাবে অষ্টগ্রাস ভোজন
করিবে। পরে আচমন করিয়া দেব পরমে-
শ্বর ব্রহ্মাকে ধ্যান করিবে। অলাবু, দাক
(কাঠ) পাত্রে, আর মুমুহ বা বৈশ্বব (বিশ্বের)
পাত্র; এই চারিটী যতির পাত্র। মহু এই-
রূপ বলিয়াছেন। প্রথম রাজে, মধ্যরাজে,
পর (শেষ) রাজে, আর উভয় সভ্যাকালে
সৃষ্টিবিশেষ (বেদোক্ত মন্ত্র ধ্যানাদি) দ্বারা
নিত্য ঈশ্বরকে ধ্যান করিবে। ৩১—৪০।
হংগদ্ব্যনিলয়ে বিদ্যাধ্যা, বিশ্বসম্ভব, সর্গ-
কৃতাত্মা, তমঃপরবর্তী সর্গাধার, অব্যক্ত,
আনন্দ, অব্যয়, জ্যোতিঃস্বরূপ, প্রকৃতি-
পুরুষের অতীত, দহরাধ্য আকাশরূপী, শিব
সর্গকৃতের অন্তঃস্বরূপ, ব্রহ্মরূপী ঈশ্বরকে

আকাশে দেবমীশানং ধ্যায়েকাশমধ্যগম্ ।
 কারণং সৰ্গভাবানীমানন্দৈকসমাজয়ম্ ।
 পূরণপুরুষঃ বিষ্ণুং ধ্যায়েন্মুচ্যোত বন্ধনাং ॥ ৪৭ ॥
 যথা গুহাদৌ প্রকৃতিৌ জগৎসম্বোধনালয়ে ।
 বিচিন্ত্যং পরমং বোয়ম সৰ্গভূতৈককারণম্ ॥ ৪৮ ॥
 জীবনং সৰ্গভূতানাং যত্র লোকঃ প্রলীয়তে ।
 আনন্দং ব্রহ্মণঃ স্ফুটং যৎপশুন্তি মুমুক্শবঃ ॥ ৪৯ ॥
 তদ্ব্যধৌ নিহিতং ব্রহ্ম কেবলং জ্ঞানলক্ষণম্ ।
 অনন্তং সত্যমীশানং বিচিন্ত্যানীত বাগ্‌যতঃ ॥
 গুহাদগুহতমং জ্ঞানং যতীনামেতদীরিতম্ ।
 যোহত্র তিষ্ঠেৎ সদানেন সোমুচেত যোগমৈশ্বরম্
 তস্মাৎ জ্ঞানরতো নিত্যমাত্মবিদ্যাপরায়ণঃ ।
 জ্ঞানং সমভ্যাসেদব্রহ্ম যেন মুচ্যোত বন্ধনাং ॥ ৪১ ॥
 যথা পৃথক্ তমাত্মানং সৰ্ব্বস্বাদেৎ কেবলম্ ।
 আনন্দমক্ষরং জ্ঞানং ধ্যায়েত চ ততঃ পরম্ ॥

গুহ্যরমধ্যে ধ্যান করিবে। জীবাত্মাকে
 পরমাত্মায় বিলীন করিয়া আকাশে আকাশ-
 মধ্যগত সেই দেব ঈশান, সৰ্গ ভাবের
 কারণ, আনন্দৈক্যশ্রয়, পূরণ পুরুষ বিষ্ণুকে
 ধ্যান করিবে। এইরূপ ধ্যান করিলে বন্ধন
 হইতে মুক্ত হইবে। যথা, মুমুক্শগণ যাহা
 দর্শন করেন, সকল লোক যাহাতে প্রলীন
 হয়, পরম বোয়ম, সৰ্গভূতৈককারণ, সৰ্গ-
 ভূতের জীবন ব্রহ্মণে সেই স্ফুট আনন্দরূপ
 জগৎসম্বোধনালয় প্রকৃতির গুহ্য ধ্যান
 করিবে। কেবল, জ্ঞানলক্ষণ, অনন্ত, সত্য,
 ঈশান, ব্রহ্ম তদ্ব্যধৌ নিহিত রহিয়াছেন।
 বাগ্‌যত ও আসীন হইয়া গুহ্যকে বিচিন্তন
 করিবে। যতিদেগের এই গুহ্যাদগুহতর
 জ্ঞান কথিত হইল; যে যতি এতদ্রূপারে
 অবস্থান করে, সে ঐশ্বরযোগ ভোগে সমর্থ
 হয়, অতএব নিত্য জ্ঞানরত ও আত্মবিদ্যা-
 পরায়ণ হইয়া যাহাতে সংসারবন্ধন হইতে
 মুক্তি লাভ করিতে পারে, তজ্জন্ত এই
 ব্রহ্মজ্ঞান অভ্যাস করিবে। ৪১—৪২। সৰ্গ-
 ভূত হইতে পৃথক্ আনন্দ, অক্ষর,
 ক্লমরূপ আত্মাকে ধ্যান করিবে। যাহা

যস্মাত্তবতি ভূতানি যজ্ঞজায়া নেহ জায়তে ।
 স তস্মাদৌষরৌ দেবঃ পরমাত্মা যোঃ বিচিত্রিতঃ ॥
 যদন্তরে ভগময়ং শাশ্বতং শিরস্বব্যয়ম্ ।
 য ইদং স্বপ্নরোক্ক স দেবঃ স্মারহেৎকৃতঃ ॥ ৪৩ ॥
 ব্রতানি যানি ভিক্ষুণাঃ তুর্ধৈবাচরণানি চ ।
 একৈকাতিক্রমে তেবাং প্রার্থ্যচক্ৰং বিদীয়ন্তঃ ॥
 উপেত্য চ শ্রিৎস্ব কামাৎপ্রায়শ্চিত্তং সমাহিতঃ ।
 প্রাণায়ামসমায়ুক্তং কুৰ্ব্বাৎসান্তপনং শুচিঃ ॥ ৪৪ ॥
 ততশ্চরেত নিয়মী কৃচ্ছ্রং সংযতমানসঃ ।
 পুনরাশ্রমমাগম্য চরোক্তিকুরতশ্চিত্তঃ ॥ ৪৫ ॥
 ন ধর্ম্মযুক্তম্নুতং হিনস্তীতি মনৌষিণঃ ।
 তথাপি ন চ কর্তব্যঃ প্রসকো'হেষ দাক্ষণঃ ॥ ৪৬ ॥
 একরাত্নোপবাসশ্চ প্রাণায়ামশতং তথা ।
 উক্তানুতং প্রকর্ষব্যং যতিনা ধর্ম্মলিপ্সুনা ॥ ৪৭ ॥
 পরমাপদগতেনাপি ন কাধাঃ স্তেয়মন্ততঃ ।
 স্তেয়াদভ্যাধিকঃ কশ্চরাশ্রয়ধর্ম্ম ইতি স্মৃতিঃ ॥ ৪৮ ॥

হইতে ভূত সকল হয়, যাহা জানিলে
 আর ইহলোকে জন্ম লইতে হয় না, সেই
 দেব ঈশ্বর তাহার পরবর্তী। তিনিও ঐহার
 অন্তরে গমন করেন, যিনি সকলের পরবর্তী,
 যিনি শাশ্বত অব্যয় শিব, যিনি স্ব-পরোক্ক
 ভাবে এই জগদ্রূপে বিরাজিত, তিনিই দেব
 মহেশ্বর। ভিক্ষুদিগের যে সকল ব্রত এবং
 যেগুলি প্রতিপাল্য আচার, তাহাদের এক
 একটি অতিক্রম করিলে, প্রায়শ্চিত্ত বিহিত
 আছে। কামবশতঃ স্ত্রী-গমন করিলে শুচি
 ও সমাহিত ভাবে প্রাণায়ামসমায়ুক্ত সান্তপন
 করিবে। তার পর নিয়মী হইয়া সংযত মানসে
 কৃচ্ছ্র আচরণ করিবে। পরে পুনরায় আশ্রমে
 আগমন করত অতিক্রান্ত ভাবে ভিক্ষুরূপে
 বিচরণ করিবে। যদিও মনৌষিগণ বলেন
 যে, ধর্ম্মযুক্ত অনুত ভীষণ হিংসা করে না;
 তথাপি অনুতপ্রসঙ্গই দাক্ষণ, স্তুরাং উহা
 কর্তব্য নহে। ধর্ম্মলিপ্সু যতি কর্তৃক অনুত-
 বাক্য বলিয়া এক রাত্র উপবাস, তথা শত
 প্রাণায়াম কর্তব্য। পরম আপদগত হই-
 লেও 'অন্তের নিকট হইতে স্তেয় করিবে

হিংসা চৈবাপরা তুচ্ছা যাক্সান্জ্ঞাননাশিকা ॥৫১॥
 বশেষজ্ঞবিণ নাম প্রাণা হেতে বহিষ্চরাঃ ।
 হরতে হরতে প্রাণান যো বশ হরতে ধনম্ ॥
 এবং কৃষ্ণান দুষ্টান্ তিরস্কৃত্য ত্রাণক্লুতঃ ।
 ক্লুতানির্বেদমাশ্রয়ন্তে রৌত্করভক্তিতঃ ॥ ৬১ ॥
 অক্সান্দেব হিংসাক্স যদি ভিক্ষুঃ সমাস্তরেৎ ।
 ক্লুতান্ ক্লুতান্ তিরস্কৃত্য চাস্ত্রায়ণমথাপি বা ॥ ৬২ ॥
 ক্লুতভেত্ত্রিয়দৌর্জল্যাৎস্থয় দুষ্টা যতির্মদি ।
 তেন ধারয়িতব্যো বৈ প্রাণায়ামাশ্রয়োক্তশ ॥৫৩॥
 দিবা কন্দে ত্রিরাত্রং স্ত্রাণ যমশতং বৃথাঃ ॥
 একাস্মৈ মধুমাংসে চ নবজ্ঞান্কে তথৈব চ ।
 প্রত্যাকলবণে চোক্তং প্রাজাপত্যং বিশোধনম্
 ধ্যাননিষ্ঠস্ত সততং নশ্রুতে সৰ্বপাতকম্ ।
 স্মার্যাহংস্বয়ং ধ্যানা তস্ত ধ্যানপরো ভবেৎ ॥
 মদব্রহ্ম পরমং জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠাকরমব্যয়ম্ ।
 যোহন্তরাঙ্কা পরং ব্রহ্ম স বিজ্ঞেয়ো মহেশ্বরঃ ॥

না। স্তেয় হইতে অধিক পাপ আর কিছুই
 নাই। এইরূপ স্মৃতি আছে। হিংসা আর
 তুচ্ছ ও বাচক্স আক্সজ্ঞাননাশিকা। যাহার
 নাম জ্বিণ, তাহা বহিষ্চর প্রাণস্বরূপ। অত-
 এব যে যাহার সেই ধন হরণ করে, সে
 তাহার প্রাণই হরণ করে। ৫০—৬০।
 এইরূপ স্তেয় করিয়া সেই দুষ্টান্, তিরস্কৃত,
 ক্লুত ও ত্রাণ হইতে চ্যুত হয়। পরে পুন-
 রায় নির্বেদ প্রাপ্ত হইলে ভিক্ষু হইয়া অত-
 ক্লুত ভাবে, বিচরণ করবে। ভিক্ষু যদি
 অক্সান্ হিংসা আচরণ কর, তবে ক্লুতান্-
 ক্লুতান্ চাস্ত্রায়ণ করিবে। যতি যদি জ্বী-
 র্জনা করিয়া ইন্দ্রিয়ের দৌর্জল্য নিবন্ধন
 ক্লুত (ক্লুত-রোতাঃ) হয়, তবে সে
 বোক্তশব্দ প্রাণায়াম ধারণ করিবে। হে
 বৃথগণ! দিবা কন্দিত হইলে ত্রিরাত্র যাবৎ
 শত প্রাণায়াম করিবে। একজনের অন্ন,
 মধু, মাংস ও প্রত্যেক লবণ ভোজনে প্রাজা-
 পত্যই বিশোধন উক্ত হইয়াছে। সতত
 ধ্যাননিষ্ঠের সমস্ত পাতক নষ্ট হয়। অতএব
 মহেশ্বরকে ধ্যান করিবে। জগতের প্রতিষ্ঠা

এই দেবো মহাদেবঃ কেবলঃ পরমঃ শিবঃ ।
 তদৈবাক্সমশ্রুতং তদা নিত্যং পরং পদম্ ॥
 তস্মাদস্মীয়তে দেবে স্বধায়ি জ্ঞানসংজ্ঞিতে ।
 আক্সযোগাক্সকে তব্ধে মহাদেবস্ততঃ স্মৃতঃ ॥
 নান্তং দেবং মহাদেবাধ্যাতরিক্তং প্রপত্ততি ।
 তমেবাশ্রানমযেতি যঃ স যতিঃ পরং পদম্ ॥৭০॥
 মন্ত্রস্তে যে স্বমাশ্রানং বিভিন্নং পরমেশ্বরং ।
 ন তে পত্ততি তং দেবং বৃথা তেষাং পরিশ্রমঃ
 একমেব পরং ব্রহ্ম বিজ্ঞেয়ং তত্ত্বমব্যয়ম্ ।
 স দেবস্ত মহাদেবো নৈতদ্বিজ্ঞায় বধ্যতে ॥৭২॥
 স্মাদ্যতে তে নিয়তং যতিঃ সংযতমানসঃ ।
 জ্ঞানযোগগরতঃ শাস্তো মহাদেবপরায়ণঃ ॥ ৭৩ ॥
 এষ বঃ কথিতো বিপ্রা যতীনাশ্রমঃ শুভঃ ।
 পিতামহেন মুনিনাং বিভূনা পূর্বমৌরতঃ ॥৭৪॥
 ন পুত্রশিষ্যযোগাতে। দদাদিদমহস্তমম্ ।
 জ্ঞানঃ স্বয়ম্ভুবা প্রোক্তঃ যতিধর্ম্মাশ্রয়ঃ শিবম্ ॥৭৫॥

অক্ষয় অবায় অন্তরাঙ্কা যে ব্রহ্ম তিনিই মহে-
 শ্বর বলিয় বিজ্ঞেয়। এই কেবল দেব মহা-
 দেব পরম শিবই সেই অক্ষয় অশ্রুত স্মিত্য
 পরমপদ। সেই দেব স্বধাম-জ্ঞানসংজ্ঞক
 আক্সযোগাক্সকে তব্ধে যোজিত হন; এই
 জন্ত মহাদেব বলিয়া স্মৃত হইয়া থাকেন।
 যে জন অশ্রুত কোন দেবকেই মহাদেব-ব্যক্তি-
 রিক্ত দেখে না, এবং তাঁহাকেও আশ্রয়
 সহিত আশ্রিত (একজ্ঞানে নিরূপিত) করে,
 সে পরম পদে যায়। ৬১—৭০। যাহারা
 স্বকীয় আক্সাকে পরমেশ্বর হইতে বিভিন্ন
 মনে করে, তাহারা সেই দেবকে দেখিতে
 পায় না। তাহাদের পরিশ্রম বৃথা। এক
 পরব্রহ্মই বিজ্ঞেয় অবায় তব্ধ; সেই দেবই
 মহাদেব; ইহা জানিলে বদ্ধ হয় না। স্মৃত-
 এব সংযতমানস শাস্ত মহাদেবপরায়ণ আশ্রিত
 জ্ঞানযোগগরত হইতে চেষ্টা করিবে। হে বিপ্র-
 গণ! পূর্বকালে বিভূ পিতামহ মুনীগণকে
 যাহা বলিয়াছিলেন, এই সেই যতিদিগের
 আশ্রমবিবরণ আপনাদিগের নিকট বলিলাম।
 স্বয়ম্ভুবপ্রোক্ত শিবঃ অহস্তম এই যতিধর্ম্মাশ্রয়

ইতি যতিনিয়মানামেতচ্ছকং বিধানঃ
 সুরবরপরিভোষে যত্বেদেদেকহেতুঃ ।
 ন ভবতি পুনরেষামুদ্ববো বা বিনাশঃ
 প্রণিহিতমনসো যে নিতমেবাচরন্তি ॥ ১৬
 ইতি ত্রীপাশ্বে স্বর্গধণ্ডে যতিনিয়মবর্ণনঃ
 নানৈকত্রিশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

এবমুক্তং পুরা বিপ্রা ব্যাসেনামিততেজসা ॥ ১
 এতাবদ্বক্ষ্য ভগবান্ ব্যাসঃ সত্যবতীশ্রুতঃ ।
 সমাশাস্ত মুনির্ন সর্কান্ জগাম চ যথাগতম্ ॥ ২
 ভবত্যন্ত ময়া প্রোক্তং বর্ণাশ্রমবিধানকম্ ।
 এবং কুত্বা প্রিয়ে বিকোর্তবত্যেব ন চান্তথা ॥
 রহস্ত্যং তত্র বক্ষ্যামি শৃণুত দ্বিজসন্তমঃ ॥ ৪

জ্ঞানপুত্র শিষ্য যোগী ব্যাতীত আর কাহা-
 কেও দিবে না। সুরবরপরিভোষ বিষয়ে
 যাহা এক (সর্বোত্তম) হেতু স্বরূপ, সেই
 যতিনিয়মসমূহেব বিধান এই উক্ত হইল।
 যাহারা প্রণিহিত মনে নিত্য ইহা আচরণ
 করে, তাহাদিগের পুনর্বাধ উদ্ভব অথবা
 বিনাশ হয় না। ১১—১৮।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—হে বিপ্রগণ! পুরা-
 কালে অমিততেজা ব্যাস কর্তৃক এইরূপ উক্ত
 হইয়াছিল। সত্যবতীশ্রুত ভগবান্ ব্যাস
 এই পর্য্যন্ত বলিয়া সমস্ত মুনিগণকে আশ্বাস
 করিয়া যেমন আসিয়াছিলেন, তেমন গমন
 করিলেন। আপনাদিগের নিকটে আমি
 বর্ণাশ্রমবিধান বলিলাম। এইরূপ করিয়াই
 বিষ্ণুর প্রিয় হইতে পারে, অন্তথা নহে।
 দ্বিজসন্তমগণ! ইচ্ছাতে যাহা রহস্ত্য তাহা

যে চাছে কথিত। ধর্ম্মা বর্ণাশ্রমনিবন্ধনঃ ।
 হরিতত্ত্বিকলাংশাংশসমানা ন হি তে দ্বিজাঃ ।
 পুংসামেকেহ বৈ সাধ্যা হরিতত্ত্বিকঃ কদৌ যুগে
 যুগান্তরেহস্তধর্ম্মা হি সেবিতব্যাঃ ধরেণ হি ॥ ৩
 কদৌ নারায়ণঃ দেবঃ যজ্ঞতে যঃ স সর্বভাক্
 দামোদরঃ হৃষীকেশঃ পুরুহুতঃ সনাতনম্ ।
 হৃদি কুত্বা পরং শান্তং জিতমেব জগদ্রমম্ ॥ ৮
 কলিকালোরগাদংশাংশ কিম্বাৎ কালকূটতঃ ।
 হরিতত্ত্বিনুধাং পিতৃহা উল্লঙ্ঘ্যো ভবতি দ্বিজাঃ
 কিং জঠৈঃ শ্রীহরেনাম গৃহীতঃ যদি মাহুতৈঃ
 কিং নানৈবিশুপাদান্তো মন্তকে যেন ধার্ষাতে
 কিং যজ্ঞেন হরেঃ পাদপদ্মং যেন ধৃতং হৃদি ।
 কিং দানেন হরেঃ কর্ম্ম সভায়াং যৈঃ ॥

প্রকাশিতম্ ॥ ১১

হরেক্ষণগণান্ কুত্বা যঃ প্রহৃষ্যেৎ পুনঃপুনঃ ।
 সমাধিনা প্রহৃষ্টস্ত স গতিঃ কৃকচেতসঃ ॥ ১২

বলিতেছি, শ্রবণ করুন। দ্বিজগণ! এ
 জগতে বর্ণাশ্রমনিবন্ধন যে কিছু ধর্ম্ম কথিত
 হইয়াছে সে সকলই হরিতত্ত্বিক কলাংশাংশ
 সমানও নহে। কলিযুগে পুরুষগণের এক
 মাত্র হরিতত্ত্বিই সাধ্য, নরগণ কর্তৃক
 যুগান্তরেই অস্ত্র ধর্ম্ম সকল সেবনীয়। কলি-
 কালে যে নর দেব নারায়ণকে যজ্ঞন করে,
 সে-ই ধর্ম্মভাগী হয়। পর শান্ত পুরুহুত সনা-
 তন হৃষীকেশ দামোদরকে হৃদয়ে ধারণ
 করিলে জগৎত্রয়ই জয় করা হয়। হে দ্বিজ-
 গণ! হরিতত্ত্বিনুধা পান করিয়াই কলি-
 কালোরগাদংশন-হেতুক কালকূট ফিষির
 হইতে উল্লঙ্ঘনযোগ্য অর্থাৎ আত্মরক্ষাসমর্থ
 হইতে পারে। মাহুতগণ কর্তৃক যদি শ্রীহরির
 নাম গৃহীত হয়, তবে আর জপে প্রয়োজন
 কি? যৎকর্তৃক মন্তকে বিষ্ণুপাদজল ধৃত হয়,
 তাহার আর নানে প্রয়োজন কি? যৎকর্তৃক
 হরির পাদপদ্ম হৃদয়ে ধৃত হয়, তাহার আর
 যজ্ঞে প্রয়োজন কি? যাহারা সভাতে
 হরির কর্ম্ম প্রকাশ করে, তাহাদিগের দানে
 প্রয়োজন কি? ১—১১। ১২ যে জন হরির

তত্র বিয়করাঃ প্রোক্তাঃ পামণ্ডাঃ পাপপেশলাঃ
নার্যন্তঃসঙ্গিনাচাপি হরিতক্ৰিবিঘাতকঃ ॥১৩
নারীণাং নয়নাদেশঃ সুরাণামপি দুর্জয়ঃ ।
স যেন বিজিতো লোকে হরিতকঃ স উচ্যতে
‘নার্যন্তঃ’ মনসোহপ্যত্র নারীচরিতলোলুপাঃ ।
হরিতকিঃ কৃতঃ পুংসাং নারীভক্তিভূষাঃ বিজাঃ
রাক্ষসঃ কামিনীবেশাচ্চরন্তি জগতি বিজাঃ ।
নরাণাং বুদ্ধিকবলং কুর্যন্তি সততং হি তাঃ ॥১৬
তাবদ্বিধ্যা প্রভবতি তাবজ্ঞানং প্রবর্ততে ।
তাবৎ স্নিনিখলা মেধা সৰ্বশাস্ত্রবিধারিণী ॥ ১৭
তাবজ্ঞপস্তপস্তাবস্তাবতীর্থনিবেষণম্ ।
তাবচ্চ গুরুগুজ্জ্বা তাবদ্বিত্তিরণে মতিঃ ॥ ১৮
তাবৎ প্রবোধো ভবতি বিবেকস্তাবদেব হি ।
তাবৎসত্যং সঙ্গকৃচ্ছিত্যবৎ প্রোত্তীর্ণলালসা ॥১৯
যাবৎসৌমস্তিনীলোজনয়নান্দোলনং ন হি ।
জনেপরি পতেষিপ্রাঃ সৰ্বধৰ্ম্মবিলোপনম্ ॥২০

গুণগান শ্রবণে পুনঃপুনঃ হৃষ্ট হয়, সমাধিতে
প্রহৃষ্ট ব্যক্তির যে গতি, সেই কৃষ্ণচেতা
ব্যক্তিরও তাদৃশ গতি হইয়া থাকে। তাহাতে
পাপপেশল পাষণ্ডগণও বিয়কর বলিয়া
প্রোক্ত। আর নারী ও তৎসঙ্গীরাও হরি-
ভক্তিবিঘাতক। নারীদিগের নয়নাদেশ
সুরগণেরও দুর্জয়। উহা যৎকর্তৃক বিজিত
হইয়াছে, সে-ই হরিতক বলিয়া উক্ত হয়।
স্নিনিগণও নারীচরিত বিষয়ে লোলুপ হইয়া
মত্ত হন। দ্বিজগণ! নারীভক্তিপরায়ণ পুরুষ-
গণের ‘হরিতকি’ কোথায়? হে দ্বিজগণ!
রাক্ষসীগণ কামিনীবেশে জগতে রিচরণ
করে। তাহারা সতত নরগণের বুদ্ধি কবল
করিয়া থাকে। হে বিপ্রগণ! তাবৎ কাল
পর্যন্তই বিদ্যার প্রভাব থাকে, তাবৎ কালই
জ্ঞান প্রবৃত্ত থাকে, তাবৎ পর্যন্তই সৰ্বশাস্ত্র-
বিধারিণী স্নিনিখলা মেধা থাকে, তাবৎ জপ,
তাবৎ তপ, তাবৎ তীর্থনিবেষণ, তাবৎই
গুরুগুজ্জ্বা, তাবৎই তরণ বিষয়ে মতি,
তাবৎই প্রবোধ, তাবৎই বিবেক, তাবৎই
সংসঙ্গকৃচ্ছিত্যবৎ পরিভ্রাণলালসা বিদ্যা-

তত্র যে হরিপাদজ-মধুলেশপ্রমোদিতাঃ ।
তেষাং ন নারীলোলাকিক্বেপনং হি প্রভূর্ভবেৎ
জয় জয় হৃষীকেশসেবনং যৈঃ কৃতং বিজাঃ ।
দ্বিজে দত্তঃ হৃতঃ বহৌ বিরতিস্তত্র তত্র হি ।
নারীণাং কিল কে নাম সৌন্দর্য্যং পরিচক্রে
ভূষণানাকং বস্ত্রাণাং চাকটিক্যং তদুচ্যতে ॥২৩
স্নেহাস্তজ্ঞানরহিতং নারীরূপং কৃতঃ স্মৃতম্ ॥২৪
পুষ্পমুত্র পুরীষাস্থক্যেদোহস্থিবসান্বিতম্ ।
কলেবরং হি তন্ময়ং কৃতঃ সৌন্দর্য্যমত্র হি ॥২৫
তদেব পৃথগাচিন্ত্য স্পৃষ্ট্বা স্নাহা শুচিভবেৎ ।
তৈঃ সংহিতং শরীরং হি দৃশ্যতে স্তন্দরং জনৈঃ
অহোহতিদৃশ্যা নৃণাং হৃদৈবঘটিতা বিজাঃ ।
কুচবৃহৎক্লেপকৃষ্ণো নারীঃ বৃদ্ধা প্রবর্ততে ।
কা নারী বা পুমান্ কো বা বিচারে সতি
কিঞ্চ ন ।

মান থাকে, যাবৎকাল পর্যন্ত জনগণের
উপর সৰ্বধৰ্ম্মবিলোপন নারীনয়নান্দোলন
না হয়। ১২—২০। তন্মধ্যে যাহারা হরি-
পাদপদ্মের মধুলেশ লাভে প্রমোদিত হইয়া-
ছেন, নারীলোলাকিক্বেপন তাহাদিগের প্রতি
প্রভূতবিস্তারে সমর্থ হয় না। আর যাহারা
জন্মে জন্মে হৃষীকেশকে সেবা করিয়াছেন
এবং দ্বিজে পান, বহিতে হোম করিয়াছেন,
সেই সেই ব্যক্তির প্রতিও উহা রিচিত হয়।
কেইবা নারীগণের সৌন্দর্য্য কীৰ্ত্তন করে?
যাহা সৌন্দর্য্য বলিয়া মনে ময়, তাহা ভূষণ ও
বস্ত্রাদির চাকটিক্য মাত্র। স্নেহাস্ত-জ্ঞান-
রহিত নারীরূপ রূপ বলিয়া স্মৃত হয় কেন?
সেই কলেবর পুষ্পমুত্র পুরীষ, অস্থক্ মেদ
অস্থি ও বসা-সমাধিত; তাহাতে সৌন্দর্য্য
কোথায়? এই সকল পৃথক্ পৃথক্ চিন্তা বা
স্পর্শ করিয়া জ্ঞান করিলে তবে শুচি হয়।
আর জনগণ সেই সকলসংযুক্ত শরীরই
স্তন্দর দেখিয়া থাকে। অহো! নরগণের
হৃদৈবঘটিত কি দৃশ্য! পুরুষেরা কুচবৃহৎ
ক্লেপ নারী বোধে প্রবৃত্ত হয়। কেইবা
নারী, আর কেইবা নর, বিচার করিলে

তস্মাৎসৰ্বান্নান সাধুনীরীসঙ্গং বিবৰ্জয়েৎ ॥২৮॥
কেন নাম নারীয়াসদ্য সিদ্ধিঃ প্রাপ্নোতি

ভূতগে।

কামিনীকামিনীসঙ্গ-সঙ্গমিত্যপি সন্ত্যজেৎ ॥
তৎসঙ্গজৌরবমিতি সাক্ষাদেব প্রতীয়তে।
অজ্ঞানান লোলুপা লোকান্তরং দৈবেন বঞ্চিতাঃ
সাক্ষাৎ নরককুণ্ডে হস্তান্নারীযোনৌ পচেন্নরঃ।
যত এবাগতঃ পৃথ্যাং তস্মিন্নেব পুন্য রমেৎ ॥
যতঃ প্রসরতে নিত্যং মূত্রং রেতো মলোথিতম্
তত্রৈব রমতে লোকঃ কস্তস্মাদশুচিৰ্ভবেৎ ॥৩২॥
ভজাতিকষ্টং লোকেহস্তিন্নরো দৈববিভূষন।
পুনঃপুন্য রমেক্তত্র অহো নিরুপতা নৃণাম্ ॥৩৩॥
তস্মাদ্ধচারয়েদ্বীমারীদৌষণগান বহ্ন ॥৩৪॥
মৈথুন্যমলহানিঃ স্ত্রীমিভ্যতিতরুণায়তে।
নিজয়াপহৃতস্ত্রানো হস্তাসুষ্ঠায়তে নরঃ ॥ ৩৫॥
তস্মাৎ প্রযত্নতো ধীমান্নারীঃ মৃত্যুবিধায়নঃ।

কিছুই নয়। অতএব সাধু সৰ্বান্নান নারী-
সঙ্গ বর্জন করিবে। নারী আশ্রয় করিয়া
ভূতলে কেইবা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে?
কামিনী বা কামিনীসঙ্গীরও সঙ্গ ত্যাগ
করিবে। তৎসঙ্গবশতঃ যে বীরব নরক
ঘটে, তাহা ত সাক্ষাৎ প্রতীয়মান। দৈব
কর্তৃক বঞ্চিত অজ্ঞান লোলুপ নরলে ক সকল
সাক্ষাৎ নরককুণ্ডে এই নারীযোনিতে পচমান
হয়। যেখান হইতে পৃথিবীতে আসিয়াছে,
পুনরায় আবার সেইখানেই রমণ করে।
যেখান হইতে নিত্য মূত্র রেত ও মলবিকার
সমস্ত প্রসৃত হয়, লোক তথায়েই রমণ করে।
উহা অপেক্ষা আর কি অশুচি হইতে পারে?
২১—৩১। অহো! কি দৈববিভূষন!
তাহাতে অতিকষ্ট হইলেও পুনঃপুনঃ
সেখানেই রমণ কবে। অহো! নরগণের
কি নির্গোষ্ঠতা। অতএব ধীমান মানব নারী-
দিগের বহু দৌষণ বিচার কবে। মৈথুনে
বলহানি হয়, নিজা অতি তরল হইয়া উঠে,
নর নিজায় অপহৃতস্ত্রান হইয়া অন্মায় হয়।
অতএব ধীমান মানব নারীকে আশ্রয়

পতঙ্গগোবিন্দপাদাজে মনো বৈ রময়েৎ ॥
ইহামুত্র সুখং তচ্চি গোবিন্দপদসেবনম্
বিহায় কো মহামূঢ়ো নারীপাদং স্ত্রীসেবতে ॥
জনান্দিনাজিৎসেবা হি হপুনর্ভবদায়িনী।
নারীণাং যোনিসেবা হি যোনিশঙ্কটকারিণী।
পুনঃপুনঃ পতঙ্গযোনৌ যন্তনিম্পাচিতো যথ।
পুনস্ত্র্যমেবাভিলষেদ্বিদা হস্তবিভূষনম্ ॥৩৬॥
উর্দ্ধবাহুহং বচি শৃণু মে পরমং বচঃ।
গোবিন্দে ধেমি হৃদয়ং ন যোনৌ যাতনাজুবিঃ ॥৩৭॥
নারীসঙ্গং পরিত্যাগ্য যচ্যাপি পরিবৰ্ত্ততে।
পদে পদেহস্তমেধস্ত কলমপ্নোতি মানবঃ ॥৩৮॥
কুলাঙ্গনা দৈবযোগাদৃঢ়া যদি নৃণাং সতী।
পুত্রমুৎপাদাতে যস্মিন্তৎসঙ্গং পরবৰ্জয়েৎ ॥
তস্ত তুষ্টি জগন্নাথো ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।
নারীসঙ্গো হি ধর্ম্মজৈবসৎসঙ্গঃ প্রকীর্ত্যতে ॥
তাস্মিন সতি হস্তো ভক্তিঃ সুদৃঢ়া নৈব জায়তে ॥

সদৃশ দর্শন করিবে; আর বৃধ বাজি-
গোবিন্দপাদাজে মনকে রমণ করাইবে।
ইহামুত্র তাহাই সুখ। গোবিন্দ, পদসেবন
পরিত্যাগ করিয়া কোন মহামূঢ় নারী-
পদ সেবা করে? জনান্দিনাজিৎসেবা
অপুনর্ভবদায়িনী, আর নারীদিগের যোনি-
সেবা যোনিশঙ্কটকারিণী। জনগণ পুনঃপুনঃ
যন্তনিম্পাচিতবৎ যোনিতে পতিত হয়
তথাপি আবার সেই যোনিই অভিলাষ করে,
হায়! ইহাদের বিদ্যা বিভূষন মাত্র! অমি-
উর্দ্ধবাহু হইয়া বলিতেছি, আমার পক্ষ
বাক্য শুন। গোবিন্দে হৃদয় অর্পণ কর-
যাতনাজু যোনিতে করিও না। ৩১—৪০।
যে মানব নারীসঙ্গ পরিত্যাগপূর্বক বর্ত্তমান
থাকে, সে পদে পদে অহমেধের কল পায়।
দৈবযোগে যদি সতী কুলাঙ্গনা পরিণীত
হয়, তবে নরগণ তাহাতে পুত্র উৎপাদন
করিয়া তৎসঙ্গ পরিবর্জন করিবে। জগন্নাথ-
তাহার প্রতি তুষ্ট হন; তাহাতে সংশয় নাই।
ধর্ম্মজগণ কর্তৃক নারীসঙ্গই অসৎসঙ্গ বলিয়া
প্রকীর্তিত হয়। ঐ নারীসঙ্গ হাটিলে হরির

সর্বসঙ্গ পরিভ্রাজ্য হরো ভক্তিঃ সমাচরেৎ ।
 হরিভক্তিঞ্চ লোকেহহ দুর্লভা হি যতা যম ।
 হরো যন্ত তবেভক্তিঃ স কৃতার্থো ন সংশয়ঃ ।
 তন্তদেবাচরেৎকর্ম হরিঃ ক্রীণাতি যেন হি ।
 ভক্তিঃ স্তোটে জগতুঃ ক্রীণিতে ক্রীণিতং জগৎ
 হরো ভক্তিং বিনা নৃণাং বৃথা জন্ম প্রকীৰ্ত্তিতম্
 ব্রহ্মাদয়ঃ সুরা যন্ত যজন্তে ক্রীতিহেতবে ।
 নারায়ণমণ্যবাক্তং ন তং সেবেত কো জনঃ ।
 তন্ত্রা মাতা মহাত্মা পিতা তন্ত্রা মহাকৃতী ।
 জনাৰ্দ্দিনপদদ্বন্দ্বং হৃদয়ে যেন ধাৰ্য্যতে ॥ ৪৯
 জনাৰ্দ্দিন জগদ্বন্দ্য শরণাগতবৎসল ।
 ইতীরমস্তুি যে মৰ্ত্ত্যা ন তেষাং নিরয়ে গতিঃ ॥
 ব্রাহ্মণান্ হি বিশেষেণ প্রত্যক্ষং হরিরূপিনঃ ।
 পূজয়েয়ুর্ধাযোগং হরিস্তেষাং প্রসাদতি ॥ ৫০
 বিষ্ণুর্ভ্রাণরূপেণ বিচরেৎ পৃথিবীমিমাম্ ।
 ব্রাহ্মণেন বিনা কর্ম সিদ্ধিঃ প্রাপ্নোতি নৈব হি

ক্রীত ভক্তি সুদূঢ়া হয় না। অতএব সর্ব-
 সঙ্গ পরিভ্রাজ্য করিয়া হরির প্রতি ভক্তি
 সমাচরণ করিবে। এই লোকে হরিভক্তিই
 দুর্লভা; আমার এইরূপই মত। হরির প্রতি
 যাহার ভক্তি হয়, সে কৃতার্থ; তাহাতে সংশয়
 নাই। সেই সেই ধর্ম্মই আচরণ করিবে,
 যাহাতে হরি প্রীত হন; তিনি তুষ্ট হইলেই
 জগৎ তুষ্ট হয়, তিনি ক্রীত হইলেই জগৎ
 ক্রীত হয়। হরিতে ভক্তি ব্যতীত নরগণের
 জন্মই বৃথা বলিয়া কীৰ্ত্তিত। ব্রহ্মাদি সুরগণও
 ক্রীতি সম্পাদনহেতু যে অবাক্ত নারায়ণকে
 বজ্রন করেন, কোন জন তাঁহাকে সেবা না
 করে? তাহার মাতা মহাত্মা, তাহার পিতা
 মহাকৃতী, যৎকর্তৃক হৃদয়ে জনাৰ্দ্দিনপদদ্বন্দ্ব ধৃত
 হয়। 'যে সকল মর্ত্ত্য, 'হে জনাৰ্দ্দিন, জগদ্বন্দ্য,
 শরণাগতবৎসল!' এইরূপ উচ্চারণ করে,
 তাহাদিগের আর নিরয়ে গতি হয় না।
 ৪৯—৫০। যাহারা প্রত্যক্ষ হরিরূপী ব্রাহ্মণ-
 গণকে বিশেষভাবে যথাযোগ্য পূজা করে,
 হরি তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হন। বিষ্ণু
 ব্রাহ্মণরূপে এই পৃথিবীতে বিচরণ করেন।

বিজপাদাষু ভক্ত্যা যৈঃ পীযা শিরসি ভার্জিতম্
 তর্পিতাঃ পিতরন্তেন আত্মাশি কিল ভ্যরিভ্য
 ব্রাহ্মণানাং মুখে যেন দন্তং মধুর্মমর্চিতম্ ।
 সাক্ষাৎকক্ষমুখে দন্তং তদৈ ভুতুক্ষে হরিঃ সাক্ষ
 অহোহতিদুর্ভগা লোকাঃ প্রত্যক্ষে কেশবঃ
 বিজ্ঞেঃ

প্রতিমাদিষু সেবন্তে তদভাবে হি তৎক্রিয়া
 ব্রাহ্মণামামধিষ্ঠানাং পৃথী ধ্বজেতি গীয়েতে ।
 তেষাং পানো চ যদন্তং হরিপানো তদর্পিতম্
 তেষাং কৃতান্নমস্কারান্তিরকারো হি পানাক্ষা
 মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যাদিপাপেভ্যো বিপ্রবল্লভা
 তন্মত্সত্যং সমারাম্যো ব্রাহ্মণো বিবুধুর্ভক্তে
 ক্ষুধিতস্তা দ্বিজগোষ্ঠে যৎকিঞ্চিদীয়তে যদি ।
 প্রোত্যা পীযুষধারাভিঃ সিংগতে কল্পমোচি

ব্রাহ্মণ ব্যতীত কোন কর্মই সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়
 না। যে সকল জনগণ কর্তৃক ভক্তি সহ-
 কারে বিজপাদাষু পানান্তে মন্তকে অর্পিত
 হয়, তৎকর্তৃক পিতৃগণ তর্পিত হন, আত্মা
 আত্মাও তারিত হয়। ব্রাহ্মণের মুখে যে
 সকল অর্চিত মধুর দ্রব্য দন্ত হয়, তাহা যেন
 সাক্ষাৎ কক্ষমুখেই প্রদত্ত হয়; হরিঃ সাক্ষাৎ
 উহা ভোজন করিয়া থাকেন। অহো! লোক
 সকল অতীব দুর্ভগ, কারণ দ্বিজরূপী কেশব
 প্রত্যক্ষ থাকিতেও প্রতিমাদিতে তাঁহাকে
 সেবা করে। তদভাবেই তৎক্রিয়া অর্থাৎ
 সাক্ষাৎ উপাস্ত না থাকিলেই প্রতিমাদিতে
 গ্রহণ করিতে হয়, সূতরাং ব্রাহ্মণ না থাকিলে
 লেই প্রতিমাদিতে হরির পূজাদি বিহিত,
 নচেৎ সর্বথা ব্রাহ্মণেই কর্তব্য। ব্রাহ্মণ
 দিগের অধিষ্ঠান হেতু পৃথী ধ্বজা বলিয়া গীত
 হন। যাহা সেই ব্রাহ্মণদিগের পানিতে
 দত্ত, হরিপানিতেই তাহা অর্পিত জানিবো
 তাঁহাদিগকে নমস্কার করিলে পাপ সকল
 তিরস্কৃত হয়। বিপ্রবল্লভে ব্রহ্মহত্যাদিপাপ
 হইতেও মুক্ত হওয়া যায়। অতএব সাধু
 দিগের পক্ষে ব্রাহ্মণ বিবুধুর্ভক্তিতে সমারাম্য।
 যদি ক্ষুধিত দ্বিজের মুখে যৎকিঞ্চিদীয়তে

বিজতুঃ মহাশেষমনুষ্যমকটকম্ ।

তত্র চেহপ্যতে কিঞ্চিৎ কোটিকোটিকলং

লভেৎ ॥ ৫১

সম্ভবঃ োজনকাষ্টে দদা কল্পং স মোদতে ।

নানানুশিষ্টময়ং যো দদাতি বিজতুঃ ।

তত্র লোকা মহাভোগাঃ কোটিকল্পান্তমুক্তিদাঃ

ব্রাহ্মণক পুরহৃত্য ব্রাহ্মণেন চ কীর্তিতম্ ।

পুরাণং শৃণুয়ামিভ্যঃ মহাপাপদবানলম্ ॥ ৬০

পুরাণং সৰ্ব্বতীর্থেষু তীর্থকাধিকমুচ্যতে ।

বৈশ্বকপাদশ্রবণাকারবৈ প্রসীদতি ॥ ৬১

যথা সূর্য্যবপুর্ভূত্বা প্রকাশায় চরেৎধরিঃ ।

সৰ্ব্বেষাং জগতাং হরিরালোকহেতবে ॥ ৬২

তথৈবান্তঃপ্রকাশায় পুরাণাবয়বো হরিঃ ।

বিচরেৎদহ ভূত্রেয় পুরাণং পাবনং পরম্ ॥ ৬৩

তস্মাদন্যদ্বি হরেঃ স্ত্রীভেকৃৎপাদে ধ্যামতে মতিঃ

শ্রোতব্যমনিশঃ পুন্ডিঃ পুরাণং কুরুকপিণঃ ॥ ৬৪

যায়, তবে মরণান্তে কল্পকোটী কাল

ধার্মানিকরে সিক্ত হয়। বিজতুঃ অন্যয়

অকটক মহাশেষ, যদি তাহাতে কিঞ্চিৎ

বপন করা যায়, তবে কোটী কোটীজন ফল

লাভ হয়। ব্রাহ্মণকে সম্ভব ভোজন দান

করিলে কল্পকাল মুদিত হয়। ৫১—৬০।

যে মানব নানাবধ স্নানষ্ট অন্ন বিজতুঃ জন্ত

প্রদান করে, তাহার কোটী কল্পান্ত মুক্তি

মহাভোগ লোক সকলপ্রাপ্ত হয়। নিত্য

ব্রাহ্মণকে পূজার করত ব্রাহ্মণ কর্তৃক

কীর্তিত পুরাণ শ্রবণ করিবে; ইহা পাপ-

রাশির দাবানল তুল্য। সৰ্ব্বতীর্থে (ত্রাণ-

জনক) মध्ये পুরাণই অধিক ও উত্তম।

উহার একপাদ মাত্র শ্রবণেও হরি প্রসন্ন হন।

হরি সমস্ত জগতের প্রকাশার্থ আলোক

সম্পাদন জন্ত যেমন সূর্য্যমূর্ত্তি ধরিয়া বিচরণ

করেন, তেমন অস্তঃপ্রকাশের জন্ত হরি

পুরাণাবয়ব হইয়া ইহলোকে ভূতনিচয়ে

বিচরণ করেন। অতএব পুরাণ পরম পাবন।

এই কারণে, যদি হারি গণে মতি আধান

করিতে বাসনা হয়, তবে পুরুষগণ কর্তৃক

বিজতুঃ শাস্তেন শ্রোতব্যমিতি ক্লান্তম্ ।

পুরাণাধ্যানমমলমলীকরণং পরম্ ॥ ৬৭

যস্মাদ্বেদার্থমাহৃত্য হরিণা ব্যাসকৃষ্ণি ।

পুরাণং নির্দিষ্টতঃ বিপ্র তস্মাৎতৎপরমো ভবেৎ

পুরাণে নিশ্চিতো ধর্ম্মো ধর্ম্মশ্চ কেশবঃ শ্রমঃ

তস্মাৎকৃতী পুরাণে হি শ্রুতে বিজুর্ভবেদिति ॥

সাক্ষাৎশ্রবঃ হরির্ব্রহ্মঃ পুরাণক তথাবিধম্ ।

এতযোঃ সঙ্গমাসাদ্য হরিঃসেব ভবেন্নরঃ ॥ ৭০

তথা গঙ্গাসুসে কেন নাশয়েৎকিঞ্চিৎ স্বকম্ ।

কেশবো দ্রবরূপেণ পাপান্তারয়তে মদৌ ॥ ৭১

বৈকবো বিজুভজনস্মাকঙ্কা যদি বর্ত্ততে ।

গঙ্গাসুসেকমমলমলীকরণং চরেৎ ॥ ৭২

বিজুভক্তপ্রদা দেবী গঙ্গা ভূবি চ গায়ত্রে ।

বিজুরূপা হি সা গঙ্গা লোকনিস্তারকারিণী ॥ ৭৩

ব্রাহ্মণেষু পুরাণেষু গঙ্গায়াঃ গোমু পিজলে ।

নারায়ণবিধা পুন্ডিভক্তিঃ কাথ্যা হইতুকা ॥ ৭৪

প্রত্যক্ষাবজুরূপা হি তস্মৈ স্ত্রীনাশিতা অমী ।

তস্মাৎসততমভ্যাক্ত্যা বিজুভক্ত্যন্তিলাষিণা ॥ ৭৫

কুরুকপিণরচিত পুরাণই শ্রোতব্য। শাস্ত

বিজুভক্তগণ শ্রবণ করিবে, এই অভিপ্রায়ে

ব্যাসকৃষ্ণী হরি যাহাতে বেদার্থ সকল আহরণ-

পুঙ্কক নিহিত হইয়াছে, এমন পরম অমলী-

করণ পুরাণ রচনা করেন। এ নিমিত্তই

উহা পরম (সর্বোত্তম)। পুরাণে

ধর্ম্ম নির্দিষ্ট হইয়াছে, কেশব শ্রমই সেই

ধর্ম্ম; সুতরাং পুরাণ শ্রুত হইলে কৃতী

শ্রোতা বিজু (তুল্য)-ই হন। বিপ্র শ্রমঃ

সাক্ষাৎ হরি, পুরাণও তথাবিধ। এতদ্-

ভবের সঙ্গলাভে নর হরিই হয়। ৬১—৭০।

আর গঙ্গাসু সেবনে স্বকীয় সকল কিঞ্চিৎ

নাশ করিতে পারে। কেশব দ্রবরূপে

মদৌকে পাপ হইতে ত্রাণ করিতেছেন।

গঙ্গা ভূতলে বিজুভক্তিপ্রদা বলিয়া গীত হন;

লোকনিস্তারকারিণী সেই গঙ্গা বিজুরূপা।

পুরুষগণ কর্তৃক ব্রাহ্মণ, পুরাণ, গঙ্গা, গো ও

অন্য বৃক্ষে নারায়ণ বৃক্ষিতে অষ্টৈতুকা

ভক্তি করণীয়। তজ্জগণ কর্তৃক ইহার

বিকৌ তক্তিঃ বিরা নৃণাং নিফলঃ জয়

চোচ্যতে ।

কলিকালপ্রয়োরাশিঃ পাপগ্রাহসমাকুলম্ ।

বিষয়াসঙ্গনীবর্ত্তঃ দুর্লোভঃ কৈনিলঃ পরম্ ॥ ৭৭

মহাভূতজনব্যাল-মহাতীমঃ ভয়ানকম্ ।

দুর্ভয়কঃ তবন্ত্যেব হরিভক্তিভরিত্বিতাঃ ॥ ৭৮

ভয়াদযতেত বৈ লোকো বিকৃতভক্তিপ্রসাবে
কিং সুখং লভতে জন্তরসদ্বাধধারণে ।

হরৈরভুতলীলাস্ত লীলাধ্যানে ন সজ্জতে ॥ ৮০

ভক্তিচক্রিকা লোকে নানাবিষয়মিশ্রিতাঃ ।

শ্রোতব্য্য যদি বৈ নৃণাং বিষয়ে সজ্জতে মনঃ

নির্দোষে যদি বা চিত্তঃ শ্রোতব্য্য তদপি বিজ্ঞাঃ

হেল্যঃ অবগচ্চাপি তন্ত তুস্তো ভবেদ্ধরিঃ ॥ ৮২

নিজিয়ে হর্ষে হর্বীকেশো নানাকর্ষ চকার সঃ

গুণবৃণাঃ হিতার্থায় ভক্তানাং ভক্তবৎসলঃ ॥

ন লভ্যতে কৰ্ম্মণাপি বাজপেয়শতদিনা ।

রাজহ্মাযুতেনাপি যথা ভক্ত্যা স লভ্যতে ॥

প্রত্যেক বিকুরূপে নিশ্চিতঃ সুহৃদাঃ বিকু-

ভক্তি অভিলাষী জনগণ কর্তৃক সতত ইহারা

অভ্যর্চ্য । নরগণের বিকৃতভক্তি বাতীত

জন্মই নিফল বলিয়া উক্ত হয় । পরিতক্তি-

ভরিত্বিত্বানবগণ পাপগ্রাহসমাকুল, বিষয়া-

সক্তিরূপ আবর্ত্তময়, দুর্লোভ-কৈনিল, মহা-

ভূত জনগণকপ মহাব্যাল সকলে মহা ভীম

ত্রয়োৎপাদক, পরম দুঃস্থর কলিকালসাগর,

পার হইতে পাবে ; এ নিমিত্ত লোক বিকু-

ভক্তিপ্রসাধনে যত্ন করিবে । জন্ত অসম্বার্ত্তা

অবধারণে কি সুখ পায় যে, অদ্বুতলীলাকারী

হরির লীলাধ্যানে আসক্ত হয় না ?

৭১-৮০ । নরগণের মন যদি বিষয়ে

সংসক্ত হয়, তবে নানাবিষয়মিশ্রিত সেই

হরিকথাই শ্রোতব্য্য । হে বিজ্ঞগণ । যদি

নির্দোষে (নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানে) ও চিত্ত নিশ্চিত

থাকে, তথাপি হরিকথা শ্রোতব্য্য ; হেলা

সহকারে অবগ করিলেও তাহার প্রতি হরি

ভূত হন । সেই ভক্তবৎসল হর্বীকেশ

নিজিয় হইলেও গুণবৃণ ভক্তগণের হিত

যুৎপদঃ তেতসা সেবাঃ সতিরাচরিতঃ যুজঃ ।

ভবাক্তিভরণে সারমাত্রায়কঃ হরৈঃ পরম্ ॥ ৮৪

যে যে বিষয়সংলুক্কাঃ পামরা নিষ্ঠুর নরঃ ।

রৌরবে হি কিমাত্মনামাত্মনা পাতিয়িষ্যথ ॥ ৮৬

বিনা গোবিন্দসৌম্যাক্ষিসেবনং মা গমিষ্যথ

অনায়াসেন দুঃখানাং তরণং যদি বাক্যথ ।

ভজধ্বং কৃষ্ণচরণাবপুনর্ভবকারণে ॥ ৮৭

কৃত এবাগতো মর্ত্যঃ কৃত এব পুনর্জন্মে ॥

এতচ্চিচাখ্য মতিমান্রজয়েক্কর্ম্মসংগ্রহম্ ॥ ৮৮

নানানয়কসম্পাত্তার্থার্থিতো যদি পুরুষঃ ।

হাববাদিঃ স্থং লভ্য যদি ভাগ্যবশাৎপুনঃ ।

মাহুয়া লভতে তত্র গর্ত্তবাসোহতিজুঃখমঃ ॥ ৮৯

ততঃ কৰ্ম্মবশাজ্জন্মবদ বা জায়তে কুর্বা

বল্যাদিবহুদোষেণ শীড়িতে ভবতি যজ্ঞাঃ ॥

পুনর্ধোবনমাসাদ্য দারিদ্র্যেণ প্রপীড়্যতে ।

রোগেণ গুরুনা বাপি অনারট্যাদিনা তথা ॥ ৯১

কামনায় নানা কর্ম্ম করিয়াছেন । অদ্বুত রাজ-

হ্ম বা শত শত বাজপেয়াদি কর্ম্ম দ্বারাও

ভীমকে তেমন ভাবে পাওয়া যায় না,

ভক্তির দ্বারা যেমন লাভ করা যায় । অত্রে

বিষয়সংলুক্ক পামর নিষ্ঠুর নরগণ ! যে পদ

সজ্জনসেবিত, যাহা ভবাক্তি ভরণে সার,

সেই হরিপদ আশ্রয় কর । আত্ম দ্বারা

আত্মকে রৌরবে পাতি কর কেন ? গোবি-

ন্দের সৌম্যাক্ষিসেবন ভিন্ন গতি নাই ।

যদি অনায়াসে দুঃখনিচয় হইতে তরণ বাহ্য

কর, তবে পুনর্ভবনিবারণকারণ, কৃষ্ণচরণ-

বৃণল ভজন কর । মর্ত্য কোথা হইতেই

বা আসিয়াছে, আর কোথায়ই বা যাইবে,

মতিমান মানব ইহা বিচার করিয়া বহুসংগ্রহ

আশ্রয় করিবে । ৮১-৮৮ । পুরুষ যদি

নানা নরকসম্পাত্ত হইতে উদ্ধিত হয়, তবে

হাববাদি তত্র লাভ করিবে ; পরে

যদি ভাগ্যবশতঃ মজ্জয়াজয় লাভ করে,

তাহাতে আতি দুঃখদ গর্ত্তবাস জোগ

করে । হে বিজ্ঞগণ ! তারপর কর্ম্মবশে

যদি ভুলে জন্মে, তবে জন্ম বালাদি বহু

বার্ষিকেন লভ্যে পীড়ামনির্ব্যাচ্যামিতস্ততঃ ।
 মনসচ্চলনাব্যাদেধেতো মরণমাস্ময়াৎ ॥ ১২
 ন তদ্বাদধিকং তুঃখং সংসারেহপ্যমুচ্যতে ।
 ততঃ কর্ণবশাক্ষর্যমলোকে প্রাপীডাতে ॥ ১৩
 তজ্জাতিযাতনং তুচ্ছা পুনরেব প্রজায়তে ॥ ১৪
 জায়তে ম্রিয়তে জন্মম্রিয়তে জায়তে পুনঃ ।
 অনারাবিভগোবিন্দচরণে স্বাদৃশী দশা ॥ ১৫
 অনারাসেন মরণং বিনারাসেন জীবনম্ ।
 অনারাবিভগোবিন্দচরণস্ত ন জায়তে ॥ ১৬
 ধনং যদি ভবেদগোহে রক্ষণাত্তস্ত বিৎ কলম্
 যদাসৌ কৃষাতে ঘাটোদ্যুতৈঃ কিং ধনমধিগাৎ
 তদ্বাদ্ভজাতিসাংকার্যাদ্ভাবিণং সৰ্বসৌখ্যদম্ ।
 দানং স্মরণস্ত সোপানং দানং কিস্মিনাশমম্ ॥
 গোবিন্দভক্তিজননং মহাপুণ্যবিবৰ্দ্ধনম্ ।
 ধনং যদি ভবেদগোহে ন বৃথা তদ্ব্যয়ং চরেৎ ॥

দোষে পীড়িত হয়। অনন্তর যৌবন প্রাপ্ত হইয়া দারিদ্র্য, গুরুতর রোগ এবং অনারুচি (হৃদীক) প্রভৃতি দ্বারা পীড়িত হইতে থাকে। ক্রমে আবার বৃদ্ধাবস্থা হেতু ইত্যন্ততঃ অনিচ্ছাচনীয় পীড়া ভোগ করে। পরে ব্যাধি বশতঃ মনের চাকলা হয় এবং তাহাতেই মরণ প্রাপ্ত হয়। সংসারে ইহা অপেক্ষা অধিক আর কোন দুঃখই অমুভব হয় না। তার পর জন্ম কর্তব্যবশে যমলোকে প্রাপীড়িত হয়। সেখানে অতি যাতনা ভোগ করিয়া পুনরায় জন্ম লাভ করে। জন্ম এইরূপ জন্মে মরে, মরে আবার জন্মে। যাহারা গোবিন্দচরণ আরাধনা না করে, তাহাদিগের এইরূপই দশা। অনারাবিভ-গোবিন্দচরণ জনগণের অন্যায়সে মরণ বা অন্যায়সে জীবন হয় না। গৃহে যদি ধন থাকে, তাহা রক্ষণ করিলে কি কল? যখন যমদূতগণ রক্ষণ (টানাটানি) করিবে, তখন কি ধন নষ্ট সঙ্গে যাইবে? অতএব বিজ্ঞাতি-সংকারে ব্যয়িত ধনই সৰ্ব সৌখ্যদ। দান স্মরণের সোপান, দান কিস্মিনাশন, গোবিন্দ-ভক্তিজনন, ও মহাপুণ্যবৰ্দ্ধন। যদি ধন হয়,

হরেরগ্রে নৃত্যগীতঃ কুৰ্যাদেবমভিজ্ঞতঃ ।
 যৎকিকিষিধ্যতে পুসাঃ তচ্চ কুকে সমর্পয়েৎ ॥
 কুকার্ণিতঃ কুশলদমন্ত্যার্ণিতমসৌখ্যদম্ ॥ ১৭
 চক্ষুর্ভ্যাং শ্রীহরেবেব প্রতিমাদিনিরূপিতম্ ।
 শ্রোত্রাভ্যাং কলয়েৎকুণ্ডলগুণনামান্তর্ধানিশম্ ।
 জিহ্বয়া হরিপাদাভ্যু যদিভবাং বিচক্ষণৈঃ
 ভ্রুণেনাত্রায় গোবিন্দপাদাক্ততুলসীদলম্ ॥ ১৮
 হৃদ্য স্পৃশ্য হরেভক্তঃ মনসাধ্যায় তৎপদম্ ।
 কৃতার্থো জায়তে জন্মর্নাত্র কার্ধ্যা বিচারণা
 তন্ননা হি ভবেৎপ্রাক্তন্তথা স্মাতপ্ৰাণাশয়ঃ ।
 তমেবাস্তেহভোতি লোকে নাত্র কার্ধ্যা
 বিচারণা ॥ ১৯

চেতনা চাপ্যমুখ্যাতঃ স্বপদং যঃ প্রযচ্ছতি ।
 নাবায়ণমদ্যাস্তং ন তং সেবেত কো জনঃ ॥
 সততনিষতচিত্তো বিষ্ণুপাদারবিন্দে
 বিতরণমমুশক্তি শ্রীত্যে তস্ত কুৰ্য্যাৎ ॥

তবে মড়া ভাঙা বুঝা ব্যয় করিবে না।
 ১—১৯। আর অতলিত হইয়া হরির অগ্রে নৃত্য গীত করিবে। পুরুষগণের দ্বারা কিছু থাকুক, সমস্তই কুকে সমর্পণ করিবে। কুকার্ণিত হইলে কুশলদ, অস্ত্যার্ণিত হইলে অসৌখ্যদ জানিবে। চক্ষুদ্বয় দ্বারা শ্রীহরির প্রতিমাদিই নিরূপণ করিবে। শ্রোত্রবৃণল দ্বারা অর্ধানিশ কুকের গুণনাম সকলই ভ্রবণ করিবে। বিচক্ষণ জন কর্তৃক জিহ্বা দ্বারা হরিপাদাভ্যু আশ্বাদন করাই কর্তব্য। আর ভ্রূণ দ্বারা গোবিন্দপাদাক্তের তুলসী-দল আশ্রয় করিয়া, তৎ হৃদ্য হরির ভক্তকে স্পর্শ করিয়া ও মন দ্বারা সেই হরিপদ ধ্যান করিয়া, জন্ম কৃতার্থ হয়; এ বিষয়ে বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। প্রাক্ত ব্যক্তি তন্ননা এবং তদর্গতাশয় হইবে; তাহাতে লোক অস্তে ভীতাকেই প্রাপ্ত হয়; এ বিষয়ে বিচার করিবে না। যিনি চিত্তে অমুখ্যান করিলেও স্বপদ প্রদান করেন, সেই অনাদি অনন্ত নারায়ণকে কোন জন পেশা না করে? যে বিষ্ণু-পদারবিন্দে সতত

নিম্নতরিত্তিভিত্তিকজিহ্বয়ে সংবিদ্যায়
 • স হি সুরবরলোকে পূজ্যতামাশ্রয়াজঃ ১০৭
 ইতি ক্রীপাদে কর্ণধে হরিমাহাশ্রয়বর্ণনঃ
 নাম শ্রীশৈলেশোদ্যায়ঃ ৥ ৩২ ৥

ত্রয়স্রিংশোদ্যায়ঃ ।

মৃত উবাচ ।

এবং যদ্যহিমা লোকে লোকনিষ্ঠারকাবণম্ ।
 তন্ত বিকোঃ পরেশস্ত নানাবিগ্রহধারিণঃ ।
 একং পুমানং রূপং বৈ তত্র পাদ্মং পরং মতং ॥
 ব্রাহ্মং মূর্ধা হরেরেব হৃদয়ং পদ্যসংজ্ঞিতম্ ।
 বৈকুণ্ঠং দক্ষিণো বাহুঃ শৈবং বামো মণেশিতুঃ
 উরু ভাগবতং প্রোক্তং নাভিঃ স্মারারদীয়কম্
 মার্কেণ্ডেয়ঞ্চ দক্ষাঙ্গি বামো হ্যায়ৈয়মুচ্যতে ॥ ৩
 তবিসাং দক্ষিণা জাহ্নবিকোবেব মহাশুনঃ ।
 ব্রহ্মবৈবর্তসংজ্ঞস্ত নামজাহ্নুকদাহতঃ ॥ ৪

নিম্নতরিত্তি হইয়া তাঁহার ক্রীতি উদ্দেশে
 শক্ত্যরূপ বিতরণ করে, আর ইহার চরণ-
 দুগলে নতি মতি ও রতি সন্নিধান করে,
 সে নিশ্চয় সুরবরলোকে পূজ্যতা প্রাপ্ত
 হয় । ১০০—১০৭ ।

অধ্যায়নমাস্ত ৥ ৩০ ৥

ত্রয়স্রিংশ অধ্যায় ।

মৃত বলিলেন,—লোকে দাঁহার লোক-
 নিষ্ঠার কারণ এইরূপ মহিমা, সেই নানা-
 বিগ্রহধারী পরেশ বিষ্ণুর পুরাণ একটা রূপ ।
 তন্মধ্যে পাদ্ম (পদ্ম-পুরাণ) পরম মতং ॥
 সেই মর্হেশতা হরির ব্রহ্মপুরাণ মন্তকঃ
 পদ্যসংজ্ঞিত (পদ্মপুরাণ) হৃদয়ঃ বৈকুণ্ঠ
 (বিষ্ণুপুরাণ) দক্ষিণ বাহুঃ শৈব (শিব-
 পুরাণ) বাম বাহুঃ ভাগবত উরুদ্বয়, নার-
 দীয় নাভিঃ মার্কেণ্ডেয় দক্ষিণ পদঃ আয়েয়
 (অরীপুরাণ) বাম পদঃ তবিসা মহাশূ

লৈলকত ঐলককং নকং বারাহং বামভলককং
 কান্দং পুরাণং লোমানি ব্রগত বামনং স্কৃতক
 কোর্দং পূর্নং সমাখ্যাতং মাংস্তং মেদং

প্রকীর্ত্তয়তঃ

মজ্জা তু গাক্তং প্রোক্তং ব্রহ্মাণ্ডমহি বিষ্ণুতঃ
 এবমেবাতবদ্বিকুঃ পুরাণাবয়বো হারঃ ।

হৃদয়ং তত্র বৈ পাদ্মং যজ্ঞবাস্তমমুচ্যতে ॥ ৭ ৥
 পাদ্মমেতৎ পুরাণকং তৎ দেবোহিতবজ্রবিঃ

যজ্ঞে কাষাণ্ডমধাপা সঙ্গশাপৈঃ প্রযুচ্যতে ৥
 তদ্বাদির্গর্ভভাগোহয়ং সঙ্গশাপকলপ্রদম্ ॥ ৮ ৥

আদির্গর্ভঃ সমাকর্ণা মহাপা তকিনোহপি মেদা
 মুচ্যতে তেচপি পাশেভাষ্যচো জৌর্ণদ-

যথোবগাঃ ॥ ১০ ৥

আপি চেৎ সুরহাচারঃ সঙ্গশাপবহিকৃতঃ ।

আদির্গর্ভঃ সমাকর্ণা পূর্বে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১১ ৥

সর্বং পুরাণমাকর্ণা যজ্ঞকলং সততে নয়ঃ ৥

বিষ্ণুর দক্ষিণ জাহ্নবঃ ব্রহ্মবৈবর্ত বাম জাহ্নব
 উদাহৃত হয়। লৈলক (লিঙ্গপুরাণ) দক্ষ

ভলক, বরাহপুরাণ বাম ভলক; কান্দ (কান্দ-
 পুরাণ) লোমানি; ও বামনপুরাণ স্কৃতক

বলিয়া স্মৃত, কোর্দ (কুর্দপুরাণ) পূর্ন
 বলিয়া সমাখ্যাত, মাংস্ত (মৎস্তপুরাণ)

মেদ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। গাক্ত (গাক্ত
 পুরাণ) মজ্জা বলিয়া প্রোক্ত, আর ব্রহ্মাণ্ডমহি

পুরাণ নাহি বলিয়া গীত হয়। বিষ্ণুবিষ্ণি
 এইরূপ পুরাণাবয়ব হইরাছেন। তন্মধ্যে

পদ্মপুরাণই তাঁহার হৃদয়। দেব হরি স্বয়ং
 এই পদ্মপুরাণ হইরাছেন;—যাহার এক

অধ্যায় অধ্যয়ন করিলেই সঙ্গশাপে মুক্ত হওয়া
 যায়। তন্মধ্যে আবার এই আদি গর্ভভাগ

সম্পূর্ণ পদ্মপুরাণের কলপ্রদ। উরগ যেমন
 স্পর্শ করিলেই মৃত হয়, তজ্জপ এই আদি-

গর্ভভাগেই মৃত হয়, তজ্জপ এই আদি-
 গর্ভভাগেই মৃত হয়, তজ্জপ এই আদি-

গর্ভভাগেই মৃত হয়, তজ্জপ এই আদি-
 গর্ভভাগেই মৃত হয়, তজ্জপ এই আদি-

গর্ভভাগেই মৃত হয়, তজ্জপ এই আদি-
 গর্ভভাগেই মৃত হয়, তজ্জপ এই আদি-

গর্ভভাগেই মৃত হয়, তজ্জপ এই আদি-
 গর্ভভাগেই মৃত হয়, তজ্জপ এই আদি-

তৎসৰ্গঃ সমবাপ্রোতি ক্ষয়্য পাদ্মমণ্ডো দ্বিজাঃ
 সমগ্রঃ পাদ্মমাকর্ণ্য যৎকলং সমবাপুয়াৎ ।
 আদিশ্বৰ্গমিদং ক্ষয়্য তৎকলং লভতে নরঃ ।
 যাত্রে যানি প্রয়াগে তু স্নাত্বা প্রতিদিনং নরঃ
 যথা পাপাৎ প্রমুচ্যেত তথা হি শ্রবণাত্বেৎ ॥ ১৪
 দত্তা তেন শ্রবতুল্য দত্তা চৈব ধরাধিলা ।
 কৃতং বিতরণং তেন দরিদ্রে যৎকৃতমুগম ॥ ১৫
 হরেশ্বৰ্যমসহস্রানি পঠিতানি হতীকৃশঃ ।
 সৰ্গে বেদান্তথাধীতান্ততৎকৰ্ম কৃতং তথা ॥ ১৬
 অধ্যাপকান্ত বহবঃ স্থাপিতা বৃত্তিদানতঃ ।
 অভয়ঃ ভয়লোকেভ্যো দন্তং তেন তথা দ্বিজাঃ
 গুণবন্তো জ্ঞানবন্তো ধৰ্মবন্তোহনুমানিতাঃ ।
 মেঘকৰ্কটয়োৰ্ধ্বো তোয়ং দন্তঃ স্মৃণীতলম্ ॥ ১৮
 ব্রাহ্মণার্ধে গবার্ধে চ প্রাণান্ত্যজ্ঞানং তেন হি ।
 অস্তানি চ শূকশ্রীণি কৃতানি তেন ধীমতা ॥ ১৯
 যেমাদিশ্বৰ্গঃ সদসি ক্ষতং সংপ্রাবিতং তথা ।
 আদিশ্বৰ্গঃ সমাধীত্য নানাতোগান সমমুতে ।

পুরাণ সমাকর্ণনে যে কল লাভ করে, পদ্ম-
 পুরাণ অবশ্যে সেই সমস্ত কলই প্রাপ্ত হয় ।
 আবার নর সমগ্র পদ্মপুরাণ অবশ্যে যে কল
 প্রাপ্ত হয়, এই আদি স্বৰ্গখণ্ড অবশ্যে সেই
 কলই লাভ করে । নর মাঘ মাসে প্রয়াগে
 স্নান করিয়া যেমন পাপ হইতে প্রমুক্ত হয়
 তজ্ঞান ইহা অবশ্যেও হইয়া থাকে । হে
 দ্বিজগণ! তৎকৰ্কট শ্রবতুল্য ও অখিল ধরা
 দত্তা, দরিদ্রজনকৃত শ্রম পরিশোধিত, বার
 বার হরিনামসহস্র পঠিত, সৰ্ববেদ অধীত,
 সেই সেই কৰ্ম (প্রসিদ্ধ সংকৰ্ম) কৃত, বৃত্তি
 দান দ্বারা বহু অধ্যাপক স্থাপিত, ভীত
 লোকের প্রতি অভয় প্রদত্ত, গুণবন্ত জ্ঞানবন্ত
 ধৰ্মবন্ত জনগণ অনুমানিত, মেঘ ও কৰ্কটের
 মধ্যে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে স্মৃণীতল
 জল প্রদত্ত, ব্রাহ্মণার্ধে ও গবার্ধে প্রাণ
 পরিত্যক্ত, এবং সেই ধীমান কৰ্কট অন্তান্ত
 বিবিধ শূকৰ্ম সমস্তও কৃত হয়, যৎকৰ্কট এই
 আদি স্বৰ্গখণ্ড সমস্ত ক্ষত বা প্রাবিত হয় ।
 আদি স্বৰ্গ অধ্যয়ন করিয়া মানব নানা ভোগ

অন্তঃ পরমনারীণাং সুখসুখঃ প্রবৃধ্যতে ।
 কিশ্বিনীরবসন্নাদৈস্তথা মধুরভাষণৈঃ ॥ ২১
 ইন্দ্রভাঙ্গাসনং ভুক্ত ইন্দ্রলোকে বসেচ্চিরম্ ।
 ততঃ স্বর্ধাত্ত ভবনং চন্দ্রলোকং ততো বজ্রেৎ
 সপ্তবিভবনে ভোগান ভুক্ত্বা যাতি ততো ঋষে
 ততশ্চ ব্রহ্মণো লোকং প্রাপ্য তেজোময়ং বপুঃ
 তজ্জৈব জ্ঞানমাসাদ্য নির্বাণং পরমুচ্ছতি ॥ ২৩
 সক্তিঃ সহ বসেচ্ছীমান সতীর্ষে স্নানযাত্রয়েৎ ।
 কুর্ধ্যাদেব সদালাপঃ সচ্ছাত্তঃ শৃণুয়ায়রঃ ॥ ২৪
 তত্র পাদ্মং মহাশাস্ত্রং সৰ্বস্বায়কলপ্রদম্ ।
 আদিশ্বৰ্গং তন্মধ্যে মহাপুণ্যকলপ্রদম্ ॥ ২৫
 তজ্জ্ঞানং গোবিন্দং নমত হরিরমেকং সুরবরং
 গমিষ্যক্ষং লোকানতিবিমলভোগানতিতত্ত্বম্
 শৃণুধ্বং হে লোকা বদত হরিনামৈকমতুলং
 যদৌচ্ছাবীচীনাম্ ॥ শ্রবতরণমিষ্টানি লভত ॥ ২৬
 ইতি জীপায়ে স্বৰ্গখণ্ডে আদিশ্বৰ্গমাহাত্ম্য-
 বর্ণনং ত্রয়স্বিশেষোহধ্যায়ঃ ৩৩ ।

ভোগ করে। ১১—২০। সুখসুখ সেই নর
 পরম নারীদিগের কিশ্বিনীরবসন্নাদে ও মধুর
 ভাষণে প্রবোধিত হয়। ইন্দ্রলোকে চির-
 কাল বাস করত ইন্দ্রের অঙ্গাসন ভোগ
 করে। তার পর স্বর্ধাত্তবনে, পরে চন্দ্র-
 তবনে গমন করে, অনন্তর সপ্তবিভবনে
 ভোগ সকল ভোগ করিয়া ঋষলোকে যায়।
 তার পর তথা লইতে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া
 তেজোময় বপুধারণ করত সেখানেই জ্ঞান
 লাভ করিয়া পরম নির্বাণ প্রাপ্ত হয়। ধীমান
 নর সজ্জনগণ সহ বাস করিবে; সতীর্ষে
 স্নান আচরণ করিবে; সদালাপই করিবে;
 সং শাস্ত্রই শুনিবে। তন্মধ্যে পদ্মপুরাণ
 মহাশাস্ত্র, সৰ্বস্বায়কলপ্রদ; তন্মধ্যে আবার
 আদি স্বৰ্গখণ্ড মহাপুণ্যজনক। হে লোক-
 সকল! তুমি,—গোবিন্দকে তজ্জনা কর।
 এক সুরবর হরিকে নমস্কার কর, তাহা
 হইলে অতি বিমল ভোগসম্বিত লোকে
 গমন করিবে। যদি অবীচিনিচয়ে মুখে তর-
 ণের বাসনা থাকে, তবে এক অতুলনীর

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

শৌনক উবাচ ।

কলৌ সমাগতে সূত প্রাণিনাং কেন কর্ণণা ।

উদ্ধারো বৈ তবেতন্মাং কথয়ত্ব মমাপ্রতঃ । ১

সূত উবাচ ।

সাধু সাধু মুনিশ্রেষ্ঠ পুণ্যজ্ঞানবরে ভবান্ ।

সর্বোবাঞ্চ জনানাঞ্চ শুভবাহো নিরন্তরম্ ॥ ২

এতদ্ব্যাসঃ পুরা বিপ্র সর্ষভঃ সৰ্বপুজিতঃ ।

পুটৌ জৈমিনিনা তং স যদাহ শৃণু বৈকব ॥ ৩

দত্তবৎপ্রাণিপত্যসৌ ব্যাসঃ সর্ষার্পণারগম্ ।

তুং সত্যবতীহুঃ পঞ্চহু মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ৪

জৈমিনিকবাচ ।

কলৌ নুণাং ভবেৎ কেন মোক্ষো বৈ

কথয়ত্ব মে ।

অল্লেনাশি চ পুণ্যেন মর্ত্যাশ্চান্নাদ্যুযো যতঃ ॥ ৫

হয়িনাম বলঃ তাহাতে ইষ্ট লাভ করিতে পারিবে । ২১—২৬ ।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৩ ।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় ।

শৌনক বলিলেন,—হে সূত । সমাগত

কলিকালে প্রাণিগণের কোন কর্ম দ্বারা

উদ্ধার হয়, তাহা আমার অগ্রে বল । সূত

বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠঃ সাধু সাধু!

আশনি পুণ্যজ্ঞানবর! নিরন্তর সর্বজনেরই

শুভ বাহ্যকারী । পুরাকালে সমস্ত সৰ্ব-

পুজিত ব্যাস জৈমিনি কর্তৃক এই কথাই

পুট হইয়াছিলেন, তিনি তদন্তরে যথ

বলিয়াছিলেন, হে বৈকব! তাহা অবগ

কর । সেই মুনিপুঙ্গব জৈমিনি সর্ষার্পণারগ

ওক সত্যবতীহুঃ ব্যাসকে দত্তবৎপ্রাণিপাত-

পুংসব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । জৈমিনি

বলিলেন,—কলিকালে নরগণ অন্নাদ্য, অত-

এব কোন পুণ্য কাৰ্য্য অন্নমাত্র করিলেও

ব্যাস উবাচ ।

সাধুসকলবেদিত্র শাস্ত্রাণাং শ্রবণং শ্রোত্রে ।

হরিভক্তির্ভবেত্তমাত্তৌ জ্ঞানং ততো গতিঃ

ন যোচেত কথ্য ভূমৌ পাণিঠার জনায় বৈ ।

বৈকবী স তু বিজ্ঞেয়ঃ পাণিঠপ্রবরো বিজঃ ॥ ১

ঐকুঞ্চ কথ্যঃ শ্রবানন্দো ভবতি বৈকবঃ ।

অসম্বার্ত্তান্ত যো ক্রয়াজ্জ্ঞেয়ঃ স পাণিনিঃ

তুংঃ ॥ ৮

যস্মিন যস্মিন স্থলে বিপ্র কুঞ্চ বর্ত্ততে কথ্য

তমাত্মজগন্নাথো যাতি ত্যক্তা ন কহিতি

কুঞ্চ যঃ কথ্যরন্তে কুর্ধ্যাদবিশ্বঃ নরাধমঃ ।

নরকারিকৃতির্নাস্ত মনস্তরশতাবধি ॥ ১০

যে পুরাণকথ্যঃ কথ্য নিলজ্ঞাপহসতি বৈ ।

তোযং করহ্য নরকা বহুক্লেশকরঃ সদা ॥ ১১

জয়াস্তরাঙ্কিতং পাণং তৎকণাদেব স্তুতি ।

ঐকুঞ্চরিতং যো বৈ শ্রোতুমিচ্ছাং করোত্যপি

মোক্ষ লাভ করিতে পারে, তাহা আমাকে

বলুন । ব্যাস বলিলে ন,—হে শ্রোতা (তদ্ব্য-

বধারণকম) বিপ্র! সাধুসদ্রবণতঃ শাস্ত্র

শ্রবণ হয়, তাহা হইতে হরিভক্তি জন্মে,

তাহার ফলে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা দ্বারা

গতিপ্রাপ্তি ঘটে । ভূমিতলে বৈকবী

(বিষ্ণুমহিমা সমধিতা) কথ্য পাণিঠ জনের

কটিকর হয় না । তাদৃশ বিজ্ঞ পাণিঠপ্রবর

বলিয়া বিজ্ঞেয় বৈকব ঐকুঞ্চের কথ্য

তুমিয়া আনন্দিত হয় । যে অসম্বার্ত্তা কৌতূহল

করে তাহাকে পাণিঠগের গুরু বলিয়া

জানিবে । বিপ্র! যে যে স্থলে কুঞ্চের

কথ্য বর্ত্তমান, জগন্নাথ সেই সেই স্থান

ছাড়িয়া কখনই অস্ত্র যান না । যে নরা-

ধম কুঞ্চকথ্যরন্ত সময়ে বিদ্র কহে, তাহার

শত মনস্তরাবধি নরক হইতে নিষ্কৃতি হয় না ।

১—১০ । যাহারা পুরাণকথ্য তুমিয়া নিলজ্ঞ

করে বা উপহাস করে, তাহাদিগের বহু-

ক্লেশকর নরক সকল সদা করহিত

জানিবে । যে জন ঐকুঞ্চরিত তুমিবার

ইচ্ছাও করে, তাহার তৎকণাৎ জন্ম-জয়াস্তর-

ভক্ত্যা যো বৈ নরঃ কুৰ্য্যাক্কীৰ্ত্তকচরিতং তথা ।
ন জানে শ্রবণে তস্ত কা গতিৰ্ভা ভবিষ্যতি ॥

ব্রহ্মহত্যাদিকং পাপং পরস্বীহরণং তথা ।

সুৰাপানং তথা স্তেয়ং সৰিং মন্থতি পাপিনঃ

পাশং কুৰ্ব্বা তু যো মৰ্ত্ত্যঃ পশ্চাৎপাপং নিবৰ্ত্তয়েৎ

তস্ত পাপং ব্রহ্মহত্যাপ্রমাণং তুলরাশিবৎ ॥১৫

কীৰ্ত্তকচরিতং বিপ্র তিষ্ঠেৎ পুস্তকে গৃহ ।

তস্ত গৃহসমীপং হি নাস্যস্তি যমকিকরাঃ ॥ ১৬

জৈমিনিকবাচ ।

বলন্তি বৈকবান কাংচ বাহ্য ক্রহি গুরো মম ।

ইদানীং তান সমাস্রাতুং তেষাং মাহাত্ম্যমুত্তমম্

ব্যাস উবাচ ।

যো নরো মন্তকে ভক্ত্যা বৈকবাভূজিজনং দ্বিজ

করোতি সেবনং পাপী তীর্থস্নানেন তস্ত কিম্

সাধুসঙ্গং যঃ কুৰ্য্যাৎ কণং বার্ক্কণং দ্বিজ ।

তস্ত নশ্তি পাপানি ব্রহ্মহত্যামুখানি চ ॥ ১২

যত্র যত্র কূলে চৈব একো ভবতি বৈকবঃ ।

কৃত পাপ নষ্ট হয়। যে নর ভক্তি সহকারে
কীৰ্ত্তকচরিত শ্রবণ করে, জানিবা তাহার কি
গতি হয়; সেই পাপীর পরস্বীহরণ, সুৰাপান,
স্তেয় ও ব্রহ্মহত্যা পাপ সমস্তই বিনষ্ট হয়।
যে মৰ্ত্ত্য প্রথমে পাপ করিয়া পশ্চাৎ পাপ-
নিবৰ্ত্তন কীৰ্ত্তকস্থান কীৰ্ত্তন করে, অগ্নি দ্বারা
তুলরাশিবৎ তাহার সেই সমস্ত পাপ দহ
হইয়া যায়। যে বিপ্র। যাহার গৃহে পুস্তকে
লিখিত কীৰ্ত্তকচরিত বিরাজিত থাকে, যম-
কিকরগণ তাহার গৃহসমীপেও আগমন করে
না। জৈমিনি বলিলেন,—গুরো। কাহা-
দিগকে বৈকব বলে? তাহা বলুন; ইদানীং
তাহাদিগকে ও তাহাদিগের উত্তম মাহাত্ম্য
জানিতে বাসনা হইয়াছে, অতএব তাহা
বলুন। ব্যাস বলিলেন,—দ্বিজ! যে নর
বৈকবজনের পদজল মন্তকে ধারণপূর্বক
সেবা করে, তাহার তীর্থস্নানে প্রয়োজন কি?
দ্বিজ! যে জন কণ বা বার্ক্কণ কালও সাধু-
সঙ্গ করে, তাহার ব্রহ্মহত্যাপ্রমুখ পাপ
সকলও নষ্ট হয়। যে যে কূলে একজন

কূলং তস্ত যথা পাপৈর্ভুক্তং তন্নোক্তগামি বৈ
হিংসাদহকামক্রোধৈবর্জিতাশ্চৈব যে নরাঃ ।

লোভমোহপরিভ্যক্তা জ্ঞেয়াস্তে বৈকবা দ্বিজ

পিতৃভক্তা দয়াযুক্তাঃ সৰ্ব্বপ্রাণিহিতে রতাঃ ।

অমৎসরা বৈকবা যে বিজ্ঞেয়াঃ সত্যভাষিনী

বিপ্রভক্তিযুক্তা যে চ পরস্বীম্ নপুংসকাঃ ॥ ২২

গায়ন্তি হরিনামানি তুলসীমালাধারকাঃ ।

হর্য্যভূজসংলিলাঃ সিন্ধা বিজ্ঞেয়াস্তে চ বৈকবাঃ

শ্রোত্রযোৰ্ষন্তকে যেবাঃ তু পশ্চাৎ পশুভূতম্ ।

কণ্ঠিচন্দ্রভূতে বিপ্র বিজ্ঞেয়াস্তে চ বৈকবাঃ ॥ ২৩

পাশও সঙ্গরহিতা বিপ্রেষেববিবর্জিতাঃ ।

সিকেষুতুলসীঃ যে চ জাতব্যা বৈকবা নরাঃ ॥

পূজয়াস্ত হরিঃ যে চ তুলস্যাংচ দলৈদ্বিজ ।

কন্তাদানরতা যে চ যে বৈ হতিখিপূজকাঃ ॥ ২৪

শ্রদ্ধা বিকৃচরিতং বিজ্ঞেয়া বৈকবা নরাঃ ।

যত্র গোত্রো নৃপতিষ্ঠেচ্ছাঃ গ্রামাশিলাপি চ ॥ ২৫

মাত্রও বৈকব হয়, যদি তদীয় কূল পাপযুক্তও

হয়, তথাপি তাহা মোক্ষগামী হইয়া থাকে।

১১—১০। দ্বিজ! যাহারা হিংসা, দম্ভ, কাম ও

ক্রোধবর্জিত এবং লোভমোহপরিভ্যক্ত,

তাহারাই বৈকব বলিয়া জ্ঞেয়। যাহারা

পিতৃভক্ত, দয়াযুক্ত, সৰ্ব্বপ্রাণীহিতে রত,

অমৎসর, সত্যভাষী, বিপ্রভক্তিযুক্ত ও পর-

স্বীহিতে নপুংসক, তাহারা বৈকব বলিয়া

বিজ্ঞেয়। আর যাহারা হরিনাম গান করে,

তুলসীমালাধারী ও হরিচরণ-সংলিলা সিন্ধ

তাহারাও বৈকব বলিয়া বিজ্ঞেয়। বিপ্র!

যাহাদিগের কণ্ঠ বা মন্তকে উত্তম তুলসীপত্র

কদাচিত্ দৃষ্ট হয়, তাহারাও বৈকব বলিয়া

বিজ্ঞেয়। যাহা বা পাশও সঙ্গরহিত, বিপ্রেষে-

ববিবর্জিত এবং তুলসীরূপে জলসেক করে;

সেই নরগণও বৈকব বলিয়া জাতব্যা।

দ্বিজ! যাহারা তুলসীর দল দ্বারা হরিকে

পূজা করে, যাহারা কন্তাদানরত, যাহারা

অনিখিপূজক এবং যাহারা বিকৃচরিত শ্রবণ

করে, সেই নরগণ বৈকব বলিয়া বিজ্ঞেয়।

যাহার গৃহে শাল-গ্রামাশিলা নৃপতিষ্ঠিত

মার্জায়ন্তি হরেঃ স্থানং পিতৃযজ্ঞপ্রবর্তকাঃ ।

জনে দীনে দয়াযুক্তা বিজ্ঞেয়াস্তে চ বৈকবাঃ ॥

পরকং ত্রাণনদ্রব্যং পশুস্তি বিষবজ্জ য়ে ।

হরিনৈবেদ্যমশ্বস্তি বিজ্ঞেয়া বৈকবা জনাঃ ॥ ২০ ॥

বেদশাস্ত্রাহরজ্ঞা য়ে দীপং যচ্ছস্তি শ্রদ্ধয়া ।

পশুনিষ্ঠাঃ ন কুর্বন্তি বিজ্ঞেয়াস্তে চ বৈকবাঃ ॥

স্মৃত উবাচ ।

পুষ্টো জৈমিনিয়া বাস উত্কৃঃ স যথাক্রমম্

ময়েদং কথ্যতে ব্রহ্মণ যং প্রসঙ্গাদ্ভরোঃ শ্রুতম্

অধ্যায়ং শ্রদ্ধয়া যুক্তা য়ে শৃণুন্ত নরোত্তমাঃ ।

সর্বপাপবিনিমুক্তা য়ান্তি বিকোঃ পরং পদম্ ॥

ইতি শ্রীপাণ্ডে স্বর্গখণ্ডে কালকালত্রাণোপায়-

বর্ণনে চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

স্মৃত উবাচ ।

শৃণু শৌনক বক্ষ্যামি চাত্তবর্ণ্যং পুরাতনম্ ।

ব্যাসজৈমিনিসংবাদঃ শ্রোতৃণাং পাপনাশনম্ ॥ ১ ॥

আছে, যাঁহারা হরির স্থান মাজ্জন করে,

যাঁহারা পিতৃযজ্ঞপ্রবর্তক এবং দীন জনে

দয়াযুক্ত তাঁহারাও বৈকব বলিয়া বিজ্ঞেয় ।

যাঁহারা বেদশাস্ত্রে অহরজ্ঞ, শ্রদ্ধা সহকারে

হরিরূপে দীপ দান করে এবং পরানন্দা করে

না তাঁহারাও বৈকব বলিয়া বিজ্ঞেয় । স্মৃত

বলিলেন,—ব্যাস জৈমিনি কর্তৃক পুষ্ট হইয়া

যথাক্রমে ইহা কহিয়াছিলেন । হে ব্রহ্মণ !

আমি প্রসঙ্গক্রমে ইহা গুরুর নিকট যেমন

শুনিয়াছিলাম, তজ্জপ বললাম । যে

নরোত্তমগণ এই অধ্যায় শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শ্রবণ

করে, তাঁহারা সর্বপাপে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুর

সেই পরম পদ প্রাপ্ত হয় । ২১—৩২ ।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৪ ।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় ।

স্মৃত বলিলেন,—হে শৌনক ! তব,

ব্যাসজৈমিনিসংবাদ, শ্রোতৃগণের

জৈমিনিকবাচ ।

কর্ণণা ই গুরো কেন মন্দিরং জগতীপ ত্তম্ ।

যাতি তৎকথয়নাদা নবঃ পাপী চ মে প্রভো ॥

বাস উবাচ ।

শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে যো বৈ লেপনং কুরুতে নরঃ

সর্বপাপবিনিমুক্তো য়ান্তি হরেগৃহম্ ॥ ১ ॥

যশ্চাল্লেপনং কুখ্যাৎসংজ্ঞয়া শৃণু জৈমিনে

তস্তা পুণ্যমহং বচি মন্দিরে জগতীপতে ॥ ২ ॥

তত্র যাবান্ত পশুস্তি রজাংসি চ দ্বিজোত্তমা ।

তাবৎকলসহস্রাণি স বসে দ্বিমন্দিরে ॥ ৩ ॥

পুবাঙ্গদগুকে নাম্যা চৌরো লোকভয়প্রদাঃ ।

বন্ধস্বহারী মিত্রয়ো যুগে দ্বাপরসংজ্ঞকে ॥ ৪ ॥

অসত্যভারী ক্রুরশ্চ পরস্বীগমনে রতঃ ।

গোমাংসালী সুরাপশ্চ পাষণ্ডজনসঙ্গভাক্ ॥ ৫ ॥

কৃতিচ্ছেদী দ্বিজাতীনাং শাসাপহাবকস্তথা ।

শরণাগতহন্তা চ বেষ্ঠাবিভ্রমলোলুপঃ ॥ ৬ ॥

একদা স দ্বিজশ্রেষ্ঠ কশ্যাপদ্বিমন্দিরম্ ।

জগাম হননার্থায় বিকোজ্যবান্ স্মৃঢ়ধীঃ ॥ ৭ ॥

পাপনাশন, অতঃ একটি পুরাতন ধন্য বলি-

তেছি । জৈমিনি বলিলেন,—হে প্রভো

গুরো ! পাপী নর কোন কর্ম দ্বারা জগৎ-

পতির মন্দিরে যাইতে পারে ? অদ্য তাহা

বলুন । বাস বলিলেন,—যে নর শ্রীকৃষ্ণ-

মন্দির লেপন করে, সে সর্বপাপে মুক্ত হইয়া

অন্তে হরিরূপে গমন করে । হে জৈমিনে !

তুমি সাবধানে শ্রবণ কর । যে জন জগতী-

পতির মন্দিরে অল্লেপন করে, আমি

তাঁহার পুণ্য বলেহেছি । হে দ্বিজোত্তম !

সেখানে যতগুলি ধূলি দৃষ্ট হয়, সে তাবৎ

সহস্র কল বিষ্ণুমন্দিরে বাস করে । পুর্বা-

কালে দ্বাপরযুগে দণ্ডক নামে লোকভয়প্র-

দ এক চোর ছিল ; সে বন্ধস্বহারী, মিত্র,

অসত্যভারী, ক্রুর, পরস্বীগমনে রত, গো-

মাংসালী, সুরাপ, পাষণ্ডজনসঙ্গকারী, কৃতি-

চ্ছেদী (অকৃতজ্ঞ), দ্বিজাতিদগ্ধেরও

শাসাপহারী, শরণাগতহন্তা ও বেষ্ঠাবিভ্র-

লোলুপ ছিল । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! একদা সেই

অথ দ্বারি প্রবিশ্বাশবত্ৰিকর্দমসংযুতম্ ।
 প্রোজ রয়াস বৈ নিরে ভূমৌ দেবগুহ্য ৫ ।
 তেনৈব কর্ণণা ভূমিনিরজিতা বভূব হ ।
 লোহন্ত ৫ শলাকাভ্যামুদ্যাট্য-স রহো মুলা ।
 প্রবিবেশ হরের্গেহং বিতানবরশোভিতম্ ।
 রত্নকাঞ্চনদীপালি-পরিধ্বস্তমহস্তমম্ ॥ ১২
 নানাপুষ্পশৃঙ্গাঢ্যঃ নানাপত্রসমাকুলম্ ।
 সুবাসিতস্ত তৈলন্ত গন্ধেন পরিপূরিতম্ ॥ ১৩
 অনেন হারকেশাং পর্ধাক্তে স্তমনোহরে ।
 শাখিতো রাধয়া সার্কঃ দৃষ্টঃ পীতাধরোহচ্যুতঃ ।
 প্রণম্য রাধিকানাথঃ নিষ্পাপঃ সোহভবতুলা ।
 নেম্যাম্যথ ন নেম্যামি অনেন কিং ভবেয়ম ॥
 সেবাং কর্তুমশক্তোহহং যতচৌরোহশ্মিসর্বদা
 দ্রব্যোণ কার্যমস্তীতি তদ্রেতৎ কৃতবান্মনঃ ॥ ১৬
 পাতন্বিহাংগুকং ভূমৌ কৌশেয়ং কমলাপতেঃ ।

সুমুঢ়ৌ কোনও বিষ্ণুমন্দিরে বিষ্ণুর দ্রব্য চুরি
 করিবার জন্য গমন করিল। সে সেই মন্দিরের
 দ্বারদেশে প্রবেশপূর্বক সেই দেবগুহের
 ভূমিতে নিজ পদসংলগ্ন কর্দম পুঁছিল।
 ১—১০। তাহার সেই কয়েই সেই ভূমি
 কিকিং পবিত্রত লিপ্ত হইল দণ্ডক তখন
 হুইটী লোহশলাকা দ্বারা নিঃশব্দে অক্রেপে
 দ্বার উদঘাটন করিয়া যাহা উৎকৃষ্ট বিতানে
 শোভিত, রত্ন কাঞ্চন দীপমালা দ্বারা যাহার
 তমোরশি নিগীত, সুবাসিত তৈলের গন্ধে
 পরিপূরিত, পুষ্পশৃঙ্গাঢ্য, নানা পত্রে সমাকুল
 এমন সেই হরিগৃহে প্রবিষ্ট হইল। তার
 পর সেই চোর দেখিল, স্তমনোহর পর্ধাক্তে
 রাধার সহিত অচ্যুত পীতাধর শাখিত রহিয়া-
 ছেন। তখন সে সেই রাধিকানাথকে প্রণাম
 করিয়া নিষ্পাপ হইল। তাবিল, ইহাকে
 লইয়া যাইব কি না? ইহা দ্বারা আমার
 কি হইবে? আমি সর্বদাই চৌর্য্য কার্য্যে
 ব্যস্ত, সুতরাং আমি ইহার সেবা করিতে
 অশক্ত। দ্রব্য দ্বারা আমার প্রয়োজ-
 আছে; ইহা তাবিয়া সে সেই দ্রব্যাদি লই-
 তেই মন করিল। সে কমলাপতির কৌশেয়

ববস্ত বস্ত্রজাতক পাণৌ কুহা স কম্পিতঃ ॥ ১৭
 বিকোর্মিয়াপতেচ্চাখ দ্বানি সর্বাণি জৈমিনে ।
 কুহা শব্দং শূষোরক পতিতান্থত্ব তুর্ভলে ॥ ১৮
 পরিভ্রাজ্যাত্ত নিজাক ধাবন্ত ইতি কিমহো ।
 আগতা বহনো লোকাচৌরো দ্রব্যঃ জবেন চ
 ত্যাক্য ধনক চৌরোহপি তন্তঃ কিঞ্চিজগাধ হ
 দংশিতঃ কালসর্পেণ যতোহসৌ গত-

কিঞ্চিৎ ॥ ২০

যমাজয়া তন্ত দূতাঃ পাশমুদগরপাণয়ঃ ।
 আগতান্তঃ সমানন্তঃ দংশিত্বচর্শ্ববাসসঃ ॥ ২১
 ববন্ধুচর্শ্বপাশেন নিষ্ঠাভূর্গমবর্জনা ।
 দৃষ্টা তং শমনঃ ক্রুদ্ধঃ পত্রচ্চ সচিবঃ প্রতি ॥ ২২
 যম উবাচ ।

অনেন কিং কৃতং কর্ম পাশং বা পুণ্যমেব বা
 সমূলং বদ হে প্রাজ চিত্রগুপ্ত মমাগ্রতঃ ॥ ২৩
 চিত্রগুপ্ত উবাচ ।

সৃষ্টানি যানি পাপানি বিধাতা পৃথিবীতলে ।

অংগুক ভূমিতে পাতিয়া তজ্জাত বস্ত্রজাত
 বস্ত্রন করত হাতে লইয়া কম্পিত হইল।
 জৈমিনে! মায়াপতি বিষ্ণুর সেই সকল দ্রব্য
 তখন শূষোর শব্দ সহকারে ভূতলে পতিত
 হইল। সেই শব্দে নিজা পরিভ্রাজ্যপূর্বক
 বহু বহু ব্যক্তি ধাবিত হইয়া দ্বারায় তথ্য
 আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন সেই গত
 কিঞ্চিৎ চোর জাস বণতঃ দ্রব্য ধন-পরিভ্রাণ
 পূর্বক সবেগে কিছুদূর যাইয়াই কালসর্প-
 দংশনে মৃত হইল। ১১—২০। পরে যমের
 আজায় তদীয় পাশ-মুদগর-পাণি, দংশী,
 চর্শ্বপরিধান দূতগণ তাসকে লইয়া যাইবার
 গুহ্য সমাগত হইল। তাহার চর্শ্বপাশ দ্বারা
 বন্ধন করিয়া হুর্গম পথে তাহাকে লইয়া
 গেল। যম তাহাকে দেখিয়া সক্রোধে সচিব
 চিত্রগুপ্তের প্রতি জিজ্ঞাসা করিলেন। যম
 বলিলেন,—হে প্রাজ চিত্রগুপ্ত! এ ব্যক্তি কি
 পাপ কর্ম বা কি পুণ্য কর্ম করিয়াছে? আমার
 কাছে তাহা আদ্রুলত বল। চিত্রগুপ্ত বলি-
 লেন,—বিধাতা পৃথিবীতলে যাহা কিছু পাপ

কৃতান্ত্রনেন যুটেন সত্যমেত্তম্ময়োদিতম্ ॥ ২৪ ॥
কিঙ্কাকণ্ঠলোকেশ সুরতকান্ত বর্জতে ।

মন্ত্বেহং যমুনাক্রমঃ সর্গশাপবিলোপি তৎ ॥

ধর্মরাজ উবাচ ।

কিং পুণ্যং বর্জতেহমাত্য বদ সর্গঃ মমাস্তিকে
ঋষৈবং তদ্বিধাত্মামি যত্র যোগো ভবেদসৌ
যমস্ত বচনং ঋষা সত্যায়ং চিত্তগুপ্তকঃ ।

কৃষা হস্তাঞ্জলিঃ প্রাহ চান্মনঃ স্বামিনে দ্বিজ ॥

চিত্তগুপ্ত উবাচ ।

হরণার্থং হরেক্ষব্যং গতোহসৌ পাপিনাং বরঃ
প্রোক্তবিত্ত কৰ্ম্মমো রাজন্ পাদয়োদ্ধারতো

হরেঃ ॥ ২৮

বকুবলিগুণা সা ভূমিবিলজ্জিবিবর্জিতা ॥ ২৯ ॥
তেন পুণ্যপ্রভাবেণ নির্গতং পাতকং মহৎ ॥

বৈকুণ্ঠঃ প্রতি যোগোহসৌ নির্গতস্তব দণ্ডতঃ

বাস উবাচ ।

ঋষা স বচনং তস্ত পীঠং কনকনির্ম্মিতম্ ।

সৃষ্টি করিয়াছেন, এই যুট তৎসমস্তই করি-
য়াছে। আমি ইহা সত্য বলিতেছি। কিন্তু
হে লোকেশ! অবগণ করুন। ইহার পুণ্যও
আছে। হে যমুনাক্রমঃ। আমার মনে
হয়, তাহা ইহার সর্গশাপবিলোপী। ধর্মরাজ
বলিলেন,—হে অমাত্য! বর্জ পুণ্য আছে?
ঋষা আশীর নিকটে সমস্ত বল। আমি
তাহা শুনিয়া এ যেখানে বাসের যোগ্য, তাহা
বিধান করিব। হে দ্বিজ! চিত্তগুপ্ত সত্য-
মধ্যে যমের এই বাক্য শুনিয়া কৃতান্ত্রলি
হইয়া নিজ-প্রভুকে প্রত্যুত্তর করিলেন।
চিত্তগুপ্ত বলিলেন,—এই পাপপ্রবর হরির
অব্য হরণার্থে গিয়াছিল; রাজন্! সেখানে
হরির দ্বারদেশে পদযয়ের কৰ্ম্ম পুঁছিয়াছিল।
তাহাতে সেই ভূমি লিপ্ত হইল,—গর্ভ-
জিহ্বাদিবর্জিত হইল! যেই পুণ্যপ্রভাবে
ইহার মহৎ পাতক দূরীকৃত হইয়াছে। এ
এখন আপনার দণ্ডের বহির্ভূত, বৈকুণ্ঠে
বাসের যোগ্য হইয়াছে। ২৯—৩০। ব্যাস
বলিলেন,—ধর্মরাজ চিত্তগুপ্তের বচন অবগণ

দদৌ তস্মৈ চোপবিষ্টস্তত্র পূজ্যো যমেন সঃ
ননাম শিরসা তং বৈ প্রোবাচ বিনয়ান্নিঃ ॥ ৩২ ॥
যম উবাচ ।

পবিত্রঃ মন্দিরঃ মেহদ্য পাদয়োস্তদ্ধি রেণুতিঃ
কৃতার্থোহস্মি কৃতার্থোহস্মি কৃতার্থোহস্মি ন

সংস্রঃ ॥ ৩৩

ইদানীং গচ্ছ ভোঃ সাধো হরেক্ষন্দ্রিয়মুত্তমম্ ।

নানাতোগসমায়ুক্তং জন্মমৃত্যুনিবারণম্ ॥ ৩৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যান্তা ধর্মরাজোহসৌ স্তম্ভনে স্বর্ণনির্ম্মিতে ।

রাজহংসযুতে দিব্যো তমারোপ্য গঠৈনসম্ ॥

সমস্তসুখদং স্থানং প্রেষয়ামাস চক্রিণঃ ।

এবং প্রবিষ্টো বৈকুণ্ঠে তত্র তস্থৌ সুখং চিরম্

লেপনং যে প্রকুর্বন্তি ভক্ত্যা তু হরিমন্দিরে ।

তেষাং কিং বা ভবিষ্যন্তি ন জানেহং

দ্বিজোত্তম ॥ ৩৭

য ইদং শৃণুযাত্ত্ব্য পঠেদম্যো বা সমাহিতঃ ।

কোটিজন্মজিতং পাপং নশ্ততে ন চ সংস্রঃ ॥

ইতি শ্রীপদ্মে স্বর্গধর্মে হারমন্দিরলেপনমাধ্যম্য-
বর্ণনং নাম পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

করিয়া সেই দণ্ডকে কনকনির্ম্মিত আসন
প্রদান করিলেন। দণ্ডক সেই আসনে
উপবেশন করিয়া যম কর্তৃক পূজিত হইল।
যম মন্তক দ্বারা প্রণামপূর্ব্বক তাহাকে সবি-
নয়ে বলিলেন,—অদ্য আমার মন্দির আপ-
নার পদযুগ্মে দ্বারা পবিত্র হইল, আমি
কৃতার্থ হইলাম, আমি কৃতার্থ হইলাম, আমি
কৃতার্থ হইলাম। ইদানীং আপনি নানাতোগ-
সমবিত, জন্ম-মৃত্যুনিবারণ, উত্তম, হরিমন্দিরে
গমন করুন। ব্যাস বলিলেন,—সেই ধর্ম-
রাজ এই বলিয়া সেই গঠৈনসম (নিম্পাণ)
দণ্ডকে স্বর্ণনির্ম্মিত স্তম্ভনে আরোপণ
করিয়া চক্রীর সেই সমস্ত সুখদ স্থানে প্রেষণ
করিলেন। সে এই ভাবে বৈকুণ্ঠে প্রবিষ্ট
হইয়া সেখানে চিরকাল সুখে বাস করিতে
লাগিল। হে দ্বিজোত্তম! ব্যাসের ভক্তি
সহকারে হরিমন্দিরলেপন করে, তাহাদিগকে

ষট্ ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

শৌনক উবাচ ।

কার্তিকশ্চ চ মাহাত্ম্যং ক্রুহি সূত মমাপ্রভঃ ।

তদ্ব্রতস্ত কলং কিং বা দোষঃ কিং তদকুর্ততঃ

সূত উবাচ ।

পুষ্টৈকদা মুনিশ্রেষ্ঠ ব্যাসং সত্যবতীশুতম্ ।

জৈমিনিঃ পৃষ্ঠবানন্তদারম্ভে কথিতং মুনিঃ ॥ ২

ব্যাস উবাচ ।

মৎস্তং তৈলং মৈথুনং যঃ শুভদে কৰ্ত্তিকে

তাজেৎ ।

বহুজয়করুতৈঃ পাপৈর্গুক্তো যাতি হরের্গৃহম্ ॥ ৩

মৎস্তকং মৈথুনং যো বৈ কার্তিকে ন পরিতাজেৎ

প্রতিজয়নি সমুচ্চঃ শূকরশ্চ তবৈদ্রব্যম্ ॥ ৪

কার্তিকে তুলসীপত্রৈঃ পূজয়েদে জনাঙ্গিনম্ ।

পত্রে পত্রেহম্বশেষং কলং প্রাপ্নোতি মানবঃ

যে কোন গতি হইবে, আমি তাহা জানি না ।

ভক্তি সহকারে ইহা যে শ্রবণ করে বা পাঠ করে, তাহার কোটিজন্মার্জিত পাপ নষ্ট হয়, সংশয় নাই । ৩১—৩৮ ।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৫ ।

ষট্ ত্রিংশ অধ্যায় ।

শৌনক কহিলেন,—সূত ! আমার

অগ্রে কার্তিক ব্রতের মহাত্মা বল । সে

ব্রতের কি ফল ? না করলেই বা দোষ

কি ? সূত বলিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ ! পূর্বে

একদা সত্যবতীশুত ব্যাসকে জৈমিনি ইহা

প্রশ্ন করিয়াছিলেন । তদন্তরে মুনিবর ব্যাস

বলিলেন,—শুভদ কার্তিক মাসে যে জন

মৎস্ত, তৈল ও মৈথুন ত্যাগ করে, সে বহু-

জয়কর প্রাপে মুক্ত হইয়া হরির গৃহে গমন

করুক । যে নর কার্তিক মাসে মৎস্ত ও

মৈথুন পরিত্যাগ না করে, সে নিশ্চয় প্রতি-

জন্মে সমুচ্চ (অজান—হাবয়াদি) ও শূকর

হয় । ১ মানব কার্তিক মাসে তুলসীপত্র দ্বারা

কার্তিকে মুনিপুত্রেণ পূজয়েদম্বদ্রবম্ ।

দেবানাং তুল্যতঃ মোক্ষপ্রাপ্তোতি কৃপয়া হরেঃ

কার্তিকে মুনিশাকং বৈ যোহহ্মাতি চ নরোত্তমঃ

সংবৎসরকৃতং পাপং কণ্ঠেনৈকেন নশ্রুতি ॥ ৭

কলং তস্ত নয়োহহ্মাতি চোজ্জে যো বৈ

হরিপ্রিয়ে ।

প্রদায় তু হরের্ব্রহ্মান বুজিনং কোটিজন্মজম্ ॥ ৮

সুবসং সর্পিষা যুক্তং দদাদ্যো হরয়েহপি চ ।

সক্ষপাপৈবিনির্মুক্তঃ স গচ্ছেককরিমালদ্রম্ ॥ ৯

কার্তিকে যো নরো দদ্যাদেকং পদ্মং হর্যাবপি

অন্তে বিষ্ণুপদং গচ্ছেৎসক্ষপাপবিবর্জিতঃ ॥ ১০

প্রাতঃস্নানংনরো যো বৈ কার্তিকে ত্রিহরিপ্রিয়ে

করোতি সক্ষতীর্থেষু যৎ স্নাত্ব তৎকলং লভেৎ

কার্তিকে যো নরো দদ্যাদ্যপ্রদীপং নভসি বিজ

বিপ্রহত্যাাদিভিঃ পাপৈর্গুক্তো গচ্ছেককরের্গৃহম্

মুহূর্তমপি যো দদ্যাদ্যকার্তিকে ত্রীতয়ে হরেঃ ।

জনাঙ্গিনকে পূজা করিলে পত্রে পত্রে অব-

শেষের কল প্রাপ্ত হয় । কার্তিক মাসে যে

মানব মুনিপুত্র (বক পুত্র) দ্বারা জনাঙ্গিনকে

পূজা করে, সে হরির রূপায় দেবগণেরও

তুল্য মোক্ষ প্রাপ্ত হয় । যে নরোত্তম

কার্তিক মাসে মুনিশাক ভক্ষণ করে, তাহার

সংবৎসরকৃত পাপ কল মাত্রে নষ্ট হয় ।

ব্রহ্মান । হরিপ্রিয় কার্তিক মাসে যদি তাহার

কল হরিকে প্রদানপূর্ব্বক ভক্ষণ করে, তবে

কোটিজন্ম পাপ হইতে মুক্ত হয় । যে জন

সর্পিঃসংযুক্ত সুবস হরিকে দান করে, সে

সক্ষপাপে মুক্ত হইয়া হরিমন্দিরে গমন করে ।

যে নর কার্তিক মাসে একদীয়াত্র পদ্মও দান

করে, সে পাপবিবর্জিত হইয়া অস্ত্রে বিষ্ণু-

পদে গমন করে । ১—১০ । যে নর হরি-

প্রিয় কার্তিক মাসে প্রাতঃস্নান করে, সে

সক্ষতীর্থে স্নান করিলে যে কল, সেই কল

পায় । বিজ ! যে নর কার্তিকে নভো-

যন্তলে দীপ দান করে, সে ব্রহ্মহত্যা

পাপে মুক্ত হইয়া হরিগৃহে গমন করে ।

বিপ্রহত্যা কার্তিকে হরির ঐতিহাসিক

দীপং নভসি বিপ্রেক্ষ্য তস্মিন্ভ্যঃ সদা হরিঃ ।
যো দদ্যাক্ষং গৃহে দীপং কৃক্সত সন্তুতঃ দ্বিজ ।
কার্ত্তিকে চান্বমেধন্ত্য কলঃ স্তত্বে দিনে দিনে
• প্রদীপস্ত চ মাহাত্ম্যং বিশেষমুচ্যতে যথা ।
নিশাময় দ্বিজশ্রেষ্ঠ সেতিহাসং সমাহিতঃ ॥ ১৫
পূৰ্ব্বং জ্যোত্সুগে বিপ্রো বৈকুণ্ঠো নামতঃ শুচিঃ
যন্ত সঙ্গপ্রভাবেণ যুক্তো ভবতি পাতকী ॥ ১৬
একদা কার্ত্তিকে সৌহপি প্রদীপং পুরতো হরেঃ
দক্ষা গৃহং গতৌ বিপ্রৌ যুতপূৰ্ণঃ দ্বিজবৃত ॥ ১৭
সর্পিভ্যং খাদিতুঞ্চাখুরাগতোহপি প্রদীপতঃ ।
যাবৎখাদিতুমারেতে বোধিতোহসৌ প্রদীপকঃ
যুবকোহগ্নিভয়াস্তজ্ঞ বেগেনাপি পলায়িতঃ ॥ ১৮
আখোশ স্কলং পাপং বিনষ্টং কৃপয়া হরেঃ ।
সর্পেণ দংশিতচাখুঃ প্রাণত্যাগং চকার হ ॥ ২০
ততো যমাক্ষয়া দূতাঃ পাশমুদগরপাণযঃ ।
আগতাস্তং সমানেতুং ববন্ধুস্তম্ররজ্জ্বতিঃ ॥ ২১

যে নর মুহূর্ত্ত মাত্রও দীপ দান করে,
হরি তাহার প্রতি সদা তুষ্ট থাকেন ।
দ্বিজ! যে জন কার্ত্তিকে কৃষ্ণের গৃহে সন্তুত
দীপ দান করে, তাহার দিনে দিনে অশ্ব-
মেধের কল হয়। আমি প্রদীপমাহাত্ম্য
ইতিহাসের সহিত বিশেষরূপে বলিতেছি ।
• দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তুমি সমাহিত হইয়া শ্রবণ কর ।
পূৰ্ব্বকালে ত্রোতাযুগে, যাহার সঙ্গপ্রভাবে
পাতকী ব্যক্তিও যুক্ত হইতে পারে, বৈকুণ্ঠ
নামে এমন এক শুচি দ্বিজ বাস করিতেন ।
সেই দ্বিজবৃত একদা কার্ত্তিক মাসে হরির
পুরোভাগে যুতপূৰ্ণ দীপ দান করিয়া গৃহে
গমন করিলেন । সেই প্রদীপের যুত খাইবার
জন্ত এক মুষিক আসিল, সে যুত খাইতে
আরম্ভ করিলে প্রদীপ একটু উজ্জ্বল হইল ;
অমনি সে অগ্নিভয়ে বেগে পলায়ন করিল ।
হরির কৃপায় সেই আখুর সঙ্গপাপ বিনষ্ট
হইল । আখু সর্প কর্ত্তক দংশিত হইয়া প্রাণ
ত্যাগ করিল । ১১—২০ । তারপর যমের
আজ্ঞায় ভদ্রীয়, পাশ-মুদগরপাণি দূতগণ
তাহাকে লইয়া যাইবার জন্ত আসিল ;

যাবন্তেতুং মনশ্চকুঃ শম্ভ্যচক্ষুগদাধরাঃ
আগতা গরুড়াকৃতা বিষ্ণুদূতাস্ততুর্ভুজাঃ ॥ ২২
বিমানং গগনে চৈব রাজহংসযুতং শুভম্ ।
নিশ্চিন্তং কনকৈকঃ শুক্লৈকঃ কামগঃ কৃপয়া হরেঃ ॥
পাণং ছিত্বা ততো দূতাঃ প্রোচুস্তে যমকিঙ্কর-
বিষ্ণুভক্তোহপাসৌ মূঢ়া বার্থন্ত বন্ধনং কৃতম্ ।
গচ্ছস্বঃ শমনপ্রেময়া যদি বাঞ্ছান্তি জীবিতুম্ ॥
জ্ঞয়া প্রকম্পিতাস্তে বৈ পৃচ্ছন্তি বিনয়াধিতাঃ
কেন পুণ্যপ্রভাবেন যুযাতিনীয়েত পুরম্ ।
অসৌ বিকোর্মধাপাপী যুয তদ্বক্তুমহিষ ॥ ২৬
বিষ্ণুদূতা উচুঃ ।
পুরতো বাসুদেবস্ত প্রদীপবোধনং কৃতম্ ।
তেনৈব কশ্মণা দূতা নয়ামৌ বিষ্ণুমন্দিরম্ ॥ ২৭
অনিচ্ছয়াপি যঃ কুধ্যাঙ্ককোদীপস্ত বোধনম্ ।
কোটিজন্মজিতং পাপং ত্যক্তা যতি
হরেগৃহম্ ॥ ২৮

তাহারা রজ্জ্বনিচয় দ্বারা বন্ধনপূৰ্ব্বক যেমন
লইয়া যাইতে মন করিল, অমনি শম্ভ্য-চক্ষু-
গদাধর গরুড়াকৃতি চতুর্ভুজ বিষ্ণু-দূতগণ আগ-
মন করিল । আর হরির কৃপায় গগনে রাজ-
হংসযুত শুক্ল কনকনির্ম্মিত কামগ একখানি
বিমানও আসিয়া উপস্থিত হইল । পরে
সেই দূতগণ পাপ ছিন্ন করিয়া যমকিঙ্কর-
গণকে কহিল, মূঢ়গণ! এ বিষ্ণুভক্ত; ইহাকে
যুথ বন্ধন করিয়াছ। হে শমনপ্রেম্য স্কল!
তোমাদের যদি জীবিত বাঞ্ছা থাকে, তবে
গমন কর। এই কথা শুনিয়া যমদূতগণ
প্রকম্পিত কায়ে সর্বনয়ে জিজ্ঞাসা করিল,—
তোমরা ইহাকে কোন্ পুণ্যপ্রভাবে বিষ্ণু-
পুরে লইয়া যাইতেছ? এ মণাপাপী; অত-
এব তোমাদের তাহা বলা কর্তব্য। বিষ্ণু-
দূতগণ বলিল,—দূতগণ! এ বাসুদেবের
পুরোভাগে প্রদীপ বোধন (উকিয়ে দেওয়া)
করিয়াছে; সেই কশ্ম বশতই ইহাকে বিষ্ণু-
মন্দিরে লইয়া যাইতেছি। যে অনিচ্ছায়
বিষ্ণুর দীপের বোধন করে, সে কোটি-
জন্মজিত পাপ পরিহার করত হরির গৃহে

ভক্ত্যা প্রদীপঃ যো দদ্যাৎকার্তিকে তু
হরদিনে ।

তত্ত্ব পুণ্য সমাখ্যাতু ন শক্যে হরিণা বিনা
স্বতপূর্ণপ্রদীপঃ যো ভক্ত্যা দদ্যাকুরেণু হে ।
অশ্বমেধসহস্রেন তত্ত্ব কিংবা প্রয়োজনম্ ॥ ৩০
অশ্বমেধপ্রকর্তা যঃ স্বর্গঃ যাতি হরদিনে ।
কার্তিকে দীপদাতা চ স গচ্ছেকুরিমন্দিরম্ ॥ ৩১
বাস উবাচ ।

ইতি শ্রুত্বা ততো দূতা গতাশ্চে বৈ যথাগতাঃ
বিকূত্বা রথে কুত্বা গতান্তঃ বিকুমন্দিরম্ ॥ ৩২
বিকুমন্দিরাদেবাস্তা মনস্তরশতঃ গতম্ ।
ততো মর্ত্যে রাজকন্তা বভূব কুপয়া হরেঃ ॥ ৩৩
পুত্রপৌত্রসমায়ুক্তা চিরং ভোগং চকার সা ।
ইতঃ পুনর্গতা সা তু গোলোকঃ হরিসেবয়া ॥ ৩৪
স্বত উবাচ ।

ভক্ত্যা শূণ্যোতি যো মর্ত্যো দীপমাহাশ্রয়নুত্তমম্
সরূপার্ণবিন্মুক্তঃ স যাতি বিকুমন্দিরম্ ॥ ৩৫
ইতি শ্রীপাদো স্বর্গধনুঃ দীপদানমাহাশ্রয়ঃ
নাম ষট্‌ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

যায় । কার্তিক মাসে হরির দিনে (একা-
দশীতে) যে ভক্তি সহকারে প্রদীপ দান
করে তাহার পুণ্য আখ্যান করিতে হরি
ভিন্ন আর কেহই সমর্থ নহে । যেজন হরির
গৃহে ভক্তিপূর্বক স্বতপূর্ণ দীপ দান করে,
তাহার সহস্র অশ্বমেবেই বা কি প্রয়োজন ?
২১—৩০ । অশ্বমেধকর্তা স্বর্গে (: লোকে)
গমন করে, কিন্তু কার্তিকে দীপদাতা হরি-
মন্দিরে বৈকুণ্ঠে গমন করে । বাস বলি-
লেন,—তারপর ইহা শুনিয়া সেই দূতগণ
যথাগত হইল ; বিকূত্বগণ তাহাকে রথে
লইয়া বিকুমন্দিরে গমন করিল । তাহার
শত মনস্তর কাল বিকুমন্দিরধানেই কাটিল ।
তারপর হরির রূপায় সে মর্ত্যভূমে রাজকন্তা
হইয়া জন্মিল । সে পুত্র-পৌত্রে সমায়ুক্ত
হইয়া চিরকাল সুখ ভোগ করিল । শেষে
সে হরিসেবা-মাহাশ্রয়ে ইন্দ্রলোক হইতে
গোলোকে গমন করিল । স্বত বলিলেন,—

সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

শোনক উবাচ ।

জয়ন্ত্যাঃ স্তত মাহাশ্রয়াকদা সা ক্রিয়তে জনৈঃ
কথয়ন্ত মম ত্বং বৈ যতঃ সংসারশোষণম্ ॥ ১

স্বত উবাচ ।

শুণ বিপ্র প্রবক্ষ্যামি যৎপুটো মুনিসত্তম ।
পুরা ব্রহ্মা নারদেন পৃষ্ট এতৎসুরালয়ে ॥ ২

নারদ উবাচ ।

জয়ন্ত্যাশ্চৈব মাহাশ্রয়ঃ কথয়ন্ত পিতামহ ।
যজ্ঞস্বাহাঃ গমিষ্যামি তদ্বিক্রোঃ পরম্নাঃ পদম্ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

শৃণুহাবহিতো বিপ্র তবাগ্রে কথয়াম্যহম্ ।
জয়ন্ত্যা উপবাসেন বিকুলোকে স গচ্ছতি ॥ ৩
স্বরশাংকীর্তনাংপাং সপ্তজয়াজ্জিতং যুনে ।
জয়ন্তী দহতে চৈব কিং পুনঃ সোপবাসকুৎ ॥ ৪

যে মর্ত্য উত্তম দীপমাহাশ্রয় শ্রবণ করে, সে
সরূপাপে বিনির্মুক্ত হইয়া বিকুমন্দিরে গমন
করে । ৩১—৩৪ ।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় ।

শোনক বলিলেন,—স্বত ! তুমি আমার
নিকটে জয়ন্তীর মাহাশ্রয়, এবং জনগণ কখন
উঠা করে, তাহাও বল । যে হেতু উহা
সংসারশোষণ । স্বত বলিলেন,—হে বিপ্র !
আমি বলিতেছি শুন । মুনিসত্তম ! তুমি
যাহা জিজ্ঞাসা করিলে ইহাই পুরাকালে
সুরালয়ে নারদ ব্রহ্মাকেও প্রশ্ন করিয়া-
ছিলেন । নারদ বলিলেন,—হে পিতামহ !
যাহা শুনিয়া আমি বিকুল সেই পঃমপদে
হাইতে পারি, আপনি সেই জয়ন্তীর মাহাশ্রয়
আমাকে বলুন । ব্রহ্মা বলিলেন,—বিপ্র !
অবহিত হইয়া শ্রবণ কর ; আমি তোমার
অগ্রে বর্ণিতেছি । জয়ন্তীর উপবাস করিলে,
সে বিকুলোকে যায় । যুনে ! জয়ন্তীর স্বরূপে

জন্মাস্তমী চ নবমী চৈত্রে মাসি সিংহা শুভা ।
 কুব্জ চতুর্দশী কুন্তে মেঘে শুক্লা চতুর্দশী ॥ ৬
 হর্গাষ্টম্যাষ্টমি শুক্লা দ্বাদশী অবগাথিতা ।
 মহাপূণ্যা চ শুভদা জয়ন্তাঃ যট্প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৭
 কুব্জজন্মাস্তমী পূর্বা প্রসিদ্ধা পাপনাশিনী ।
 ক্রতুকোটিসমা হেযা তীর্থানামমুতৈঃ সমা ॥ ৮
 অষ্টাপদসহস্রং যো দদাতি দিনে দিনে ।
 তৎকলং সমবাপ্রোতি জয়ন্তাঃ সমুপোষণে ॥ ৯
 হেমভারসহস্রং কুরুক্ষেত্রে রবিগ্রহে ।
 তৎকলং সমবাপ্রোতি জয়ন্তাঃ সমুপোষণে ॥ ১০
 কুব্জজিনসহস্রাণি তিলধেহুশতানি চ ।
 তৎকলং সমবাপ্রোতি জয়ন্তাঃ সমুপোষণে ॥ ১১
 সসাগর্যামিমাং পৃথ্বীং দহা যন্তভতে কলম্ ।
 কন্তাকোটিসহস্রাণাং দানে ভবতি যৎকলম্ ।
 তৎকলং সমবাপ্রোতি জয়ন্তাঃ সমুপোষণে ॥ ১২
 বাপীকুপতভাগাদি কর্তব্যং দেবতালয়ে ।
 তৎকলং সমবাপ্রোতি জয়ন্তাঃ সমুপোষণে ॥ ১৩

কীর্তনে সপ্তজন্মাজিত পাপ নষ্ট হয় ;
 উপবাসক্লং মানবের কথা আর কি বলিব ?
 জন্মাস্তমী, চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে শুভা নবমী,
 কান্তন মাসে কুব্জা চতুর্দশী, বৈশাখ মাসে
 শুক্লা চতুর্দশী, আশ্বিনে হর্গাষ্টমী, অবগাথিতা
 শুক্লা দ্বাদশী, এই ছয়টি জয়ন্তী মহাপূণ্যা,
 শুভা বলিয়া প্রকীর্তিত হয়। (তন্মধ্যে)
 কুব্জজন্মাস্তমীই বিশেষ প্রসিদ্ধা পাপনাশিনী ।
 বক্তব্যঃ ইহা ক্রতুকোটিসমা,—অমৃততীর্থ
 তুল্য। দিনে দিনে অষ্টাপদ-সহস্র দান
 করিলে, যে কল, জয়ন্তী উপবাসে সেই কল
 হয়। কুরুক্ষেত্রে রবিগ্রহে (সূর্য্য গ্রহণে)
 হেমভারসহস্র দান করিলে যে কল, জয়ন্তী
 উপবাসেও সেই কল। —১০। সহস্র
 কুব্জজিন ওঁ শত তিলধেহ দানে যে কল,
 জয়ন্তী-উপবাসে সেই কল হয় ; এই সস-
 গরা পৃথ্বী দান করিলে যে কল লাভ করিতে
 পারে, সহস্রকোটি কন্তা দানে যে কল,
 জয়ন্তী উপবাসে সেই কলই লাভ হয় ।
 দেবতালয়ে কর্তব্য বাপী-কুপ-ভাগাদি

মীতা পত্রোত্তরুণাক ভক্তিবৃত্তং কবোতি যঃ ।
 তৎকলং সমবাপ্রোতি জয়ন্তাঃ সমুপোষণে ॥
 আপদাং হরণার্থায় তীর্থসেবাকৃতান্নমাম্ ।
 সত্যব্রতানাং যৎপুণ্যং জয়ন্তাঃ সমুপোষণে ॥
 গজায়ান্ নন্দদায়ান্ যৎপুণ্যং সার্বভৌম জলে ॥
 স্নানং পুণ্যমবাপ্রোতি জয়ন্তাঃ সমুপোষণে ॥
 যৎপুণ্যং শ্রাদ্ধকর্তৃণাং পিতৃণামিন্দ্রসজ্জয়ে ।
 তৎকলং সমবাপ্রোতি জয়ন্তাঃ সমুপোষণে ॥
 নারদ উবাচ ।
 কেন কেন কৃত্য পুণ্যং কথয়ত পিতামহ ॥ ১৮
 ব্রহ্মোবাচ ।
 কার্ত্তবীৰ্য্যেণ কর্ণেণ কুমারেন চ ধীমতা ।
 সগরেন দিলীপেন কাকুৎস্থেন কৃত্য পুণ্য ॥ ১৯
 গৌতমেন চ গর্গেন জামদগ্ন্যেন ধীমতা ।
 বাম্মৌকিনা কৃত্য পুণ্যং ভ্রোণদেয়েন সাধুনা ॥ ২০
 দদাতি বার্কিতান কামান ভাদ্রমাসিসত্যস্তুমী ।
 বর্ষে বর্ষে প্রকর্তব্য্য স্ত্রীতার্ণে চক্রপাণিনঃ ।

সংস্কার সকল করিলে যে কল, জয়ন্তী উপ-
 বাসে সেই কল হয়। যে জন ভক্তিবৃত্ত
 হইয়া মাতা-পিতার এবং গুরুদিগের সেবা
 করে, তাহার যে কল হয়, জয়ন্তী উপবাসেও
 সেই কল হয়। আপন সকল সমুলে নিম্নলি
 ক্ত করণার্থ যাহারা তীর্থসেবা করে, আর
 যাহারা সত্যব্রত তীর্থাদিগের যে কল হয়,
 জয়ন্তী উপবাসেও সেই কল হয়। গজায়
 নন্দদায় বা সরস্বতীর জলে স্নান করিলে যে
 পুণ্য লাভ হওয়া যায়, জয়ন্তী উপবাসে সেই
 কল পাওয়া যায়। ইন্দ্রসজ্জয়ে পিতৃলোকের
 শ্রাদ্ধকর্তা জনগণের যে কল, জয়ন্তী উপ-
 বাসেও সেই কল। নারদ বলিলেন,—
 পিতামহ ! পুর্বে কে কে ইহা করিয়াছে ?
 তাহা বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—কার্ত্তবীর্য়,
 কর্ণ, ধীমান কুমার, সগর, দিলীপ, কাকুৎস্থ,
 পুরাকালে ইহারা করিয়াছেন ! আর
 গৌতম, গর্গ, ধীমান জামদগ্ন্য, বাম্মৌকি ও
 সাধু ভ্রোণদেয় কর্তৃকও পুর্বে ইহা করা হই-
 য়াছে। ১১—২০। ভাদ্রমাসে সিংহা অষ্টমী,

কোটিজন্মার্জিতং পাপং মুহূর্ত্তেন বিলীয়তে ।
 রাজ্ঞো জাগরণং কুত্ৰা নিষ্ঠাপূৰ্ণং যতেশ্বিয়ঃ ।
 গন্ধপুষ্পাদিনৈবেদ্যৈঃ পূজনীয়ঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥
 'এবং যঃ কুৰুতে বিপ্র জয়ন্তীসমুপাসনম্ ।
 কোটিজন্মার্জিতং পাপং জ্ঞানতোহজ্ঞানতঃ কৃতম্
 প্রসাদাদ্বেবকীহুনোঃ কণাধ্বেন বিলীয়তে ॥২৪
 জয়ন্তীতিথিসম্প্রাপ্তে ভুক্ততে যে নরাধমাঃ ।
 ত্রৈলোক্যসম্ভবং পাপং ভুক্ততে তে ন সংশয়ঃ ॥
 সাগরাদানি পুণ্যানি মুক্তিস্থানানি সৰ্বশঃ ।
 গৃতে তিষ্ঠন্তি সৰ্বাঙ্গে জয়ন্তীতঃ কারণঃ ॥ ২৫
 তন্ত সৰ্বানি তীর্থানি দেহে তিষ্ঠন্তি দৰশনঃ ।
 কৰোতি যো নরো ভক্ত্যা জয়ন্তী ককবলভাম্
 ন বেদে ন পুরাণে চ ময় দৃষ্টং মহামুনে ।
 তৎসমং বার্ষিকং বাপি ককরাধাষ্টমীব্রতম্ ॥২৬
 ন কৰোতি নরো ভক্ত্যা স ভবেৎকুরাক্ষসঃ
 যো নরোহ্মাতি মুঢ়াচ্চ জয়ন্তীবাসরে দ্বিজ ।

বার্ষিক কাম দান করে ; চকুপাণিৰ দ্বীভাৰ্শে
 বর্ষে বর্ষে প্রকর্তব্য - ইহাব মহিমায় কোটি-
 জন্মার্জিত পাপ মুহূর্ত্ত মধ্যে বিলীন হয় ।
 জিতেশ্বিয় নর নিষ্ঠাপূৰ্ণক রাজতে জাগরণ
 কিয়দা গন্ধ পুষ্প নৈবেদ্যাদি দ্বারা পৃথক্
 পৃথক্ পূজা করিবে । বিপ্র ! এইভাবে
 যে জয়ন্তী উপবাস করে, দেবকীহুন্নর
 প্রসাদে তাহার জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ কৃত
 কোটিজন্মার্জিত পাতক কণাধ্ব মধো বিলীন
 হয় । যে নরাধমেরা জয়ন্তী তিথি সম্প্রাপ্ত
 হইলে ভোজন করে, তাহার ত্রৈলোকা-
 সম্ভব যাবতীয় পাপই ভোজন করে, সংশয়
 নাই । সাগরাদি পুণ্যতীর্থ ও মুক্তিস্থান
 সকল জয়ন্তীব্রতকারী নরের গৃহে সৰ্বাঙ্গে
 অবস্থান করে । যে নর ভক্তি ভরে কক-
 বলভা জয়ন্তীর ব্রত করে, তদীয় দেহে সৰ্ব-
 তীর্থ, সকল দেবতা থাকে । মহামুনে ! না
 বেদে, না পুরাণে, কুত্রাপি ককরাধাষ্টমী
 ব্রতের তুল্য বা তদপেক্ষা অধিক কোন
 কৰ্ম্ম দেখি নাই । যে নর ভক্তি সহকারে
 না করে, সে কুরাক্ষস হয় । দ্বিজ ! জয়ন্তী

মহানরকমহ্মাতি যথা চ হরিবাসরে ॥ ৩০
 অতীতমাগতং যন্তু কুলমেকোত্তরং শতম্ ।
 পতেন্তু নরকে ঘোরে জয়ন্ত্যাং তোজনেন বৈ
 জয়ন্তী বুধবারে চ যোহিগ্যা সহিতা যদা ।
 ভবেচ্চ মুনিশাৰ্দূল কিং কুতৈব্রতকোটিভিঃ ॥৩২
 কতে ত্রেতাযুগে চৈব দ্বাপরে চ কলৌ যুগে ।
 কৃত সমাগুবিধা নন জয়ন্তী পাপনাশিনী ॥ ৩৩
 জাগরে পদ্মনাভস্ত পুরাণং পাঠয়েন্তু যঃ ।
 আজন্মোপার্জিতং পাপং দহতে তুলরাশিবৎ ॥
 যঃ শৃণোতি নরো ভক্ত্যা পুরাণং হরিবাসরে ।
 কোটিজন্মার্জিতং তন্ত পাপং নশ্রুতি তৎকক্ষণং
 বাসবে পদ্মনাভস্ত পূজয়েচ্চাকং মুনৈ ।
 কুলকোটি সমুদ্রত্যা বিফুলোকে স পূজাতে ॥
 জয়ন্ত্যমুপবাসে চ যো নরোহত্র পরামুখঃ ।
 সৰ্বধর্ম্মাবিনির্মুক্তো যাত্যাসৌ নরকং ক্রবম্ ॥৩৭
 গন্ধপুষ্পৈশ্চ ধূপৈশ্চ স্তবত্পূর্ণদ্রব্যৈকৈঃ ।
 পূজয়েচ্ছক্তিভাবৈশ্চ দদ্যাচ্ছিত্রাং দাক্ষণ্যম্ ॥
 বিধিনানেন যো বিপ্র জয়ন্তী প্রকরোতি চ :

বাসরে যে মুঢ়াচ্চ ভোজন করে, সে হরি-
 বাসরে ভোজনবৎ কেবল মহানরক সকলই
 ভোগ করে । ২০-৪০ । জয়ন্তীদিনে
 ভোজন করিলে অতীত অনাগত একোত্তর
 শত কুল ঘোর নরকে পতত হয় । মুনি-
 শাৰ্দূল ! জয়ন্তী যদি বুধবারে যোহিগী-
 সহিতা হয়, তবে, আর ব্রতকোটি করিবার
 প্রয়োজন কি ? কৃতযুগে, ত্রেতাযুগে,
 দ্বাপরে এবং কলযুগে বিধাত অল্পসামান্যে
 জয়ন্তী ব্রত করিলে অবশ্যই পাপবিনাশ হয় ।
 পদ্মনাভের উক্ত জাগরণে যে জন পুরাণ
 পাঠ করে, সে তুলরাশিবৎ আজন্মোপার্জিত
 পাপ দহ করে । যে জন পদ্মনাভের বাসরে
 বাচককে পূজা করে ; সে কুলকোটি
 সমুদ্রারপূৰ্ণক বিফুলোকে পূজিত হয় । যে
 ইহ লোকে জয়ন্তী-উপবাসে পরামুখ,
 সৰ্বধর্ম্মাবিনির্মুক্ত সেই ব্যক্তি নিশ্চয় মরকে
 যায় । গন্ধ, পুষ্প, ধূপ ও স্তবত্পূর্ণ দ্রব্য
 দ্বারা ভক্তিভাবে পূজা করিবে । বিপ্রকে

নরো যৈ ভারমেজঙ্গী পুরুষানেকবিশতিম্ ।
ন দৌর্য্যগ্যাং ন বৈধব্যং ন ভবেৎ কলগে গৃহে
সন্তোষবিবোধকং ন পশ্যতি ধনক্ষয়ম্ ॥ ৪০
যান্ যান্তিকীর্ত্তে কল্যান জয়ন্তীসমুপোষকঃ ।
তান্তান্ প্রাপ্নোতি সকলান্ বিকুলোকক

গচ্ছতি ॥ ৪১

বিকৃত্তিপরা নিত্য জয়ন্তীত্ৰতমানসাঃ ।
তে ধন্যন্তে কুলীনান্ত ঈশ্বরান্তে চ পণ্ডিতাঃ
যানি কানি চ তীর্থানি ত্ৰতানি নিয়মা ন চ ।
জয়ন্ত বাস টেত্রব কলাং নাইস্তি বোড়ীম্ ॥ ৪৩
তান্ধে বৈ চোভয়ে পক্ষে যঃ করোতি

সভাধ্যাকঃ ।

রাধাকৃষ্ণসৌম্য বৎস প্রাপ্নোতি হরিশিখির্ম্ ।
ব্রহ্মপুত্রক বধু যঃ করোতি সদা হরেঃ ।
সংসারমোক্ষোর্বৈকুণ্ঠ জয়ন্তীসমুপোষকঃ ॥ ৪৫
আচারহীন কুলভট্ট কৌর্ধ্বহীন কুয়োনিজম্
নাশয়ন্ত্যাণ্ড পাপক জয়ন্তী হরিবল্লভা ॥ ৪৬

দক্ষিণা দিবে। বিপ্র। যেজন এই বিধ
অনুসারে ভক্তি সহকারে জয়ন্তী ব্রত করে,
সে এ বিংশতি পুরুষ পরিজ্ঞান করিতে
পারে। তাহার গৃহে কলহ, দৌর্ভাগ্য, বৈধব্য
বা সন্ততিবিবোধ হয় না; সে ধনক্ষয়
দর্শন করে না। ৩১—৪২। জয়ন্তী উপ-
বাসকারী নর যে যে কাম কামনা করে,
সে সেই সমস্তই প্রাপ্ত হয়, আর বিষ্ণু-
লোকেও গমন করে। যাহারা নিত্য বিষ্ণু-
ভক্তিপর ও জয়ন্তীব্রত-মানস তাহারাই ধন্য,
তাহারাই কুলীন, তাহারাই ঈশ্বর তাহারাই
পণ্ডিত। যে কোন তীর্থ ব্রত বা নিয়ম,
কিছুই জয়ন্তী ব্রতের বোড়ী কলার খোঁয়া
নহে। বৎস। তাদ্র মাসের উভয় পক্ষে যে
নর সভাধ্য হইয়া রাধাকৃষ্ণসৌম্য ব্রত করে,
সে হরিশিখি প্রাপ্ত হয়। জয়ন্তী উপবাস-
কারী যে নর সদা বিহিত ব্রত ও পুণ্যকার্য্য
(জাগরণাদি) করে সে বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠ
পুরীতে গমন করে। হরিবল্লভা জয়ন্তী
আচারহীন, কুলভট্ট, কৌর্ধ্বহিত, কুয়োনিজ

মেকতুল্যানি পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ ।
স নির্দহতি সর্বাণি জয়ন্ত্যাং সমুপোষকঃ ॥ ৩৭
জয়ন্তীকরণে চিত্তং যেরাং ভবতি তৎপরম্ ।
যযোহপি শততে নিত্যং তে যান্তি পরমাঃ
গতিম্ ॥ ৪৮

হৃত উবাচ ।

কথয়িত্ব নারদস্ত যযৌ স চ বধাগতঃ ।
মাপি কথিতং ব্রহ্মণ বৎপৃষ্ঠোহহং স্বা যুমে
মাহাত্ম্যক জয়ন্ত্যা যে শৃণ্বতি ভক্তিভাবতঃ ।
তেহপি যান্তি পরং ধাম ব্রহ্মলোকাঃ সর্বপাতকৈঃ
পুরাণবাচকঃ বিপ্রং জয়ন্তীব্রতিনঃ তথা ।
যে পশ্যন্তি নরাঃ পাপান্তে যান্তি পরমং পদম্ ॥
ইতি জীপাদ্যে বর্গখণ্ডে জয়ন্তীব্রতমাহাত্ম্য
নাম সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

পাপী নরকেও আত বৈকুণ্ঠধামে লইয়া যায়।
যাহার ব্রহ্মহত্যাাদি মেকতুল্যা পাপ সকলও
আছে, সেও যদি জয়ন্তী উপবাস করে, তবে
সেই সমস্ত পাপ নির্দহ্য কারতে পারে।
যাহাদিগের চিত্ত জয়ন্তীকরণে তৎপর,
তাহাদিগকে যমও নিত্য শঙ্ক করেন;
তাহারা পরম গতি প্রাপ্ত হয়। হৃত বলি-
লেন,—ব্রহ্মণ! নারদকে এইরূপ কহিয়া তিনি
যথাগত গমন করিলেন। হে যুমে! আমি
যে বিষয়ে পৃষ্ঠ হইয়াছিলাম, তাহা এই কহি-
লাম। যাহারা ভক্তিভাবে জয়ন্তীর মাহাত্ম্য
শ্রবণে, তাহারিও সর্বপাতকমুক্ত হইয়া পরম-
ধামে গমন করে। যে সকল পাপী নর
পুরাণবাচক বা জয়ন্তীব্রতী বিপ্রকে
দর্শন করে, তাহারিও পরমপদ প্রাপ্ত
হয়। ৪১—৪১।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্তঃ ৩৭ ॥

অষ্টদ্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

শৌনক উবাচ ।

কথমহাশ্রমোহুদ্যায়ঃ পুত্রহীনো জনো ভবেৎ ।
কৰ্ম্মণা কেন বৈ স্মৃত পুত্রো ভবতি কেন চ ॥১
স্মৃত উবাচ ।
এতৎ পুত্রঃ পুত্রঃ ব্রাহ্মা নারদেন মহামুন্য ।
স বদাহ উদা তৎ পুত্রঃ মুনিপুত্রব ॥ ২
নারদ উবাচ ।

পিতামহ মহাপ্রাজ্ঞ সৰ্বভাৰ্খারগ ।
অপুত্রো বৈ ভবেয়মৰ্জ্যঃ কৰ্ম্মণা কেন পদ্মজ ॥৩
বভ্র্যা স্ত্রী বা ভবেৎ কেন বৃজিনেন মমাপ্রভঃ
কথমশ্রুতো বৈ মে সৰ্বপ্রাণিহিতে রত ॥ ৪
গ্রহিতা জায়তে কেন কৰ্ম্মণা বা নপুংসকঃ ।
মৃতবৎসো ভবেৎ কেন মৃতবৎসান্তিহুঃখিতা ॥৫
কেন পুণ্যেন ভো ব্রহ্মন পুনঃ পুত্রো ভবেদ্বদ
ব্রহ্মোবাচ ।

কথমসি মহাসেন সাবধানেন তচ্ছৃণু ।
কৃত্যন্তঃ পৃচ্ছসি হং বৈ শ্রুতাং বিশ্বমপ্রদম্ ॥১

অষ্টদ্বিংশ অধ্যায় ।

শৌনক কহিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ স্মৃত ।
জনগণ কোন কৰ্ম্মে পুত্রহীন হয়? আর কোন
কৰ্ম্মেই বা পুত্র জন্মে? তাহা কীৰ্ত্তন কর ।
স্মৃত বলিলেন,—পুত্রকালে ব্রাহ্মা মহামুনি
নারদ কৰ্ম্মক এই কথাই পুত্র হইয়াছিলেন ;
তৎকালে তিনি বাহা বলিয়াছিলেন, হে মুনি-
পুত্রব! তাহা শ্রবণ কর । নারদ কহিলেন,—
হে পদ্মজ সৰ্বভাৰ্খারগ মহাপ্রাজ্ঞ পিতা-
মহ! মৰ্জ্য কোন কৰ্ম্মে অপুত্র হয়? কোন
পাপেই বা স্ত্রী বভ্র্যা হয়? হে সৰ্বপ্রাণিহিতে
রত! শ্রবণোৎসুক আমার নিকটে ইহা কীৰ্ত্তন
করুন । কোন কৰ্ম্মে কত্ভা জন্মে, কোন কৰ্ম্মে
নপুংসক হয়, কোন কৰ্ম্মে মৃতবৎস হয়,
কিসেই বা অতি হুঃখিতা মৃতবৎসা হয়, আর
হে ব্রহ্মন! কোন পুণ্যেই বা পুত্র হয়, তাহা
বলুন । ব্রাহ্মা বলিলেন—আমি সৰ্ব্বক্ষেপে
বলিতেছি, সাবধানে শুন । তুমি শ্রোতৃ-

পূৰ্ব্বেজন্মনি যো মৰ্জ্যঃ পুত্রাণশ্রবণং হি চ ।
ভূমিঃ সশস্তাঃ দানঞ্চ দদ্যাৎশৈশ্রবণাৰ্হিতঃ ॥৮
ধেমুঃ বহুগুণাং হৈমীঃ বহুতুমাং অপক্ষিণাৰ্হি ।
সুবর্ণপ্রতিমাকৈব তস্ত পুত্রো ভবেদ্বদ্ববম্ ॥৯
পূৰ্ব্বেজন্মনি যা নারী পরবালকক্ৰাভিনম্ ।
কয়োত্তি কপটেনৈব বাগহীনা ভবেদ্বদ্ববম্ ॥
সৌবর্ণপ্রতিমাদানং যা নারী অক্ষয়ান্বিতা ।
কুৰ্ব্বাৎপানং ব্রাহ্মণস্ত তক্ত্যা বৈ চরণোদকম্
পুত্রাণশ্রবণে চৈব দদ্যাৎশৈ বহুদক্ষিণাৰ্হি ।
বহুপত্যা জীববৎসা ভবেদ্বদ্বাত্মজ সংশয়ঃ ॥ ১২
জলে নিমগ্নঃ বালঃ যো দৃষ্টা যা ন সমুদ্রবৎ ।
ইহ জন্মস্তপুত্রো বৈ সাপুত্রী চ ভবেদ্বদ্ববম্ ॥
সুযতকৈব কুমাণ্ডঃ সমুবর্ণঃ সবহুকম্ ।
দদাদানং ব্রাহ্মণস্ত কুৰ্ব্বাৎপানতঃ তথা ॥১৪
গৌরীঃ কত্যাং তথা কুৰ্ব্বাৎপুত্রাণশ্রবণং হি যঃ
পূৰ্ব্বেজন্মনি যো মৰ্জ্যো নিরাশক্ৰাতিঃ হি জ ।
কুৰ্ব্বাৎ ক্রোধেন দণ্ডক পুত্রহীনো ভবেদ্বদ্ববম্

গণের বিশ্বমপ্রদ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতেছ ।
যে মৰ্জ্য পূৰ্ব্বেজন্মে পুত্রাণ শ্রবণ করে, শ্রব-
ণান্তে সশস্তা ভূমি দান করে, আর হৈমী
দক্ষিণা সহ বহুগুণা বহুতুমাং ধেমু ও সুবর্ণ
প্রতিমা দান করে, তাহার নিশ্চয় পুত্র হয় ।
যে নারী পূৰ্ব্বেজন্মে কপটাপূৰ্ব্বক পরবালক
ক্ৰাভিন করে, সে নিশ্চয় বালকহীনা হয় ।
১—১০ । যে নারী অক্ষয়ান্বিত হইয়া সৌবর্ণ-
প্রতিমা দান করে, ভক্তি সহকারে ব্রাহ্মণের
চরণোদক পান করে, আর পুত্রাণ শ্রবণান্তে
বহু দক্ষিণা দান করে, সে বহু অপত্যবন্তী ও
জীববৎস হয়, ইহাতে সংশয় নাই । যে নর
বা নারী জলে নিমগ্ন বালক দেখিয়াও উক্তো-
লন না করে, ইহজন্মে নিশ্চয়ই সে অপুত্র ও
সেই নারী অপুত্রা হয় । বৃষভ ও কুমাণ্ড
সুবর্ণসহ ব্রাহ্মণকে দান করিবে; বালকও
করিবে; আর গৌরী কত্যা দান করিবে ও
পুত্রাণ শ্রবণ করিবে । হি জ! যে মৰ্জ্য পূৰ্ব্বে-
জন্মে অতিথিকে নিরাশ করে, বা ক্রোধ-
বশতঃ দণ্ড করে, সে নিশ্চয় পুত্রহীন হয় ।

ব্রাহ্মণ অতিথিকে কুর্ধ্যাদিত্য প্রপূজনম্ ।
 অন্নদানং জলদৈব তথা দেবালয়ং শুভম্ ॥১৭
 পূৰ্ণজন্মনি যী নারী জগৎহত্যাং যো নরঃ ।
 কুৰ্য্যাৎসা মৃতবৎসা চ মৃতবৎসো ভবেৎকবম্
 বা নারী স্বামিসংহিতা কুৰ্য্যাচ্চ হরিবাসরম্ ।
 সুপুত্রো ভৰ্ভুভুতগা ভবেৎসা প্রতিজন্মনি ॥ ১৯
 যো নরো গোবধং কুৰ্য্যাজ্জুহুঃ কুৰ্য্যাধিমোহিতঃ
 ব্রাহ্মণীহরণং বাপি কৰ্ম্মণা স নপুংসকঃ ॥ ২০
 ইদন্ত বুজিনং কুৰ্য্যাৎপশ্চাৎপুণ্যং কৰোতি যঃ
 ইহ পুণ্যপ্রভাবেণ হৃতি জায়তে বিজ ॥ ২১
 আদীশ্চেতাংগে রাজা ক্রীধরো নামতো বিজ
 অপুত্রো ধনবান্জন্ত জয়া হেমপ্রভাবতী ॥২২
 ব্যাসং স কলশাস্ত্রজ্ঞঃ সৰ্ললোকহিতৈষণম্ ।
 আগতকৈব পশ্চচ্চ চাপুত্রোহহং কথং বদ ॥২৩
 উবাচ নৃপতেঃ শ্রদ্ধা বচনং বিনয়ামিতম্ ।
 রাজা দন্তে চ শীঠে চ নির্মিতে কনকাদিভিঃ
 রাজা রাজ্যে তন্ত পাদে ধোতং কুত্বা তু
 হৰ্ষিতো ।

ব্রাহ্মণ অতিথিকে ভক্তি সহকারে পূজন
 করিবে; আর অন্নদান, জলদান ও শুভ
 দেবালয় নির্মাণ করিবে। যে নারী বা যে নর
 পূৰ্ণজন্মে জগৎহত্যা করে, তাহার নিশ্চয়
 মৃতবৎসা ও মৃতবৎস হয়। যে নারী স্বামীর
 সহিত হরিবাসর করে, সে প্রতিজন্মে সুপুত্র
 ও ভৰ্ভুভুতগা হয়। যে নর গোবধ করে, বা
 যে শূদ্র বিমোহিত হইয়া ব্রাহ্মণী হরণ করে,
 তাহার সেই কৰ্ম্মে নপুংসক হয়। বিজ! যে
 নর এই পাশ করিয়া পশ্চাৎ আবার পুণ্য
 করে, সেই পুণ্যপ্রভাবে তাহার হৃতি
 জয়। ১১—২১। হে বিজ! ত্রোতাযুগে
 ক্রীধর নামে অপুত্র ও ধনবান্ এক রাজা
 ছিলেন। তাহার জায়ার নাম হেমপ্রভাবতী।
 সেই রাজা একদিন সমাগত সৰ্ললোক-
 হিতৈষী সকল-শাস্ত্রজ্ঞ ব্যাসকে জিজ্ঞাসা
 করিলেন যে, আমি কি কারণে অপুত্র হই-
 ক্ষি। জায়া বদন। ব্যাস রাজা কর্তৃক প্রদত্ত
 কনকমণ্ডিত আসনে উপবিষ্ট হইলেন;

পিতা পাতদানকং যো চ সৰ্লপাতকনাশনম্ ॥২৫
 ব্যাস উবাচ ।

রাজন শৃণু যৎ পুটমপুত্রো যেন কৰ্ম্মণা ।
 ভবেৎ রাজ্যী চাপুত্রী চৈকপত্নীভ্রতা তথা ॥২৬
 পূৰ্ণজন্মনি চন্দ্রঃ নারী বরভূতঃ স্মৃতঃ ।
 ভাৰ্য্যা তবাপি শুভ্রাদী নারী বৈ শক্ৰী স্মৃতা ।
 একদা পথি যাতো চ নীচপুত্রঃ জলেবপি চ ।
 ময়ং দৃষ্টী হেলয়া চ গতৌ চ পক্ষতাং গতঃ ॥২৭
 বহুপুণ্যপ্রভাবেণ রাজ্যী রাজা চ তৌ বুবাৎ ।
 তেন কৰ্ম্মবিপাকেন বুবয়োৰ্ষ ভবেৎ স্মৃতঃ ॥২৯
 রাজোবাচ ।

ইদানীং কেন পুণ্যেন স্মৃতো বৈ জায়তে
 প্রভো ।

অপুত্রস্ত মহাযাণাং জীবনং হি নিরর্থকম্ ॥৩০
 ব্যাস উবাচ ।

সবস্ত্রকৈব কৃত্যণ্ডং বুভভং সমুৎপদম্ ।
 দৌহ দানং ব্রাহ্মণস্ত কুরু বালভ্রতং তথা ॥ ৩১

রাজা ও রাজ্যী সহধে ভাষার পদম্বর যৌত
 করিয়া সৰ্লপাতকনাশন সেই পাতদানক পান
 করিলেন। নৃপতির বাক্য শুনিয়া ব্যাস
 সেই বিনয়ামিত রাজাকে কহিলেন,—
 রাজন! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, যে
 কৰ্ম্মে তুমি অপুত্র হইয়াছ, তথা একপত্নীভ্রতা
 রাজ্যীও অপুত্র হইয়াছেন, তাহা শুন।
 পূৰ্ণজন্মে তুমি চন্দ্র নামে ব্রাহ্মণ ছিলে, আর
 তোমার শুভ্রাদী ভাৰ্য্যা শক্ৰী নামে স্মৃতা
 হইতেন। একদা পথে যাইতে যাইতে
 একটি নীচ জনের বালককে জলে মগ্ন
 দেখিয়াও হেলাপূৰ্কক তোমরা চলিয়া গেলে,
 সে বালকটী পক্ষ হইল। বহুপুণ্যপ্রভাবে
 তোমরা রাজা ও রাজ্যী হইয়াছ, কিন্তু সেই
 কৰ্ম্মবিপাকে তোমাদের পুত্র হইতেছে না।
 রাজা বলিলেন,—প্রভো! ইদানীং কোন
 কৰ্ম্মের কলে পুত্র জন্মে? বহুযাগধর্মের মধ্য
 অপুত্র ব্যক্তির জন্মই নিরর্থক। ২২—৩০।
 ব্যাস বলিলেন,—ব্রাহ্মণকে সবস্তু কৃত্যণ্ড ও
 সমুৎপদ বুঝ দান কর, আর বালভ্রত কর।

গৌরী কস্তা তথা দেহি পুরাণশ্রবণং কুরু।
পুত্রো বৈ জায়তে তত্ত্ব সৰ্গপাতকনাশনম্ ॥ ৩২

ত্র্যম্বোবাচ।

ইতি শ্রুত্বা ততো রাজা ব্যাসোক্তং দানমুত্তমম্
পুরাণশ্রবণং চকার গতকিঞ্চিৎ ॥ ৩৩
ততঃ পুত্রো বর্ষমধ্যে বভূব সৰ্গপুঞ্জিতঃ।
অত্ৰাজ্ঞা সার্কভোমঃ সুল্লরঃ কুলনায়কঃ ॥ ৩৪
সূত উবাচ।

য ইদং শৃণুযুক্তত্যা করোতি দানমুত্তমম্।
অপুত্রো লভতে পুত্রঃ সঙ্কেপাৎ কথিতং যদা
ভক্ত্যা শ্রুত্বা তু যা নারী কুর্যাদব্রাহ্মণপুজনম্
সুপুত্রা সা ভবেয়িত্যা শাস্ত্রোক্তবিধিনা দ্বিজ।
সুবর্ণং ব্রজতং বস্ত্রং পুষ্পমালাঞ্চ চন্দনম্।
যো দদ্যাৎপুস্তকে ভক্ত্যা সৰ্গপাপপ্রাণশনম্ ॥
পূৰ্ণজন্মনি যো যুটো ব্রহ্মবালকঘাতকঃ।
তত্ত্ব কুরো ভবেৎপুত্রঃ সপ্তজন্মান্তরৈর্দ্বিজ ॥ ৩৫

ইতি শ্রীপাণ্ডে স্বর্গখণ্ডে সন্তানোৎপত্তিকথনঃ
নাম অষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

একোদশাধিকারিংশোহধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ। ১০

কেন পুণ্যেন ভোঃ সূত বৈকুণ্ঠং সমাপ্যতে
তদনন্ত শৃণতো মে পোতো হি ভবসাগরে ॥ ১
সূত উবাচ।
সাধু সাধু মুনিস্ঠে সৰ্গমঙ্গলকারক।
কথয়ামি সমাসেন শৃণতাং পাপনাশনম্ ॥ ২
বিকবে ব্রাহ্মণায়েব যদা বেষ্ম বিনির্গতম্।
যো বৈ দদ্যাচ্ছ্রীকৃষ্ণে তত্ত্ব পুণ্যং নিশাময় ॥ ৩
বিকুলোকে চ স বিপ্রঃ সৰ্গপাপবিবর্জিতঃ।
সৌধবাসী ভবেয়িত্যা বিকুলোকে শ্রীপুণ্ড্র্যতে
বিকবে সৌধগেহং যো দদ্যাচ্ছ্রী ব্রাহ্মণায় চ।
হরেনিকেতনং প্রাপ্য স্বর্গবাসী ভবেদব্রহ্ম ॥ ৪
অস্তে বিকুপূরং গতা বৃক্ষঃ কোটিকুলৈর্দ্বিজ।
স্বর্গসৌধে গৃহে হিহা কুর্যাত্তোয়াং যথাসুখম্ ॥

দ্বিজ! তাহার সপ্ত জন্মান্তরে কুর পুত্র
হয়। ৩১—৩৮।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

উনচছারিংশ অধ্যায়।

শৌনক বলিলেন,—হে সূত! কোন
পুণ্যে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হওয়া যায়? আমি
শ্রবণাভিলাষী, তুমি ভবসাগরে শোত সদৃশ,
সেই বিষয় বল। সূত বলিলেন,—সৰ্গ-
মঙ্গলকারক মুনিস্ঠে! সাধু সাধু! শ্রোতা-
দিগের পাপনাশন সেই বিষয় আমি
সংক্ষেপে কহিতেছি। যুক্তিকা দ্বারা বাস ভবন
নির্মাণপূর্বক ব্রাহ্মণরূপী বিকুলে যে দান
করে, তাহার পুণ্যকল শ্রবণ কর। সেই
বিপ্র সৰ্গপাপবিবর্জিত হইয়া বিকুলোকে
নিভা সৌধবাসী হয়; বিকুলোকে বিশেষ
সম্মান লাভ করে। যে বিকুলে ব্রাহ্মণকে
সৌধ গেহ দান করে, দ্বিজ! সে নিশ্চয়
হরির নিকেতন প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গবাসী হয়।
সে অস্তে বিকুপূরে গমনপূর্বক কোটিকুল
সহ মিলিত হয়। স্বর্গসৌধ গৃহে থাকিয়া

গৌরী কস্তা দান কর। পুরাণ শ্রবণ কর।
তাহা হইলে সৰ্গপাতকনাশন পুত্র জন্মিবে।
শ্রুত্বা বলিলেন,—তারপর রাজা ইহা শুনিয়া
ব্যাসোক্ত উত্তম দান ও পুরাণ শ্রবণ করি-
লেন। তাহাতে গতকিঞ্চিৎ হইলেন। তার
পর এক বর্ষ মধ্যেই পুত্র হইল। সে পুত্র
সুল্লর সৰ্গপুঞ্জিত সার্কভোম রাজা ও কুল-
নায়ক হইয়াছিল। সূত বলিলেন,—যে
ইহা ভক্তি সহকারে শ্রবণ করে, এবং উত্তম
দান করে, সে অপুত্র হইলেও পুত্র লাভ
করে, আমি এই সংক্ষেপে বলিলাম। দ্বিজ!
যে নারী শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে ভক্তি-
পূর্বক পুরাণ শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণের পূজা
করে, সে নিত্য সুপুত্রা হয়। যে নর ভক্তি-
সহকারে পুস্তকোপরি সুবর্ণ, ব্রজত, বস্ত্র, পুষ্প,
মালা ও চন্দন দান করে, তাহার সৰ্গপাপ
নষ্ট হয়। যে যুট পূৰ্ণ জন্মে ব্রহ্মবালকঘাতক,

ব্রাহ্মণস্বাপনে পুণ্যং যথৈ ভবতি তো যুনে ।
সংখ্যাং কর্তুমশক্তো হি তদ্বোধঃ সৰ্বকারণকঃ ॥ ৭
গণ্যন্তে বৈশ্বশেষবু গণ্যন্তে বৃষ্টিবিন্দবঃ ।
ন গণ্যন্তে বিধাজ্ঞাপি ব্রহ্মসংস্থাপনে কলম্ ॥ ৮
নারদেন পুরা ব্রহ্মা পৃষ্টঃ সংসারসম্ভবঃ ।
বেদান্তং কথয়ামাস তজ্জগৃহ মহামুনে ॥ ৯
পুরাসৌন্দ্যপরে ব্রহ্মন বারনারী সুশোভনা ।
সুকেশী হরিণীনেত্রা স্তম্ভা চাক্রহাসিনী ॥ ১০
নামা সা চক্ৰলাপাক্ষী যযৌ দেশান্তরং কদা ।
সৰ্বপাপসমায়ুক্তা নরকেপাতয়তুধা ॥ ১১
সন্দেশ সা ধনাকাজ্ঞী জনান দেবালয়ং গতা ।
তত্র কণং সোপবিষ্টা তাবুলভকণং কৃতম্ ॥ ১২
শেষচূর্ণং সোধতিতো দদৌ নিরে কৃতহলাৎ
ততো গতা জারকাঙ্ক্ষী ধনার্থং নগরং প্রতি
জারেণ কেনচিত্তসাক্ষং সঙ্কেতঃ সহসা কৃতঃ ।

অভিমত সুখ ভোগ করে। হে যুনে!
ব্রাহ্মণ-স্বাপনে যে পুণ্য হয়, সৰ্বকারণক
বিধাতাও তাহার সংখ্যা করিতে অশক্ত।
ধূলি গণনা করা যায়, বৃষ্টিবিন্দু গণনা
করা যায়, কিন্তু ব্রাহ্মণসংস্থাপনের কল
বিধাতাও গণনা করিতে শক্ত হন ন।
মহামুনে! পুরাকালে নারদ কর্তৃক সংসার-
সম্ভব, বেদা ব্রহ্মা পৃষ্ট হইয়া যাহা বলিয়া-
ছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। ১—৯। ব্রহ্মন!
পুরাকালে স্বাপন-বুগে সুশোভনা, সুকেশী,
হরিণীনেত্রা, স্তম্ভা, চাক্রহাসিনী, এক বার-
নারী ছিল। তাহার নাম—চক্ৰলাপাক্ষী।
একদা সে দেশান্তরে গমন করিল। সেখানে
সে সজবশতঃ সৰ্বপাপে সমায়ুক্ত হইয়া
আত্মাকে নরকে পাতিত করিতে থাকিল।
সে একদা ধনাকাজ্ঞার জনসজ্জ কামনার এক
দেবালয়ে গেল। সেখানে কণকাল উপবিষ্ট
ধাকিয়া তাবুল ভকণ করিল, অবশিষ্ট
চূর্ণটুকু কোতুল বশতঃ সেই সোধের নিয়
তিষ্ঠিতে পুছিয়া কেলিল। তার পর সেই
জারকাঙ্ক্ষী ধন কামনার নগরে ঘাইল।
সকল কোন জারের সহিত সঙ্কেত করিল।

সঙ্কেতভ গতা বেজা বনং ব্রাহ্মো বিমোহিতা ।
সঙ্কেতং নাগতো বৈজ্ঞো দ্যশক্তি বিলোকিতা
কথং কাস্তো নাগতো মে সর্পব্যাভ্রৈশ্চ
ভক্তিভঃ ॥ ১৫
সঙ্কেতনং কথং হিত্য গতঃ কিং কামবিজ্ঞানঃ ।
অস্ত্রয়া জাতয়া সার্কমভিলাষী ভবেৎকিম্ ॥ ১৬
পরমুজ্ঞোতি হৃদ্যন্তঃ কোটপালভয়াদ্ভিজ্জ ।
নগরং নাগতা সা হি ক্রুদ্ধে লোকপথে তমৈঃ ॥
এতন্নিব্রন্তরে ব্যাভ্রঃ কামরূপী বলাৎ স্তবী ।
প্রেরিতঃ কালদেবেনাগ্রসদাগত্য তাং বিজ্ঞ ।
ততঃ যমুনাত্রাতুতাস্তে ভীমবায়িণঃ ।
চর্ম্মরজ্জ্বং যুগলং চ গৃহীত্বা পাংগুলং বিজ্ঞ ।
বন্দয়ামাসুকমন্তা গণিকাং চর্ম্মরজ্জ্বতিঃ ॥ ১৭
শম্ভচক্রগদাপদ্যধারিণো বনমালিনঃ ।
প্রেরিতা দেবদেবেন তন্তকুবংসলেন চ ॥ ২০
কৃকজীমুতসকাশাঃ ক্ষুরঘদনপঙ্কজাঃ ।
শ্রেণীধরাক্ষকনাসা দিব্যকুণ্ডলভূষিতাঃ ॥ ২১

পরে সেই বিমোহিতা বেজা রাজিতে সঙ্কেত-
স্থানে বনে গমন করিল। সেখানে সঙ্কেত-
কারী বৈজ্ঞ যার নাই দেখিয়া শক্তিভা হইল;
চিন্তা করিতে লাগিল,—আমার কান্ত কেন
আসিল না? সে কি সর্প-ব্যাভ্রাদি দ্বারা
ভক্তি হইল? সে সঙ্কেত ছাড়িয়া যাইবে
কেন? সে কি অস্ত্র কোন জাতা রমণীর
অভিলাষী হইবে? বিজ্ঞ! সে অন্তঃকরণে
এইরূপ বিচার করিয়া লোকযাতায়াত-পথ
অন্ধকারে ক্রজাকার ও কোটপালের (কোট-
লের) ভয়ে সে আর নগরে আসিল না।
হে বিজ্ঞ! কিন্তু এই অবসরে, কালদেব-
প্রেরিত, কামরূপী স্তবী এক ব্যাভ্র আসিয়া
বলপূরক তাহাকে গ্রাস করিল। তার পর
যমুনাত্রাতার ভীমাকার উন্নত দূতগণ চর্ম্ম-
রজ্জ্ব ও যুগল হস্তে আসিয়া সেই পাণ্ডুরসী
গণিকাকে চর্ম্মরজ্জ্ব দ্বারা বন্দন করিল।
১০—১৭। এদিকে—তন্তকুবংসল দেবদেব
কর্তৃক প্রেরিত হইয়া কৃকজীমুতসকাশ ক্ষুর-
ঘদন-পঙ্কজ শ্রেণীধর (কটিদেশে মেখলা-

দহুতঃ পথি গচ্ছন্তো বিকোদূতা মহাশ্বনঃ ॥২২॥
বিমূদূতা উচুঃ ।

কে যুয়ং বিকৃতাকার্য লক্ষ্যার্থে করুয়া ইব ।
ইমাং বিকোঃ প্রিয়তমাঃ নীত্বা ক ব্রজ-

ধোতমাম্ ॥ ২৩ ॥

ইদং বচনমাকর্ণ্য তেষাং তে তু ক্রতং যযুঃ ।

অথ তে ক্রোধসম্পন্ন্য বিমূদূতা মহাবলাঃ ।

জম্বুস্তে সন্দেহহরান্ যমস্ত জগতঃ প্রভোঃ ।

চক্রাদিশস্ত্রসংজ্ঞৈশ্চ সূৰ্য্যকোটিসমপ্রভৈঃ ।

কৃতান্তস্ত ভাটঃ সৰ্গে কদম্বস্তে পলায়িতাঃ ॥২৬॥

যমং প্রোচুঃ স্ত্রীভীতান্ কৃতান্তঃ সকলং দ্বিজ ।

যমোহপি তৎকথাং ক্ষত্বা চিত্রগুপ্তমুদ ২ ॥২৭॥

ধৰ্ম্মরাজ উবাচ ।

কেন পুণ্যেন ভো যম্মিন বেদ্য বিমূক্তমাগতা

এতয়ে পৃচ্ছতঃ সৰ্গঃ কথয়স্ব যথার্থতঃ ॥ ২৮ ॥

চিত্রগুপ্ত উবাচ ।

তয়া পাপান্তর্জিতানি জয়াতঃ সুবহুস্তনি ।

বুভু), চাক্র নাসিকাসমধিত, বি্যাকুল-

ভূষিত মহাত্মা বিমূদূতগণ দেবদেব কর্তৃক

প্রেরিত হইয়া পথে যাইতে যাইতে সেই

যমদূতগণকে দেখিতে পাইল । বিমূদূতগণ

বলিল,—বিকৃতাকার্য্য রাক্ষসবৎ লক্ষিত

হইতেহ তোমরা কে ? বিমূদ প্রিয়তমা

এই উত্তমাকে নিয়া কোথায় যাইতেছ ?

কিন্তু দূতগণের এই বচন শ্রবণ করত যমদূত-

গণ ক্রত যাইতে লাগিল ! তখন মহাবল

বিমূদূতগণ ক্রোধসম্পন্ন হইয়া জগৎপ্রভুর

সন্দেহহরদিগকে সূৰ্য্যকোটিসমপ্রভ চক্রাদি

শস্ত্রসমূহ দ্বারা প্রহার করিতে আরম্ভ করিল ।

কৃতান্তভট সকল বোদন করিতে করিতে

পলায়ন করিল । দ্বিজ ! তাহার। স্ত্রীভীত

চিত্তে যমকে যাইয়া সমস্ত কৃতান্ত বলিল ।

যমও সেই কথা শুনিয়া চিত্রগুপ্তকে জিজ্ঞাসা

করিলেন । ধৰ্ম্মরাজ বলিলেন,—হে যম্মিন !

বেদ্য কি পুণ্যে বিমুক্ত পাইল ? আমি

জিজ্ঞাসা করিতেছি, ইহা যথার্থতঃ সমস্ত

বল ২০—২৮ । চিত্রগুপ্ত বলিলেন,—সে

কিষ্কাকর্ণয় লোকেশ যদন্তাঃ পুণ্যমন্তি তৎ ॥২৯॥

গণিকৈকক্য ধৰ্ম্মরাজ সর্গালঙ্কারকল্পিতা ।

কাঞ্চীপুরীঃজগামাণ জারকাঙ্ক্ষী ধনাধিনী ॥৩০॥

তত্র দেবালয়ে তন্মিন্ স্থিতা তাদৃশভঞ্জনম্ ।

কুহা তচ্ছেষচূর্ণস্ত দদৌ ভিত্তৌ তু কোতুকম্ ।

তেন পুণ্যপ্রভাবেণ গণিকা গতপাতকা ।

বৈকুণ্ঠং প্রাপ্তি সা য়াতি নির্গতা তব দণ্ডতঃ ॥৩১॥

সুত উবাচ ।

ইতি ক্ষত্বা ততো দূতা যমোহপি বচনং দ্বিজ ।

ব্যাপারে চাত্ততঃশ্রুতং দহুঃ সা গণিকাপি চ ॥

আরুঢ়া স্তম্ভনে দিব্যে রাজহংসযুতে তথা ।

বিমূলোকং যযৌ সা চ বেষ্টিতা বিমূলিকরৈঃ

ক্রীবিকোরাঙ্কয়া সাধ কুলকোটিবুতাপি ৫ ।

তত্বে সৌধগৃহে বিপ্র নানাতোগং চকার ২ ॥

ভক্ত্যা যো বৈ হরবর্গেহে দদ্যাক্ষুণ্ণং প্রযুক্ততঃ

পুণ্যং কিং বা ভবেত্তস্তন জানে দ্বিজপুংসব ॥

বেদ্য জয়াবধি সুবহ পাপ অর্জন করিয়াছে ;

কিন্তু লোকেশ ! তাহার যে পুণ্য আছে,

তাহা আকর্ষণ করুন । ধৰ্ম্মরাজ ! এই

গণিকা একদা ধনপ্রার্থনায় জার লাভা-

কাঙ্ক্ষায় সর্গালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া কাঞ্চী-

পুরে গমন করিল । সেখানে যাইয়া দেবা-

লয়ে (বিমূলদেবে) অস্থান করিয়াছিল ;

তাদৃশ ভঞ্জন করিয়া কোতুকবর্ণনঃ অবশিষ্ট

চূর্ণচূক এই দেবালয়ের ভিত্তিতে দিয়াছিল ।

গণিকা সেই পুণ্যপ্রভাবে গতপাতক হই-

য়াছে ; সুতরাং সে আপনার দণ্ড হইতে

নির্গত হইয়া বৈকুণ্ঠের দিকে যাইতেছে ।

দ্বিজ ! যম ও তদীয় দূতগণ এই কথা

শুনিয়া অস্তান্ত ব্যাপারে চিন্তনবোধ করি-

লেন । সে গণিকাও রাজহংসযুত দিব্য

স্তম্ভনে আরুঢ়া ও বিমূলিকরগণে পরিবেষ্টিতা

হইয়া বিমূলোকে গমন করিল । দ্বিজ !

তার পর ক্রীবিমূদর আশ্রয় সে কুলকোট

সংযুক্ত হইয়া সৌধ গৃহে বাস করিতে

লাগিল, নানাবিধ ভোগ করিতে আরম্ভ

করিল । যে জন ক্রীবিমূদরদ্বারা

ভক্তাধ্যায়ঃপঠেদ্যো বৈ শৃণোতি সাদরং স চ
সৰ্গপার্বত্যবৃত্তিযুক্তো যাত্যনৌ হরিমল্লিহম্ ॥৩৭
ইতি জ্ঞাপ্যে স্বর্গধো মন্দিরচূর্ণলেশদান-
'মাধাধ্যায়ঃ'নামৈশানচত্বারিংশো-
ছধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশোছধ্যায়ঃ ।

শৌনক উবাচ ।

কথয় মহাপ্রাজ্ঞ গোলাকং যাতি কৰ্ম্মণা ।
সুযতে সুতরাং কেন জনঃ সংসাঃ সাগরাৎ ॥১
রাধায়াচাষ্টমী সূত তস্তা মাধাধ্যায়তমম্ ॥ ২
সূত উবাচ ।
ব্রহ্মাণং নারদোহপূচ্ছৎপুত্রা চৈতন্যধামতে ।
তজুগুপ সমাসেন পুত্ৰবান স ইতি দ্বিজ ॥ ৩
নারদ উবাচ ।

শ্রীভীমহ মহাপ্রাজ্ঞ সৰ্গশাস্ত্রবিদাঃ বব ।
রাধাজয়াষ্টমীঃ তাত কথয়স্ব মমাপ্রভঃ ॥ ৪

প্রবৃত্তপূৰ্ণক চূণ প্রদান করে, তাহার যে কি
পুণ্য হয়, জ্ঞান না। এই অধ্যায় যে পাঠ
করে বা সাদরে শ্রবণ করে, সে সৰ্গপাপে
বিনিপুত হইয়া হরিমল্লিহে যায় ॥২৯—৩৭ ॥

উনচত্বরিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৯ ।

চত্বারিংশ অধ্যায় ।

শৌনক বলিলেন,—হে সুমতে মহা-
প্রাজ্ঞ ! কোন কৰ্ম্মে জন হস্তর সংসার-
সাগর হইতে পরিভ্রাণ লাভ করত গোলকে
বাইতে পারে, তাহা আমাকে বল । হে
সূত ! আর সেই রাধাষ্টমীর উত্তম মাধাধ্যায়
বিবরণও কীৰ্ত্তন কর । সূত বলিলেন,—
মহামতে ! ইহাও পূর্বকালে ব্রহ্মাকে নারদ
প্রশ্ন করিয়াছিলেন । দ্বিজ ! তাহা সংক্ষেপে
শ্রবণ কর । তিনি এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া-
ছিলেন । নারদ বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ
সৰ্গশাস্ত্রবিদেয় শ্রীভীমহ । তাত ! আমি

তস্তাঃ পুণ্যকলং কিং বা কৃতং কেন পুরা
বিভো ।
অকুর্ততাঃ জনানাং হি কিঞ্চিৎ কিং তদ্ব্যপেক্ষ
কেনৈব তু বিধানেন কর্তব্যং তদ্ব্রতং কলি ।
কন্যাজাতা ৫ সা রাধা তস্মৈ কথয় যুগলঃ ॥ ৬
ব্রহ্মোবাচ ।

রাধাজয়াষ্টমীঃ বৎস শৃণুহ সুসমাধিতঃ ।
কথয়ামি সমাসেন সমগ্রং হরিণা বিনা ।
কথিতং তৎকলং পুণ্যং ন শক্যোতিপি নারদ ।
কোটিজন্মার্জিতং পাপং ব্রহ্মহত্যাদিকং মহৎ ।
কুর্ত্তি যে সুরুতন্ত্যা তেষাং নষ্টতি তৎকল্যাৎ
একাদশাঃ সহস্রেন যৎকলং লভতে নরঃ ।
রাধাজয়াষ্টমীপুণ্যং তন্মাক্ষতত্তগাধিকম্ ॥ ৯
মেরুতুল্যানুবর্ণান দদ্যা যৎকলমাপ্যতে ।
সকুম্ভাষ্টমীং কুত্বা তন্মাক্ষতত্তগাধিকম্ ॥ ১০
কস্তাদানসহস্রেন যৎপুণ্যং প্রাপ্যতে জনৈঃ ।
বৃষভাহুসূতাষ্টম্যা তৎকলং প্রাপ্যতে জনৈঃ ॥

অগ্রে রাধাজয়াষ্টমী কীৰ্ত্তন করুন । তাহার
পুণ্যকলই বা কি ? বিভো ! পূর্বে কেই বা
উহার অন্তর্ধান করিয়াছে ? দ্বিজ ! রাধার
না করে, তাহাদিগেরই বা কি পাপ হয় ?
সেই ব্রত কোন বিধানে কোন সময়ে করিতে
হয় ? কোথা হইবে তাই বা সেই রাধা জন্মি-
লেন ? এই সকল আশ্রুতঃ কীৰ্ত্তন করুন ।
ব্রহ্মা বলিলেন,—বৎস ! সমাধিত হইয়া
রাধাজয়াষ্টমী শ্রবণ কর । সংক্ষেপে কহি-
তেছি ; নারদ ! হরি ব্যতীত কেহই তাহার
সমগ্র কল বলিতে শক্ত হয় না । যে জন
ভক্তিপূৰ্ণক একবারও এই ব্রত করে, তাহার
কোটি জন্মার্জিত ব্রহ্মহত্যাাদি মহাপাপ
সকলও তৎকল্যাৎ নষ্ট হয় । শত সহস্র
একাদশীতে যে কল লাভ করে, রাধাজয়া-
ষ্টমীর পুণ্য তদপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক ।
মেরুতুল্য অনুবর্ণান করিয়া যে কল পাওয়া
যায়, একবার যদি রাধাজয়াষ্টমী করিলে
তদপেক্ষা শতগুণ অধিক কল পাওয়া যায় ।
১—১০ । জরগণ সহস্র কস্তাদান করিয়া

গন্ধাদিষু চ তীর্থেষু স্নাত্বা তু যৎকলং লভেৎ
 কৃষ্ণপ্রাণপ্রিয়ষ্টম্যা কলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ।
 এতদ্ব্রতন্ত যঃ পাপী হেলয়াশ্চক্ষ্যাপি বা ।
 কৰোতি বিষ্ণুসদনং গচ্ছেৎ কোটিকুলাধিতঃ
 পুণ্য কৃতযুগে বৎস বারনারী সুশোচনা ।
 স্তম্ভায়া হরিণীনেত্রা শুভাকী চাকুহাসিনী ॥ ১৪
 সুকেশী চাকুৰ্ণী চ নারী লীলাবতী স্থিতা ।
 তয়া বহুনি পাপানি কৃতানি স্তুদুর্গামি চ ॥ ১৫
 একদা সা ধনাকাজ্ঞী নিঃসৃত্য পুরতঃ স্থিতা ॥
 গতাভ্রনগরং তত্র দর্শ্য চ জনান বহুনা ।
 রাধাষ্টমীব্রতপরান্ সুন্দরে দেবতালয়ে ॥ ১৬
 গন্ধপুষ্পধূপদীপৈর্বহুনা বিধৈঃ কলেঃ ।
 ভক্তিভক্তাবৈঃ পূজয়তো রাধায়া মুক্তিযুক্তমাম্ ॥ ১৭
 কেচিৎ গায়ন্তি নৃত্যন্তি পঠন্তি স্তবযুক্তমম্ ।
 তালবেণুদল্ল্যাস্চ বাদয়ন্তি চ কে মুদা ॥ ১৮
 জাম্বাবন্ত্যাবিধান দৃষ্ট্বা কৌতুহলসমধিতা ।

যে কল পাইতে পারে, বৃষভাসুসুতার অষ্ট-
 মীতে সেই কল পাওয়া যায়। গন্ধাদি তীর্থ-
 সমূহে স্নান করিলে যে কল লাভ হয়, মানব
 কৃষ্ণপ্রাণপ্রিয়ার অষ্টমীতে সেই কল পায়।
 হেলায় বা অশ্চক্ষ্যাপিও যে পাপী এই ব্রত করে,
 সে কোটিকুলে অধিত হইয়া বিষ্ণুসদনে গমন
 করে। বৎস! পুরাকালে কৃতযুগে সুশো-
 চনা, স্তম্ভায়া, হরিণীনেত্রা, শুভাকী, চাকু-
 হাসিনা, সুকেশী, চাকুৰ্ণী লীলাবতী নামে
 এক বারনারী বাস করিত। সে স্তুদুর্গ সুবহু
 পাপ করিয়াছিল; একদা সে ধনাকাজ্ঞায়
 নিজপুর হইতে নিঃসৃত্য হইয়া অভ্রনগরে
 গমন করিল। সেখানে যাইয়া দেখিল—
 সুন্দর দেবতালয়ে রাধাষ্টমীব্রতপরায়ণ বহুজন
 গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ বস্ত্র ও নানাবিধ কল দ্বারা
 ভক্তিভরে উত্তমা রাধামূর্তি পূজা করিতেছে;
 কেহ গান করিতেছে, কেহ নৃত্য করিতেছে;
 কেহ উত্তম স্তব পাঠ করিতেছে; কেহ বা
 আমোদে তাল বেণু দল্ল্যাদি বাদন করি-
 তেছে। তাহাদিগকে তথাবিধ দর্শনে
 কৌতুহল-সমধিতা হইয়া সে তাহাদিগের

জগাম তৎসমীপং সা পশ্চচ্চ বিনয়াধিতা ।
 ভো ভো: পুণ্যাঙ্কনো যুগং কিং কুরুতে
 যুগাধিতা: ॥ ২০
 তস্তাচ্চ বচনং শ্রুত্বা পরকাধাধিতে রতাঃ ।
 আরেতিরে তৎপ্রবক্তুং বৈকুণ্ঠা ব্রততৎপরঃ
 রাধাভ্রতিন উচুঃ ।
 ভাক্সে মাসি সিতাষ্টম্যাং জাতা জীবাধিকা যতঃ
 অষ্টমী সাদ্যা সম্প্রাপ্তা তাং কুর্যামঃ প্রযত্নতঃ ॥
 গোঘাতজনিতং পাপং স্তেয়জং ব্রহ্মঘাতজম্ ।
 পরস্রীহরণাঙ্কেব তথা চ গুরুতরজম্ ॥ ২৩
 বিশ্বাসঘাতজংকৈব স্রীহত্যাজনিতং তথা ।
 এতানি নাশয়ত্যাগ কৃতা যা চাষ্টমী সুনাম্ ॥ ২৪
 তেনাক বচনং শ্রুত্বা সরপাতকনাশনম্
 করিষ্যামার্যমতোবং পরায়ণ পুনঃপুনঃ ॥ ২৫
 তত্ৰৈব ব্রতিভিঃ সার্কিঃ কুরা ব্রহ্মমুক্তমম্ ।
 দৈবাৎসা পক্ষতাং যাতা সর্গাঘাতে ন নির্মলা ॥
 ততো যমাজয়া দূতঃ পাশমুদগারপাণয়ঃ ।

সমীপে গমন করিল, বিনয়াধিতা হইয়া তাহা-
 দিগকে জিজ্ঞাসা করিল,—ওহে ওহে
 পুণ্যাঙ্কন সকল! তোমরা মুদাধিত হইয়া কি
 করিতেছ? তাহার কথা শুনিয়া সেই পর-
 কাধাধিতব্রতব্রত-তৎপর বৈকুণ্ঠ তাহাকে
 বলিতে আরম্ভ করিল। ১১—২০। রাধা-
 ভ্রতগণ বলিল,—যেহেতু ভাদ্র মাসে সি-
 তাষ্টমীতে জীবাধিকা জন্মিয়াছেলেন, অদ্য সেই
 অষ্টমী তিথি উপস্থিত; সে জন্ত প্রযত্ন সহ-
 করে সেই অষ্টমীব্রত করিতেছ। নষ্টগণের
 গোঘাতজনিত পাপ, স্তেয়জ, ব্রহ্মঘাতাজাত
 অথবা স্রীহরণ কি গুরুতরজ, বিশ্বাসঘাত-
 জনিত বা স্রীহত্যাজাত এই সকল পাপই
 এই অষ্টমী ব্রত কৃত হইলে আত্ম বিনাশ
 করে। তাহাদিগের এই বচন শ্রবণে সে
 পুনঃপুন বিবেচনা করিয়া ‘আমিও এই ব্রত
 করিব’ এইরূপ নিশ্চয় করত সেইখানে সেই
 ভ্রতগণসহ সেই উত্তম ব্রত করিল। পরে
 সেই নির্মলা দৈবাৎ সর্গাঘাতে পক্ষতা প্রাপ্ত
 হইল। তার পর যমের আজ্ঞানুসারে ভদ্র

আগতাস্থাৎ সমানেতুং ববজুঃ কুক্ষী ধিমা ॥২৭॥
 যথ নেতুং মনশ্চকুর্ধমন্ত সদনং প্রতি ।
 তদাগতা বিবৃদতাঃ শব্দচক্রেগদাধরাঃ ॥ ২৮
 হিরণ্যঃ বিমানকঃ রাজহংসযুতঃ শুভম্ ॥ ২৯
 ছেদনং চক্রেধারাভিঃ পাশঃ কুহা বরাধিতাঃ ।
 রথে চারোপায়ামানুস্তাং নারীঃ গতকিঞ্চিৎ ॥
 নিম্নাবিকৃপুৰং তে চ গোলোকাখ্যং মনোহরম্
 কৃষ্ণেন রাধয়া তত্র স্থিতা ব্রতপ্রসাদতঃ ॥ ৩১
 রাধাষ্টমীব্রতং তা চ যো ন কুৰ্য্যচ্চ মূঢ়াঃ ।
 নরকারিষ্ঠতিৰ্নাস্তি কে টিকল্পশৈতবপি ॥ ৩২
 হিযশ্চ যা ন কুৰ্য্যন্তি ব্রতমেতচ্ছূতপ্রদম্ ।
 রাধাবিক্ষেপঃ স্ত্রীতিকরং সৰ্বপাপপ্রণাশনম্ ॥৩৩॥
 অস্তে ধমপুৰং গৃহা পতাষ্ট নরকে চিরম্ ।
 কদাচিচ্ছয় চাসাদ্য পৃথিব্যাং বিধবা ক্রবম্ ॥
 একদা পৃথিবী বৎস হৃষ্টসজ্জৈশ্চ শীড়িতা ।
 গোড়ুহা চ ভৃগু দীনাত্রাঘসৌ য়া মমাস্তিকম্ ॥

দুস্তগণ পাশযুগল হস্তে তাহাকে লইয়া
 যাইবার জন্ত সমাগত হইল । তাহারা ক্রুদ্ধ
 চিত্তে তাহাকে বন্ধন করিল ; যখন তাহারা
 যমগদনে লইয়া যাইবার জন্ত মন করিল,
 তখন শব্দ-চক্রে-গদা-ধর বিবৃদগণ ও রাজ-
 হংসযুত হিরণ্য একখানি বিমান আসিয়া
 উপস্থিত হইল । তাহারা বরাধিত হইয়া
 চক্রেধারা দ্বারা পাশ সকল ছেদনপূর্বক সেই
 গতকিঞ্চিৎ নারীকে রথে আরোপণ করিল
 এবং গোলোকাখ্য মনোহর বিষ্ণুপুরে লইয়া
 গেল ।* সেই বেষ্ঠা সেই ব্রত প্রসাদে
 সেখানে রাধা-কৃষ্ণ সহ অবস্থান করিতে
 লাগিল । ২২—৩১ । তাহা ! যে মূঢ়া রাধা-
 ষ্টমী ব্রত না করে, শতকোটি কল্পেও তাহার
 নরক হইতে মুক্তি নাই । যে সকল নারী
 রাধা-কৃষ্ণের স্ত্রীতিকর সৰ্বপাপপ্রণাশন
 এই শুভপ্রদ ব্রত না করে, তাহারা অস্তে
 যমপুরে যাইয়া চিরতরে নরকে পতিত হয় ।
 তার পর কদাচিৎ জয় লাভ করিয়াও নিশ্চ-
 য়ই বিধবা হয় । বৎস ! একদা পৃথিবী
 হৃষ্টসজ্জৈশ্চ শীড়িতা হইয়া গোরুপ ধারণ

বিবেদমাশং হুংঃ কদম্বী চ পুনঃপুনঃ ।
 তথাক্যক সমাকর্ষ্য গতেহিহং বিকৃস্মিধিমা
 কৃকে নিবেদিতকাতু পৃথিব্যা হুংঃসকরঃ ।
 তেনোক্তং গচ্ছ তো ব্রহ্মন্ দেবৈঃ সার্বিক
 ভূতলম্ ॥৩৭॥
 অহং তত্রাপি গচ্ছামি পশ্চাত্ত্বয় গঠৈঃ সহ ।
 তচ্ছূহা সতিতো দেবৈরাগতঃ পৃথিবীতলম্ ॥৩৮॥
 ততঃ কৃকঃ সমাহুয় রাধাং প্রাণগরীয়সীম্ ।
 উবাচ বচনং দেবি গচ্ছহহং পৃথিবীতলম্ ॥৩৯॥
 পৃথিবীভারনাশায় গচ্ছ ত্বং মর্ত্যমণ্ডলম্ ।
 ইতি ক্রুদ্বাপি সা রাধাপ্যাগতা পৃথিবীঃ ততঃ ॥
 ভায়ে মাসি সিত পক্ষে অষ্টমীসংজ্ঞকে
 তিথৌ ।

বৃষভানোর্থজ্জুয়ো জাতা সা রাধিকা দিবা ।
 যজ্ঞার্থং শোধনং চকুর্ধদা সা দিব্যরূপিনী ॥ ৪১
 রাজানন্দমনা ভূহা তাং প্রাপ্য নিজমন্দিরম্ ।

করত অতি দীনভাবে আমার নিকটে
 আগমন করিল এবং পুনঃপুন রোদন
 করিতে করিতে হুংঃ নিবেদন করিল ।
 আমি তাহার সেই বাক্য আকর্ষণ
 করিয়া বিকৃস্মিধানে গমন করিলাম এবং
 কৃককে আশু সেই পৃথিবীর হুংঃকাঙ্ক্ষিনী
 নিবেদন করিলাম । তিনি বলিলেন,—হে
 ব্রহ্মন্ ! দেবগণ সহ ভূতলে গমন কর ।
 আমিও পশ্চাৎ মর্ত্যগণ সহ তথায় যাইব ।
 আমি তাহা শুনিয়া দেবগণ সহ পৃথিবীতলে
 আগমন করিলাম । তার পর কৃক প্রাণ-
 গরীয়সী রাধাকে আহ্বানপূর্বক এই বাক্য
 বলিলেন,—দেবি ! তুমি পৃথিবীর ভার নাশ
 নিমিত্ত মর্ত্যমণ্ডলে গমন কর । পরে রাধা
 এই কথা শুনিয়া পৃথিবীতে আগমন করি-
 লেন । তার মাসে সিত পক্ষে অষ্টমী
 সংজ্ঞক তিথিতে বৃষভানুর যজ্ঞ ক্রমিতে দিবা-
 ভাগে যজ্ঞ করণার্থে যখন উহা শোধান
 করিতেছিল, তখন সেই দিব্যরূপিনী জাত
 হইলেন । রাজা ভূহাকে পাইয়া আনন্দমনা
 হইয়া তাহাকে নিজমন্দিরে লইয়া গেলেন ।

দন্তবান্ধবীঃ হস্তে সা চ তাং পৰ্য্যাপনয়ৎ ৪২
ইতি তে কথিতঃ বৎস শ্ৰী পুটক যযাতিঃ ।

গোপনীয় গোপনীয় গোপনীয় প্রযত্নতঃ ৪৩
স্বত উবাচ ।

মহীকং পুণ্ডরীকত্যা চতুর্ধর্গকলপ্রদম্ ।
সরূপাশ্বিনিবুদ্ধচাস্তে যাতি হরিশ্চ হম্ ৪৪
ইতি শ্রীপায়ে বর্গধণ্ডে শ্রীরাধাষ্টমীমাহাভ্যঃ
নাম চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ৪০ ।

একচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

শৌনক উবাচ ।

সমুদ্রমথনং স্বত পুরা কস্মাৎ কৃতং সুরৈঃ ।
ক্ৰময়ে কোতুক জাতং শ্রোতুং মে বদ সত্বরম্
স্বত উবাচ ।

ব্রহ্মণ বচি সমাসেন সিদ্ধোবধনকারণম্ ।
দুর্দাসসেন্সংবাদমিতিহাসং শৃণু তৎ ৪২

কাইয়া মাছবীর হস্তে দান করিলেন ; সেই
বহিষী ঠাঁহাকে প্রতিপালন করিতে লাগি-
লেন । বৎস ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়া-
ছিলে, আমি এই তাহা তোমাকে বলিলাম ।
ইহা গোপনীয়, গোপনীয়, প্রযত্নসহকারে
গোপনীয় : সংশয় নাই । স্বত বলিলেন,—
যে জন ভক্তিসহকারে এই চতুর্ধর্গকলপ্রদ
সেই রাধামাহাভ্যঞ্জন বটে, সে সরূপাশ্ব-
নিবিন্দু হইয়া অস্ত্রে হরিগৃহ গমন করে ।
৩২—৪৪ ।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪০ ।

একচত্বারিংশ অধ্যায় ।

শৌনক বলিলেন,—হে স্বত ! পুরাকালে
সমুদ্রমথন হইয়াছিল কি নিমিত্ত ? আমার
ক্ৰময়ে কোতুক হইয়াছে, ইহা সত্বর আমাকে
বল । স্বত বলিলেন,—ব্রহ্মণ ! আমি
সংক্ষেপে সমুদ্রমথন রত্নান্ত বলিতোছি :
দুর্দাসা ও ইন্দ্রের সংবাদ সম্বলিত সেই

মহাভাগ্য মহাতেজা দুর্দাসা ঈশ্বরান্ধজঃ ।
ব্রহ্মর্ষিঃ প্রবযৌ বর্গমিত্রঃ জটুঃ স চৈকমাঃ ৩
তস্মিন্দ দদর্শ কালে তং গজাক্রতঃ শটীপতিম্ ।
দৃষ্ট্বা অজ্ঞঃ পারিজাতং নদৌ তস্মৈ মহামুনিঃ ৪
গৃহীত্বা তাং অজ্ঞঃ চেষ্টো বিস্তক গজমুখনি ।
দেবরাষ্ট্র প্রযযৌ ব্রহ্মণ সসৈন্তো নন্দনঃ প্রতি
হন্তৌ চাদায় তাং মালাং ছিবা তু বরগীতলে ।
চিন্বেপ চ মহাক্রুদ্ধ ক্রমিত্যাহ মহামুনিঃ ৫
ত্রৈলোক্যৈক্যিক্ষিরা যুক্তো যশাস্বমবমন্তসে ।
তব ত্রৈলোক্যক্লিষ্টতা ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ৬
ততঃ শক্ৰো জগামাশু শল্লশ্চ নপুংস পুংস ।
দদর্শ জগতাং মাতা চান্তর্জানং গতা শব্দম্ ৭
নষ্টমন্তর্জানবত্যাং তদা তস্তাং জগদ্রমম্ ।
স্বপ্নিপাসাষিভাঃ সর্বে চুক্রুত্তবৈ নিরন্তরম্ ৮
ন ববযুর্বারিবাহাঃ শুক্লাশ্চৈব জলাশয়াঃ ।
সর্বে তে শাখিনঃ শুকাঃ কলপুশ্পবিবর্জিতাঃ ।

ইতিহাস শ্রবণ কর । একদা ঈশ্বরান্ধজ
মহাভাগ্য মহাতেজা ব্রহ্মর্ষি দুর্দাসা ইন্দ্রকে
দেখিবার জন্ত স্বর্গে গমন করিলেন । মহা-
মুনি সেখানে শটীপতিকে গজাক্রত দেখিতে
পাইলেন ; দেখিয়া ঠাঁহাকে পারিজাত মালা
দান করিলেন । ব্রহ্মণ ! দেবরাষ্ট্র ইন্দ্র সেই
মালা গ্রহণ করত গজমুখকে স্থাপনপুঙ্ক
সসৈন্তে নন্দন বন প্রতি প্রস্থান করিলেন ।
হন্তৌ সেই মালা লইয়া ছিন্ন করত বরগীতলে
নিক্ষেপ করিল । মহামুনি ‘দুর্দাসা তাহা
দেখিয়া মহাক্রুদ্ধ হইলেন । বলিলেন,—
যেহেতু তুমি ত্রৈলোক্যের একমাত্র শ্রীতে বুদ্ধ
হইয়া মদীয় অবমান করিলে, অতএব তোমার
ত্রৈলোক্যক্লিষ্ট নষ্ট হইবে, সংশয় নাই । তার
পর শাপগ্রস্ত শক্ৰ পুনরায় নপুংসে প্রতিগমন
করিলেন ; দেখিলেন, জগতের ‘মাতা
শব্দ অস্তর্ধান করিয়াছেন । তিনি অস্তর্ধান
করিলে তখন জগদ্রম নষ্টপ্রায় হইল ; বক-
লেই স্বপ্নিপাসাষিভ হইয়া নিরন্তর চীৎকার
করিতে লাগিল । বারিবাহগণ বর্ষণ করিল
না ; জলাশয় সকল শুক হইল ; শাখিনসকল

কুংপিণাসাদিতাঃ সর্বে ব্রহ্মণঃ সন্নিবিঃ যতুঃ ।
 তং সৰ্বং কথ্যমানম্ভূতং ধনোক্তং পিতামহম্ ॥
 দেবানাং বচনং ব্রহ্মা ধাতা দেবগণৈঃ সহ ।
 কৃষাদিযিনিষ্ঠিতৈব প্রযথো কীরসাগরম্ ॥১২
 • বিষ্ণুঃ সৰ্গক্ৰিয়ামসি কীরসেচ্ছত্রে তটে ।
 মদ্বনষ্টাক্ষরং বেধা জপন ধ্যানম্ জগৎপতিম্ ॥
 ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ সৰ্কেষাক্ দিবৌকসাম্ ।
 বৈনেন্তেয়ং সমাক্ষ চাগতঃ সদয়ঃ প্রভুঃ ॥১৪
 শীতবস্ত্রং চতুর্ভাষঃ শম্ভুচক্রগাধারম্ ।
 হৃষ্টা তং জগতামীশং পুণ্ডরীকনিভেকণম্ ॥১৫
 বিষ্ণুঃ ভবোদধেঃ পোতাং বনমালাবিকুচিতম্
 শ্রীবৎসকৌশভোরক্ষমানদাক্ষপরিপ্লুতাঃ ।
 তুহুর্ভূজশযেন নমস্কৃনিরন্তরম্ ॥১৬
 দেবী উচুঃ ।

কৃপালো ব্রহ্মণাশেন সম্পদীনঃ জগদ্রয়ম্ ।
 কুংপিণাসাদিতং নাথ সদেবাসুরমাহুযম্ ॥১৭
 বক্ষ সৰ্গানিমীলোঁকান্ যাতাঃ অশরণং তব ।

শুক—কলপুষ্প-বর্জিত হইল । ১—১০ ।
 তখন দেবগণ কুংপিণাসায় আর্দিত হইয়া
 ব্রহ্মার সন্নিবানে গমন করিলেন । সেই
 ভূধনোক্ত সমস্তই পিতামহ ব্রহ্মাকে কহি-
 লেন । দেবগণের বাক্য শুনিয়া ধাতা দেবগণ
 ও ভূত প্রভৃতি যুনিগণ সহ কীরসাগরে
 প্রস্থান করিলেন । কীরাদির উত্তরতটে
 বাইয়া বৈধা নিরন্তর অষ্টাক্ষর মন্ত্র ধ্যান ও
 জপ করত জগৎপতি বিষ্ণুকে সমর্চন করিতে
 লাগিলেন । তার পর ভগবান্ সর্ক দেবতার
 প্রতি প্রসন্ন হইলেন ; সেই সদয় প্রভু বৈন-
 ত্রেয়ে আরোহণ করত সেখানে আগমন
 করিলেন । দেবগণ সেই পুণ্ডরীকনিভেকণ,
 বনমালাবিকুচিত, শ্রীবৎস-কৌশভে শোভিত-
 বকুল, ভবোদধির পোতাধরুপ জগদীশ
 বিষ্ণুকে দেখিয়া আনন্দাক্ষপরিপ্লুত হইলেন,
 নিরন্তর জয়শব্দ উচ্চারণপূর্বক নমস্কার
 করিতে লাগিলেন । দেবগণ বলিলেন,—
 যে কৃপালু নাথ ! ব্রহ্মণাশে জগৎত্রয় সম্পদ-
 হীন হইয়াছে ; দেব, অসুর, মানুষ্য সকলেই

শ্রীভগবান্ ভবাত ।

ইন্দ্রিয়া ব্রহ্মণাশেন চান্তর্ধানঃ গতাঃ সুরাঃ ।
 তন্তাঃ কটাক্ষমাত্রেণ জগদৈবধাসংযুক্তম্ ॥ ১৩
 তথা সুরাঃ সুরাঃ সর্কে চোৎপাটা বর্ষপর্ষতম্ ।
 মন্দরং ঘর্ষনং কৃষা সর্পরাঞ্জনং বেষ্টিতম্ ।
 কুরুধ্বং মধুনং দেবাঃ সন্দেত্যাঃ কীরসাগরম্ ॥
 তস্মাচ্ছপৎস্ততে লক্ষ্মীর্জগদ্রাতা চ ভোঃ সুরাঃ
 তয়া হৃষ্টা মহাতাগা ভবিষ্যত ন সংশয়ঃ ॥ ২১
 ধারয়ামাহমেবাজিঃ কুর্শ্বরূপেণ সর্কতঃ ॥ ২২
 সূত উবাচ ।
 ইত্যাক্ষা ভগবান্ বিষ্ণুরন্তর্ধানঃ জগাম সঃ ।
 জঘুঃ সুরাসুরাঃ সর্কে সমুদ্রমধুনং বিজঃ ॥ ২৩
 ততোহমরগণান্তে তু সগন্ধর্কাঃ সদানবাঃ ।
 উৎপাটা মন্দরং শৈলং চিকিৎসুঃ পরমাঃ নিধৌ
 ততঃ সনাহনঃ শ্রীমান্ দদামুর্জগদীশ্বরঃ ।
 অধারয়দৃগিরেণলং কুর্শ্বরূপেণ পৃষ্ঠতঃ ॥ ২৫

কুংপিণাসাদিত ; এই লোক সকল বক্ষ
 কর ; আমরা তোমার শরণ লইলাম । শ্রীভগ-
 বান্ বলিলেন,—দেবগণ ! জগতের ঐবর্ষ্য
 ধারার কটাক্ষমাত্রে সংযুক্ত, ব্রহ্মণাশে সেই
 ইন্দ্রিয়া অন্তর্ধানগত হইয়াছেন । এ অবস্থায়
 এখন দেবগণ ! তোমরা সকলে দৈত্যজগৎ
 সহ মিলিত হইয়া স্বপর্ষত উৎপাটন করিয়া
 সেই মন্দর পর্বতকে সর্পরাঞ্জ দ্বারা বেষ্টিত-
 পূর্বক ঘর্ষন (মদনদণ্ড) করত কীর সাগর
 মধুন কর । হে সুরগণ ! তাহা হইতে জগ-
 দ্রাতা লক্ষ্মী উৎপন্ন হইবেন ! মহাতাগ
 সকল ! ভাগ্যকে পাটয়া তোমরা হৃষ্ট হইতে
 পারিবে । ইহাতে সন্দেহ নাই । আমিই
 কুর্শ্বরূপে সমস্ত সেই অদ্রিকের ধারণ করিব ।
 ১১—২২ । সূত বলিলেন,—হে বিজ ! সেই
 ভগবান্ বিষ্ণু এই কথা বলিয়া অন্তর্ধান
 করিলেন । সুরাসুর সকলেই সমুদ্র মধ-
 নার্থে গমন করিলেন । তার পর সমস্ত
 অমরগণ গন্ধর্ব ও দানবগণ সহ মন্দর শৈল
 উৎপাটনপূর্বক পরোমিথিতে নিক্ষেপ করি-
 লেন । পরে দৃশ্য লু শ্রীমান সনাহন জগ-

অনন্ত তত্র সংবেষ্টা মমহুঃ কৃতসাগরম্ ॥ ২৬
 একাদশাং মধ্যমানে চোদ্ধৃতঃ প্রথমঃ দ্বিজ ।
 কালকূটবিষঃ তে তু দৃষ্টা সর্বে প্রহৃৎকবঃ ॥ ২৭
 তত্তন্তান বিজ্ঞতান দৃষ্টা শব্দবশোক্তবানিদম্ ।
 তো ভোঃমরগণা যুগং বিষং কুরুত মে করে ।
 ধারয়িষ্যাম্যং ত্বং কালকূটং মহাবিষম্ ॥ ২৮
 ইত্যাক্ষা পার্শ্বভীনাথো ধ্যায়ন্নারায়ণং হৃদি ।
 মহামন্ত্রং সমুচ্চাৰ্য্য বিষমাদস্তমকরম্ ॥ ২৯
 মহামন্ত্রপ্রভাবেন বিষং জীর্ণং গতং মহৎ ॥ ৩০
 অচ্যুতানন্তগোবিন্দ ইতি নামজয়ং হরেঃ ।
 যো জপেৎপ্রযতো ভক্ত্যা প্রণবাদ্যং নমোস্তুকম
 বিষভোগ্যগিজং তন্ত নাস্তি মৃত্যোর্যর্থং তথা ॥
 ততো দৃষ্টা মুদা দেবা মমহুঃ কীরসাগরম্ ॥ ৩১
 ততোহলম্বীঃ সপুংগরা কালান্তা রক্তলোচনা
 রূপপিঙ্গলকেশা চ জবভীঃ বিভ্রতা তনুয় ॥ ৩২

দীপ্তর কুর্শরূপে পুটে গিরির মূল ভাগ
 ধারণ করিলেন। সেই গিরিতে অনন্তকে
 বেষ্টন করিয়া কৃতসাগর মন্বন করিতে আরম্ভ
 করিলেন। একাদশীতে প্রথম মন্বন আরম্ভ
 হয়। হে দ্বিজ! ঐ দিন প্রথমে কালকূট
 বিষ উৎখিত হইল। তাহা দেবগণা ভীতরা
 সকলেই প্রহৃত হইলেন। তার পর ভীত-
 দিগকে বিজ্ঞত দেগিয়া শব্দব এই কথা
 বলিলেন,—ওহে ওহে অমরগণ! তোমরা
 ঐ বিষ আমার করে দেও, আমি এখনই
 কালকূট মহাবিষ ধারণ করিতেছি। পার্শ্বভী-
 নাথ এই বলিয়া হৃদয়ে নারায়ণকে ধ্যান
 করত মণীমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সেই ভয়ঙ্কর বিষ
 ভক্ষণ করিয়া কেলিলেন। মহামন্ত্রপ্রভাবে
 সেই মহৎ বিষ জীর্ণ হইয়া গেল। হরির
 অচ্যুত, অনন্ত, গোবিন্দ, এই তিনটা নাম
 প্রণবাদি, নমোস্তুক করিয়া যে জন প্রযত ও
 ভক্তি ভাবে জপ করে, তাহার বিষ-ভোগ্য-
 গিজং মৃত্যুভয় নাই। ২৩—৩১। তাব পব
 দেবগণ দৃষ্ট হইয়া সারমোদে পুনরায় কীর-
 সাগর মন্বন করিতে লাগিলেন। পূরে
 কালান্তা, রক্তলোচনা, রূপপিঙ্গলকেশা,

স চ জ্যোতীঃবীন্দেবান কিংকর্তব্যমযেতি বৈ
 দেবান্তধাক্রবন্তাক দেবীঃ হুংখন্ত ভাজনম্ ।
 যেবাং নৃণাং গৃহে দেবি কলহঃ সম্প্রবর্ত্ততে ।
 তত্র স্থানং প্রযচ্ছামো বস জ্যোটে শুভাধিতা ॥
 নিষ্ঠুরঃ বচনং যে চ বদন্তি যেন্ননৃতঃ নরাঃ ;
 সঙ্ঘায়াং যে হি চান্ধন্তি হুংখদা তিষ্ঠ তদগৃহে ॥
 কপালকেশভস্মাঙ্গি-তুষাকারানি যত্র তু ।
 স্থানং জ্যোটে তত্র তব ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥
 অরুহা পাদয়োৰ্ধোতঃ যে চান্ধন্তি নরাধমাঃ ।
 তদগৃহে সর্দঙ্গা তিষ্ঠ হুংখদা কলিনা সহ ॥ ৩৮
 ছত্রাকং ত্রীকলং শিষ্টং যে খাদন্তি নরাধমঃ ।
 গোহে তেষাং তব স্থানং জ্যোটে কলুষদায়িনি
 তিলশিষ্টমলায়ুঃ যে গৃজনং পোতিকাদলম্ ।
 কলযুকং পলায়ুঃ যে চান্ধন্তি পাপবুদ্ধকঃ ।
 তেষাং গৃহে তব স্থানং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥
 গুরুদেবাতিথীনাঞ্চ যত্রদানবিবজ্জিতম্ ।

জয়াযুক্তদেহা অলম্বী উৎপন্ন হইলেন।
 সেই জ্যোতী দেবগণকে বলিলেন, আমার
 কর্তব্য কি? দেবগণ সেই হুংখভাজ।
 দেবীকে বলিলেন,—হে দেবি জ্যোটে! যে
 সকল নরগণের গৃহে কলহ সম্প্রবর্ত্ত হয়,
 তথায় স্থান দিতেছি, সেখানে যাঁহারা শুভা-
 ধিতা হইয়া বাস কর। যে সকল নর
 নিষ্ঠুর বচন প্রয়োগ করে, যাঁহারা অনুত বলে,
 যাঁহারা সঙ্ঘা সময়ে আহার করে, হুংখদা
 হইয়া তাহাদিগের গৃহে অবস্থান কর। যেখানে
 কপাল, কেশ, ভস্ম, অঙ্গি, তুষ বা অঙ্গার
 থাকে, হে জ্যোটে! তোমার তথায়ই স্থান
 হইবে; সংশয় নাই। যে নরাধমেরা পাদমুখের
 শৌচ না করিয়া ভোজন করে, তুমি কলির
 সহিত হুংখদা হইয়া তাহার গৃহে সর্দঙ্গা থাক।
 ছত্রাক এবং শিষ্ট (ভুক্তাবশিষ্ট) ত্রীকল যে
 নরাধমেরা খায়, হে কলুষদায়িনি জ্যোটে!
 তাহাদিগের গৃহে তোমার স্থান। যে পাপ-
 বুদ্ধিরা তিলশিষ্ট, গৃজন, পোতিকাদল, কলযুক
 ও পলায়ু খায়, তাহাদিগের গৃহে তোমার
 স্থান হইবে; সংশয় নাই। যেখানে গুরু-

যত্র বেদধর্মনির্বাণ্ডিত্য উক্ত তিষ্ঠ সঙ্গতভেৎ । ৪১
পরদাক্ষরতা যত্র পরজ্ঞাপ্যপহারিণঃ ।
বিশ্রাসজ্ঞানবুদ্ধীনাং যত্র পূজা ন বিদ্যতে ।
তত্র স্থানে সঙ্গা তিষ্ঠাপাদবিত্র্যাদায়িনী । ৪২
ইত্যাদিঞ্চ সুরা জ্যোষ্ঠাং সর্বে তাত্কাংলবলতাম
কীরাক্ষমধনং চক্ষুঃ পুনস্তে অসমাহিতাঃ । ৪৩
ঐয়ারতন্ততো জগ্রে তথোবোচৈঃশ্রবাঃ হুয়ঃ ।
ধবন্তরিঃ পারিজাতঃ সুরভিষ্ঠপ্ৰসাদয়ঃ । ৪৪
ততঃ প্রভাতসময়ে হাদস্তামুদিতো রবৌ ।
উৎপন্ন্য জীর্মহালক্ষ্মীঃ সর্বলক্ষণশোভিতা । ৪৫
দদুতস্তাং মহাদেবীং মাতরং ধর্মদেবতাঃ ।
প্রহৃষ্টাঃ সর্বজন্তুনাং জীকক্কদয়ালয়াং । ৪৬
লক্ষ্মীভার্তা নীতরশ্মজাতশ্চ সুধয়া ততঃ ।
উৎপন্ন্য সা হরের্জয়া তুলসী গোকপাবনী । ৪৭
তং শৈলং পূর্ববৎ স্থাপ্য পরিপূর্ণমনোরথাঃ ।
সমেত্য মাতরং স্বাধা জেপুঃ জীমুক্তমুতমম্ । ৪৮

দেব-অভিধিদিগের সমাদর নাই, যাহা যজ্ঞ-
বিবর্জিত, যেখানে বেদধর্ম নাই, যে
অন্তভেৎ। তুমি সঙ্গা সেইখানে থাক। যেখানে
জনগণ পরাপবাদরত বা পবজব্যাপহারী
যেখানে বিশ্রাসজ্ঞান বা বুদ্ধিগের পূজা নাই,
তুমি দাড়িভ্যা-পাদবিত্র্যাদায়িনী হইয়া সঙ্গা সেই
স্থানে থাক। সুবগণ সেই কালবলতা
জ্যোষ্ঠাকে এইরূপ আদেশ করিয়া পুনরায়
অসমাহিতভাবে সমুদ্রমধন আরম্ভ করি-
লেন। ৩২—৪৩। তার পর ঐরাবত গজ,
উচৈঃশ্রবাঃ অব, ধবন্তরি, পারিজাত, সুরভি
ও অঙ্গরাসগণ জন্মিল। পরে প্রভাত সময়ে
দ্যাবীতে রবি উদিত হইলে সর্বলক্ষণ-
শোভিতা মহালক্ষ্মী জী উৎপন্ন্য হইলেন।
সেই ধর্মদেবতা দেবতাগণ প্রহৃষ্ট হইয়া সর্ব-
জন্তুমাভা জীকক্কদয়ালয়া সেই মহা-
দেবীকে দেখিতে লাগিলেন। তার পর
সুধার সহিত লক্ষ্মীর ভাড়া নীতরশ্ম ও হরি-
জয়া সেই তুলসী উৎপন্ন্য হইলেন। দেবগণ
পরিপূর্ণমনোরথ হইয়া সেই মন্দর শৈলকে
পূর্ববৎ স্থাপন করিয়া আসিয়া সেই যাতাকে

ততঃ প্রসঙ্গা সা দেবী সর্কান দেবাহুবাচ হ ।
বরং বৃগীধনং ভদ্রং বো বরদাং সুরোক্তমাঃ ।
দেবা উচুঃ ।
প্রসীদ কমলে দেবি সর্কমাত্তহরিপ্রিয়ে ।
বয়া বিনা জগদ্ধুতং কুং প্রাণপ্ররক্ষণম্ । ৪৯
ইত্যুক্তা সা মহালক্ষ্মীঃ প্রাহ নারায়ণপ্রিয়াঃ ।
ইদানীং সর্বজন্তুনাং প্রাণরক্ষাং করোম্যাহম্ । ৫০
ততো নারায়ণঃ জীমান শম্ভচক্ষুগদাধরঃ ।
আবির্ভূত্ব সহসা দদামুজ্জগদীশ্বরঃ । ৫১
ততস্তে তুহুর্দেবাঃ প্রণম্য জগতাং পতিম্ ।
কৃতান্তিলিপুটাঃ প্রোচুর্হর্ষগগদভাবিণঃ । ৫২
গৃহাণ মাতরং বিকো মাহবীঃ বলতাং তব ।
সংসাররক্ষার্থায় লক্ষ্মীমনামিনীম্ । ৫৩
যাবৎপ্রতিজ্ঞাং নো চক্রে তাবৎপ্রাহেদ্বিরা
হরিম্ ।

লক্ষ্মীকৃবাচ ।

অববাহু কথং জ্যোষ্ঠামলক্ষ্মীং মধুসূদন ।
তস্তাঃ কনিষ্ঠাং মাং নাথ বিবাহং কর্তুমিচ্ছসি ।

স্তব করিলেন, উত্তম জীমুক্ত জগ (পাঠ)
করিলেন। পরে সেই দেবী প্রসঙ্গা হইয়া সঙ্গ
দেবগণকে বলিলেন,—হে সুরোত্তম সকল!
তোমাদের মঙ্গল হউক; আমি তোমাদিগের
বরদা; বর গ্রহণ কর। দেবগণ বলিলেন,—
হে সর্কমাতঃ হরিপ্রিয়ে কমলে দিব! প্রসঙ্গ
হও। তোমা। তার জগৎ শূভ হই-
যাচ্ছে, প্রাণ রক্ষা কর। নারায়ণপ্রিয়া
সেই মহালক্ষ্মী এইরূপ উক্ত হইয়া বলি-
লেন,—এখন আমি সর্ব জন্তুরই প্রাণ রক্ষা
করিব। ৪৪—৫১। তার পর দদামু শম্ভ-
চক্ষু-গদাধর জমদীশ্বর, জীমান নারায়ণ
সহসা আবির্ভূত হইলেন। পরে দেবগণ
সেই জগৎপতিকে প্রণাম করিয়া স্তব কীর্ত্তে
লাগিলেন। কৃতান্তিলিপুটে হর্ষগগদ বাক্য
বলিলেন,—বিকো! সংসার রক্ষার্থে মাতা
লক্ষ্মীকে তোমার অনঙ্গামিনী বলতা মাহবী-
রূপে গ্রহণ কর। হরি যাবৎ প্রতিজ্ঞা না
করিলেন, তাবৎ ইন্দ্রিয়া ভাটাকে বলিলেন,

তোতায়াৎ দ্বিতীয়ঃ কিং কনিষ্ঠা পরিণীয়তে । ৪
স্বত উবাচ ।

ইতি কথা ততো বিষ্ণুর্দদৌ চোদালকায় চ ।
বেদবাক্যাহরণেণ হুল্ললীঃ নির্জরৈঃ সহ । ৫৮
ততো নারায়ণঃ জীমান লক্ষ্মীমঙ্গীচকার হ ।
ততঃ পুরগণাঃ সর্বে নমস্চক্ৰুঃ পুনঃপুনঃ । ৫৯
অথ তে চানুমান সর্গান জয়ঃসর্বে বলাধিকান
সর্বে তে ক্রন্দমানান্ত গতাশ্চৈব দিশো দশ ।
সুধাং তৎসাদিতুঃচক্রুর্দেবাঃ পণ্ডিত্তং যথাক্রমম্
জীবিকোপারাজ্জয়া সর্বে চোদুশ্চৈব পরস্পরম্ । ৬০
যক দেহি যক দেহি যক দেহীতি চাক্রবন ।
ন শঙ্কোহস্মি ন শঙ্কোহস্মি ন শঙ্কোহস্মীতি
চাক্রবন ॥ ৬২

ততো বিষ্ণুঃ সমুত্তমো ব্রীহুপঞ্চ দধার হ ।
চকার স্বর্ণপাত্রে চ পীযুষপরিবেষণম্ ॥ ৬৩
পীযুষভক্ষণং রাহুর্ধাবৎকুর্ধ্যাদিজ্যোত্তম ।
চন্দ্রস্বধৌ চোক্তবস্তৌ রাকসোহসৌ ছগ্নাগতঃ

—হে মধুসূদন নাথ ! 'জ্যোষ্ঠা অলক্ষ্মীকে
বিবাহ না করিমা তাহার কনিষ্ঠা আমাকে
বিবাহ করিতে চাহিতেছে কিরূপে ? স্বত বলি-
লেন,—তার পর বিষ্ণু এই কথা শুনিয়া
নির্জরগণ সহ অলক্ষ্মীকে বেদবাক্যাহসারে
উদ্বালককে দান করিলেন । পরে জীমান
লক্ষ্মীকে অঙ্গীকার করিলেন ।
অনন্তর পুরগণ সকলে পুনঃপুন নমস্কার
করিলেন । পরে বলাধিক সমস্ত অশুর
গণকে সকলে প্রহার করিতে আরম্ভ
করিলেন ; তাহার সকলে কান্দিতে কান্দিতে
দশ দিকে গেল । ৫২—৬০ । জীবিকুর
আজ্ঞাহসারে দেবগণ সকলে সুধাপান জন্ত
যথাক্রমে পণ্ডিত্ত করিলেন । এবং পরস্পর
'তুমি দেও, তুমি দেও, তুমি দেও,' 'আমি
পারিব না; আমি পারিব না, আমি পারিব
না,' এই কথা বলিতে লাগিলেন । পরে
বিষ্ণু গজেন্দ্রস্থান করিলেন, এবং ব্রীহুপ ধারণ
করজঃ স্বর্ণপাত্রে পীযুষ পরিবেশন করিতে
লাগিলেন । হে বিজ্যোত্তম ! রাহু যেমন

ততঃ ক্রুদ্ধো জগন্নাথো জঘান স্বর্ণপাত্রতঃ ।
শিরস্তস্ত পপাতোর্বাঃ কেতুর্দীর্ঘা বভূব হ ॥ ৬৫
রাহুকেতু ততস্তুর্ণং গতো তৌ ভমবিক্রমৌ ।
ইদানীঃ তদ্দিনে প্রাপ্তে চন্দ্রস্বধৌ স বুধান্তি
কুর্ধ্যাদ্গ্ৰাসং সৈংহিকেষুতৎকণং তুর্লভং ভবে
সর্বং গজাসমং তোয়ং বেদব্যাসসমা দিগ্ধাঃ ।
স্নানং বায়সতীর্থে যো গজানানকলং লভেৎ ॥ ৭০
দানমকম্যাপুণ্যং স্তাৎ কোটিজন্মার্জিতং তথা ।
পাপং নশ্তেৎ সমূলকং কিং পুনঃ ক্রতুকেটিভিঃ
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং পুত্রার্থী পুত্রমাপুণ্যং
মোক্শার্থী লভতে মোক্শং মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেৎকমম্
ইতি তে কথিতং বিপ্র সমুদ্রমধনন্ত তৎ ॥ ৭১

ইতি জীপায়ে স্বর্ণধণ্ডে সমুদ্রমধনং ন্যায়
একচত্বারিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৪১ ॥

পীযুষ ভক্ষণ করিতেছিল, অমনি চন্দ্র-স্বর্ধা
উভয়ে বলিলেন,—ও রাকস, হুল্ললীয়ে
আসিয়াছে । তখন জগন্নাথ ক্রুদ্ধ হইয়া
স্বর্ণপাত্র দ্বারা প্রহার করিলেন, তাহার দস্তক
উক্লীতলে পতিত হইল ; দেহটী কেতু
নামে খাত হইল ; তার পর রাহু কেতু তর-
বিক্রল হইয়া ভূর্ণ পলায়ন করিল । ইদানীংও
সেই দিন উপস্থিত হইলে সে চন্দ্র-স্বর্ধা
সহ যুদ্ধ করে । সৈংহিকেষ যখন গ্রাস করে,
সেই কণ তুর্লভ হয় ; তখন সকল জলই গজা
সম ও দ্বিজগণ বেদব্যাস সম হয় । যদি
বায়স তীর্থেও স্নান করা যায়, তথাপি গজা-
মানের কল লাভ হয় । দান অকম্য পুণ্য-
জনক ; তথা কোটিজন্মার্জিত পাপও সমূলে
বিনষ্ট হয় ; সুতরাং ক্রতুকেটির আর প্রয়ো-
জন কি ? বিদ্যার্থী বিদ্যা লাভ করিতে
পারে ; পুত্রার্থী পুত্র প্রাপ্ত হয় ; মোক্ষার্থী
মোক্শ লাভ করিতে পারে ; নিশ্চয় মন্ত্রসিদ্ধি
হয় । বিপ্র ! এই সেই সমুদ্রমধন তোমার
নিকটে বলিলাম । ৬১—৭১ ।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

বিচিত্তাবিংশ অধ্যায়ঃ

শোনক উবাচ ।

উদ্যমীঃ শ্রোতুমিচ্ছামি কথং বখাৰ্থতঃ ।
 হরিস্বরূপিণা সাক্ষাদ্বেদব্যাসেন শাসিতা ।
 নিরঙ্কারে তে স্তূত লোকাহুগ্রহকারক ॥ ১
 কেন ত্বাং স্তূতগা নারী পাপিনী চ সূহৃৎগা ।
 পতিপ্রিয়াক কেন স্ত্রাজপিতা চক্ষুযোঃ সুধা ॥ ২
 কেন বা জযতে লক্ষ্যন্তয়ে ক্রুহি তপোধন ॥ ৩
 স্তূত উবাচ ।

যদি পুণ্যমিদং বিপ্র বৃত্তঃ পরমহর্ষভম্ ।
 পুণ্ড্র ভোঃ সূমাসেন কথয়ামি বিধানতঃ ॥ ৪
 অসীতদম্ভবা রাজা যুগে দ্বাপরসংজ্ঞকে ।
 সৌরভূদেশবাসী চ বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥ ৫
 ভাষ্ক্য তস্তা স সজ্ঞাতা নারী সুরতিচন্দ্রিকা ।
 তস্তাং বভূবুঃ স্ত্রীরাজঃ সপ্ত পুত্রা মনোরমঃ ॥
 ততোহপি জাতা হুগিতা সুল্লরী সত্যবাদিনী ।
 জাম্বাবলা চ বিপ্রেশ্ন নারী স্ত্রীতিকরী পিতুঃ ॥ ৬

বিচিত্তাবিংশ অধ্যায় ।

শোনক বলিলেন,—হে সাক্ষাৎ হরিস্বরূপ
 বেদব্যাস কর্তৃক শাসিত, নিরঙ্কার, লোকাহু-
 গ্রহকার, স্তূত! নারী কি কারণে স্তূতগা,
 চক্ষুর্ধ্বয়ের সুধারূপিণী পতিপ্রিয়া হয়? আর
 কেনই বা পাপিনীও সূহৃৎগা হয়? ইদানীং
 ইহা শুনিতে ইচ্ছা করি; ইহা যথার্থতঃ
 বল। লক্ষ্যই বা কিসে জন্মে? তপোধন!
 ভাষ্ক্যও আমাকে বল। স্তূত বলিলেন,—
 হে বিপ্র! এ বিষয়ে পুরাকালে পরম হর্ষভ
 যে পুণ্ড্র বৃত্তান্ত ঘটয়াছিল, তাহা আমি
 সংক্ষেপে বিধান অনুসারে কহিতেছি, শ্রবণ
 কর। দ্বাপর-সংজ্ঞক যুগে ভদ্রজবা নামে
 এক রাজা ছিলেন, তিনি গৌরভূদেশবাসী ও
 বেদবেদাঙ্গপারগ। ভাষ্ক্য ভাষ্ক্য নাম
 ছিল সুরতিচন্দ্রিকা। ভাষ্ক্যতে সেই রাজার
 মনোরম সপ্ত পুত্র জন্মে; হে বিপ্রেশ্ন!
 তার পর জাম্বাবলা নামে সুল্লরী, সত্য-
 বাদিনী, পিতার প্রিয়করী এক ক্রুহিতা জন্মে।

অবৈক্য জাম্বাবলা সুবর্ণমুকুতাঙ্ক চ ।
 গুণৈর্বিনোদ্যে রত্নৈঃ সযুক্তিঃ ক্রমদিক্ শূকো
 জগাম নীপবৃক্ষক ভলঃ পরমহর্ষভম্ ॥ ৮
 এতদ্বিস্তরে বিপ্র লক্ষ্যোঃ সংসারতারণী ।
 লোকানাং নীতিদা সাধ সমায়াতা স্ত্রীঃ পুণ্ড্র
 পুত্রা চ ভ্রাতৃগীরূপং পলিতাকী চ কুসুম ॥ ৯
 অধিলানাক লোকানাং শাক্ত রাজাঃ স্ত্রীঃ স্ত্রীনা
 কেমাং কুন্তরাণাং হি গৃহং গৃহ্যামি স্যাম্যস্মৈ
 ইতি সন্ধিস্তা মনসা গতা রাজনিকৈতনম্ ॥ ১০
 সুবর্ণভিত্তিভির্ভুক্তং পতাকাভির্লঙ্কিতম্ ॥ ১১
 সিংহদ্বারমভিক্রমা প্রাহ দৌবারিকীঃ স্ত্রীভ্যঃ ।
 দ্বারং জহিহি তো দ্বারনিযুক্তে শুভলক্ষণে ॥
 যামি বেগেন পশ্যামি রাজ্যং সুরতিচন্দ্রিকার ॥
 তদ্বৎসরা বচনং তস্তা বদন্তগুণকরা চ সা ।
 কোকিলাবাক্যবশুস্তং পরমং হর্ষম যথো ॥ ১৩
 দ্বারনিযুক্তোবাচ ।
 কিং নাম বহসে বৃদ্ধে কঃ পতিজীবকঃ পুনঃ ।

একদা সেই জাম্বাবলা সুবর্ণমুকুতে গুণ
 মনোরম রত্নরাজি দ্বারা ক্রীড়ার্থ সযুগপ সহ
 কৌতুকবশে পরম হর্ষভ নীপবৃক্ষের ভলে
 গমন করিল। ১—৮। বিপ্র! ইত্যরকালে
 লোকদিগের নীতিদায়িনী সংসারতারণী সেই
 লক্ষ্য স্বয়ং সেই পুত্র আসিয়া উপস্থিত হই-
 লেন। হে কুসুম! তিনি পলিতাকী ভ্রাতৃগীরূপ
 ধারণ করত সম্প্রতি অধিল লোকের শাসন-
 কর্ত্তা রাজার গৃহ বাভীত আর কোন লক্ষ্য
 নরদিগের গৃহে যাইব? মনে মনে এইরূপ
 চিন্তা করিয়া সুবর্ণভিত্তিভুক্ত ও পতাকাভির্লঙ্কিত
 সমলঙ্কৃত রাজনিকৈতনে যাইলেন। সিংহ-
 দ্বারে যাইয়া পরে দৌবারিকীকে কহিলেন,—
 হে শুভলক্ষণে দ্বারনিযুক্তে! দ্বার দ্বার পরি-
 ত্যাগ কর, আমি যাইব, রাজ্য সুরতি-
 চন্দ্রিকাকে দেখিব। বদন্তগুণকরা দ্বারনিযুক্ত!
 ভাষ্ক্য সেই কোকিলাবাক্যবৎ স্পষ্ট স্বর
 শুনিয়া পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইল; বলিল,—
 বৃদ্ধে! তুমি কি নাম ধারণ কর! আর

আগতাসি কথং কিং তে কাৰ্য্যং রাজ্যার্শং দৰ্শনে
কথ্যং কিং ক্রুহি বিপ্রো হং শ্রোতুঃ

কৌতুহলং হি মে ॥ ১৬

বুদ্ধোবাচ ।

শুণু প্রেয্যে মহারাজপত্ন্যা দণ্ডকরে যদা ।
শ্রোতুঃ কৌতুহলং তেহাস্ত মদাগমনকারণম্ ॥
প্রসিদ্ধা কমলা নামা চাহং প্রাণেশ্বরো যম ।
ভুবনেশ ইতি খ্যাতো নারায়ণাবতী পুরী ॥ ১৮
তস্তাং বৈ বর্ততে যো বৈ যম প্রাণেশ্বরস্তথা ।
আগতাহং রত্নবেঙ্ককরে শূণু সাকৌতুকম্ ।
মদাগমনকাৰ্য্যং হি বচোনীনাং তবাগ্ৰতঃ ॥ ১৯
পুরাসীবেঙ্ককুলজা রাজ্ঞী তব চ হুঃখিনী ।
একস্মিন্ দিবসে প্রেয্যে পতিনা কলহঃ কৃতঃ
তয়া নারীয়া চ হুঃখিনী ততো বৈ ভৰ্ত্তৃপীড়িতা ।
বহির্ভূতঃ ক্রতঃ গোহাজ্ঞপতী চ পুনঃপুনঃ ॥ ২১
তস্তাং রৌদ্রনঃ ক্রত্যা চাগতাহং সমীপতঃ ।
পপ্রচ্ছ সৰ্ব্বস্তান্তঃ কথিতো বৈ যথার্থতঃ ॥ ২২

তোমার পতিই বা কে? তুমি আসিয়াছ
কেন? রাজ্যের দৰ্শনেই বা তোমার প্রয়ো-
জন কি? তুমি কি নিমিত্ত কি চাও। হে
বিপ্রো! বল, আমার তাহা শুনিতে কৌতু-
হল হইয়াছে। বুদ্ধা বলিলেন,—হে দণ্ড-
করে মহারাজপত্নীর প্রেয্যে। তোমার যখন
শুনিতে কৌতুহল হইয়াছে, তখন “ন।
আমি কমলা নামে প্রসিদ্ধা, আমার প্রাণেশ্বর
ভুবনেশ বলিয়া খ্যাত। হারাবতী নামে যে
পুরী আছে, তাহাতে আমার প্রাণেশ্বর বাস
করেন। হে রত্ন-বেঙ্ককরে! আমি কেন
আসিয়াছি, তাহা সাকৌতুকে শুন। আমার
আগমনপ্রয়োজন ইন্দ্রানীং তোমার অগ্রে
বলিতেছি। ১—১৯। পুরাকালে তোমার
রাজ্ঞী বৈঙ্ককুলজা, হুঃখিনী ছিলেন। হে
প্রেয্যে! তিনি একদা পতি সহ কলহ
করেন; পরে সেই হুঃখিনী ভৰ্ত্তা কর্তৃক
পীড়িতা হইয়া গেহ হইতে ক্রত বহির্ভূতা
হইলেন; পুনঃপুন রৌদ্রন কথিতে লাগি-
লেন। আমি তাঁহার রৌদ্রন শুনিয়া সমীপে

তয়া ততো ব্রতবরবৃন্দেশং দদাম্যহম্ ॥ ২৩
যমোপদেশতঃ সা বৈ চক্রে ব্রতবরং ভদ্রা ।
তন্ত প্রাসাদাতো হাঃসে সজ্জাতাশ্চুখিতা চ সা
কদাচিৎ বৈঙ্ককুলজা পত্ন্যা যুতো্যাবশং গত।
সমানেতুঃ ততস্তো তু বিহিতাখিলপাতকৌ ॥ ২৪
কিঙ্করান্ প্রেয্যামাস চণ্ডালান্ ধর্ম্মবাহী প্রভুঃ
যমাজয়া সমায়াতা যমদূতা ভয়ঙ্করাঃ ॥ ২৬
বদ্ধা তো চর্য্যপাশেন লোহমুদগরপাণয়ঃ ।
উদ্যমং চক্রিরে গন্তব্যম্ভ শরণং প্রতি ॥ ২৭
অত্রান্তরে চ লক্ষ্ম্যাং দূতা বিষ্ণুপরাযণাঃ ।
সমানেতুঃ সমায়াতাঃ শম্ভুচক্রগদাধরাঃ ॥ ২৮
দৃষ্ট্বা তথাবিধাঃস্তাংচ যমদূতাঃ পলায়িতাঃ ।
লক্ষ্মীদূতা মহাত্মানঃ স্বপ্রকাশাদয়স্তথা ॥ ২৯
পাশং ছিষ্টা সমারোপা রাজহংসযুতে রথে ।
জয়লক্ষ্মীপুং সর্বে সহসা কীর্তিবর্ধনা ॥ ৩০

আগমন করিলাম। সর্ব বৃত্তান্ত প্রসঙ্গ কবি-
লাম, তিনিও সকল যথার্থতঃ বলিলেন।
তার পর আমি বর ব্রত উপদেশ দান করি-
লাম। তিনি তখন আমার উপদেশে সেই
বর ব্রত করিলেন। হে হাঃসে! সেই ব্রতের
প্রসঙ্গে তিনি স্মৃতি হইয়াছিলেন। পরে
কদাচিৎ সেই বৈঙ্ককুলজা পতি সহ বৃত্তার
বশগত হইলেন। প্রভু ধর্ম্মবাহী, অখিল-
পাতককারী তাহাদিগকে আনয়ন জন্ত চণ্ড
প্রভৃতি কিঙ্করগণকে প্রেরণ করিলেন।
যমের আজ্ঞায় ভয়ঙ্কর যমদূতগণ লোহমুদগর
হস্তে সমাগত হইয়া তাহাদিগকে চর্য্যপাশে
বন্ধনপূর্ব্বক যমের ভবন প্রতি গমন করিতে
উদ্যত হইল। ইত্যবকাশে শম্ভু-চক্র-গদা-
ধর বিষ্ণুপরাযণ লক্ষ্মীদূতগণও তাহাদিগকে
লইয়া যাইবার জন্ত সমাগত হইল। তাহা-
দিগকে তথাবিধ দৰ্শনে যমদূতগণ পলায়ন
করিল। স্বপ্রকাশাদি মহাত্মা লক্ষ্মীদূতগণ
তাহাদিগের পাশ ছেদনপূর্ব্বক রাজহংসযুক্ত
রথে আরোপণ করত সহসা সকলেই কীর্তি-
ময় পথে লক্ষ্মীপুং গমন করিল। ২০—৩০।

যাবৎ ব্রতবরং বৈজ্ঞানী কৃত্যতী চ সা ।
 জীবৎ বৎসরসংসারিণী তথ্যুঃ কমলাপুং ৩১
 পুণ্যশেষে ভোগার্থে জাতো রাজ্যবৎসেধুনা ।
 ব্রতকং বিস্মৃতো বাঃসেহ রাজসম্পত্তিগর্ভিতো ।
 তন্মাত্ত তরুতস্তাপি চোপদেশার্থমাগতা ৩২
 বাঃসোবাচ ।

কেনৈব তু বিধানেন বৃদ্ধে ব্রতবরং কৃতম্ ।
 কস্মিন্মাসে ব্রতং শ্রেষ্ঠং দেবতা কা চ পূজ্যতে
 এতন্মে পূজ্যতো মাতর্ধবাববতুমহসি ৩৪
 কমলোবাচ ।

কার্তিকে চ ব্যতিক্রান্তে মার্গশীর্ষে সমাগতে ।
 তন্মিন্মাসে চ ভোঃ প্রেষো বাসরে গুরুসংজ্ঞকে
 ততঃ পূর্ণাঙ্কসময়ে সকলব্রতিভির্বৃত্য ।
 নীরায়ণেন সাহিত্যঃ লক্ষ্মীঃ সম্পূজয়েন্ততঃ ৩৬
 মিষ্টৈঃ পান্যসুপ্তৈশ্চ ভুক্তৈশ্চ যশুমিচ্ছতেঃ ।
 লক্ষ্মীঃ সন্তোষয়েৎ প্রেষো ততঃ সম্প্রাথয়েদিদম্
 ত্রৈলোক্যপূজিতে দেব কমলে বিস্মবলভে ।

সেই বৈজ্ঞানী যতবার ব্রত করিয়াছিল, তত
 সহস্র বৎসর কমলাপুংরে বাস করিল। পরে
 পুণ্যশেষ ভোগার্থে অধুনা রাজবংশে জন্মিয়া-
 ছেন, হে বাঃসে! কিন্তু রাজসম্পত্তিতে
 গর্ভিত হইয়া সে ব্রত বিস্মৃত হইয়াছেন,
 একান্ত ভোগ্যকে ও ভীতাকে উপদেশার্থ
 আমি আগমন করিয়াছি। দ্বারপালিকা
 বলিল,—বৃদ্ধে! সেই ব্রতবর কোন বিধান
 অনুসারে করিতে হয়? কোন মাসেই বা
 উহা কর্য প্রাপ্ত? আর কোন দেবতাই বা
 পূজিত হয়? মাতঃ! আমি জিজ্ঞাসা করি-
 জেছ, আপনার ইহা যথাবৎ বলা যোগ্য
 হইতেছে। কমলা বলিলেন,—হে প্রেষো!
 কার্তিক মাস অতীত হইয়া মার্গশীর্ষ মাস
 প্রবৃত্ত হইলে সেই মাসে গুরুসংজ্ঞক বাসরে
 পূর্ণাঙ্ক সময়ে সকল ব্রতিজনের সহিত মিলিত
 হইয়া নারায়ণ সহ লক্ষ্মীকে সম্পূজন করিবে।
 প্রেষো! কর্পূর মিশ্রিত পায়সযুক্ত মিষ্ট ভুক্ত
 দ্বারা লক্ষ্মীকে সন্তোষিত করিবে। পরে
 প্রার্থনা করিবে; যথা,—‘হে ত্রৈলোক্য-

যথা স্বর্গলোকে তথ্যুঃ ভব ময়ি হিরা ।
 ইহরি কমলে দেব শরণং ভবানকে ৩৩
 নানোপহারভব্যেচ্চ লক্ষ্মীমাক্ষায়া তোষয়েৎ ৩৪
 শাস্ত্রৈশ্চ পূজয়েদেবীঃ যথোৎসবসমিধিতা ৩৫
 ততো নৈবেদ্যশেষাং দত্ত্বা ব্রাহ্মণসন্তমম্ ৩৬
 আত্মানং যশতি পুত্রান প্রেষোহন্তানপি
 সেবকান ৩৭

যিত্যয়ে তু ভুরোবাধে বিদ্যেৎ শশু তুমরি ৩৮
 চিত্রধূলীপ্রশস্তৈশ্চ জাট্টৈর্গোধূমনিষ্ঠিতৈঃ ।
 তোষণং কমলাদেব্যাঃ কুর্ধ্যাট্টৈ ভক্তিতারতঃ
 তৃতীয়ে যশুসংযুক্তং দধোদাননিবেদনম্ ।
 স্তামাক্ষাণিকাসাট্টৈশ্চ তুর্থে পূজয়েদ্মদা ।
 লক্ষ্মীদেবীঃ প্রযত্নেন রত্নদণ্ডকরে ততঃ ৩৯
 লক্ষ্মীদেবীপীতয়ে তু ব্রাহ্মণান পূজয়েদ্ধনৈঃ ৪০
 বস্ত্রালঙ্কারভোজ্যৈশ্চ কলৈর্নানাবিবেদ্যথা ৪১
 প্রেষোবাচ ।

অত্রৈব তিষ্ঠ ভো বৃদ্ধে রাজ্ঞীঃ সুরতিচন্দ্রিকাম্

পূজিতে, বিস্মবলভে, দেবি কমলে! তুমি
 যেমন কৃকে অচলা হইয়া আছ, তেমন
 আমাতেও হিরা হও। আর হে ঈশ্বর,
 অগ্নে কমলে! আমার শরণও হও। এই-
 রূপ প্রার্থনা সহকারে লক্ষ্মীকে নানা উপহার
 দ্বারা শাস্ত্রোক্ত বিধানে যথোৎসব সম-
 প্ত হইয়া পূজ্যপূর্বক তোষিত করিবে। হে
 প্রেষো! তার পর নৈবেদ্যশেষ ব্রাহ্মণ-
 সন্তমকে দান করিয়া নিজপতি, পুত্র ও
 অন্তান্ত লোকদিগকে দান করিবে, নিজেও
 গ্রহণ করিবে। ৩১—৪০। তুমরি! যিত্যয়
 গুরুবারে যথা বিশেষ বিধি, তাহা
 শুন। ভক্তিত বিচিত্র ধূলিবৎ প্রাপ্ত গোধূম
 দ্বারা নিষ্ঠিত দ্রব্য ভক্তিতরে দানে কমলা
 দেবীর তোষণ করিবে। তৃতীয়ে যশুসংযুক্ত
 দধোদান নিবেদন করিবে। চতুর্থে স্তামাক্ষ
 ও শলিকাসার দ্বারা আমোদে লক্ষ্মীদেবীর
 পূজা করিবে। হে রত্নদণ্ডকরে! তার পর
 নানাবিধ ধন বস্ত্র আলঙ্কার ভোজ্য ও কল
 দ্বারা ব্রাহ্মণগণকেও পূজা করিবে। প্রেষো

বিজ্ঞাপ্য হাং নথিয়ার্মি-মা ক্রোধঃ কুরু সন্তমে
ইতুংক। সা তু চাক্ষুণী গতা রাজ্যসমীপতঃ ।
শিবকুমারিয়ার্মি প্রেয়া ব্রহ্মন স্মূলতঃ ॥ ৪৬
আরভ্য সাক্ষপাংস্তঃ বহুচে কমলালয়া ।
তৎসৰ্বং কথয়াস রাজ্যঃ সুরতিচন্দ্রিকাম ॥ ৪৭
হারপালীবচঃ কথ্য রাজ্যে সুরতিচন্দ্রিকা ।
জগাম ব্রাহ্মণীশাৰ্ং সগরো প্রাহ সুর্যো ॥ ৪৮
রাজ্যুবাচ ।

বুদ্ধে ব্রাহ্মণি কিং বৃন্তকোপদেশাৰ্থমাগতা ।
কথয়ত্বাচিরং মধুঃ ভয়ং তস্তা যথানুধম ॥ ৪৯
ব্রাহ্মণ্যুবাচ ।

তবানীতিমহং বৃষ্টে। গন্ধমিচ্ছামি চকলা ।
কথয়িষ্যামি কিং বৃষ্টে ব্রতঃ পরমদুর্লভম্ ॥ ৫০
ইন্দ্রিয়ারাসরে চাদা চাণ্ডালে ন করোষি যৎ ।
তুচ্ছৈঃ ময়ি কা হুষ্টে বদগৃহে গন্ধিতেহধুনা ॥ ৫১
তচ্ছ্রুত্বা ব্রাহ্মণীবাচ্যঃ ক্রোধঃসংবৃত্তলোচনা ।

বলিল,—বুদ্ধে! তুমি এখানেই থাক, রাজ্যে
সুরতিচন্দ্রিকাকে বিজ্ঞাপন করিয়া তোমাকে
লইয়া যাইব; হে সন্তমে! ক্রোধ করিও না।
ব্রহ্মন! সেই চাক্ষুণী প্রেয়া এই বলিয়া
মন্তকে অঞ্জলি বহনপূরক রাজ্যের সমীপে
যাইল; কমলালয়া যাহা যাহা বলিয়াছিলেন,
আমূলতঃ সেই সমস্তই শেষ পদ্যন্ত রাজ্যে
সুরতিচন্দ্রিকাকে কহিল। রাজ্যে সুরতি-
চন্দ্রিকা হারপালীর বাক্য শুনিয়া ব্রাহ্মণীর
পার্শ্বে গমন করিলেন, রাজ্যে সগরে বলি-
লেন,—হে বুদ্ধ ব্রাহ্মণি! কোন্ বিষয় উপ-
দেশ করবার জন্য আনিয়াছ? আমার
নিকটে ভয় ভাগ্য করিয়া যথানুধে সহর
তাঁহা বল। ব্রাহ্মণী বলিলেন,—তোমার
অনীতি দর্শনে আমি চকলা হইয়া চলিয়া
যাইতে ইচ্ছা করিতেছি, বৃষ্টে! তোমাকে কি
জ্ঞান বলিব? চণ্ডালে। আজি ইন্দ্রিয়ারাসরে
কুণ্ডি যে পরম দুর্লভ ব্রত করিতেছে না, অত-
এব হে বৃষ্টে, গন্ধিতে। অধুনা তোমার গৃহ
দর্শনে আমার কি প্রয়োজন? ৪৯—৫১।
ব্রাহ্মণীর বাক্য শ্রবণে সেই রাজ্যে ক্রোধ-

জয়ন্তীঃ ব্রাহ্মণীকৈব প্রহারক চকার সা ॥ ৫২
ততঃ সা কমলা বুদ্ধা ক্রন্দমানা পলায়িতা ।
ক্রীড়মানা ততঃ শ্রামা ব্রাহ্মণীকন্দনধ্বনিম্ ।
আগতাত্তাঃ সৰীপন্ত কথ্য বালা তপোধনা ॥ ৫৩
শ্রামবালোবাচ ।

বুদ্ধে বাথেনুশী কেন দস্তা তুস্তাঃ বদহ মে ॥ ৫৪
তস্তা বচনমাকর্ণ্য শোকগদগদয়া গিরা ।
কমলা কথিতং সৰ্বং কৃতান্তঃ বিজসন্তম ॥ ৫৫
শ্রামবালা ততঃ কথ্য ব্রতং পরমদুর্লভম্ ।
শাস্ত্রোক্তবিধিনা চক্রে সজ্জক স্তম্ভজিতঃ ॥ ৫৬
ত্রিবারে পরিপূর্ণে তু তুর্ধ্যবারে লমাগতে ।
বিবাহকৰ্ম্ম সংসিদ্ধং বিজ লক্ষ্মীপ্রসাদতঃ ॥ ৫৭
ক্রীসদেবরদেবস্ত নৃপতেৰ্ভূপতেজসঃ ।
মালাধরো নাম সূতো গৃধীষা তাং গৃহং গতঃ
অথ তস্তাঃ গতায়ান্ত ব্রহ্মণ শূণ্ড্য কৌতুকম্ ।
ব্রজীগৃহে চ সৰ্বাণি স্থিতানি চ বহুনি চ ॥ ৫৯

সংবৃত্তলোচনা হইয়া সেই জয়ন্তী ব্রাহ্মণীকে
প্রহার করিতে লাগিলেন। সেই বুদ্ধা কমলা
ক্রন্দন করিতে করিতে পলায়ন করিলেন।
তার পর ব্রাহ্মণীর ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণে ক্রীড়-
মানা তপোধনা বালা শ্রামা তাঁহার সমীপে
আগমন করিলেন। শ্রামবালা বলিলেন,—
হে বুদ্ধে! তোমাকে এমন বাধা দিল কে?
আমার নিকটে বল। হে বিজসন্তম! তাঁহার
সেই কথা শুনিয়া কমলা শোকগদগদ বাক্যে
সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। পরে শ্রামবালা
তাঁহার নিকটে পরম দুর্লভ ব্রতবিবরণ শুনিয়া
সজ্জক স্তম্ভজিতকারে শাস্ত্রোক্ত বিধি
অনুসারে তাঁহার অমুষ্ঠান করিলেন। হে
বিজ! তিনবার অমুষ্ঠিত হইয়া যখন চতুর্থ-
বারের কাল সমগত হইল, তখন লক্ষ্মীর
প্রসাদে তাঁহার বিবাহ কৰ্ম্ম সম্পন্ন হইল।
অখিলধরামণ্ডলধিপং তেজস্বী সিদ্ধেশ্বর
নৃপতির পুত্র মালাধর, তাঁহাকে গ্রহণপূরক
নিজ বাগীতে লইয়া গেলেন। ব্রহ্মন! তার
পর কৌতুক শুন। সেই শ্রামবালা চলিয়া
গেলে হঠাৎ একদিন রাজ্যের গৃহস্থিত নানা-

ত্রব্যর্গণ কেন নীতানি ন জ্ঞাতান্তপি ভুত্ব ।
নিহিতা বুদ্ধিহীনা সা চারব্রবিবর্জিতা ॥ ৬৭
উপদিষ্টা কৈনাপি গন্তব্যং হৃদিতুং হম্ ।
শ্রেয়সামাস ভর্তারঃ কিঞ্চিৎপ্রার্থনহেতবে ॥ ৬৮
তন্ত মালধরস্তাপি গ্রামে চ স্রতীতটে ।
কালেন কিমতা বিপ্র প্রবিবেশ চ কষ্টতঃ ॥ ৬৯
স্তম্ভাজলং সমানেতুং তস্তা দান্তঃ সগাগতাঃ ।
তং দৃষ্ট্বা হৃদিবাঃ শ্রেষ্ঠঃ পপ্রচ্ছুঃ সাহসকম্পিতাঃ
দান্ত উচুঃ ।
কথং কুতঃ সমায়াতো মাংসরক্তবিবর্জিতঃ ।
ককাকো ককাকেশচ তৎসর্বং কথয়স্ব নঃ ॥ ৭০
দরিদ্র উবাচ ।
শ্রামবালাপিতা চাৎ সৌরাষ্ট্রনগরাগতঃ ।
কথয়স্ব কৈ তো দান্তঃ শ্রামবালাসমীপতঃ ॥ ৭১
উচ্ছ্বস্বা বচনং তন্ত কৌতুহলসমবিতাঃ ।
পরম্পরমুখাঃ সর্বা জহসুঃ স্বপুংস গতাঃ ॥ ৭২

বিধ বহুজ্ঞা, সমস্তই কে যেন লইয়া গেল।
তাঁহা কেহই জানিতে পারিল না। হে ভুত্বর!
সেই রাজ্যী বুদ্ধিহীনা, অন্ন-বস্ত্র-বিবর্জিতা
হইলেন। কে যেন তাঁহাকে হৃদিতার গৃহে
বাইতে উপদেশ দিল; তিনি কিঞ্চিৎ প্রার্থনা
নিমিত্ত ভর্তাকে হৃদিতার গৃহে পাঠাইলেন।
৬৭—৬৮। হে বিপ্র! রাজা সেই মালধরের
গ্রামে অতিক্রমে কিয়ৎকালে গমন করি-
লেন। তাঁহার সরোবরতটে যাইয়া অবস্থান
করিতে লাগিলেন। সেই সরোবরে শ্রাম-
বালা দাসীরা জল লইবার জন্য আসিল;
তাঁহারা রাজাকে অতিহুঃখিত দর্শনে সদর-
ভাবে জিজ্ঞাসা করিল। দাসীগণ বলিল,—
তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ? দেখি-
তেছি তুমি ককাক, ককাক, রক্ত-মাংস-
বর্জিত। অতএব এই সকল আবাদিগের
নিকটে বল। দরিদ্র বলিল,—আমি শ্রাম-
বালা পিতা, সৌরাষ্ট্র নগর হইতে আসি-
য়াছি। হে দাসীগণ! তোমরা এই কথা
শ্রামবালাসমীপে বল। দাসীগণ এই কথা
কুনিয়া কৌতুহলসমবিত হইয়া পরস্পর

শ্রামবালা চ কথিতং সর্বং বৃত্তক তো বিজ ।
জ্ঞাতা তৎচরনং তাসাং শ্রেয়সামাস সেবকানি ॥ ৬৭
পুন্পতৈলং দিব্যবস্ত্রং চন্দনং পৰ্বীটিকায়া
ঘোটককং তথা দ্বা পিতরঃ প্রতি সুন্দরী ॥ ৬৮
গদ্যার্থ সর্গে তে ভৃত্যাঃ কৃদ্বাণ্ড বেশদুস্তপসবৎ
শ্রামবালাসমীপঃ নিম্নাদেবরাজগৃহোপম ॥ ৬৯
শ্রামবালা উত্তমৈশ্বর্য পিতরঃ হৃদিবাঃ বরম্ ।
শাল্যঃ সমুত্তমৈব ভোজ্যমাস যতনঃ ॥ ৭০
তুর্ধ্যেষু সমতীতেষু দিব্যেষু তপোধন ।
শ্রেয়সামাস তং দ্বা গুণপাত্রহিতং ধনম্ ॥ ৭১
ততঃ প্রতিজ্ঞা স্বগৃহে ধনং পাত্রান্তরহিতম্ ।
দর্শনার্থনিচয়ং কয়োদ ভূত্বহিতঃ ॥ ৭২
হৃদিতুঃ সদনং যাতুং নিঃসার গৃহান্ততঃ ।
তথৈব সরসীকূলে প্রবিবেশ চ হৃদিবা ॥ ৭৩

পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে
লাগিল, পরে নিজপুংসে যাটিল। হে বিজ!
তাঁহারা সেই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রামবালাকে
বাইয়া বলিল। সুন্দরী শ্রামবালা তাঁহা-
দিগের সেই কথা শুনিয়া সেবকগণকে পুন্প-
বর্জিত তৈল, দিব্য বস্ত্র, চন্দন, পানের খিলি
এবং একটা ঘোটক দিয়া পিতার নিকটে
পাঠাইলেন। তার পর সেই ভৃত্যগণ সকলে
বাইয়া শহর তাঁহার উত্তম বেশ রচনা করত
দেবরাজগৃহোপম শ্রামবালায় গৃহে লইয়া
গেল। পরে শ্রামবালা সেই অতিহুঃখী
পিতাকে যত্নসহকারে সমস্ত শাল্য ভোজন
করাইলেন। হে তপোধন! চতুর্থ দিবস
সমতীত হইলে তাঁহাকে গুণপাত্রহিত ধন
প্রদানপূর্বক নিজ দেশে প্রেরণ করিলেন।
৭২—৭৩। তার পর রাজা স্বগৃহে বাইয়া
যেমন সেই ধন পাত্রান্তরে রাখিলেন, অবশি-
ষ্ট দেখিলেন, উহা অকারনিচয়ে পরিণত হই-
য়াছে। দেখিয়া অতিহুঃখে রোদন করিতে
লাগিলেন। তার পর হৃদিবা রাণী উপাশ-
স্তর না দেখিয়া নিজেই হৃদিতার গৃহে বাইবার
চক্ষু নিঃসৃত হইলেন। সেই হৃদিবানী
পূর্ববৎ রাজার শ্রাম সেই সরসীকূলে প্রবিষ্ট

তৈধেনাঞ্চ সমানীতাঃ যথাস্তাঃ প্রাণবল্লভম্ ।
 তৈধৈব পূজয়ামাস যাত্নেনেহাৎপতিব্রতা ॥ ৭৪
 এতস্মিন্ সময়ে বিপ্র লক্ষ্মীবাসবমুত্তমম্ ।
 জামবালা করয়িতুং মনস্চক্রে চ মাতরম্ ॥ ৭৫
 তস্তা মাতা দরিদ্রাপি ভূক্তা চৈকান্তিকেহপি চ
 চতুর্থবাসরে তাং তৎকারয়ামাস সা ভূতম্ ॥ ৭৬
 আগতা নগরং সা বৈ রাজ্ঞী সুরতিচন্দ্রিকা ।
 দৃষ্ট্বা গৃহং তথা দিব্যমিন্দ্রিয়াঃ প্রসাদতঃ ॥ ৭৭
 জামবালা চ বিপ্রেন্দ্র কদাচিত্ সময়ে পুনঃ ।
 মাতৃগৃহং গতা চাখ ঐশ্বর্যাক্ত দিদৃক্ষয়া ॥ ৭৮
 জামবালাং ততো দূরাদৃষ্ট্বা সঙ্কুপিতা চ সা ।
 ন পশ্যামি মুখং তস্তা ইত্যাকালঙ্কিতা স্মিতা ॥
 গহ্বা গৃহান্তরালঞ্চ গৃহীত্বা সৈন্দবঞ্চ সা ।
 আগতা স্বগৃহং কিঞ্চিপুং লক্ষ্মীসমাশ্রিতম্ ॥ ৮০
 রাজা স্বামী চ পপ্রচ্ছ তাং সাধ্বীং পতিদেবতাম
 কিমানীতং হযা কাস্তে কথয়স্ব মমাগ্নতঃ ॥ ৮১

হইলেন। সেই প্রতিব্রতা জামবালাও ইহার
 প্রাণবল্লভকে যেমন সমাদর করিয়াছিলেন
 ইহাও তজপ ভাবেই নিজভবনে আনা-
 ইলেন, যাত্নেনেহব্রতঃ তেমন পূজা করি-
 লেন। বিপ্র! এই সময়ে উত্তম লক্ষ্মীবাসর
 উপস্থিত হইল। তখন জামবালা মাতাকে
 ব্রত করাইতে মন করিলেন। জামবালা
 দৃঢ়ত। সহকারে ঐকান্তিক যত্নে দরিদ্রা সেই
 মাতাকে চতুর্থ বাসরে সেই ব্রত করাইলেন।
 তার পর সেই রাজ্ঞী সুরতিচন্দ্রিকা নিজ
 নগরে আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন,
 ইন্দ্রিয়ার প্রসাদে তদীয় ভবন পূর্ববৎ দিব্য-
 রূপ ধারণ করিয়াছে। বিপ্রেন্দ্র! তার পর
 জামবালা কদাচিত্ ঐশ্বর্য দর্শনান্তিলাষে
 মাতার গৃহে গমন করিলেন। রাজ্ঞী দূর
 হইতে জামবালাকে দেখিয়াই কুপিতা হই-
 লেন; ‘আমি উহার মুখ দেখিব না,’ বলিয়া
 অলঙ্কিতে অবস্থান করিলেন। জামবালা
 গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্বক লক্ষ্মীর আশ্রয়রূপ
 সৈন্দব কিঞ্চিৎ পরিমাণে লইয়া সত্বর নিজ
 ভবনে প্রতিগমন করিলেন। ৭২—৮১।

কাস্তোবাচ ।

রাজ্যসারং সমানীতং দর্শয়িষ্যামি ভোজনে ॥ ৮২
 ইত্যুক্তা সা তদা পাকং কৃত্বা চ লবণং বিনা ।
 অন্নাদিকং ততো দত্ত্বা মালাধরায় ভূভুজে ॥ ৮৩
 ততো মালাধরো রাজা ব্যঞ্জনং লবণং বিনা ।
 ভুক্ত্বা বৈষ্ণব্যাং প্রাপ্তো রাজ্যসারং দদৌ চ সা
 তদা হষ্টমনা রাজা ভোজনং কৃত্বান্ দ্বিজ ।
 প্রশংস চ তাং নারীং ধন্তা ধন্তা ইতি ক্রবন্
 এতদ্ব্রতঞ্চ যা নারীং ন করোতি মহাদরাং ।
 জন্মজন্মান সা নারী দরিদ্রা হুর্ভগা ভবেৎ ॥ ৮৬
 ইদং যা পুণ্যভক্ত্যা পঠেদযো বা সমাহিতঃ ।
 সর্বপাপৈবিনির্মুক্তো লক্ষ্মীলোকং লভেচ্চ সা
 ইমাং ব্রতকথাং যা তু ন ক্ষত্বা কুরুতে ব্রতম্ ।
 তস্তা ব্রতফলটীকৈব নন্ততোব ন সংশয়ঃ ॥ ৮৮

ইতি জীপাদ্যে লক্ষ্মীব্রতবর্ণনং নাম
 দ্বিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪২ ॥

স্বামী রাজা মালাধর সেই পতিদেবতা সাধ্বী
 জামবালাকে বলিলেন,—কাস্তে কি আনি-
 য়াছ? আমার কাছে বল। কাস্তা বলি-
 লেন,—রাজ্য-সার লইয়া আসিয়াছি।
 ভোজনকালে দেখাইব। এই বলিয়া তিনি
 লবণ বিনা পাক করিয়া ভূভুজ মালাধরকে
 অন্নাদি দান করিলেন। পরে রাজা মালাধর
 লবণহীন ব্যঞ্জন ভোজনে বৈষ্ণব্য প্রাপ্ত
 হইলেন। তখন তিনি সেই রাজ্যসার
 দিলেন; দ্বিজ! তখন রাজা হষ্টমনে ভোজন
 করিলেন। তাহাকে ‘ধন্তা, ধন্তা,’ বলিয়া
 প্রশংসা করিতে লাগিলেন। যে এই ব্রত
 মহাদর সহকারে না করে, সে নারী জন্মে
 জন্মে দরিদ্রা হুর্ভগা হয়। যে রমণী ইহা ভক্তি
 সহকারে অবণ করে, বা যে ‘নর সমাহিত
 ভাবে পাঠ করে, সে সর্বপাপমুক্ত হয়,
 অস্তে লক্ষ্মীলোক প্রাপ্ত হয়। যে নারী এই
 ব্রতকথা না শুনিয়া ব্রত করে, তাহার ব্রত-
 ফল নিশ্চই নষ্ট হয়, সংশয় নাই। ৮২—৮৮।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

ত্রিচহরিংশোধ্যায়ঃ ।

শৌনক উবাচ ।

কেন পুণ্যে নৈ ভো সূত চাভ্জেন গতপাতকঃ ।

নরো যাতি হরৈঃ স্থানং তদ্বদ্বাসুকম্পয়া ॥ ১

সূত উবাচ ।

ভ্রাম্ভগন্ত ধনৈঃ প্রাণান প্রাণৈর্বাপি দ্বিজোক্তম
রক্ষাং করোতি যো মর্ত্যো বিম্বলোকং স

গচ্ছতি ॥ ২

পুত্র রাজা দীননাথো দ্বাপরসংক্রমে যুগে ।

আসীদপুত্রো বলবান বৈকবঃ স তু যাজকঃ ॥

একদা গালক রাজা পঞ্চ বিনয়ান্বিতঃ ।

কেন পুণ্যেন জায়েত পুত্রো বৈ ককর্ণাব ॥ ৪

বদন্ত মুনিশাঙ্গুল করিয়ামি তবাজ্ঞয়া ।

যেষাং নৃণাং নাস্তি সূতো জীবনং হি নিবর্থকম্

গালব উবাচ ।

বাজন শৃংখাবহিতো যৎপৃষ্ঠোহস্মি তবাগ্রতঃ ।

কথয়ামি সমাসেন পুত্রশোভবকারণম্ ॥ ৬

ক্রতুঞ্চ নরমেধাখ্যং কুরুষ রাজসন্তম ।

তদা তে সন্ততিঃ স্তাধৈ সর্বলক্ষণসংযুতা ॥ ৭

ত্রিচহরিংশ অধ্যায় ।

শৌনক বলিলেন,—হে সূত । কেন

কোন পুণ্যে নর গতপাতক হইয়া হরিস্থানে
গমন করে, তাহা অনুকম্পা প্রকাশে বল ।

সূত বলিলেন,—যে মর্ত্য ধন দ্বারা বা প্রাণ
দ্বারাও ভ্রাম্ভগের প্রাণ রক্ষা করে, সে বিম্ব-

লোকে যায় । পুরাকালে দ্বাপর যুগে দীননাথ
নামে বলবান যাজক বৈকব অপুত্রক এক

রাজা ছিলেন । ঐ রাজা একদা গালব
মুনিকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে

ককর্ণাব মুনিশাঙ্গুল ! কেন পুণ্যে পুল
জন্মে বলুন, আপনার আজ্ঞানুসারে তাহা

করিব । যে নরগণের পুত্র নাই, তাহাদি-
গের জীবনই নিবর্থক । গালব বলিলেন,—

বাজন ! অবহিত হইয়া শ্রবণ কর ; যাহা
জিজ্ঞাসা করিলে আমি সেই পুত্রোৎপত্তি-

কারণ সংক্ষেপে বলিতেছি । রাজসন্তম ।

রাজোবাচ ।

নরমেধঃ মহাযজ্ঞঃ যজ্ঞানাং প্রবরঃ বিজা ।

কৌদৃশং নরমানীয় করিয়ামি ভবো বহ ॥ ৮

গালব উবাচ ।

সুন্দরাজঃ সুবদনঃ সমস্তশাস্ত্রবিস্তবেৎ ।

সৎকূলে যদি জাতঃ স তদা যজ্ঞায় কল্পতে ॥ ১০

অঙ্গহীনঃ ককবর্ণো মুখো যোগ্যো ভবেদ্ব বি ।

ইত্যুক্তে গালবে বিপ্র স রাজা মন্বজেশ্বরঃ ।

প্রেষয়ামাস দৃতাংশ কথয়িত্বা মুনৈর্বচঃ ॥ ১১

দ্রবিশং বহ দত্তা চ গালবপ্রমুখান দ্বিজান ।

যজ্ঞার্থে বরয়ামাস সমস্তশাস্ত্রপারগান ॥ ১২

ততো রাজাজ্ঞয়া দৃতা দেশং দেশং যুগা গতঃ

গ্রামে গ্রামে বিজজ্ঞেই পত্তনেহপি সমাহিতাঃ ॥

কুত্রাপি ন প্রাপ্তবন্তো গত জনপদং ততঃ ।

নাম্না দশপুং বিপ্র প্রকীর্ত্তা গণিতদ্বিজৈঃ ॥ ১৩

যত্র নারীঃ সূকেশীশ্চ যুগশাবকচক্ষুঃ ॥ ১৪

দৃষ্ট্বা মুহুন্তি পুরুষাশ্চন্দ্রমুখাশ্চ তা যতঃ

নরমেধাখ্য ক্রতু কর, তাহাতে তোমার সর্ব-
লক্ষণসংযুত সন্ততি হইবে । রাজা বলি-

লেন,—বিজা । নরমেধ মহাযজ্ঞ সকল যজ্ঞের
শ্রেষ্ঠ । শুভো ! কিরূপ নর আনিয়া তাহা

করিব, বলুন । গালব বলিলেন,—সুন্দরাজ,
সুবদন, সমস্ত শাস্ত্রবিৎ ও যদি সৎকূলে জাত

হয়, তবেই সে যজ্ঞার্থে কল্পিত হইতে পারে ।
অঙ্গহীন, ককবর্ণ ও মুখ যোগ্য হইবে না ।

১—১০ । বিপ্র ! গালব এইরূপ বলিলে
সেই মন্বজেশ্বর রাজা মুনির বাক্য বলিয়া

দৃতগণকে প্রেরণ করিলেন । আর বহু
দ্রবিশ দানে গালবপ্রমুখ সমস্ত শাস্ত্রপারগ

বিজগণকে যজ্ঞার্থে বরণ করিলেন । বিজ-
জ্ঞেই । দৃতগণ রাজাজ্ঞা অনুসারে সানন্দে

সমাহিত ভাবে দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে
ভ্রমণ করিল, কুত্রাপি যোগ্য নর পাইল

না । পরে তাহারা দশপুর নামে জন-
পদে গমন করিল । যেখানে সূকেশী,

যুগশাবকনয়না, চন্দ্রমুখী নারীগণ দেখিলে
পুরুষেরা মুগ্ধ হইয়া পড়ে, বিপ্রগণে ও গণি-

জন্মিন পুরে মনোরমৌ কৃষ্ণদেব ইতি বিজ্ঞঃ ।
 আলৌপ্যৈবিন্দিভিঃ সার্কঃ ভাৰ্ঘ্যা চ সুশীলয়া ।
 বৈকবঃ প্রিয়বাদী চ বিষ্ণুপুজারতঃ সদা ॥ ১৬
 সার্কিকঃ পিতৃভক্তস্ত বৈকবানাম্ প্রিয়তরঃ ।
 প্রার্থনাং চক্ৰবৰ্জং তে রাজো দত্তা দ্বিজোত্তমম্
 পুত্রং দেহীতি দেহীতি বদ ব্রাহ্মণসন্তম ।
 নাস্তি রাজো দ্বিজশ্চেষ্ঠ পুত্রঃ সন্তাপনাশনঃ ॥ ১৮
 তদৰ্থং নবমেধাথো যজ্ঞে ভব সদীকিতঃ ।
 নেম্যামি ভব পুত্রং বৈ বলিং দাতুং মহাক্রতো
 সুবর্ণানাম্ চতুর্লকং ব্রহ্মহ্ময় সমাধৃতঃ ॥ ২০
 স্তবধেন যদি দাতবো নো পুত্রঃ পুত্রলালসাৎ ।
 তদা বলেন নেম্যামো রাজাজ্ঞাকারিণো বয়ম্
 দত্তানাং বচনং অহা ব্রাহ্মণৌ শোকবিক্লবলৌ
 অকৃত্যং বিগতপ্রাণাবিধ সংশয়মানসৌ ॥ ২২
 কিং ধনেন সুবর্ণেন জীবনেনাপি সন্ধানা ।
 প্রোবাচেনঃ বচঃ অহা দূতাঃ কোধসমবিতাঃ

জনে প্রকীর্ণ মনোরম সেই দশপুর পুরে
 কৃষ্ণদেব নামে এক দ্বিজ তিনটী পুত্র ও
 সুশীলা নামী ভাৰ্ঘ্যা সহ বাস করিতেন। তিনি
 বৈকব, প্রিয়বাদী, সদা বিষ্ণুপুজারত, সার্কিক,
 পিতৃভক্ত ও বৈকবদিগের প্রিয়তর ছিলেন।
 তার পর রাজদূতগণ যাইয়া সেই দ্বিজোত্ত-
 মকে প্রার্থনা করিল,—ব্রাহ্মণসন্তম! একটী
 পুত্র দান করুন; বলুন। দ্বিজশ্চেষ্ঠ! রাজার
 সন্তাপনাশন পুত্র নাই, তন্নিমিত্ত আপনি
 নবমেধ যজ্ঞে দীকিত হউন। আপনার
 পুত্রকে মহাক্রতুতে বল প্রদানার্থ লইব,
 ব্রাহ্মণ! সমাহিত হইয়া এই চতুর্লক সুবর্ণ
 লউন। যদি পুত্রেহে বশতঃ পুত্রকে সুখে
 দান না করেন, তবে বলপূর্বক লইয়া যাইব,
 আমরা রাজাজ্ঞাকারী! ১১—২১। দূতগণের
 সেই বাক্য শ্রবণে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী শোকে
 বিক্লব হইয়া পড়িলেন; ভাৰ্ঘ্যদেব প্রাণ-
 বিলোপ-সংশয় উপস্থিত হইল; চিন্তা করিতে
 লাগিলেন,—পুত্র বাতীত গৃহে ধনে জনে
 বা জীবনেই কি প্রয়োজন? দূতগণ
 এই কথা শুনিয়া কোধসমবিত হইল;

বলাৎকারেণ তদগেহে সুবর্ণানি চ উভ্যকুঃ ।
 যদা নেতুং মনশ্চক্ৰতঃ পুত্রং কিল তে কুধা ।
 বদ্ধাঙ্গুলিপুটৌ ভুবা কদন প্রোবাচ ন বিজ্ঞঃ ॥ ২৪
 পুত্রাণাম্ জ্যেষ্ঠপুত্রং মে হিবাচিৎ পুত্রমুত্তমম্ ।
 নয়তৌতি বচো বক্তুং বক্ত্রে নায়াতি হে জনাঃ
 দ্বিজস্ত বচনং অহা ব্রাহ্মণী কদতো তদা ।
 প্রোচুদৃতাঃ কনৌয়াংসং পুত্রং দেহীতি সন্তম ।
 তেষ মিতি বচঃ অহা ব্রাহ্মণী ভূমিতন্তনা ।
 পপাত ব তারা সার্কঃ রজ্জব ভূশম্ভুধিনী ॥ ২৭
 মুগধং ২। সমাদায় যৌলৌ চাতাভয়দ্বাং ।
 কনিষ্ঠং মৎসুতং দূতা নাপি দাতামি সৰ্ব্বথা ।
 এতন্মিন্ সময়ে বিপ্র বিপ্রস্ত মধ্যমঃ সুতঃ ।
 প্রোবাচ বিনয়বিষ্টঃ প্রণম্য পিতরৌ কদন ॥ ২৯
 মাতা যদি বিষং দদ্যাৎ পিতা বিক্রীয়েত সূতঃ
 রাজা হরতি সৰ্ব্বম্ কন্তম্ পালকো ভবেৎ ॥ ৩০
 ইতু্যক্ তৎসুতো মুগ্ধা প্রণম্য পিতরৌ সহ ।

তাঁহারা বলাৎকারে তাঁহর গৃহে সুবর্ণ সকল
 ঢালিয়া রাখিল। পরে যখন তাঁহারা
 সক্রোধে সেই পুত্রকে লইয়া যাইতে মন
 করিল, তখন দ্বিজ বদ্ধাঙ্গুলিপুট হইয়া
 কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন,—পুত্রদিগের
 মধ্যে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রটীকে পরিত্যাগ
 করিয়া অশ্রু একটী উত্তম পুত্রকে লইয়া
 যাও। হে জনগণ! একথা আমার মুখে
 আসিতেছে না। হে সন্তম। দ্বিজের বাক্য
 শুনিয়া রোদনপরায়ণ ব্রাহ্মণীকে তখন দূতগণ
 বলিল,—কনিষ্ঠ পুত্রটীকে দেও। ভাৰ্ঘ্য-
 দিগের এই বাক্য শুনিয়া অতি দুর্ভাগতা
 ব্রাহ্মণী বাত্যাহতা রক্তাতকবৎ ভূমিতলে
 পতিতা হইলেন। তিনি মুগধ গ্রন্থপূর্বক
 সবলে মস্তকে তাড়না করিলেন, বলিলেন,—
 দূতগণ! সৰ্ব্বথা আমি কনিষ্ঠ পুত্রটীকে দিব না।
 বিপ্র! এই সময়ে সেই বিপ্রের মধ্যম পুত্রটী
 পিতামাতাকে প্রণামপূর্বক বিনয় সহকারে
 বলিল,—মাতা যদি বিষ দান করেন, পিতা
 যদি বিক্রয় করেন, আর রাজা যদি সৰ্ব্বম্
 হরণ করেন, তবে তাঁহর কে প্রতিকার

দুঃখজনক অধিকৃত রাজোহস্র দীক্ষিতঃ ৫ ।

অধিকৃত ব্রাহ্মণো পুত্রবিচ্ছেদক্ৰিষ্টমানসো ।

কদম্বা ৫ কদম্বা ৫ অন্ধভাবঃ প্রজ্ঞাতুঃ ১০২

অথ তে পথ্যগচ্ছন্ত বিধায়িত্বমূনেঃ কিম ।

আশ্রমঃ শিব্যকৃতঃ সেবিতঃ যুগশাবকৈঃ ১০৩

স মুনী রাজপুরুষান দৃষ্টা প্রপচ্ছ সাদরম্ ।

কে যুগং জ্ঞো কৃত্ব গতা যথা কা বৃত্তিকচ্যাতাম্

রাজদূতা উচুঃ ।

পূণ্যবাহিতো বিপ্র রাজঃ পুত্রো ন জায়তে ।

ভদ্রকঃ নরমেধাধ্যে যজ্ঞে রাজা ন দীক্ষিতঃ ।

নর্যমন্তর বল্যার্থমিমং ব্রাহ্মণপুত্রকম্ ১০৬

ইতি ভেষাং বচঃ ক্ৰম্বা স বিপ্রঃ সদয়োহভবৎ

প্রাণ মমাসি গচ্ছন্ত মুখী ভবতু বালকঃ ১০৭

বালকার্থে বিজার্ণে ৫ স্বাম্যার্থে যে জনা ইহ ।

তাজ্জি ত্বপবৎ প্রাণান্তেষাং লোকঃ

সনাতনঃ ১০৮

বিবৃণোতি মুনিঃ স্বাস্তে স প্রোবাচ বিজর্ণতঃ ।

কহিতে পারে? এই বলিয়া সেই পুত্র মন্তক
হারা শিতামাতাকে প্রণামপূরক দূতগণ সহ
ছরিত গতিতে সেই দীক্ষিত রাজার উদ্দেশে
প্রস্থান করিল। তার পর সেই ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী
পুত্রবিচ্ছেদক্ৰিষ্ট মানসে রোদন করিতে
কহিতে অন্ধ ভাব প্রাপ্ত হইলেন। ১০২—১০৩ ।
অনন্তর তাহার পথে বিশ্বাধিত্রের যুগশাবক-
সেবিত, শিব্যসংযুক্ত আশ্রম দিয়া চলিল।
সেই মুনী রাজপুরুষদিগকে দেখিয়া সাদরে
জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমরা কে? কোথায়
যাইতেছ? কি কর্ষ কর? রাজদূতগণ বলিল,
—বিপ্র! অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। রাজার
পুত্র হয় না, এ নিমিত্ত নরমেধ যজ্ঞে তিনি
দীক্ষিত হইয়াছেন; সেখানে বলির জন্ত
এই ব্রাহ্মণপুত্রকে লইয়া যাইতেছি। এই
কথা শুনিয়া সেই বিপ্র সদয় হইলেন; তাহা-
লেন,—আমার প্রাণও যাউক, তথাপি এই
ব্রাহ্মণী মুখী হউক। ইহলোকে বালকার্থে,
বিজার্ণে, আর স্বাম্যার্থে যে জনগণ ত্বপবৎ
প্রাণ ত্যাগ করে, তাহাদিগের সনাতন লোক

যাজ্ঞ বলিঃ সমাদাতুমিবাং ব্রাহ্মণমুত্তমম্ ।

দিশা মাং নরধাষাত হুং, বালক উত্তমঃ ১০৮

সংসারে জন্ম সংশাপ্য ন লভঃ সুখমজ ৫ ।

অনেন বালকেনাপি মরিষ্যতি কথং স্বয়ম্ ১০৯

অ গতেহস্মিন পুণ্যকৃতাঃ পিতরাবন্ত হুঃখিতো

হতভাগ্যো গতো নুনঃ যমস্তেব গৃহং প্রতি ১১০

এবং তন্ত বচঃ ক্ৰম্বা দূতাঃ প্রৌচুৰথ বিজম্ ।

তুপাসন্ত বিনাজাঃ বৈ দীননাথত কুসুর ।

নেতুং স্বাঃ পলিতঃ প্রাজ্ঞ নেম্যামো কিং কথং

বয়ম্ ১১০

এবমুক্তা ৫ তে দূতা জম্বু রাজঃ পুরীঃ তদা ।

মুনিঃ স দূতসংজ্ঞক গতবান্ যজ্ঞমন্দিরম্ ১১১

রাজানং কথয়ামাসুদূতা বিপ্রন্ত চেষ্টিতম্ ।

তচ্ছ্রুত্বা শক্ভতমনাঃ প্রোবাচেনং বচঃ স তম্

মুনে যদাপি মে যজ্ঞে কৃতে পুত্রো ভবিষ্যতি

বলিং বিনাপি তো ব্রহ্মসুতা বিজ্ঞাতুং নর ১১২

সকল লাভ হয়। সেই বিজর্ণত মুনী অন্তঃ-
করণে ইহার বিচার করিয়া বলিলেন,—
যজ্ঞে বলি প্রদানার্থ এই উত্তম বালক
ব্রাহ্মণটাকে পরিত্যাগ করিয়া আমাকে লীজ
লইয়া চল। এই বালক সংসারে জন্ম লইয়া
কোনও সুখভোগ করে নাই; এ মরিবে
কেন? দূতগণ এ বালক আনিয়াছে পর,
ইহার হুঃখিত হতভাগ্য পিতামাতা বোধ হয়
যমগৃহেই গমন করিয়া থাকিবে। ১০৮—১০৯ ।
অনন্তর দূতগণ তাহার এইরূপ বাক্য শুনিয়া
তাঁহাকে বলিল,—হে প্রাজ্ঞ কুসুর! দীননাথ
তুপালের আজ্ঞা বিনা আমরা পলিত
তোমাকে কেমন করিয়া নিতে পারি? সেই
দূতগণ এইরূপ বলিয়া তখন রাজপুত্রার দিকে
চলিল; সেই মুনীও দূতগণ সহ যজ্ঞমন্দিরে
যাইলেন। দূতগণ রাজাকে সেই মুনীর
কথা বলিল; তাহা শুনিয়া রাজা শক্ভত মনে
সেই মুনীকে এই কথা কহিলেন,—মুনে! যদি
বলি ব্যতীত যজ্ঞ করিলে আমার পুত্র হয়,
তবে হে ব্রহ্মন! আপনি এই বিপ্রপুত্রকে

মুনিরুবাচ ।

যজ্ঞে ঐয়ি কৃতে রাজান্ মহাপুত্রো ভবিষ্যতি ।
অত্র তে সংশয়ো মা ভূদমোষমপি দর্শনম্ ॥৪৭॥
ইতি তস্ত বচঃ শ্রদ্ধা রাজাজ্যাস্তসহর্ষকঃ ।
চক্রে পূর্ণাহতিং যজ্ঞে সমন্তৈর্মুনিভিঃ সহ ॥ ৪৮ ॥
অধাতঃ স মুনিশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণস্ত সূতক তম্ ।
গৃহ দশপুংসং নাম নগরং গতবাস্তদা ॥ ৪৯ ॥
তবনং তস্ত গাত্রা চ উক্তবান বচনং মুনিঃ ।
গৃহে স্ব ভিত্তিসে বিপ্র ভিত্তির্মি যতবদ্বনে ॥৫০॥
রাজা বলেন মে পুত্রং নীতবান কিং করোম্যহম্
পুত্রে গতে চ ভো বিপ্র দম্পত্যোরাবযোঃ

পুনঃ ।

গতানি চাভ্যস্তাবং বৈ ক্রন্দনৈর্লোচাশ্রুপি ॥৫১॥
অথাসৌ মুনিশাদ্ভুঃ পুত্রং পশু নয়েতি চ ।
উক্তবাংস্তৌ যদা বিপ্র ব্রাহ্মণৌ জাতহর্ষকৌ ।
পুত্রায়াংকারণং কৃত্বা গতাবেত্তৌ বচিঃ কণাৎ ॥

নিতে পারেন। মুনি বলিলেন,—রাজন! ভূমি যজ্ঞ করিলে মহা পুত্র হইবে, এবিষয়ে তোমার যেন সংশয় না হয়; আমার দর্শন অমোঘ। রাজা তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত সহর্ষ হইলেন; সমস্ত মুনিগণ সহ যজ্ঞে পূর্ণাহতি করিলেন। তার পর সেই মুনিশ্রেষ্ঠ সেই ব্রাহ্মণসূতকে লইয়া তখন দশপুংস নগরে গমন করিলেন। ৪৭—৫০। মুনি তাঁহার বাড়ীতে যাইয়া বলিলেন,—বিপ্র! তুমি গৃহে আছ? উত্তর হইল—আছি, যতবৎ। মুনে। রাজা বলপূর্বক আমার পুত্রকে নিয়াছেন, আমি কি করিব? হে বিপ্র! পুত্র যাওয়ায় আমার কান্দিতে কান্দিতে দম্পতী আমাদিগের চক্ষু গিয়াছে অন্ধভাবে জন্মিয়াছে। তার পর মুনিশাদ্ভুল বিধামিত্র যেমন বলিলেন,—“পুত্রকে দেখ, লইয়া যাও।” অমনি সেই ব্রাহ্মণব্রাহ্মণী জাতহর্ষ হইলেন; পুত্রকে আকারণ করিয়া (যাহাকে যে নামে ডাকা হয়, সেই নাম ধরিয়া ডাকিয়া) কণমাড়ে বহির্গত হইলেন। হে বিপ্র! মুনির বাক্‌সিদ্ধি এবং পুত্রের মুখ

মুনের্বচনসিদ্ধিহাস্তৎকণং লোচনং তদ্বৈঃ ।

আলোকস্ত গতং ত্বং পুত্রস্ত দর্শনাদপি ॥ ৪৮ ॥
পুত্রস্ত মুখপদং হৌ লোচনৈরলিসম্মিতৈঃ ।
পীত্বা মুনিঃ চিরং তক নমস্কৃত্য পুনঃপুনঃ ॥৪৯॥
শ্রোচতুর্বচনং বিপ্র ব্রাহ্মণৌ প্রিয়বাদিনৌ ।
অহৌ মুনে জীবদানমাবযোক্ত কৃতং কিল ॥৫০॥
তয়োরেবং বচঃ শ্রদ্ধা স মুনিঃ করুণার্ণবঃ ।
দশাশিষক তৌ বিপ্র জগাম নিজম্যত্রমম্ ॥৫১॥
মুনিঃ করগতকৈব কৃত্বা বিকোঃ পরং পদম্ ।
তপস্তপে মহাভাগৌ দেবতৈরপি দুর্লভম্ ॥৫২॥
কিঞ্চৎকালে গতে বিপ্র তস্ত রাজ্ঞে হস্তবৎ

সুতঃ

সুন্দরো রাজযোগ্যশ্চ ইন্দুঃ ক্ষীরনিধা বব ॥৫৩॥
পুত্রোৎসবে সৌহ প বিপ্র রাজা দধা ধনানি বৈ
বৃহজে দেববভূম্যা বিশোকো জাতকৌতুকঃ ।
বিপ্রান্ পালয়তে যন্ত প্রাণান্ দধা ধনান্তপি ।
স যাতি বিস্তুতবনং পুনরাবুত্তিহর্লভম্ ॥ ৫১ ॥
পঠান্ত য়ে চ ভক্ত্যা চ শৃণ্বন্ত বিপ্রতঃ কথাম্ ।

দর্শন এই উভয় কারণে অতি সন্দর তাঁহা-
দিগের লোচন আলোক প্রাপ্ত হইল। সেই
প্রিয়বাদী ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী দীর্ঘকাল অলি-
স্মিত লোচনে পুত্রমুখ-কমলমধু পান
করত মুনিকে পুনঃপুন নমস্কার করিয়া
এই বাক্য বলিলেন;—অহৌ মুনে!
আমাদের জীবন খানই করিলেন।
বিপ্র! তাঁহার এইরূপ বাক্য শুনিয়া করুণা-
ব মুনি তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ দান
করত নিজ আশ্রমে গমন করিলেন।” সেই
মহাভাগ মুনি বিষ্ণুর পরম পদ করগত করিয়া
দেবভাগনেরও দুর্লভ তপ করিতে লাগি-
লেন। বিপ্র! কিছুকাল গত হইলে সেই
রাজার ক্ষীরনিধিতে ইন্দুর স্তায় সুন্দর রাজ-
যোগ্য পুত্র হইল। বিপ্র! রাজা পুত্রোৎস-
বে বহু ধন দান করিলেন; জাতকৌতুক
বিশোক হইয়া দেববৎ ভূমি ভোগ করিতে
লাগিলেন। যে জন ধন বা প্রাণ দানে
বিপ্রদিগকে পালন করে, সে পুনরাবুত্তিহর্লভ

অৰ্দ্ধ বা শ্লোকমেকং তে গচ্ছন্তি বিষ্ণুমন্দিরম্ ।

শৌনক উবাচ ।

কৃষ্ণজয়াষ্টমী সূত তথা মাংসান্নমুত্তমম্ ।

কথং মহাপ্রাজ্ঞ চোক্তব মহার্ণবাং ॥ ৬৩

সূত উবাচ ।

কৃষ্ণজয়াষ্টমীঃ ব্রহ্মন ভক্ত্যা করোতি যো নরঃ

অন্তে বিষ্ণুপুরং যাতি কুলকোটিবৃত্তো দ্বিজ ।

অষ্টমী বৃধবারে চ সোমে চৈব দ্বিজোত্তম ।

রোহিণীঋক্ষসংযুক্তা কুলকোটিবিমুক্তিকা ॥ ৬৫

মহাপাতকসংযুক্তঃ করোতি ব্রতমুত্তমম্ ।

সৰ্বপাপ বিনিপুঞ্জচান্তে যাতি হরৈর্গৃহম্ ॥ ৬৬

কৃষ্ণজয়াষ্টমীঃ ব্রহ্মন করোতি নরাধমঃ ।

ইকং দুঃখমবাপ্নোতি স প্রেত্য নরকং ব্রজেৎ ।

ন করোতি চ বা নারী কৃষ্ণজয়াষ্টমীব্রতম্ ।

বর্ষে বর্ষে তু সা মুচা নরকং যাতি দাক্ষণম্ ॥ ৬৮

জয়াষ্টমীদিনেহস্মাতি মহানরকভাগ্ভবেৎ ॥ ৬৯

• বিষ্ণুভবনে যায়। যাহারা পূরণ পাঠ করে বা বিপ্রেয় নিকট পূরণকথা একটা শ্লোক বা

অৰ্দ্ধশ্লোকও শ্রবণ করে, তাহারা বিষ্ণুমন্দিরে যায় ৫১—৬৩। শৌনক বলিলেন,—হে

মহাপ্রাজ্ঞ সূত! পূর্বে যে কৃষ্ণজয়াষ্টমীর বিষয় বলিয়াছি, এক্ষণে তাহার, মাংসান্ন বল, (সংসাররূপ) মহার্ণব হইতে উদ্ধার কর।

সূত বলিলেন,—ব্রহ্মন! যে নর ভক্তি-সহকারে কৃষ্ণজয়াষ্টমী ব্রত করে, হে দ্বিজ!

সে কোটি কুলে সংযুক্ত হইয়া অস্ত্রে বিষ্ণুপুরে যায়। ৬৫—৬৬। যদি বৃধবারে বা সোম-

বারে অষ্টমী-রোহিণী নক্ষত্রসংযুক্তা হয়, তবে সে কোটি কুল-মুক্তিদায়িনী। যদি মহাপাতক-

যুক্ত ব্যক্তিও উত্তম ব্রত করে, তবে সৰ্ব-পাপাবিনিপুঞ্জ হইয়া অস্ত্রে হরির গৃহে গমন

করে। ব্রহ্মন! যে নরাধম কৃষ্ণজয়াষ্টমী ব্রত না করে, সে ইহলোকে দুঃখ প্রাপ্ত হয়,

অন্তে নরকে গমন করে। যে নারী বর্ষে বর্ষে কৃষ্ণজয়াষ্টমী ব্রত না করে, সেই মুচা

দাক্ষণ নরকে যায়। জয়াষ্টমী দিনে যে ভোজন করে, সে মহানরকভাগী হয়।

দিলীপেন পুরা পুষ্টো বসিষ্ঠো যুনিমত্তমঃ ।

তজ্জুগ্ম মহাপ্রাজ্ঞ সৰ্বপাতকনাশনম্ ॥ ৭০

দিলীপ উবাচ ।

ভাদ্রে মাসেসিতাষ্টম্যাং যন্তাঃ জাতো

জনাধিনঃ ।

তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথং মহামুনে ॥ ৭১

কথং বা ভগবান্ জাতঃ শম্বচক্রগদাধরঃ ।

দেবকাজঠরে বিষ্ণুঃ কিং কর্তুং কেন হেতুনা ।

বসিষ্ঠ উবাচ ।

শুশ্রাজন্ প্রবক্ষ্যামি যস্মাজ্জাতো জনাধিনঃ ।

পৃথিব্যাং ত্রিদিবঃ ত্যক্তা ভবতে কথ্যাম্যহম্ ॥

পুরা বশুন্ধরা হানৌৎকংসাদিনূপপীড়িতা ।

স্বাধিকারপ্রমত্তেন কংসদুতেন তাক্ষিতা ॥ ৭৪

ক্রন্দন্তী ক্রন্দন্তী সা তু যযৌ বর্ণিতলোচনা ।

যত্র তিষ্ঠতি দেবেণ উমাকান্তো বৃষধ্বজঃ ॥ ৭৫

কংসেন তাক্ষিতা নাথ ইতি তৈশ্চ নিবেদিতম্ ।

বান্ধবাবানি বর্ষস্তা বিবৰ্ণা সাবমানিতা ॥ ৭৬

ক্রন্দন্তী তাং সমালোক্য কোপেন ক্ষুরিতাধরঃ

৬৪—৬৯। পুরাকালে দিলীপ কর্তৃক বসিষ্ঠ

এ বিষয় পুষ্ট হইয়াছিলেন। হে মহাপ্রাজ্ঞ!

সেই সৰ্বপাতকনাশন ব্রতান্ত শুন। দিলীপ

বলিলেন,—মহামুনে! ভাদ্র মাসে যে

অসিতাষ্টমীতে জনাধিন জন্মিয়াছিলেন,

আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি; তাহা

বলুন। সেই শম্ব-চক্র-গদাধর ভগবান্

বিষ্ণু দেবকাজঠরে কি হেতু, কি করিতে,

কেনই বা জন্মিলেন? বসিষ্ঠ বলি-

লেন,—ব্রাহ্মন! বলিতেছি, শুন। জনা-

ধিন ত্রিদিব ত্যাগ করিয়া যে কারণে পৃথি-

বীতে জন্মিয়াছিলেন, আমি তাহা তোমার

নিকটে কহিতেছি। পুরাকালে বশুন্ধরা

কংসাদি নূপ কর্তৃক পীড়িতা ও স্বাধিকারে

অনবহিত কংসের দূতজনে তাক্ষিতা অব-

মানিতা সূতরাং বিবৰ্ণা হইয়া বর্ণিত লোচনে

বান্ধবাবানি বর্ষণপূর্বক কান্দিতে কান্দিতে

‘নাথ! আমি কংস কর্তৃক তাক্ষিতা হইয়াছি’

এই কথা নিবেদন করিবার জন্ত যখন

উময়া সহিতঃ সর্বৈর্দেববৃন্দৈরুজ্জ্বলতঃ ।
 আজগাম মহাদেবো বিধাতৃভবনং কুৰ্ব্বা ॥ ৭৭
 গম্বা চোবাচ ব্রহ্মাণং কংসকংসনহেতবে ।
 উপায়ঃ সৃজ্যতাং ব্রহ্মণ ভবতা বিকুনা সহ ॥ ৭৮
 ঈশ্বরঃ তথ্যঃ কুৰ্ব্বা গন্তঃ প্রাহ কৃতান্তত্বঃ ॥ ৭৯
 কৌরোদে যজ্ঞং কুৰ্ব্বাঃ সুপ্তোহন্তি ভূজগোপরি
 হংসপৃষ্ঠং সমাক্রম্য হরৈরভিক্রম্যাবযৌ ॥ ৮০
 তত্র গম্বা চ তং ধাতা দেববৃন্দৈর্হরাদিতিঃ ।
 সংবৃত্তঃ প্রান্তবীণায়া কোমলং বাণিধাংবরঃ ।
 নমঃ কমলনেত্রায় হরয়ে পরমাশ্রমে ।
 জগন্তঃ পালয়িত্তে চ লক্ষীকান্ত নমোহন্ত তে ॥
 ইতি তেভ্যঃ স্তুতিং কুৰ্ব্বা প্রত্যুবাচ জনাধিনঃ ।
 দেবানি ত্রিষ্টমুখান সর্বান ভবভিরাগতঃ কথং ॥
 ব্রহ্মোবাচ ।
 শৃণু দেব জগন্নাথ যমাদম্বাকমাগতম্ ।
 কথয়ামি সুরশ্রেষ্ঠ তদহং লোকতাপন ॥ ৮৫

দেবেশ উমাকান্ত বুধধ্বজ অবস্থান করেন,
 তথায় গমন করিল। মহাদেব তাঁহাকে কান্দিতে
 দেখিয়া কোপে প্রস্কুরিতাবর হইলেন।
 যোবে উমার সহিত সমস্ত দেববৃন্দে অল্পক্ষণ
 হইয়া বিধাতার ভবনে আগমন করিলেন।
 তিনি যাইয়া বলিলেন,—ব্রহ্মণ! তুমি কংস-
 কংস হেতু বিকুর সহিত কোন একটা উপায়
 স্থপ্তন কর। ঈশ্বরের সেই বাক্য শুনিয়া
 কৃতান্তত্ব ব্রহ্মা কৌরোদসাগরে যেখানে বিকু
 ভূজগোপরি সুপ্ত রহিয়াছেন, তথায় যাইতে
 বলিলেন; আর তিনি নিজে হংসপৃষ্ঠে
 আরোহণ করত হরির অন্তকে যাইলেন।
 ৭০—৮০। বাণুবিন্দব বাণী ধাতা হরাদি
 দেববৃন্দে মিলিত হইয়া সেই কৌরোদসাগরে
 যাইয়া কোমলভাবে স্তব করিতে আরম্ভ
 করিলেন।—কমলনেত্র পরমাশ্রম হরিকে
 নমস্কার। হে লক্ষীকান্ত! জগতের পাল-
 কিত্তি, বাণনাকে নমস্কার। জনাধীন তাহা-
 দিগের এই স্তুতিবাক্য শুনিয়া সেই ত্রিষ্টমুখ
 সমস্ত দেবগণকে বলিলেন,—আপনারা কেন
 আসিয়াছেন? ব্রহ্মা বলিলেন,—হে লোক-

শূলিন্দবরোত্তমঃ কংসো রাজা হুরাসদঃ ।
 বসুধা তাড়িতা তেন করষাভেন শীড়িতা ॥ ৮৫
 বরং দম্বা পুরাপ্যগ্রে যয়িতা তু প্রবক্ষিতা ।
 ভাগিনেয়ং বিনা শস্তো মরণং ভবিষ্যি নং ॥
 তদ্বাদ্যগচ্ছ স্বয়ং দেব কংসং হন্ত্যঃ হুরাসদম্ ।
 দেবকীজঠরে জয় লভ্য। গম্বা চ গোবৃন্দম্ ॥ ৮৭
 ব্রহ্মণা প্রেরিতো দেবঃ প্রত্যুবাচ চ শূলিনম্ ।
 পার্শ্বতীঃ দেহি দেবেশ অক্ষং হিমা গমিষ্যসি
 উময়া রক্ষয়া সার্বং শম্ভুচক্রগদাধরঃ ।
 উদ্ভিজ্জ মথুরাং চক্রে প্রয়াণং কমলাসনঃ ॥ ৮৯
 দেবকীজঠরে জয় লোভে তত্র গণাধরঃ ।
 যশোদাকৃষ্ণমধ্যান্তে শয়নী মৃগলোচনা ॥ ৯০
 নবমাসাশ্চ বিজয়া কুকৌ নবদিনান্তকান্ ।
 তাজে মাসান্তে পক্ষে চাষ্টমীসংজ্ঞকা তিথিঃ
 বোধিগীতারকাযুক্তা রজনী ঘনঘোষিতা ॥ ৯১
 তস্তাং জাতো জগন্নাথঃ কংসারিকসুদেবজঃ ॥

তাবন সুরশ্রেষ্ঠ জগন্নাথ! যে কারণে
 আমাদিগের আগমন হইয়াছে, তাহা কহি-
 তেছি। হুরাসদ রাজা কংস শূলীর দস্ত
 বরপ্রভাবে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছে, তৎকর্তৃক
 বসুধা তাড়িতা হইয়াছে, করষাভে শীড়িতা
 হইতেছে। ইতঃপূর্বে বরণান করিলেও
 সে প্রবক্ষিত হইয়াছে, সে বর চাহিয়াছিল
 যে, 'হে শস্তো! ভাগিনেয় ব্যতীত আমার
 মরণ হইবে না।' অতএব হে দেব! সেই
 হুরাসদ কংসকে হনন করিবার জন্য স্বয়ং
 গমন কর; দেবকীজঠরে জয় লাভ করত
 গোবৃন্দে যাইয়া বাস কর। ব্রহ্মা কর্তৃক
 প্রেরিত হইয়া সেই দেব শূলীকে বলিলেন,—
 দেবেশ! পার্শ্বতী দেও, তিনি এক বৎসর
 থাকিয়া গমন করিবেন। পরে শম্ভু-চক্র-গদা-
 ধর কমলার আশ্রয়স্থান তগবান্ রক্ষাকারিণী
 উমার সহিত মথুরা উদ্দেশে প্রয়াণ করি-
 লেন। গদাধর সেখানে দেবকীজঠরে জয়
 লাভ করিলেন; আর মৃগলোচনা শয়ন
 যশোদাকৃষ্ণমধ্যান্তে অধিষ্ঠান করিলেন।
 ৮৫—৯০। নয় মাস নয় দিন হইতে

বৈরাগী নন্দপত্নী চ যশোদাজীজনং স্মৃত্যয় ।
 পুত্রঃ পদ্মকরঃ পদ্মনাভঃ পদ্মদলেক্ষণম্ ।
 তদা হর্ষিতুমীরতে দৃষ্ট্বা চানকহৃদ্পৃথিঃ ॥ ১৩ ॥
 কংসানুরভয়জ্ঞাত্য প্রোবাচ দেবকী তদা ॥ ১৪ ॥
 বৈরাগীঃ গচ্ছ তো নাথ স্মৃতঃ প্রত্যাৰ্পিতঃ কিল
 পুত্রঃ দৃষ্টা যশোদায়ৈ স্মৃত্যঃ তত্ভাঃ সমানয় ॥ ১৫ ॥
 তত্ভা বচঃ সমাকর্ষ্য বসুদেবোহপি হৃদ্বিতঃ ।
 অক্কে কুমারমাদায় বৈরট্যাভিমুখঃ যথো ॥ ১৬ ॥
 যমুনা জলসম্পূর্ণা তৎপথে মধ্যবর্তিনী ।
 আসীদ্বোরা মহাদৌৰ্ঘ্য গম্ভীরোদকপূরভাক্ ।
 এবং দৃষ্ট্বা তটে স্থিত্বা যমুনামবলোকয়ন্ ।
 বসুদেবোহপি হৃদ্বাংকো বিললাপাতিচিন্তয়া ॥ ১৮ ॥
 কিংকরোহপি ক গচ্ছামি বিধিনাপি তি বকিতঃ
 কথমত্র গমিষ্যামি বৈরাগীঃ নন্দমন্দিরম্ ॥ ১৯ ॥
 হরিণা তত্র সানন্দঃ যায়য়া বকিতঃ পিতা ।

কণমাত্র তটে স্থিত্বা যমুনামবলোকয়ন্ ॥ ১০০ ॥
 তেন দৃষ্টা পুনঃ সার্পি কণাংকোহবলোকয়ন্ ।
 তাঃ দৃষ্ট্বা হৃষ্ট উত্তরো প্রস্থানমকরোদবধা ।
 যায়ঃ কুহা জগন্নাথঃ পিতুরভ্যর্থনেনৈবপতৎ ॥
 তং পুত্রঃ পতিতঃ দৃষ্ট্বা হাঃ কুহা স্মৃতিতঃ
 মহাপাপঃ পুনঃ কর্তুঃ বিধিনা তেন বকিতঃ ।
 ত্রাহি মাং জগতাঃ নাথ স্মৃতঃ বক স্মৃতিতঃ
 জনকঃ ক্রন্দিতঃ দৃষ্ট্বা কংসারিঃ কুপয়া যুগ্ধঃ ।
 জলক্রৌড়াং সমাচর্য পিতুঃ কোকরগাং পুনঃ ॥
 পথ্য তেন যত্নেষ্ঠোঃ জগাম নন্দমন্দিরম্ ॥ ১০৫ ॥
 স্মৃতঃ দৃষ্টা যশোদায়ৈ স্মৃত্যঃ তত্ভাঃ সমানয় ॥
 নিজাগাঃ ততঃ প্রাধা পট্টো প্রত্যাৰ্পিতা স্মৃত্য
 দেবকী চ প্রস্তুতৈত বার্তাঃ কুহা স্মৃতিতঃ
 আনেতুঃ প্রস্থিতা স্মৃত্যঃ স্মৃতঃ স্মৃতিতঃ তদা ।
 আগতা কংসদৃশ্যন্তে স্মৃত্যঃ নেতুঃ প্রত্যাৰ্পিতঃ ॥

বাসু করিয়া ভাঁজ মাংসে অসিতপক্ষে অন্নমী
 পংক্তক তিথিতে রোহিণীক্ষত্রযুক্ত ঘন-
 ঘোষিতা যে রজনী, তাহাতে জগন্নাথ
 কংসারি বসুদেবজরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন ।
 আর বৈরাগী নন্দপত্নী যশোদাও একটী স্মৃত্য
 প্রসব করিলেন । আনকহৃদ্পৃথি বসুদেব
 তখন পদ্মনাভ, পদ্মকর, পদ্মদলেক্ষণ পুত্র
 দর্শনে হাসিতে লাগিলেন । কংসানুরভয়জ্ঞাত্য
 দেবকী বসুদেবকে বলিলেন,—এব! পুত্রটী
 বৈরাগীকে প্রত্যাৰ্পণ করবার জন্ত যাও ।
 যশোদাকে পুত্রটী দিয়া তাহার কন্ডাটী লইয়া
 আইস । বসুদেবও তাঁহার কথা শুনিয়া
 অতি হৃদ্বিত মনে কুমারকে কোড়ে লইয়া
 বৈরাগীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন । সেই
 পথের মধ্যবর্তিনী যমুনা তখন জলসম্পূর্ণা
 মহাদৌৰ্ঘ্য গম্ভীরোদকপ্রবাহভুক্তা অতি ঘোরা-
 কুহা হইয়াছিল ; বসুদেব যমুনাকে একপ
 কর্ণে হৃদ্বাংক হইয়া অতি চিন্তায় বিলাপ
 করিতে লাগিলেন ।—কি করি! কোথায়
 যাই! বিধাতা কর্তৃকও বকিত হইলাম ।
 এখন নন্দমন্দিরে বৈরাগীতে যাই কিরূপে ?
 ১২-১৩ । জগন হরি সানন্দে মায়াধারা

পিতাকে বাক্ত করিলেন,—তটে থাকিয়া
 কণমাত্র যমুনাকে অবলোকন করিলেন, যমুনা
 তৎকর্তৃক দৃষ্ট হওয়া মাত্র কণমধ্যে জাহ্ন-
 প্রমাণ-জল-সম্প্রদা হইল । তদদর্শনে বসু-
 দেব হৃষ্ট হইয়া উত্থানপূ ক প্রস্থান করি-
 লেন । তখন জগন্নাথ মায়া করিয়া জলে
 পতিত হইলেন । বসুদেব সেই পুত্রকে
 জলে পতিত দেখিয়া আত হৃদ্বৈ হৃদ্বাক্ষর
 করত 'কতই মহাপাপ করিয়াছি, তাই বিধি
 কর্তৃক পুনরায় বাক্ত হইলাম । হে স্মরো-
 ভমে! হে জগতের নাথ! আমাকে জ্ঞান
 কর; আমার পুত্রটীকে রক্ষা কর ।' এই
 বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । কংসারি
 জনকের ক্রন্দন দর্শনে কুপাপূর্বক কণকাল
 জলক্রৌড়া সমাচরণ করিয়া পুনরায় পিতার
 কোড়ে আগমন করিলেন । পরে যত্নেষ্ঠ
 বসুদেব সেই পথে নন্দমন্দিরে যাইয়া যশো-
 দাকে পুত্রটী অর্পণপূর্বক তাহার কন্ডাটী
 লইয়া আসিলেন । তিনি নিজাগাংকে
 যন করত পট্টকে সেই কন্ডাটী অর্পণ করি-
 লেন । দেবকী প্রস্তুতা হইয়াছেন, এইবার
 শুনিয়া স্মৃতিতঃ বসুদেব পুত্র বা কন্ডা লইয়া

বলাদেনাং সমাক্ষ্য দেবকীবন্দেবযোঃ ।
কংসদূতগৃহীত্বা সা অর্পিতা তু সুরারিণে ॥
স ধৃতাভ্যাং মহারাজঃ সত্যবোধুদ্রাসদঃ ।
শুদ্ধকাক্ষনবর্ণাভ্যাং পূর্ণেন্দুসদৃশানাম্ ॥ ১০০
কংসো হসতি তাং দৃষ্ট্বা বিহ্বাৎকুরিতলোচনাম্
আদিদেবানুরঞ্জেষ্ঠো জহি নীহা শিলোপরি ।
আজ্ঞাং লঙ্কাসুরাণ্ডে বৈ নিষ্পেষ্টুং তাং

প্রবর্তিতাঃ ।

বিহ্বাচ্ছীভ্রতরা গৌরী জগাম সহস্রাধরম্ ॥১১১
গৌর্য্যবাচ ।

শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি যত্রান্তে শত্রুকণ্ঠমঃ ।
নন্দস্ত নিলয়ে শুণ্ডস্তব হস্তানুরোত্তম ॥ ১১২
বসিষ্ঠ উবাচ ।

এবমুক্তা তু সা দেবী জগাম নিজমন্দিরম্ ॥১১৩
ঋত্বা বাক্যঃ ততো দেব্যাঃ কংসো রাজা
সুহৃথিতঃ ।

জয়িয়াছে, তাহাই আনাইবার জন্ত দূতগণ
প্রেরণ করিলেন। কংসদূতগণ আসিয়া
সেই স্নাতাকে লইয়া যাইতে উদ্যত হইল।
সেই কংসদূতগণ দেবকী বন্দেবের নিকট
হইতে বলপূর্ব্বক সেই কন্তাকে আকর্ষণ
করিয়া লইয়া যাইয়া সুরাবি কংসকে অর্পণ
করিল। সেই দুরাসদ মহারাজ কংস
শুদ্ধকাক্ষনবর্ণাভ্যাং পূর্ণেন্দু-সদৃশাননা সেই
কন্তাকে ধারণ করিয়া সভয় হইল; সেই
বিহ্বাৎ-কুরিতলোচনাকে দেখিয়া হাসিতে
লাগিল; কেই অনুরঞ্জেষ্ঠ আদেশ করিল,
ইহাকে নিয়া শিলার উপরি হনন কর।
১০০—১১০। অনুরগণ তাহার আজ্ঞা লাভ
করিয়া সেই কন্তাকে শিলাতলে নিষ্পে-
ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল; গৌরী সহসা
বিহ্বাৎ শীভ্রতর অধরে গমন করিলেন।
গৌরী বলিলেন,—রাজন্। তোমার প্রবল
শত্রু, যেখানে আছে, তাহা শুন, অনুরো-
ত্তম! তোমার হস্তা নন্দের নিলয়ে শুণ্ড
রহিয়াছেন। বসিষ্ঠ বলিলেন,—সেই দেবী
এইরূপ করিয়া নিজ মন্দিরে গমন করি-

ভগিনীঃ পুতনামাহ গচ্ছত্বা নন্দমাক্ষরম্ ॥১১৪
ছগ্না তৎ তৎ হস্তাগচ্ছ তে বাক্তিতঃ বহ ।
দাস্তামি শত্রুং হস্তং মে ব্রহ্ম শীভ্রতরং শুভে ॥
আত্মাং প্রাপ্য রাবকসৌ সা গোকুলাভিমুখং গতা
মায়য়া স্নন্দরীরূপা প্রবিষ্টা তত্র গোকূলে ॥১১৬
পরোধরে গরং সা তু ধৃতা হস্তমুপাগতা ।
পত্ন্যপানাং গৃহস্থারি প্রবিষ্টালঙ্কিতেতি চ ।
গহ্বাস্তরুখ্যাপ্য শিশুং স্তনং দধাপ সঙ্গতিম্ ॥
ততস্ত শকটং কিপ্ত্বা তৃণাবর্তাদিমর্দনম্ ।
কালীয়মর্দনং কৃত্বা গতো মধুপুরীঃ ততঃ ॥১১৮
গতা কংসো হতঃ শূরঃ কংসমজ্ঞানুজীজয়ৎ ॥
এতন্তে কথিতং রাজন্ বিকোর্জ্জাদিমব্রতম্ ।
ঋত্বা পাপানি নশ্বতি কুর্ধ্যাৎ কিংবা ভবিষ্যতি
য ইদং কুরুতে মর্ন্তো যা চ মারী হরেব্রতম্ ।
ঐশ্বধ্যমতুলং প্রাপ্য জয়ন্তত্র যথেষ্টিতম্ ॥১২১০

লেন। রাজা কংস দেবীর বাক্য শুনিয়া
তার পর ভগিনী পুতনাকে বলিলেন,—তুমি
নন্দমন্দিরে যাও। ছলক্রমে তাহার পুত্রকে
হনন করিয়া আইস, তোমাকে বহু বাক্তিত
দান করিব। শুভে! আমার শত্রুকে হনন
করিবার জন্ত তুমি অতি সহরংগাও। আজ্ঞা
পাইয়া সেই রাবকসৌ গোকুলাভিমুখে গেল,
মায়া করিয়া স্নন্দরীরূপে সেই গোকূলে
প্রবিষ্ট হইল। সে পরোধরে ধরল ধারণ
করিয়া হনন করিতে উপাগতা হইল। পশু-
পালকদিগের গৃহস্থারি অলঙ্কিতভাবে
প্রবিষ্ট হইল। যাইয়া শিশুকে অন্তরে ধারণ
করত স্তনদানে সঙ্গতি প্রাপ্ত হইল। তার
পর ভগবান্ শকটক্ষেপণ তৃণাবর্তাদি মর্দন ও
কালীয় মর্দন করিয়া পরে মধুপুরী গমন কুরি-
লেন। তথায় যাইয়া কংসের মৈত্রিদিগকে
জয় করিলেন এবং কংসকে বিনাশ করি-
লেন। রাজন্। এই তোমাকে বিব্রত
জয়দিনব্রত कहিলাম। ইহা শ্রবণ করিলেই
শাপ সকল নষ্ট হয়। করিলেন না জানি কিই
হয়! ১১১—১২০। যে নর বা নারী এই
হরিত্রত করে, সে এই জয়েষ্ট যথেষ্টিত অভল

বিদ্যা ন কর্তব্য। তৃতীয়া যষ্টিয়েব চ ।
অষ্টম্যেকাদশী কৃত্তা ধর্মকামার্থবাহিত্তিঃ ॥১২২
বর্জয়িত্বা শ্রীযত্নেন সপ্তমীসংযুতাস্তমী ।
বিনা ঋকং প্রকর্তব্য। নবমীসংযুতাস্তমী ॥১২৩
উদয়ে চাষ্টমী কিকিৎসকলা নবমী যদি ।
মুহূর্ত্তরোহিণীযুক্তা সম্পূর্ণ। চাষ্টমী ভবেৎ ॥১২৪
অষ্টমী বৃধবারে চ রোহিণীসহিতা যদি ।
সোমেনৈব ভবেজ্জাজন কিং কৃত্তৈরতকোটিভিঃ
নবম্যাদুদয়াৎ কিকিৎসোমে সাপি বৃধেপি চ ।
অপি বর্ষণভেনাপি লভ্যতে বা ন লভ্যতে ॥
বিনা ঋকং ন কর্তব্য। নবমীসংযুতা ন হি ।
কার্থ্যা বিদ্যাপি সপ্তম্যা রোহিণীসংযুতাস্তমী ॥
কজ্জাকাঠামুহূর্ত্তাপি যদা কৃষ্ণাষ্টমী তিথিঃ ।
নবম্যাং সৈব বা গ্রাহ্য। সপ্তমীসংযুতা ন হি ॥
কিং পুনর্বৃধবারেণ সোমেনাপি বিশেষতঃ ।
কিং পুনর্বমীযুক্তা কুলকোট্যাচ্ মুক্তিদা ॥১২৫

ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়। ধর্মকামার্থ অভিলাষী ব্যক্তিগণ তৃতীয়া, যষ্টি, অষ্টমী, একাদশী ও চতুর্দশী কখনও পূর্ববিদ্যা করিবে না। সপ্তমীসংযুতা অষ্টমী বর্জনপুষ্পক নক্ষত্র ব্যতীতও নবমীসংযুতা অষ্টমীতেই ব্রত করিবে। যদি উদয়কালে কিকিৎস অষ্টমী আর সমস্ত দিবারাত্রই নবমী হয়, এবং মুহূর্ত্ত প্রমাণ রোহিণী নক্ষত্র থাকে, তবে সেই দিনই সম্পূর্ণ অষ্টমী দ্রুতিতে হইবে। যদি বৃধবারে বা সোমবারে রোহিণী সহিতা অষ্টমী হয়, রাজ্য নতবে ব্রতকোটি করিবার কি প্রয়োজন? বৃধবারে বা সোমবারে যদি উদয় কালের কিকিৎস পরে নবমীর যোগ হয়, তবে তজ্জন দিন শতবর্ষও লাভ করা যায় কিনা সন্দেহ। নক্ষত্র বিনা করিবে না, নবমীসংযুতাও করিবে না, পরন্তু সপ্তমীবিদ্যা হইলেও রোহিণীসংযুতা অষ্টমী করবে। নবমী দিনে যদি কৃষ্ণাষ্টমী তিথি কলা কাঠা বা মুহূর্ত্তও থাকে, তবে সেই দিনই গ্রাহ্য, কিন্তু সপ্তমীসংযুতা গ্রাহ্য নহে। বিশেষতঃ যদি সোমবারে বা বৃধবারে নবমীযুক্ত হয়, তবে

পলবেধেন রাজেন্দ্র সপ্তম্যামষ্টম্যোঃ ত্যজ্যেৎ ।
সুধায়া বিদ্যুনা স্পৃষ্টং গজাঙ্ঘ্রকলশং যথা ॥১৩০
দিলীপ উবাচ ।
কেন চাদৌ কৃত্তক্ষেপং কেন বা তৎপ্রকাশিতম্
কিং পুণ্যং কিং কলক্ষেপ কথঞ্চন মহামুনে ॥১৩১
বসিষ্ঠ উবাচ ।
চিত্রসেনো মহারাজো মহাপাপপরো মহান ।
অগম্যাগমনং কুহা স্বর্ণস্তেযং বিজ্ঞস্ত চ ॥১৩২
সুধায়া ক সদা তপ্তো বৃধামাংসে সদা রতঃ ।
এবং পাপসমায়ুক্তো নিত্যং প্রাণিবধে রতঃ ॥
চণ্ডালৈঃ পতিতৈঃ সাক্ষিমালাপং সর্ষদাকরোৎ ।
একদৈববিধো রাজা যুগয়াযাং মনো দধে ॥১৩৪
অরণ্যে স্বীপিনং জাহ্নবা বেষ্টায়হাচ সর্ষতঃ ।
সাবধানং ভটান্ সর্ষান্ বাক্যেষতত্ত্বাচ হ ॥
পলারিষ্যতি বৈ জন্তুঃ পুরস্তাদৃ যৎপ্রমাদতঃ
স বধ্যো নাজ সন্দেহো ব্যাভ্রো রাজঃ পথা
যযৌ ॥ ১৩৬

উহা কুলকোটিমুক্তিদা! রাজেন্দ্র! সপ্তমী দ্বারা পলমাত্র বেধ হইলেও সে অষ্টমীকে সুধাবলু দ্বারা স্পৃষ্ট গজাঙ্ঘ্রকলসের স্তায় ভাগ করিবে। ১২১—১৩০। দিলীপ বলিলেন,—পূর্বে ইহ কে করিয়াছে? কেই বা উহা প্রকাশ করিয়াছে? ইহা করিলে কি পুণ্য? কি ফল? মহামুনে! তাহা বলুন। বসিষ্ঠ বলিলেন,—চিত্রসেন নামে এক মহা পাপপরায়ণ রাজা ছিল, সে অগম্যাগমন, ভ্রান্তির স্বর্ণস্তয়কারী, সদা সুধাতে তপ্ত, সতত বৃধামাংসে রত ছিল। সে এমন পান্ডী ছিল যে, সর্ষদা চণ্ডাল-পতিত জনগণ সহ আলাপ করিত, নিত্য প্রাণিবধে রত থাকিত। এই প্রকার সেই রাজা যুগ-যাতে মনোনিবেশ করিল। সে একদা অরণ্যে যাহা কোন স্থানে ব্যাভ্র আছে জানিতে পারিয়া সমস্ত দৈবজ্ঞ দ্বারা বেটুন-পুষ্পক সৈন্তগণকে এই ব্যক্তি বলিল,—প্রবাদ বশত কাহার সমুদ্র দিয়া জন্তু পলাইবে, সে বধ্য হইবে, সন্দেহ নাই। ব্যাভ্র রাজার

সলজ্জাহপি ততো রাজা ব্যাজঃ পশ্চাৎগম্য
অনেকক্রেপঃখেন ব্যাজঃ হস্তঃ সমাহিতঃ ॥ ৩৭
সুৎপিপাসাকুলক্রেপঃ সঙ্ঘায়াঃ যমুনাতটে ।
অষ্টমী রোহিণীযুক্তা হৃদিনঃ জন্মবাসব ॥ ৩৮
অকমতা যমুনায়াং বৈ ব্রতঃ চকুর্নরাবিপ ।
নানোপহারৈর্জীব্যেচ্চ ধূপদীপৈঃ শূশোভনৈঃ ॥
গন্ধপুষ্পং তথা জব্যঃ কুঙ্কমাদি মনোহরম্ ।
অন্নং বহুভণ্যদৃষ্টা ভক্তং তন্মানসং কৃতম্ ॥ ৩৯

রাজোবাচ ।

অম্বাতাব্যমাদ্যাণ্ড প্রাণা যাত্তন্তি নিশ্চয়ম্ ॥

ত্রিয উচুঃ ।

জন্মাস্তিমাঃ হরেরদ্যা ন ভোক্তব্যঃ স্বপ্নানম্ ।
গৃধ্রমাংসং ধরং কাকং গোমাংসমন্নমেব চ ॥
কুঙ্কবান্নাং সন্দেহো যো ভুঙক্তে কৃষ্ণজন্মনি
কিং কিং ছিদ্ৰং ন সজ্জাতং সংসারে বসতাং

নৃণাম্ ॥ ১৪৩

যেন দেহে হিতে প্রাণে জয়ন্তী ন রুতা নৃপ ।

পথ দিয়াই গেল। রাজা তাহাতে সলজ্জ
হইয়া ব্যাজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল।
ব্যাজকে হননার্থে সমাহিত হইয়া অনেক
মুখ ভোগ করিয়া সুৎপিপাসা-ক্রেপে আকুল
হইয়া সঙ্ঘাকালে যমুনাতটে উপস্থিত হইল।
সেই দিন রোহিণীযুক্ত অষ্টমী, জন্মবাসব
ছিল। নরাবিপ। স্বর্গকমলাগণ শূশোভন
ধূপ, দীপ, উপহার, গন্ধ, পুষ্প, মনোহর কুঙ্ক-
মাদি জব্য ও নানাবিধ উপহার এবং বহুভণ
অন্ন ভুক্ত হারা যমুনাতটে ব্রত করিতেছিল,
তথা দেখিয়া রাজার মন আকৃষ্ট হইল। ১৩১
—১৪০। রাজা বলিল,—অম্বাতাবে আজ
আমায় প্রাণই যাইবে নিশ্চয়। ত্রীগণ
বলিল,—অনঘ! আজ জন্মাস্তিমী, তোমার
খাণ্ডের কর্তব্য নয়। আজ অন্ন খাইলে তাহা
পুণ্য ধর কাক ও গোমাংস তুলা, ইহাতে
সন্দেহ নাই। কৃষ্ণজন্মদিনে যে ভোজন
করে, সংসারে বাসকারী সেই নরেন্দ্র কোন
কোন্ পুণ্য না হইল? নৃপ! যৎকর্তৃক দেহে

ভক্তাক্রতোপবাসস্ত শাসনং যমমন্দিরম্ ॥ ১৪৪
তদন্তঃ পিতরো নিত্যং ন গৃহুণ্তি বধ্যবিধি।
পিতরঃ পাতিতাঃ সর্বো জন্মজ্যাং ভোজনে কৃতে
ইতি জ্ঞান্য ততো রাজা ব্রতং চক্রে নরাবিপ।
কিঞ্চিপুষ্পং কিমন্নম্ভং বস্ত্রকানীষ হমিতঃ ॥
ব্রতস্তান্ত প্রভাবেণ চিত্রসেনা হরেকৃৎসম্ ।
দিব্যং বিমানমাক্রম্য গতবান্ পিতৃভিঃ সহ ॥
যৎকলং মথুরায় গতা দৃষ্টা কৃষ্ণমুখাভুজম্ ।
তৎকলং প্রাপ্যতে পুংসা কৃষ্ণজন্মাস্তিমীভ্যং
তৎকলং স্বকায়ঃ গতা দৃষ্টে বিবেচয়ৈ হরৌ ।
তৎকলং প্রাপ্যতে দীপৈঃ কৃতা জন্মাস্তিমীভ্যং
ইতি ত্রীগণে স্বর্গগণে জন্মাস্তিমীভ্যং মহাত্মা
নাম ত্রিচছারিংশোবধ্যায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

প্রাণ থাকিতে জয়ন্তী রুতা না হয়, এই দিনে।
অক্রতোপবাস ব্যক্তিদিগের যমমন্দিরই
শাসন। পিতৃগণ তৎকর্তৃক যথাবিধি দত্ত
জব্যাদিও গ্রহণ করেন না; জন্মাস্তীতে
ভোজন করিলে সমস্ত পিতৃগণ পাতিত হন।
নরাবিপ! রাজা ইহা শুনিয়া তখন কিঞ্চৎ
গন্ধ, কিছু পুষ্প ও বস্ত্র আনিয়া দমিত হইয়া
ব্রত করিল। এই ব্রতের প্রভাবে সেই
রাজা চিত্রসেন পিতৃগণ সহ হারগৃহে গমন
করিল। মথুরায় যাওয়া কৃষ্ণমুখাভুজ দর্শনে
যে কল, কৃষ্ণজন্মাস্তিমীভ্যং করিলেও পুণ্য-
গণ সেই কল পায়। স্বর্গকায় যাওয়া বিবে-
চয় হরিকে দর্শন করিলে যে কল, দীনজন
জন্মাস্তিমী ভ্রত করিয়া সেই কল প্রাপ্ত
হয়। ১৪১—১৪২।

ত্রিচছারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

চতুঃচর্যারিংশোধ্যায়ঃ ।

শোনক উবাচ ।

কথং মহাপ্রাজ্ঞা ব্রাহ্মণঃ কৃপাৰ্ণব ।
সাহস্রাণ্যং সৰ্ববর্ণানাং শ্রেষ্ঠস্ত কৃপয়া চ যে । ১
সূত উবাচ ।
ব্রাহ্মণঃ সৰ্ববর্ণানাং শুক্রেব দ্বিজোত্তম ।
সৰ্বানবাক্যয়ো জ্ঞেয়ঃ সাক্ষ্যাদ্বায়ণঃ প্রভুঃ । ২
কুৰ্য্যাৎপ্রণামঃ যো বিপ্রঃ হবিবৃদ্ধা তু কুহর ।
ভক্ত্যা তস্ত দ্বিজশ্রেষ্ঠ বৰ্দ্ধতে সম্পদাধিকম্ । ৩
ন নবেদ্যব্রাহ্মণঃ দৃষ্টা হেলয়াপি চ গৰ্জিতঃ ।
হেবনঃ তস্ত শিরসঃ কৰ্ণমিচ্ছেৎ সদা হরিঃ । ৪
কৃত্যপরাধঃ বিপ্রঃ যে দ্বিযন্তি পাপবৃদ্ধয়ঃ ।
হরিষিষো হি হে জ্ঞেয়া নিরয়ঃ যান্তি দাক্ষণম্ ।
যঃ কৰ্ণুপ্রার্থনাং বিপ্রংপশ্যেৎকোথেন চাগতম্
কৃত্যচক্ষুষ্যোস্তস্ত তন্ত হৃচীঃ দদতি বৈ । ৬
কুৰ্ত্তে কুহরঃ মূঢ়ো ভৎসনং যো নরাধমঃ ।
সমদৃষ্টা যুখে তস্ত তন্ত লোহঃ দদতি চ । ৭
বেবাঃ নিকেতনে ভূক্তেভ্যামুয়ো বৈ তপোধন

চতুঃচর্যারিংশ অধ্যায় ।

শোনক বলিলেন,—হে কৃপাৰ্ণব মহাপ্রাজ্ঞা ! কৃপা করিয়া সৰ্ববর্ণের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের সাহস্রাণ্য বলুন । সূত বলিলেন,—দ্বিজোত্তম । ব্রাহ্মণ সৰ্ববর্ণেরই গুরু ; সাক্ষ্যং সৰ্বাহর-গণের আশ্রয় প্রভু নারায়ণ বলিয়া জ্ঞেয় । কুহর ! যে জন ভক্তি সহকারে হরিব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! তাহার সম্পদাদি বৰ্দ্ধিত হয় । যে গৰ্জিত, ব্রাহ্মণ দেখিয়া হেলা করিয়া প্রণাম না করে, হরি সদা তাহার শিরশ্ছেদন করিতে ইচ্ছা করেন । যাহারা কৃত্যপরাধ বিপ্রকে ঘেঁষ করে, তাহারা হরিষেবী বলিয়াই বিজ্ঞেয় ; তাহারা দাক্ষণ নিরয়ে যায় । প্রার্থনা করিতে আগত বিপ্রকে যে কোষদৃষ্টিতে দেখে, কৃত্যন্ত তাহার চক্ষে তন্ত হৃচি দান করেন । যে মূঢ় নরাধম, কুহরকে ভৎসনা করে, যমভূতগণ তাহার যুখে তন্ত লোহ দান করে । তপোধন

সুপক্ষাভঃ স্বয়ং কৃষ্ণো ভূক্তেভ্য চেষাঃ

নিকেতনে । ৮

নভ্যন্তি সৰ্বপাপানি দ্বিজহত্যাধিকানি চ ।
কণমাত্রং লিহেদ্যন্ত বিপ্রাঃ স্তম্ভিঃ সলিলঃ নরঃ ।
যো নরশ্চরণং ধোতঃ কুৰ্য্যাক্তেনে ভক্তিভ্যঃ ।
দ্বিজাত্যেভ্যঃ সত্যং তে স বৃদ্ধঃ সৰ্বপাতকৈঃ
পুত্রহীনো চ বা নারী মৃতবৎসা চ হাকনা ।
সপুত্রা জীববৎসা সা দ্বিজপাদাশ্রুসেবনাৎ । ১১
ব্রহ্মাণ্ডে যানি তীর্থানি তানি তীর্থানি সাগরে
উদধৌ যানি তীর্থানি তিষ্ঠন্তি দ্বিজপাদয়োঃ । ১২
দ্বিজাজ্জি সলিসৈগুৰুং সেচনং যন্ত মন্তকে ।
স স্নাতঃ সৰ্বতীর্থেষু স বৃদ্ধঃ সৰ্বপাতকৈঃ । ১৩
শুণু শোনক বক্ষ্যামি মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্ ।
বিপ্রপাদোদকস্তাহমিতিহাসং তপোধন । ১৪
আসীৎ পুরা দ্বিজশ্রেষ্ঠ বৈশ্ববৃন্তিপরাধণঃ ।
শূদ্রো ভীমো হাপরে চ ব্রহ্মহত্যাঃ সৎস্কৃতঃ । ১৫
নিষ্ঠুরঃ সৰ্বদাতৃভ্যঃ স মহাবৈশ্বা পুনঃ ।

ব্রাহ্মণ যাহাদিগের গৃহে ভোজন করেন, দেবগণসহ স্বয়ং কৃষ্ণই তাহাদিগের নিকেতনে ভোজন করেন । যে জন কণমাত্র বিপ্রপাদোদক লেহন করে, তাহার ব্রহ্মহত্যাধিক পাপ নষ্ট হয় । যে নর ভক্তি সহকারে হস্ত দ্বারা দ্বিজাতির পদ ধোত করে, আমি তোমাকে সত্য বলতেছি, সে সৰ্বপাতকে মুক্ত । ১—১০ । যে নারী পুত্রহীনা আর যে অকন্যা মৃতবৎসা তাহারা দ্বিজপাদাশ্রু সেবনে সপুত্রা ও জীববৎসা হয় । ব্রহ্মাণ্ডে যত তীর্থ, সে সমস্তই সাগরে আছে, সেই উদধিতে যত তীর্থ আছে, তাহারা সকলই দ্বিজপদদ্বয়ে বিবাজিত । যাহার মন্তকে দ্বিজাজ্জি-সলিলবৃন্ত সেচন হয়, সে সৰ্বতীর্থে স্নাত, সে সৰ্বপাতকে মুক্ত । হে তপোধন শোনক ! তুমি শুন, আমি সৰ্বপাপপ্রণাশন বিপ্রপাদোদকের মাহাত্ম্য ইতিহাস বলিতেছি । দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! পুরা হাপরযুগে ব্রহ্মহত্যাঃ সৎস্কৃতঃ বৈশ্ববৃন্তিপরাধণ তীর্থ নামে এক গুহ ছিল । নিষ্ঠুর সৰ্বদা অসন্তুষ্ট হইত

শূদ্রাচারপরিভ্রষ্টো ভীমোহসৌ শুকতল্লগঃ ॥ ১৬
প্রত্যেকং বচি কিং তন্ত দন্তোঃ সখ্যা ন
বিদ্যাতে।

পাপানাং মুনিশর্দূল ভীমস্ত হৃষ্টচেতসঃ ॥ ১৭
একদা স গতঃ কণ্ঠদ্বাক্ষণস্ত নিবেশনম্।
গম্বা তং তন্ত গোহাত্ত্ব দ্রব্যঃ নেতুং মনো দধে
তজ্জোবাস ব্রাহ্মণস্ত বহির্ধারসমীপতঃ।
দৈত্তযুক্তং বচঃ প্রাহ স্মানন্দঃ স তপোধনম্ ॥
ভোঃ স্বামিন শৃণু মে বাক্যং দয়ানুবিব মন্ততে
কুখার্তোহহং দেহি চান্নং প্রাণা যান্তস্তি মে ক্রতম
ব্রাহ্মণ উবাচ।

কুখার্ত শৃণু মে কচ্চিৎকাক্যং কতুং ন বিদ্যাতে।
পাকং মে তত্তুল্যমিত্যং নোবা ভুঙক্ষ যথাসুখম্
নাস্তি মে জনকো মাতা নাস্তি হৃৎকঃ নহোদরঃ
নাস্তি জায়া মাতৃবন্ধুভ্যাঃ সর্বে বিহায় মাম্ ॥
হিষ্টামোকো গৃহেহকণ্ঠা ভাগ্যাহীনোহতিথে
হরিঃ।

তল্লগ সেই ভীম এক মহাবেশা সহ বাস
করিত। মুনিশর্দূল! প্রত্যেক এক একটা
করিয়া আর কি বলিব? সেট দম্ভ হৃষ্টচেতা
ভীমের পানের সংখ্যা নাই। একদা সে
কোনও ব্রাহ্মণের নিবেশনে গমন করিল।
সেখানে যাইয়া গৃহস্থিত দ্রব্য লইতে মনো-
নিবেশ করিল। সে সেই ব্রাহ্মণের বহির্ধার-
সমীপে যাইয়া দৈত্তযুক্ত বচনে সেই তপোধন
ভুসুরকে কহিল,—হে স্বামিন! আমার বাক্য
শ্রবণ; আপনাকে দয়ালুর মত বোধ হই-
তেছে; আমি কুখার্ত, ক্রত অন্ন দিউন,
আমার প্রাণ যাইতেছে। ১১—২০।
ব্রাহ্মণ বলিলেন,—কুখার্ত! ওন; আমার
পাক করিবার জন্ত কেহই নাই। তুমি
তত্তুল লইয়া যথাসুখে ভোজন কর।
আমার জনক বা মাতা নাই, পুত্র-সহো-
দরও নাই; জায়া বা মাতৃবন্ধু কেহই
নাই। সকলেই আমাকে পরিত্যাগ
করিয়াছে, মরিয়াছে। অতিথে। আমি
ভাগ্যাহীন, গৃহে একাকী অকণ্ঠা বাস করি-

একো মে বসতশাস্তি ন জানে তখিনা বল।
ভীম উবাচ।

মম কচ্চিদ্ভিক্ষার্থে নাস্তি সেবাঃ তদ্যপি চ
শূদ্রোহহং নিলয়ে জাত্যা কৃষা ব্রাহ্মণি তে
সদা ॥ ২৪ ॥

হৃত উবাচ।

ইতি তন্ত বচঃ শ্রুত্বা সানন্দঃ স্মানুরতদা।
পাকং বিধায় তুর্ণং স দদাবন্নং তপোধন ॥ ২৫
সোহপি হর্ষসমায়ুক্তস্তস্যো তত্র দ্বিজালয়ে।
সেবাঃ কুর্ধন স্নেহযুক্তাং ভুসুরস্ত মনোহরাশ্ ॥
অদ্য ধো বা হরিষ্যামি দ্রব্যমন্ত মমপি চ।
নেতুং যদা করিষ্যামি নেষ্যামি নাত্র সংশয়ঃ ॥
পরামুগ্ধ চ হৃদান্তঃ কৃষা তন্ত ক্রিয়াং বসেৎ ॥
পাদধোতাদিকঞ্চাসৌ শিরসা গতপাতকঃ ॥ ২৬
আচম্যাত্তদ্বিজলং দধে ছদ্মন প্রত্যহং বিজ ॥
একদা হারকঃ কচ্চিদ্ভব্যং নেতুং সমগতঃ।
উদঘাটা রাজাবরং গতোহসৌ তদগৃহান্তরম্।

তেছি। একমাত্র হরিই আমার আছেন।
ঠাহাকে ভিন্ন জানি না। ভীম বলিল,—
দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমারও কেহই নাই! আমি
শূদ্র জাতি; তোমার গৃহে সদা তোমার সেবা
করত থাকিব। তপোধন! তাহার এই
বাক্য শুনিয়া সেই ভুসুর তখন সানন্দ হই-
লেন, তিনি তুর্ণ পাক সম্পাদন করিয়া
তাহাকে অন্ন দিলেন। সেও ভুসুরের স্নেহের
সহিত মনোহর সেবা করত সেই দ্বিজালয়ে
হর্ষযুক্ত হইয়া বাস করিতে থাকিল। অদ্য
বা কল্য ইহার দ্রব্য হরণ করিব; আমার কি,
আমি যখন মনে কবি তখনই হরণ করিতে
পারিব; সংশয় নাই। হৃদয়মধ্যে এইরূপ
পরামর্শ করিয়া সে সেই ব্রাহ্মণের সেবা করত
বাস করিতে লাগিল। বিজ! সে ছল-
পূর্বক প্রতিদিনই পাদপ্রক্ষালনাদি করিয়া
দিত এবং সেই জল পানপূর্বক মন্তকে ধারণ
করিত; ইহাতে সে গতপাতক হইয়াছিল।
২১—২২। একদা কোনও চোর সেই গৃহে
চুরি করিতে আসিল; সে রাজিকালো ছিল

ভূমিঃ প্রহারার্থঃ দণ্ডহস্তঃ সমাগতঃ ।
 হারকো বস্ত্রকং তস্ত চিত্তা তুর্ণং পলায়িতঃ ॥৩১
 অথ তস্ত ভূমিঃ বিকোঃ শম্ভুচক্রগদাধরাঃ ।
 সমাগতান্তরা নেতুঃ ভূমিঃ তং বাতকিষিবম্ ।
 তদনুস্মিতঃ দিবাঃ রাজহংসমূতঃ বিজ্ঞ ।
 তজ্জাহ্নতো যমো বিকোভবনঃ তুর্ণতঃ কিল ॥৩২
 মাগদ্যঃ ভূমিদেবস্ত ময়া তে তৎপ্রকীৰ্ত্তিতম্ ।
 পুণ্যদায়ো নরো ভক্ত্যা তস্ত পাতিকনাশনম্ ।
 শৌনক উবাচ ।

কথয়স্ব মহাভাগ মাহাশ্বাঃ পাপনাশনম্ ।
 একাদশীঃ কলঃ কিংবা কিষিবঃ স্তাদকুর্ভতঃ
 সূত উবাচ ।

একাদশীং মাহাশ্বাঃ কিমহং বচি সাস্ত্রতম্ ।
 কদৈব কদাচীদ্যম যমদূতাস্ত শঙ্কিতাঃ ।
 ভবন্তি নাত্ৰ সন্দেহঃ সূর্যপ্রাণিতময়ভরাঃ ॥ ৩৭
 ব্রতানাকৈব সর্বেষাঃ শ্রেষ্ঠাষ্টকাদশীঃ শুভাম্
 উপোষ্য জাগ্রদ্বিকোঃ কুখ্যাত্ত মণ্ডনং মহৎ ॥

খুলিয়া সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। ভূমি
 তাহা দেখিয়া দণ্ডহস্তে তাহাকে প্রহার করি-
 য়ার জন্য যেমন সমাগত হইল, অমনি চোর
 তাহার মস্তকচ্ছেদনপূর্বক দ্বারায় পলায়ন
 করিল। তাঁর পর সেই বাতকিষিব ভূমিকে
 লইয়া যাইবার জন্য সেই বিষ্ণুর শঙ্খ-চক্র-
 গদাধর দূতগণ সমাগত হইল। বিজ্ঞ।
 রাজহংসমূতঃ একখানি দিবা স্তম্ভনও
 আসিল; সে তাহাতে আরোহণ করিয়া
 তুর্ণত বিহ্বস্তবনে গমন করিল। এই আমি
 তোমার নিকটে ভূমিদেবের মাহাশ্বা কীৰ্ত্তন
 করিলাম; ইহা যে জন শ্রবণ করে, তাহার
 পাতিক নষ্ট হয়। শৌনক বলিলেন,—মহা-
 ভাগ! একাদশীর মাহাশ্বা বল। উহার কিই
 বা ফল? যে না করে তাহারই বা কি
 ভবিষ্যৎ হয়? সূত বলিলেন,—সম্ভ্রুতি
 একাদশীমাহাশ্বা আমি কি আর বলিব?
 একাদশী নাএ শ্রবণে সূর্যপ্রাণিতময়র যমদূত-
 গণও শঙ্কিত হয়; ইহাতে সন্দেহ নাই।

উপবাস

তুলসীদলৈক যোঃ স্তোত্রোঃ। হরিপূজাঃ করোতি বৈ
 দঃ নৈকেম লভতে কোটিযজ্ঞকলং বিজ্ঞ ॥৩৪
 অগম্যাগমনে চৈব যৎ পাপং সমুদাহৃতম্ ।
 তৎপাপং বাতি বিলয়কৈকাদশ্যাপোষিতম্ ।
 স্তুতপূর্ণঃ প্রতীপং যো দদ্যাদিহুর্ভবিতৈঃ ।
 অস্তে বিষ্ণুপুং বাতি তমো হুহা যতেজসী ।
 ধত্তা জনপদান্তে বৈ ধত্তাঃ স চ মর্ত্যপতিঃ ।
 হঃদিনে যন্ত রাজ্যো দৈক্যপিত্তাঃ যথেক্ষিবঃ
 নারায়ণস্ত শরণে পার্শ্বপরিবর্তনঃ ।
 বিশেষণ প্রবোধিতাঃ নিরাহার্য ভবতি যৈঃ ।
 মদন্তিকঃ নানয়ম্বঃ প্রাণিনঃ পুণ্যজাগম্যৈঃ
 অহমিশং পিতৃপতিঃ সমাদিশন্তি দূতকণ ॥৩৬
 একাদশী জগন্নাথবলতা পুণ্যবাহিনী ।
 বিকোর্দেহঃ দহতৈব তস্তামস্ত ত্বকণে ॥৩৭
 তেষাং ধিগ্জীবনং পুংসাং ধিক্ সৌন্দর্যক
 বক্তিতব্যং ।
 যেহরমগ্নাস্ত পাপিষ্ঠাষ্টকাদশ্যাং চি বিদুঃ কজঃ

করত জাগরণ ও বিষ্ণুর মহৎ মণ্ডন করিবে ।
 যে মর্ত্য তুলসীদল দ্বারা হরিপূজা করে,
 বিজ্ঞ। সে এক একটা পত্রেরেই কোটি-
 যজ্ঞকল লাভ করিতে পারে। অগম্যাগমনে
 যে পাপ সমুদাহৃত আছে, একাদশীতে উপ-
 বাস করিলে সে পাপ বিলয় প্রাপ্ত হয়।
 ৩০—৪০। বিজ্ঞ যে জন বিষ্ণুদনে স্তুত-
 পূর্ণ প্রদীপ দান করে, সে অস্তে যতেজসে
 তমঃ (পাপ) নাশ করিয়া বিষ্ণুপুং দ্বারা
 হরিদিনে যে রাজ্যে মহোৎসব হয়, সেই
 জনপদ ধত্তা; সে রাজ্য ধত্তা। পিতৃপতি যম
 অহমিশ দূতগণকে উপদেশ করেন যে,
 নারায়ণের শরণে, পার্শ্বপরিবর্তনে; বিশেষণ
 প্রবোধিনীতে (উপান একাদশীতে) জাগরণ
 নিরাহার থাকে, সেই সকল পুণ্যজাগ্রাণী
 দিগকে মদন্তিক আনিও না; একাদশী জগ-
 ন্নাথবলতা, পুণ্যবাহিনী; এই দিনে অম্ন উপদেশ
 বিষ্ণুর দেহই দহ করা হয়। সেই
 গণের জীবনধিক। সৌন্দর্য্যে ধিক।
 রণে ধিক। যেহরমাতোজী পাপিষ্ঠাঃ একা-

অকণোদয়বেলায়াং দশমী সজ্জতা যদি ।
তত্রোপোষ্যা ষাদশী ত্রয়োদশীন্ত পারণম্ ॥
দশমীশেষসংযুক্তো যদি ত্র্যাদকণোদয়ঃ ।
বৈক্যেন ন কর্তব্যঃ তদ্দিনেকাদশীত্রতম্ ॥ ৬৫
চতশো ষটিকাঃ প্রাঃ রকণোদয় উচ্যতে ।
যতীনাং ত্রানকণোদয়ঃ গজাভঃসদৃশঃ স্মৃতঃ ॥
অকণোদয়কালে তু দশমী যদি দৃষ্টতে ।
ন তত্রৈকাদশী কার্ধ্যা ধর্ম্মকামার্থনাশিনী ॥ ৬৬
শ্রদ্ধা দশমীবিক্রাঃ তাজেদেকাদশীঃ বৃধঃ ।
সুসাবিন্দু সসম্পর্কাদম্বতকুন্তঃ ত্যাজেদযথা ॥ ৬৮
সম্পূর্ণেকাদশী যত্র ষাদশীঃ পুনরেব সা ।
উত্তরা যতিভিঃ কার্ধ্যা পূর্বাদুপবেসেদগৃহী ॥ ৬৯
একাদশীকলা যত্র ষাদশী পরতো ন চেৎ
তত্র ক্রতুশতঃ পুণ্যঃ ত্রয়োদশীন্ত পারণা ॥ ৭০
একাদশী বিলুপ্তা চেৎ পরতো ষাদশীযুতা ।
উপোষ্যা ষাদশী পূর্ণা যদাচ্ছেৎ পরমাং গতিম্

নিশ্চয় । দশমীবিক্রা একাদশী কখনই
প্রাণিগণের উপবাসযোগ্য নহে, তুর্জন-
সান্নিধ্যের জায় উহা সর্গাধা পরিহার্য্য ।
অকণোদয় বেলায় যদি দশমী সজ্জতা হয়,
তবে তখন ষাদশীই উপোষ্যা হইবে, ত্রয়ো-
দশীতে পারণ করিবে । যদি অকণোদয়কাল,
দশমী-শেষসংযুক্ত হয়, তবে সেদিন বৈক্য
কর্তব্য একাদশী ত্রত কর্তব্য নহে । প্রাতে
চারি ষটিকা (৮০) কাল অকণোদয় বলিয়া
উক্ত হয়, যদিদিগের উহাই ত্রানকাল, তখন
সমস্ত জলই গজাজলত্বলা । যদি অকণো-
দয়কালে দশমী দৃষ্ট হয়, তবে সে দিন
একাদশী করিবে না; কারণ তাহা ধর্ম্মকামার্থ-
নাশিনী । সুসাবিন্দু সম্পর্কে যেমন স্তম্ভ-
কুন্তকে ত্যাগ করিতে হয়, তদ্রূপ শ্রদ্ধাজ
দশমী দ্বারা বিক্রা একাদশীকেও বৃধ ব্যক্তি
বর্জন করিবে । একাদশী যদি পূর্বাদিন
সম্পূর্ণ থাকিয়া পরদিনও থাকে, তবে যতি-
গণের পর দিনই উপবাস কর্তব্য; গৃহী
পূর্বাদিন উপবাস করিবে । যদি একাদশী
কলায় থাকে, আর পরদিন ষাদশী না

সম্পূর্ণেকাদশী যত্র প্রভাতে পুনরেব সা ।
সর্ব্বৈরেবোত্তরা কার্ধ্যা পরতো ষাদশী যদি ॥ ৭২
একাদশীত্রতে যেবাঃ মনঃ সংলীয়তে মূণাষ ।
তেবাঃ শর্গে হি বাসোহথ যান্তি তে, সদনংহবেৎ
একাদশীঃ পরং নান্তি পরলোকন্ত সাধনম্ ॥ ৭৪
বহুপাপসমায়ুক্তঃ করোতি হরিবাসম্ ॥
সকলপাপবিনির্মুক্তঃ স যান্তি হরিমন্দিরম্ ॥ ৭৫
পতিসহিতা যা যোষিৎ করোতি হরিবাসম্ ॥
সুপুত্রো বামিসুভগা যান্তি শ্রেষ্ঠা হরিশৃংগম্ ॥
যো যচ্ছতি হরবগ্রে প্রদীপং ত্তিত্তিভাবতঃ ।
হরেদিনে দ্বিজশ্রেষ্ঠ পুণ্যসংখ্যা ন বিদ্যতে ॥ ৭৭
যাত্রনা তর্জস্বতিভা কুরুতে জাগরঃ হরেঃ
হরেন্নিকৈতনে তিত্তিচ্ছিন্নঃ পত্যা সহ দ্বিজ ॥ ৭৮
যৎকিঞ্চিদ্রয়ে বস্ত তক্ত্যা যচ্ছতি যো, দ্বিজ ।
হরেদিনে তস্য পুণ্যমক্ষয়কৈব সর্গদা ॥ ৭৯
পুয়া ষাদশীভা নাস্তা নগরে কাকনাচ্ছয়ে ।
ধনেন পুরুলেনাপি বাজতে স মনেশ্বরঃ ॥ ৮০

থাকে, তবে তাহাতে শত ক্রতুর পুণ্য হয়,
ওরূপ হইলে ত্রয়োদশীতেই পারণ করিবে ।
৬১—৭০ । যদি শেষ ভাগে দশমীযুক্ত
হইয়া একাদশী বিলুপ্ত হয় অর্থাৎ একাদশীর
ক্ষয় হইয়া তাৎক্ষণিক হয়, যদি পরমা গতি ইচ্ছা
করে, তবে, তখন পূর্ণা ষাদশীতেই উপবাস
করিবে । যদি পূর্বাদিন সম্পূর্ণ একাদশী,
পরদিন প্রভাতেও আবার সেই একাদশীই
থাকে, আর তৎপর দিনে ষাদশী থাকে, তবে
সকলোই উক্ত পরদিনেই উপবাস করা
কর্তব্য । যাগদিগের একাদশী ত্রতে ধন
লীন হয় তাহাদিগের শর্গে বাস; তাহার
হরিসদনে যায় । একাদশী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ
পরলোকসাধন আর কিছুই নাই । যদি বহু
পাপসমায়ুক্ত ব্যক্তিও হরিবাসর করে, সে
সকলপাপে বিনির্মুক্ত হইয়া হরিমন্দিরে যায় ।
যে যোষিৎ পতি সহ হরিবাসর করত, সে
সুপুত্রো, বামিসুভগা হয়, যরণাৎ হরিশৃংগে
যায় । দ্বিজশ্রেষ্ঠ! হরিদিনে তিত্তিভাবে যে
জন হরির অঙ্গে প্রদীপ দান করে, দ্বিজ

ভক্ত প্রিয়া মহারূপা নায়া হেমপ্রভা বিজ ।
 গরীয়ান মুখরত্নে বর্ততে চ কলেবরঃ ॥ ৮১ ॥
 সা সখা কলহঃ কুখ্যাৎ পত্যা সহ তপোধন ।
 শব্দগুণকল্যান কথং ভংসনাং নোচভাষয়া ॥ ৮২ ॥
 পাকপায়ে সদারীয়াৎপুত্রা সৈকান্তিকে মলা ।
 উচ্ছ্রীৎ গুরুজনেভ্যশ্চ দদ্যাৎ প্রতীবাসরম্
 জ্বারে সদা বিতঃ চিত্তমহং সাধ্বীতি সা বদেৎ
 যামিনঃ কলহৈর্বন্ধন মনোহেগকরা সদা ॥ ৮৪ ॥
 একা চাগত্যাঃ দুঃখী চকার ভংসনাৎ তাম্ ।
 ততঃ প্রভাতে প্রহারক সর্গপাশবৃত্তাঃ বিজ ॥ ৮৫ ॥
 সৈব যৌবনযাযুক্তা গতা শূক্ৰগৃহে তু বৈ ।
 সূক্তজাতা হিতা কথিন জলান্নং ন চখাদ হ
 দৈবাক্ষর দিনে বিকোঃ পার্শ্বতঃ পরিবর্তনম্ ।
 একাদশীরতঃ বিশ্র সর্গপাশপ্রপাশনম্ ॥ ৮৭ ॥

তাহার পুণ্যের সংখ্যা নাই। যে অজ্ঞান
 ভক্তার সহিত হরির জাগরণ করে, সে চির-
 কাল পতি সহ হরির নিকটনে বাস করে।
 যে বিজ্ঞ। যে জন ভক্তি সহকারে হরিনামে
 হরিকে যৎ কিং বস্তও জানিবে। ৭১—৭২।
 পুরাকালে কাঞ্চন নগরে ব্রহ্মত নামে এক
 ধনী বাস করিত। সে পুত্রল যনে ধনেশ্বরবৎ
 বিবাহিত ছিল। তাহার অতি রূপসত্তা
 হেমপ্রভা নামে প্রিয়া ছিল। বিজ্ঞ। কলির
 প্রধান গুণ মুখরতা তাহাতে অতি প্রবলভাবে
 বর্তমান ছিল। হে তপোধন! সেট হেমপ্রভা
 সখা পতি সহ কলহ করিত। মুখরত গুরু-
 জনগণকে যথেষ্ট ভাষায় ভংসনা করিত।
 সেই পানীয়সী একান্ত গুরুভাবে সদা পাক-
 পায়ে আহার করিত। প্রতিবাসর গুরুজনকে
 উচ্ছ্রীৎ দিত। তাহার চিত্ত সত্য জ্ঞানেতেই
 ছিল, কিন্তু সত্যই 'স্বামী-সাম্বী' এই কথা
 মনে করিত। কলহ বশত সে সত্যই
 স্বামীর মনোহেগকারী ছিল। বিজ্ঞ। একদা
 (জার সূত্র করিয়া) আগত্যা তাহাকে দেখিয়া
 তদীয় জ্ঞান ভংসনা করিল। সেই সর্গপাশ-
 বৃত্তাকে প্রহারও করিল। এখন সে যৌব-

ততঃ প্রভাতে বজনী দ্বাদশী অবশ্য তা
 আগত্যা তত্র সা নারী যৌবনির্ভরমানসা ॥ ৮৮ ॥
 নিরাহারকৃতাবে চ নির্মলঃ সা বৃকুব হ ।
 রাজো চ পকতাং যাতা জয়ন্তীবাগরে বিজ্ঞ ॥ ৯০ ॥
 যমাক্ষরা ততো দূতা আগতাতাঃ তথাবিধাৎ ।
 নেতুঃ ভয়করাভ্যে চ পাশমূলগরপাশয়ঃ ॥ ৯০ ॥
 বদ্ধা নেতুঃ মনচ্চকুঃ কৃতান্তসদনঃ ধন।
 তদাগতা বিকৃতদূতাঃ শম্ভুচক্রগদাধরাঃ ॥ ৯১ ॥
 হিবা পাশঃ ততো দিব্যে স্তম্ভেনে তাঃ

গটেনসম্ ॥

তে বৈ চারোহরাদানুনির্মলঃ ভবনঃ হরয়েঃ ।
 গতা তৈবেষ্টিতা সাধ দ্বন্দ্বতঃ নির্জীবৈঃ শুভকঃ ।
 বিকোদিবসমাহাভ্যং কথিতঃ তে বিজ্ঞবত ।
 অনিচ্ছয়ানি যঃ কুখ্যাৎ স যাতি হরিমদিবম্ ।
 একাদশী দিনে মর্ত্যো দীপঃ দাতুঃ হরেশ্বরে ॥

যুক্ত হইয়া শূক্ৰ গৃহে গমনপূর্বক অজ্ঞাতভাবে
 শূণ্য হইয়া রছিল। অর জল কিছুই খাইল
 না। দৈবাৎ সেই দিন বিকুর সর্গপাশপাশন
 পার্শ্ব-পরিবর্তন একাদশীরতঃ, পরদিন অবশ্য-
 বিতা দ্বাদশী। যৌবনির্ভরতা সেই নারী
 প্রভাতে আগমন করিল। কিন্তু সে পূর্ণ-
 দিন সেই উপবাসের কালে নির্মলা হইয়াছিল।
 জয়ন্তীবাসরে রাজিতে দৈবাৎ সে পকব প্রাপ্ত
 হইল। ৮০—৮২। তার পর তথাবিধ সেই
 নারীকে লইয়া যাইবার জন্ত যথের আজ্ঞা-
 সারে পাশমূলগরপাশি ভয়কর দূতগণ আগমন
 করিল। যখন তাহার তাহাকে বন্ধন করিয়া
 লইয়া যাইবার জন্ত মন করিল, তখন শম্ভু-
 চক্র-গদাধর বিকৃতদূতগণ আসিল। তাহার
 তখন পাশ ছেদনপূর্বক সেই গটেনস নির্মলা
 নারীকে দিব্য স্তম্ভে আরোপণ করত হরি-
 ভবনে লইয়া গেল। সে সেই দূতগণে
 বেষ্টিতা হইয়া নির্জবদিগেরও দ্বন্দ্বত গুণ জানি
 প্রাপ্ত হইল। বিজ্ঞবত। বিকুর দিব্যের
 যাহাছা তোমাকে এই কহিলাম। যে
 জ্ঞানীও এই হরিনামে উপবাস করে, সে
 মন্দিরে যায়। যে মর্ত্য একাদশীতে হরিশ্বরে

গচ্ছেৎ প্রতিপদঃ সোহপি চাখমেধকলাধিকম্
শুশ্রুতি চ পুরাণাদি পঠন্তি চ হরেনদিনে ।

প্রত্যকরঃ লভন্তে তে কপিলানামজঃ কলম্ ।

—ইতি উপায়ে পর্বধণ্ডে হরিবাসরহস্যায়ঃ

নাম চতুঃচব্বিংশোহধ্যায়ঃ । ৪৪ ।

পঞ্চচব্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

শৌনক উবাচ ।

কল্পণা কেন ভোঃ সূত চৈনসাং সজ্জয়ো ভবেৎ
ঐহরেষ্ট কৃপা কৃপাস্তদ্বদানুকম্পয়া ॥ ১

সূচ উবাচ ।

শুশ্রু শৌনক বক্যমি শুশ্রুতাং পাপনাশনম্ ।
যেন বিকোঃ কৃপা স্তাথে বজিনক্ষরকারিণী ॥ ২
গৌরবাত্তাং যো বিপ্র ভক্তিভাবসমবিতঃ ।
কৃপারানবিধানেন সপৰ্গ্যাঃ ঐজগদ্বিতোঃ ॥ ৩
কল্পং তন্ত নন্তেত কোটিজয়াজিতং মুনৈ ।

প্রদীপ দানার্থ গমন করে, সে প্রতি পদ-
ক্ষেপে অশ্বমেধাধিক কল প্রাপ্ত হয় । যাহারা
হরদিনে পুরাণ সকল শ্রবণ করে বা পাঠ
করে, তাহারা প্রতি অকরে কপিলানামজ
কল প্রাপ্ত হয় । ১০—১৬ ।

• চতুঃচব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৪ ।

পঞ্চচব্বিংশ অধ্যায় ।

শৌনক কহিলেন,—হে সূত ! কোন
কল্প দ্বারা ঐহরিত ও ঐত হন, আর পাপ
সকলও কয় প্রাপ্ত হয়, অল্পকৃপা প্রকাশে
তাঁহা বল । সূত বলিলেন,—শৌনক ! তুমি
যাহাতে বিকর কৃপা হয় এবং পাপও কয় পায়,
যেভাঙ্গিগের পাপনাশন সেই বিষয় আমি
বিস্তারিত । যে বিপ্র ভক্তিভাবে সমবিত
ইহা সৌম্যসীতে নানা বিধানে জগদ্বিত
ঐহরিত সপৰ্গ্যা করে, মুনৈ ! তাহার কোটি-

তম্বিন ঐহরিতকৃত কৃপা স্তাথা ভবেৎকল্পঃ ।
বাদস্তাম্বদানং যো ভক্ত্যা কৃপাদ্বিতীতে ।
তন্ত নন্তি পাপানি তমাসীবাগশোধয়ে ॥ ৫
যো মরঃ ঐহরঃ কৃপাংব্রপনং পদসা বিজ ।
তৎপ্রীতিঃ ঐহরঃসদ্যো বাদস্তাংশকরা দ্বিতীঃ
মজ্জং বিনা তু যো বিপ্র দদ্যাক্তীহরয়ে বিল ।
পাবানসদৃশঃ পুঙ্গঃ স্তাথা যতি অধোগতিম্ ।
স্বাস্থ্যায় চ মুখীয় পাবানসদৃশস্ত যৎ ।
দদ্যাক্তানং নরো যো বৈ ভক্ত পুণ্যং ন বিদ্যাতে
বিদ্যাহীনো বিজো যোহানানং বৃদ্ধান্তি মৃত্যুঃ
কালানলঃ যথাজীর্ণঃ তেম স নিরয়ঃ ব্রজেৎ ॥ ৬
যথা দাক্ষম্যো হন্তী বৃগশ্চিরমযো যথা ।
বিদ্যাহীনো বিজো বিপ্র অর্যতে নামধিকারীঃ
যথাম্বনি কিতং বারি পবনাকর্ষণে ওদতি ।
ভক্ত্যা তু পার্শদং বৃদ্ধী তন্ত নন্তি কল্পমব্ধ ।
যো মরচ্চাধিনে মাসি সন্ততাং পুর্ণধাদিনে ।
দদ্যাক্তীহরয়ে লাজাঃ ক্রীড়াবধ বরাটিকাঃ ।

সেই ঐহরিতের নিশ্চয়ই কৃপা জন্মে । বাদ-
সীতে যে ভক্তি সহকারে বিজ্ঞাতিকে অল্প
দান করে, অকণোদয়ে তমোরশির ভায়
তাঁহার পাপ সকল নষ্ট হয় । বিজ ! যে নর
বাদসীতে বৃদ্ধ বা শরীরাদ দ্বারা ঐহরিতকে
দ্বান করায়, তাঁহার প্রতি ঐহরিত সত্যঃ ঐত
হন । যে বিপ্র মজ্জ বিনা ঐহরিতকে পুঙ্গ দান
করে, তাঁহার সেই পুঙ্গ পাবান সদৃশ, তাঁহা
দ্বারা স্তাথা অধোগতি প্রাপ্ত হয় । মুখ্য আক-
শকে যদি কেহ পাবান সদৃশ দান করে, তবে
তাঁহার তাঁহাতে পুণ্য হয় না । বিপ্র ! বিদ্যা-
হীন মৃত্ত বিজ যদি মোহবশতঃ দান প্রদান
করে, কালানল যেমন জীর্ণ হয় না ; তজ্জন
তাঁহাও জীর্ণ হয় না ; তাঁহাতে সে নিরয়ে
গমন করে । যেমন দাক্ষম্য হন্তী, যেমন চির-
ময় বৃগ, বিদ্যাহীন বিজও তেমনি ; এই
তিনটি কথা নামধিক যাজ্ঞ । ১—১০ ।
বিত্ত বারি যেমন পবন ও অর্ক দ্বারা উত্ত
হয়, তজ্জন হরিণকে ভক্তিসহকারে দান
করিলে তাঁহার দান নষ্ট হয় ।

ভক্ত্যা যাতি হরেঃ স্থানং পুনরারুতিবর্জিতঃ ।
ন দদ্যাদ্যো নরো যোহান্তিঅন্নতুষ্টিদো হরিঃ
বরাটিকাং যাবতীং যো হরয়ে পূর্ণিমাদিনে ।
তাবন্ধিনং হরেঃ স্থানকাধিনে স বসেদ্বৈবম্
করবীরপুরে হ্যসৌৎপুৰা শূজোহতি নির্দয়ঃ ।
কালদ্বিজো বিজশ্রেষ্ঠ নার্যাপাণী ভয়ঙ্করঃ ॥১৫
স্বকাৰ্য্যনিরতঃ সোহপি স্বামিকাৰ্য্যপ্রণাশকঃ ।
একদা পঞ্চতাং যাতো যমদূতা ভয়ঙ্করঃ ॥ ১৬
আগত্যক্তং সমাসেতুং যমস্ত তু নিকেতনম্ ।
বন্ধা নিহ্ম্যন্ত তং দৃষ্ট্বা পৃষ্টবান্ সচিবঃ যমঃ ॥১৭
যম উবাচ ।

অন্ত কিং বিদ্যাতেহমাত্য কন্দ্ৰাপি চ শুভাশুভম্
কথয়স্ব সমূলন্ত চিত্তগুপ্ত বিচক্ষণ ॥ ১৮

চিত্তগুপ্ত উবাচ ।

অসৌ পাণ্ডী হরাচারঃ স্বামিকাৰ্য্যপ্রণাশকঃ ।
নাস্তি পুণ্যকাম্যমাত্রং নরকে পরিপচ্যাত্য ॥১৯
শতমবস্তরঃ রাজস্নাগযোনৌ চ নিষ্ঠুরঃ ।

আশ্বিন মাসে পূর্ণিমা দিনে ভক্তিপূৰ্ব্বক
ক্ৰীড়ারিক লাজ (খই) এবং ক্রীড়ার্থ বরাটিকা
(কড়ি) দান করে, সে পুনরারুতিবর্জিত হরি-
স্থানে যায়। যে নর মৌহবশতঃ উহা দান
না করে, হরি তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন।
উক্ত আশ্বিনপূর্ণিমা দিনে যে, যে পরিমাণ
বরাটিকা দান করে, সে নিশ্চয় তাবৎ দিন
হরিস্থানে বাস করে। বিজশ্রেষ্ঠ! পুরাকালে
করবীরপুরে কালদ্বিজ নামে অতি নির্দয়
ভয়ঙ্কর পাণ্ডী এক শূদ্র বাস করিত। সে
স্বকাৰ্য্যনিরত, কিন্তু স্বামিকাৰ্য্যপ্রণাশক ছিল।
একদা সে পঞ্চদ্ব প্রাপ্ত হইলে ভয়ঙ্কর যমদূত-
গণ তাহাকে ঘরের নিকেতনে লইয়া যাইবার
জন্ত সমাগত হইল এবং বন্ধন করিয়া লইয়া
গেল। যম তাহাকে দেখিয়া সচিবের প্রতি
জিজ্ঞাসা করিলেন। যা! বলিলেন যে
বিচক্ষণ অমাত্য চিত্তগুপ্ত! ইহার কি কি
শুভাশুভ কর্ম আছে, তাহা আমূল বল।
চিত্তগুপ্ত বলিলেন,—এ পাণ্ডী হরাচার, স্বামি-
কাৰ্য্যপ্রণাশক; ইহার পুণ্য অল্পমাত্রা নাই;

পাষাণগৃহমাসাদ্য গুঢ়চাত্ত নিরস্তরম্ ॥ ২০
স্বত উবাচ ।

তাবৎকালং ততো বিপ্রনিরয়ে স পশাত হ ।
ততোহপ্যশ্মগৃহে নাগযোনৌ জাতঃ স্তম্ভংধিতুঃ
একদা চাধিনে মাসি পৌর্ণমাসীদিনে দ্বিজ ।
লাজা বরাটিকা নাগো বিলাংপ্রাক্ষেপয়দতিঃ ।
পতিতা সা হরেরগ্রে পাপমস্ত স্বয়ং হরিঃ ।
তুর্ণন্ত নাশয়ামাস দয়ালুহঃস্বনাশকঃ ॥ ২২
কদাচিত্তপ্রাপ্তকালন্ত পঞ্চতং সা জগাম হ ।
যমদূতাঃ সমানেতুমাগতা বহশো দ্বিজ ॥ ২৩
বন্ধা নেতুং যদা চক্রুর্মস্ত সদনং প্রতি ।

তদাগতা বিমূঢ়তাঃ শম্ভুচক্রগদাধরঃ ॥ ২৪
পাশং ছিষ্য বধে দিব্যে তমাত গতকিঞ্চিৎ ।
তত্র চারোপয়ামাস্তুর্মমদূতাঃ পলাহিতাঃ ॥ ২৬
ততো নিকেতনং বিকোণারগন্তেবেষ্টিতো যমে
তত্র তস্থো হরেরগ্রে পুনরারুতিবর্জিতঃ ॥ ২৭

নরকে পচ্যমান হউক। রাজন নিষ্ঠুর শত
মবস্তর কাল নাগযোনিতে পাষাণগৃহে
নিরস্তর গুঢ় থাকুক। ১১—২০। স্বত
বলিবেন,—বিপ্র! সে তাবৎকাল নিরয়ে
পড়িয়াছিল, তার পর অশ্মগৃহে নাগ-
যোনিতে জন্মিয়া স্তম্ভংধিত ভাবে রহল।
দ্বিজ! একদা আশ্বিন মাসে পৌর্ণমাসী দিনে
সেই নাগ কতকগুলি লাজ ও বরাটিকা
বিল হইতে বাহিরে প্রক্ষেপ করিল, তাহা
হরির অগ্রে পতিত হইল। দয়ালু, স্তম্ভ-
নাশক হরি তৎক্ষণাৎ তাহার পাশ নাশ
করিলেন। সে কদাচিত্ত প্রাপ্তকাল হইয়া
পঞ্চত পাইল। দ্বিজ! তখন বহু যমদূত
তাহাকে লইয়া যাইবার জন্ত আসিল, যখন
তাহারা তাহাকে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইবার
উপক্রম করিল, সেই সময় শম্ভু-চক্র-গদাধর
বিমূঢ়গণ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার
আগু সেই গতকিঞ্চিকে পাশ ছেদনপূর্ব্বক
দিবারথে আরোপণ করিল। যমদূতগণ
পলাইল। তার পর নাগ সেই দূতগণে
বেষ্টিত হইয়া বিমূঢ় নিকেতনে যাইল।

ভক্তা যো হরির দদ্যামাজ্ঞাক সন্তোঃ দ্বিজ ।
বরাটিকাং ভক্ত পুণ্যং ন জানে কিং ভবেৎ
ঐবম্ ॥ ২৮

য ইহং শূন্যাদিপ্র চাধ্যায় পাপনাশনম্ ।
ভক্ত নভতি পাপানি জীহরেঃ রূপায় চ ॥ ২৯
শোনক উবাচ ।

বিষ্ণুপাদোদকস্তাপি মাংসাত্ম্য পাপনাশনম্ ।
কথং মহাপ্রাজ্ঞ সমূলং মে রূপায় চ ॥ ৩০
শূত উবাচ ।

সমস্তপাতকধ্বংসি বিষ্ণুপাদোদকং শুভম্ ।
কণমাত্রং বজ্রোদন্ত সর্গভীর্কলং লভেৎ ॥ ৩১
বিষ্ণুপাদোদকং পানী যঃ পিবেত্তস্ত কল্যায়ম্ ।
শরীরস্থং কথং যাতি কৃতং ব্রহ্মসংশয়ঃ ॥ ৩২
বিষ্ণুপাদোদকং ব্রহ্মসংশয়নাং পাপনাশনম্ ।
অকালমরণং নাস্তি গন্ধান্নানকলং লভেৎ ॥ ৩৩
ভুলসীপর্ণসংযুক্তং বিষ্ণুপাদোদকং দ্বিজ ।
যো কহেচ্ছিরসা ভক্ত্যা চান্তে যাতি হরেগৃহম্

সেখানে হরির অগ্রে পুনরাবৃত্তি বর্জিত হইয়া থাকিল । দ্বিজ ! যে ভক্তিপূর্বক হরিকে সমস্ত লাজ দান করে, আর বরাটিকাও দেয়, তাহার যে কি পুণ্য হয়, তাহা নিশ্চয় জানি না । বিপ্র ! এই পাপনাশন অধ্যায় যে অবগত করে, জীহরির রূপায় তাহার সকল পাপই নষ্ট হয় । শোনক বলিলেন,—হে রূপায় মহাপ্রাজ্ঞ ! বিষ্ণুপাদোদকের পাপনাশন মাংসাত্ম্য আমাকে আমূল বলুন । ২৯—৩০ । শূত বলিলেন,—সমস্ত পাতকধ্বংসি শুভ বিষ্ণুপাদোদক যে জন কণমাত্রও বহন করে, সে সর্গভীর্কল কল পায় । যে পানী বিষ্ণুপাদোদক পান করে, তাহার শরীরস্থ পাপ কথং পায় ; ব্রহ্ম ! ইহাতে সংশয় নাই । ব্রহ্ম ! পাপনাশন বিষ্ণুপাদোদক শর্পনে অকালমরণ থাকে না, গন্ধান্নানের কল লাভ হয় । দ্বিজ ! ভুলসীপর্ণসংযুক্ত বিষ্ণুপাদোদক যে ভক্তি সহকারে শিরে বহন করে, সে অন্তে হরিগৃহে যায় ।

মেকতুল্যানুবর্ণানি দদ্বা যৎকলমাপ্যতে ।
হরিপাদোদকং স্পৃষ্টা প্রাপ্যতে তৎকলং
নরৈঃ ॥ ৩৪

ধেহুকোটিসহস্রাণি যৎকলং লভতে নরৈঃ ।
দদ্বা পাদোদকং স্পৃষ্টা তৎকলং প্রাপ্যতে
ঐবম্ ॥ ৩৫

যজ্ঞকোটিসহস্রাণি কদ্বা যৎকলমাপ্যতে ।
হারপাদোদকং স্পৃষ্টা তস্মাৎ কোটিভগ্ননরৈঃ
কোটিকস্তাপ্রদানেন যৎকলং লভ্যতে জনৈঃ
বিষ্ণুপাদোদকং স্পৃষ্টা কলং তস্মাদ্বিজাদিকম্
দন্তিকোটীপ্রদানেন বহুকোটীপ্রদানতঃ ।
যৎকলং লভতে মর্ত্যঃ স্পৃষ্টা পাদোদকং হরেঃ
দদ্বা মর্ত্যঃ সন্তুষ্টীপাং সন্তস্তাং যৎকলং লভেৎ
বিষ্ণুপাদোদকং স্পৃষ্টা তস্মাদ্বিজপ্রাধিকং লভেৎ
শুশু বিপ্র প্রবক্ষ্যামি সজ্জেকপাদধিকং কিমু ।
বিষ্ণুপাদোদকং স্পৃষ্টা পানী যাতি হরেগৃহম্ ।
শোনক উবাচ ।

স্পৃষ্টা পানী পুরা কেন পাপিনাপ্রাপি বৈ গৃহম্

যায়, নর হরিপাদোদক শর্প করিয়া সেই কলই পায় । সহস্রকোটী ধেহু দান করিয়া যে কল পাওয়া যায়, পাদোদক শর্প করিয়া নিশ্চয়ই সেই কল পায় । নর সহস্রকোটী যজ্ঞ করিয়া যে কল পায়, হরিপাদোদক শর্পের কল তদপেক্ষা কোটিভগ্ন অধিক । জনগণ কোটি কস্তা প্রদানে যে কল পায়, হে দ্বিজ ! বিষ্ণুপাদোদক শর্প করিয়া তদপেক্ষা কোটিভগ্ন অধিক কল পাওয়া যায় । কোটি দদ্বা প্রদান বা বহুকোটী প্রদান করিলেও যে কল পাওয়া যায় না, মর্ত্য হরির পাদোদক শর্প করিয়া সেই কল প্রাপ্ত হয় । মর্ত্য সন্তস্তা সন্তুষ্টীপা পৃথিবী দান করিলে যে কল পায়, বিপ্র ! বিষ্ণুপাদোদক শর্প করিলে তদপেক্ষা অধিক কল হয় । ৩৪, বিপ্র ! সংক্ষেপে বলিতেছি, ক্রমিক আর কি বলিব ! বিষ্ণুপাদোদক শর্প করিয়া পানী হরির গৃহে যায় । ৩০—৪১ ॥ শোনক বলিলেন—

কথনক হইল: স্মৃত সম স্তম্ভকালিয়া ॥ ৪২

স্মৃত উবাচ।

পুরা জ্যোত্স্নেগে পাপী নারী বিপ্র: স্মদর্শন:।
জনদ্বিনদিনে নিত্যস্মরণাৎ স দ্বিজোত্তম ॥ ৪৩
শাস্ত্রান্দিকরো নিত্যং ব্রতনিন্দাকর: সদা।
অসংকল্প জানাতি কেবলং বোদরং বিনা ॥ ৪৪
একদা প্রাপ্তকালঃ নিধনং প্রাপ্তবান বিজ।
সুদুঃখতাঃ সমায়াতা বন্ধা নীতো যমালয় ॥ ৪৫
তাং হৃষ্টা যমুনাভ্রাতা পঞ্চাঙ্গ সচিব: কৃষা।
জ্যোত্স্নেগে চাত্ত যংপুণ্যং পাপং বদ সমূলত:
অসৌ বিপ্রো মহাপাপী কুরকর্মেব দৃষ্টতে ॥
চিত্তগুপ্ত উবাচ।

জ্যাকর্মে চাত্ত পাপং পুণ্যং নাশ্যগুমাত্রকম।
বাসরেহপি হরেন্নিত্যমকরোভোজনং বিভো।
বাসরে কমলাভক্তুচায়ায়াদ্যো নরাধম:।
পুরীষং সোহস্মিয়াজ্ঞানিরয়ং যাতি দাক্ষণ্যম।
মমন্তরশতং দেহি হানন্ত নিরয়েহপ্যমুম।

স্মৃত। পুরাকালে স্পর্শ বা পান করিয়া
কোন প্রাণী হরির গৃহে গিয়াছিল, আমাকে
অজ্ঞানপূর্বক বল। স্মৃত বলিলেন,—
বিজোত্তম! জ্যোত্স্নেগে স্মদর্শন নামে এক
বিপ্র ছিল। সে নিত্য জনদ্বিনদিনে আহার
করিত। সে নিত্য শাস্ত্র নিন্দা করিত, সদা
ব্রত নিন্দা করিত: কেবল বোদর বাতীত
আর কিছুই জানিত না। বিজ! একদা
সে প্রাপ্তকাল হইয়া নিধন প্রাপ্ত হইল।
যমদুঃখগণ সমায়াত হইয়া তাহাকে বন্ধন-
পূর্বক যমালয়ে লইয়া গেল। যমুনা-
ভ্রাতা তাহাকে দেখিয়া সরোবে সচিবকে
প্রশ্ন করিলেন,—ওহে অমাত্য! ইহার
পাপ-পুণ্য বাহা আছে, তুমি সমূলে বল।
এ বিপ্র মহাপাপী কুরকর্ম/মত লকিত
হইতেছে। চিত্তগুপ্ত বলিলেন,—ওহুহু,
হরির পাপই আছে, পুণ্য অসমাজও নাই।
বিভো! হরিবাসরেও নিত্য ভোজন কর-
গাছে। রাজন! কমলাভক্তার বাসরে যে
নরাধম অশন করে, সে পুরীর অশন

গ্রামকোড়ক বোনো হি ততো জন্ম তি
স্মৃত উবাচ।

যমাজয়া ততো বিপ্র তন্ত দুর্ভেদনকরৈ:।
পাতিতন্ত পুরীষে বৈ: বহুবশত্যা ক্রম ॥ ৪৬
ততো যুক্তোহভবচ্চাত্তো পুথিবাং গ্রামশূন্য:
চিরং নরকভকোহভুক্তিরাগ্নিস্রভোজন ॥ ৪৭
ততো বিপ্র প্রাপ্তকাল: পঞ্চাঙ্গং স জগাম ॥
কাকযোনৌ পুনর্জন্ম নেভেহসৌ বিজ্ঞাত:
সদা ॥ ৪৮

একদিন দিবসে বিপ্র জীহবের চরণোদক।
হারদেশে স্থিত: পীড়া সর্ষাপবিবর্জিত: ॥ ৪৯
তদ্বিরেব দিনে কাক: প'হত: শবরস্ত ॥
কালে মৃত্যুদশাং প্রাপ্তো বা ধেন বায়সোহপি ৮
আগতে স্মদর্শনে দিবো রাজহংসযুক্তে গতে।
আকৃহ বালভুগুবিপ্র যথো স হরিমন্দিরম ॥ ৫০
পাদোদকস্ত মাহাত্ম্যং কবিহং পাপ শনম।
যং শূণোতি নর: পাপী তন্ত পাপং বিনশতি ॥
ইতি জীশাদ্যে স্বর্গবণ্ডে বিজ্ঞানোদকমাহাত্ম্য:
নাম পঞ্চাঙ্গাং শোহাধ্যায়: ॥ ৫১ ॥

করিবে। সে দাক্ষণ নিরয়ে যায়। ইত্যাকেও
শত মমন্তর নিবয়ে বাস দিউন। তার পর
গ্রামশূন্য-যোনিতে জন্ম হইবে! ৪২—৫০।
স্মৃত বলিলেন,—বিপ্র! তার পর যমের
আজায় তদীয় ভয়ঙ্কর দৃশ্যগণ কর্তৃক শত
মমন্তরাদিক কাল পুরীষকুণ্ডে পাতিত
রহিল। পরে সে তাহা হইতে বৃত্ত হইল,
কিন্তু পুথিবীতে গ্রামশূন্য হইয়া জন্মিল।
হরিবাসরে ভোজন জন্ত এইরূপে সে চির-
কাল নরকভক্ত হইল। বিপ্র! তার পর
কালপ্রাপ্ত হইয়া পঞ্চাঙ্গ লভ করিল।
পুনরায় কাকযোনিতে জন্মিয়া সন্তত
বিভোভোজী হইল। বিপ্র! সে এক
দিন হারদেশে স্থিত জীহবির চরণোদক
পান করিয়া সর্ষাপ-বর্জিত হইল। সেই
দিনই সেই কাক শবরের দৃষ্টিগোচরে পতিত
হইলে, কালবশে ব্যাধিতে ইত্যাদ্য প্রাপ্ত
হইল।

বটচন্দ্রারিংশ অধ্যায়ঃ ।

শোনক উবাচ ।

অগম্যগমনঃ সূত কুর্ধ্যাদ্যে বৈ বিমোহিতঃ

উত ওচ্ছিতবেৎ কেন কথয় সমূলতঃ । ১

সূত উবাচ ।

অতিগচ্ছতি চাণালীঃ বপাকো যো বিজ্ঞাতম

উপবাসজয়ঃ কুর্ধ্যাৎ প্রাজাপত্যং চরন্ততঃ । ২

সশিখং বপনকৈব দদ্যাদ্গোমিথুনজয়ম্ চ ।

যথার্বদক্ষিণাং দদ্যাদ্ভিক্ষাঃ প্রাপ্নোতি স বিজঃ

কর্ষিত্যে বাসি চাণালীঃ বৈজ্ঞো বা যদি

গচ্ছতি ।

প্রাজাপত্যং সুরুজ্জক দদ্যাদ্গোমিথুনজয়ম্ । ৩

অহিগচ্ছতি শূজো হি বপাকৌক তপোধন ।

হন করত সেই বলিছুক হরিমান্দরে প্রস্থান করিল। পালোদকের পাপনাশন বাহাঙ্ক্য এই কহিলাম। যে পাপী নর ইহা শ্রবণ করে, তাহার পাপ বিনষ্ট হয়। ৫১—৫৭ ।

পঞ্চচন্দ্রারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৫ ।

বটচন্দ্রারিংশ অধ্যায় ।

শোনক কহিলেন,—সূত! যে বিমো-

হিত হইয়া অগম্য গমন করে, তাহার কিসে তত্ত্ব হয়, আমাকে সমূল বল। সূত বলিলেন,—যে বিজ্ঞ চাণালী অতিগমন করে, সে উপবাসজয় করিবে, পরে প্রাজাপত্য অহুষ্ঠান করিবে, সশিখ বপন করিবে; গোমথ দান করিবে; যথার্ব দক্ষিণা সহ এই সকল করিলে সে তত্ত্ব লাভ করিতে পারে। কর্ণজ বা বৈজ্ঞ ও যদি চাণালী গমন করে, তবে তাহার সুরুজ প্রাজাপত্য করিতে হইবে, আর হুইনী গোমিথুনও দান করিতে হইবে। তপোধন! যদি শূজ চাণালী অহুগমন করে, তবে চারি গোমিথুন দান ও প্রাজাপত্য ব্রত করিবে; যদি মোহবশে মাতাংগিনী

চতুর্গোমিথুনঃ দদ্যাদ্গোমিথুনজয়ম্ চরন্ততঃ । ৪

যাতয় যদি বা গচ্ছতিগমিনী কুর্ধ্যাদ্যে বৈ

বধূক মোহিতো গচ্ছতিগমিনী কুর্ধ্যাদ্যে বৈ

চাণায়ণজয়ঃ কুর্ধ্যা দদ্যাদ্গোমিথুনজয়ম্ ।

সশিখং বপনং কুর্ধ্যা পঞ্চগব্যং শিবৈবন্ততঃ ।

হতে হুগো তথাশাজ্ঞা শুধ্যতোব্যং শুপেবিন্ ।

শিত্তদানং বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ মাতুল্য ভাগিনীঃ তথা ।

শুকপত্নী বাতুলানীঃ ভ্রাতৃত্বায়াঃ শগোত্রজাঃ

যদি গচ্ছতি মোহেন প্রাজাপত্যজয়ঃ চরন্তঃ ।

চাণায়ণজয়ঃ ব্রহ্ম পঞ্চ গোমিথুনানি চ ।

বিপ্রোভ্যো দক্ষিণাং দদ্যাদ্গোমিথুনজয়ম্

গাং গচ্ছতি যো যুত উপবাসজয়ঃ চরন্তঃ ।

ধেহুঃ দদ্যাদ্গোমিথুনজয়ম্ চরন্তঃ ।

বেজাঃ বরীঃ শূকরঃ ক বানরীঃ মহিষীঃ বিজ্ঞ

আকর্ততঃ সম্যাকপা গোময়োককর্ষিত্যে

তত্র তিষ্ঠেদ্রিষ্যাহারিষ্যাজ্যেপৈব শুধ্যতঃ । ১২

সশিখং বপনং কুর্ধ্যা ত্র্যাহকোপবসেন পুনঃ ।

বসুতা বা বধূ গমন করে তবে তিন

আচরণ করিবে; আর তিনটি চাণায়ণ

করিয়া গোমিথুনজয় দান করিবে। সশিখ

বপন করিয়া পরে পঞ্চগব্য পান করিবে।

তপোধন! তার পর আবার অগ্নিতে হোম

করিবে। এইরূপ করিলে তবে শুদ্ধ হইবে।

বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ! শিত্তদানগণকে আর মাতুল

ভাগিনী, শুকপত্নী, মাতুলানী, ভ্রাতৃত্বায়া,

শগোত্রজা, ইহাদিগকে যদি মোহবশত গর্জন

করে, তবে প্রাজাপত্যজয় করিবে। ব্রহ্ম!

আর চাণায়ণজয় ও পঞ্চ গোমিথুন দান

করিবে। এরূপ করিলে তবে শুদ্ধ হইতে

পারে; তাহাতে সন্দেহ নাই। যে যুত

গো গমন করে, সে উপবাসজয় করিবে,

আর ধেহু ও অর দান করিবে; তাহাতে

তত্ত্ব লাভ করিতে পারিবে। সন্দেহ নাই।

বিজ্ঞ! বেজা, বরী, শূকরী, বানরী ও মহিষী

গমন করিলে গোময়োককর্ষিত্যে আকর্ত

নিমগ্ন করিয়া তিন রাজ নিধাতার থাকিবে,

তাহাতে শুদ্ধ হয়, আর পুনরায় সশিখ বপন

একরাত্র জলে বিধা শুধ্যতোষ ন সংশয়ঃ ।
 ব্রাহ্মণী যদা গচ্ছেৎকচ্ছং নরঃ কামমোহিতঃ ।
 প্রাজাপত্যজয়ঃ কুৰ্য্যাক্ষাত্রায়জয়ঃ তথা ।
 গোত্রয়স্ত তথা দদ্যাক্ষুধ্যতে চ তপোধনঃ ॥ ১৪
 ব্রাহ্মণী পঞ্চগব্যস্ত পঞ্চবাত্রং পিবেদ্বিজ ।
 গোষয়ঃ দক্ষিণাং দদ্যাক্ষুধ্যত্যত্র ন সংশয়ঃ ॥ ১৫
 পরাক্রান্তাঃ যদা গচ্ছেৎকচ্ছং সান্তপনং চরেৎ ।
 বর্ষাণাং তথা যোষিত্যমাতাং পরিবর্জয়েৎ ॥ ১৬
 বর্ণবাহাঃ তথা নীচামনুগচ্ছেৎসকররঃ ।
 প্রাজাপত্যং চরেৎকচ্ছং শুধ্যতোষ ন সংশয়ঃ
 অঙ্গারবদৃশী যোষিৎ সর্পঃ কুন্তসমঃ পুমান ।
 তস্তাঃ পরিসরে ব্রহ্মন্ স্বাতব্যং ন কদাচন ॥ ১৮
 জায়েণ জনয়েদগর্ভঃ যা চ নারী কুলান্তকা ।
 ত্যাজ্যা সা সধবা ব্রহ্মন্তত্ৰ দোষো ন বিদ্যতে
 যা চ নারী গৃহাদগচ্ছেত্যকা বহুন্ স্বকানপি ।
 নষ্টা সা চ কুলভ্রষ্টা ন তস্তাঃ সঙ্গমঃ পুনঃ ॥ ২০

যা তু নারী যদা গচ্ছেৎকচ্ছং পরপুরুষং ।
 প্রাজাপত্যং চরেৎকচ্ছং পঞ্চগব্যং পিবেত্তথা ।
 গোষয়স্ত তদা দদ্যাক্ষুধ্যতোষ ন সংশয়ঃ ॥ ২১
 ব্রাহ্মণী বালিশা ব্রহ্মমোহিতা পরপুরুষং ।
 যদা গচ্ছেত্তদা ত্যাজ্যা লনৈনদোষো ন
 বিদ্যতে ॥ ২২
 যো গচ্ছেদব্রাহ্মণীঃ বিপ্র ভূম্বরঃ কামমোহিতঃ
 গোতিলান্যচ তথা দদ্যাক্ষুধ্যত্যত্র ন সংশয়ঃ ।
 স্মৃত উবাচ ।
 অজ্ঞানাপ্রাজ্ঞ বিগ্নুত্রঃ সুরাঃ সংস্পৃক্ত বৈ পুনঃ
 যথা শুদ্ধির্ভবেত্তেষাং কথয়ামি শৃণু দ্বিজ ॥ ২৪
 প্রাজাপত্যয়ঃ কুৰ্য্যাক্ষাত্রাভিগমনং যুনে ।
 নৃবৈকাদশদানঞ্চ সশিখং বপনং ততঃ ॥ ২৫
 গদা চতুষ্টিয়ং সৰ্বং প্রাজাপত্যব্রতং তথা ।
 গোষয়স্ত ততো দদ্যাপঞ্চগব্যং পিবেত্ততঃ ।
 ব্রাহ্মণান ভোজয়িত্বা তু শুধ্যত্যত্র ন সংশয়ঃ ॥

করিয়া ত্রাহ উপবাস করিবে, একরাত্র জলে থাকিবে; তাহাতে শুদ্ধ হইবে সংশয় নাই। তপোধন! যদি নর কামমোহিত হইয়া ব্রাহ্মণী গমন করে, তবে প্রাজাপত্যজয়, চাত্রায়ণজয় এবং গোত্রয় দান করিবে। তাহাতে শুদ্ধ হইবে। আর সেই ব্রাহ্মণী পঞ্চরাত্র পঞ্চ গব্য পান করিবে ও গোষয় দক্ষিণা দিবে; তাহাতে শুদ্ধ হইবে। সংশয় নাই। যখন পরাক্রান্তা গমন করিবে, তখন কচ্ছ সান্তপন করিবে। যেমন অগলা, যোষিৎও তেমনি; অতএব তাহা পরিবর্জন করিবে। নর যদি বর্ণবাহা নীচা নারী সঙ্কট অঙ্কগমন করে, তবে কচ্ছ প্রাজাপত্য করিবে। তাহাতেই শুদ্ধ হইবে সংশয় নাই। যোষিৎ অঙ্গারবদৃশী, পুরুষ সর্পঃ কুন্তসমঃ ব্রহ্মন্! অতএব কখন তাহার নিকটে থাকিবে না। যে কুলভ্রষ্টকা নারী তাহার দ্বারা গর্ভ জন্মায়, ব্রহ্মন্! সে সধবা ত্যাজ্যাঃ তাহাতে দোষ নাই। যে নারী বাকী বহুগণকেও ত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে গমন করে, সে নষ্টা কুলভ্রষ্টা পুনরায় তাহার

সঙ্গম করিবে না। ১১—২০। যদি কোন নারী কখন মোহিতা হইয়া পরপুরুষ গমন করে, তবে কচ্ছ প্রাজাপত্য ও পঞ্চগব্য পান করিবে। আর গোষয়ও দান করিবে; তাহাতে শুদ্ধি লাভ করিবে। ব্রহ্মন্! বালিশা ব্রাহ্মণী যখন ‘পরপুরুষ’ গমন করিবে, তখন সে জনগণের ত্যাজ্যা; তাহাতে দোষ নাই। বিপ্র! যে ভূম্বর কামমোহিত হইয়া ব্রাহ্মণী গমন করে, সে গো এবং তিষ্ম দান করিবে তাহাতে শুদ্ধ হইবে সংশয় নাই। স্মৃত বলিলেন,—দ্বিজ! অজ্ঞান বা গ্নোহবশে যদি বিগ্নুত্র ভক্ষণ করে, কিবা সুরা স্পর্শ করে, তবে তাহাদিগের যেরূপে শুদ্ধি হইবে, তাহা করিতেছি, শুন। যুনে! প্রাজাপত্য-ষয় এবং তীর্থাভিগমন করিবে, একাদশটী নৃষ দান ও পরে সশিখ বপন করিবে, এই চতুর্দশ কার্য্য করিয়া পুনরায় প্রাজাপত্য ব্রত করিয়া গোষয় দান করিবে। পরে পঞ্চগব্য পান করিবে এবং ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। এইরূপ করিলে শুদ্ধ হইবে; সংশয় নাই। যদি কোন নর

চাণ্ডালঃ জলকৈব জ্ঞানতোহপি বিপত্তিঃ ।
যদি ভুঙ্কন্ত নরঃ কশিৎকছুঃ চান্দ্রায়ণং চরেৎ
সশিখং বপনং কৃষা পক্ষগব্যং তত পিবেৎ ।
একধিভিজতুর্গাবো দৈদ্যা বিট প্রবহুক্রমাৎ ॥ ২৯
‘বৃষলায়ঃ সূতকায়ঃ ভোজনায়ঃ জলকং বৈ ।
শূজোচ্ছিষ্টঃ বদা ভুঙ্কন্তে জ্ঞানতো বা বিপ-
ত্তিঃ ॥ ৩০

প্রাজাপত্যায়ঃ কুর্খাচ্চান্দ্রায়ণজ্ঞঃ তথা ।
গোব্রহ্ম ততো দদ্যাৎপক্ষগব্যং পিবেদ্বিজ ॥ ৩১
কৃষা হৃগ্নো বহুন বিপ্রান ভোজ্য শুক্লো
ভবেদ্বৈবম্ ।
আধুনকুলমার্জারৈরয়ঃ চেতকিতং বিজ ।
হিহ্নদর্ভোদকৈঃ প্রোক্ষ্য শুধ্যতে চ ন সংশয়ঃ
পলাতুঃ লণ্ডনং শিঞ্জমলাবু গৃজনং পলম্ ।
ভুঙ্কন্ত যো বৈ নরো ব্রহ্মন ব্রতং চান্দ্রায়ণং
চরেৎ ।
মদ-মাংসপ্রিয়ঃ শূদ্রঃ বজ্রয়েদ্বিপ্র দবঃ ॥ ৩৪

চণ্ডালের অন্ন বা জল বিপত্তিকালেও
জ্ঞানতঃ ভক্ষণ করে, তবে রুক্ষ চান্দ্রায়ণ
করিবে। পরে শশিখ বপন করিয়া গক্ষগব্য
পান করিবে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণাঙ্ক্রেমে একটি,
হুইটী, তিনটী বা চারিটী গো দান করিবে।
বিজ! বৃষলায়, সূতকায়, ভোজনাবশিষ্ট
অন্ন বা জল, আর শূজোচ্ছিষ্ট যদি বিপত্তি-
কালেও জ্ঞানতঃ ভোজন করে, তবে প্রাজা-
পত্যায় ও চান্দ্রায়ণজ্ঞ করিবে। পরে
গোব্রহ্ম দান ও পক্ষগব্য পান করিবে।
অনন্তর, অগ্নিতে হোম করিয়া বহুতর
ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে। তাহাতে নিশ্চয়
ওদ্ধ হইবে। ২১—৩১। বিজ! যদি আধু-
নকুল বা মার্জার কর্তৃক অন্ন ভক্ষিত হয়,
তবে তিলদর্ভোদক দ্বারা প্রোক্ষণ করিলে
তাঁহা ওদ্ধ হইবে; সংশয় নাই। ব্রহ্মন। যে
নর পলাতু, লণ্ডন, শিঞ্জ, অলাবু, গৃজন এবং
পল (কুর্খায়াং) ভোজন করে, সে চান্দ্রায়ণ
ব্রত করিবে। বিপ্র! মদ্য-মাংসরত শূদ্রকে
হৃততঃ বর্জন করিবে। যাহারা বিজসেবাহু-

বিজসেবাহুরক্তা যে মদ্যমাংসবিবর্জিতাঃ ।
দানবকর্ষনিরতাস্তে জেদ্যা বৃষলোক্তমাঃ ॥ ৩৫
অজ্ঞানাদ্ভুঙ্কতে বিপ্র সূতকে বৃত্তকে বদ ।
গায়ত্ৰ্যা দশভির্বিপ্রঃ সহশ্রৈশ্চ শুচির্ভবেৎ ॥ ৩৬
সহস্রপক্ষকৈঃ কত্রো বৈশ্বশ্চৈব সহস্রকৈঃ ।
পক্ষগবৈবার্ভবেচ্ছুকো বৃষলোহপি তপোধন ॥ ৩৭
আজ্যন্ত ত্যোঃ নীচস্ত ভাণ্ডং দধি যঃ পিবেৎ
অজ্ঞানতোহপি যো বর্ণঃ প্রাজাপত্যজ্ঞতঃ
চরেৎ ।
দানং বহুতরং দদ্যাচ্ছুকো হৃগ্নো যথাবিধি ॥ ৩৮
শূদ্রাণাং নোপবাসোহপি দানেনৈব বিত্তাতি
সশিখং বপনং কুর্খাদহোরাত্রোপবাসতঃ ॥ ৩৯
নীচৈর্দণ্ডাদিতিশ্চৈব তাদিতো যো নরো বিজ
প্রাজাপত্যং ব্রতং কুর্খাচ্চান্দ্রায়ণজ্ঞস্ত বা ॥ ৪০
সশিখং বপনকৈব পক্ষগব্যং পিবেত্ততঃ ।
গোব্রহ্ম ততো দদ্যাৎকায়ো চান্দ্রাদিকং বৃত্তম্
মদ্যপানং গৃহে বিপ্র জ্ঞানতোহপি যদৃচ্ছয়া ।

রক্ত, মদ্য-মাংস-বর্জিত এবং দান ও বকর্ষ-
নিরত, তাহারাই বৃষলাদিগের মধ্যে উত্তম
বলিয়া বিজ্ঞেয়। হে বিপ্র! যদি অজ্ঞান-
বশতঃ সূতকে বা বৃত্তকে ভোজন করে,
তবে গায়ত্রীর দশ সহস্র জপে ব্রাহ্মণ, পক্ষ
সহস্র জপে কাষ্য, সহস্র জপে বৈশ্ব এবং
হে তপোধন! পক্ষগব্য পানে বৃষল শুদ্ধ
হইতে পারে। নীচজনের ভাণ্ডস্থিত আজ্য,
তায় বা দধি যে বর্ণ অজ্ঞানতঃ পান করে,
সে প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করিবে। বহুতর
দান ও যথাবিধি অগ্নিতে হোম করিবে।
শূদ্রদিগের উপবাসও করিতে হইবে না,
কেবল দান দ্বারাই শুদ্ধ হইবে। অস্ত
বর্ণজয় শশিখ বপন ও অগ্নোরাত্র উপবাস
করিবে। যে, বিজ নীচ কর্তৃক দণ্ডাদি
দ্বারা তাড়িত হয়, সে প্রাজাপত্য ব্রত বা
চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে; পরে শশিখ বপন
করিয়া পক্ষগব্য পান করিবে এবং গো-ব্রহ্ম
দান করিবে আর অগ্নিতে হোম ও ব্রাহ্মণ

যদি ভোজন নরঃকিঞ্চিৎপাতাঃগোহপি কুলায়ুঃ
গোবীজবক্ষ্য যো বিপ্রচ্ছেদকচ্চ দলন্ত চ।
অৰ্ণভেয়ী তবৎকৃষ্ণপ্রাজাপত্যজয়ঃ চরৎ ॥৪৪
সশিখং বপনং কৃষ্ণা পক্ষগব্যঃ তথা পিবেৎ।
যথাবিধি কৃতকারো দদ্যাৎকৃষ্ণজয়ঃ তথা ॥ ৪৪
তন্ম কৃষ্ণঃ অকট্টেব গ্রাহঃ স্তাঠৈ তপোধন।
প্রাজ্ঞস্যাহু চান্দ্রীয়াহুঃ সাধনযাচিতম্।
জ্যাহকৈব তু নান্দ্রীয়াৎ প্রাজ্ঞাপত্যমিদং ব্রতম্
গোমুহুঃ গোময়ঃ কীরঃ দধি সর্পিঃ কুশোদকম্
দিনময়ঃ পিবেদ্বিপ্র চৈকরাত্রমুপোষিতঃ।
স্বৰূপাপহরঃ কৃষ্ণঃ যুনে সান্তপনঃ স্মৃতম্ ॥৪৭
গ্রাসঃ জ্যাহু চৈকৈকঃ প্রাতঃ সাধনযাচিতম্।
অধ্যায়্যহকোপবসেদতিকৃষ্ণমিদং স্মৃতম্ ॥৪৮
প্রজিহ্বাহঃ পিবেত্বকঃ জঃ কীরঃ ঘৃতঃ বিজ

ভোজনও করাইবে। বিপ্র! যদৃচ্ছাক্রমে
যদি কোনও নর মদ্য পান কিম্বা
জানতঃ হীনবর্ণের অন্ন ভোজন করে,
তবে সেই নরকেও কুল হইতে পাতিত
করা কর্তব্য। বিপ্র! গোহস্তা, বীজ-
হস্তা বা বৃতিচ্ছেদী এবং অৰ্ণভেয়ী হইলে
কৃষ্ণপ্রাজাপত্যজয় আচরণ করিবে; সশিখ
বপন করিয়া পক্ষগব্যও পান করিবে।
আর অগ্নিতে যথাবিধি হোম করিয়া খেজুর
দান করিবে। তপোধন! এরূপ করিলে
ভাটার অন্ন ও জল গ্রাহ হইবে। ৩২
—৪৫। প্রাতঃকালে জ্যাহ, সাংকালে
জ্যাহ অযাচিত ভোজন করিবে। আর জ্যাহ
অন্ন করিবে না। এই ব্রতের নাম প্রাজ্ঞা-
পত্য ব্রত। বিপ্র! গোমুহু, গোময়, ঘৃত,
দধি, ঘৃত এবং কুশোদক ছই দিন পান
করিয়া থাকিবে, আর তৃতীয় দিন উপবাস
করিবে; যুনে। ইহা স্বৰূপাপহর কৃষ্ণ সান্ত-
পন বলিয়া স্মৃত হয়। তিন দিন প্রাতঃকালে
ও তিন দিন সাংকালে অযাচিত এক এক
“জ্যাহ” গ্রাহ করিবে; আর তিন দিন উপ-
বাস করিবে। ইহা অতিকৃষ্ণ বলিয়া স্মৃত
হয়। প্রজিহ্বাহ উক্ত জল, কীর ও ঘৃত

স্বৰূপনারী তপ্তকৃষ্ণঃ স্মৃতঃ পাপহরঃ যুনে ॥৪৯
অভোজনঃ বাদশঃ কৃষ্ণোহুঃ প্রাপনানশনঃ।
পরাকো নম বিজ্ঞেয়ঃ প্রসিক্তঃ তপোধন ॥৫০
একৈকং বর্জয়েৎপিণ্ডং তুতৈ কৃষ্ণে চ হ্রাসয়েৎ
ইক্ষুকয়ে ন ভূতীত চাত্রায়ণকতঃ স্মৃতম্ ॥৫১
অগ্নীয়াত্বতুরঃ প্রাতঃ পিত্তান বিপ্র সমাধিকঃ।
চতুরোহস্তমিতে চার্কৈ শিওচাত্রায়ণঃ স্মৃতম্।
কৃয়াওষাতিনী নারী পক্ষগব্যঃ পিবেজ্যাহম্।
কৃয়াওপক্ষকঃ দদ্যাৎসমুর্বণঃ সব্রহ্মকম্ ॥৫২
তস্তা বারি তথা ভক্তঃ স্তাঠৈ গ্রাহঃ তপোধন
শৌনক উবাচ।
স্মৃতং কিং তথা প্রাহ কৃষ্ণা সংসারসাগরাৎ।
তরিষ্যন্তি কোনো স্মৃত তমোহঙ্কুপমতুকাঃ ॥৫৩
স্মৃত উবাচ।

বাধাকৃকপ্রিয়ে চোৰ্দ্ধৈ প্রাতঃ স্নানঃ সমাচরৎ

আহার করিবে; আর একবার স্নান করিবে।
যুনে। ইহা পাপহর তপ্তকৃষ্ণ বলিয়া স্মৃত।
বাদশাহ অভোজন, পাপনাশন কৃষ্ণ। তপো-
ধন! ইহা পরাক বলিয়া বিজ্ঞেয়, এবং
প্রসিক্ত। গুরুপক্ষে এক একটা পিণ্ড বর্জিত
করিবে; কৃষ্ণপক্ষে হ্রাস করিবে। ইক্ষুক
(অমাবস্তা) দিনে ভোজন করিবে না।
ইহা চাত্রায়ণ বলিয়া স্মৃত। বিপ্র! সমাধিত
ভাবে প্রাতঃকালে চারিটা পিণ্ড ও সূর্য্যাস্ত-
কালে চারিটা পিণ্ড ভোজন করিবে। ইহা
শিওচাত্রায়ণ বলিয়া স্মৃত। * কৃয়াওষাতিনী
নারী জ্যাহ পক্ষগব্য পান করিবে;
সমুর্বণ সহ সব্রহ্ম পক্ষ কৃয়াও দান করিবে।
হে তপোধন! এরূপ করিলে ভাটার
অন্ন-জল গ্রাহ হয়। ৪৩—৫৪। শৌনক
কহিলেন,—হে স্মৃত! কালক্বেগে তমোহঙ্ক
কুপমতুকেরা যাচা করিয়া সংসারসাগর পার
হইতে পারে, এমন কি স্মৃত আছে? স্মৃত

* এই প্রাজ্ঞাপত্যাদি অক্ষপকৃষ্ণ
অভ্যাস স্মৃতির লক্ষণসহ কিছু কিছু পার্কর্য
আছে।

রাধাদামোদরঃ তক্ত্যা কুখ্যাংপূজাং সমাহিতা
ত্যাগমিষাদিকঃ ব্রহ্মন পতিসেবাপরায়ণা ।
সা যাতি জীহবেঃ স্থানং গোলোকাত্ম্যঃ

সুহৃৎভব ৷ ৫৮

রাধাদামোদরভ্যাত্ম্যঃ যা ধূপদীপস্ত কাঙ্ক্ষিকে ।
দদ্যাৎসা ভবনং বিকোষীতি বৈ ত্যক্তপাতকা
যোষিষ্য কাঙ্ক্ষিকে বিপ্রঃ দদ্যাৎসহঃ নিকেতনে
রাধাদামোদরভ্যাত্ম্যঃ বসেৎসা জীহবেচ্চিরম্ ।
রাধাদামোদরভ্যাত্ম্যঃ যা পুষ্পং মালাং সুবাস-
সিতম্ ।

কাঙ্ক্ষিকে মাসি সা দদাদ্যতি বৈবকুঠমন্দিরম্
গম্বঃ যা চাপি নৈবেদ্যঃ দদ্যাৎসৈ শর্করাাদিকম্
রাধাদামোদরভ্যাত্ম্যঃ সা গচ্ছেৎ বৈবকুঠমন্দিরম্
বৈবকিদিব্যছতি ব্রহ্মন কাঙ্ক্ষিকে চ বিজাতয়ে
রাধাদামোদরজীহবে তক্ত্যাঃ পুণ্যাকরং ভবেৎ
যা নারী কাঙ্ক্ষিকে তক্ত্যা রাধাদামোদরঃ বিজ
প্রাতঃ সপার্যাঃ সা যাতি ন কুখ্যাবিরমং চিরম্

বলিলেন,—রাধাকৃষ্ণের কাঙ্ক্ষিক মাসে
প্রাতঃস্নান সমাচরণ করিবে । রাধা-দামো-
দরকে তক্তি সহকারে সমাহিতা হইয়া পূজা
করিবে । পতিসেবাপরায়ণা হইয়া এইরূপ
করিলে সে জীহবির গোলোকাত্ম্য সুহৃৎভব
স্থানে যায় । যে নারী কাঙ্ক্ষিক মাসে রাধা ও
দামোদরকে ধূপদীপ দান করে, সে ত্যক্ত-
পাতকা হইয়া বিকুণ্ঠ ভবনে যায় । বিপ্র !
যে 'যোষিৎ' কাঙ্ক্ষিক মাসে নিকেতনে স্থিত
রাধা ও দামোদরকে বস্ত্র প্রদান করে, সে
বৈবকিদিব্যে চিরবাস করে । যে নারী কাঙ্ক্ষিক
মাসে পুষ্প, মালা ও সুবাসিত গন্ধ দ্রব্য দান
করে, সে বৈবকুঠমন্দিরে যায় । যে নারী গম্ব
ও নৈবেদ্য শর্করাদি রাধা-দামোদরকে দান
করে, সেও বিকুঠমন্দিরে গমন করে । ব্রহ্মন !
কাঙ্ক্ষিকে রাধা-দামোদরের প্রত্যর্থ যদি যৎ-
কিঞ্চিৎও দান করে, তবে তাহার অক্ষয়
পুণ্য হয় । বিজ ! যে নারী কাঙ্ক্ষিকে তক্তি
সহকারে রাধা-দামোদরের প্রাতঃকালীন
সপার্যা না করে, সে চির নরকে যায় । পরে

কথাচিজ্জরুভমৌ সা বিধবা প্রতিজ্ঞমনি ।
তবেচ্চাসাদা পূৰ্বং বৈ চান্ধিবা হামিনোহপি চ
পূৰ্বা জেতাযুগে বিপ্রঃ বুবলৌ নাম সত্বয়ঃ ।
সৌরাষ্ট্রদেশবাসী চ তক্ত্য জায়া কলিপ্রিয়া ।
জায়াকাঙ্ক্ষী সদা নান্না ত্বণবয়স্কতে পতিম্ ।
অসৌ পতির্ন মে যোগোয়া মে জামী পরপুত্রয়ঃ
ইতি মহা সদা তস্মৈ চোচ্ছটন্ত দদ্যতি তৈঃ ।
নীচসদ্ব্যবহায়ুতা মদ্যমাংসং চবাৎ ৷
হামিনো ভৎসনাং নিত্যং কুখ্যাংকামন্ত নিরুদা
পাদরক্ষুর্ভবেচ্চাসৌ কাম্যধৈ ন মৃতোহপি চ
মৃতে তন্নিরুৎ ভোগঃ করিষ্যামি যদুচ্ছয়া ৷ ৫৮
বিচাযোতি হৃদা মূঢ়া জারৈগৈকেন সা তদা ।
অস্ত্র দশং গমিষ্যাবঃ সত্বেতমকরোদ্ভিজ ৷ ৫৯
সুপুত্র হামিনো রাজাবসিনা তু শিরো বিজ ।
ছিবা জারকৃতে সপি সত্বেতস্ত হলাং গত ৷ ৬০
অ গত্য জারপুত্রয়ঃ সোপিনা তক্তিতঃ বিজ ।
দৃষ্টা সা যোদনং কুদা মুচ্ছিতা নিপশাত ৷ ৬১

কথাচিৎ ভূতলে জন্ম লাভ করিয়া সে প্রতি-
জ্ঞায়ে বিধবা হয় । পূর্ব জন্মের জামীকে পায়
বটে, কিন্তু তাহার অপ্রিয় হয় । ৫৫—৬৪
বিপ্র ! পূর্বকালে জেতাযুগে সত্বর নামে
সৌরাষ্ট্রদেশবাসী এক বৃষগ ছিল । তাহার
ভাষ্যায় নাম কলিপ্রিয়া । সে সদা জায়া-
কাঙ্ক্ষী ; পতিকে ত্বণবৎ মানিত । 'ও
পতি আমার যোগ্য নয়, পরপুত্রই আমার
জামী ।' এইরূপ মনে করিয়া সে সেই পতিকে
সদা উচ্ছট দিত । সেই মহামুঢ়া নীচসদ্ব্য-
বহতঃ মদ্য-মাংস খাইত । আর সেই নিরুদা
জামীকে যথেষ্ট তিরস্কার করিত 'ও পাদরক্ষী
হইবে (পায়ে বেঁকি পরিবে), মরেইবা তু
কেন ? ও মরিলে আমি যদুচ্ছয়কে ভোগ
করিব ।' বিজ ! সেই মুঢ়া হৃদয়ে এইরূপ
নানা বিচর করিয়া তখন এক জারের সহিত
অস্ত্র দেশে যাইবার জন্ত সত্বেত করিল ।
বিজ ! রাজ্যে আসি হারা সুপুত্র জামীর শির-
চ্ছেদনপুঙ্কজ জারের নিমিত্ত সত্বেতবলে
গেল ; সেখানে আগত জার পুত্রকে ।

চরাচাৰত সা মুঢ়া কৰণঃ বিললাপ ৮। ৭৩

কলিপ্রিয়োবাচ।

স্বকীয়ঃ স্বামিনঃ হত্যা চাগতা পরপুরুষম।

তং জাৰং স্বামিনঃ দৈবচ্ছাৰ্দ্ধলোহিতকয়মম।

কিং কৰোমি ক গচ্ছামি বিধাতা বকিতাম্ হম্
স্মৃত উবাচ।

ততঃ কলিপ্রি়া ব্রহ্মসাগতা স্বগৃহং প্রাণি।

লপনে স্বামিনো দম্বা মুখক বিললাপ সা ৭৪

কলিপ্রিয়োবাচ।

হা নাথ কিং কৃতং কৰ্ম ময়া হস্তাতিদাকরণম।

কং লোকং বা গমিষ্যামি বদ স্বামিন্যনাগৃগিরম্

তৎ সনাত যথাকামং কুৰ্য্যাকাহঃ স্মিন্দিতা।

কিকির বদসি স্বামিস্নেহো যয়েন বিদ্যাতে ৭৭

স্মৃত উবাচ।

ননাম চরণে তস্ত গতাশ্চনগরং প্রতি ৭৮

তত্র প্রবিষ্টা সা যোষিদৃষ্টা পুণ্যজনন বহ্নন।

উর্দ্ধে শ্রানপরান প্রাচীৰ্ণদায়াক বৈকবান ৭৯

কৰ্কক ভকিত দেখি। সে বোদন করত
মুৰ্ছিত। হইয়া নিশতিতা হইল। সেই মুঢ়া
তিরকালে আশাস লাভ করিয়া করুণ বিলাপ
কৰিতে লাগিল। কলিপ্রিয়া বলিল,—স্বকীয়
স্বামীকে হত্যা করিয়া পর পুরুষের জন্ত
আসিলাৰ; আমার সেই জাৰকে শাৰ্দ্ধলে
তৰুণ করিয়াছে। কি করিব। কোথায়
যাইব! আমি বিধাতা কৰ্কক বকিত হই-
লাম। ৬৪—৭৪। ব্রহ্মন! তার পর
কলিপ্রিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিল। সে
স্বামীৰ মুখে মুখ দিয়া বিলাপ কৰিতে
লাগিল। কলিপ্রিয়া বলিল,—হা নাথ! হায়!
আমি কি দাকৰণ কৰ্ম্মই করিয়াছি! কোন
লোকেইবা যাইব! স্বামিন্। একটীবার কথা
কও। স্বামিন্! আমি তোমাকে যথাকাম
তৎসনা করিয়াছি, কিন্তু ভূমি আমার যেন
কোন অপরাধই নাই এমন তাফে ব্যবহার
কৰিয়াছ। স্মৃত বলিলেন,—হে এইরূপ
বিলাপ করিয়া পতিচরণে প্রদায়পূৰ্ণক
জন্ত নগরে গেল সেই ঘোৰিৎ সেইখানে

তত্র নদ্যাং স্নিয়শ্চাপি বাধাদামোদরং বিজ্ঞ

সপৰ্য্যাক কৃতাকৈব শম্ভনাদৈৰ্হোৎসবৈঃ ৮০

গচ্ছপুশৈৰ্ধৃশদৌশৈৰ্হোৎসবৈৰ্হোৎসবৈঃ কট্টৈঃ।

মুখবাসৈৰ্ভক্তিযুক্তা দৃষ্টা সা বিস্ময়াতি।

পপ্রচ্ছ ত্রুত বৃহৎ যে কিমেতৎ ক্রিয়তে স্নিয়ঃ।
স্নিয় উচুঃ।

সৰ্মমাসোত্তমে চোৰ্দ্ধে বাধাদামোদরৌ তত্তে

পূজয়ামো বদ্যং মাতঃ সৰ্মপাপহরৌ তত্তে ৮২

কোটিজস্বার্জিতঃ পাপং নষ্টং প্রাপ্তং নিকৈতনম্

সপৰ্য্যামামিষং তাস্মা কৃত্বা সা চ হরদিনে।

নিধনম্ পৌৰ্ণমাস্তাং গত্বা সা নিশ্চলা বিজ্ঞ ৮৪

কিঙ্করাক গতাভূৎ যমস্ত নিলয়ং প্রতি।

নেতুং ত্বাং ক্রোধসংযুক্তা ববুচ্চৰ্ম্মরজ্জ্বিতঃ ৮৫

তদাগতা বিস্মদুতা বিমানঃ স্বনিশ্চিতম্।

শম্ভচক্রগদাপদ্যধারিণো বনমালিনঃ ৮৬

নিজয় চক্রধারাবিধিমদুতাঃ পলায়িতাঃ ৮৭

প্রবিষ্টা হইয়া কাৰ্ত্তিক মাসে প্রাতে নৰ্ম্মদায়
শ্রানপর বচপুণ্য বৈকব জ্ঞনগণ দেখিল।
বিজ্ঞ! আর দেখিল, নদীতে রমণীগণ গচ্ছ,
পুশ্প, ধূপ, দীপ, বহ্ন, নানাবিধ ফল, মুখবাস
ও শম্ভনাদ মহোৎসব সহকারে ভক্তিযুক্ত
চিত্তে বাধা-দামোদরের সপৰ্য্য করিতেছে।
ইহা দৰ্শনে সে বিনয়াবিত হইয়া জিহ্বাসা
করিল, স্বীগণ! তোমরা একি কৰিতেছ? ৭৫—৮২। স্বীগণ বলিল,—মাতঃ সৰ্মমাসো-
ত্তম শুভ কাৰ্ত্তিক মাসে শুভা বাধা ও দামো-
দরকে পূজা কৰিতেছি। এখন কোটিজস্বা-
ৰ্জিত পাপনাশের নিকৈতন স্বরূপ এই
কাৰ্ত্তিক মাস উপস্থিত হইয়াছে। বিজ্ঞ!
পরে সে আমিৰ পরিত্যাগপূৰ্ণক সপৰ্য্য
করত নিশ্চলা হইয়া পৌৰ্ণমাসীতে নিধনম্
প্রাপ্ত হইল। অনন্তর তুৰ্ণ যমকিঙ্করগণ
তাহাকে লইয়া যাইবার জন্ত আসিল;
তাহারা কোথায় সমাযুক্ত হইয়া তাহাকে
চৰ্ম্মরজ্জ্ব দ্বারা বন্ধন করিল। তখন
স্বনিশ্চিত বিমান সহ শম্ভ-চক্র-গদা-পদ্য-
ধারী বনমালী বিস্মদুতগণ আসিয়া উপ-

রাজহংসসমূহে বিপ্র বিমানে স্থাননির্ধিতে ।
আজ্ঞা সা গভা তৈত্ত বেষ্টিতা বিষ্ণুমন্দিরম্ ।
তত্র তত্রো চিত্তং ভোগং কৃৎসা সা বৈ যথেষ্পিতম্
বা কুর্ধ্যাৎকার্ত্তিকে বিপ্র রাধালামোদবার্জনম্
যাতি পুত্ৰাং তাক্তপাশা গোলাকাখ্যাঃ

মনোহরম্ ৷৮৮

য ইহং শূন্যাক্ত্য যা চ নারী সমাহিতা ।
কোটিল্লয়াঙ্কিতঃ পাপঃ তস্ত তস্তা বিনষ্টতি ।

ইতি ঈশায়ে স্বর্গবশে অগম্যাগমনাদি-
বিবিধপাপপ্রায়শ্চিত্তং নাম ষট্-
চকারিংশোহধ্যায়ঃ ৷ ৪৬ ৷

সপ্তচকারিংশোহধ্যায়ঃ ।

শোনক উবাচ ।

কথয়স্বাধুনা শ্রুত সৰ্ম্মাসোত্তমস্ত চ ।
কার্ত্তিকস্ত বিধিং সম্যগুনিয়মান বজুমহিসি ৷ ১

স্থিত হইল। তাহার চক্রধারা দ্বারা
যমদূতগণকে প্রহার করিতে আরম্ভ
করিল, শ্রুতব্ধাঃ যমদূতগণ পলায়ন করিল ।
বিপ্র! সে রাজহংসসমূহ স্থাননির্ধিত বিমানে
আরুঢ়, বিষ্ণুদূতগণে বেষ্টিতা হইয়া বিষ্ণু-
মন্দিরে গমন করিল। সেখানে যথেষ্পিত
ভোগ করত, চিরকাল অবস্থিত রহিল।
বিপ্র! যে নারী কার্ত্তিকে রাধা দামোদরার্জন
করে, সে তাক্তপাশা হইয়া গোলাকাখ্য
মনোহর ধামে পূজা প্রাপ্ত হয়। ভক্তি সহ-
কারে সমাহিত হইয়া যে নর বা নারী ইহা
শ্রবণ করে, তাহার কোটিল্লয়াঙ্কিত পাপ
বিনষ্ট হয় ৷ ৮২—৯০ ৷

ষট্চকারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ৷ ৪৬ ৷

সপ্তচকারিংশ অধ্যায় ।

শোনক বলিলেন.—শ্রুত। অধুনা সম
যসোত্তম কার্ত্তিক মাসের বিধি বল। উহার

আধিনস্ত বিজ্ঞেষ্ঠ পৌর্ণমাস্য সমাহিতঃ ।
কার্ত্তিকস্ত ব্রতঃ কুর্ধ্যাদ্ধাবহুধোদিনি তরেৎ ৷
দিবা বিপ্র নরঃ কুর্ধ্যাৎসমুদ্রমুদ্রমুখঃ ।
ভবেদ্যোনী চ সৰ্ম্মজ্ঞ রাজৌ চোৎসবিকাখ্যঃ ৷ ৩
পথ্যন্তসি চ গোষ্ঠেষ্ শ্মশানে বন্ধিকে যিজ ।
কুর্ধ্যাৎসৰ্ম্মজ্ঞং নৈব ব্রতী যুজপূরীষয়োঃ ৷ ৪
শুদ্ধাং যদং গৃহীত্বাথ বামং প্রকালংরেৎকরম্ ।
অন্তিমদাপি শুদ্ধার্থং পুংসং বিংশতিসংখ্যয়া ।
উভো চ দশসংখ্যাভিঃপাদৌ চৈব জিতিব্রজিঃ
মুখতর্জিঃ ততঃ কুর্ধ্যাৎসৰ্ম্মজ্ঞং নপনস্ত চ ।
হৃদি দামোদরং ধ্যান্য ইমং মন্ত্রং ততো বদেৎ
কার্ত্তিকেহং করিষ্যামি প্রাতঃশ্রাদ্ধং জনাৰ্দ্ধিন ।
দামোদরস্ত ঈত্যর্থং রাধায়াঃ পাপনাশনম্ ৷ ৭
নমঃ পঞ্চজনাতায় কৃকায় জলশায়িনে ।
নমস্তে রাধয়া সার্ব্ধং গৃহপাৰ্ঘ্যঃ প্রসীদ মে ৷ ৮
শ্রাদ্ধং কুর্ধ্যান্ততো বিপ্র তিলকস্ত যথাবিধি ৷ ৯

নিয়ম সকল তোমার সমাক্ বলা কর্তব্য।
শ্রুত বলিলেন,—বিজ্ঞেষ্ঠ! আধিন মাসের
পৌর্ণমাসীতে আরম্ভ করিয়া যাবৎ উষোদনী
(উখানৈকাদশী) না হয়, তাবৎ কার্ত্তিকে
ব্রত করবে। বিপ্র! নর দিবা উদমুখে
ও রাত্ৰিতে দক্ষিণমুখে মলমূত্র ত্যাগ
করবে। সৰ্ম্মজ্ঞ মৌনী হইবে। বিজা-
পথে, জলে, গোষ্ঠে, শ্মশানে, বন্ধীকে উৎ-
সৰ্ম্মজ্ঞ করবেই না। তার পর শুদ্ধ যুক্তিকা
গ্রহপূর্ষক জল ও যুক্তিকা দ্বারা বিংশতিবার
বাম কর প্রকালন করবে। পরে উক্ত
কর দশ বার আর উভয় পাদ তিন তিন বার
ধোত করবে। তার পর মুখতর্জি ও হৃদয়ের
সঙ্কল্প করবে। পরে দামোদরকে হৃদয়ে
ধ্যান করত এই মন্ত্র বলবে। “হে জনাৰ্দ্ধিন!
আমি রাবা ও দামোদরের ঈত্যর্থ কার্ত্তিকে
পাপনাশন প্রাতঃশ্রাদ্ধ করিব। পঞ্চজনাতায়
জলশায়ী কৃকাকে নমস্কার। তোমার
রাধার সহিত নমস্কার। মম গ্রহপার্ঘ্যঃ
আমীর প্রতি প্রসন্ন হও।” বিপ্র! তার পর
শ্রাদ্ধ করবে, যথাবিধি তিলক করবে ৷ ৯

উর্ধ্বপুণ্ড্রবিহীন কৃষ্ণকর্ণ করোতি যঃ ।
 নিকলঃ কৰ্ণ ভংগঃ সত্যযেতদ্ব্যয়োচ্যতে ॥ ১০ ॥
 বহুবীরঃ মহাব্যাপাঙ্গপুণ্ড্রবিনাকৃতঃ ।
 উর্ধ্বনয়নঃ কৰ্ত্তব্যঃ দৃষ্টা সূৰ্য্যঃ নিরীক্ষয়েৎ ॥ ১১ ॥
 উর্ধ্বপুণ্ড্রঃ সূদা শুভ্রঃ ললাটে দন্ত দৃষ্টতে ।
 চাতালোৎপি বিতস্তাস্তা পূজ্যঃ এব ন সংশয়ঃ ।
 অজিহ্মপুণ্ড্রঃ যে কুর্ষ্যন্ত নরাধম্যঃ ।
 তেবাঃ ললাটে সন্ততঃ শুভ্রঃ পাদো ন সংশয়ঃ
 প্রীতঃ কালোদিহঃ কৰ্ণ সমাপ্য হরিবল্লভাঃ ।
 পূজয়েত্ভক্তিভো বিপ্র তুলসীঃ পাপনাশিনীম্ ।
 পৌরুষীক কথ্যঃ শ্রবণ জীহবেঃ বিরমানসঃ ।
 ভতো বিপ্রঃ ব্রতী ভক্ত্যা পূজয়েন্তঃ যথাবিধি
 পরাসনঃ পরায়ক পরশয্যাঃ পরান্নানাম্ ।
 সৰ্বদা বর্জয়েদ্বিপ্র কার্ভিকং চ বিশেষতঃ ॥ ১৬ ॥
 সৌবীরকঃ তথা মাযানামিষকঃ তথা মধু ।
 রাজমাবাদিকঃ নিত্যঃ বর্জয়েৎ কার্ভিকেরতী ॥

উর্ধ্বপুণ্ড্রবিহীন হইয়া যে সাগা কিছু কৰ্ণ
 কৰ্ণে, তাহার সেই সমস্ত কৰ্ণই নিকল।
 আমি ইহা সত্য বলিলাম। ১—১০। মহাব্য-
 দিগের মধ্যে যে শরীর উর্ধ্বপুণ্ড্রবিহিত,
 ভাঙ্গা দর্শন করা কর্তব্য নহে; দৈবাৎ
 দেখিলে সূর্য্যকে নিরীক্ষণ করিবে। শুভ্র-
 মুক্তিকারচিত উর্ধ্বপুণ্ড্র যাগব ললাটে দৃষ্ট
 হইলে, সে শুভ্র হইলেও বিতস্তাস্তা পূজ্যই,
 তাহাতে সংশয় নাই। যে নরাধমেরা অজিহ্ম,
 উর্ধ্বপুণ্ড্র করে, তাহাদের ললাটে সন্ত
 কুর্ষপদই বিরাজিত; সংশয় নাই। বিপ্র!
 প্রীতঃ কালোদিতঃ কৰ্ণ সমাপন করিয়া পাপ-
 নাশিনী হরিবল্লভ। তুলসীকে ভক্তি সহকারে
 পূজা করিবে। পরে ব্রতী হির মানসে
 পৌরুষাবর্তিতা জীহবের কথা শ্রবণ করত সেই
 পৌরুষাবর্তিতা ভক্তি সহকারে যথাবিধি
 পূজা করিবে। বিপ্র! সৰ্বদাই বিশেষতঃ
 কার্ভিক মাসে পরাসন, পরায়, পরশয্যা
 ও পরান্ননা বর্জন করিবে। সৌবীরক,
 মাধু, আমিষ, মধু ও রাজমাবাদি কার্ভিক-
 ব্রতী নিত্য বর্জন করিবে। বিজ্ঞ!

জয়ীর আমিষ চূর্ণময়ঃ পূর্থাষিতঃ বিজ্ঞ ।
 ধাত্তে মন্থরিকা প্রোক্তা সবাঃ হৃদয়ামিষম্ ।
 লবণঃ কুমিজঃ বিপ্র প্রাণাঙ্গমামিষঃ ধন ।
 বিজক্রীতা রসাসর্গে জলঃ চান্নসঃ দ্বিত্ব ॥ ১৩ ॥
 ব্রহ্মচর্য্যঃ তুর্ধ্যাকালে পূজাবল্যাক ভোজনম্ ।
 কুর্ধ্যাবে বিজ্ঞশাঙ্গুল তৈলাভ্যাক বর্জনয়েৎ ॥ ১৪ ॥
 ছত্রাকঃ নালিকঃ হিঙ্গুঃ পলাণ্ডুঃ পুতিকাদিভ্য
 লবণঃ মূলকঃ শিঙা তথৈব তুর্ধ্যাকালম্ ॥ ১৫ ॥
 কপিখকৈব বৃত্তাকঃ কুমাণ্ডঃ কান্তভোজনম্ ।
 দ্বিপাচিতঃ স্তত্কারঃ মৎস্তঃ শয্যাঃ রাজসলা
 দ্বিহস্তিভ্যঃ দ্বিহস্তঃ সজঃ বর্জয়েৎ কৈবর্তী ।
 ধাত্তিকলঃ গৃহী বিপ্র রবৌ তৎসৰ্বদা ভ্যজয়েৎ
 কুমাণ্ডে ধনহানিঃ স্তাদ্ভ্যঃ ন স্মরয়েৎ কৈবর্তী
 পটোলে তু ন বৃদ্ধিঃ স্তাদ্ভ্যঃ নিষেধে নিষে
 কলঙ্কী জায়তে বিধে তিথ্যগুণোনিষ্ঠ নিষে
 তালে শরীরনাশঃ স্তাদ্ভ্যঃ কৈলে চ মূৰ্ছতা ॥ ১৬ ॥

জয়ীর, পূর্থাষিত অন্ন এবং ধাত্ত (শস্ত)
 মধ্যে মন্থরিকা আমিষ বলিয়া প্রোক্ত।
 গোক্ষর হৃদ ও কুমিজ লবণও অনামিষ।
 প্রাণাঙ্গ সমস্তই আমিষ জানিবে। বিজক্রীত
 সর্গবিধ রস এবং অন্ন সরোবরবিত
 জল আমিষ। বিজ্ঞশাঙ্গুল! ব্রহ্মচর্য্য ও
 তুর্ধ্যাকালে পূজাবলীতে ভোজন করিবে।
 তৈলাভ্যাক বর্জন করিবে। ১১—২০। ছত্রাক
 নালিক (বেত কলহী), হিঙ্গু, পুতিকা, মূলক,
 শিঙা (শজিনা), তুহী (বকুলাকার অলাবু)
 কল, কপিখ, বৃত্তাক (বেত বেগুন), (বকুল-
 লাকার) কুমাণ্ড, কান্তপাত্রে ভোজন,
 হুইবার পাচিত, স্তত্কার, মৎস্ত, শয্যা, রাজ-
 সলা, হুই তিনবার ভোজন, ব্রীন্দ, বৈকর
 ব্রতী বর্জন করিবে। বিপ্র! রবিবারে ধাত্তি-
 কল গৃহী সৰ্বদা ত্যাগ করিবে। কুমাণ্ডে
 ধনহানি হয়। বৃহতীতে হরি শ্রবণে সমর্থ হয়
 না। পটোলে বৃদ্ধি হয় না। মূলকে ধন-
 হানি হয়। বিধে কলঙ্কী হয়। নিষে তিথ্যগু-
 ণোনিষ্ঠ প্রাপ্তি ঘটে। তালে শরীর নাশ।

তুয়া গোমাংসতুল্যা ত্রাণগোবৎস্রাৎকলিককে
শিখা পাণ্ডুরা প্রোক্তা পুতিকা ব্রহ্মবাটিকা ।
বৃত্তাক্যাং সুতনাথঃ ভাষ্করয়োঃ ৮ মায়কে ।
যাৎসে ৮ বহুপাণঃ স্রাণক্রেৎপ্রতিপদাধিব ।
বৎকিকিরক্রেৎপ্রোক্তাঃ ঐহরেঃ ঐতয়ে বিজঃ
উৎপুনরুত্থরে নরা ব্রতান্তে তন্ত ভোজনম্ ।
কাটিকব্রতিনঃ বিপ্রঃ যথোক্তকারণঃ নরম্ ।
বহুভাঃ পলায়ন্তে সিংহঃ বৃষ্টা যথা গজাঃ ২২
ক্রেৎ বিকৃততঃ বিপ্রঃ তুল্যা ন শতং মখাঃ ।
কথা ক্রতঃ ব্রজেৎ শরৎ বৈকুণ্ঠঃ কাটিকব্রতী ।
বৎকিকিরক্রেৎ বিপ্রঃ যনোবাভাষকম্বজম্ ।
বৃষ্টা তু বিলম্বা যতি কাটিকব্রতিনঃ কণাৎ ৩১
কাটিকব্রতিনঃ পুণ্যঃ ব্রহ্মা চৈব চতুর্গুণঃ ।
ন সমর্থো ভবেৎক্রেৎ যথোক্তব্রতকারণঃ ৩২
যৎকরা কলুষঃ সর্গঃ ব্রজেৎবিপ্রঃ দিশো দম ।
ক গজামিত্রঃ তিষ্ঠামি কাটিকব্রতিনো ভয়াৎ
গৌর্ণমাতাঃ যথোক্ত চারবহাদ্রিকঃ বিজ ।

নারিকেলের মূর্খতা । তুয়া গোমাংস তুল্যা ।
কলিককে গোবৎস্রাৎ । শিখা পাণ্ডুরা । পুতিকা
ব্রহ্মবাটিকা । বৃত্তাকোতে সুতনাথ । মায়
ভোজনে চিরয়োঃ । আর যাৎসে বহুপাণ
হয় । অতএব প্রতিপদাদি তিথিতে এই
সকল বজ্জন করিবে । বিজঃ ঐহরির
ঐতয়ে যে কিছু জ্বাই বজ্জন করিবে,
তাঁহাই ব্রতান্তে ব্রাহ্মণকে দিয়া ভোজন
করিবে । সিংহ দর্শনে গজগণের ভ্রায়
কাটিকব্রতী নরকে দেখিয়া যমদূতগণ পলা-
য়ন করে । এই বিকৃততঃ ক্রেৎ শত মখণ
ইহার তুল্য নহে । ক্রতু করিয়া শরৎ যার,
আর কাটিকব্রতী বৈকুণ্ঠে যার । ২১—৩০ ।

মন বাক্য কার্য বা কর্মজ যে কিছু
কৃত, কাটিকব্রতীকে দেখিয়াই কণমায়ে
বিলম্ব প্রাপ্ত হয় । যে বিপ্রঃ কাটিকব্রতীর
পুণ্য চতুর্গুণ ব্রহ্মাও বলিতে সমর্থ নহেন ।
কাটিকব্রতীর বত কিছু কলুষ সমস্তই সেই
যথোক্ত ব্রতকারীর ভয়ে কোথায়
বাইব ? কোথায় থাকিব ? বলিতে বলিতে

দক্ষাথে ঐহরেঃ ঐতয়ে ব্রাহ্মণানি ভোজয়ে
ব্রাহ্মী জাগরণঃ কুখ্যানবৃত্তান্তাদিবিব্রতী ।
য ইদং পুণ্যভক্ত্যা তন্ত পাণঃ বিনততি ত্রি
শৌনক উবাচ ।
যাহায্যঃ জ্বাই সর্গজ মূর্খতাঃ পাশুনাশনম্ ।
সর্গপ্রাণিহিতার্থায় তুলতা অজকম্পা ৩৩
বৃত্ত উবাচ ।
তুলতাঃ পরিসরে যন্ত কাননঃ তিষ্ঠতি বিহ ।
গৃহস্ত তীর্থরূপাহারায়ান্তি যমকিটরাঃ ৩৪
তুলতাঃ কাননঃ বিপ্রঃ সর্গপাশহরঃ ততম্ ।
যোগয়ন্তি নরাঃ জ্যেষ্ঠান্তে ন পতন্তি ভাকরিম্
যোগণঃ পালনং সেবাং দর্শনং স্পর্শনম্ যঃ ।
কুখ্যান্ততঃ প্রনষ্টঃ স্রাৎসর্গপাণঃ বিজ্যোতম্ ।
কোমলৈশ্চলসৌপদৈরর্চয়ন্তি হরিত য়ে ।
কালস্ত সদনঃ বিপ্রঃ তে ন যান্তি মহাশয়াঃ ৩৫
গঙ্গাদ্বায়াঃ সখিতঃ সর্গা ব্রহ্মবিক্রমহেবরাঃ ।
দেবৈস্তীর্থেঃ পুঙ্করাদ্যোত্তীর্ণস্তি তুলসীমলে ৩৬

দক্ষিণ পলায়ন করে । বিজঃ শৌন
মাসীতে ঐহরির নিমিত্ত যথা
শক্তি দান করিবে; আর ব্রাহ্মণদিগকেও
ভোজন করাইবে । ব্রতী বৃত্তা-সীতাদি দ্বারা
ব্রহ্মিতে জাগরণ করিবে । যেতাবৎ সহ-
কারে ইহা ভবণ করে, তাহার পাণ প্রনষ্ট হয় ।
শৌনক বলিলেন,—হে সর্গজ ! সর্গ প্রাণীর
হিতার্থে অজকম্পা করিয়া জ্যোতাদিগের
পাশুনাশন, তুলসীর যাহায্য বল । বৃত্ত
বলিলেন,—বিজঃ ! যাহার পরিসরে তুলসীর
কানন থাকে, তীর্থরূপ বলিয়া তাহার যম-
কিটরগণ আগমন করে না । বিপ্রঃ তুলসীর
কানন সর্গপাশহর, ততঃ ; যে নরকেবেরা উহা
যোগণ করে, তাহার ভাকরিতনকে দেখে
না । বিজ্যোতম্ ! যে উহা যোগণ পালন, সেবা,
দর্শন ও স্পর্শন করে, তাহার সর্গপাণ প্রনষ্ট
হয় । যাহারা কোমল তুলসীপত্র দ্বারা হরির
অর্চনা করে, বিপ্রঃ সেই মহাশয়েরা কালের
সঙ্গীনে যায় না । ৩১—৪০ । ব্রহ্মা বিজঃ ও
মহেশ্বর গঙ্গাদি সমস্ত সখিৎ, দেবগণ ও পুঙ্ক-

যে বুদ্ধভুলসীমাদে: পাপী প্রাণান্ বিমুক্তি
বিকোর্ষিকেনন: যাতি সত্যমেতন্ময়োদিতম্ ।
ভুলসীমুক্তিকালিনো বুদ্ধ: পাপশতৈরপি ।
বিমুক্তি নর: প্রাণান্ স যাতি হরিমন্দিরম্ ॥৪০॥
যো নরো ধারয়েষিপ্র ভুলসীকাঠচন্দনম্ ।
ভক্তাঙ্গ: ন স্পৃশেৎপাপ: স যাতি পরমং পদম্
ভুলসীকাঠমালা কঠং বা বহতে তু য: ।
অপ্যশৌচোৎপানচা:রো ভক্ত্যা যাতি হরেগৃহম্
ধাত্মীকলকতা মালা ভুলসীকাঠসম্ভবা ।
দৃষ্টতে যত দেহে তু স বৈ ভাগবতো নর: ॥
ভুলসীদলজা মালা কঠং বা বহতে তু য: ।
বিচ্ছিন্না: বিশেষেণ স নমস্তো দিবৌকসাম্
য: পুনঃভুলসীমালা কঠে কৃষা জনান্দনম্ ।
পূজয়েৎ পুণ্যমাপোতি প্রতিপুষ্প: গবায়ুতম্ ।
ধারয়ন্তি ন যে মালা: হৈতুকা: পাপবুদ্ধয়: ।
নরকায় নিবর্তন্তে দম্ভা: কোপ যিনা হরে: ॥৪২॥

রাদি তাঁর সহ ভুলসীদলে বাস করেন। যে
পাপী ভুলসীদলে বুদ্ধ হইয়া প্রাণ তাগ
করে, সে বিকৃত নিকেতনে যায়, আমি ইহা
সভাই বলিতেছি। পাপশতে বুদ্ধ নবও
যদি ভুলসীমুক্তিকায়ুগুণ হইয়া প্রাণতাগ
করে, তবে সে হরিমন্দির প্রাপ্ত হয়। বিপ্র!
যে নর ভুলসীকাঠ-চন্দন ধারণ করে, পাপ
তাহার অঙ্গ স্পর্শ করে না, সে পরমপদে
যায়। যে ভক্তি সহকারে ভুলসীকাঠমালা
কঠং করিয়া বহন করে, সে অন্তিচি বা
অনাচার হইলেও হরির গৃহে যায়। যাহার
দেহে ধাত্মীকলকতা বা ভুলসীকাঠসম্ভব
মালা দৃষ্ট হয়, সেই নরই ভাগবত। যে নর
ভুলসীদলজা বিশেষত: বিচ্ছিন্না মালা
কঠং করিয়া বহন করে, সে দিবৌকসদিগেরও
নমস্ত। যে মানব ভুলসীমালা কঠে করিয়া
জনার্জনের পূজা করে, সে প্রতিপুষ্পে গবা-
যুতের (অযুত গো দানের) পুণ্য প্রাপ্ত হয়।
যে সকল - পাপবুদ্ধি হৈতুক (নানা কারণ
দর্শাইয়া যাহার কঠব্য কাষ্যের অনুবিদ্যা
অনাচারকতা ধ্যাপন করে, এমন) জনগণ

ন জহাভুলসীমালা: ধাত্মীমালা: বিশেষত: ।
মহাপাতকসংহতী: ধর্মকামাধদায়িনীম্ ॥ ৫০-
স্পৃশেচ্চ যানি লোমানি ধাত্মীমালা কলৌ নৃণাম্
ভাবধ্বংসহস্যপি বসতে কেশবালয়ে ॥ ৫১
নিবেদ্য কেশবে মালা: ভুলসীকাঠসম্ভবা: ।
বহতে যো নরো ভক্ত্যা তন্ত বৈ নান্তি পাতক
ভুলসীকাঠমালা প্রেতরাজন্ত দূতকা: ।
দৃষ্টা নন্তস্তি দুরৈব বাতোক্তুতং যথা দলম্ ॥৫৩॥
ভুলসী বিপিনে ধাত্মাচ্ছায়াসু যো নরোত্তম: ।
পিণ্ডং দদাতি পিতরো মুক্তি: যন্তি দ্বিজোত্তম
পাণো মুক্তি গলে চৈব কর্ণয়োশ্চ মুখে দ্বিজ ।
ধাত্মীকল: যন্ত ধন্তে স বিজ্ঞেয়ো হরি: শ্বয়ম্ ।
ধাত্মীপত্রে: কলৌর্বপ্র ঐহরিকাঠয়েদ্বিজ ।
কোটিজম্বাজ্জিতং পাপং পূজয়া নন্ততে সত্ত্বং ॥
যজ্ঞা দেবাশ্চ মুনয়ন্তীর্ধানি কার্ত্তিকে দ্বিজ ।
ধাত্মীভক্ত: সমাশ্রিতা তিষ্ঠন্তি কার্ত্তিকে সদা ॥৫৭॥

ঐ মালা ধারণ করে না, তাহার হরিব
কোপায়িত দম্ব হইয়া নরক হইতে প্রতা-
বৃত্ত হইতে পারে না। মহাপাতকসংহতী ও
ধর্মকামাধদায়িনী ভুলসীমালা ও বিশেষত:
ধাত্মীমালা, পবিত্রাগ কার্যবে না। ৫১—৫০।
ধাত্মীমালা কলিকালে নরগণের যত লোম
স্পর্শ করিবে তাবদ্ব্যসংস্র কেশবালয়ে বাস
করিতে পারে। যে নর ভুলসীকাঠসম্ভবা
মালা ভক্তি সহকারে কেশবকে নিবেদন
করিয়া বহন করে, তাহার পাতক নাই।
প্রেতরাজের দূতগণ, ভুলসীমালা দর্শনে
বাতোকৃত ওক পত্রের স্থায় দূরে অস্তিত্ব
হয়। যে নরোত্তম, ভুলসীবিপিনে ও
ধাত্মীচ্ছায়ায় পিণ্ডদান করে, হে দ্বিজোত্তম!
তাহার পিতৃগণ মুক্তি প্রাপ্ত হন। দ্বিজ!
পাণদ্বয়ে, মস্তকে, গলে, কর্ণদ্বয়ে ও মুখে,
যে ধাত্মীকল ধারণ করে, সে শ্বয়ং হরি বলিয়া
বিজ্ঞেয়। বিপ্র! ধাত্মীর পত্র বা কল দ্বারা
যে ঐহরির অর্চনা করে, হে দ্বিজ! তাহার
একবার পূজাই কোটিজম্বাজিত পাপ নষ্ট
হয়। দ্বিজ! যজ্ঞ দেবতা মুনগণ ও ভীর্ষ

ধাত্রীপুত্রঃ কার্তিকে চ ধাত্রীভ্যাং তুলসীদলম্ ।
চিনোতি যো নরো গচ্ছেন্নিস্বয়ং ধাতনাময়ম্ ॥
ধাত্রীচ্ছায়ায়ৈ যো বিপ্র চারঃ ভূনক্তি কার্তিকে
অন্নসংসর্গজঃ ষাপম্ভাবর্থঃ তন্ত নম্রতি ॥ ৫০
তুলসীবনমধ্যে ৫ ধাত্রীমূলে চ কার্তিকে ।
কুর্ধ্যাকর্ষণং বিপ্র বৈকুণ্ঠং যতি স ক্রমম্ ।
তুলসীমূলদেশেহপি স্থিতঃ বারি দ্বিজোত্তম ।
গুহ্যতি মন্ত্রকে ভক্ত্যা পাপী যতি হরেগৃহম্
তুলসীপত্রগলিতং যন্তোয়ং শিরসা বহেৎ ।
সর্বভীতৈর্ধমু স স্নাতশ্চাস্তে যতি হরেগৃহম্ ॥ ৬২
পুরা বশিষ্ঠিজ্ঞেষ্ঠো ষাপরেহকুয়াহমুনে ।
স্নাতৈকদা তুলসৌ স বনং দধা গৃহং গতঃ ।
আদিত্যো বর্চসা নান্য মার্গেণ ইব পুণ্যতঃ
ভবাতো ভবকঃ কশিদাগতো বহুবল্যম্ ।
ভূসন্ত মূলভন্তোয়ং পীঠা চাসৌ হতাত্মসঃ ॥ ৬৪
অন্নপাণ্যাগতো ব্যাধোনায়া যশ্চাসির্মর্দনঃ ।
উবাচ ইকং চারক কুক্ষা ভয়ং গতঃ কিম্ ॥ ৬৫

সকল কার্তিকে, সদা ধাত্রীভূত সমাশ্রয়
করিয়া থাকে ; যে নর কার্তিকে ধাত্রীপত্র ও
ধাত্রীমূলে তুলসীদল চয়ন করে, সে যাতনা-
ময় নিরায় প্রাপ্ত হয়। বিপ্র। কার্তিকে
ধাত্রীচ্ছায়ায় যে অন্ন ভোজন করে, তাহার
এক বৎসর যাবৎ অন্নসংসর্গজ পাপ নষ্ট
হয়। বিপ্র। কার্তিকে 'তুলনীবনমধ্যে ও
ধাত্রীমূলে' হরির অর্চনা করিলে সে নিশ্চয়
বৈকুণ্ঠে যায়। তুলসীপত্রগলিত তৈর্য যে
মন্ত্রক দ্বারা রহন করে, সে সর্ব ভীতৈর্ধমু
অন্তে হরির গৃহে যায়। ৫০—৬২ । মহা-
মুনে । পূর্বে ষাপর যুগে কোনও বিজ্ঞেষ্ঠ
ছিলেন। তিনি একদা স্নান করিয়া তুলসী
মূলে জলদানপূর্ব্বক গৃহে গমন করিলেন।
ঈহার নাম আদিত্য, তেজে ও পুণ্যে
তিনি মার্গেণ বৎ ছিলেন। পরে ভূবার্গ এক
কুর্ষ্ব আসিল ; সে সেই তুলসীর মূল
হইতে জলপান করিয়া নিষ্পাপ হইল।
ইত্যবসরে অসির্মর্দন নামে এক ব্যাধি ত্রা
সহকারে তথায় আগমন করিল। সে

কুর্ষ্বা যে পাকভাণ্ডকাগতো হিংসকন্ত তে ।
বিব্যাধি তং গতপ্রাণং নেতুং বৈ শমনাক্ষয়ম্ ।
আগতাঃ কিঙ্করাঃ ক্রুকাঃ পাশমুকারপাণয়ঃ ।
বদ্ধা নেতুং মনশ্চক্রবাগতা বিকুকিট৷ ॥ ৬৭
তদা দ্বিষা চর্যপাশং স্তম্ভদনে তং মনোহরে ।
তুর্ণমারোহ্যামাসুঃ পপ্রচ্ছুবিনম্বাবিতাঃ ॥ ৬৮
তেহপি পুণ্যেন তোঃ সন্তঃ কেন বৈ
নীয়তেহপ্যাসৌ ।
উচুন্তেহসৌ পুরা রাজা পুণ্যং বহুতরং কৃতম্
অকরোদ্ধরণং কাঞ্চিৎসুন্দরীকান্ধনাময়ম্ ।
অনেন চাহসো রাজা গতৌ বৈ শমনক্ষয়ম্ ॥ ৭০
তত্র ক্রেশণমুখ্যতির্দন্তো বৈ শমনাক্ষয়ম্ ।
তাম্রময্যা হিমা সার্কং ক্রোড়াং সুপ্তা চকার সঃ
তপ্তায়াং লৌহশয্যায়াং বৈকুণ্ঠ্যঃ কর্ণাণা নৃপঃ ।
তপ্তাযোজীযণঃ তপ্তং লৌহস্তম্ভং যমাক্ষয়ম্ ॥ ৭২

বলিল,—কি করে! আমার অন্নও খাইয়াছিল,
আবার ভাও ও তাকিয়াছিল কেন? সেই
ভাওই আবার পাকপাত্রত করিয়া আসিয়া-
ছিল। হিংসক, তোর এই শাস্তি। এই
কথা বলিয়াই সে বাণ দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ
করিল। তখন গতপ্রাণ সেই কুকুরকে
লইয়া যাইবার জন্য শমনের আচ্ছাদনসারে
পাশমুকারপাণি ক্রুদ্ধ কিঙ্করগণ আগমন
করিল এবং স্তম্ভদানে লইয়া যাইতে মন
করিল। সেই সময় বিকু দূতগণ আসিল,
চর্যপাশ ছেদন-পূর্ব্বক তাহাকে মনোহর
স্তম্ভদনে আরোহণ করাইয়া লইয়া চলিল। তখন
সেই যমদূতগণ বিনম্বাবিত হইয়া জিজ্ঞাসা
করিল,—হে সাধুগণ! কোন পুণ্যে উভাকে
লইয়া যাইতেছ? বিকুদূতগণ বলিল,—
পূর্বে এ রাজা ছিল, বহুতর পুণ্য করিয়া-
ছিল। কিন্তু এক সুন্দরী অন্ধনা হরণ
করিয়াছিল; সেই পাশে শমনতরনে যায়।
সেখানে শমনের আচ্ছাদন তোমরা ইহাকে
ক্রেশ দিয়াছ। এ নৃপ সেই কর্ণের কক্ষ
তপ্ত লৌহশয্যা শমনপূর্ব্বক তাম্রময়ী শীকে
আলিঙ্গন করিয়াছিল। যমের আচ্ছাদনসারে

নক্ষত্রীকৃতঃ জীতৈঃ যতি স বিষ্ণুশাসিতম্ ।
 পাণ্ডি যতি হবৈর্ধর্ম্য সত্যমেতন্নয়োদিতম্ ॥৮
 যাপনোক্ত্যন্তঃ ভক্ত্যা যথাকীর্তন্যাদিভিঃ ।
 নো দদ্যৎ কিং হরিঃ জীতকৃতৈঃ সাধুজনায় বৈ
 নৈবেদ্যঃ কেবলেশঃ পরমায়ঃ নিবেদয়েৎ ।
 তন্ম পুণ্যঃ প্রমাণ্যাতুং ন শক্তো বৈ চতুর্ধ্বঃ
 অর্চয়িত্বা হৃদীকেশমেকাদস্তাং সমাহিতঃ ।
 নিস্ত্রান্ত গোময়ঃ সমাশ্রয়ং সমুপাসতে ॥ ১১
 গোমুখঃ যজ্ঞবল্লভো দাদস্তাং প্রাণয়েন্দ্রতী ।
 কীরঃ তথা ত্রয়োদশাং চতুর্দশাং তথা দধিঃ
 সস্তাক্ত পাপগুণার্থঃ লজ্জয়িত্বা চতুর্দিনম্ ।
 পঞ্চমে তু দিনে স্নাত্বা বিধিবৎপূজ্য কেশবম্ ।
 ভোজ্যেদেবজ্ঞানং ভক্ত্যা তেতো দদ্যাক্ষ
 দক্ষিণাম্ ।

ততো নক্তঃ সমস্তীয়ৎপঞ্চগব্যঃ সুমন্ত্রিতম্ ॥১৪
 এবং বর্জ্যমশ্নেতঃ যঃ কলমূলক ভোজনম্ ।
 কুর্য়াদ্বিবিধং বা বিপ্র যথোক্তবিধিনা হ বৈ ॥১৫

আকাশেও প্রতীপ দেয়, সে পাণ্ডি হইলেও
 হরিধামে যায়; আমি উহা সত্য বলিতেছি।
 যে জন ভক্তি সহকারে কীর যথু হুতাদি
 দ্বারা অচ্যুতকে স্নান করায়, হরি জীত হইয়া
 সেই সাধু জনকে কিনা দেন? যে দেব-
 দ্বেবেশকে নৈবেদ্য পরমায়ঃ নিবেদন করে,
 তাহার পুণ্যসংখ্যা করিতে চতুর্ধ্বও শক্ত
 হইবে না। ১—১০। একাদশীতে সমাহিত
 দ্বাবে হৃদীকেশকে অর্চনা করিয়া যজ্ঞবৎ
 গোমুখ প্রাশন করিবে, পরে ব্রতী দাদনীতে
 গোমুখ প্রাশন করিবে। আর ত্রয়োদশীতে
 কীর ও চতুর্দশীতে দধি প্রাশন করিবে।
 পাপগুণার্থ চারিদিন এইরূপে কাটাইয়া
 পঞ্চমদিনে স্নানপূজক বিধিবৎ কেশবকে
 অর্চনা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ভক্তি সহকারে
 ভোজন করাইবে; তাঁহাদিগকে দক্ষিণা
 দিবে। পরে ব্রাহ্মিতে সুমন্ত্রিত পঞ্চগব্য
 স্নান করিবে। বিপ্র! যে এরূপ করিতে
 অশক্ত, সে কল-মূল ভোজন করিবে কিম্বা
 যথোক্ত বিধানে কবিত্ব করিবে। হে

জীতঃ পঞ্চকঃ বিপ্র কুর্য়াদ্ব্যতলসীদনৈঃ ।
 পুত্রযন্তঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স্বঃ নারায়ণঃ জ্যৈষ্ঠ ॥১৬
 পুরা ত্রেতাযুগে শূত্রো দমুঃ কৃত্তপরাধনঃ ।
 নাশা দণ্ডকবো নিত্যঃ ধর্ম্মনিন্দাং কথোক্তিঃ সঃ
 অসত্যভাষী মিথ্যো বেত্তাবিজ্ঞমলোদুপঃ ।
 ব্রহ্মসহস্রী কুরন্ত পরস্মীগমনে রতঃ ॥ ১৮
 শরণাগতহস্তা চ পাপগুণজনসঙ্গতাক্ ।
 গোমাসালী সুরাপন্ত পরনিন্দাকরঃ সদা ॥ ১৯
 বিশ্বাসঘাতী জাতীনাং বৃত্তিচ্ছেদী বিজ্ঞোত্তমঃ ।
 হৃষ্টঃ সর্কে সমালোকা তাদৃশঃ তদগৃহঃ বিজ্ঞঃ ।
 আগতা জাতয়াঃ কুদাস্তস্ত পাপপরাধনম্ ॥ ২০
 জাত্য উচুঃ ।

যে বে মূঢ় হুতাচার বিনাশঃ প্রতি নীহতে ।
 যা প্রতিষ্ঠাঙ্কিতা পূর্বেরস্মাকঃ নির্মলেহুদয়ে ।
 ইতি কুদা বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ অপকীর্তিত্বাদপি ।
 পাপিনাং প্রবরঃ সর্কে তত্যানুস্তঃ কুলাবরম্ ।
 ততো গতো মহারণ্যঃ বিনষ্টাবিলবৈভবঃ ।

বিপ্র! যে জন জীতহরি পঞ্চক করে,
 তুলসীদলে সেই হরিকে পূজা করে, সে
 স্বয়ং নারায়ণ বলিয়া বিজ্ঞেয়। পুরাকালে
 ত্রেতাযুগে দণ্ডক নামে এক শূত্র ছিল।
 সে নিত্য ধর্ম্মনিন্দা করিত। সে সত্য
 অসত্যভাষী, মিথ্য, বেত্তাবিজ্ঞমলোদুপ,
 ব্রহ্মসহস্রী, কুর, পরস্মীগমনে রত, শরণা-
 গতহস্তা, পাপগুণজনসঙ্গকারী, গোমাসালী,
 সুরাপায়ী, বিশ্বাসঘাতী ও জাতিদিগের
 বৃত্তিচ্ছেদী ছিল। হে বিজ্ঞোত্তম! তাকে
 এইরূপ হুতাচার দর্শনে তাহার জ্ঞানিগণ
 কুদ হইয়া তাদৃশ পাপপরাধন সেই দণ্ডকের
 গৃহে আসিল। ১১—২০। জাতিগণ বলিল,
 —অরে যে মূঢ় হুতাচার। আমাদের নির্মল
 বংশে পূর্ব পুরুষগণ যে প্রতিষ্ঠা অর্চনা করিয়া
 গিয়াছেন, তুই তাহা বিনাশ পাওয়াই-
 তোছিস। বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ! কুদ জাতিগণ এই
 বলিয়া সেই পাপিপ্রবর কুলাবরকে পরিত্যক্ত
 করিল। তাঁর পর সেই দণ্ডক সমস্ত বৈভবে

কুৰ্ব্বাৎস দম্ভাভিঃসার্দ্ধং দম্ভাকৰ্ম্ম নিবন্ধবৎ ॥২॥
পথি প্রগচ্ছতাং তেষাং তরুহিপ্র ন পাদিতুম্ ।
প্রাণ্ডং কিকিৎসুবার্ত্তান্তে গতাশ্চাত্তস্থলং প্রতি
তত্র প্রবিষ্টান্তে সর্কে দুষ্টৌ পুণ্যজনান্ বহুন ।
ধাত্ৰীমূলে স্থিতান্ ব্রহ্মণ বৈকব ন বিজ্ঞ স্তমান
সর্কে তে দম্ভবো বিপ্র গতা দণ্ডকরোহপি সঃ
তেষাং পরিসরং গতা প্রণামং বৈ চকার সঃ ॥২॥
দণ্ডকর উবাচ ।

সুধার্কোহহঃ বিজ্ঞশ্চেষ্টাঃপ্রাণা যাত্তন্তি মে ক্রবম
দদধ্বঃ ধাদিতুং কিকিদম্ভাকং শরণংগতঃ ॥২৭॥
আকৰ্ণ্য বচনঃ তস্ত প্রোচুস্তে ধৰ্ম্মতৎপরাঃ ।
সৰ্গপাপহরে বক বিখ্যাতে বিকূপককে ॥ ২৮॥
কথময়ঃ ধাদিতুং তে বাহা অদ্য হরেদিনে ।
বিশেষং তে ক্রহি সজ্ঞা কা তে ভবতি
সাম্প্রতম্ ॥ ২৯॥
স উবাচ মুদা বিপ্রা নান্য দণ্ডকরোহপ্যকম্ ।

বহীন হইয়া মহারণো গেল, দম্ভাগণ সহ
মিলিয়া নিবন্ধর দম্ভাকৰ্ম্ম করিতে লাগিল।
তাহারা যে পথে দম্ভার্কিত করিত, ক্রমে
তাহাদিগের ভয়ে সে পথে আর কোন প্রাণী
যাতায়াত করিত না। সুতরাং তাহাদিগের
খাদ্যের অভাব হইয়া উঠিল, তাহারা সে
স্থান ভ্যাগ করিয়া অন্য স্থানে যাঠিল। ব্রহ্মণ !
সেখানে প্রবিষ্ট হইয়া তাহারা ধাত্ৰীমূলে অব-
স্থিত বহু পুণ্যজন বৈকব বিজ্ঞসত্তমগণকে
দেখিতে পাইল। হে বিপ্র ! সেই দম্ভারা
সকলেই তাহাদের নিকটে গেল, সেই
দণ্ডকরও গেল। সে ঘাইয়া প্রণাম করিল ;
বলিল,—হে বিজ্ঞশ্চেষ্টেরা ! আমি সুধার্ক।
আমার নিম্ভয়ই প্রাণ ঘাইবে। আমাকে কিছু
ধাইতে দেও : তোমাদের শরণাগত হই-
লাম। সেই ধৰ্ম্মতৎপর নরগণ তাহার বচন
আকর্ণনপূৰ্ব্বক বলিলেন,—অদ্য সৰ্গপাপহর
বিখ্যাত বিকূপকক হরি-দিনে তোমার অন্ন
ধাইতে বাহা হইল কেন ? তোমার সম্প্রতি
কি সজ্ঞা (অবস্থা পরিচয়), তাহা বিশেষ
করিয়া বল। সে তখন আনন্দ সহকারে

সৰ্গপাপসমায়ুক্তশোকারো মে কথং ভবেৎ ।
উচুস্তে বৈ ব্রতঃ শ্ৰেষ্টঃ কূপক বিকূপককম্ ।
বিপ্রাণামাজ্ঞয়া বিপ্র চকার বিকূপককম্ ॥ ৩১॥
স প্রেতা চ হরেঃ স্থানমাক্ষ স্তম্ভেন বরে ।
আসাদ্য ক্রীহরে রুণং তসৌ জয়বিবৰ্জিতঃ ॥
য ইদং শৃণুযাত্তত্যা চাখ্যানং পাপনাশনম্ ।
কোটিজন্মার্জিতং পাপং তস্ত নশ্ততি তৎকণাৎ
শৌনক উবাচ ।

ক্রীপ্রদং বিকূপরিতং সর্কোপজবনাশনম্ ।
সৰ্গপাপক্ষয়করং দুষ্টগ্রহনিবারণম্ ॥ ৩৪॥
বিষ্ণুসান্নিধ্যাদকৈব চতুর্ভুজলপ্রদম্ ।
যঃ শৃণোতি নরো ভক্ত্যা চান্তে বাতি হরেপুংসম্
নামোচ্চারণমাহাশ্বাঃ জ্বতে মহদভুতম্ ।
যত্কারণমাজ্ঞেয় নরো যথাৎ পরং পদম্ ॥ ৩৬॥
তদদ্বাদধনা স্তত বিধানং নামকীৰ্ত্তনে ॥ ৩৭॥
স্তত উবাচ ।
গুণ শৌনক বক্ষ্যামি সংবাদং মোক্ষসাধনম্ ।

বলিল,—বিপ্রগণ ! আমার নাম দণ্ডকর ;
আমি সৰ্গপাপে সমায়ুক্ত ; কি প্রকারে
আমার উদ্ধার হইতে পারে ? ২১—৩০ ।
তাহারা বলিলেন,—শ্ৰেষ্ট বিকূপকক ব্রত
কর। হে বিপ্র ! সে সেই বিপ্রদিগের
আজ্ঞানুসারে বিকূপকক ব্রত করিল। স্তত
হইয়া উত্তম স্তম্ভনে আরোহণ করত হরি-
স্থানে ঘাইয়া হারত্বপ ধারণপূৰ্ব্বক জয়অর্জিত
হইয়া রহিল। এই পাপনাশন আখ্যান যে
ভক্তিপূৰ্ব্বক শ্রবণ করে তাহার কোটিজন্ম-
জিত পাপ তৎকণাৎ নষ্ট হয়। শৌনক
বলিলেন,—ক্রীপ্রদ, সর্কোপজব-নাশন, সৰ্গ-
পাপক্ষয়কর, দুষ্টগ্রহনিবারণ, বিষ্ণুসান্নিধ্যদ
এবং চতুর্ভুজলপ্রদ বিষ্ণুচরিত যে নর ভক্তি
সহকারে শ্রবণ করে, সে অস্তে হরির গুণে
যায়। তাহার উচ্চারণে নর পরম পদে
যায়, সেই নামোচ্চারণমাহাশ্বা শুনা যায় মহৎ
অভুত। অতএব হে স্তত ! অধুনা সেই
নামকীৰ্ত্তন-বিধান বল। স্তত বলিলেন,—
স্তন, কৈনক। মোক্ষসাধন সংবাদ বলিব ;

নারদঃ পুটবান পূৰ্ণঃ কুমারঃ তবদামি তে ৷৩৮

একদা যমুনাভীরে নিবিষ্টঃ শান্তমানসঃ ।

সনৎকুমারী পশ্বেচ্ছ নারদো রচিতাজলিঃ ।

কথ্য নানাবিধানধর্ম্মান ধর্ম্মব্যতিকরান্তথা ৷৩৯

• জীনারদ উবাচ ।

যোহংসো ভগবতা প্রোক্তো ধর্ম্মব্যতিকরো

নৃণাম্ ।

কথং হস্ত বিনাশঃ স্তাহচ্যুতাং ভগবৎপ্রিয় ৷৪০

জীসনৎকুমার উবাচ ।

শৃণু নারদ গোবিন্দপ্রিয় গোবিন্দধর্ম্মবিৎ ।

যৎপুটঃ লোকনির্ম্মুক্তিকারণঃ তমসঃ পরম্ ৷৪১

সম্বাচারবিবাক্কিতাঃ শঠধিয়োব্রাত্যা জগৎককা,

দুঃসাহকৃতিপানশৈশুনপরাঃ পাশাশ্চ যে নিহুরাঃ

যে চান্তে ধনদারপুত্রনিরতাঃ সঙ্কোহধমাস্তে-

হপি হি,

জীগোবিন্দপদারবিন্দশরণাঃ শুদ্ধা ভবন্তি দ্বিজ

তমপি দেবকরঃ ককণাকরাঃ

• হবিরজস্রমুক্তিবরঃ পরম্ ।

অতিচরন্ত্যপরাধপরাং জনা

য ইহ তানবতি এব নাম হি ৷ ৪৩

সম্বাপরাধকৃদপি মৃত্যুতে হরিসংপ্রয়ঃ ।

হরেষশ্যপরাধান্ যঃ কুর্বাদ্মহিষদপাংসনঃ ৷৪৪

নামাশ্রয়ঃ কদাচিত্তান্তরতোব স নামতঃ ।

নাযো হি সর্গসুহৃদো অপরাধাৎপতভাষঃ ৷ ৪৫

জীনারদ উবাচ ।

কে তেহপরাধা বিপ্রেষ্য নাযো ভগবন্তঃ কৃতাঃ

যে নিরস্তি নৃণাং কৃতাং প্রাকৃতং হানবন্তি চ ।

জীসনৎকুমার উবাচ ।

সভাং নিন্দা নাহঃ পরমমপরাধঃ বিতম্বতে,

যতঃ ব্যাতিং যান্তঃ কথমু সহতে তদ্বিগরতাম্ ।

শিবস্ত জীবকোষ ইহ গুণনামাদি সকলং,

ধিয়া ভিন্ন পশ্চেৎ স থলু হরিনামাহিতকরঃ ।

শুবোরবজ্রা জতিশাহ্মনিন্দনং

তথার্থবাদো হরিনামি করনম্ ।

নাযো বলাদ্যস্ত হি পাশবুদ্ধি-

র্ন ভিদাতে তস্তা যমৈষ্টি শুদ্ধিঃ ৷ ৪৮

পূর্বে নারদ যাহা কুমারকে প্রেম করিয়া-

ছিলেন, তাগাই তোমার কাছে বলিতেছি ।

একদা নানাবিধ ধর্ম্ম শ্রবণ ও ধর্ম্ম-ব্যতিকর

দর্শন করত নারদ যমুনাভীরে নিবিষ্ট শান্ত-

মানস সনৎকুমারকে রচিতাজলি হইয়া প্রেম

করিলেন । জীনারদ কহিলেন,—আপনা

কর্তৃক সেই যে ধর্ম্মব্যতিকর উক্ত হইয়াছে,

কিরাপে তাহার বিনাশ হইবে ? হে ভগ-

বৎপ্রিয় ! আপনি তাহা বলুন । জীসনৎ-

কুমার বলিলেন,—হে গোবিন্দপ্রিয় গোবিন্দ-

ধর্ম্মবিৎ নারদ ! তমঃপর লোকনির্ম্মুক্তি-

কারণ যাহা প্রেম করিয়াছ, শুন । ৩৯—৪১ ।

হে দ্বিজ ! শ্রাষ্টারা সম্বাচার-বাক্কিত, শঠবুদ্ধি,

ব্রাত্যা, জগদ্বৎকক, দুষ্ট অহঙ্কার পান ও

পিণ্ডনতাপরায়ণ, পাশ ও যাহারা নিহুর,

আর ধন-দার-পুত্রনিরত যে সকল অধম

আছে, তাহারাও জীগোবিন্দপদারবিন্দ শরণ

লইলে শুদ্ধ হয় । ইহ জগতে যাহারা সেই

দেবকর হাবর-জস্রমুক্তিকর পর-ককণা-

করকে অতিচরণ করিয়া অপরাধপর হয়,

কেবল নামই তাহাদিগকে রক্ষা করে ।

সম্বাপরাধকৃৎ হইলেও হরিসংপ্রয় ব্যক্তি

মুক্তি পায় । যে দ্বিপদপাংসন সেই হরিরও

অপরাধ করে, স কদাচিত্ত নামাশ্রয় হইলে

নামের প্রভাবে অবশ্যই পরিত্রাণ পায়, কিন্তু

সর্গসুহৃদ সেই নামের অপরাধে নিশ্চয়ই অধঃ

পতিত হয় । জীনারদ কহিলেন,—বিপ্রেষ্য !

যাহা কৃত হইলে নরগণের কৃত্য সকল

বিনষ্ট করে এবং প্রাকৃত ভাব আনয়ন

করে, ভগবানের নামের সেই অপরাধগুলি

কি ? জীসনৎকুমার কহিলেন,—সজ্জন-

গণের নিন্দাই পরম অপরাধ বিস্তার করে,

যাহা ছাড়া নামমহিমা ব্যাতি প্রাপ্ত হয়, তাহার

গর্হণ ভগবান সহিবেন কিরাপে ? ইহ জগতে

যে শিব এবং বিষ্ণুর গুণ-নামাদি বুদ্ধিতে

ভিন্ন দর্শন করে, সেও হরিনামের অহিতকর ।

শুকর অবজ্রা জতিশাহ্মের নিন্দন এবং

ধর্মব্রতভ্যাগহতাঁদিসম-

গুভক্তিরাগাম্যমপি প্রমাদঃ ।

অজ্ঞানানো বিমুখোহপ্যপুং

যন্তোপদেশঃ স নামাপরাধঃ । ৫১

জ্ঞাপি নামমাহাশ্মাৎ যঃ শ্রীতিরহিতোহধমঃ ।

অহম্মাদিপরমো নারি সোহপ্যপরাধকৃৎ । ৫০

এবঃ নারদ শঙ্করেন কুপয়া মহৎ মুনীনাং পরঃ,

প্রোক্তঃ নাম স্মৃতিবহঃ তগবতো বজ্রাঃ

সদা যত্নতঃ ।

যে জ্ঞাপি ন বজ্রয়ন্তি সঙ্গা নায়েহপরাধান

দণ,

কৃদ্ধা মাতরমপ্যভোজনপরাঃ খিদ্যন্তি তে

বালবৎ । ৫১

অপরাধবিমুক্তো হি নারি জগুঃ সদাচর ।

নায়েব তব দেবর্ষে সর্মঃ সৎস্মৃতি নাস্ততঃ । ৫২

শ্রীনারদ উবাচ ।

সনৎকুমার প্রিয়সাহসানাঃ

বিবেকবৈরাগ্যবিবর্জিতানাং ।

হরিনামে অর্থবাদ করনা হইতে যে পাশ্চ

বুদ্ধি নাম-বলে ভিন্ন না হয়, যম্মাতনায়ই

তাঁহার তত্ত্ব হয়। ধর্ম ব্রত দান মোহাদি

সম গুভক্তিয়ার সাম্য থাকিলেও নামের

প্রবাদ হয়। অন্ধাছীন, বিমুখ অথবা যে

তনিয়াও শুনে না এমন ব্যক্তি, আর

তাঁহাকে যে উপদেশ করে, তাহাদিগের

এইরূপ আচরণই নামাপরাধ। অহংম-

তাদি-পরম যে অধম নামমাহাশ্মা তনিয়াও

শ্রীতি-রহিত থাকে, সেও নামে অপরাধী।

৪২—৫০। নারদ! মুনিদিগের এই পরম

নামসুধার বিষয় শঙ্কর কর্তৃক কুপার্কক

কথিত হইয়াছে: ইহা যত্নপূর্বক বর্জন

করিবে; যাহারা জানিয়াও এই দশ অপ-

রাধ বর্জন না করে, তাহারা নিজেরা

অভোজনপর হইয়া মাতার প্রতি ক্রোধ

করত বালবৎ বেদ করে। দেবর্ষে। নামে

অপরাধ-বিমুক্ত থাকিয়া সদা জপ আচরণ

কর: তোমার সকল অভীষ্ট, নামেই সিদ্ধ

দেহপ্রার্থ্যস্বপরাধানী-

মুক্তাপরাধা: প্রভবন্তি নো কথন । ৫৩

শ্রীসনৎকুমার উবাচ ।

জ্ঞাতে নামাপরাধে তু প্রমাদে তু কথন ।

সদা সঙ্কীর্ণহরাম তদেকশরণো ভবেৎ । ৫৪

নামাপরাধযুক্তানি নামান্তেব দ্রবন্ত্যধম ।

অবিজ্ঞান্টিপ্রযুক্তানি তান্তেবার্ধকরাপি যৎ । ৫৫

নামৈকং যন্ত জিহ্বাঃ স্মরণপথগতঃ শ্রোত্রমূলঃ

গতঃ বা,

শুভঃ বা শুদ্ধবর্ণঃ ব্যবহিতরহিতঃ তারদ্যতোষ

সত্যম্ ।

তচ্চেদেহজবিণবনিতালোভপাষণ্ডধে,

নিকপ্তঃ স্ত্রার কলজনকঃ শীত্রেমোজ্য বিপ্র ।

ইদং রহস্তং পরমং পুরা নারদ শঙ্করাৎ ।

জ্ঞাতং সর্বাণ্ডভহরমপরাধনিবারকম্ । ৫৭

বিহুবিদ্বাভিধানং যে হপরাধপরা নরাঃ ।

তেষামপি ভবেম্মুক্তিঃ পঠনাদেব নারদ । ৫৮

হইবে, অস্ত্র উপায়ে হয় না। শ্রীনারদ

বলিলেন,—সনৎকুমার! প্রিয়সাহস, বিবেক-

বৈরাগ্য-বিবর্জিত, দেহান্ত-প্রার্থ্যস্বপরাধ

জনগণের উক্ত অপরাধ সকল কিরূপে

প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না? শ্রীসনৎ-

কুমার বলিলেন,—প্রমাদবশতঃ কোনরূপে

নামাপরাধ জন্মিলে সদা নাম সঙ্কীর্ণ করত

তদেকশরণ হইবে। যেহেতু নামাপরাধ

পাপ সকল নামেই হরণ করে। সেই নাম

সকলই অবিজ্ঞান প্রযুক্ত হইলে সর্বাধনাধক

হয়। শুদ্ধই হউক, অশুদ্ধই হউক, ব্যাধান

রহিত হইয়া একটা মাত্র নামও যদি স্মরণ-

পথগত, শ্রোত্রমূলগত, অথবা জলজমেও

উচ্চারিত হয়, তবে সত্য সত্যই তারণ

করে। এমন নাম যদি দেহ-বনিতালু

পাষণ্ড মধ্যো নিকপ্ত হয়, তবে কি কলজনক

হয় না? বিপ্র! বস্ত্রতঃ একরূপ কেজ্রেও

শীত্রেই কলপ্রদ হয়। নারদ! পুরাকালে

এই সর্বাণ্ডভহর অপরাধনিবর্তক পরম রহস্ত

শঙ্কর হইতে জ্ঞাত হইয়াছি। যে নরগণ

নারো মাহাভাষাধিলঃ পুরাণে পরিণীয়তে ।
 চতুঃ পুরাণমধিলঃ শ্রোতুমর্হাস মানদ ॥ ৫২
 পুরাণভবনং ব্রহ্মা যন্ত তাদভ্যাসবধম্ ।
 তন্ত সাংক্যং প্রসঙ্গঃ সাক্ষিকো বিকৃত সাংগুগঃ
 বৎসাব্যাপ্তকরে তীর্থে প্রয়াগে সিদ্ধসঙ্গমে ।
 তৎকলঃ বিত্তং তন্ত ব্রহ্মা বৈ শৃণোতি যঃ ।
 যে পঠতি পুরাণানি শ্রুতি চ সমাহিতাঃ ।
 প্রত্যক্ষম লভন্তোহে কপিলাদানজঃ কলম্ ।
 অপুত্রো লভতে পুত্রঃ ধনাধী লভতে ধনম্ ।
 বিদ্যাধী লভতে বিদ্যা মোক্ষার্থী

মোক্ষমাধুৰ্য্যং ॥ ৬০

যে শ্রুতি পুরাণানি কেটিকম্বাজিতঃ খলু ।
 পাণজালন্ত তে হিতা গচ্ছন্তি হরিমন্দিরম্ ॥ ৬৪
 পুরাণবাচকঃ বিপ্রাঃ পূজয়েন্ত্যভিভাবতঃ ।
 গোচুহিয়ণ্যবশ্যেচ গচ্ছপুন্দ্রাদিভির্মুনে ॥ ৬৫
 কাংস্তবিনিম্বিতঃ পাত্রঃ জলপাত্রঃ মুদাবিতঃ ।
 কর্ণকুণ্ডলকঙ্কৈব মুদ্রিকাঃ স্বর্ণনির্মিতাম্ ॥ ৬৬

বিক্রম নাম জানে, অথচ অপরাধপরায়ণ হয়,
 নারদ । তাহাদিগেরও পাঠ মাঝেই অপ-
 রাধমুক্তি হয় । নামের অধিল মাহাভাষা
 পুরাণে পত্রিগীত আছে, এতএব হে নারদ ।
 তুমি পুরাণ শুনিবার বোধ্য । হে ভীতঃ !
 অবহ যাঁহার পুরাণ শ্রবণে ব্রহ্মা, তাহার প্রতি
 শিব ও, বিষ্ণু সাংক্য সাংগুগ প্রসঙ্গ হন ।
 ৫২-৬০ ।, পুত্র প্রয়াগ বা সিদ্ধসঙ্গম তীর্থে
 যে কল, যে জন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ইহা শ্রবণ করে
 তাহাজে তদন্তেকা দ্বিগুণ কল হয় । যাঁহারা
 সমাহিত হইয়া পুরাণ পাঠ করে বা শ্রবণ
 করে তাঁহারা প্রতি অক্ষরে কপিলাদানজ
 কল প্রাপ্ত হয় । অপুত্র পুত্র লাভ করে,
 ধনাধী ধন লাভ করে, বিদ্যাধী বিদ্যা
 লাভ করে, মোক্ষার্থী মোক্ষ প্রাপ্ত হয় ।
 যাঁহারা পুরাণ শ্রবণ করে, তাঁহারা পাণজাল
 পরিহার করত হরিমন্দিরে যায় । পুরাণবাচক
 বিপ্রকে তক্তি তাহে পূজা করিবে । মূনে ।

চু-হিয়ণ্য, বহু, গচ্ছ পুন্দ্রাদি দিবে ।

কাংস্তনির্মিত জলপাত্র

আসনন্ত তথা দদ্যাৎপুষ্পং মালাং তপোধন ।
 বিস্তাশাঠাঃ ন কুরীত দানং হীনকলঃ যতঃ ॥ ৬৭
 পুরাণং বাচয়েদ্বিপ্র সর্গকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৬৮
 সুবর্ণং রজতং বহু পুষ্পমালাং চন্দনম্ ।
 দদ্যাৎপুষ্পং তক্তাং স গচ্ছেৎকরিষ্যসিদ্ধয়ঃ ।
 কুর্য্যতি বিধিনানেন সম্পূর্ণঃ পুস্তকক যো ।
 তেষাং নামানি লিপ্যেত চিত্রতপোহিতনামিহ

ইতি জ্ঞানায়ৈ সর্ব্বধত্তে বিকৃণককাম-
 মাহাভাষা-নামাপরাধাদিকীর্তনে ॥ ৬৯-
 চত্বারিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৮৮ ॥

একোনপকাশোধ্যায়ঃ ।

শোনক উবাচ ।

শ্রোতুমিচ্ছামি তে প্রাজ্ঞ কথয়স্ব সমূলকম্ ।
 প্রাজ্ঞাপালনে পুণ্যং যৎনে কিঞ্চ কিঞ্চিদম্ ॥
 অনূতে শপথে কিংবা সত্যে কিঞ্চিৎবেদমূনে ।
 দক্ষিণং কিঞ্চ কং দত্তা কৃপাঃ কৃপা কৃপাণব ॥ ২

দিবে । আর কর্ণকুণ্ডলক এবং স্বর্ণনির্মিতা
 মুদ্রিকা দিবে । তপোধন । আর আসন,
 পুষ্প ও মালা দিবে । বিস্তাশাঠা করিবে না :
 যেহেতু দান হীনকল কল হয় । বিপ্র !
 সর্গকামার্থসিদ্ধির জন্য পুরাণ পাঠ করাইবে ।
 সুবর্ণ রজত বহু পুষ্প মালা চন্দন যে তক্তি
 সহকারে পুস্তকে দেয়, সে হরিমন্দিরে যায় ।
 এই বিধি অল্পসারে যাঁহারা পুস্তক সম্পূর্ণ
 করে, হে বিপ্র ! তাঁহাদের প্রতি সম্মান-
 পূর্ব্বক চিত্রতপো হিত্যে দত্ত হইতে তাঁহাদের
 নাম লিপ্ত অর্থাৎ কীর্ত্তিত করেন । ৬১-৭০ ।

অষ্টচত্বাংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৮৮ ।

উনপকাশ অধ্যায় ।

শোনক কহিলেন,—প্রাজ্ঞাপালনে কি
 পুণ্য, আর যৎনেই বা কি পাপ ? হে প্রাজ্ঞ
 ভূমার নিকট তুমিতে ইচ্ছা করি, তুমি
 আমল বলিয়া মূনে । অনূত শপথে বা

হৃত উবাচ ।

পৃথুঘ বৃনিশাদূল কথয়ামি সমূলতঃ ।

বৈষ্ণবানাং যমপ্রোহসি সর্বলোকহিতে বতঃ

যেন্নান্ত শতং দশা যৎকলং লভতে নরঃ ।

তস্মাৎ পুণ্যং কোটিভুগং প্রতিজ্ঞাপালনে বিজ্ঞ

প্রতিজ্ঞাপণনাম্মতো নিরয়ং যাতি দাক্ষণম্ ।

শতমবস্তরং যাবৎ পচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫

ততোহহম জন্ম চাসাদ্য নির্ভনন্ত নিকেতন ।

অন্নবস্ত্রবিহীনঃ স্ত্রাৎ ক্রেণী চাপি স্বকর্মণা ॥ ৬

সত্যেন শপথং কৃত্বাদেবারিভক্তসম্মিথো ।

তাবদ্ধহতি বৈ গাত্রং বিকোর্বংশো ন লুপ্যতে

মিথ্যাং শপথে বিপ্র কিমহং বচি সাস্প্রতম্ ।

সত্যে চৈবং ভবেৎ পাপমনূতে শপথে কিম্ ॥ ৮

সত্যেন জীহবের্গত্বাৎ স্পৃষ্টা যাত্যতিদাক্ষণম্ ।

শতমবস্তরং বিপ্র নিরয়ং মিথ্যায়া কিম্ ॥ ৯

সত্যে কি ভয়? দক্ষিণ কর দান করিয়া

তাহা মিথ্যা করিলেই বা কি হয়? হে

কৃপারব! কৃপা করিয়া বল। হৃত বলি-

লেন,—বৃনিশাদূল আমি সমূলে বলি-

তেছি। তুমি বৈষ্ণবদিগের অগ্রগণ্য, সর্ব-

লোকহিতে বতঃ তুমি ভ্রবণ কর। বিজ্ঞ।

শতমবস্ত্র দানে নহ যে ফললাভ করে,

প্রতিজ্ঞা পালনে তদপেক্ষা কোটিভুগ পুণ্য।

মৃত নর প্রতিজ্ঞা খণ্ডনে দাক্ষণ নিরয়ে যায়।

সে শত মবস্ত্র যাবৎ পাচ্যমান হয়;

ইহাতে সংশয় নাই। তার পর স্বকর্ম্মফলে

ইহলোকে নির্ভনের নিকেতনে জন্ম লাভ

করত অন্ন-বস্ত্রবিহীন ক্রেণভাগী হয়। সত্য

দ্বারা দেবারি-ভক্তসম্মিথানে শপথ করিলে,

তাবদ্ধকাল বিকৃত গাত্র দদ্য হয়। তাহার

বংশ থাকে না; লুপ্ত হয়। বিপ্র! শপথ

মিথ্যা করিলে যে কি ফল হয়, তাহা কিরূপে

নির্ণয় করা যায়? সত্য শপথ করিলেই একরূপ

পাপ হয়, অন্তত শপথের আর কথা কি?

জীহবির গাত্র স্পর্শ করিয়া সত্য করিলে, হে

বিপ্র! শত মবস্ত্র অতি দাক্ষণ নিরয়ে

যায়। শপথ মিথ্যা করিলে যে কি হয়,

নির্ম্মালায় জীহবের স্পৃষ্টা সত্যেন বৃনিপুজব।

পৃথীবা পুরুষান্ সন্ত পচ্যতে নিরয়ে চিরম্ ॥ ১০

কদাচিচ্ছয় সম্প্রাপ্য কুলী চ প্রতিজ্ঞয়নি।

সত্যেনৈবং ভবেদ্বিপ্র অনূতে বৈ কিমূচ্যতে

যো মর্ত্যো দক্ষিণং দদ্বা করং তৎপ্রতিপালয়ে

তন্ত প্রাপ্তিভবেৎকৃষ্ণং সত্যং সত্যং বদাম্যহম্

করং দদ্বা তু যো মর্ত্যো বচনন্ত চ পালনম্ ।

যাবন্ন কৃত্বাৎপিতরঃ প্রাপ্তবন্তি চ যাতনান্ ॥ ১১

অনন্ত বৃনিশাদূল নিরয়ং যাতি দাক্ষণম্ ।

উদ্ধারং কোটিকল্পান্তে যতো যাতি ন সংশয়ঃ ॥

শৌনক উবাচ

কৃষ্ণপ্রাপ্তিঃ পুরা কন্ত করন্ত প্রতিপালনাৎ ।

দক্ষিণন্ত যুনে ক্রিহি স্মোতুমিচ্ছামি সাদরাৎ ॥ ১২

হৃত উবাচ ।

পুরা কাকিপুরে শূদ্রো নার্যসীধীরবিক্রমঃ ।

বহ্মাশী পৃথুলাঙ্গন্ত বহুবক্তান্তিমুদ্রঃ ॥ ১৩

ধনবান পুত্রবান সত্যো বিদ্বান সর্বজনপ্রিয়ঃ ।

তাহা আর কি বলিব? ১—২। বৃনিপুজব!

জীহবির নির্ম্মালা স্পর্শ করত সত্য করিলে

নিজ সন্ত পুরুষ লইয়া চিরকাল নিরয়ে বাস

করে। পরে কদাচিত্ জন্ম প্রাপ্ত হইয়া

প্রতিজ্ঞয়ে কুলী হয়। বিপ্র! সত্য করি-

লেই এইরূপ ফল, যদি সত্য অনূত করে,

তবে তাহার কথা কি বলিব? যেমত

দাক্ষণ কর প্রবানপুষ্ক সত্য কথিয়া তাঁহা

প্রতিপালন করে, তাহার কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়;

আমি ইহা সত্য সত্য বলিতেছি। ইষ্টা

করদানপুষ্ক যাবৎ বচন প্রতিপালন না

করে, পিতৃগণ তাবৎ যাতনাপ্রাপ্ত হন।

বৃনিশাদূল সে অয়ং মৃত হইয়া দাক্ষণ নিরয়ে

যায়; কোটি কল্পান্তে উদ্ধার লাভ করে।

ইহার সংশয় নাই। শৌনক বলিলেন,—

যুনে! দক্ষিণ কর প্রদানে পুরাকালে

কাহার কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল, তাহা বলুন;

আমি সাদরে তনিতে ইচ্ছা করি। হৃত

কহিলেন,—পুরাকালে কাকিপুরে বীরবিক্রম

নামে এক শূত্র ছিল। সে বহ্মাশী, পৃথুলাঙ্গ

বিপ্রাণামতিধীনাং পূজকঃ সর্বদেবতু ॥ ১৭

পিড়ভক্তো বিজ্ঞেষ্ঠ প্রতিজ্ঞাপালকঃ সদা ।

বাচ্যঃ ভক্তানাং পালকো হরিসেবকঃ ॥ ১৮

একদা সুল্করো গেষঃ স্বপচন্তু চন্দ্রনা ।

প্রাপ্তো ধৃষ্মা ব্রাহ্মণস্ত রূপঃ বৈ ভরণঃ সুধীঃ

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

শৃণু মে বচনঃ ধীর মম জায়া যুতা শুভা ।

কিঞ্চ কেরোমি ক গচ্ছামি কথয়াদ্যাহকম্পয়া ॥ ২০

বিবাহঃ যো জনঃ কুধ্যাদ্ ব্রাহ্মণস্ত বিশেষতঃ ।

কিঞ্চ দানৈঃ কিঞ্চ তীর্থৈঃ কিঞ্চৈজ্ঞৈঃ তকোটিতি

ইতি কথ্যুঃ স্বসো বিপ্রকোক্তবান বীরবিক্রমঃ

শৃণু মে বচনঃ ব্রহ্মন বাল্যান্তি মম কস্তকা ॥ ২২

যদীচ্ছা তে ভবেদ্বিপ্র দাস্তামি বিধিপূর্বকম্ ।

নয় মে দক্ষিণং হস্তং দাস্তামি চাত্তথা ন হি ॥

তত্ততততচচনঃ ক্রয়া জগ্রাহ দক্ষিণং করম্ ।

স্বপচো হৃদয়ুক্তো বৈ প্রোবাচ বচনঃ স্থিতি ॥ ২৪

বহুবক্তা, অতি সুল্কর, ধনবান, পুত্রবান,

সভা, বিদ্বান, সর্গজনপ্রিয়, বিপ্র ও অতিধি-

দিগের সদা পূজক, পিড়ভক্ত, সদা প্রতিজ্ঞা-

পালক, ভক্তজনের বাক্যপালক এবং চে

বিজ্ঞেষ্ঠ! হরিসেবক ছিল । একদিন এক

সুল্কর স্বপচ (চণ্ডাল) ছলক্রমে ভরণ ব্রাহ্ম-

ণের কল ধারণপূর্বক তাঙ্কায় নিকট উপস্থিত

হইল । ব্রাহ্মণ বলিল,—হে বীর । আমার

কিছু শুন । আমার শুভা জায়া যুতা হই-

য়াছে আজ আমি কি করি । কোথায় যাই ।

অল্ককম্পা করিয়া বল । ১১—২০ । যে জ-

সাবারনের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের বিবাহ করা-

ইয়া দেয়, তাহার দানেই কি, যজ্ঞেই কি ?

ব্রতকোটিতেই বা কি প্রয়োজন ? বিপ্র !

সেই বীরবিক্রম ইহা শুনিয়া উত্তর করিল,—

ব্রহ্মন ! আমার বাক্য শুন । আমার একটা

বল্লিকা কস্তা আছে । বিপ্র ! যদি তোমার

ইচ্ছা হয় তবে আমি বিধিপূর্বক দান করিব ।

এই আমার দক্ষিণ হস্ত নেও, দিব, অন্যথা

হইবে না । স্বপচ তাহার এই বাক্য শুনিয়া হর্ষ-

বৃত্ত হইল ; দক্ষিণ কর গ্রহণ করিল,—আর

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

কুহাশু ভরণঃ ময়ং দৌহি কস্তাঃ শুভাষিতাঃ

বিলম্বে বহুবিরঃ স্তাদিতি শাস্ত্রেহু নিশ্চিতম্ ॥

বীরবিক্রম উবাচ ।

তুভ্যং স্বঃকস্তকাং ব্রহ্মন দাস্তামি নান্তি চাত্তথা

দক্ষিণং স করং দস্তা ন কুধ্যাদ্ পূজয়াধমঃ ॥ ২৬

স্বত উবাচ ।

ব্রাহ্মণঃ কৃষ্ণশর্মাণক। হৃদ্যাক্ষয়মুনে ।

পুয়োহিতমিদং সর্বং প্রোবাচ সংবদং বিজ্ঞ ।

কথং প্রিয়য় তে কস্তাঃ শূদ্রায় দাস্তুমিচ্ছসি ।

অজ্ঞাতায়া কুলীনায়া ন দদথ বিশেষতঃ ॥ ২৮

উচুস্তজ্জাতায়ঃ সর্বৈ জনকাদ্যাস্তপোধন ।

অন্যাকং বচনং তাত শৃণু বীরবিক্রম ॥ ২৯

ন জায়তে কুলং যন্ত দেশগোত্রধনং তথা ।

শীলং বয়স্তস্ত কস্তা সূজ্ঞৈর্ন চ দীয়তে ॥ ৩০

স উবাচ বিজ্ঞেষ্ঠ দত্তং মে দক্ষিণং করম্ ।

কদাচিদন্তথা কর্তুং ন শক্যোমি চ সর্বথা ॥ ৩১

ইত্যুক্তঃ তান স বিপ্রাঃ কস্তাং দাতুং প্রচক্রেসে

এই বাক্য বলিল । সেই ব্রাহ্মণ বলিল,—

তুমি সত্ত্বর ভরণ করিয়া আমাকে শুভাষিতা

কস্তাঃ দও, বিলম্বে বহু বির হইবে । ইহা

শাস্ত্রে নিশ্চিত । বীরবিক্রম বলিল,—ব্রহ্মন !

তোমাকে কন্যা কস্তা দান করিব, ইহার

অন্তথা নাই । দক্ষিণ কর দান করিয়া যে

প্রতিপালন না করে, সে পূজয়াধম । স্বত

বলিলেন,—মুনে । সে ব্রাহ্মণ কৃষ্ণশর্মা

কে ডাকিয়া সর্ব বৃত্তান্ত কহিল । বিজ্ঞ ! কৃষ্ণ-

শর্মা কহিলেন,—তুমি কেমন করিয়া অজ্ঞাত

অকুলীন প্রিয় ব্যক্তিকে বা শূদ্রকে দিতে

চাহিতেছ ? বিশেষরূপে না জানিয়া দিও

না । তপোধন । তাহার জাতিগণ ও পিতা

পিতৃব্যাদি সকলে কহিল,—বীরবিক্রম !

শুন, যাহার দেশ গোত্র ধন বা শীল বয়সাদি

জানা যাইতেছে না, তাহাকে সূজনগণ

কস্তাদান করেন না । ২১—৩০ । বিজ্ঞেষ্ঠ !

সে বলিল,—আমি দক্ষিণ কর দিয়াছি ;

কখনই অন্যথা করিতে সক্ষম না হইব

দৃষ্টেতি জ্ঞাতঃ সৰ্ব্বং বিশ্বমকুতঃ যদুঃ ॥ ৩২

সত্যং তদ্বচনং ক্রবা শম্ভুচক্রগদাধরঃ ।

আবির্ভূত্ব সহসা চক্রহ গরুড়ঃ মূনে ॥ ৩৩

ঐতগবাহুবাচ ।

ধন্তঃ তে চ কুলং ধন্তা ধন্তন্তে জননী পিতা ।

ধন্তঃ তে বচনং সত্যং ধন্তঃ তে দক্ষিণঃ করম্

ধন্তঃ কর্ম চ তে জন্ম ত্রৈলোক্যে নৈব বিদ্যাতে

এবং তে কর্মণা সাধো চোদ্ধারঃ কুরুষে কুলম্

হৃত উবাচ ।

এবং ক্রবতি ঐক্লবিক বিমানং স্বর্ণনির্মিতম্ ।

আগত্য হরিগণৈর্ঘূক্তঃ সৰ্ব্বত্র গরুড়ধ্বজম্ ॥ ৩৬

সৰ্ব্বং তন্ত কুলং ব্রহ্মন সবশাকপুৰোহিতম্ ।

বধে চারোপযামাস শম্ভুপদ্মধরঃ স্বয়ম্ ॥ ৩৭

গৃহীত্বা তান হরিঃ সৰ্ব্বান গতৌ বৈকুণ্ঠমন্দিরম্

না। বিপ্র! সে তাহাদিগকে এই কথা

বলিয়া কস্তানান করিবার উপক্রম করিল।

জ্ঞাতিরা সকলে তাহা দেখিয়া বিস্ময় প্রাপ্ত

হইল। মূনে! তাহার বাক্য সত্য শুনিয়া

শম্ভু-চক্র-গদাধর গরুড়ে আরোণপূরক সহসা

আবির্ভূত হইলেন। ভগবান বলিলেন,—

তোমার কুল ধন্ত, তোমার জননী ধন্তা,

তোমার পিতা ধন্ত, তোমার সত্য বচন ধন্ত,

আর তোমার দক্ষিণ করম্ ধন্ত। তোমার

জন্ম-কৰ্মও ধন্ত; এমন আর ত্রৈলোক্যে

বিদ্যমান নাই। হে সাধো! তুমি একশ

কৰ্মাচারে কুল উদ্ধার করিতেছ। হৃত

বলিলেন,—ঐক্লবিক এইরূপ বলিতে থাকিলে

হরিগণপুঙ্ক্ত স্বর্ণনির্মিত গরুড়ধ্বজ বিমান

সকল ইতস্ততঃ সৰ্ব্বত্র আসিয়া উপস্থিত

হইল। শম্ভু-পদ্মধর স্বয়ং সেই সমস্ত বধে

বশাক ও পুরোহিতের সহিত তদৌর সমস্ত

কুল আরোপণ করিলেন। হরি তাহা-

দিগের সকলকে লইয়া বৈকুণ্ঠমন্দিরে গমন

তত্র তদ্বৃষ্টিরং তে চ কৃষা ভোগঃ সুদীপ্তম্ ।

বচনং লজ্জয়ৈদৃশ্যং যন্ত বা দক্ষিণঃ করম্ ।

সকলো নিরবঃ যাদি সত্যং সত্যং বদাম্যহম্

তস্তান্নঃ সলিলং ব্রহ্মরুদ্রাঙ্ক পিতৃদৈবতৈঃ ।

তাক্য ধর্মো গৃহং তন্ত ভীত্যা যাদি

ষিজ্যোত্তম ॥ ৪০

দহাশাং যো জনঃ সুধ্যারৈবাত্তকৈব মুচ্যতীঃ ।

স স্বকান্ কোটিপুরুষান্ গৃহীত্বা নরকং ব্রজে

বচনং লজ্জয়ৈদৃশ্যং ধর্মন্তেবাং বিলম্বতি ।

নৃপাণিতকরৈবিপ্র সত্যং সত্যং সুমিচ্চিতম্ ।

স্বর্গোত্তরমিমং সম্যক্ ক্রবা স্বর্গোত্তরং ব্রজেৎ

জীবমুক্তব্রহ্মহুয়ুজ কৃষ্ণাখ্যঃ ধাম চোত্তরম্ ॥ ৪৩

ইতি জীপাশ্বে মহাপুরাণে স্বর্ণখণ্ডে হৃত

শৌনকসংবাদে প্রতিজ্ঞাপালনমহিম-

বর্ণনং নটমৈকোনপকাশো-

হধ্যায়ঃ ॥ ৪২ ॥

করিলেন। তাহারা তথায় চিরকাল সুদীপ্ত

ভোগ করত বাস করিতে লাগিল। যে

বচন বা দক্ষিণ কর লজ্জন করে, সে নিজ

কুল সহ নিরয়ে যায়, আমি ইহা সত্য সত্য

বলিতেছি। ব্রহ্ম! তাহার অন্ন ও জল

পিতৃ-বদবতাদিগের গ্রাহ নহে। ষিজ্যোত্তম।

ধর্ম ভয়বশতঃ তাহার গৃহ ত্যাগ করিয়া

হান। যে জন আশা দান করিয়া নিরাপ

করে, সেই মুচরী স্বকীয় কোটি পুরুষ লইয়া

নরকে যায়। যাঁরা বচন লজ্জন করে,

নৃপ, অগ্নি ও তত্ত্ব দ্বারা ধর্ম ও তাহাদিগকে

বিলম্বন করেন। বিপ্র! ইহা সত্য-সত্য,

সুনির্মিত। এই স্বর্গোত্তর পদ্যপুরাণ সম্যক্

শ্রবণ করিয়া স্বর্গোত্তরে গমন করে। সে

ইহলোকে জীবমুক্ত হইয়া পরকালে কৃষ্ণাখ্য

পরম স্বর্গোত্তর ধাম প্রাপ্ত হয়। ৩০—৪৩।

সমাপ্তমিহ জীপশ্চপুরাণ-

স্বর্ণখণ্ডে ।

